অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক অভিধান

(Dictionary of Economic & Commercial Terms)

যতীন্দ্র নাথ দত্ত

অধ্যাপক, সিটি কলেজ (বাণিজ্য বিভাগ) ; প্রাক্তন অধ্যাপক

বরিশাল বি, এম, কলেজ ; জগন্নাথ বড়ুয়া কলেজ,

জোড়হাট, আসাম ; গোবরডাঙ্গা

হিন্দু কলেজ, ২৪ পরগণা।

ক্যালকাটা টেক্সট বুক সোসাইটি

ভূতপূর্ব্ব পাবলিকেশন সেকসন, সিটি কলেজ (বাণিজ্য বিভাগ)

১৩, সূর্য্য সেন ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২

ক্যালকাটা টেক্সট বুক সোসাইটির পক্ষে
অধ্যাপক নির্ম্মল কুমার রায় এম, এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন, ১৩৬৮

নিউ ইণ্ডিয়া প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ এর
পক্ষে শ্রীজ্ঞানাঞ্জন পাল, এম, এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
৪১এ, বলদেও পাড়া রোড, কলিকাতা-৬

পিতৃদেব স্বর্গত সূর্য্য কুমার দত্ত মহাশয়ের

এবং

স্বর্গত অধ্যাপক ডাঃ বিনয় সরকার মহাশয়ের

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হইল।

ভূমিকা

সাহিত্য গৌরবে বাংলা আধুনিক ভারতীয় ভাষাবর্গের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষা বর্গের অন্যতম। কিন্তু ভাব ও রসের কথা প্রকাশের মধ্যে বাংলার যে উচ্চ আসন জ্ঞান ও বুদ্ধির কথা প্রকাশের ব্যাপারে তা আজও অধিকৃত হয়নি। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ নিজে এই আলোচনা করেছেন এবং জ্ঞানগর্ভ, বুদ্ধি প্রধান সাহিত্য-দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস প্রমুখ মননশীল সাহিত্য বাংলায় রচনার জন্য আবেদন জানিয়ে গেছেন। স্বাধীন ভারতে, বিশেষতঃ বাংলা রাজ্যের সরকারী ভাষা বলে স্বীকৃত হবার পর এর গুরুত্ব যেমন প্রভূত পরিমাণে বেড়ে গেছে লেখক, অধ্যাপক, সাংবাদিক প্রমুখ শিক্ষিত বাঙ্গালীর দায়িত্বও তেমনি বেড়েছে অনেক। বাংলাকে সকল রকম ভাব প্রকাশের যথার্থ আধার করতে হলে এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষার আসনে স্থায়ী করতে হলে জ্ঞানগর্ভ, যুক্তি ও বিচার প্রধান সাহিত্য অর্থাৎ দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থবিদ্যা প্রভৃতি রচনায় অগ্রণী হতে হবে। আর এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা দুরূহ কাজ পরিভাষা রচনা ও সংকলন। অর্থনীতি ও বৈষয়িক বিদ্যায় পরিভাষাগ্রন্থ বাংলাতে দুর্লভ তাতে সন্দেহ নাই। অধ্যাপক দত্ত এই দুরূহ ও শ্রমসাধ্য কাজটি করে শুধু বাণিজ্য ও অর্থনীতির ছাত্র, শিক্ষক ও লেখকবর্গের ধন্যবাদের পাত্র হলেন না, সমগ্র বাঙ্গালী জাতি কৃতজ্ঞতা ভাজন হলেন, বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। গ্রন্থখানির আরও বৈশিষ্ট্য এই যে শুধু পারিভাষিক শব্দ প্রদান করে নয়, এর ব্যাখ্যা দিয়ে, প্রয়োগ কৌশল দেখিয়ে, দৃষ্টান্ত রচনা করে অধ্যাপক দত্ত সমগ্র বিষয়টি যথা সম্ভব সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন।

নির্বাচনে, পরিভাষা স্থষ্টিতে কিংবা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ভাষায় যে ক্রটি নেই তা নয় কিন্তু প্রয়াসটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য্যের তুলনায় তা চন্দ্র কলঙ্কের মতই তুচ্ছ। পরবর্ত্তী সংস্করণ ও অনুগামী লেখকদের হাতে নিশ্চয় এই প্রয়াস বা এই প্রকার প্রয়াসের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হবে। কিন্তু প্রকৃত পুরোধা হিসাবে অধ্যাপক দত্তের নাম নিশ্চয়ই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমি ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, সাংবাদিক ও লেখক তথা জ্ঞানান্বেষী সকল বাঙ্গালীর কাছে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। ইতি

কলিকাতা
২রা অক্টোবর
১৯৬১।

অরুণ কুমার সেন এম, এ, এম, এস-সি,
ইকন, (লণ্ডন) ব্যারিষ্টার-এট-ল,
অধ্যক্ষ, সিটি কলেজ, বাণিজ্য বিভাগ।

গ্রন্থকারের কথা

শব্দ ও অর্থের পারস্পরিক সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য হইলেও একই শব্দের অর্থান্তর ঘটিয়া থাকে। শব্দ প্রসারিত, সংকুচিত ও পরিবর্ত্তিত হয়। শব্দের এই অর্থান্তর প্রাপ্তি সকল ভাষারই সাধারণ ধর্ম্ম। এই পরিবর্ত্তনের ধারায় যখন কোন শাস্ত্রে বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট অর্থে এক একটি শব্দ ব্যবহৃত হয় তখন তাহাকে বলা হয় পরিভাষা। সাধারণ অর্থ বা অর্থ-সমূহ ত্যাগ করিয়া শব্দ তখন মাত্র একটি নির্দিষ্ট অর্থের বাহক হয়। সকল শাস্ত্রেরই নিজস্ব পরিভাষিক শব্দ আছে। সম্পূর্ণভাবে পরিভাষা আয়ত্ত না করিয়া কোন শাস্ত্রের আলোচনাতেই সম্যকভাবে অগ্রসর হওয়া যায় না।

এ পর্যন্ত আমরা অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিষয়ক পুস্তকাবলী বিদেশীর ভাষাতেই পাঠ করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আজ যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পদ্ধতি পরিবর্ত্তনেরও দিন আসিয়াছে। রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দি এবং আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে অপর তেরটি ভাষা সংবিধানের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। ফলে স্নাতক পর্যায় অবধি ভারতীয় ভাষায় পঠন পাঠন ও পরীক্ষা প্রদানের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সকল ভারতীয় ভাষার মধ্যে আমাদের বাংলা ভাষা অন্যতম গুরুত্ব স্থানাধিকার করিয়া আছে। বাঙালী ছাত্রছাত্রী এবং অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিষয়ক শাস্ত্রে উৎসাহী বা অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণকে পরিভাষা দিয়া সাহায্য করার প্রচেষ্টাই এই গ্রন্থখানি রচনার উদ্দেশ্য।

মোটামুটি দীর্ঘকালীন শিক্ষক-জীবনের অভিজ্ঞতায় আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে ছাত্র ছাত্রীরা পারিভাষিক শব্দের সহিত পরিচিতির অভাবে অনুধাবনের ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা বোধ করে; পরীক্ষার উত্তর পত্রেও অনেক গোলমাল করিয়া ফেলে। ঐ একই কারণে শিক্ষিত ব্যক্তিও সংবাদপত্র পাঠ করিবার সময় কতকটা বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়েন।

এখানে স্মরণ করাইয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন যে অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিষয়ক ব্যাপারে জ্ঞানলাভের স্পৃহা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। ঐ সকল বিষয় প্রকাশিত প্রবন্ধাদিরও দিন দিন সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিতেছে। গল্প-কবিতার মাসিক পত্রেও এই সকল প্রবন্ধ স্থান পাইতেছে।

এরূপ অবস্থায় বাংলা ভাষার একখানি পূর্ণরূপ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য বিষয়ক অভিধান যে সম্পূর্ণ অপরিহার্য, তাহা ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই।

তবে আমার বর্তমান প্রচেষ্টা উক্ত অভাব কতটা দূর করিতে সক্ষম হইবে, সে বিচারের ভার আমার উপর নহে। আমি শুধু বলিতে পারি যে আমার জ্ঞানবুদ্ধি বিবেচনার পরিধির মধ্যে থাকিয়া চেষ্টার কোন ত্রুটিই করি নাই। মাত্র তিন হাজার শব্দ সংকলন ও উহাদের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হই নাই। সকল প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উদাহরণও সংযুক্ত করিয়াছি।

এই পুস্তক প্রণয়নে যাহাদের নিকট হইতে সাহায্যও ও সহানুভূতি পাইয়াছি তাঁহাদের সকলের নিকট ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। কিন্তু যাহাদের নাম এখানে উল্লেখ না করিলে নিজেকে অপরাধী মনে করি, তাঁহারা হইতেছেন, অধ্যাপক লোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, সুশীল কুমার সেন, শঙ্কর প্রসাদ বসু, ডাঃ হরিপদ চক্রবর্ত্তী, ধীরেন্দ্র লাল ভৌমিক, অধ্যক্ষ মণীন্দ্র কুমার মজুমদার।

সিটিকলেজ বাণিজ্য বিভাগের অধ্যক্ষ অরুণ কুমার সেন এম, এস্‌ সি, ইকন, (লণ্ডন), ব্যারিষ্টার-এট-ল মহাশয়ের নিকট আমার ক্ষুদ্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার সহিত আমার ব্যক্তিগত সম্বন্ধকে ছোট করিতে চাহি না, কারণ তাঁহার নিকট পুস্তক প্রণয়নের প্রথম দিন হইতে অদ্যাবধি সর্বদাই যখন যে ভাবে উপদেশ চাহিয়াছি, বিনা দ্বিধায় তিনি উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার উৎসাহ ব্যতীত এই পুস্তক প্রকাশ সম্ভব হইত না।

ক্যালকাটা টেক্সট বুক সোসাইটির প্রকাশক অধ্যাপক নির্ম্মলকুমার রায় মহাশয় যে পুস্তকখানি প্রকাশ করার ভার নিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

বহু সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও স্থানে স্থানে ছাপার ভুল রহিয়া গেল। ঐ জন্য লজ্জাবোধ করিতেছি। ৺ভগবৎ কৃপায় পরবর্ত্তী সংস্করণে উহা সংশোধিত হইবে। যাহাদের জন্য এই পুস্তকখানি রচিত তাহাদের কাযে আসিলেই নিজের শ্রম সার্থক মনে করিব। পাঠকগণের নিকট হইতে পুস্তকখানি উন্নততর করার জন্য মতামত পাইলে বাধিত হইব।

কলিকাতা
মহালয়া
১৩৬৮ সাল

ইতি—
গ্রন্থকার

A

Ability to pay—প্রদান ক্ষমতা : কর নীতিতে সাধারণতঃ এই কথাটি ব্যবহৃত হয়। আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণের মতে কর ধার্য এমন ভাবে হওয়া উচিত যাহাতে সকল লোককেই সমান পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। ব্যক্তিগত উপভোগের পরিমাণ কমাইলে যে পরিমাণে সামগ্রিক তথা সামাজিক উন্নতি বৃদ্ধি পাইতে পারে তাহাই ত্যাগের মাপ কাঠি। এইদিক থেকে যিনি যত বেশী ভোগ বর্জন করিতে পারিবেন তাহার কর-দান বিষয়ে ক্ষমতা ততই বেশী হইবে। আবার এইভাবেও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তির আয় যত বেশী, আয়ের প্রান্তিক উপযোগ-ও তাহার তত কম এবং এমন এক জায়গায় তাহার আয় পৌছাইতে পারে যেখানে আর আয় বাড়িলে বৰ্দ্ধিত আয় মোটেই খরচ না হইয়া সবই সঞ্চিত হইবে। উদাহরণ :—রামবাবুর আয় একশত টাকা এবং শ্যামবাবুর আয় এক হাজার টাকা। রামবাবুর পক্ষে সঞ্চয়ত দূরের কথা, তাঁহার শেষ টাকাটি পর্য্যন্ত নিজের এবং পরিজনের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি যোগান দিতেই ব্যয় হয়। পক্ষান্তরে শ্যামবাবু যদি আয়ের তুলনায় জীবন যাত্রার মান বাড়াইয়াও দেন, তাহা হইলেও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়াও তাঁহার নিকট কিছু অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে। এই উদ্বৃত্ত অংশ যদি কর হিসাবে শ্যামবাবুর নিকট হইতে নেওয়া হয়, তাহাতে অবিচার হয় না। আবার যদি দুই জনেরই শতকরা দশ টাকা হিসাবে আয় বাড়ে তবে হয়তো দেখা যাইবে যে রামবাবুর বৰ্দ্ধিত আয় দশ টাকার মধ্যে আট টাকা জীবন যাত্রার মান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারে ব্যয়িত হইল এবং মাত্র দুই টাকা উদ্বৃত্ত হইল। আর শ্যামবাবুর বৰ্দ্ধিত আয় সম্পূর্ণই সঞ্চিত হইল। কাজেই যদি শ্যামবাবুর বৰ্দ্ধিত আয়ের সম্পূর্ণ অংশও কর হিসাবে সরকার আদায় করেন, তাহা হইলেও তাহার উপযোগিতা কমিয়া যায় না,

কিন্তু রামবাবুর নিকট হইতে বর্দ্ধিত আয়ের মাত্র শতকরা কুড়ি টাকা নিলে তাহার উপযোগ ক্ষমতা কমিয়া যায়, ইহা হইতে এই নীতি গ্রহণ করা যায় যে যাহার আয় যত বেশী হয় অর্থের প্রান্তিক উপযোগিতা তত কমিয়া যায়। কাজেই আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে কর প্রদান ক্ষমতাও বাড়িয়া যায়। বর্ত্তমানে প্রায় প্রত্যেক দেশেই ক্রম-বর্দ্ধমান কর-নীতি অনুসরণ করা হইতেছে। কর-নীতি বাদেও প্রদান ক্ষমতা কথাটির প্রয়োগ দেখা যায় শিল্পে শ্রমিকদের বেতন দেওয়া বিষয়ে। কোনও শিল্পের শ্রমিকদের মজুরীর হার সেই শিল্পের আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। সে সময়ে প্রদান ক্ষমতা বুঝাইতে capacity to pay কথাটির ব্যবহার হয়। Capacity to pay দ্রষ্টব্য।

Abrasion—মুদ্রার ধাতু ক্ষয় : বর্ত্তমানে প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রেই কাগজি মুদ্রার সঙ্গে সঙ্গে কিছু পরিমাণে ধাতব মুদ্রাও পাশাপাশি বাজারে চালু আছে। এই ধাতব মুদ্রা যদিও রূপা, নিকেল, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি সংকর পদার্থে তৈয়ারী তথাপি ব্যবহার জনিত ক্ষয় প্রতিরোধ করা অসম্ভব। ১৮০ গ্রেণ ওজনের মুদ্রা দুই তিন বছর বাজারে চালু থাকার পরে হয়ত ১৭০ গ্রেণে দাঁড়াইয়া যায়। তাহা হইলে ব্যবহার জনিত ক্ষয় হয় ১০ গ্রেণ। কাগজি মুদ্রা প্রচলনে মুদ্রার ধাতু ক্ষয় অর্থনীতিতে বিশেষ কোন প্রভাব আনিতে পারে না। মুদ্রার ধাতু ক্ষয় পরিবর্ত্তনযোগ্য মুদ্রা ব্যবস্থায় বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি করিতে পারে, কারণ যে মুদ্রার ধাতু ক্ষয় হইয়াছে উহার পরিবর্ত্তে টাকশাল হইতে নূতন মুদ্রা পাইতে অনেকেই ইচ্ছুক হইতে পারে। কিন্তু নিদর্শক মুদ্রার ধাতু ক্ষয় হইলেও উহা টাকশাল হইতে পরিবর্ত্তনের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

Abatement—ছুট, কমি বা বাদ : বিক্রেতা অধিক বিক্রয় করার জন্য ক্রেতাকে অনেক সময় নির্দ্ধারিত মূল্যের এক অংশ ছাড়িয়া দেয়। ইহার দুটি কারণ থাকিতে পারে। (১) বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা; (২) সত্বর বিক্রয় মূল্য আদায় করা। ইহাতে বিক্রেতার যেমন বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িয়া লাভের পরিমাণ বাড়িবার সম্ভাবনা থাকে, আবার নগদ টাকা পাইলে সেই টাকা খাটাইয়া আয় বাড়ানো সম্ভব হয়। ক্রেতার দিক হইতে নগদ কিনিতে পারিলে যে অংশ বাদ পাইল সেই পরিমাণে তাহার অন্যদিকে ব্যয়ের ক্ষমতা বাড়িল। ইহাকে নগদান বাট্টা এবং ব্যবসায় বাট্টা দুই ভাবেই ব্যবহার করা যায়।

Above Par—অধিমূল্য বা অধিহার : শেয়ার অথবা ষ্টকবাজারে এই কথার প্রচলন খুব বেশী। শেয়ার বা ষ্টকের অঙ্কিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে ক্রয় বা বিক্রয় হইলে সেই ক্রয়-বিক্রয়কে অধিহার বা অধিমূল্য ক্রয়-বিক্রয় বলে। যে শেয়ারের অঙ্কিত মূল্য ১০০ টাকা সেই শেয়ার যদি ১০৫ টাকায় বিক্রয় হয় তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে শেয়ারখানা শতকরা ৫ টাকা অধিমূল্যে বিক্রয় হইয়াছে। শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় বাদেও ইহার ব্যবহার আছে। যেমন একটি ভারতীয় টাকায় যে পরিমাণ রূপা রহিয়াছে সেই পরিমাণ রূপা বাজারে ১ টাকার বেশী মূল্যে বিক্রয় হইলে টাকা এবং রূপার মূল্যের তুলনায় টাকা অধিহারে বিনিময় হয়। অবশ্য এইরূপ অবস্থায় টাকা ধীরে ধীরে বাজার হইতে বিলোপ পাইবে। Gresham's Law এর প্রয়োগ দেখা যাইবে। (Gresham's law দ্রষ্টব্য)

Abstinence—ভোগ বিরত : কোন ব্যক্তি যদি কোন এক সময় ভোগ ক্ষমতা থাকাসত্ত্বেও ভোগ হইতে বিরত থাকে তাহা হইলে সেই কার্য্যকে ভোগ বিরতি (abstinence) বলা যায়। অর্থনীতি এবং বাণিজ্য ব্যাপারে ইহার প্রয়োগ অন্যভাবে করা হয়। সুদ নির্দ্ধারণ বিষয়ে এই নীতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। রামবাবু ১০০০ টাকা আয় হইতে কিছু অংশ—যেমন একশত টাকা—ব্যয় না করিয়া জমাইয়া এই উদ্বৃত্ত অংশ তিনি সিন্ধুকে আটকাইয়া রাখিবেন না। পক্ষান্তরে তিনি খোঁজ করিবেন শ্যামবাবুর মত মানুষের যাহার নিজের টাকা নাই অথচ টাকা খাটাইয়া উপার্জ্জন করিবার সাধ আছে। শ্যামবাবু একশত টাকা রামবাবুর নিকট হইতে ধার করিলেন। অর্থাৎ রামবাবু নিজের ভোগ সন্তুষ্টি হইতে বিরত থাকিয়া শ্যামবাবুকে ভোগ সন্তুষ্টি পাওয়ার যে সুযোগ দিলেন সেই জন্য শ্যামবাবু রামবাবুকে যে মূল্য দিবেন সেই মূল্যই হইল ভোগ বিরতির মূল্য বা সুদ। সমাজকে সমগ্রভাবে দেখিলে সামগ্রিক আয় সামগ্রিক ব্যয়ের সমান হইবে। কারণ একের যাহা আয় অন্যের তাহা ব্যয়। আবার সামগ্রিক উদ্বৃত্ত সামগ্রিক বিনিয়োগের সমান। কারণ যাহারা আয়ের এক অংশ সঞ্চয় করিতেছে তাহারাই আবার সেই অংশ অন্যকে ধার দিতেছে অথবা অন্যের নিকট বিনিয়োগ করিতেছে।

আবার যাহারা বর্ত্তমানের তুলনায় ভবিষ্যতকে প্রাধান্য দেয় তাহারা বর্ত্তমান ভোগ বিরতির পরিবর্ত্তে ভবিষ্যতে আবশ্যক মতে ভোগ করার সুযোগ রাখিয়া দেয়। এক ব্যক্তি হয়তো আবশ্যক মতে ভোগের আশায় তাহার সঞ্চয় দিয়া

কয়েকখানা সরকারী ঋণ পত্র কিনিয়া রাখিল। ভবিষ্যতে আবশ্যক মতে ঋণ পত্র বিক্রয় করিয়া বিক্রীত অর্থ ভোগ করিতে পারিবে। কিন্তু যতদিন সে ঋণ পত্র বিক্রয় না করিবে তত দিন ঋণ পত্রের উপর নির্দ্ধারিত হারে সুদ পাইবে। সরকার ঐ ঋণকৃত অর্থ বিনিয়োগ করিতে সুযোগ পান বলিয়া সুদ দিয়া থাকেন। সুতরাং যে ভাবেই প্রকাশ করা হউক না কেন, নিজে ভোগ হইতে বিরত থাকিয়া অন্যকে ভোগ সন্তুষ্টির সুযোগ দেওয়ার জন্য যে মূল্য দাবী করা হয় উহাই সুদ। (Interest দ্রষ্টব্য।)

Acceptance—ঋণ স্বীকৃতি; সাকরাণ : ব্যবসায় ক্ষেত্রে সর্বদা নগদান মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় না হইয়া অনেক সময়েই ধারে দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় হয়। অধিকাংশ ব্যবসায়ই ঋণভিত্তিক। ব্যবসায় ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে এইরূপ এক নীতি বিবর্ত্তন হইয়াছে যাহাতে বিক্রেতা ধারে বিক্রয় করিলেও আবশ্যক বোধে যে সময়ের জন্য ধার দেওয়া হইয়াছে সেই সময়ের মধ্যেও নগদ টাকা সংগ্রহ করিতে পারে। এই নিয়মে বিক্রেতা যখন দ্রব্য বিক্রয় করিল তখন বিক্রীত দ্রব্যের সহিত একখানা চুক্তিপত্র পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এই চুক্তিকে বলে বিনিময় পত্র (Bill of Exchange বা বিনিময়) পত্র। এই বিনিময় পত্রে ক্রেতা সই করেন। সই করাই সাকরাণ বা স্বীকৃতি (Acceptance)। এই সাকরাণ ব্যাপারে দল থাকে তিনটি : (১) বিক্রেতা (Drawer) যিনি বিনিময় পত্র লিখিয়া পাঠাইয়া দেন। (২) ক্রেতা (Drawee) যিনি বিনিময় পত্রে লিখিত মূল্য পরিশোধ করিবেন। ইহাকে Acceptorও বলে। কারণ ক্রেতা ঋণ স্বীকার না করিলে এই বিনিময় পত্র কার্য্যকরী হয় না। (৩) প্রাপক (Payee) যাহাকে বিনিময় পত্রে লিখিত অর্থ পরিশোধ করার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। (Bill of Exchange দ্রষ্টব্য)।

Acceptance House—সাকরাণী কুঠী বা ব্যবসায় : সাকরাণী কুঠির কার্য্য হইল অনেকটা ব্যাঙ্কের সমান। অর্থাৎ অন্যের পক্ষে বিনিময় পত্রের ঋণ স্বীকার করা। যদি বাজারে যথেষ্ট সুনাম থাকে তাহা হইলে এই সব সাকরাণী কুঠি ক্রেতার পক্ষে জামিন স্বরূপ দাঁড়ায়। কারণ সাকরাণ করাই হইল শেষ পর্য্যন্ত বিনিময় পত্রের মূল্য শোধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করা। ইংলণ্ডে এইরূপ অনেক সাকরাণী কুঠি আছে। সাকরাণী কুঠির সহি থাকিলে সেই বিনিময় পত্র সহজে হস্তান্তর যোগ্য (Negotiable) হয়। সেইজন্য ব্যবসায় এবং শিল্পের অগ্রগতিতে সাকরাণী কুঠি যথেষ্ট সহায়ক হয়। যদিও সাকরাণী

কুঠির মূল কার্য্য ছিল বিনিময় পত্র সাকরাণ করা। কিন্তু ধীরে ধীরে এই কুঠিগুলিই আবার শেয়ার ষ্টক ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় ব্যবসায় গ্রহণ করিতেছে। [Issuing House দ্রষ্টব্য]

Accounts—হিসাব : এই শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। (১) হিসাব-রক্ষণ ক্ষেত্রে বিশেষ কোন ব্যক্তি বা সম্পদ ইত্যাদির খাতে যত কিছু লেন দেন সবই এক জায়গায় সংক্ষিপ্ত ভাবে লিপিবদ্ধ থাকে, সেই বিশেষ ব্যক্তির বা দ্রব্যের অবস্থার চুম্বক থাকে ঐ ব্যক্তির হিসাবে (Account এ),। (২) আবার যখন এই শব্দটি শেয়ার বা ষ্টক বাজারে প্রয়োগ করা হয় তখন উহার অর্থ হয় যে শেয়ার ক্রয়ের মূল্য নগদ শোধ না করিয়া হিসাব রাখা হয়। অর্থাৎ ইহার পরে নির্দ্ধারিত দিনে ক্রয়ের মূল্য শোধ করা হইবে। ঐ নির্দ্ধারিত দিনকে বলে হিসাব দিবস (Account Day)।

Accommodation Bill—উপযোজক হুণ্ডি, সুপারিশী হুণ্ডি : প্রকৃতপক্ষে দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় না হইলেও একজন ব্যবসায়ী অন্য একজন ব্যবসায়ীকে সাময়িক অর্থ সাহায্য করিতে পারে। এই বিষয়ে নগদ অর্থ দ্বারা সাহায্য না করিয়া তাহার উপর লিখিত বিনিময় পত্র সাকরাণ (Accept) করিতে পারে। তখন সেই বিনিময় পত্র বিক্রেতা (Drawer) অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঐ বিনিময় পত্র বা হুণ্ডি প্রেরণ করিয়াছে সেই ব্যক্তি সেই হুণ্ডি ভাঙ্গাইয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। কাজেই ইহা ঋণ গ্রহণে এবং সাময়িক ভাবে ব্যবসায়ীর অর্থাভাব দূর করিতে সহায়ক হয়। অথচ প্রকৃত পক্ষে কোন দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের আবশ্যক হয় না।

Accrual Basis—প্রাপ্য ভিত্তি, উপার্জ্জন ভিত্তি : যে নিয়মে প্রকৃত পক্ষে পাওয়ার বা দেওয়ার পুর্ব্বেই আয় ব্যয় হিসাব ভুক্ত করা হয় সেই নিয়ম বা ভিত্তিকে বলে প্রাপ্য ভিত্তি। এক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সরকারের ৩% ঋণপত্রে ১০০০০৲ টাকা বিনিয়োগ করিল। যদি ঐ ঋণপত্র ১লা জুলাই ক্রয় করা হইয়া থাকে তবে বৎসরান্তে পরবর্ত্তী সনের জুলাই-এ সুদ পাওনা হয়। যদি ঐ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক হিসাব ৩১শে ডিসেম্বর সংতুলন করা হয় তবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ন্যায্যতঃ দাবী করিতে পারে যে বিনিয়োগ বাবদ ১লা জুলাই হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সুদখাতে আয় ১৫০৲ টাকা। যদি এই আয় বৎসরের অন্যান্য আয়ের সহিত যোগ করা হয় তবে বলা যায় যে ঐ আয় প্রাপ্য ভিত্তিতে দেখান হইয়াছে। আবার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধযোগ্য হইলেও

পরিশোধ করা হয় নাই —অথচ অন্যান্য পরিশোধের সঙ্গে যোগ করা হইয়াছে তখন ব্যয়কেও ঐ প্রাপ্য ভিত্তিতে হিসাব ভুক্ত হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়।

Accumulated Dividend—সঞ্চিত লভ্যাংশ : যখন কোন কোম্পানী লভ্যাংশ শোধ না করিয়া ভবিষ্যতে শোধ করা হইবে বলিয়া আপাততঃ স্থগিত রাখে, তখন সেই লভ্যাংশকে সঞ্চিত লভ্যাংশ বলা হয়। যতদিন সেই সঞ্চিত লভ্যাংশ শোধ না হইবে ততদিন উহা কোম্পানীর স্থিতিপত্রে বা উদ্বৃত্তপত্রে (Balance Sheet) দায়িত্ব খাতে দেখান হইবে।

Acknowledgement—স্বীকৃতি : যখন কোন ব্যক্তি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন অধিকরণের সম্মুখে এই বলিয়া ঘোষনা করে যে কোন বিশেষ কার্য্যটি সে নিজেই সম্পন্ন করিয়াছে—তখন এই ঘোষনাকে বলা হয় স্বীকৃতি (Acknowledgement)। ব্যক্তি বিশেষের স্বরূপত্ব বা ব্যক্তিসত্তা (Identity) প্রতিপন্ন করিতেও এইরূপ ঘোষণার দরকার হয়। অনেক সময়ে বিশেষ কোনরূপ দলিলে সহি দিলে তাহা ঐরূপ ঘোষণা দ্বারা সমর্থন (confirm) করিতে হয়।

Accross the board—আহার দফে : শ্রমিকদের বেতন প্রদান ব্যাপারে এই কথাটি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সকল শ্রমিককে যদি একই হারে বেতন বৃদ্ধি মঞ্জুর করা হয় তবে সেই প্রকার বেতন বুঝাইতেই "আহার দফে" (Accross the board) কথাটির প্রয়োগ করা হয়।

Active Trade Balance or Favourable Balance of Trade—অনুকুল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত : বৈদেশিক বাণিজ্যে যখন কোন দেশের মোট রপ্তানী মূল্য আমদানী মূল্য অপেক্ষা বেশী হয় তখন ঐ অতিরিক্ত রপ্তানী মূল্যকে অনুকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বলা হয়। [Balance of Trade দ্রষ্টব্য।]

Actuary—এ্যকচুয়ারী বা বীমা গণিতজ্ঞ : যে ব্যক্তি বীমা ব্যবসায়ে দায়িত্ব, গড়পড়তা জীবনী শক্তি, প্রিমিয়াম বা বীমার চাঁদা ইত্যাদি গণিতে বিশেষ পারদর্শী তাহাকে বীমা গণিতজ্ঞ (Actuary) কহে। কত বৎসরের বীমার জন্য কি হিসাবে প্রিমিয়াম বা বীমার চাঁদা দিতে হইবে। অগ্নিবীমা বা দুর্ঘটনা বীমা ইত্যাদিতে প্রিমিয়াম বা চাঁদার হার কিরূপ হইবে এবং দাবী মিটাইতে কিভাবে হিসাবাদি করিতে হইতে—তাহা স্থির করা বীমা গণিতজ্ঞের কার্য্য।

Advalorem Taxation—মূল্যানুসার কর: এই নীতি বিশেষ ভাবে আমদানীকৃত দ্রব্যের উপর (Import) অথবা নিজদেশে উৎপাদিত দ্রব্যের উপর (Excise) কর ধার্য্য করিতে ব্যবহার হয়। যখন দ্রব্যের মূল্যের আনুপাতিক হারে কর আরোপ করা যায় তখন তাহাকে মূল্যানুসার (Advalorem) কর কহে। একটি আমদানীকৃত দ্রব্যের মূল্য ১০০৲ টাকা, যদি শতকরা ১০৲ টাকা মূল্যানুসার হারে কর বসান হয় তবে ১০৲ টাকা মূল্যানুসার কর (Advalorem Import Duty) হইল। [ইহার বিপরীত নীতি "নির্দ্দিষ্ট কর" (Specific duty) উহা দ্রষ্টব্য।] আবার যদি এই দ্রব্য নিজদেশে উৎপন্ন হয় এবং উৎপাদিত দ্রব্যের উপর এই নীতিতে কর ধার্য্য করা যায় তাহা হইলে ১০০৲ টাকা মূল্যের উৎপাদিত দ্রব্যের উপর শতকরা ১০৲ টাকা কর দিতে হইবে। ইহাকে মূল্যানুসার অন্তঃশুল্ক (Advalorem Excise Duty) বলা যায়। [Excise Duty, Import Duty, Specific Duty দ্রষ্টব্য।]

Adverse Balance of Trade—প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত; বাণিজ্য ঘাটতি: যখন আমদানীকৃত দ্রব্যের মূল্য রপ্তানীকৃত দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা অধিক তখন এই দুই মূল্যের ব্যবধানকে প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বলা হয়।

Advice—সংবাদ: যখন কোন ব্যবসায়ী তাহার উৎপাদিত দ্রব্য অন্য কোন ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে চালান দেয় তখন চালানী দ্রব্যের বিশদ্ বিবরণ, অর্থাৎ পরিমাণ এবং মূল্য ইত্যাদি, কবে কিভাবে চালান দেওয়া হইয়াছে ইত্যাদি যে পত্রে জানাইয়া দেয় তাহাকে Advice বা Advice Note বলে। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে ইহার প্রয়োগ হয় অন্য অর্থে। যখন ব্যাঙ্ক ইহার মক্কেলকে নিয়মিত সময়ান্তে তাহার খাতে কত জমা বা ধার রহিয়াছে তাহা যে ফর্দ্দে দেখাইয়া দেয় সেই ফর্দ্দকেও Advice বা Bank Advice কহে।

Afforestation—বনীকরণ: বনের অভাবের জন্য দেশে নানারূপ বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হয়। দেশে ঝড়, বন্যা, প্লাবন এবং জমির ক্ষয় ইত্যাদির কারণ যে বনের অভাব সে বিষয়ে আজ সমস্ত ভৌগোলিক ভূতত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিক একমত। কাজেই আজ পৃথিবীর সকল দেশেই যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে বন সৃষ্টি করা যায়, সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতেছেন। ভারত সরকার ১লা জুলাই হইতে ৭ই জুলাই সপ্তাহব্যাপী বনমহোৎসব পালন করেন। এই উৎসবে সকলকেই বেশী করিয়া বৃক্ষরোপণ করিতে অনুরোধ করা হয়।

Agent—প্রতিনিধি : কর্ত্তা নিজে কোন কার্য্য করিতে অসমর্থ হইলে বা নিজের নামে অন্য দ্বারা কোন কার্য্য সম্পাদন করাইলে উক্ত নিযুক্ত কর্মীকে বলা হয় প্রতিনিধি (Agent)।

Agio—মুদ্রাবাট্টা : এক মুদ্রা অন্য মুদ্রার সহিত বিনিময় করিতে যদি কোনরূপ অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় সেই অতিরিক্ত মূল্যকে মুদ্রাবাট্টা Agio কহে। একটি মুদ্রা ব্যবহার করিতে করিতে ওজনে কমিয়া গিয়াছে। সেই মুদ্রা যদি একটি নূতন মুদ্রার সহিত পরিবর্ত্তন করিতে হয় তাহা হইলে পুরাতন মুদ্রার মালিককে হয়ত পুরাতন মুদ্রাটির সহিত আরও কিছু অতিরিক্ত মূল্য দিতে হইতে পারে, নচেৎ নূতন মুদ্রাটির মালিক হয়ত তাহার মুদ্রাটি হস্তান্তর করিবে না। এই অতিরিক্ত মূল্যকে মুদ্রাবাট্টা (Agio) বলে। [Abrasion দ্রষ্টব্য।]

Agricultural Economics—কৃষি অর্থশাস্ত্র : অর্থশাস্ত্রের যে অংশ পাঠ করিলে কৃষি সম্বন্ধীয় জ্ঞান সংগ্রহ করা যায় তাহাকে কৃষিবিষয়ক অর্থশাস্ত্র (Agricultural Economics) বলে। অর্থশাস্ত্রের এই অংশে একদিকে থাকে কৃষি উৎপাদন, বিনিময়, ব্যবহার বা প্রয়োগ ইত্যাদির কথা অন্যদিকে কৃষির সহিত সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের কার্য্যাবলী, যেমন কিভাবে কৃষির মূলধন সংগ্রহ করা যায়, কি উপায়ে সুষ্ঠুভাবে বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা কয়া যায়, ইত্যাদি বিষয় লিপিবদ্ধ থাকে।

Agricultural Revolution—কৃষি বিপ্লব : কৃষিসংক্রান্ত বিপুল পরিবর্ত্তনকে বলা হয় কৃষি বিপ্লব (Agricultural Revolution)। বাস্তবিকপক্ষে কৃষিবিপ্লব শিল্প-বিপ্লবের মত ইংলণ্ডেই সর্বপ্রথম দেখা দেয় বা অনুভূত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে গ্রামাঞ্চলের আর্থিক ভিত্তিতে যে পরিবর্ত্তন দেখা দিল এবং যাহার ফলে কৃষিজ উৎপাদনের রীতিনীতিও পরিবর্ত্তিত হইল তাহাকে কৃষি বিপ্লব বলে। প্রথমতঃ ইংলণ্ডের জমি যৌথ অধিকারে ছিল। তাহার স্থলে বড় বড় জমিগুলিকে ঘেরাও করিয়া যৌথসত্ব হইতে ব্যক্তিগত সত্ত্বে পরিণত করিয়া বড় বড় জমির মালিকের সৃষ্টি করা হইল, ফলে কৃষকগণ তাহাদের নিজস্ব কাজ হারাইয়া ভাড়াটে শ্রমিকে পরিণত হইল। আবার কৃষি-বিপ্লব উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে আরেকবার নূতন আকারে দেখা দিল যখন কৃষিজ উৎপাদনের জন্য নূতন নূতন যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও প্রয়োগ আরম্ভ হইল।

Allonge—যুক্ত পত্র : বিনিময় পত্র বা হুণ্ডিতে (Bill of Exchange) পৃষ্ঠাঙ্কণ (Endorse) করিতে করিতে যখন হুণ্ডিতে আর স্থান সংকুলান হয় না

এবং আর একখানা কাগজ জুড়িয়া দেওয়া হয় তখন ঐ অতিরিক্ত কাগজখানাকে যুক্ত-পত্র বলা হয়। প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা রোধ করার জন্য শেষ পৃষ্ঠাঙ্কনের সহি আংশিক হুণ্ডিতে এবং আংশিক যুক্তপত্রে করা হয়। সর্বশেষে পৃষ্ঠাঙ্কনকারী সহি মিলাইতে মূলহুণ্ডি ও যুক্তপত্রের সহি একত্রে ধরিতে হয়।

Alloy—সংকর ধাতু : সাধারণ ভাষায় সংকর ধাতুর অর্থ হইল কয়েকটী ধাতুর সংমিশ্রণ। কিন্তু টাকশালে (Mint) ইহা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। টাকা তৈয়ারী করিতে যে ধাতু মৌলিক ধাতু অর্থাৎ যাহা সকল প্রকার মুদ্রাতেই মিশ্রণ করা হয় তাহাকে সংকর ধাতু বলে।

Amalgamation—একত্রীকরণ বা সংযোজন : অর্থনৈতিক কারণে দুই বা ততোধিক শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সত্ত্বা লোপ করাইয়া নূতন এক শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইলে তাহাকে একত্রীকরণ বলে। যে সমস্ত কারণে একত্রীকরণ সংগঠিত হয় তাহার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান কারণই হইল প্রতিযোগিতা (Competition) বিলোপ করা। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সক্রিয় প্রতিযোগিতা (যাহা অনেক সময় অন্যায় প্রতিযোগিতার আকারও ধারণ করিতে পারে) বন্ধ করিয়া একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করাও ইহার আরেকটি উদ্দেশ্য হইতে পারে। কিন্তু ইহার চেয়ে বড় কারণ হইল যে অর্থনীতি ক্ষেত্রে যখন সংকোচন (Deflation) আরম্ভ হয় তখন ছোট ছোট ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে বড় প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকা যথেষ্ট কষ্টকর হয় এবং অদূর ভবিষ্যতে তাহাদের অস্তিত্বই লোপ পাইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তখন ঐ মুমূর্ষু প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচাইবার জন্য বৃহৎ ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত একত্রীকরণ করা হয়। কিন্তু একত্রীকরণ তখনই সমর্থন করা যায় যখন একত্রীকরণের ফলে আর্থিক উন্নতি সাধন করা যায়। অর্থাৎ যখন একত্রীকৃত শিল্পের উৎপাদনে ও বিতরণে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, তখন কমমূল্যে উৎপাদন, বিতরণ ইত্যাদি করিয়া সমাজের উপকার সাধন হইতে পারে।

Amortisation—স্বয়ংক্রিয় ঋণ পরিশোধ : এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে বিনা কষ্টে ঋণ পরিশোধ করিতে পারে ; এই নিয়মে প্রতি বৎসরে মূলধন খাতের এক অংশ পৃথক করিয়া রাখা হয় যাহাতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর ঋণকৃত অর্থের সমান পরিমাণ অর্থ জমা হইতে পারে। এই নিয়মকেই আবার প্রতিপূরক নিধি (Sinking Fund)

বলা হয়। বৎসরান্তে আয়ের এক অংশ পৃথক খাতে রাখিয়া দিয়া আবার সেই পরিমাণ অর্থ সরকারী ঋণ পত্র বা কোম্পানীর শেয়ার ষ্টকে বিনিয়োগ করা হয়। এবং যখন ঋণ পরিশোধের সময় উপস্থিত হইবে তখন সেই ঋণ পত্র বা ষ্টক বা শেয়ার বিক্রয় করিয়া ঋণ শোধ করা হয়। কিন্তু আইন ব্যাপারে Amortization এর প্রয়োগ কিঞ্চিৎ পৃথক। কোন সম্পত্তি, কোন যৌথ প্রতিষ্ঠান বা কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে চিরদিনের জন্য দান করাকে Amortization বলে।

Anarchism—নৈরাজ্যবাদ: অর্থনীতি কতকগুলি নিয়মের উপর ভিত্তি করিয়া আছে। এই নিয়মের মধ্যে একটি হইল (Anarchism) নৈরাজ্যবাদ। এই নীতিতে যাহারা বিশ্বাস করেন তাহাদের মতে সরকারের অস্তিত্ব সমর্থনযোগ্য নহে। কারণ সমাজের অর্থনৈতিক সামগ্রিক উন্নতি সমবায় এবং যৌথ পদ্ধতি দ্বারাই সম্ভব। এই নিয়মে বিশ্বাসীদের মতে মানুষ স্বভাবতই সমাজবদ্ধ জীব এবং সর্ব্বদাই তাহারা একে অন্যের সহিত সহযোগিতা করিয়া সামাজিক উন্নতি সাধন করে। কাজেই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে তাহারা বিশ্বাস করে না এবং তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন করিয়া যৌথ (collective) বা সমবায় সম্পত্তির (co-operative) নীতি প্রচলন থাকিলে উৎপাদন ও বিতরণে সর্ব্বাধিক সামাজিক সুবিধা পাওয়া যাইবে।

Annuity—বার্ষিকী বা বার্ষিক বৃত্তি: জীবন বীমার মত একই নিয়মে যখন কোন ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট হারে বার্ষিক প্রিমিয়াম বা চাঁদা দিয়া যায় এবং বিশেষ নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট হারে বার্ষিক বৃত্তি বা বার্ষিকী পায়, তখন উহাকে বার্ষিক বৃত্তি বা বার্ষিকী কহে। বার্ষিকী কয়েক বৎসরের জন্য বা প্রাপকের জীবনকাল পর্য্যন্ত অথবা চিরকালের জন্য দেওয়া হয়। চিরকালের জন্য দেওয়া হইলে বার্ষিকী ক্রেতার মৃত্যুর পর বার্ষিকীর অধিকার উত্তরাধিকারীতে বর্ত্তায়। কি হিসাবে বার্ষিকী বা বার্ষিক বৃত্তি দেওয়া হইবে তাহা নির্ভর করিবে প্রাপকের জীবনী শক্তির পরিমাণ এবং কি হিসাবে প্রিমিয়াম দেওয়া হয় তাহার উপরে। আবার একবারে এক নির্দ্দিষ্ট মূল্যে এই বার্ষিক বৃত্তির অধিকার ক্রয় করা যায়। প্রধানতঃ বীমা কোম্পানীগুলিই এই অধিকার বিক্রয় করে।

Anti Dumping Duty—বিদেশে কম মূল্যে দ্রব্য চালান বিরোধীকর: অনেক সময় শিল্পোন্নত দেশগুলি বিদেশে বিশেষতঃ যে সকল

দেশে প্রবল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয় সেই দেশে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও দ্রব্য বিক্রয় করিতে প্রয়াস পায়। অর্থাৎ উৎপাদন মূল্যের কম মূল্যে বিক্রয় করা হয়। এই ভাবে যে ক্ষতি হইল তাহা দেশবাসীর নিকট হইতে বর্দ্ধিত মূল্যে বিক্রয় করিয়া শোধ করার চেষ্টা করা হয়। (Dumping দ্রষ্টব্য) এই রীতিতে যে সকল দেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই সেখানে বিদেশী দ্রব্যের একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ইহার প্রতিশোধক হিসাবে আমদানীকারী দেশ এইরূপ দ্রব্যের উপর কর আরোপ করে। যদি শেষ পর্য্যন্ত আমদানী বন্ধ করিতে হয় তাহা হইলে রপ্তানীকারী দেশে যে মূল্যে এই দ্রব্য বিক্রয় হয় এবং আমদানীকারী দেশে যে মূল্যে সেই দ্রব্য বিক্রয়ের প্রচেষ্টা করা হয়, শুল্কের হার এই দুই মূল্যের ব্যবধানের সমান হওয়া দরকার। যদি জাপানী কাপড় ভারতে ১০৲ টাকায় বিক্রয় করিতে চেষ্টা করা হয় এবং জাপানে সেই কাপড় ৪০৲ টাকায় বিক্রয় করা হয় তাহা হইলে ভারত সরকার যদি জাপানী কাপড় আমদানী বন্ধ করিতে চান তাহা হইলে দুই দেশে একই দ্রব্যের মূল্যের ব্যবধান ৩০৲ টাকা হিসাবে শুল্ক বসাইবেন।

Application Firm—**অবিচল আবেদন**: Under Writer দ্রষ্টব্য।

Applied Economics—**ফলিত অর্থনীতি**: শিল্প, ব্যবসায় এবং বানিজ্যক্ষেত্রে অর্থনৈতিক নীতির প্রয়োগ—চাহিদার নিয়ম, সরবরাহের নিয়ম, মূল্যের নিয়ম ইত্যাদি শিল্প ও ব্যবসায় আরোপ করিয়া শিল্প ব্যবসায় সংগঠন করা হইলে ইহাকে ফলিত অর্থনীতি বলে।

Apprenticeship—**শিক্ষানবিশী**: এই নিয়মে এক সময়ে সকল লোককেই বৃত্তি অনুসারে কোন না কোন শিক্ষকের (Master) অধীনে শিক্ষানবিশী করিয়া সেই বৃত্তি সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইত। মধ্যযুগে এবং তারপরও টিউডর রাজত্বকালে শিক্ষানবিশী বৃত্তিকারকদের এতই আবশ্যক ছিল যে এই জন্য ১৫৬৩ খৃঃ Statute of Apprenticeship আইন পাশ করা হয়। বর্ত্তমান যুগে অবশ্য এইরূপ শিক্ষানবিশীর আবশ্যক অনেক পরিমানে কমিয়া গিয়াছে কারণ এখন প্রায় সকল দেশে বিশেষ বৃত্তির জন্য বিশেষ বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে।

Appropriation—**উপযোজন, বণ্টন**: ইহা বণ্টন অর্থেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। যেমন লাভ ক্ষতির বণ্টন হিসাব (Profit and Loss

Appropriation Account)। এই হিসাবে নীট মুনাফা কি ভাবে বণ্টন করা হয় অর্থাৎ কত অংশ লভ্যাংশ বিতরণ, কত অংশ সঞ্চয়, কত অংশ অন্যত্র বিনিয়োগ ইত্যাদি দেখান হয়। তবে আইনের ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার হইল রাষ্ট্রের আয় কি কি খাতে কি ভাবে বণ্টন করা হইবে তাহা দেখাইয়া যে আইন তৈয়ার করা হয় তাহাতে। ইহাকেই Appropriation Act বলা হয়। বণ্টন কি কি খাতে হইবে তাহা যদি দফাওয়ারা ধরিয়া দেওয়া হয় তবে তাহাকে দফাওয়ারী বণ্টন কহে। (Itemised Appropriation দ্রষ্টব্য)

Arbitrage—অন্তর্পনণঃ কোন দ্রব্য এক বাজারে ক্রয় করিয়া সেই সময়েই আরেক বাজারে অধিক মূল্যে বিক্রয় করার নামই হইল অন্তর্পনণ। অর্থাৎ এক বাজারে কম মূল্যে কিনিয়া একই সময়ে অন্য বাজারে বেশীমূল্যে বিক্রয় করিয়া মুনাফা আয় করার উদ্দেশ্যেই এইরূপ কাজ করা হয়। তবে প্রধাণতঃ এইরূপ ব্যবসায় বৈদেশিক মুদ্রা বা বৈদেশিক ষ্টক শেয়ারেই করা হয়। দুই দেশের মুদ্রার মূল্য বা ক্রয় ক্ষমতা স্থির থাকে না এবং সেই জন্যই এইরূপ ব্যবসায়ের অস্তিত্ব আছে। উদাহরণ:—
ভারত ও ইংলণ্ডের সহিত বানিজ্য উদবৃত্তের হিসাবে দেখা গেল যে উদবৃত্ত ভারতের প্রতিকূল। সে ক্ষেত্রে ভারতকে ইংলণ্ডের মুদ্রা ষ্টার্লিং ক্রয় করিয়া এই ঋণ শোধ করিতে হইবে। কাজেই ভারতের "টাকার বাজারে" ষ্টার্লিংয়ের চাহিদা বাড়িয়া যাইবে এবং মূল্য বৃদ্ধি হইবে। যদি পূর্ব্বে ১০৲ টাকায় ১ ষ্টার্লিং ক্রয় করা যাইত এখন ধরা যাউক তাহা ক্রয় করিতে ক্রেতার ১২৲ টাকা লাগিল। আবার যদি ইংলণ্ড ও আমেরিকার বানিজ্য উদবৃত্ত ইংলণ্ডের প্রতিকূল হয় তবে একই নিয়মের প্রয়োগ হইবে। ইংলণ্ডে যদি পূর্ব্বে ৩ শিলিংএ একটা ডলার ক্রয় করা যাইত এখন তাহা হয়ত ৪ শিলিংএ ক্রয় করিতে হইবে। এবং আমেরিকা ও ভারতের মধ্যে বানিজ্য উদ্‌বৃত্ত আমেরিকার প্রতিকূল হইলে আমেরিকাতে টাকার মূল্য বাড়িয়া যায়। ৩ ডলারে যে টাকা ক্রয় করিতে পারিত তাহার জন্য ৪ ডলার মূল্য দিতে হইতে পারে। অর্থাৎ ভারতে ডলার সস্তা, ইংলণ্ডে টাকা সস্তা এবং আমেরিকাতে ষ্টার্লিং সস্তা। কাজেই যদি কেহ অন্তর্পনণ ব্যবসায়ে [Arbitrage Operation] লিপ্ত থাকে তাহার পক্ষে ভারতে ডলার কিনিয়া ইংলণ্ডে বিক্রয় করিলে লাভ হইবে। ইংলণ্ডে টাকা কিনিয়া আমেরিকাতে বিক্রয় করিলে এবং আমেরিকাতে ষ্টার্লিং কিনিয়া বেশীমূল্যে

ভারতে বিক্রয় করিলে তাহার লাভ হইবে। এইরূপ ব্যবসায়ের ক্ষেত্র এবং সম্ভাবনা দিন দিনই সঙ্কুচিত হইতেছে কারণ প্রায় প্রত্যেক দেশেই বর্ত্তমানে "বিনিময় দর নিয়ন্ত্রণ" [Exchange Control] করা হইয়াছে। মুদ্রা বাদ দিয়া এই ব্যবসায় বৈদেশিক ষ্টক ও শেয়ারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

Arbitration—**সালিশী**: দুই পক্ষের মধ্যে কোন বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হইলে বিরোধটি কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি বা কতিপয় ব্যক্তির নিকট নিষ্পত্তির জন্য পাঠান হয়। সেই ব্যক্তির বা কতিপয় ব্যক্তির কার্যের নামই হইল মধ্যস্থতা বা সালিশী (Arbitration)। এই রীতি প্রধানতঃ মালিক শ্রমিক বিরোধ ব্যাপারেই গ্রহণ করা হয়, অবশ্য ব্যবসায় এবং আন্তর্জাতিক বিরোধেও এই রীতির শরণ প্রায়ই নেওয়া হয়।

Arbitration of Exchange—**বিনিময় মধ্যস্থতা**: বিনিময় মধ্যস্থতা বলিতে বিদেশে অর্থ প্রেরণকে বুঝায়। সরাসরি বিনিময় পত্র অথবা অর্থ প্রেরণ করিলে সস্তা হইবে কিম্বা অন্য কোনও দেশের মাধ্যমে অর্থাৎ সেই দেশের মুদ্রা বা বিনিময় পত্র ক্রয় করিয়া সেই মুদ্রায় পরিশোধ করিলে সস্তা হইবে তাহার হিসাবকে বিনিময় মধ্যস্থতা কহে। যে বাজারে অন্য দেশের বিনিময় পত্র সস্তা সেখানে সেই বিনিময় পত্র কিনিয়া সেই বিনিময় পত্র দ্বারা পাওনা বা ঋণশোধ করিলে তাহাকেও বিনিময় মধ্যস্থতা বলা যাইতে পারে। যদি ইংলণ্ডে ডলারে নির্দ্ধারিত বিনিময় পত্র সস্তা হয় এবং ভারতে ঐ বিনিময় পত্র বেশী দামে বিক্রয় হয় তাহা হইলে যে লোকের ডলারে ঋণ শোধ করিতে হইবে তাহার পক্ষে ইংলণ্ডে ডলার বিনিময় পত্র ক্রয় করা লাভজনক। এবং সেই বিনিময় পত্র দ্বারা ডলারে ঋণ পরিশোধ করা লাভজনক। ভারত হইতে ইংলণ্ডে অর্থ প্রেরণ করিয়া সেই অর্থ ইংলণ্ড এবং আমেরিকার মধ্যে বিনিময় হারে ডলারে পরিবর্ত্তন করিলে অথবা ইংলণ্ডে ডলার বিনিময় পত্র ক্রয় করিয়া উহা আমেরিকাতে প্রেরণ করিলে তাহাকে বিনিময় মধ্যস্থতা বলে।

Articles of Association—**পরিমেল নিয়মাবলী**: কোন যৌথ কারবারের [Joint Stock Company] ব্যবস্থাপনা যেভাবে চলিবে তাহা যে দলিলে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ থাকে সেই দলিলকে পরিমেল নিয়মাবলী (Articles of Association) কহে। নিয়মাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অংশগুলি হইল: শেয়ার মূলধন কিভাবে তোলা হইবে, উহার হস্তান্তর ও বাজেয়াপ্তকরণ, ব্যবস্থাপক মণ্ডলীর সদস্যগণ কিভাবে নির্ব্বাচিত

হইবেন, তাঁহাদের কি কি গুণ, কার্য্যের পরিধি ও দায়িত্ব কতখানি ; কিভাবে হিসাব নিকাশ করা হইবে, কি উপায়ে অডিটর বা হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ করা হইবে, কি কি ভাবে প্রতিষ্ঠানের সভা-সমিতি হইবে, কে কোন সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এইসব। অর্থাৎ এরূপ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার যত কিছু সবই এই দলিলে লেখা থাকিবে। (পরিমেল নিয়মাবলী [Articles of Association] পরিমেল বন্দের [Memorandum of Association] উপবিধি [Byelaws] ! প্রায় প্রত্যেক যৌথ প্রতিষ্ঠানই নিজেদের পরিমেল নিয়মাবলী রচনা করে। কিন্তু ইচ্ছা করিলে তাহারা পৃথক ভাবে পরিমেল নিয়মাবলী তৈয়ার না করিয়া ১৯৫৬ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে সম্মিলিত পরিমেল নিয়মাবলীও [Table A] গ্রহণ করিতে পারে।

Artisan—শ্রমশিল্পী বা কারিগর : বিশেষ কোন কাজে বিশেষতঃ মিস্ত্রীগিরি, যন্ত্র মেরামতী বা রাজমিস্ত্রীর কার্য্য বিষয়ে পারদর্শী হইলে তাহাকে কারিগর কহে।

Assaying—মিশ্রিত ধাতুর বিশুদ্ধতা নির্দ্ধারণ : কোন খনিজ বা ধাতব পদার্থের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিবার জন্য যখন রাসায়নিক প্রক্রিয়া করা হয় তখন তাহাকে মিশ্র ধাতুর বিশুদ্ধতা নির্দ্ধারণ কহে। অনেক দেশে টাকশালে মুদ্রা তৈয়ারী করিবার জন্য যে ধাতু ব্যবহার করা হয় তাহার বিশুদ্ধতাস্থির করার জন্য এবং অনেক দেশে বিশেষতঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আমদানীকৃত খনিজ পদার্থের খাঁটি অংশ বাহির করার জন্য Assay officer নিযুক্ত করা হয়। কেবল মাত্র খনিজের বিশুদ্ধ অংশের উপরই যাহাতে আমদানীশুল্ক প্রয়োগ করা যায় তাহা নির্দ্ধারণ করিতে এই পন্থা অবলম্বন করা হয়।

Assembly line technique—সারবন্দী উৎপাদন প্রণালী : এই নিয়মে শ্রম বিভাগ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভাবে প্রয়োগ করা হয় যাহাতে কোন একটি দ্রব্য উৎপাদন করিতে যে কয়টি স্তর আছে প্রত্যেক স্তরের জন্য এক একজন শ্রমিক নিযুক্ত থাকে। একটি পরিবহন পেটীর সাহায্যে একজন শ্রমিকের নিকট হইতে আরেকজন শ্রমিকের নিকট দ্রব্যটি প্রেরণ করা হয়। এইভাবে এক একজন শ্রমিক এক একটি অংশ মাত্র তৈয়ারী করে এবং সর্ব্বশেষ অংশ শেষ শ্রমিকের দ্বারা সম্পন্ন হইলে দ্রব্যটি পূর্ণাংগ হয়। বাটার জুতা তৈয়ারী কারখানায় এই নিয়ম চালু আছে।

Assented stock—স্বীকৃত ষ্টক বা শেয়ার : অনেক সময় দেখা

যায় যে কোন যৌথকারবার বহুদিন যাবত কাজ করার পর উহার কার্য্যকরী পদ্ধতির অনেক পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। প্রতিষ্ঠানটিকে নূতন ভাবে তৈয়ারী করারও দরকার হইতে পারে। আবার দরকার হইলে পুরাতন যন্ত্রপাতি ত্যাগ করিয়া নূতন যন্ত্রপাতি কেনারও দরকার হইতে পারে। এইভাবে যদি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন প্রণালীতে কোন পরিবর্ত্তন আনিতে হয় তাহা হইলে সমস্ত শেয়ার মালিকগণের মতামত দরকার। কি উপায়ে নূতনভাবে কোম্পনীকে সংগঠন করা হইবে তাহাও তাহারাই ঠিক করিবে। প্রতিষ্ঠানের পুরাতন সমস্ত নিয়ম কানুন বাতিল করিয়া নূতনভাবে আবার নিয়মাবলী তৈয়ার করার দরকারও হইতে পারে। সে ক্ষেত্রে পুরাতন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বও বিলোপ হইতে পারে এবং তখন নূতনভাবে মূলধন স্থির করারও দরকার হয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে পুরাতন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার মালিক-গণ পুরাতন শেয়ারের পরিবর্ত্তে নূতন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার নিতে পারে বা যদি নূতনভাবে প্রতিষ্ঠান সংগঠিত করায় তাহাদের অমত থাকে তাহা হইলে পুরাতন শেয়ারগুলি নূতন কোম্পানীর হাতে ছাড়িয়া দিয়া নগদ টাকাও দাবী করিতে পারে। যাহারা নূতন কোম্পানীর শেয়ার নিতে রাজী আছে তাহাদের শেয়ারের মূল্যকে স্বীকৃত ষ্টক বা শেয়ার কহে। নূতন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার যতদিন বণ্টন (Allotment) করা না হয় ততদিন পুরাতন শেয়ারগুলি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের নিকট জমা রাখিতে হয়।

Asset—পরিসম্পৎ ; সম্পত্তি : ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যে কোন রূপ সম্পদকেই পরিসম্পৎ (Asset) বলে। অর্থাৎ যে সকল দ্রব্য হস্তান্তর যোগ্য এবং যাহা হস্তান্তর করিলে নগদ অর্থ পাওয়া যায় তাহাকেই পরিসম্পৎ বলা যাইতে পারে। ব্যবসায় দেনা পরিশোধ করিতে যে সকল দ্রব্য ব্যবহৃত (হস্তান্তর বা বিক্রয়) হইতে পারে তাহাকেও পরিসম্পৎ বলে। যেমন : জমি, দালান, নগদ (cash), বিনিময় পত্র (Bills) ইত্যাদি। ইহার বিভিন্ন ভাগ আছে (পরে দ্রষ্টব্য)।

Assignat—এক প্রকার কাগজী মুদ্রা : ইহা ফরাসী দেশের বিশেষ এক সময়ের বিশেষ এক মুদ্রা। ১৭৮৯ খৃঃ ফরাসী সরকার রাজার নিজস্ব প্রতিভূতিতে এবং গীর্জ্জাগুলির সমস্ত সম্পত্তির জামানতে এই বিশেষ প্রকার কাগজীমুদ্রা বাজারে চালু করিয়াছিল। কিন্তু এই কাগজীমুদ্রা এত বেশীপরিমাণে বাজারে চালু হইয়াছিল যে, ক্রমশঃ ইহার মূল্যহানি

(Depreciation) ঘটিতে লাগিল। ১৭৯৪ খৃঃ এই কাগজীমুদ্রা চালু বন্ধ করিয়া এই মুদ্রার আংকিক মূল্যের ত্রিশ ভাগের এক ভাগ ($\frac{১}{৩০}$) মূল্যে নূতন একপ্রকার কাগজী মুদ্রা চালু করা হইয়াছিল। উহার নাম ছিল Mandat এবং এই কাগজীমুদ্রাগুলি ১৭৯৬ খৃঃ Assignat এবং $\frac{১}{৭০}$ অংশ মূল্যে পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। (Mandat দ্রষ্টব্য)

Assignee—হস্তান্তর গ্রহীতা; সত্বনিয়োগীঃ কোন সম্পদ বা সম্পত্তির স্বত্ব যাহার উপর নিয়োগ করা হয় তাহাকে হস্তান্তর গ্রহীতা বলে। যেমন এক ব্যক্তি তাহার জীবন বীমা বন্ধক রাখিয়া অর্থ কর্জ্জ করিল। তখন ঋণদাতার নামে জীবন বীমা পত্রটি লিখিয়া দিতে হইবে, এবং আইনতঃ ঋণদাতাই হইবেন ইহার মালিক। যদিও বাকী স্বত্ব ঋণ গ্রহীতারই থাকিবে (যদি অবশ্য ঋণের অর্থ মিটানোর পর কোনও উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে)। সেই রকম, শেয়ারের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ লইতে হইলে ব্যাঙ্কের নামে শেয়ার assign করিয়া দিতে হয়, অর্থাৎ ব্যাঙ্ককে শেয়ারের মালিকানা স্বত্ব প্রদান করিতে হয়। যাহার নামে মালিকানা হস্তান্তর করা হয় তাহাকে বলা হয় assignee এবং যে ব্যক্তি মালিকানা স্বত্ব প্রদান করে তাহাকে assignor বলা হয়।

Assignor—হস্তান্তরকারী; স্বত্ব দাতাঃ যে ব্যক্তি নিজের স্বত্ব অন্যের উপর নিয়োগ করে তাহাকে স্বত্ব দাতা কহে। উদাহরণ Assignee দ্রষ্টব্য।

Assignment—সত্ব নিয়োগ; হস্তান্তর করণ: নিজের স্বত্ব অন্যকে অর্পণ করাকে স্বত্ব নিয়োগ বা (Assignment) বলা হয়। তবে যেহেতু এই নিয়োগ কোন দলিলের মাধ্যমে করা হয় সেইজন্য ঐ দলিলকেও স্বত্ব নিয়োগ বলা হয়।

Assurance—জীবন বীমা: অনেক সময়েই Assurance এবং Insurance দুইটি শব্দ একার্থবোধকভাবে ব্যবহার করা হয়। আসলে কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে শব্দদুটির প্রয়োগ ক্ষেত্র বিভিন্ন। Assurance অর্থ হইল যে কোন ঘটনা ঘটিলে অথবা কোন বিশেষ সময়ের পর কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমান অর্থ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। জীবন বীমাকে Life Assurance বলা যাইতে পারে। কারণ হয় বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পর অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট সময় (১০, ১৫ বা ২০ বৎসর) পর্য্যন্ত বীমার চাঁদা বা প্রিমিয়াম দেওয়ার চুক্তি থাকিলে ঐ সময়ের পর বীমাকারী কোম্পানী বীমাকৃত অর্থ শোধ করিতে

বাধ্য। আর Insurance বলিতে বিশেষ কোন আকস্মিক ঘটনা (যেমন Fire Insurance-এ অগ্নিকাণ্ড, Accident Insurance এ দুর্ঘটনা) ঘটিলে এবং তদ্দরুণ ক্ষতি হইলে বীমাকৃত অর্থ পাওয়া যাইবে। কাজেই Assurance চুক্তিমাত্র, আর Insurance হইল ক্ষতিপূরণ করার চুক্তি।

Atomistic Society—অনুভিত্তিক সমাজ: যে অর্থনৈতিক সমাজে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের (কুটীরশিল্প ইত্যাদি) প্রাবল্য সেই সমাজকেই অনুভিত্তিক সমাজ বলা হইয়া থাকে। বহুল উৎপাদন ও বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠনের পূর্ববর্তী অবস্থাই এইরূপ ছিল।

Audit—হিসাব পরীক্ষা: বিশেষ করিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের হিসাবপত্র পুংখানুপুংখরূপে পরীক্ষা করার নামই হইল "অডিট" বা হিসাব পরীক্ষা।

Austrian School of Economics (Deductive)—অর্থনীতিবিদ-গণের এক সম্প্রদায়। ইঁহারা অবরোহ পদ্ধতিতে অর্থনীতির তত্ত্বগুলিকে আলোচনা করিয়া কতকগুলি বিশেষ মূল্যতত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। ইহারা সর্বদা কতক ব্যক্তির কার্য্যকলাপকে পর্যালোচনা করিয়া সেই কাজগুলিই যে প্রতিনিধিমূলক এইরূপ ধরিয়া লইয়া কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। পরে ঐ সিদ্ধান্তের সূত্র ধরিয়া এক নীতি বা "theory" দাঁড় করান। এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত অর্থনীতিবিদগণ ঐতিহাসিক তত্ত্বের উপর মোটেই গুরুত্ব দেন নাই। পরন্তু মানুষের কাজগুলিকে মানসিক অবস্থার (Subjective বা Psychological) প্রতিফলন মনে করিয়া "মানসিক অবস্থার উপর জোর দিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ Menger, Bohm Bawerk, Professor Hayek, Ludwig, Von Mises ইত্যাদির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

Autarky—স্বয়ংসম্পূর্ণভাব: এই নীতি অনুসরণকারী দেশগুলি সর্বদা আমদানী হইতে মুক্ত থাকিতে চায়, অর্থাৎ আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্যাদি নিজের দেশে উৎপাদন করিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার দিকেই নজর দেয়। এই নীতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যথেষ্ট অসুবিধা সৃষ্টি করে। ইহার অপর নাম অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ (Economic Nationalism" দ্রষ্টব্য)

Authorised Capital—অনুমোদিত মূলধন: কোম্পানীর নিবন্ধকের (Registrar) নিকট নিবন্ধন কালে পরিমেল বন্ধে (Articles of

Association) যে মূলধনের উল্লেখ থাকে তাহাকে অনুমোদিত মূলধন কহে। কারণ কোম্পানীর সব কাজই ঐ পরিমেল বন্ধ দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং পরিমেল বন্ধে লিখিত কোন কাজ নিবন্ধক অনুমোদন না করিলে যেমন সে কাজ করা যায় না তেমনি নিবন্ধক অনুমোদন না করিলে মূলধনও আদায় করা যায় না। এইজন্য পরিমেলবন্ধে লিখিত মূলধনই হইল অনুমোদিত মূলধন। অর্থাৎ আবশ্যক বোধ করিলে কোম্পানী ঐ অনুমোদিত মূলধন পর্যন্তই আদায় করিতে পারে। ইহার বেশী আবশ্যক হইলে কোম্পানীকে পুনরায় অনুমোদন নিতে হয়।

Auction Sale—নিলাম বিক্রয়ঃ ডাক করিয়া যে বিক্রয় করা হয় তাহাকে নিলাম বিক্রয় কহে। ইহাতে সর্বোচ্চ ডাককারীর নিকট বিক্রয় করিতে হয়। এই ডাক হয় মৌখিক। এই নিয়মে সর্ব্বনিম্ন মূল্য হইতে ডাক আরম্ভ হয় এবং সর্বোচ্চ মূল্যে ডাক শেষ হয়।

Austerity Programme—কৃচ্ছ্র সাধন পদ্ধতিঃ জাতীয় অর্থনৈতিক পদ্ধতি হিসাবে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য যখন সমগ্র জাতিকে কৃচ্ছ্র সাধনে উদ্বুদ্ধ করা হয় তখন সেই পদ্ধতিকে কৃচ্ছ্র সাধন পদ্ধতি বলা হয়। উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উদবৃত্ত নিয়ত প্রতিকূল হইলে আদানপ্রদানের সমতা আনয়ন করার জন্য আমদানী বন্ধ করা বা বিশেষ ভাবে উহাকে নিয়ন্ত্রণ করা; বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ; প্রচুর স্থায়ী মূলধন (Capital equipments) ইত্যাদি আমদানী করার জন্য ভোগ্য দ্রব্যের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করার আবশ্যক অনেক সময়ই হইয়া থাকে। ভারত সরকার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য অনেক পরিমাণে কৃচ্ছ্র নীতির অনুসরণ করিয়াছেন। এই নীতির যে গুণাবলীই থাকুক না কেন বেশীদিন এই নীতি কার্য্যকরী করিলে জাতীয় জীবনযাত্রার মান কমিয়া যায়।

Automatic Balance—স্বয়ংক্রিয় সমতাঃ অনেক অর্থনীতিবিদদের মতে অর্থনীতিতে শেষপর্যন্ত সকল অবস্থায়ই স্বয়ংক্রিয় সমতা আসিবে। অর্থাৎ অর্থনীতির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে অর্থনৈতিক জীবনে একটা সাম্যভাব (equilibrium) উপস্থিত হয়। তাঁহাদের মতে যখন সুদের হার কমিয়া যায় সাথে সাথে পুঁজি (Savings) বা সঞ্চয় ও কমিয়া যায়। কিন্তু পরবর্ত্তী অবস্থায়ই পুঁজির চাহিদার জন্য সঞ্চয় কম হওয়াতে তুলনামূলক বিচারে সুদের হার বাড়িয়া যাইবে। আবার দ্রব্য মূল্য যদি কমিয়া যায় দ্রব্যের চাহিদা

বাড়িয়া থাকে এবং সরবরাহের ঘাটতি থাকার জন্য তুলনামূলক ভাবে দ্রব্যমূল্য বাড়ে। বিপরীত অবস্থায় দ্রব্যমূল্য বাড়িলে ক্রয় ক্ষমতা কমিয়া যায় এবং চাহিদাও কমিয়া যায়, ফলে, পুনরায় দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইতে থাকে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও এই নীতি খাটে। প্রচুর রপ্তানীর ফলে যখন বাণিজ্য-উদবর্ত্ত অনুকূল হয় এবং দেশে প্রচুর সোনা আমদানী হয় তখন মুদ্রার পরিমাণ বাড়ে এবং ঐ সময়ের মধ্যে সমান হারে ভোগদ্রব্য বৃদ্ধি পায় না বলিয়া দ্রব্যমূল্য বাড়িয়া যায় এবং দ্রব্যমূল্য বাড়িলে রপ্তানীর পরিমাণ কমিয়া যায়। সুতরাং পুনরায় ধীরে ধীরে আমদানী ও রপ্তানীর সমতা ফিরিয়া আসিবে।

Automatic wage adjustment—স্বয়ংক্রিয় মজুরী সমন্বয়ঃ এই নিয়মে শ্রমিকের উৎপাদনের পরিমাণ বা শ্রমিকের চাহিদা ইত্যাদির উপর কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ না করিয়া যখন জীবনযাত্রার মানসূচী বা জীবনযাত্রার ব্যয়সূচী বাড়িয়া যায় তখন অনুপাতিক মজুরী বৃদ্ধি করিলে অথবা জীবনযাত্রার মান ও ব্যয়সূচী নিম্নগামী হইলে মজুরী কমাইলে—অথবা যে শিল্পে শ্রমিক নিযুক্ত আছে সেই শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির সহিত অনুপাতিক মজুরী বৃদ্ধি করিলে বা শিল্পের মুনাফা বৃদ্ধির বা কমিবার সাথে সাথে মজুরীর হার বৃদ্ধি করিলে বা কমাইলে সেই মজুরী-প্রথাকে স্বয়ংক্রিয় মজুরী সমন্বয় প্রথা বলা হয়।

Autonomous Tariff System-স্বাধীন শুল্কনীতিঃ এই নীতিতে প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজ নিজ শুল্কসূচী আইন দ্বারা স্থির করে এবং স্বাধীন-ভাবে শুল্ক আরোপ করে। এই নীতিতে বাণিজ্যিক চুক্তির উপর আমদানী রপ্তানীর শুল্কের হার নির্ভর করে না।

Avail—প্রাপ্যঃ সমস্ত খরচ, বাট্টা ইত্যাদি বাদ দিয়া যে নীট মূল্য পাওনা হয় তাহাকে Avail কহে। যেমন প্রত্যর্থপত্রের (Promissory Note) লিখিত অংক হইতে আদায়ের খরচ ও বাট্টা ইত্যাদি বাদ দিলে যাহা থাকে অথবা কোন বিশেষ সম্পত্তি অধিকার করার মূল্য সেই সম্পত্তির বিক্রীত মূল্য হইতে বাদ দিলে যাহা থাকে অথবা নিলামে বিক্রয় কালে দ্রব্যের বিক্রয়কৃত মূল্য হইতে বিক্রয়ের খরচ বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাকে প্রাপ্য বলে।

Average—গড়ঃ সাধারণত এই শব্দের অর্থ হইল কতগুলি সংখ্যার যোগোত্তর মধ্যম। কিন্তু বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ইহার বিশেষ প্রয়োগ হইল অগ্নি-

বীমায় এবং নৌ-বীমায়। অর্থাৎ নৌ-বীমায় কোন জাহাজ বা জাহাজের পণ্যের সম্পূর্ণ ক্ষতি না হইলে অথবা অগ্নিবীমায় বীমাকৃত দ্রব্য সম্পূর্ণ নষ্ট না হইলে যে নিয়মে ক্ষতির পরিমাণ স্থির করা হয় তাহাকে গড় বলা হয়। গড় দুই রকমের হইতে পারে—General average বা সাধারণ গড় এবং Particular average বা বিশেষ গড়। (উহা দ্রষ্টব্য)

Average due date—গড় নির্ধারক দিন: কোন ব্যবসায়ীকে বিভিন্ন নির্দ্দিষ্ট দিনে কতকগুলি বিনিময়পত্র পরিশোধ করার পরিবর্ত্তে যদি সমস্ত বিনিময় পত্রের মূল্য একদিনে পরিশোধ করিতে হয় তাহা হইলে সেই দিনটিকে গড় দিবস (Average due date) বলে এবং যে নিয়মে এই দিবসটি নির্দ্ধারণ করা হয় তাহাকে গড়স্থির দিবস (Average due date) নিয়ম বলে। এমন ভাবে এই গড়দিনটি স্থির করা হয় যাহাতে উভয় পক্ষের কাহারও সুদ ইত্যাদি বাবদ কোন ক্ষতি না হয়। উদাহরণ:—

গড় স্থির দিবস বাহির করার নিয়ম:

এক জন ক্রেতা এক ব্যক্তির নিকট হইতে বিভিন্ন দিনে পরিশোধ করার সর্ত্তে কয়েকখানা বিনিময় পত্র সাকরণ করিল।

বিনিময় পত্রের মূল্য	সাকরণের দিন	পরিশোধের দিন
২০০৲	১লা জুলাই	১৫ই সেপ্টেম্বর
৩০০৲	৭ই ”	৩০শে ”
৪০০৲	১লা আগষ্ট	১৫ই অক্টোবর
৫০০৲	১৫ই ”	৩১শে ”

এখন এই চারিখানি বিনিময় পত্রের বদলে একখানি বিনিময় পত্র এমন একটি নির্দিষ্ট দিবসে পরিশোধ করার সর্ত্তে সাকরণ করিবে যাহাতে ক্রেতা বা বিক্রেতা কাহারও লোকসান হইবে না। নির্দিষ্ট দিনটি বাহির করার উপায়:

১৫ই সেপ্টেম্বরকে আরম্ভিক দিবস ধরা হইল। সুতরাং ঐ দিবস হইতে প্রথম বিনিময় পত্রের পরিশোধের দিবসের ব্যবধান ০ দিন। উহাদ্বারা প্রথম বিনিময় পত্রের মূল্যকে গুণ করিতে হইবে। ফল ০। এই ভাবে আরম্ভিক দিবস হইতে বিনিময় পত্রগুলির পরিশোধের দিনগুলির ব্যবধান দ্বারা বিনিময় পত্রের মূল্যগুলিকে যথাক্রমে গুণ করিয়া নিম্নলিখিত ফল পাই:

বিনিময় পত্রের মূল্য		পরিশোধের দিন	প্রথম পরিশোধের দিবস হইতে আরম্ভিক দিবসের ব্যবধান	বিনিময় পত্রের মূল্য × ব্যবধান।
১ম	২০০৲	১৫ই সেপ্টেম্বর	০	২০০ × ০ = ০
২য়	৩০০৲	৩০শে "	১৫	৩০০ × ১৫ = ৪৫০০৲
৩য়	৪০০৲	১৫ই অক্টোবর	৩০	৪০০ × ৩০ = ১২০০০৲
৪র্থ	৫০০৲	৩১শে "	৪৬	৫০০ × ৪৬ = ২৩০০০৲
	১৪০০৲			৩৯৫০০৲

এখন চারিখানি বিনিময় পত্রের মোট মূল্য দ্বারা সর্বশেষ সংখ্যাগুলির যোগফলকে (৩৯৫০০৲) ভাগ দিলে যে ফল হইবে (২৮ অনুমানিক) উহাকে আরম্ভিক দিবসের সহিত যোগ করিতে হইবে। অর্থাৎ আরম্ভিক দিবস হইতে অষ্টবিংশতি দিবসে ১৪০০৲ টাকা মূল্যের বিনিময় পত্র পরিশোধ্য হইবে, অর্থাৎ ৪ খানি বিনিময় পত্রের পরিবর্তে (১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে ২৮ দিন পরে বা) ১৩ই অক্টোবর তারিখে দেয় ১৪০০৲ টাকা মূল্যের একখানি বিনিময় পত্র গ্রহণ করিলে উভয় পক্ষের কাহারও কোন ক্ষতি হয় না। এই ১৩ই অক্টোবরই হইল গড় দিবস। (Average due date)

Average general—সাধারণ গড়ঃ ইহা নৌ-বীমাক্ষেত্রে প্রয়োজ্য। কোন জাহাজ বিশেষ বিপদের সম্মুখীন হইয়া জাহাজ সম্পর্কিত সকল দলের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে অথবা জাহাজকে বাঁচাইতে হইলে ইচ্ছা করিয়া বীমাকৃত দলের কাহারও ক্ষতি করিতে বাধ্য হইলে সংশ্লিষ্ট অপর সমস্ত দলগুলি অনুপাতিক হারে ক্ষতি বহন করিয়া থাকে। এই কার্য্যের মধ্যে সমুদ্রে মালক্ষেপন (Jettison) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যখন জাহাজে মালের ভার লাঘব না করিলে জাহাজ ডুবির সম্ভাবনা দেখা দেয় তখন আবশ্যক হইলে জাহাজের চালক মাল সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়া জাহাজের ভার লাঘব করিতে পারে। এই ক্ষেত্রে মাল ফেলিয়া দিবার জন্য যে সকল দলের স্বার্থ রক্ষিত হইল তাহারা অনুপাতিক ক্ষতি বহন করিবে কারণ সকলেই বীমাদ্বারা রক্ষিত হইয়াছে এবং তাহাদের ক্ষতি পূরণ হইতেছে। তবে এইরূপ বিপদ প্রকৃত বিপদ হওয়া দরকার। যে মাল ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে সেই মালের জন্য বিপদের কোন সম্ভাবনা ছিল না এবং মাল নষ্ট করা ইচ্ছাকৃত এবং ন্যায় সঙ্গতভাবে হইয়াছে।

Average Particular—বিশেষ গড়ঃ ইহাও নৌ-বীমা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। ইহাতে মাত্র সেই বিশেষ ব্যক্তি বা দলই ক্ষতি স্বীকার করিবে যে বীমাকারীর নিকট হইতে ক্ষতি পূরণ আদায় করিতে পারিবে। কারণ তাহার যে মাল নষ্ট করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ আকস্মিক। এক ব্যক্তি ১০ পেটি চা বিদেশে চালান দিল। উহার মধ্যে ২ পেটি নষ্ট হইয়া গেল, এই ক্ষেত্রে তাহার ক্ষতি সে বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে আদায় করিবে।

Average Policy—গড় বীমাপত্রঃ ইহার ব্যবহার হয় অগ্নিবীমায়। ইহাতে বীমাপত্রের মূল্য এবং বীমাকৃত দ্রব্যের প্রকৃত মূল্যের সমানুপাতে বীমাকৃত দ্রব্যের ক্ষতিপূরণ করা হয়। যদি বীমাকৃত দ্রব্যের মূল্য বীমার মূল্য হইতে বেশীও হয় এবং সমস্ত দ্রব্যই অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট হইয়া যায় তথাপি সমস্ত দ্রব্যের ক্ষতিপূরণ পাইবে না। ধরা যাউক এক কাঠের গুদামের সম্পত্তির মোট মূল্য ৫০০০০৲ কিন্তু ঐ গুদাম ২৫০০০৲ টাকার বীমা করা হইল। অগ্নিকাণ্ডে ১০০০০৲ টাকা মূল্যের সম্পত্তি নষ্ট হইল। গড় বীমা পত্রে ১০০০০৲ টাকা ক্ষতির জন্য মাত্র ৫০০০৲ আদায় করিতে পারিবে কারণ বীমা পত্রের মূল্য (২৫০০০৲) এবং গুদামের মোট সম্পত্তির মূল্য (৫০০০০৲) এর অনুপাত ১:২।

Award—শালিসীর রোয়েদাদঃ শালিস (Arbitrator) বিরোধ বিষয়ে যে রায় বা মতামত দেন তাহাকে রোয়েদাদ বলে। বিরোধী দলের এই রোয়েদাদ মানিয়া নেওয়া বাধ্যতামূলক।

B

Back Freight—পশ্চাত মাশুল ; অতিরিক্ত মাশুল ; চুক্তির অতিরিক্ত পথ মাল বহন করিবার মাশুল : গন্তব্যস্থলে জাহাজ পৌছাইবার সঙ্গে সঙ্গে মালিক তাহার মাল খালাস করিতে অসমর্থ হইলে মালের মালিকের স্বার্থরক্ষার জন্যই জাহাজ চালকের (Ship Master) অগ্রবর্ত্তী অন্য কোন বন্দরে সেই মাল নামাইয়া দিবার (খালাস করিবার) অধিকার আছে। এইজন্য যে খরচ এবং অন্য বন্দরে পৌছিতে জাহাজ চালকের যে ব্যয় হইবে ইহাই পশ্চাত বা অতিরিক্ত মাশুল। মালের মালিককে আইনতঃ এই মাশুল জাহাজের মালিককে দিতে হয়।

Back a Bill—পশ্চাত সহি ; হুণ্ডির পিছ সই : বেশীর ভাগ ক্রয় বিক্রয় বিশেষতঃ ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঋণের উপর ভিত্তি করিয়া আছে। কিন্তু যাহাতে বিক্রেতা আবশ্যকমত গ্রহণযোগ্য জামিন দিয়া টাকা ধার করিতে পারে সেইজন্য বর্ত্তমান যুগে বিনিময় পত্রের (Bill of exchange) প্রচলন হইয়াছে। সকলের ঋণ গ্রহণ ক্ষমতা (Creditablity) সমান না হওয়ার জন্য ঐরূপ বিনিময় পত্রে অনেক সময়ে একাধিক ব্যবসায়ীর সহি দরকার, যাহাতে আবশ্যক মত ঐ বিনিময় পত্রে সহিকারী একজন না একজনকে ঋণের অর্থ দিতে দায়ী করান যাইতে পারে। এইভাবে যদি প্রকৃত ক্রেতা ব্যতীত অন্য কেহ জামীন স্বরূপ বিনিময় পত্রে পিছন সহি করে সেইরূপ কার্য্যকে পশ্চাত সহি বা পিছন সহি কহে।

Backward area—অনগ্রসর অঞ্চল : পাশ্চাত্য দেশগুলির তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিম্ন জীবন যাত্রার মান যে সকল অঞ্চলে দেখা যায় সেই দেশ সমূহকে অনগ্রসর দেশ বলে। শিল্পে অনুন্নত অবস্থা ও প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহারই অনগ্রসরতার কারণ বলিয়া ধরা হয়।

Backwardation—পশ্চাত মিটাইবার দক্ষিণা ঃ শেয়ার বা ষ্টক বাজারে যখন কোন বিক্রেতা ষ্টক বা শেয়ার বিক্রয়ের চুক্তি করিয়া হিসাব দিবসে (Account Day) চুক্তিকৃত ষ্টক বা শেয়ার প্রদান বা বিলি (Delivery) করিতে পারে না তখন ঐ চুক্তি পরবর্ত্তী হিসাব দিবস (Next Account Day) পর্যন্ত জের রাখা যায়। এইরূপ ভাবে পরবর্ত্তী হিসাব দিবস পর্যন্ত চুক্তিকৃত ষ্টক বা শেয়ার খালাস দিবার যে অতিরিক্ত সময় বিক্রেতাকে দেওয়া হইল সেইজন্য বিক্রেতা ক্রেতাকে যে মাশুল বা (charge) দেয় তাহাকেই বলে পশ্চাত মিটাইবার দক্ষিণা। ইহার প্রয়োগ মাত্র ষ্টক বা শেয়ার বাজারেই সীমাবদ্ধ।

Bad Coin—নিকৃষ্ট মুদ্রা ঃ নিকৃষ্ট মুদ্রা বলিতে সেইরূপ মুদ্রাই বুঝায় যাহার অন্যকোন মুদ্রার সহিত তুলনা করিলে ধাতব মূল্য কম। যেমন যদি কোনও সময়ে কোন দেশে দুই রকমের মুদ্রা চালু থাকে তাহা হইলে যে মুদ্রার ব্যবহারজনিত ক্ষয় বেশী এবং ব্যবহারিক জীবনে যাহার মূল্য কম তাহা নিকৃষ্ট মুদ্রা। যেমন সোনা ও রূপা দুই জাতীয় মুদ্রাই যদি বাজারে চলিতে থাকে, তাহা হইলে রৌপ্য মুদ্রাই স্বর্ণ মুদ্রার তুলনায় নিকৃষ্ট। যতদূর সম্ভব লোকে সাধারণতঃ রূপার মুদ্রাটিই ব্যবহার করিবে। সোনার মুদ্রাটি রাখিয়া দিবে। এই সাধারণ নিয়ম হইতেই ব্যবসায়ী Gresham এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন যে Bad money drives good money out of circulation. অর্থাৎ খারাপ বা নিকৃষ্ট মুদ্রা ভাল বা উৎকৃষ্ট মুদ্রাকে বাজার হইতে বিতাড়িত করে। [Gresham's Law দ্রষ্টব্য।]

Bad Debt—অনাদায়ী ঋণ ; অশোধ্য ঋণ ঃ খাতকের নিকট হইতে মোট ঋণের যে অংশ আদায়ের অযোগ্য বলিয়া ধরা হয় এবং উত্তমর্ণ যখন সেই অংশ আদায়ের সমস্ত আশা ছাড়িয়া দিয়া খাতকের হিসাবে ঋণের ঐ অংশকে শোধ বলিয়া দেখায় তখন তাহাকে অশোধ্য বা অনাদায়ী ঋণ কহে। যতক্ষণ মোট ঋণ হইতে এইরূপ অংশ বাদ দেওয়া না হয় ততক্ষণ ইহাকে অশোধ্য ঋণ (Bad Debt) বলা যায় না।

Bad Debt Reserve—অশোধ্য ঋণ সংচিতি ঃ যাহাতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এক সময় প্রচুর অশোধ্য ঋণ হইয়া না পড়ে যাহার ফলে কোন এক বিশেষ সময়ে ব্যবসায়ের লাভের পরিমাণ হঠাৎ খুব কমিয়া যাইতে পারে এই আশংকায় বার্ষিক হিসাব নিকাশের সময় আয়

হইতে একাংশ আলাদা করিয়া রাখিয়া "অশোধ্য ঋণ সংচিতি" খাতে রাখা হয়। ইহার ফলে ধীরে ধীরে এই হিসাবে অর্থ সঞ্চয় হইতে থাকে এবং আবশ্যকমত সেই অর্থ যখন প্রকৃত অশোধ্য ঋণ দেখা দেয় তখন অশোধ্য ঋণ শোধ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ অশোধ্য ঋণ সেই বিশেষ বৎসরের আয়-ব্যয় হিসাবে ব্যয় হিসাবে না দেখাইয়া অশোধ্য ঋণ সংচিতি হইতে বাদ দেওয়া হয়।

Bail—জামিন: প্রকৃত ঋণী ঋণ শোধ করিতে অসমর্থ হইলে যদি কেহ ঐ ঋণ শোধ করিবার প্রতিশ্রুতি দেয় তাহা হইলে সেই প্রতিশ্রুতিকে জামিন (Bail) বলা হয়।

Bail Bond—জামিন পত্র: যে চুক্তিপত্রে সহি করিয়া অন্যের পক্ষে ঋণ শোধ করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় সেই চুক্তিপত্রকে জামিন-নামা (Bail Bond) কহে।

Bailment—জামানত খালাস: কোন ব্যক্তি যখন নিরাপত্তার (Safe custody) জন্য তাহার নিজের কোন দ্রব্য চুক্তি করিয়া অন্যের নিকট হস্তান্তর করে তখন সেইরূপ হস্তান্তরকে জামানত খালাস (Bailment) কহে। এইরূপ হস্তান্তরে মালিকানা স্বত্ব কিন্তু হস্তান্তরিত হয় না।

Bailor—জামিনদার: অন্যের ঋণ শোধ করার জন্য যদি কেহ প্রতিশ্রুতি দেয় তবে সেই প্রতিশ্রুতিদাতাকে জামিনদার (Bailor) কহে।

Bailment for Reward—মাশুল জামানত খালাস: যখন কোন সম্পদের মালিক তাহার মালিকানা স্বত্ব ত্যাগ না করিয়া অন্যকে মাশুল বা ভাড়া হিসাবে সেই সম্পদ ব্যবহার করার সুযোগ দেয় তখন সেইরূপ হস্তান্তরকে মাশুল জামানত খালাস (Bailment for reward) কহে।

Balance Certificate—উদ্বৃত্ত প্রমাণ পত্র: এই প্রমাণ পত্রে উল্লিখিত অনেকগুলি শেয়ার ষ্টকের মধ্যে যে ষ্টক বা শেয়ারগুলি বিলি হয় নাই, তাহার জন্য যে প্রমান পত্র দেওয়া হয় তাহাকে উদ্বৃত্ত প্রমাণ পত্র Balance (Certificate) কহে।

Balance of Indebtedness, Balance of Payment—আদান প্রদানের সমতা: দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেনের সংতুলনকে আদান-প্রদানের সমতা (Balance of Payment) কহে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট

সময় অন্তে ঐ সময়ের মধ্যে আমদানীর এবং রপ্তানীর মূল্যের হিসাব করিয়া আমদানী বেশী কি রপ্তানী বেশী তাহা দেখা হয়। কারণ তাহা দ্বারা একটি দেশ অধমর্ণ (Debtors) কি উত্তমর্ণ (creditor) স্থির করা হয়। এই হিসাব নিকাশে শুধু দৃশ্য রপ্তানী ও দৃশ্য আমদানীই ধরা হয় না। অদৃশ্য আমদানী ও অদৃশ্য রপ্তানীও ধরা হয়। দৃশ্য রপ্তানী হইল প্রকৃতপক্ষে যে দ্রব্য রপ্তানী হয় এবং অদৃশ্য রপ্তানী হইল বিদেশে ঋণ খাটাইবার সুদ, বিদেশস্থিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লাভ অর্থাৎ যাহার ফলে দেশে অর্থ আগমন হইবে অথচ যাহার পরিবর্তে প্রকৃতপক্ষে কোন দ্রব্যাদি রপ্তানী করা হইবে না।

আদান প্রদানের সমতা = (দৃশ্য আমদানী + অদৃশ্য আমদানী)
— (দৃশ্য রপ্তানী + অদৃশ্য রপ্তানী)

যদি এই হিসাবে দৃশ্য ও অদৃশ্য রপ্তানী মূল্যের পরিমাণ দৃশ্য আমদানী ও অদৃশ্য আমদানী মূল্যের পরিমাণের কম হয় তবে আদান প্রদানের সমতা দেশের অনুকূল। বিপরীত হইলে প্রতিকূল। চলতি আদান প্রদানের সমতার হিসাব হইল শুধু নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সদ্য ভোগ উপযোগী দ্রব্য আমদানী রপ্তানীর ব্যবধান ও অদৃশ্য আমদানী রপ্তানী যাহার উপযোগও সঙ্গে সঙ্গে ফুরাইয়া যায় এই দুএর ব্যবধান। মূলধন আদান প্রদান সমতার হিসাব বলিতে দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ গ্রহণ বা ঋণে স্থায়ী মূলধন ক্রয়মূল্য বিক্রয় মূল্যের ব্যবধানকে বুঝায়।

Balance of Trade—বাণিজ্য উদ্‌বৃত্ত ও বাণিজ্য সমতা: বানিজ্য উদ্‌বৃত্ত বলিতে শুধু প্রকৃত দৃশ্য রপ্তানী মূল্য ও আমদানী মূল্যের ব্যবধানই (difference) বুঝায় অর্থাৎ যে অর্থ মূল্যের দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইল এবং যে অর্থ মূল্যের দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী হইল তাহার ব্যবধানই হইল বানিজ্য উদ্‌বৃত্ত। আমদানী-মূল্য রপ্তানী-মূল্যের অধিক হইলে প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্‌বৃত্ত, বিপরীত হইলে অনুকূল বাণিজ্য উদ্‌বৃত্ত।

Balance Sheet—তুলন পত্র বা উদ্‌বৃত্ত পত্র: ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সংবাৎসরিক হিসাব নিকাশের সময় ব্যবসায়ের দেনা ও মূলধন এবং সম্পদও সম্পত্তির হিসাব যে পত্রে লিপিবদ্ধ হয় তাহাকে উদবৃত্ত পত্র কহে। উদবৃত্ত পত্র বলার কারণ হইল যে লাভ ক্ষতির হিসাব লিখিত হইলে যাহা উদবৃত্ত থাকিল তাহাই তুলন পত্রে বা উদবৃত্ত পত্রে লেখা হয়। দোহরা লিখন পদ্ধতিতে যে হিসাব রক্ষণ হয় তাহাতে তুলন পত্রে উভয় দিকই সমান

হইতে বাধ্য। অর্থাৎ ব্যবসায়ের যে পরিমাণ ঋণ দেনা এবং মূলধন থাকিবে ঠিক সেই পরিমাণই সম্পদ ও সম্পত্তি থাকিবে।

Bank—ব্যাঙ্ক; অধিকোষঃ যে সকল প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি ঋণ নেওয়া এবং ঋণ দেওয়া এই উভয়বিধ কাজ করে সেই সকল প্রতিষ্ঠানকে ব্যাঙ্ক বা অধিকোষ বলে এবং ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠী বা সাহুকার কহে। কিন্তু ব্যাঙ্কের ঋণ গ্রহণ বলিতে বুঝায় স্বেচ্ছায় ব্যাঙ্কে আমানতকৃত অর্থকে। তাহাই বাস্তবিক পক্ষে ব্যাঙ্ককে ধার দেওয়ার অর্থ যোগায়। ব্যাঙ্ক যে ধার দেয় তাহা আবার বিনিয়োগও (Investment) হইয়া থাকে। কারণ ব্যাঙ্ক সমূহ একের আমানত অন্যকে ধার দিয়া ঋণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দ্রব্য উৎপাদন করিতে সাহায্য করে। দেশে ব্যাঙ্ক থাকিলে দেশবাসীর মনে অর্থ সঞ্চয়ের স্পৃহা জাগে কারণ ব্যাঙ্ক সেই সঞ্চিত অর্থের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং সঞ্চিত অর্থ আমানতের উপর সুদও দেয়।

Bank Balance—ব্যাঙ্ক জমাঃ ব্যাঙ্কে যে অর্থ সঞ্চয় করা হয় তাহা হইতে যে অর্থ তুলিয়া নেওয়া হয় তাহা বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই হইল ব্যাঙ্ক জমা (Bank Balance)।

Bank Charges—ব্যাঙ্ক প্রভার বা ব্যাঙ্কের দক্ষিণাঃ ব্যাঙ্কে অর্থ জমা রাখিলে ব্যাঙ্ক উহার নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয় সেজন্য এবং অন্য ব্যাঙ্ক হইতে মক্কেলের চেক আদায় ইত্যাদি যে সকল আবশ্যকীয় কর্ত্তব্য কার্য্য করে সেইজন্য মক্কেলকে যে মাশুল ইত্যাদি বহন করিতে হয় তাহাই ব্যাঙ্ক প্রভার (Bank Charges)।

Bank Acceptance—ব্যাঙ্ক স্বীকৃতিঃ মক্কেলের পক্ষে যখন অন্য ব্যাঙ্ক বিনিময় পত্র সাকরণ করে তখন সেই বিনিময় পত্রকে ব্যাঙ্ক স্বীকৃতি কহে (Bank acceptance)। বৈদেশিক বানিজ্যে ইহার ব্যবহার বেশী। রপ্তানীকারক যখন ধারে দ্রব্য বিক্রয় করে তখন যাহাতে বিক্রয় মূল্য পূরাপূরি আদায় হয় অথবা যখন সে আমদানীকারকের ঋণ যোগ্যতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল নহে তখন সে দাবী করিতে পারে যে এমন কোন ব্যাঙ্ক এইরূপ বিনিময় পত্র সাকরণ করিবে যাহার উপর রপ্তানীকারকের যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। আমদানী কারকের অনুরোধে এবং দস্তরির (Commission) পরিবর্তে ব্যাঙ্ক ঐ বিনিময়-পত্র সাকরণ কহে। বিনিময় পত্র শোধ করিবার

নির্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বে মক্কেল বিনিময় পত্রে উল্লিখিত অর্থ ব্যাঙ্ককে জমা দেয়। ইহা ব্যাঙ্কের একটি লাভজনক ব্যবসা।

Bank Bill—ব্যাঙ্ক বিল বা ব্যাঙ্ক বিনিময় পত্র : যে সকল বিনিময় পত্র ব্যাঙ্ক সাকরণ করে অথবা যে সকল বিনিময় পত্রে ব্যাঙ্ক পিছন সহি করে সেই সকল বিনিময় পত্রকে ব্যাঙ্ক বিল কহে। বাজারে ইহার চাহিদা সাধারণ বিনিময় পত্র হইতে অনেক বেশী কারণ ব্যাঙ্ক এইরূপ সাকরণ বা পিছন সহি করিয়া বিনিময় পত্র পরিশোধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে।

Bank Draft—ব্যাঙ্কের হুণ্ডি : ব্যাঙ্ক যখন অন্যত্র শাখা অথবা অভিকর্ত্তা বা এজেণ্টের উপর কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা তাহার আদিষ্ট অপর কাহাকেও নির্দিষ্ট অর্থ শোধ করিবার নির্দ্দেশ দেয়, তখন সেই নির্দ্দেশ পত্রই ব্যাঙ্কের হুণ্ডি। অর্থাৎ ইহা একটি ব্যাঙ্ক অপর একটি ব্যাঙ্ককে প্রধানঃত ধার দিতে অনুরোধ করে। এইরূপ হুণ্ডি সাকরণ করার আবশ্যক নাই কারণ এইরূপ হুণ্ডি জমা দেওয়া মাত্রই শোধ করিতে হয় (Payable on Demand) ; এইরূপ হুণ্ডি দেশের ভিতর এক স্থান হইতে অন্য এক স্থানে গমনা-গমন কালে অথবা এক স্থান হইতে অন্য এক স্থানে অর্থ প্রেরণে বিশেষ ভাবে সহায়তা করে। কারণ ইহাতে সঙ্গে অর্থ বহন করার ঝুকি নিতে হয় না। বিশেষ করিয়া নিজের ব্যাঙ্কে কোন হিসাব না থাকিলে এইরূপ হুণ্ডির মাধ্যমে দেশের একস্থান হইতে অন্য একস্থানে অর্থ প্রেরণে যথেষ্ট সাহায্য করে। যে ব্যক্তি এইরকম ব্যাঙ্কের হুণ্ডি ক্রয় করিতে চাহে সে যত মূল্যের হুণ্ডি ক্রয় করিতে চাহে সেই পরিমান অর্থ প্রথম জমা দিবে তার পরিবর্ত্তে ঐরূপ হুণ্ডি কিনিতে পারিবে। ইহা বৈদেশিক বাণিজ্যেও অনুরূপ সাহায্য করে।

Banker's Book Evidence—ব্যাঙ্কের পুস্তক প্রমাণ : কোন বিচারালয়ে আবশ্যক হইলে ব্যাঙ্কের বহিতে লিখিত কোন লেন-দেনের প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ব্যাঙ্ককে যে প্রমাণ পত্র দিতে হয় তাহাকে ব্যাঙ্কের পুস্তক প্রমাণ (Banker's Book Evidence) বলে। বিচারালয়ে মোকদ্দমারত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যে কোন পক্ষই নজীর হিসাবে দাখিল করিতে পারে এবং ব্যাঙ্ক যে প্রমাণ পত্র দিবে তাহা বিচারক দৃষ্টতঃ সাক্ষ্য প্রমান হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

Bank Call—ব্যাঙ্কের উপর তলব : যখন সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত কোন অধিকরণ বা কর্মচারী ব্যাঙ্কের উপর কোন নির্দিষ্ট দিনে ব্যাঙ্কের আর্থিক

অবস্থার বিবরণ দাবী করে তখন সেই আদেশকে ব্যাঙ্কের উপর তলব (Bank Call) বলে।

Bankers Call Rate—ব্যাঙ্কের তলবী হার : তলব মাত্র পরিশোধ বা দেয় টাকার উপর সুদের হারকে ব্যাঙ্কের তলবীহার (Banker's Call Rate) কহে। এইরূপ সুদের হার খুব কম। কারণ যে কোন মুহূর্ত্তে এইরূপ ঋণ শোধ করিতে হয় বলিয়া উহার মেয়াদ থাকে খুব কম এবং অতি স্বল্প মেয়াদী ঋণের সুদের হার নির্দ্ধারিত হয়।

Banker's Lien—ব্যাঙ্কের পূর্ব্বস্বত্ব ; ব্যাঙ্কের সর্ব্বাগ্রে আদায়ের অধিকার : মক্কেলের প্রতিভূ পত্র (Securities) ব্যাঙ্কে জমা রাখিলে সেই প্রতিভূ পত্রে ব্যাঙ্কের পূর্ব্বস্বত্ব থাকে অর্থাৎ ব্যাঙ্কের কোন পাওনা থাকিলে তাহা ঐ প্রতিভূ পত্র হইতে আদায় করা যায়। কিন্তু যদি প্রতিভূপত্র মাত্র নিরাপত্তার জন্যই গচ্ছিত রাখা হয় তাহা হইলে ব্যাঙ্কের পূর্ব্ব-স্বত্ব থাকে না। পূর্ব্বসত্ত্ব ব্যক্ত বা অব্যক্ত দুই রকমই থাকে। ব্যক্তই হউক কি অব্যক্তই হউক যদি পূর্ব্বসত্ত্ব থাকিবে না এইরূপ কোন চুক্তি না থাকে তাহা হইলে ব্যাঙ্কের পূর্ব্বসত্ত্ব কখনও নষ্ট হয় না।

Bank Deposit—ব্যাঙ্ক আমানত : সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে যখন ব্যাঙ্কে অর্থ গচ্ছিত বা আমানত রাখা হয় সেই গচ্ছিত অর্থকে ব্যাঙ্ক আমানত (Bank Deposit) কহে। আমানতকারী ব্যক্তি ব্যাঙ্কের সহিত যেমন চুক্তি রহিয়াছে সেই অনুসারে তাহার ইচ্ছামত আমানতের টাকা তুলিতে পারে। যেমন যদি চলতি হিসাবে (Current Account) গচ্ছিত রাখা হয় তাহা হইলে যে কোন সময়েই গচ্ছিত টাকা তুলিতে পারে। কিন্তু যদি নিদিষ্ট সময়ের জন্য (Time Deposit) গচ্ছিত রাখা হয় তাহা হইলে ঐ নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ না হইলে তুলিতে পারে না। তুলিতে হইলে সেই সময়ের জন্য প্রাপ্য সুদ ছাড়িয়া দিতে হয় কারণ (Time Deposit) নির্দিষ্ট সময়ের আমানতে সুদের হার বেশী। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে আমানত তুলিতে চাহিলে আমানতকারী চুক্তি ভঙ্গ করিল (Breach of contract)। অবশ্য এই প্রকার চুক্তি ভঙ্গের জন্য কোনও মোকদ্দমা দায়ের করা যায় না, এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বে আমানত তুলিতে হইলে ব্যাঙ্ককে সময় দিয়া নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি দিতে হয়।

Bank Rate—ব্যাঙ্কের হার : ব্যাঙ্কের হার বলিতে ব্যাঙ্ক ঋণ দিলে

সেই ঋণের উপর সুদের হারকেই বুঝায়। তবে এই হার নির্ধারিত হয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণদান নীতির দ্বারা। তাই ব্যাঙ্কের হার বলিতে বুঝায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অন্যান্য তপশীল-ভুক্ত ব্যাঙ্কের নিকট উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বিনিময় পত্র ভাঙ্গাইবার জন্য নির্দিষ্ট বাট্টাকে (Discount)। তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি বাজারে ঋণের পরিমাণ এইরূপে বিল ভাঙ্গাইয়া বাড়াইতে পারে। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আবশ্যক মনে করে তবে ব্যাঙ্কের হার বাড়াইয়া বাজারে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে পারে। আবার আবশ্যক হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কের হার কমাইয়া বাজারে ঋণের পরিমাণ বাড়াইবার সুযোগ দিতে পারে। এইভাবে সুদের হার বা বাট্টার হার বা ব্যাঙ্ক হার এক সময় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে বাজারে ঋণ বাড়ান কমানর অস্ত্রস্বরূপ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Selective Credit Control) প্রয়োগ করার ফলে ব্যাঙ্কের হারের প্রাধান্য অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে।

Bank Note—ব্যাঙ্ক প্রত্যর্থ পত্র: এইরূপ প্রত্যর্থ পত্র (Promissory Note) ব্যাঙ্ক কর্তৃক ছাপা হয়। পূর্বে যখন কোন যৌথ কারবারী ব্যাঙ্ক ছিল না এবং যখন প্রত্যেক ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক স্বাধীন ছিল তখন ব্যক্তির সুনামের উপর ব্যাঙ্কের প্রত্যর্থ পত্রের চাহিদা নির্ভর করিত। ইহা নির্ব্যক্তিক (Impersonal) প্রত্যর্থ পত্র। বর্ত্তমান যুগে কোন ব্যক্তি বিশেষ বা কোন ব্যাঙ্ক বিশেষ এইরূপ প্রত্যর্থ পত্র বাজারে ছাড়ে না। একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই ঐরূপ নোট বা প্রত্যর্থ পত্র ছাপায় এবং বাজারে ছাড়ে। ইহাতে সরকারের পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সর্বাধিকরণ যে কোন মুহূর্ত্তে দাবী করিলে প্রত্যর্থ পত্রে লিখিত অর্থের সমান মুদ্রা দিতে প্রতিশ্রুতি দেয়। তবে যে সকল দেশে পরিবর্ত্তনযোগ্য কাগজী মুদ্রা (convertible paper currency) চালু থাকে সেখানে এইরূপ প্রত্যক্ষ পত্রের পরিবর্ত্তে মুদ্রা পাইতে পারে। কিন্তু যখন কাগজী মুদ্রা অপরিবর্ত্তনযোগ্য (Inconvertible) তখন এইরূপ প্রত্যর্থ পত্রের বদলে পুনরায় কাগজী মুদ্রাই দেওয়া হয়। দেশে যখন মূল্যবান ধাতুর অভাব ঘটে তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে প্রত্যর্থ পত্র ছাপায় তাহার পিছনে সমমূল্যের মূল্যবান ধাতু থাকে না, এবং এইরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যর্থ পত্রের পরিবর্ত্তে কোন ধাতব মুদ্রা দিতে পারে না, যদিও সেই প্রতিশ্রুতিই থাকে।

Banking Principle—ব্যাঙ্ক নীতি: এই নীতি দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি মুদ্রা প্রচলনে পরিচালিত হয়। যদি বৎসরের কোন সময়ে মুদ্রার চাহিদা বাড়ে তবে চাহিদা বাড়ার সাথে মুদ্রার প্রচলনও বাড়াইয়া দেয়। আবার চাহিদা কমিলে মুদ্রার প্রচলনও কমাইয়া দেয়। এই নীতি সংকোচ প্রসরণশীল বলিয়া অনেকেই চাহিদা বাড়া-কমার সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া মুদ্রা প্রচলনের পক্ষপাতী।

Bank Rebate—ব্যাঙ্ক বাট্টা: ব্যাঙ্ক যে সকল বিনিময় পত্র (Bill of Exchange) জমা রাখিয়া ঋণ দেয় সে সকল বিনিময় পত্রগুলির হয়ত তুলন পত্র (Balance Sheet) তৈরী করার সময় পরিশোধের দিন উপস্থিত হয় নাই। অথচ ঋণ দেওয়ার সময় যে বাট্টা ব্যাঙ্কগুলি আদায় করিয়াছে তাহার মধ্যে এক অংশ সেইসব বিল বা বিনিময় পত্রগুলির বাবদ যাহার এখনও শেষদিন উপস্থিত হয় নাই। কাজেই ব্যাঙ্কের আয়ের এই অংশ তুলন পত্র তৈয়ার করার সময়ের মধ্যে নহে। এই বাট্টা হইল বিনিময় পত্রের আংকিক মূল্য এবং বাট্টাকৃত মূল্যের ব্যবধান। যেহেতু ইহা পরবর্ত্তী হিসাব সময়ের সেইজন্য এই বাট্টা বর্ত্তমান সময়ের আয় হইতে পৃথক করিয়া আগামী বৎসরের বা অর্ধ বৎসরের হিসাব অন্তর্ভুক্তির জন্য বাট্টা হিসাবে রাখিয়া দেয় এবং ব্যাঙ্কের তুলন পত্রে দেনা খাতে দেখান হয়। ধরা যাউক একটা ব্যাঙ্ক সংবাৎসরিক হিসাব ৩১শে ডিসেম্বর তৈয়ারী করে, ঐ তারিখ পর্য্যন্ত যত বিলের বদলে বাট্টা কাটিয়া ঋণ দিয়াছে তাহার আংকিক মূল্য ১০,০০০ টাকা এবং ঐ বাবদে ব্যাঙ্ক বাট্টা বাবদ ৫০০ টাকা আদায় করিয়াছে। কিন্তু ১০,০০০ টাকা মূল্যের বিলের মধ্যে ৫০০০ টাকা মূল্যের বিল পরিশোধের শেষদিন পরবর্ত্তী বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসে, ঐ ৫০০০ টাকা মূল্যের বিলের বাবদ ২০০ টাকা বাট্টা করিয়াছিল যাহা উপরি উক্ত ৫০০ টাকার অন্তর্ভুক্ত। কাজেই ঐ ২০০ টাকা বাট্টা প্রকৃত পক্ষে আয় হইবে যেদিন ঐ ৫০০০ টাকার বিল পরিশোধের মেয়াদ ফুরাইবে। এই ২০০ টাকা এই বৎসরের আয় নহে যদিও আদায়ীকৃত আয়। সুতরাং এই আয় তুলন পত্রে আলাদা ভাবে দেনা ও দায়িত্ব খাতে দেখান হয়।

Bank reconciliation statement—ব্যাঙ্কের সমাধান বিবৃতি: এইরূপ বিবৃতি বৎসরের শেষদিন হিসাব-নিকাশ কালীন তৈয়ার করা হয়। কারণ ব্যাঙ্ক মক্কেলের নামে যে হিসাব পাশ বহিতে (Pass Book) রাখে

এবং মক্কেল যে ব্যাঙ্কের হিসাব তাহার নিজস্ব খাতায় রাখে উভয়ের উদ্‌বর্ত্ত বা বাকী সকল সময়ই সমান হয় না। দুইটি হিসাবের উদ্‌বর্ত্ত সমান না হওয়ার কারণ অনেকগুলি। তাহার মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষিত হয়— (১) কোন বিশেষ তারিখে মক্কেল একখানা চেক ব্যাঙ্কে আদায়ের জন্য জমা দিল এবং তৎক্ষণাৎ ব্যাঙ্কের হিসাবে খরচ লিখিল, কিন্তু ব্যাঙ্ক এই চেকের লিখিত মূল্য যতক্ষণ আদায় না করিবে ততক্ষণ মক্কেলের হিসাবে জমা দিবে না। কাজেই দুইটি হিসাবে বাকীর তারতম্যের ইহা একটি কারণ। সেইরূপ (২) যখন মক্কেল ব্যাঙ্কের উপর চেক কাটিয়া দিল কিন্তু যাহাকে দিল সে হয়ত সাথে সাথেই ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিল না। ফলে ব্যাঙ্কের হিসাবে সে টাকা জমা (Credit) হইল। কিন্তু ব্যাঙ্ক মক্কেলের হিসাবে খরচ (Debit) লিখিল না। (৩) আবার ব্যাঙ্ক নিয়মিত ভাবে বর্ষশেষে মক্কেলের নিকট হইতে প্রাপ্ত খরচ (Bank charges) মক্কেলের হিসাবে খরচ লিখিয়া রাখে অথচ মক্কেল জানে না কত টাকা ব্যাঙ্ককে খরচ বাবদ দিতে হইবে এবং ব্যাঙ্ককে জমা দিবে। সুদের হিসাবও এইরূপ হইয়া থাকে।

Bank Reserves—ব্যাঙ্ক সংচিতি: তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি যাহাতে যথেচ্ছভাবে বাজারে ঋণ বাড়াইতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে ঋণ নিয়ন্ত্রণের যে সকল ক্ষমতা আছে তাহার মধ্যে সংচিতির পরিমাণ একটি। আবার ব্যাঙ্ককে তপশীলভুক্ত হইতে হইলে বাধ্যতামূলক ভাবে আমানতের উপর শতকরা হিসাবে অর্থ ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হয়। ভারতবর্ষে কোন ব্যাঙ্ককে তপশীলভুক্ত হইতে হইলে চলতি আমানতের শতকরা ৫ ভাগ ও স্থায়ী আমানতের শতকরা ২½ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হয়। আবার যাহাতে মক্কেলগণ দাবী করিলে বিনাকষ্টে ব্যাঙ্কগুলি আমানত শোধ করিতে পারে সেইজন্য প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে আমানতের শতকরা ভাগ হিসাবে অর্থ সর্ব্বদা নগদান রাখিতে হয়। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাজারে ঋণ সংকোচন করিতে চায় তাহা হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে সংচিতির হার বাড়াইয়া নগদানের হার কমাইয়া দেওয়া হয়।

Bank Return—ব্যাঙ্কের বিবরণী: গ্রেটব্রিটেন ও ভারতে প্রতি সপ্তাহে যথাক্রমে ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ড ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া একটি করিয়া বিবরণী প্রকাশ করে। এই বিবরণীতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দুইটির ব্যাঙ্ক বিভাগের এবং ইস্যু বিভাগের দেনা দায়িত্ব ও সম্পদের হিসাব থাকে।

ইহাকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দুইটি বিভাগের দুইটি পৃথক সংতুলন পত্র বলা যায়। ভারতে প্রতি বৃহস্পতিবার এই বিবরণী প্রকাশ করা হয়।

Bank Reference—ব্যাঙ্কের সুপারিশ: এইরূপ সুপারিশ ব্যবসায় ক্ষেত্রে ক্রেতার বা মক্কেলের ঋণ যোগ্যতা নির্ধারণে আবশ্যক হয়। মক্কেলকে ঋণ দেওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে তাহার ব্যাঙ্কের নিকট মতামত চাওয়া হইতে পারে। আবার অনেক সময়ে বিদেশে গমনকালে সরকার ছাড়পত্র দেওয়ার পূর্বে ছাড়পত্র আবেদনকারীকে তাহার ব্যাঙ্কে ন্যূনপক্ষে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা রাখিতে হয় এবং ব্যাঙ্কে যখন ঐরূপ ন্যূন অর্থ জমা আছে এইরূপ প্রমাণপত্র দেয় তখন ছাড়পত্র দেওয়া হয়।

Bank for International Payments—আন্তর্জ্জাতিক ঋণ পরিশোধের ব্যাঙ্ক: এই ব্যাঙ্কটি ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল জার্ম্মাণীকে প্রথম মহাযুদ্ধের খেসারত শোধ করিতে সহায়তা করা। ধীরে ধীরে এই ব্যাঙ্কটি আন্তর্জাতিক লেন-দেন পরিশোধ ও গ্রহণে সাহায্য করার কাজও গ্রহণ করে। ইহা আন্তর্জাতিক সমবায়ের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই ব্যাঙ্কের কার্য্যের পরিধি প্রসার লাভ করিয়াছে এবং Intra-European Payments Agreements ও European Payments Union-এর ব্যবস্থাপনা ইহার হাতে রহিয়াছে।

Bank of Issue—মুদ্রা প্রচলনকারী ব্যাঙ্ক: বর্ত্তমানে প্রায় প্রত্যেক দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেরই নোট ছাপাইবার একাধিকার। যতদিন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি প্রসারলাভ করে নাই ততদিন যৌথ ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে হয়ত কোন বিশেষ ব্যাঙ্ক নোট ছাপাইবার অধিকার পাইত। আমাদের দেশে ১৯৩৫ খৃঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া স্থাপিত হইবার পর ভারতবর্ষে নোট ছাপাইবার একাধিকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়ার।

Bank Restriction—ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ: এই নিয়মে দেশ যখন স্বর্ণ মানে (Gold Standard) থাকে, যদি কোন বিশেষ কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কাগজী মুদ্রা স্বর্ণমুদ্রায় পরিবর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিতে বা সংকোচ করিতে বাধ্য হয় তখন তাহাকে ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ কহে। এই নিয়ন্ত্রণ ইংলণ্ডে একটি বিশেষ সময়কে নির্দ্দেশ করে (১৭৯৭ হইতে ১৮১৯ খৃঃ)। বর্ত্তমানে পৃথিবীর কোন দেশই স্বর্ণ মানে প্রতিষ্ঠিত নহে বলিয়া এইরূপ সংকোচণ বা নিয়ন্ত্রণের কোন আবশ্যক হয় না।

Banker's Clearings or Clearing Houses—নিকাশ ঘর বা চেক মিটাইবার কেন্দ্র: কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সহিত অন্যান্য তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির যে হিসাব থাকে তাহাকে মধ্যস্থ রাখিয়া ব্যাঙ্কগুলির চেক জমা খরচের দৈনিক হিসাব নিকাশ করে চেক্ মিটাইবার কেন্দ্রগুলি। এই চেক্গুলি হইল মক্কেলগণ যে চেকগুলি আদায় করার জন্য জমা দেয়। নিকাশঘরে যখন সমস্ত চেকগুলি পাঠাইয়া দেওয়া হয় তখন প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে কত-মূল্যের চেক শোধ করিতে হইবে এবং উহা কত মূল্য চেক বাবদ অন্যের নিকট হইতে পাইবে উহা খাতিয়ান করিয়া মোট দেয় অংক প্রাপক ব্যাঙ্কের হিসাবে জমা করা হয়। উদাহরণ, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়ার নিকট হইতে আদায় করার জন্য ৫০০০৲ টাকার চেক ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের মক্কেলগণ জমা দিয়াছে। আবার ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট হইতে আদায় করার উদ্দেশ্যে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার ৭০০০৲ টাকার চেক উহার মক্কেলগণ জমা দিয়াছে। চেক মিটাইবার ঘরে বা নিকাশী ঘরে দুই দলের চেকগুলিকে যোগ করিয়া যে খাতক (এক্ষেত্রে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক.) তাহার হিসাবে খরচ লিখিয়া যে প্রাপক (এখানে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া) উহার হিসাবে জমা করিবে। যদি এমন হয় দুইজন মক্কেল একই ব্যাঙ্কের সহিত হিসাব রাখে এবং একজন আরেক জনকে সেই ব্যাঙ্কের উপরই একখানি চেক দিয়াছে তখন এই চেকখানি নিকাশীঘরে পাঠান হইবে না। ব্যাঙ্ক উহার নিজের ঘরেই মিটাইয়া দিবে।

Bankrupt—দেউলিয়া: ঋণ পরিশোধ করিতে অপারগ ব্যক্তির আর্থিক অবস্থা বিচার করিয়া যখন দেশের সর্ব্বোচ্চ আদালত তাহাকে প্রকৃত পক্ষে "অপারগ" বলিয়া ঘোষণা করে তখন তাহাকে দেউলিয়া কহে।

Bankruptcy—দেউলিয়া অবস্থা: ঋণ পরিশোধ করিতে অপারগ হইলে সেই অবস্থাকে "দেউলিয়া" অবস্থা কহে। কোন ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অপারগ হইলে তাহার সমস্ত সম্পদ প্রধান বিচারালয় কর্তৃক নিযুক্ত কোন অধিকরণের হাতে ন্যস্ত হয়। ঐ অধিকরণ যতদিন ঋণ পরিশোধে অপারগ ব্যক্তিকে বিচারালয়ে দেউলিয়া বলিয়া ঘোষণা না করে ততদিন সে সেই ব্যক্তির সম্পদের জামিনদার। ইতিমধ্যে যদি উত্তমণদের সহিত কোন চুক্তি হইয়া থাকে তবে সেই চুক্তিই বলবৎ হইবে। বিচারকালে যদি এইরূপ

অধিকাল (over time) মজুরী, বোনাস, প্রিমিয়াম ইত্যাদি বাদ দিয়া শ্রমিকের মোট মজুরীর যে অংশ থাকে তাহাই মূল মাহিনা।

Base Rate—**বুনিয়াদ হার :** মজুরীর যে হারের উপর ভিত্তি করিয়া অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য বোনাস হিসাব করা হয় তাহাকে বুনিয়াদ হার কহে।

Basic Crops—**মৌলিক শস্য :** যে সকল প্রধান শস্য উৎপাদকদের লোকসান বন্ধ করার জন্য এবং উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য সরকার কর্ত্তৃক মূল্য নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গম, তুলা, ধান, বাদাম ইত্যাদি শস্য এই পর্য্যায়ে ধরা হইয়াছে।

Basic Yield—**বুনিয়াদী প্রাপ্তি :** অনুমান প্রসূত কোন বিনিয়োগের উপর ঠিকা ঝুঁকিতে যে আয় হয় তাহাকে বুনিয়াদী প্রাপ্তি বলা যাইতে পারে। ভারত সরকারের ঋণ পত্রে বিনিয়োগ হইতে যে আয় হইবে তাহাকে বুনিয়াদী প্রাপ্তি বলা যায়। ইহা শেষ পর্য্যন্ত দীর্ঘ-মেয়াদী সুদের সমান হয়।

Basing Point System—**মূল স্থান নীতি :** এই নিয়মে বিক্রেতা নির্ধারণ করিবে কোন স্থান হইতে ক্রেতার নিকট মাল বহনের জন্য মাশুল দাবী করা হইবে। একজন বিক্রেতার যদি কলিকাতা ও বোম্বাই দুই স্থানেই মাল থাকে, এবং বিক্রেতা বোম্বাইর নিকটবর্ত্তী স্থানের ক্রেতার উপর যদি কলিকাতা হইতে মাল বহনের খরচ দাবী করে তাহা হইলে কলিকাতাকে Basing Point হিসাবে ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যখন ক্রেতাকে মাল বহনের মাশুল দিতে হয় তখন এই নীতি প্রয়োগ করা হয়।

Base Coin—**হীন মুদ্রা :** যখন মুদ্রার নিহিত মূল্য (Intrinsic value) অভিহিত মূল্য অপেক্ষা কম তখন সেই মুদ্রাকে হীন মুদ্রা বলা যায়। এক টাকায় যে পরিমাণ রূপা বাজারে কিনিতে পারা যায় তাহা হইতে কম পরিমাণ রূপা যদি একটি এক টাকা মুদ্রায় থাকে তাহা হইলে ইহা হীন মুদ্রা।

Bear—মন্দীওয়ালা : শেয়ার ও ষ্টক বাজারে কোন ফাটকাবাজ (Speculator) ভবিষ্যতে শেয়ার বা ষ্টকের মূল্য ক্রমশঃ কমিয়া যাইবে এইরূপ আশংকা করিয়া বর্ত্তমানে ঐ শেয়ার বা ষ্টক বিক্রয়ের চুক্তি করে সেইরূপ ফাটকাবাজকে মন্দীওয়ালা কহে। এইরূপ ফাটকাবাজদের নিজেদের

হাতে ষ্টক বা শেয়ার থাকে না। তাহার বিক্রয় করার চুক্তি সম্পাদন করিয়া বাজারে এইরূপ ধারণা ছড়াইয়া দেয় যে ঐ ষ্টকের সরবরাহ খুব বেশী হইয়াছে বা এরূপ ষ্টক বা শেয়ারের চাহিদা নাই। ফলে ষ্টক বা শেয়ারের দাম আরও কমিতে থাকে। ইহাদের মন্দীওয়ালা বলার কারণ এই যে এইরূপ কাজে বিনিয়োগকারীদের মনে ভ্রান্ত ধারণা হয় যে এইরূপ অবস্থায় বিনিয়োগ নিরাপদ নয়। ফলে ব্যবসায়ক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ কমিতে থাকে। যখন মন্দীওয়ালা মনে করে যে শেয়ার বা ষ্টকের মূল্য আর কমিবে না তখন তাহারা পূর্ব্ব চুক্তিকৃত ষ্টক বা শেয়ার বিলি দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঐ ষ্টক বা শেয়ার কিনিতে চায়। যদি তাহাদের হিসাব ঠিকমত হইয়া থাকে তবে তাহারা যে দামে বিক্রয়ের চুক্তি হইয়াছে তাহা অপেক্ষা কম দামে কিনিতে পারে, এবং দুই মূল্যের ব্যবধানই তাহাদের লাভ। তাহারা প্রকৃতপক্ষে বিনিয়োগ করে না, যদি নির্দিষ্ট দিনে তাহারা ষ্টক বা শেয়ার বিলি দিতে অসমর্থ হয় তবে তাহাদের (Backwardation) পশ্চাত মিটাইবার দক্ষিণা বা মাশুল দিতে হয়। সেই সময়ের মধ্যে মাল, ষ্টক বা শেয়ার সংগ্রহ করিতে না পারে তাহা হইলে ঐরূপ মন্দীওয়ালাকে Lame Duck কহে।

Bear Covering—মন্দী জামানত : ব্যাঙ্ক উহার মক্কেলের পক্ষে মন্দী ফাটকাবাজী করায় যে লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহা সংরক্ষিত করার জন্য উহার মক্কেলকে যে পরিমাণ অর্থ ব্যাঙ্কে জামানত হিসাবে রাখিতে হয় তাহাকে "মন্দী জামানত" কহে। ইহা নগদ অর্থ অথবা বিক্রয়যোগ্য প্রতিভূ (marketable securities) দুইই হইতে পারে।

Bearer—বাহক : বাহক কথাটি ব্যবসায়ক্ষেত্রে চেক অথবা ঋণ পত্রের সহিত যুক্তভাবেই ব্যবহৃত হয়। যখন চেকের সহিত যুক্ত হয় তখন তাহার অর্থ বাহক চেক অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্যাঙ্কে ঐরূপ চেক জমা দিবে, ব্যাঙ্ক তাহাকেই চেকে লিখিত অর্থ প্রদান করিবে। আর বাহক ঋণ পত্র (Bearer Debenture) হইল সেইরূপ ঋণপত্র যাহাতে বাহককে ঋণপত্রে লিখিত মূল্য পরিশোধ করিবে কিন্তু বাহকের নাম ঋণ গ্রহণকারী ব্যবসায়ের খাতায় পঞ্জীভুক্ত হওয়া বাধ্যতামূলক নহে।

Below Par—ঊন মূল্য, কম মূল্য ; ঊন হার : যখন কোন

ষ্টক বা শেয়ার বা কোন দ্রব্যাদি ইহার অঙ্কিত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রীত হয় তখন সেইরূপ বিক্রয়কে ঊন মূল্যে বিক্রয় কহে। যে শেয়ারের অঙ্কিত মূল্য ১০০৲ টাকা, উহা যদি ৯৫৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়, তাহা হইলে উহা শতকরা ৫৲ টাকা ঊন মূল্যে বা কম মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে।

Betterment Fee—উন্নয়ন মূল্য বা উন্নয়ন দক্ষিণা: ইহা স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির কর (Tax) আদায়ের একটি নীতি। স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি কোনরূপ উন্নতিমূলক ব্যয় করার ফলে যদি কাহারও সম্পত্তির মূল্য বাড়ে তাহা হইলে বর্দ্ধিত মূল্যের এক অংশ কর হিসাবে দিতে হয়। কলিকাতা ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট নূতন নূতন রাস্তাঘাট তৈরী করার ফলে রাস্তার নিকটস্থ জমির মূল্য বাড়িয়া যায়। ঐ সকল জমির মালিককে ঐ বর্ধিত মূল্যের উপরে ট্যাক্স্ বা কর দিতে হয়।

Beneficiary—বৃত্তিধারী বা উপকৃত ব্যক্তি: যখন কোন ব্যক্তি অন্য কাহারও নিকট হইতে দান হিসাবে কিছু পায় তখন ঐরূপ প্রাপককে বৃত্তিধারী কহে। ইহার চলতি প্রয়োগ দেখা যায় জীবন বীমায়। বীমাকৃত ব্যক্তি বীমাপত্রে তাহার মৃত্যুর পর বীমার মূল্য পাইবে বলিয়া যাহার নাম উল্লেখ করে সে বৃত্তিধারী বা উপকৃত ব্যক্তি।

Benefit Society—মঙ্গলকারী সমিতি: লাভ করার উদ্দেশ্যই মাত্র যে সকল প্রতিষ্ঠানের কাজ নহে, অথব উহার সদস্যদের উপকার সাধন করাই এইরূপ প্রতিষ্টানের উদ্দেশ্য তাহাদের মঙ্গলকারী সমিতি কহে। ইহাদের কাজ উহার সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সদস্যদের নিরাপদ বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া এই সকল সমিতির আর একটি কাজ। এইরকম সমিতির মধ্যে সমবায় সমিতি, বাসস্থান ও ঋণ সমিতি ইত্যাদি আসে। ইহারা ইহাদের সদস্যদের কমসুদে অর্থ ধার দিয়া ধীরে ধীরে কিস্তিতে অর্থ শোধ দেওয়ার সুযোগ দেয়।

Benefits Received (Principle of Taration)—**উপকার প্রাপ্তি (নীতি):** সরকারী ব্যয়ের ফলে যে ব্যক্তি যে পরিমাণে উপকৃত হইল সেই ব্যক্তি সেই পরিমাণে সরকারী ব্যয়ের অংশ বহন করিবে এইরূপ নীতিতে যদি কর নির্দ্ধারণ করা হয় তাহা হইলে উহাকে উপকার প্রাপ্তি নীতি কহে। এইরূপ কর নীতি অনুসরণ করিলে গরীব লোকদের উপর করের চাপ পড়িবে বেশী। একটি হাসপাতাল বা স্কুল নির্মান করিতে ও চালাইতে সরকারের

যে অর্থ ব্যয় হইবে উহা যদি উপকৃত ব্যক্তিদের উপর কর আরোপ করিয়া আদায় করা হয় তাহা হইলে গরীব সম্প্রদায়কে বেশী কর দিতে হয়। কারণ তাহারাই সরকারী ব্যয় হইতে বেশী উপকৃত হয়। এই নীতি ন্যায়ানুকূল কর নীতির বিপরীত।

Benelux—বেনে লুক্স : এই শব্দটি দ্বারা বুঝায় ইউরোপের একটি শুল্ক সম্মিলন। এই সম্মিলনে আছে বেলজিয়াম লুকেস মবুর্গ ও নেদার ল্যাণ্ডস্। এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য এই তিনটি দেশ নিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক সংঘ তৈয়ারী করা। ইহার কাজের মধ্যে এই তিনদেশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য বা একই শুল্ক নীতি ও শুল্ক হার প্রতিষ্ঠা করা। এই রকমই আরেকটি সম্মিলনও ইউরোপে উনবিংশ শতাব্দির মধ্যভাগে গঠিত হইয়াছিল [Zolverin দ্রষ্টব্য]।

Bequest—অর্পণ : উইল করিয়া সম্পত্তি দান করাকে বলে অর্পণ (bequest).

Beveridge Plan -বেভারিজ পরিকল্পনা : স্যার উইলিয়ম বেভারিজ গ্রেট বৃটেনে সামগ্রিক সামাজিক বীমা প্রবর্ত্তন করার জন্য যে সকল কার্য্য নিয়ামক বিধি তৈয়ার করিয়াছিলেন উহারই নাম বেভারিজ পরিকল্পনা। ইহা ১৯৪২ সালে তৈরী হয়। (১) বেকারত্ব (Unemployment) (২) অক্ষমতা বা অঙ্গহীনতা (Disability) (৩) আংশিক বেকারত্ব (Partial Unemployment) (৪) অবসর গ্রহণ (Retirement) (৫) স্ত্রী লোকের বিবাহ (Marriage needs of woman) (৬) শৈশব কালীন ব্যয় (৭) সৎকার ব্যয় (Funeral Expense.) (৮) রোগ ও অসামর্থ্য। এই সকল কারণে সমাজের যে ক্ষতি হয় উহার প্রশমনের জন্যই বেভারিজ বীমা পরিকল্পনা তৈয়ার হইয়াছে।

Bid—ডাক, নিলাম ডাক : কোন দ্রব্য ক্রয় করার জন্য যে মূল্য দিতে চাহে তাহাকে ডাক কহে। ইহার ব্যবহার নিলাম ক্রয় বিক্রয়েই বেশী।

Bidding—আমন্ত্রণ : ইহা শ্রমিক নিয়োগের একটি প্রথা বিশেষ। যখন কোন শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের জানাইয়া দেওয়া হয় যে ঐ শিল্পে অনুরূপ কাজে লোক নিযুক্ত করা হইবে এবং ইচ্ছুক শ্রমিকগণ "কাজে অধিকতর অভিজ্ঞতা (Seniority) অনুসারে দরখাস্ত পেশ করিতে পারে তখন সেই নীতিকে আমন্ত্রণ নীতি কহে।

Big Five—পঞ্চ শক্তি : এই শব্দটী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুই ক্ষেত্রে দুইটী বিশেষ অর্থে প্রয়োগ হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পঞ্চশক্তি বলিতে গ্রেটবৃটেনের পাঁচটি ব্যাঙ্ককে বুঝায় এই পাঁচটি ব্যাঙ্ক হইল লয়েডস্, বার্কলে, মিড্ল্যাণ্ড, ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ও ন্যাশনাল প্রভিন্সিয়াল।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পঞ্চশক্তি বলিতে বুঝায় জাতিপুঞ্জে বা রাষ্টসংঘে নিরাপত্তা পরিষদের ৫টি স্থায়ী সদস্য দেশকে। উহারা হইল যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েৎ রাশিয়া, ফরাসী ও চীন।

Bilateralism—দ্বিপার্শ্বিক ব্যবসায় চুক্তি ; দুই পক্ষীয় ব্যবসায় চুক্তি : যে বিশেষ চুক্তির উপর ভিত্তি করিয়া দুইটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও লেন-দেন চলিতে থাকে তাহাকে দ্বিপার্শ্বিক ব্যবসায়চুক্তি কহে। এইরূপ চুক্তির বৈশিষ্ট্য হইল যে দুই দেশের মধ্যে আমদানি ও রপ্তানীর মূল্য সমান হইবে অর্থাৎ বাণিজ্য উদবর্ত্ত কাহারও অনুকূল বা প্রতিকূল হইবে না। আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ সমান না হইলে যে দেশের বাণিজ্যিক উদবর্ত্ত অনুকূল হইবে সেই অর্থ মাত্র এইরূপ চুক্তি সম্পর্কিত অন্যদেশেই ব্যয় করিতে পারিবে। সেই বাণিজ্যিক উদবর্ত্ত দিয়া অন্য কোন দেশ হইতে দ্রব্য আমদানী করিতে পারিবে না। যখন বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তির অসুবিধা ; অন্যান্য রাজনৈতিক কারণে যখন সহজে বাণিজ্য প্রসারে ব্যাঘাত ঘটে তখন এইরূপ চুক্তি বাণিজ্য বজায় রাখিতে সহায়ক।

Bill Broker—বিলের দালাল ; হুণ্ডির দালাল ; বিনিময় পত্রের দালাল : যে সকল লোক বাজারে হুণ্ডি ক্রয় বিক্রয় করে তাহাদের হুণ্ডির দালাল কহে। তাহারা ব্যাঙ্ক ও সাধারণের যোগসূত্র হিসাবে কাজ করে।

Bill of Exchange—বিনিময় পত্র বা হুণ্ডি : যে বিনাসর্ত্ত বা অপ্রতিবন্ধ আদেশপত্রে হুণ্ডি কর্ত্তা সহি করিয়া আদিষ্ট ব্যক্তিকে এক নির্দ্দিষ্ট দিনে অথবা সুনিশ্চিত কোন সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা তাহার আদিষ্ট অপর কোন ব্যক্তিকে অথবা গ্রাহককে দেওয়ার নির্দেশ দেয় সেই আদেশপত্রকে হুণ্ডি বা বিনিময়পত্র কহে। এইরূপ বিনিময়পত্রের অবশ্য পালনীয় সর্ত্তগুলি :

(১) এইরূপ হুণ্ডি লিখিত হওয়া চাই।

(২) এইরূপ হুণ্ডি অপ্রতিবন্ধ (অর্থাৎ কোন ঘটনা ঘটিলে বা কোন সর্ত্ত

পরিপূরণ করিলে এই হুণ্ডি কার্য্যকরী হইবে, এইরূপ না হইলেই তাহাকে অপ্রতিবন্ধ কহে)।

(৩) কোন নির্দিষ্ট দিনে অথবা নির্ধারণ করা যায় এইরূপ কোন দিনে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৪) যে অর্থ শোধ করিতে হইবে তাহা নির্দিষ্ট হওয়া দরকার।

বিলের নমুনা :

A. Ghosh	Lloyds & Co.
Thirty days after sight pay to me or my order the sum of Rs. 500/- value received.	
Accepted 5.8 57	Rowdon (Drawer)

এইরূপ একখানা বিনিময়পত্র মাল বিক্রেতা ক্রেতার নিকট পাঠাইলে ক্রেতা ঐ বিল বা বিনিময়পত্র সাকরাণ করিয়া পুনরায় হুণ্ডিকর্ত্তা বা বিক্রেতার নিকট পাঠাইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে যতক্ষণ সাকরাণ না হয় ততক্ষণ উহার কোন মূল্য নাই। এইক্ষেত্রে Rowdon হইলে হুণ্ডিকর্ত্তা বা Drawer. বা Payee, A. Ghosh হইল হুণ্ডি গ্রাহক বা Drawee, Lloyds & Co. হইল Payer। বিলের শোধ করার দিন হইল ৫।৮।৫৭ হইতে ৩ মাস উত্তীর্ণ হওয়ার পর, অবশ্য এইসব ক্ষেত্রে ৩ দিন রেয়াতকাল বা অনুগ্রহ দিবস থাকে, পরিশোধের মূল্য ৫০০৲ টাকা। এখন Rowdon যখন এই বিল পাইল তখন তাহার পক্ষে ৩টি উপায় আছে।

(১) সে তিনমাস পর্য্যন্ত উহা ঘরে রাখিয়া দিতে পারে, সময় অন্তে তাহার ব্যাঙ্কে জমা দিলে তাহার ব্যাঙ্ক ঐ টাকা A. Ghosh-এর আদিষ্ট ব্যক্তি Lloyds & Co. নিকট হইতে আদায় করিবে।

(২) সে আবশ্যক বোধ করিলে এই বিনিময়পত্র তাহার ব্যাঙ্কে প্রতিভূ হিসাবে রাখিয়া অর্থ ধার করিতে পারে। ইহাকে Discount করা কহে।

(৩) সে তাহার কোন উত্তমর্ণকে পিছন সহি (Endorse) করিয়া

হস্তান্তর করিয়া তাহার ঋণ শোধ করিতে পারে। এইরূপ বিনিময়পত্র বা হুণ্ডি দুই রকমের হইতে পারে। অন্তর্দেশীয় (Inland) এবং বহির্দেশীয় বা (Foreign)। যখন একই দেশের মধ্যে দুইজন ব্যবসায়ীর ভিতর বিনিময়ের আদান প্রদান হয় তখন তাহা অন্তর্দেশীয় আর যখন দুই দেশের দুই জন ব্যবসায়ীর মধ্যে এইরূপ বিনিময়পত্রের আদান প্রদান হয় তখন তাহাকে বহির্দেশীয় বিনিময় পত্র কহে।

Bills in a set—বিল, প্রস্থ ; দফা বিল : যখন কোন বিনিময় পত্র বা বিলের কয়েক প্রস্থ তৈয়ার করা হয় এবং প্রত্যেক প্রস্থই বিল গ্রাহকের নিকট সাকরাণ করার জন্য পাঠান হয় তখন এইরূপ বিলগুলিকে বিল প্রস্থ কহে।

বিলখানা যদি মাত্র এক প্রস্থে তৈয়ার হয় আর সেই প্রস্থ যদি ডাক বিভাগের কোন অসুবিধার জন্য বিল গ্রাহকের নিকট সাকরাণের জন্য পৌছিতে বিলম্ব হয় বা কোন দুর্ঘটনায় নষ্ট হয় তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত হুণ্ডিকর্ত্তার অর্থ পাইতে বিলম্ব হইবে। কাজেই বিল কয়েক প্রস্থে তৈয়ার হয়। প্রত্যেক প্রস্থই আসল বিলের অনুরূপ, এবং প্রত্যেক প্রস্থই বিল গ্রাহকের নিকট বিভিন্ন দিনে সাকরাণ করার জন্য পাঠান হয়। উদ্দেশ্য যে প্রস্থই সর্বাগ্রে পৌছিবে সেই প্রস্থই সর্বাগ্রে পরিশোধ করার সময় হইবে। এইরূপ প্রস্থ বিলে যে কয় প্রস্থ সাকরাণ করিবে সেই কয় প্রস্থই পরিশোধ করার দায়িত্ব গ্রাহকের থাকে বটে, তবে যে কোন এক প্রস্থ শোধ হইলেই সমস্ত প্রস্থই শোধ হয়।

Bill of Credit—প্রত্যয় বিল : ইহা এক প্রকার প্রত্যর্থ পত্র। ইহা মাত্র সরকার কর্তৃকই ছাপান হয়। এইরূপ প্রত্যর্থ পত্রের পিছনে সরকারী টাকশালে কোনরূপ জামানত থাকে না। ইহা বৈধ মুদ্রা বটে তবে কোন সরকারই বিশেষরূপ আর্থিক সমস্যা ও অসুবিধার সম্মুখীন না হইলে কখনও এইরূপ কাগজী মুদ্রা বাজারে বাহির করে না। আমেরিকাতে Green Backs নামীয় যে মুদ্রা এক সময় চালু ছিল তাহা এইরূপ।

Bill of Entry—আগমপত্র : আমদানী কারককে শুল্ক প্রাধিকারের নিকট যে লিখিত ঘোষণাপত্র দিতে হয় তাহাকে আগমপত্র কহে। এই ঘোষণায় থাকিবে : (ক) আমদানীকৃত দ্রব্যগুলির সহজ সনাক্তীকরণের জন্য উহাদের বিশদ বিবরণ, (খ) জাহাজের নাম, (গ) জাহাজ চালকের নাম, (ঘ) কোন্ স্থান হইতে দ্রব্য আমদানী করা হইয়াছে, (ঙ) কোন বন্দর বা পোতাশ্রয় হইতে দ্রব্য খালাস করা হইবে ইত্যাদি। আগমপত্র হৈতে শুল্ক

প্রাধিকার বুঝিতে পারে যে দ্রব্যের উপর আমদানী শুল্ক দিতে হইবে কিনা এবং দ্রব্য আমদানী বৈধ উপায় হইয়াছে কিনা। জাহাজের নাবিক যে বিবরণী পত্র দাখিল করে উহার সহিত আগমপত্রের সকল বিষয় মিল হইলে পর শুল্ক প্রধিকার দ্রব্য খালাসের হুকুম দিয়া থাকে।

Bill of Lading—বহন পত্রঃ জাহাজী কোম্পানী মাল বহন করার চুক্তি করিয়া এবং জাহাজে বহন করার জন্য যে মাল গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা স্বীকার করিয়া যে পত্রে সহি করিয়া দেয় তাহাকে বহন পত্র কহে। ইহা একাধারে বহন করার চুক্তি এবং বহন করার জন্য দ্রব্য প্রাপ্তির রসিদ। এই বহন পত্রই আবার আমদানী কারকের আমদানীকৃত দ্রব্যের মালিকানা সত্ত্বের দলিল। ইহা অনেক সময় পিছন সহি (Endorse) করিয়া হস্তান্তরযোগ্য পত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

Bill after sight—মুদ্দতী হুণ্ডি, দর্শনান্তর হুণ্ডিঃ এই রকম হুণ্ডিতে পরিশোধ করার জন্য নির্দিষ্ট সময় দেওয়া হয় বলিয়া ইহাকে মুদ্দতী হুণ্ডি কহে। মুদ্দত সাকরাণ করার দিন হইতে গণনা করা হয়।

Bill at sight—দর্শনী হুণ্ডিঃ যে সকল হুণ্ডি দর্শন মাত্র অর্থাৎ সাকরাণ করার সঙ্গে সঙ্গে পরিশোধ করিতে হয়, তাহাকে দর্শনী হুণ্ডি কহে।

Bill of sight—দর্শন পত্রঃ আমদানীকারক কর্তৃক আগমপত্রে (Bill of Entry) ঘোষণা দেওয়ার জন্য সমস্ত বিবরণ প্রাপ্তির পূর্বেই যদি জাহাজ বন্দরে পৌঁছিয়া যায় তখন শুল্ক প্রাধিকার আমদানীকারকের নিকট দর্শনপত্র পাঠাইয়া দেয়! এই দর্শনপত্র দ্বারা আমদানীকারকে শুল্ক পরীক্ষকের সম্মুখে জাহাজে গিয়া নিজের দ্রব্য বাছিয়া বাহির করার অধিকার দেওয়া হয়। আবার বন্দরে যে মাল পৌঁছিয়াছে ইহা তাহার ঘোষণাও বটে। দর্শনপত্রে আমদানীকৃত দ্রব্য শুল্ক রহিত না শুল্ক দেয় আমদানীকারককে তাহা লিখিয়া দেওয়া হয়। শুল্ক দেয় হইলে তৎক্ষণাৎ শুল্ক পরিশোধ করিয়া দ্রব্য খালাস করিবে, না শুল্ক পরিশোধ সাপক্ষে সরকারী গুদামে থাকিবে তাহাও জানাইতে হয়। দর্শনপত্র শুল্ক প্রাধিকারের নিকট তিন দিনের মধ্যে ফেরত পাঠাইতে হয়।

Bill of health—বন্দরের স্বাস্থ্য পত্রঃ শুল্ক প্রাধিকার জাহাজ বন্দর ত্যাগ করার সময় বন্দরের অবস্থা বিবৃত করিয়া জাহাজের অধ্যক্ষকে যে প্রমাণপত্র অর্পণ করেন তাহাকে বন্দরের স্বাস্থ্য পত্র কহে। বন্দরে যে কোন

প্রকার ছোঁয়াচে সংক্রামক রোগ নাই, তাহা প্রমাণ করার জন্য এইরূপ পত্রের প্রয়োজন। ছোঁয়াচে সংক্রামক রোগ নাই এইরূপ প্রমাণীকৃত পত্রকে পরিষ্কার (clean); কোন প্রকার ছোঁয়াচে সংক্রামক রোগের সরকারী বিজ্ঞপ্তি বাহির হয় নাই এইরূপ পত্রকে সন্দেহজনক (suspected), আর যদি সুস্থ বা সন্দেহজনক কিছুই লেখা না থাকে, এইরূপ পত্রকে সংক্রামিত কহে। সন্দেহজনক বা সংক্রামিত স্বাস্থ্য পত্রযুক্ত জাহাজ অন্য কোন বন্দরে ভিড়িলে উহাকে নিরোধন (পৃথক জায়গায় অবস্থান) করা হয়।

Bill of store—ভাণ্ডার পত্র: ভাণ্ডার পত্রকে ভবিষ্যতে "ফেরত শুল্কের সুযোগ আদায় করার দলিল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। দেশে তৈরী জিনিষ বিদেশে রপ্তানী করিয়া যদি পাঁচ বৎসরের মধ্যে আবার দেশে ফেরত আনার সম্ভাবনা থাকে এবং যদি ঐ দ্রব্যের উপর ফেরত শুল্ক দেওয়ার রীতি থাকে তবে রপ্তানীকারক এইরূপ ভাণ্ডার পত্রদ্বারা ফেরত শুল্কের অধিকারকে সংরক্ষিত করে। এইরূপভাবে ভাণ্ডার পত্র দ্বারা সংরক্ষিত না হইলে ভবিষ্যতে (৫ বৎসরের মধ্যেও) যদি উক্ত রপ্তানীকৃত দ্রব্য ফিরাইয়া আনা হয় তবুও উহা সাধারণ আমদানী শুল্ক আইনের আওতায় পড়িবে। অর্থাৎ ঐ দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইলে যদি শুল্ক দিতে হয়, তবে এই ক্ষেত্রেও শুল্ক দিতে হইবে।

Bill of sale—বিক্রয় পত্র; বন্ধক পত্র: এইরকম দলিল বন্ধকী ঋণে গ্রহণ ও দান ব্যাপারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই দলিলের দ্বারা ঋণ গ্রহীতা ঋণ দাতাকে গ্রহীতার কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব দান করে কিন্তু উহার ভোগ স্বত্ব ঋণ গৃহীতারই থাকে। বিক্রয় পত্রে বা বন্ধক পত্রে লিখিত সর্ত্তানুযায়ী সুদ বা আসল যদি ঋণ গ্রহীতা শোধ না করে তাহা হইলে ঋণ দাতার ঐ বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের অধিকার জন্মে।

বন্ধকপত্র সর্ত্তহীন বা সর্ত্তাধীন দুই-ই হইতে পারে। সর্ত্তহীন বন্ধকপত্র সরাসরি বিক্রয়ের সামিল। তবে এইরূপ সর্ত্ত মাত্র থাকিতে পারে যে যতদিন বিশেষ কোন ঘটনার উদ্ভব না হয়, ততদিন বন্ধকদাতা ঐ সম্পত্তিব অধিকারী থাকিবে।

সর্ত্তাধীন বন্ধকপত্রে বন্ধকদাতার কতকগুলি সর্ত্ত পূরণ সাপেক্ষে সম্পত্তির মালিকানা ফিরিয়া পাইবার অধিকার থাকে। সর্ত্তাধীন বন্ধকও সর্ত্তহীন হয় যখন বন্ধকদাতা দেউলিয়া হয়, কিম্বা বন্ধকী সম্পত্তি বাবদ দেয় খাজনা, ট্যাক্স্

পরিশোধ না করে, বা বেআইনীভাবে সম্পত্তি অপসারণ করে, বা হস্তান্তর করে।

এইরূপ বন্ধকপত্র বন্ধকীপত্রাদির রেজিষ্টার বা নিবন্ধকের অফিসে বন্ধকের সাত দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রিকৃত বা পঞ্জীভূত বা নিবন্ধ হওয়া আবশ্যক।

Bill Payable—দেয় বিল ; দেয় হুণ্ডি : হুণ্ডি স্বীকারী সাকরাণ-করার সঙ্গে সঙ্গে ঐ হুণ্ডি পরিশোধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। দোহারা হিসাব রক্ষণ নিয়মে ঐ বিল সাকরাণ করিয়া হুণ্ডি প্রেরকের (Drawer) হিসাবে খরচ লিখিয়া হুণ্ডিদেয় হিসাবে জমা করা হয়। যতদিন ঐ হুণ্ডি পরিশোধ করা না হয় ততদিন উহা দেনা হিসাবে থাকে বলিয়া উহাকে "দেয় হুণ্ডি" বলে।

Bill Receivable—প্রাপ্য বিল বা হুণ্ডি : ক্রেতার নিকট হইতে সাকরাণ করা বা স্বীকৃত হুণ্ডি ফেরত পাইলে হুণ্ডি প্রেরক অর্থাৎ বিক্রেতা ধরিয়া নেয় যে আপাততঃ ক্রেতার ঋণ শোধ হইল। অথচ নগদ অর্থের অভাব হেতু যতদিন প্রকৃতপক্ষে অর্থ না পাওয়া যাইবে ততদিন ইহাকে প্রাপ্য বিল হিসাবে সম্পদ বলিয়া গণ্য করা হইবে। দোহারা হিসাব রক্ষণ পদ্ধতিতে প্রাপ্য হুণ্ডি খাতে খরচ লিখিয়া হুণ্ডিগ্রাহক খাতে জমা করিবে।

Bimetallism—দ্বিধাতুমান : কোনও দেশে দুই প্রকার, প্রধানতঃ সোনা ও রূপার মুদ্রা চালু থাকিলে ঐরূপ মুদ্রা পদ্ধতিকে দ্বিধাতুমান মুদ্রা পদ্ধতি কহে। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে (১) উভয় প্রকার মুদ্রাই নিয়মানুগ বা বৈধ মুদ্রা; (২) দুই মুদ্রার ধাতব মূল্যের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট হার থাকিবে; (৩) যে কোনও রূপ ধাতুর পরিবর্তে অপর ধাতুর হার পরিমাণ মুদ্রা টাকশাল হইতে পাইতে পারে। মুদ্রার মূল্য স্থির রাখাই দ্বিধাতুমান মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগে যথেষ্ট অসুবিধা দেখা দেয়। বিশেষতঃ দুই রকম মুদ্রার মধ্যে এক ধাতুমান স্থির। যদি ধাতুমান নির্দিষ্ট না রাখিতে পারা যায় তাহা হইলে গ্রেসাম নীতি (Gresham's Law) অনুসারে শেষ পর্য্যন্ত এক প্রকার মুদ্রা বাজার হইতে উধাও হইয়া যায়। [Gresham's Law এবং Double Standard দ্রষ্টব্য]।

Binder—বন্ধনী : বীমা কোম্পানী বীমাপত্র (Insurance Policy) বাহির করা সাপেক্ষ বীমাকৃত দায়িত্ব গ্রহণ হইয়াছে বলিয়া যে পত্র দ্বারা স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাহাকে বন্ধনী কহে। কারণ ঐ স্বীকৃতি পাওয়ার পর

এবং বীমাপত্র হাতে আসিবার পূর্বেই যদি বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে ঐ স্বীকৃতি পত্র (Letter of acceptance) বলেই বীমায় লিখিত নির্দ্দিষ্ট নির্বাচিত ব্যক্তি (Beneficiary) বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে বীমাকৃত অর্থ আদায় করিতে পারে।

Bituminous—বিটুমিনাস : কয়লার মধ্যে দাহ্যশক্তির দিক হইতে ইহার স্থান দ্বিতীয়। ইহাতে শতকরা ৮৬ ভাগ কার্বন থাকে, কোক কয়লা উৎপাদন করিতে এবং গৃহে রান্না করিতে ইহার ব্যবহার খুব বেশী হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ইহা সর্ব্বাধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

Black List—কাল বহি : কোন শিল্পে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী শ্রমিকদের নামের যে তালিকা তৈয়ার হয় তাহাকে কাল বহি কহে। যাহাতে অন্য শিল্প-পতিগণ এইরূপ শ্রমিকদের নিয়োগ না করেন, সেইজন্য শিল্প মালিকগণের মধ্যে এই কাল তালিকা বা বহি বিতরণ করা হয়।

আবার যে সব লোক দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত হয় তাহাদের নাম যে বহিতে থাকে তাহাকেও কাল বহি কহে।

Black Market—চোরা কারবার বা কাল বাজার : আইনকে ফাঁকি দিয়া নিয়ন্ত্রিত মূল্যের অধিক মূল্যে এবং নিয়ন্ত্রিত পরিমাণের অধিক পরিমাণে কোন ক্রেতার নিকট বিক্রয় করা হইলে তাহাকে চোরা কারবার কহে।

Black Marketer—চোরা কারবারী : যে ব্যক্তি আইনের চক্ষে ধূলি দিয়া নিয়ন্ত্রিত মূল্যের অধিক মূল্যে ও নিয়ন্ত্রিত পরিমাণের অধিক পরিমাণে বিক্রয় করে তাহাকে চোরা কারবারী কহে।

Blank Bill—সাদা বিল বা হুণ্ডি : যে বিলে বা হুণ্ডিতে প্রাপক বা উত্তমর্ণের নাম লেখা থাকে না সেই রকম বিলকে বা হুণ্ডিকে সাদা বিল বা হুণ্ডি কহে।

Blank Endorsement—সাদা পিছন সহি, সাদা হস্তান্তর : কোন বিনিময় পত্রে বা চেকে প্রাপক কোনরূপ নির্দ্দেশ না দিয়া শুধু পিছন সহি করিলে তাহাকে সাদা পিছন সহি কহে। চেকে এইরূপ পিছন সহি হইলে সে চেক "বাহক দেয় চেক" "(Bearer Cheque)" রূপে গণ্য হয়।

Blanket Bond--সাধারণ পাট্টা : যে পাট্টা বা তমসুকে সাধারণ ভাবে যদি কোন জামানত রাখা হয় তাহাই সাধারণ পাট্টা। এইরূপ তমসুকে বন্ধকী সম্পত্তির উপর পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋণ-দাতাদের দাবীর অধিকার নষ্ট হয় না।

Blocked Exchange—অবরুদ্ধ বিনিময় : আমদানীকারক আমদানীকৃত মূল্য পরিশোধ করার জন্য বিদেশী মুদ্রায়-কৃত বিল বা হুণ্ডি ক্রয় করিবার অধিকার হইতে সরকার কর্তৃক বঞ্চিত হইলে সেইরূপ অবস্থাকে অবরুদ্ধ বিনিময় বলা হয়। আমদানী কারককে এইরূপ ক্ষেত্রে সরকারী তহবিলে আমদানীকৃত মূল্য পরিমাণ দেশীয় মুদ্রা জমা দিতে হয়। আমদানীকারী দেশের সরকার যতদিন ঐরূপ অবরোধ মোচন না করেন, ততদিন রপ্তানীকারক বিক্রয় মূল্য পায় না। যদি ইতিমধ্যে রপ্তানীকারক এমন লেন-দেন করে যাহার ফলে তাহাকে আমদানীকারী দেশে অর্থ পাঠাইতে হইতে পারে তখন অবশ্য অবরুদ্ধ বিনিময়ের সুযোগ নিতে পারে।

Blanket Credit—ব্যাঙ্ক আমদানীকারককে সাধারণ ঋণ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যতবার আমদানী করা হয় তাহার আনুমানিক মূল্য ধরিয়া যদি এককালীন ঋণ দিতে রাজী হয়, তবে ঐরূপ ঋণকে সাধারণ ঋণ কহে।

Blank Transfer—সাদা হস্তান্তর : শেয়ারের মালিক শেয়ার হস্তান্তর করিয়া হস্তান্তরিত শেয়ারে হস্তান্তর গ্রহণকারীর নাম হস্তান্তরের তারিখ না লিখিলে ঐরূপ হস্তান্তরকে সাদা হস্তান্তর কহে। সেইরূপ হস্তান্তর প্রায়ই ঋণ দাতার নামে হয় এবং ঐ শেয়ার ঋণের জামানত হিসাবে রাখা হয়। ইহাতে হস্তান্তর গ্রহণকারীর (Transferee) আইনতঃ কোন স্বত্ব জন্মায় না এবং যে কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তর হয়, সেই কোম্পানীও হস্তান্তর গ্রহণকারীকে মালিক বলিয়া স্বীকার করে না যদিও হস্তান্তর গ্রহণকারীকে ন্যায়ানুগ অধিকার দিতে পারে। যেমন লভ্যাংশ। এইরূপ হস্তান্তর ইচ্ছা করিলেই হস্তান্তর গ্রহণকারীর নামে কোম্পানীতে পঞ্জীভূত হইতে পারে এবং হস্তান্তর গ্রহণকারী আইন সিদ্ধ ভাবে হস্তান্তরিত শেয়ারের মালিকানা পাইতে পারে।

Blockade—অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক অবরোধ : যুদ্ধের সময় যদি কোন যুদ্ধরত দেশ কোন নিরপেক্ষ দেশের মালবাহী জাহাজ সেই দেশের কোন বন্দর বা পোতাশ্রয় বা ইহার উপকূলে আগমন এবং বন্দর বা পোতাশ্রয়ে নোঙর করা কোন জাহাজকে বন্দর হইতে নির্গমন বন্ধ

করিয়া দেয় তবে তাহাকে অর্থ নৈতিক অবরোধ কহে। শত্রু দেশ যাহাতে নিরপেক্ষ দেশের বাণিজ্য হইতে কোনরূপ সুযোগ না পায় সেই উদ্দেশ্যেই অবরোধ নীতি গ্রহণ করা হয়। বর্ত্তমানে কোনরূপ দ্রব্য দেশের ভিতর হইতে অন্য দেশে যাতায়াত বন্ধ করিলেই তাহাকে অর্থ নৈতিক অবরোধ কহে।

Blue Sky Laws—সাদা আইন : যে আইন অনভিজ্ঞ বিনিয়োগ-কারীদের ষ্টক বা শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় জাল জুয়াচুরির হাত হইতে রক্ষা করে, তাহাকে সাদা আইন কহে।

Board of Directors—পরিচালক মণ্ডলী : যৌথ প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় শেয়ার হোল্ডার বা অংশীদার কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণকে একত্রে পরিচালক মণ্ডলী কহে।

Board of Arbitration—সালিশী মণ্ডলী : একাধিক লোক যখন কোন বিরোধ মিটাইবার জন্য সালিশ নিযুক্ত হয় তখন তাহাদের একত্রে সালিশী মণ্ডলী কহে।

Board of Debt Settlement—ঋণ সালিশী মণ্ডলী : উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের মধ্যে ঋণ বিষয়ে সালিশ করার জন্য যে কোন মণ্ডলী নিযুক্ত হয় তাহাকে ঋণ সালিশী মণ্ডলী কহে।

যুক্তবাংলায় ১৯৩৫ খৃঃ ফজলুল্ হকের প্রধান মন্ত্রীত্বকালে ইহা সর্ব্ব প্রথম এক সরকারী বিভাগ হিসাবে কার্য্য করে। ইহার কার্য্য ছিল বিশেষতঃ কৃষি ঋণ আদায়ের সহজ উপায় নিধারণ করিয়া জমিদার ও খাতকের মধ্যে সৌহার্দ প্রতিষ্ঠা করা।

Board of Trade—বণিক সংঘ : ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের জন্য অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীদের নিয়া গঠিত সংঘ বা সমিতিকে বণিক সংঘ কহে। (Chamber of Commerce দ্রষ্টব্য) Board of Trade কথাটির প্রচলন আমেরিকাতেই বেশী। অন্যত্র ইহাই Chamber of Commerce বলিয়া অভিহিত। ইহাদের কার্য্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও সরকারের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা। সরকারের অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক নীতি দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উপর কি প্রতিক্রিয়া হইতে পারে বা দেশের নাগরিকদের তাহাতে কিরূপভাবে আঘাত করিবে বা সুবিধা দিতে পারে তাহা সরকারকে জ্ঞাত করান ইহার একটি প্রধান কর্ত্তব্য। আবার আবশ্যকবোধে সরকারকে কোন অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক নীতি গ্রহণ করিতে বলিতেও

পারে। বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করিতেও ইহারা সাহায্য করে। ইংলণ্ডে কোন ব্যবসা-বাণিজ্য মন্ত্রী নাই। সরকারের ব্যবসা-বাণিজ্য দপ্তরকেই সেখানে Board of Trade কহে।

Board of Revenue—রাজস্ব পর্ষদ : সরকারের যে বিভাগ রাজস্ব পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করে তাহাকে রাজস্ব পর্ষদ কহে। আমাদের দেশে কর আরোপ, করনীতি প্রয়োগ এবং কর আদায় বিষয়ের বিভাগীয় আপীলের শেষ স্থান এই রাজস্ব পর্ষদ।

Board of Trustees—অছি মণ্ডলী : যখন কাহারও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ বা কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার কতিপয় লোকের হাতে ন্যস্ত করা হয় তখন তাহাদের অছিমণ্ডলী কহে। নিজে সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় অপরাগ হইলে, কোন কল্যাণমূলক কাজে সম্পত্তির উপস্বত্ব প্রয়োগ করিতে হইলে প্রায়শঃই এই উপায় গ্রহণ করা হয়। ব্যবসায়ক্ষেত্রে যখন কতিপয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান একত্রী করণ বা সংযোজিত হয় তখন ঐ সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান চালাইবার জন্য যে পরিচালক মণ্ডলী গঠিত হয় তাহাকে অছিমণ্ডলী কহে।

Body Corporate—যৌথ প্রতিষ্ঠান : যৌথভাবে (jointly) যে সকল প্রতিষ্ঠানের মূলধন আদায় করা হয় সেই সকল প্রতিষ্ঠানকে যৌথ প্রতিষ্ঠান কহে। ইহার ব্যবস্থাপনা কোন একক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত থাকেনা। প্রতিনিধিমূলক কতিপয় লোকের হাতে এই সকল প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ভার থাকে।

সরকারের এক বিশেষ বিভাগ হিসাবে সরকারের সাধারণ নিয়মাধীনে অথচ স্বাধীন স্বতন্ত্রভাবে যে সকল প্রতিষ্ঠানগুলি কাজ করে তাহাকেও এইরূপ যৌথ প্রতিষ্ঠান বলা যায়—যেমন দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন। বিশেষ আইন পাশ করিয়া বিশেষ কোন কর্তব্য সম্পাদনের জন্য এইরকম প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়।

Bond—বন্ধক পত্র ; পাট্টা ; তমস্সুক : ইহা একপ্রকার চুক্তি পত্র। এই প্রকার চুক্তি পত্র দ্বারা খাতক বা ঋণী তাহার ঋণ স্বীকার করে এবং কি উপায় ঋণ শোধ করিবে, সুদের হার কত, কতদিনের জন্য ঋণ গ্রহণ করা হইল, ইত্যাদি আবশ্যকীয় সকল বিবরণই এই চুক্তি পত্রে লিপিবদ্ধ থাকে। সরকার বা সায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যে চুক্তি পত্র দ্বারা ঋণ গ্রহণ করা হয় তাহাও

এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। সেই অর্থে ইহা ঋণ পত্র। আমেরিকাতে সকল প্রকার সরকারী ও বেসরকারী ঋণ পত্রকেই Bond কহে।

Bonded goods—শুল্কাধীন পণ্য : আমদানীকৃত পণ্য বা মালের উপর মাল খালাসের সময়ই শুল্ক দিতে অপারগ হইলে, আমদানীকারক শুল্ক পরিশোধ সাপেক্ষ শুল্কপ্রাধিকারের নিয়ন্ত্রণাধীন গুদাম ঘরে ঐ পণ্য আটক রাখিতে পারে। ঐ প্রকার পণ্যকে শুল্কাধীন পণ্য কহে। শুল্ক পরিশোধ করিলেই আমদানীকারক পণ্যের ন্যায্য মালিক হয়।

Bonded warehouse--শুল্কাধীন মালের গুদাম : এই সকল গুদাম বেসরকারী প্রতিষ্ঠান অথবা কোন ব্যক্তির মালিকানায় থাকে। কিন্তু ইহা চৌকির ব্যবস্থা হয় সরকার কর্তৃক। এইপ্রকার মাল গুদামে আমদানী-কারক আমদানীকৃত পণ্যের উপর তৎক্ষণাৎ শুল্ক দিতে অপারগ হইলে শুল্ক পরিশোধ সাপেক্ষ মাল গুদামজাত করিতে পারে। এই প্রকার গুদামের মালিকের সহিত সরকারের চুক্তি থাকে যে যতদিন আমদানী-শুল্ক আদায় না হইবে ততদিন গুদামের মালিক পণ্য গুদামজাত রাখিবে। শুল্ক আদায় অন্তে শুল্ক অফিসে জমা দিবে। অবশ্য গুদামে থাকা কালীন আমদানীকারক বিক্রয়ের চেষ্টা করিলে গুদামের মালিক তাহাকে নমুনা গ্রহণ ও গুণানুসারে পর্য্যায় ভাগ (grading) করার সুযোগ দিয়া থাকে।

Bonus—অধিবৃত্তি, বোনাস্ : শ্রমিককে মূল মজুরীর অতিরিক্ত যে মজুরী দেওয়া হয় তাহাকে অধিবৃত্তি বা বোনাস কহে। ইহা শ্রমিকের যোগ্যতা ও নৈপুণ্যের উপর ভিত্তি করিয়া দেওয়া হয়। এই নিয়মে মজুরী দেওয়া হইলে শ্রমিক নৈপুণ্য বা দক্ষতা অর্জন করিতে সচেষ্ট থাকিবে। শ্রমিক মালিক সম্বন্ধের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যেও এই নিয়ম গ্রহণ করা হয়। ইহাতে শ্রমিক যে শিল্পপতিদ্বারা শোষিত হয় না এবং শিল্প মজুরী যে শ্রমিকের দক্ষতার উপর নির্ভর করে তাহাও অনেক পরিমাণে প্রমাণিত হয়।

স্বাভাবিক লাভের অতিরিক্ত লাভের যে অংশ যৌথ প্রতিষ্ঠান গুলি ইহার অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেয় তাহাকেও অধিবৃত্তি বা বোনাস কহে।

জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানগুলি বীমাকৃত ব্যক্তিদের (বীমার মেয়াদের মধ্যে) আদায়ীকৃত লভ্যাংশের যে ভাগ দেয় তাহাকেও বোনাস্ কহে।

Bonus shares—বোনাস শেয়ার : যৌথ প্রতিষ্ঠান ক্রমাগত স্বাভাবিক লাভের পরিমাণ হইতে অতিরিক্ত লাভ করিতে থাকিলে ঐ লাভ

সমস্ত বণ্টন করিয়া না দিয়া উহা সঞ্চিত খাতে জমা রাখা হয় তখন প্রতিষ্ঠান ঐ অর্থকে মূলধন হিসাবে ব্যবহার করিতে পারে এবং সেই উদ্দেশ্যে ঐ সঞ্চিত লাভ শেয়ার অংশীদারদের মধ্যে নগদ বণ্টন না করিয়া, অংশ পরিমাণ মূল্যের নূতন শেয়ার শেয়ার-অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন করিতে পারে। এইরূপ শেয়ারকে বোনাস শেয়ার কহে।

Bonus Mileage—প্রকৃত দূরত্বের অতিরিক্ত ভাড়াঃ রেল কোম্পানীকে প্রকৃত দূরত্বের অধিক দূরত্বের ভাড়া আদায় করার অধিকার দেওয়া হইলে যে পরিমাণ অধিক ভাড়া আদায় করা হয় তাহাকে প্রকৃত দূরত্বের অতিরিক্ত ভাড়া কহে। এই প্রকার অধিকার তখনই দেওয়া হয় যখন বিশেষ কোন রেলপথ প্রতিষ্ঠা করিতে বা পথে রেলগাড়ী চলাচলে যথেষ্ট ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। যে সকল নদীর উপর রেলপথ তৈয়ার হইয়াছে ঐ সকল রেলপুলের খরচ আদায় করার জন্য পুলের বাস্তব দূরত্বের চেয়ে অনেক বেশী দূরত্বের ভাড়া বাস্তব দূরত্বের জন্য আদায় করা হয়। যেমন বিবেকানন্দ সেতুর (হার্ডিংজ পুলের) দূরত্ব এক মাইল। কিন্তু ঐ এক মাইলের জন্য ছয় মাইলের ভাড়া আদায় করা হয়। এখানে পাঁচ মাইলের জন্য যে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা হয় উহাই প্রকৃত দূরত্বের অতিরিক্ত ভাড়া।

Book Debts—খাতায়-ঋণঃ যে কোনও দিনে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বা কোন ব্যবসায়ীর মোট পাওনা ঋণকে "খাতায়-ঋণ" কহে। ইহা সম্পূর্ণ আদায় নাও হইতে পারে।

Book Value—খাতায় মূল্যঃ ব্যবসায়ের তুলনপত্র তৈয়ারীর দিনে বা যে কোনও দিনে ব্যবসায়ের সম্পদ ও দেনার যে মূল্য বিভিন্ন খাতে উদ্বর্ত্ত বা বাকী থাকে তাহাই ঐ তারিখের সম্পদ ও দেনার খাতায় মূল্য।

Boom—তেজী অবস্থাঃ স্বল্পদিন স্থায়ী ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতিকে তেজী অবস্থা কহে। অতি দ্রুত শেয়ার, ষ্টক, উপভোগ-যোগ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি, শেয়ার ও ষ্টকের হস্তান্তরের গতিবেগ বৃদ্ধি, বেকার সমস্যার অবসান, এবং লাভের হারের পরিমাণ বৃদ্ধি তেজী অবস্থার বৈশিষ্ট্য। ইহার বিপরীত অবস্থাকে মন্দী অবস্থা কহে। [Slump দ্রষ্টব্য]

Bottomry Bond—পোত বন্ধকপত্রঃ যে বন্ধকপত্রের সাহায্যে জাহাজের অধ্যক্ষ গন্তব্যস্থলে নিরাপদে পৌঁছিবার জন্য, জাহাজ মেরামত করার জন্য বা অন্য কোন খরচ যাহা নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবার জন্য আবশ্যকীয়

অর্থ ধার করিতে পারে তাহাকে পোতবন্ধক পত্র কহে। এইরূপ বন্ধক পত্রের আবশ্যকীয় অবস্থা নিম্নরূপ।

(১) এই বন্ধকপত্রে জাহাজ এবং মাল সকলই ঋণদাতার নিকট বন্ধক দেওয়া হয়।

(২) যখন ঋণ করার সকল উপায় ব্যর্থ হইয়াছে।

(৩) জাহাজ গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে না পারিলে ঋণদাতা ঋণের অর্থ আদায় করিতে পারে না।

(৪) যদি এইরূপ একাধিক বন্ধকপত্রের সাহায্যে ঋণ গ্রহণ করা হয় তবে যে পত্রের সাহায্যে সর্ব্বশেষ ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই ঋণ দাতাকে সর্বাগ্রে শোধ করিতে হয়, কারণ তাহার ঋণ না পাইলে জাহাজ নিরাপদে পৌঁছিতে পারিত না।

(৫) ইহাও একপ্রকার বীমাপত্র।

আধুনিক কালে বেতার বার্ত্তার প্রচলন জন্য এইরূপ বন্ধকপত্রের আবশ্যকতা অনেক কমিয়া গিয়াছে। কারণ কোন জাহাজ বিপদের সম্মুখীন হইলে সাহায্যকারী জাহাজ বা জাহাজের মালিকের নিকট বেতারের সাহায্যে অতি সত্বরই সংবাদ পৌঁছান যায় এবং আবশ্যকীয় সাহায্য পাওয়া যায়।

Bounty—সরকারী অর্থ সহায়তা : কোন বিশেষ শিল্পের উন্নতির জন্য সরকার যে অর্থ সাহায্য করে তাহাকে সরকারী অর্থ সহায়তা কহে। এইরূপ সাহায্য বিদেশে রপ্তানী বাড়াইবার জন্য অথবা দেশাভ্যন্তরে বিদেশী দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়।

Bought note—ক্রয় পরচা : ষ্টক বা শেয়ারের দালাল কোন ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করিয়া ক্রেতাকে শেয়ারের বিবরণ ইত্যাদি লিখিয়া যে পত্র দেয় তাহাকে ক্রয়ের পরচা কহে।

Bourse : ফরাসী দেশে শেয়ার বা ষ্টক বাজারকে Bourse কহে।

Bourgeoisie—বুর্জ্জোয়া ; পরশ্রমজীবী : সামন্ত প্রথায় যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নিজেরা কায়িক পরিশ্রম না করিয়া স্বাধীন কার্য্যে লিপ্ত থাকিত তাহাদের পরশ্রমজীবী কহে। কারণ তাহাদের স্বাধীন কার্য্য বা আয়ের খোরাক যোগাইত শ্রমজীবিগণ। এই অর্থে যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় জমি ইত্যাদির উপস্বত্বের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত তাহাদের বুর্জোয়া কহে। বর্ত্তমানে এই শব্দটী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে গালির অর্থেই ব্যবহার হয়।

Boycott—বয়কট ; বর্জন : এই কথাটীর ব্যবহার দেখা যায় প্রথম ১৮৮০-৮১ খৃঃ। কাপ্তেন বয়কট নামে একজন আইরিশ কৃষি মালিকের সহিত সকল প্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্য্যকলাপ যখন তাহার প্রতিবেশী এবং অন্যান্য কৃষি শ্রমিকগণ বন্ধ করিয়াছিল তখন হইতে কথাটীর প্রচলন হয়। তদবধি বয়কট পদ্ধতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বর্জ্জন করিয়া কাহাকেও শাস্তি দেওয়া অথবা কোনরূপ অন্যায়ের প্রতিকার করার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ হইতেছে।

Bradburys : ১৯১৪-১৯ খৃঃ এই সময়ের মধ্যে ইংলণ্ডের সরকারী দপ্তর হইতে যে প্রত্যর্থ পত্র ছাপা হইয়াছিল, তাহাকে Bradburys কহে। কারণ তখনকার (Secretary of the Treasury) রাজস্ব বিভাগের অধিকর্ত্তা John Bradburyর সহিত যুক্ত বলিয়া ঐ প্রত্যর্থ পত্র তাহার নামের সহিত একর্থবোধক হইয়াছে।

Brassage—মুদ্রা নির্ম্মাণ করিবার মজুরী বা বানি : কোনরূপ ধাতু হইতে মুদ্রা নির্মাণ করাইবার জন্য যে মাশুল দিতে হয় তাহাকে মুদ্রা নির্মাণ করাইবার বানি কহে। প্রকৃত খরচের সমানই হইবে এই বানি। ইহা সেই সকল দেশেই চালু থাকে যেখানে মুদ্রার মান স্বর্ণের বা রৌপ্যের উপর ভিত্তি করিয়া আছে এবং যেখানে আইনতঃ মুদ্রাতে যে পরিমাণ ধাতব পদার্থ থাকে সেই পরিমাণ ধাতু জমা দিলে এবং মুদ্রা নির্মাণ করাইবার মাশুল দিলেই মুদ্রা পাওয়া যাইতে পারে। বর্ত্তমানে কোন দেশেই এই নিয়ম চালু নাই।

Breach of Agreement—চুক্তি ভঙ্গ : চুক্তিতে লিখিত সর্ত্ত মানিয়া নিয়া সর্ত্তানুযায়ী কাজ না করিলে তাহাকে চুক্তিভঙ্গ কহে।

Breach of Trust—বিশ্বাস ভঙ্গ : ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের, বা কোন ব্যক্তির অর্থ অপব্যবহার করাকেই বিশ্বাস ভঙ্গ কহে।

Brazen Law of Wages—মজুরী খাটার নিয়ম : (Iron Law of Wages, Subsistence Theory of Wages দ্রষ্টব্য)।

Breakage—টুটাফাটা : যে সকল জিনিষ এক জায়গা হইতে আরেক জায়গায় আনা নেওয়াতে কিছু অংশ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেই সকল জিনিষে আমদানীকারককে আমদানীকৃত মূল্য হইতে কিছু টুটাফাটা বাবদ বাদ দেওয়া হয়।

Breaking Bulk—সম্ভার খোলা: নমুনা গঠন অথবা আংশিক বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যখন চালানী মাল খোলা হয় তখন তাহাকে সম্ভার খোলা কহে।

Broad Arrow—মোটা তীর: সরকারী গুদামের জিনিষের অপহার বা চুরি বন্ধ করার জন্য কোন দ্রব্যের উপর যে তীর চিহ্ন ⋔ অঙ্কিত থাকে তাহাকে "মোটা তীর" নীতি কহে।

Broker—দালাল: ক্রয়েচ্ছু ও বিক্রয়েচ্ছু দুই পক্ষের মধ্যে সংযোগ সাধন করাই দালালের কর্ত্তব্য। সংযোগ সাধনে দালাল কিছু পরিমাণে ক্রেতা অথবা বিক্রেতা অথবা উভয়েরই প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে। কিন্তু বিক্রেতার প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিলেও দালালের অধিকার সীমাবদ্ধ।

(১) দালাল যে দ্রব্য বিক্রয় করার জন্য দালালি করে সে দ্রব্য তাহার নিজের অধিকারে থাকে না।

(২) দালাল ক্রেতার বিরুদ্ধে নিজের নামে মামলা রুজু করিতে পারে না।

(৩) দালাল ক্রেতার নিকট বিক্রয় মূল্য আদায় করিয়া ক্রেতাকে ঋণ মুক্ত করিতে পারে না।

(৪) দালাল যে দ্রব্য বিক্রয় করার চেষ্টা করে সেই দ্রব্য যদি তাহার হাতেও থাকে তথাপি সে দ্রব্যে তাহার পূর্ণ স্বত্ব থাকে না। তবে যদি বীমার দালাল নিজের নামে বীমাকৃত কোন বীমাপত্রের বাবদ দায় গ্রাহককে (Underwriter) নিজে প্রিমিয়াম দিয়া থাকে তবে সেইরূপ বীমাপত্রে তাহার পূর্বস্বত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। অথবা শেয়ারের দালাল কোন মক্কেলের পক্ষে শেয়ার ক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য যে খরচ করিয়াছে তাহা আদায় করার জন্য তাহার নিকট জমা মক্কেলের শেয়ারের উপর তাহার পূর্বস্বত্ব বজায় থাকিবে।

Brokerage—দালালি: ক্রেতা বা বিক্রেতাকে দালালকে যে মজুরী দিতে হয় তাহাকে দালালি কহে।

Broker's Contract Note—দালালের চুক্তির নথি: দালাল কোন দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয়ের চুক্তি করিয়া চুক্তির সর্ত্ত ও দ্রব্যের বিস্তৃত বিবরণ সম্বলিত যে নথি ক্রেতাকে বা বিক্রেতাকে পাঠায় তাহাকে দালালের চুক্তির নথি কহে।

Broker's Order—দালালের নির্দ্দেশ: জাহাজী কোম্পানীর দালাল জাহাজে মাল প্রেরকের গ্রহণচুক্তি বা নথির (Receiving Note

দ্রষ্টব্য) উপর সহি করিলে সেইরূপ সহিকে দালালের নির্দ্দেশ কহে। এইরূপ সহি দ্বারা দালাল জাহাজের নাবিককে মাল জাহাজে তুলিবার অনুরোধ জানায় এবং মাল পাঠানর জন্য মাশুলের চুক্তিও যে সম্পাদিত হইয়াছে তাহা প্রমাণীকরণ করে। এইরূপ সহিযুক্ত গ্রহণ চুক্তিকে পিছন সহি চুক্তি (Backed Note) কহে।

Broker's Return—দালালের বিবরণঃ জাহাজে নিযুক্ত কেরাণী বহন করার জন্য জাহাজে যে সকল মাল তোলা হইল উহার যে বিশদ বিবরণ জাহাজ কোম্পানীর বা জাহাজের মালিকের দালালের নিকট পাঠায় তাহাকে দালালের বিবরণ কহে। এই বিবরণ বহনপত্র (Bill of Lading) তৈয়ার করিতে আবশ্যক হয়। আবার যদি জাহাজের নাবিকের নিকট হইতে মাল গ্রহণের কোন রসিদ পাওয়া না গিয়া থাকে তাহা হইলে এই বিবরণই জাহাজে মাল গ্রহণের প্রমাণ-পত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

Bronze—ব্রোঞ্জঃ এক প্রকার সংকর ধাতু। ইহা দ্বারা সাধারণতঃ মুদ্রা তৈয়ারী করা হয়। এইরূপ সংকর ধাতুতে শতকরা ৯৫ ভাগ তামা, ৪ ভাগ রাঙ (Tin) ও ১ ভাগ দস্তা (Zinc) থাকে।

Bubble—বুদ্‌বুদঃ বিনিয়োগকারীদের ঠকাইবার ও তাহাদের নিয়োজিত অর্থ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে গঠিত প্রতিষ্ঠানকে বুদ্‌বুদ কহে। এই কথাটীর উদ্ভব হয় ১৭২০ খৃঃ যখন South Sea কোম্পানী নষ্ট হইয়া গেল। এই কোম্পানীটী ১৭১১ খৃঃ গ্রেটবিটেনের জাতীয় ঋণ ব্যবস্থাপনার ভার গ্রহণ করে এবং ইহার একটী বিশেষ অধিকার ছিল দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির সহিত বাণিজ্যের একাধিকার (Monopoly)। এই কোম্পানীর শেয়ারের মূল্য ক্রমাগত বাড়িতে বাড়িতে প্রতি ১০০ ষ্টার্লিং মূল্যের শেয়ার ১০০০ ষ্টার্লিং-এ বিক্রয় হইতে লাগিল কিন্তু এই অবস্থা ছিল ক্ষণস্থায়ী। বুদ্‌বুদের মত ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া ১৭২০ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে এই কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান নষ্ট হইয়া গেল। তদবধি কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্ফীত হইতে আরম্ভ করিলেই ভয় হয় না জানি কবে দক্ষিণ সমুদ্র বুদ্‌বুদের (South Sea Bubble কোম্পানীর) মত আবার নষ্ট হইয়া যায়। এই শব্দটির ব্যবহার বর্ত্তমানে অবজ্ঞাসূচক।

Bucket shopkeeper -ডোল দোকানীঃ শেয়ার বা ষ্টক বাজারে পঞ্জীভূত নয় এমন কোন শেয়ার বা ষ্টকের দালাল শেয়ার বাজারের বাহিরে

শেয়ার কেনা বেচা করিলে সেই দালালকে—সে ব্যক্তিই হউক বা প্রতিষ্ঠানই হউক—ডোল-দোকানী কহে। ইহা গালিবাচক অর্থে ব্যবহার হয় এবং কোনরূপ ন্যায়ান্যায় বিচারহীন ব্যবসায়ীকে বুঝাইতেও ইহা প্রয়োগ হয়।

Budget—আয়ব্যয়ক ; আয়ব্যয় সম্বন্ধীয় : আর্থিক বৎসরান্তে অর্থসচিবকে আয়ব্যয়ের যে হিসাব প্রতিনিধি সভায় পেশ করিতে হয় তাহাকেই আয়ব্যয়ক বা আয়ব্যয় সম্বন্ধীয় হিসাব কহে। সংগে সংগেই আবার আগামী বৎসরের জন্য আনুমানিক ব্যয় ও আযের হিসাব আলাপ আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়। আগামী বৎসরের সম্ভাব্য ব্যয় সঙ্কুলান করার জন্য চলতি বৎসরের আয়কে নির্দেশ সূচক ধরিয়া অতিরিক্ত কর আরোপ বা চলতি করের হার বৃদ্ধি ইত্যাদির সুপারিশ করা বাজেটের উদ্দেশ্য। গত বৎসরের তুলনায় ব্যয়ের বরাদ্দ অধিক হইলে ঐ অতিরিক্ত ব্যয় মিটাইবার জন্য কর অপ্রচুর হইলে কি উপায় অবলম্বন করিলে অতিরিক্ত ব্যয় সংকুলন হইতে পারে তাহার সুপারিশও এই সময় করা হয়।

Budgetary Control—আয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ : ব্যয় এবং উৎপাদনের সামঞ্জস্য রহিয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করার জন্য নির্ঘণ্ট পত্র তৈয়ার করা এবং ঐ নির্ঘণ্ট পত্র অনুযায়ী পূর্ব কল্পিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়ার জন্য যে নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তাহাকে আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণ কহে।

Budla Transfer—বদলি হস্তান্তর : Carry-over ও Contango দ্রষ্টব্য।

Buffer Stock—মধ্যবর্ত্তী সম্ভার : মূল্য, এবং উৎপাদনের উঠানামা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে অথবা সরবরাহ অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে সরকারী নীতি অনুসারে মজুত রাখা দ্রব্য সম্ভারকে মধ্যবর্ত্তী দ্রব্য সম্ভার কহে। এই নীতিতে মূল্য বা মুনাফা কমিয়া যাওয়ার জন্য যাহাতে উৎপাদক উৎপাদন বন্ধ না করে সেই জন্য সরকার নির্ধারিত সর্বনিম্ন মূল্যে (Floor Price) উৎপাদিত দ্রব্য ক্রয় করে এবং দ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়া গেলে অথবা সরবরাহ কমিয়া গেলে যাহাতে স্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি না হয় সেইজন্য সরকার ঐ দ্রব্য সম্ভার হইতে নির্ধারিত সর্বোচ্চ মূল্যে (Ceiling Price) দ্রব্য সরবরাহ করে। এই উপায়ে মন্দা অবস্থায় (Depression) দ্রব্যের মূল্য

উৎপাদন খরচের নীচে নামিতে পারেনা এবং চড়তি অবস্থায় (Boom) সরকার নিয়ন্ত্রিত সর্বোচ্চ মূল্যের উপরে উঠিতে পারেনা। কাজেই এই উপায়ে সরকার দ্রব্যের মূল্য, সরবরাহ ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে।

Bulk Line Cost—অধিক সংখ্যক শিল্পের উৎপাদন খরচ : কোন দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে বেশীর ভাগ শিল্প যে খরচায় উৎপাদন করিতে পারে তাহাকে সূচক হিসাবে ধরা আবশ্যক। এই নিয়মে—যাহা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় প্রয়োগ করা হয়—এক শিল্পের শতকরা ৮০ হইতে ৯০ ভাগ প্রতিষ্ঠান যে খরচে উৎপাদন করিতে পারে তাহাকেই অধিক সংখ্যক শিল্পের উৎপাদন খরচ কহে, অর্থাৎ সেই খরচকে ভিত্তি করিয়াই মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

Bull—তেজীওয়ালা : শেয়ার বা ষ্টক বাজারে ষ্টক বা শেয়ারের মূল্য বাড়িবে মনে করিয়া যে ফাটকাবাজ ক্রমাগত ষ্টক বা শেয়ার কিনিতে থাকে তাহাকে তেজীওয়ালা কহে। বস্তুতঃ তেজীওয়ালার উদ্দেশ্য ষ্টকের বা শেয়ারের মূল্য বাড়াইয়া একসময়ে অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া দিবে এবং বিক্রয় ও ক্রয় মূল্যের ব্যবধান হইবে তাহার লাভ। ইহারা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করে না।

Bullion—স্বর্ণ বা রৌপ্যের বাট বা পিণ্ড : আকৃতি বা অঙ্কিত মূল্যের সহিত সম্বন্ধ বিহীন যে কোন প্রকার স্বর্ণ বা রৌপ্য পিণ্ডকেই Bullion বা বাট বা পিণ্ড কহে। ইহা প্রায়ই ইট বা থান আকারে থাকে।

Bumping—বহাল : শিল্প প্রতিষ্ঠানে পুরাতন ও অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শ্রমিকদের চাকুরীতে বহাল রাখিয়া অপেক্ষাকৃত অল্পদিনের ও কম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন-শ্রমিকদের ছাটাই করার নিয়ম থাকিলে তাহাকে বহাল নিয়ম কহে।

Bunker—কয়লা রাখিবার স্থান : জাহাজের যে অংশে এক স্থান হইতে অন্য কোন স্থানে পৌঁছিতে জাহাজের আবশ্যকীয় কয়লা রাখা হয় তাহাকেই বুঝায়।

Bunkering—জাহাজে কয়লা পূরণ করা : সমুদ্র যাত্রাকালে জাহাজের নিজ ব্যবহারের জন্য আবশ্যকীয় কয়লা পূরণ করাকে বুঝায়।

Burden—বহন ক্ষমতা : জাহাজ যত ওজনের মাল বহন করিতে পারে উহাকেই জাহাজের বহন ক্ষমতা বলে। ৪০০০ টন জাহাজ বলিতে জাহাজটির ৪০০০ টন মাল বহন করার ক্ষমতাকে বুঝায়।

Bureau de-Change : ইহা একটি ফরাসী শব্দ। বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় অথবা বিনিময় করাই ইহার কাজ। ইহার কার্য্য অনেকটা বিনিময় ব্যাঙ্কের মত।

Bushel—বুশেল : কোনও পাত্র যে পরিমাণ শস্য ফল ইত্যাদি শুষ্ক পদার্থ ধারণ করিতে পারে উহা পরিমাপ করিতে বুশেল শব্দটি ব্যবহার করা হয়। ১ ইম্পিরিয়াল বুশেল বলিতে কোনও পাত্রের ২২১৮.২ ঘন ইঞ্চি পরিসরকে বুঝায়। ঐ পরিসর স্থানে ৮০ পাউণ্ড ওজনের মাল ধরিতে পারে বলিয়া ১ বুশেল ৮০ পাউণ্ডের সমান।

Business Cycle—বাণিজ্য চক্র : শিল্প বিপ্লব ও শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পজ উৎপাদনের পরিমাণ অনুমানিক চাহিদার সহিত সমন্বয় করিয়াই স্থির করা হয়, চাহিদার পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধির সহিত উৎপাদনের গতির (উত্থান পতন) পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক কার্য্যের উত্থান পতনের ফলেই বাণিজ্যক্ষেত্রে দেখা যায় তেজী ও মন্দাভাব। অর্থনৈতিক কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে মন্দাভাব ও তেজীভাব মোটামুটি একটি চক্রের মত ঘুরিতে থাকে। মন্দাভাবের পর দেখা যায় তেজী ভাব এবং তেজী অবস্থার পর একটা অবস্থায় পৌছিলে স্বয়ংক্রিয় উপায়েই অর্থনৈতিক কার্য্যের গতি মন্দা হয়। বাণিজ্যিক অবস্থা এই প্রকার আবর্ত্তন করে বলিয়াই ইহাকে বাণিজ্য-চক্র বলে। বাণিজ্য চক্রের ক্রিয়ার ফলে অর্থনৈতিক কার্য্যের সংকোচ ও প্রসার হয় বলিয়া বাণিজ্যচক্রের ফল হিসাবে কখনও সমাজে দেখা যায় দ্রব্যের প্রাচুর্য্য কখনও দেখা যায় দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা। আবার বাণিজ্য চক্রের আবর্ত্তনের ফলেই সমাজে আয় হ্রাসবৃদ্ধি হয়। অর্থনীতি বিশারদগণ আজ এ বিষয় একমত যে বাণিজ্য চক্রই সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতি ও অবনতির জন্য দায়ী। (Boom ও Depression দ্রষ্টব্য)

Buyers' Over—ক্রেতা সংকুল : বাজারে বিক্রেতার সংখ্যার অনুপাতে ক্রেতার সংখ্যা অধিক হইলে বাজারের সেই অবস্থাকে ক্রেতা সংকুল বলে। ইহাতে যোগানের পরিমাণের অনুপাতে চাহিদার আধিক্যও বুঝায়।

Buying In—অন্দর ক্রয় : ষ্টক বাজারে কোনও বিক্রেতা নির্দিষ্ট দিনে চুক্তি অনুযায়ী ষ্টক বিলি দিতে অপারগ হইলে এবং ষ্টক বাজারের পরিচালক মণ্ডলীর কোনও সদস্য তাহাকে ষ্টক ক্রয় করিয়া বিলি দিতে

সাহায্য করিলে এই প্রকার ক্রয়কে অন্দর ক্রয় কহে। এইজন্য যে ব্যয় হয় তাহা মূল বিক্রেতাকেই বহন করিতে হয়।

Bye Laws—উপবিধি : সরকারী, ব্যক্তিগত অথবা যৌথ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ব্যবসা পরিচালনার জন্য যে সকল নিয়ম প্রণয়ন করে উহাকে ব্যবসায়ের উপবিধি কহে। ব্যবসায়ের পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা উপবিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যৌথ প্রতিষ্ঠানের উপবিধি লিখিত থাকে পরিমেল নিয়মাবলীতে (Articles of Association দ্রষ্টব্য)।

Bye Product—উপজাত : কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে অন্য কোনও দ্রব্য আনুষঙ্গিক হিসাবে উৎপাদন করা গেলে আনুষঙ্গিক উৎপাদনকে উপজাত কহে। কয়লা হইতে কোক উৎপাদন করিতে স্বতঃই আলকাতরা, অ্যামোনিয়া, ন্যাপথলিন, স্যাকারিন, প্যারাফিন ইত্যাদি উৎপাদন করা যায়। সুতরাং ঐ সকল দ্রব্য কয়লার উপজাত।

Business affected with a Public Interest—সেবামূলক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ; সরকার নিয়ন্ত্রিত ব্যবসা : এমন অনেক সেবা (Service) মূলক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আছে যাহার একচেটিয়া ব্যবসায় করার অধিকার সরকার কর্তৃক স্বীকৃত। প্রতিযোগিতার ফলে যাহাতে সেবার গুণ হ্রাস না হয় সেইজন্য এই প্রকার ব্যবসায় সমূহকে একচেটিয়া ব্যবসায় করার সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু কি কি সর্ত্তে একচেটিয়া ব্যবসায় করার অধিকার দেওয়া হইবে এবং সেবার মূল্যই বা কি হইবে তাহাও সরকার আইনের মারফত স্থির করিয়া দেয়। এই প্রকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে সরকার নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায় বলে। গ্যাস সরবরাহ ; বিদ্যুৎ সরবরাহ, জল সরবরাহ, পরিবহন (যেমন রেলপথ) ইত্যাদি ইহার অন্তর্গত।

Business Barometer—ব্যবসায়ের অবস্থাসূচক : ব্যবসায়ের অবস্থা বুঝাইতে যে সংমিশ্র সূচক-সংখ্যা তৈয়ার করা হয়, তাহাকে ব্যবসায়ের অবস্থাসূচক কহে। কোনও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের পরিমাণ, উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য, শ্রমিকের সংখ্যা, মূলধন প্রয়োগ ইত্যাদি এক সময়ের অনুপাতে অন্য এক সময়ে কত হ্রাসবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা বুঝাইতে যে সংমিশ্র সূচক সংখ্যা তৈয়ার করা হয় তাহাকেই ব্যবসায়ের অবস্থা সূচক বলে। যে সময়ের অবস্থার সহিত তুলনা করা হয় সেই সময়কে বলে

ভিত্তি-কাল। উহার সূচক সংখ্যা ১০০ ধরিয়া অনুপাতে অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা দেখান হয়। (Index Number দ্রষ্টব্য)

Buyers' Market—ক্রেতা নিয়ন্ত্রিত বাজার : ইহাতে বাজারের একটি অবস্থা সূচিত হয়। এই অবস্থায় ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই প্রতিযোগিতা থাকা সত্ত্বেও ক্রেতা সুবিধা পাইয়া থাকে। ইহাতে চাহিদা ও যোগানের অবস্থায় যে মূল্য হওয়া উচিত তাহার কম মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় হয়। যখন ক্রেতা এইরূপ দৃঢ় মনোভাবপন্ন যে ন্যায্য মূল্যের কম মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় না হইলে তাহারা ক্রয় স্থগিত রাখিবে এবং বিক্রেতা মনে করে যে বিক্রয় স্থগিত না রাখিয়া কম মূল্যেও বিক্রয় করা সঙ্গত, তখন বাজারের যে অবস্থা দেখা যায় তাহাকেই ক্রেতা নিয়ন্ত্রিত ব্যবসা কহে।

Buyers' Monopoly—ক্রেতার একচেটিয়া অধিকার বা একাধিপত্য : যখন বহু বিক্রেতা কোনও দ্রব্য বিক্রয় করিতে প্রস্তুত থাকে কিন্তু একজন মাত্র ক্রেতা থাকে তখন সেই অবস্থাকে ক্রেতার একচেটিয়া অধিকার বা একাধিপত্য কহে। এইরূপ অবস্থায় দ্রব্যের যোগান মূল্য যাহাই হউক না কেন, ক্রেতা যে মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকে উহাতেই বিক্রেতা দ্রব্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়।

Buyers' Strike—ক্রেতার ধর্ম্মঘট : সম্মিলিতভাবে ক্রেতাসমূহ মূল্য কমাইবার উদ্দেশ্যে দ্রব্যের ক্রয় স্থগিত রাখিলে তাহাকে ক্রেতার ধর্ম্মঘট কহে।

Buyers' Surplus—ভোগোদ্বৃত্ত : ভোগ সন্তুষ্টির হিসাবে ক্রেতা যে মূল্যে কোনও দ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছুক, দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য তাহার তুলনায় কম হইলে, যত কমমূল্যে ক্রেতা দ্রব্য ক্রয় করিতে সমর্থ উহাকেই ভোগোদ্বৃত্ত কহে। কোনও ব্যক্তি একটি দ্রব্য ছয় টাকা মূল্য হইলেও ক্রয় করিতে ইচ্ছুক কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি ঐ দ্রব্য চার টাকা মূল্যে ক্রয় করিতে পারে তবে দুই টাকাই তাহার ভোগোদ্বৃত্ত। (Consumers' Surplus দ্রষ্টব্য)

C

Cable Transfer—তারযোগে হস্তান্তর : অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিদেশে অর্থ প্রদানের এক অতি সহজ উপায়। ইহাতে যে দেশ হইতে অর্থ প্রেরণ করা হইবে সেই দেশের কোন বৈদেশিক মুদ্রা-অধিকোষের নিকট সেই দিনের মুদ্রার বিনিময়ের হার অনুসারে যে পরিমাণ অর্থ বিদেশীকে দিতে হইবে তাহার সমপরিমাণ অর্থ নিজ দেশের মুদ্রায় জমা দিতে হইবে। অধিকোষ বা ব্যাঙ্ক তখন যে দেশে অর্থ শোধ করিতে হইবে সেই দেশে উহার প্রতিনিধিকে তারযোগে প্রাপকের নাম ঠিকানা, কত টাকা দিতে হইবে ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ জানাইয়া দিবে। প্রতিনিধি তখন প্রাপককে আদিষ্ট অর্থ দান করিবে। বিনিময়ের হার অনুকূল কি প্রতিকূল তাহা নির্ভর করে সেই দেশের মুদ্রার চাহিদা সেই তারিখে কম কি বেশী তাহার উপর। কলিকাতা হইতে যদি কোন ব্যবসায়ীর ইংল্যাণ্ডে কোন ব্যবসায়ীকে অর্থ প্রদান করিতে হয় তাহা হইলে যে তারিখে শোধ করিবে সেই তারিখে টাকা ও ষ্টার্লিং এর বিনিময় হার অনুসারে যত টাকা দরকার সেই টাকা কলিকাতায় যে সকল ব্যাঙ্ক বিদেশী মুদ্রা ক্রয়বিক্রয় করে সেইরূপ কোন ব্যাঙ্কে জমা দিবে। ব্যাঙ্ক তখন ইংল্যাণ্ডে উহার প্রতিনিধিকে তার যোগে ইংল্যাণ্ডে প্রাপকের নাম, ঠিকানা, কত টাকা দিতে হইবে, সেই সকল সংবাদ জানাইয়া দিবে। প্রতিনিধি তখন প্রাপককে আদিষ্ট অর্থ প্রদান করিবে।

Call—তলব : যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের বিলিকৃত শেয়ারের মূলধনের অংশ পরিশোধ করার আমন্ত্রণের নাম তলব।

Callable bond—তলবযোগ্য তমস্সুক, ঋণপত্র : পরিশোধযোগ্য ঋণপত্রকে তলবযোগ্য ঋণপত্র কহে। (Redeemable Bond দ্রষ্টব্য)

Call back Pay—পুনরায় আহ্বান করার বেতন : দিনের

নির্ধারিত সময় পর্যন্ত কাজ করিয়া শ্রমিক বা কর্মচারী শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করার পরও জরুরী অবস্থার জন্য আবশ্যক হইলে তাহাকে পুনরায় আসিতে বলা চলে। এই অবস্থায় তাহাকে যে অতিরিক্ত বেতন দিতে হয় তাহাকে পুনরায় আহ্বান করার বেতন বলে।

Call Loan, Call money—তলব মাত্র দেয় টাকা: এইরূপ ঋণ তলব মাত্রই পরিশোধ করিতে হয়। ইহার জন্য কোন নোটিশ বা বিজ্ঞাপন দিতে হয় না। ইহা সাধারণতঃ খুবই স্বল্প মেয়াদী ঋণ। বিভিন্ন দেশে এই কথাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। ইংলণ্ডে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি টাকার বাজারকে (যথা Accepting House) যে ঋণ দেয় উহাকে Call Money বলে। এইরূপ ঋণ দৈনিক ভিত্তিতে দেওয়া হয় এবং পরের দিনই পরিশোধনীয়। আবার এইরূপ দৈনিক ভিত্তিতে কয়েক দিনের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা যায়। ভারতবর্ষে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি পরস্পরের মধ্যে এইরূপ দৈনিক ভিত্তিতে পরিশোধনীয় যে ঋণ দান করে উহাই Call Money।

Call Pay—হাজিরা মাহিনা: শিল্প প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হইলেই অথচ কোন কাজ না করিলেও শ্রমিককে যে বেতন দিতে হয়, তাহাকে হাজিরা মাহিনা বলে।

Called up Capital—তলবী মূলধন: বিলিকৃত শেয়ারের আংকিক মূল্যের মোট যে অংশ পরিশোধ করার জন্য তলব দেওয়া হয়, তাহাকে তলবী মূলধন কহে। উদাহরণ:—একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান ১০০৲ টাকা মূল্যের ১০০০ শেয়ার বিলি করিয়াছে। ঐ ১০০৲ টাকা পরিশোধের নিয়ম ১০৲ টাকা আবেদন পত্রের সহিত, ১০৲ বিলি হওয়ার পরে, ৩০৲ টাকা প্রথম তলবে, ৩০৲ টাকা দ্বিতীয় তলব, ২০৲ টাকা শেষ তলবে। দ্বিতীয় তলব মাত্র দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইলে প্রতি শেয়ারে মোট ৮০৲ টাকা করিয়া তলব দেওয়া হইয়াছে। অতএব মোট তলবী মূলধন ৮০,০০০৲ টাকা।

Call of more—অধিক ক্রয়ের অধিকার: শেয়ার বাজারে এমন অনেক ফাটকাবাজ আছে যাহারা ভবিষ্যতে এক নির্দিষ্ট দিনে এক নির্দিষ্ট মূল্যে এই মাত্র যতগুলি শেয়ার কেনা হইল সেই পরিমাণ শেয়ার কেনার চুক্তি করে। ইহাকে অধিক ক্রয়ের অধিকার কহে। Option to Double ইহার নামান্তর।

Cambist : (১) বৈদেশিক মুদ্রার, বিনিময় পত্র বা প্রত্যর্থ পত্রের ব্যবসায়ী বা দালাল।

(২) যে পুস্তকে বৈদেশিক মুদ্রা, বিনিময় পত্র ইত্যাদির বিনিময়ের হার লেখা থাকে সেই পুস্তক—এই দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

Cameralism—অর্থ-বিষয়ক : বণিকবাদের (Mercantilism) পক্ষপাতী জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়ার একদল অর্থনীতিবিদদের অর্থ নৈতিক মতবাদকে বুঝাইতে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। ইহাদের মতে রপ্তানির পরিমাণ বাড়াইয়া বিদেশ হইতে কিভাবে মূল্যবান ধাতু (সোনা, রূপা) আনা যায় এবং সেই অর্থ কিভাবে ব্যয় করিলে সর্বাধিক সমাজ কল্যাণকর হইতে পারে—একমাত্র ইহাই সরকারী কর্ম্মচারীগণের মুখ্য লক্ষ্য হওয়া উচিত। ইঁহারা এই সকল বিষয়কেই অর্থনীতির মূলতত্ব বলিয়া ধরিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মতে বিদেশ হইতে মূল্যবান ধাতু বিদেশে আনিতে পারিলেই দেশের অর্থ বাড়ান সম্ভব। বর্ত্তমানে শব্দটি রাজস্ব বিজ্ঞানের (Public Finance) সমার্থবোধক হিসাবেই ব্যবহার করা হয়।

Canons of Taxation—কর আরোপণের সূত্রাবলী : নিখুঁত করনীতিতে যে সূত্রসমূহ মানিয়া চলা আবশ্যক তাহাকেই বলা হয় কর আরোপণের সূত্রাবলী। বর্ত্তমান অর্থনীতির জনক এডাম স্মিথ (Adam Smith) যে সূত্রাবলী প্রচার করিয়াছিলেন তাহাই করধার্যের সূত্রাবলী বলিয়া জ্ঞাত। (১) সমতার সূত্র—(Canon of Equality) যাহার যেমন আয় তাহাকে সেই অনুপাতে কর বহন করিতে হইবে। (২) নিশ্চয়তার সূত্র (Canon of Certainty) কত কর দিতে হইবে এবং কি ভাবে পরিশোধ করিতে হইবে তাহার স্থিরতা থাকা প্রয়োজন। (৩) সুবিধার সূত্র (Canon of Convenience) কি ভাবে কর আদায় করিলে করদাতার অসুবিধা সব চেয়ে কম হইবে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। (৪) মিতব্যয়িতার সূত্র (Canon of Economy) কর আদায় করিতে যাহাতে ব্যয় অধিক না হয় সেইভাবে করের হার স্থির করা দরকার। বর্ত্তমান অর্থনীতি বিশারদগণ উহার সহিত আরও ২টি সূত্র যোগ করিয়াছেন। (১) সঙ্কোচ-প্রসারণশীল সূত্র (Canon of Elasticity) আবশ্যকমত বাড়ান কমান যাইতে পারে এইভাবে কর আরোপিত হওয়া উচিত। (২) ফলপ্রসূ (Canon of Productivity) করনীতি এইরূপ হওয়া উচিত যাহাতে সমাজের কল্যাণ হয়;

Canal Tolls—খাল কর ; গুদারা : খাল দিয়া যাতায়াত করার মাশুলের নাম খাল-কর বা গুদারা। ইহা জাহাজ, নৌকা ইত্যাদির উপর আরোপ করা হয়। যে সকল খাল করিতে সরকারের অর্থব্যয় করিতে হয় অথবা যে সকল খাল রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ সেই সকল খালের বেলাতেই এই প্রকার করের প্রয়োজন দেখা যায়।

Capital—মূলধন : ইহা অর্থনীতিতে ও ব্যবসায়ক্ষেত্রে একই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। অর্থনীতিতে ইহার অর্থ বা সংজ্ঞা হইল : (১) যাহা প্রয়োগ করিলে আয় হয় তাহা। (২) উৎপাদনের চারিটী উপাদানের একটি বিশিষ্ট উপাদান। (৩) উৎপাদনের জন্য উৎপাদিত দ্রব্য (Produced means of Production) (৪) যে কোনও সময়ে সমাজের মোট দ্রব্য সম্পদকে বুঝায়। তবে সংজ্ঞার অর্থের সামঞ্জস্য পাওয়া যায় মূলধনের প্রয়োগে। অর্থনীতিবিদ্‌গণ মূলধনের কয়েকটি ভাগ করিয়াছেন :— (১) বাস্তব মূলধন (Real Capital) ইহার মধ্যে তাঁহারা যন্ত্রপাতি, কারখানা, কাঁচা মাল ইত্যাদি ধরিয়াছেন। (২) স্থায়ী মূলধন (Fixed Capital) ব্যবহারের ফলে যাহার আকৃতি বা প্রকৃতির কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। যেমন দালান কোঠা, রাস্তা পুল ইত্যাদি। (৩) পরিচল মূলধন (Circulating Capital) ইহার মধ্যে রহিয়াছে সেই সকল দ্রব্য যাহা উপভোগযোগ্য অবস্থায় আসিলে ইহার মূল আকৃতি বা আকারের কোন চিহ্ন থাকে না। ইহা সকল প্রকার কাঁচা মালকেই বুঝায়। (৪) নির্দিষ্ট মূলধন (Specific Capital) যে দ্রব্য নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য তৈয়ার হয় এবং উহার ব্যবহারও ঐ উদ্দেশ্যেই সীমাবদ্ধ। যেমন জাহাজ নির্ম্মাণ ও মেরামতের স্থান।

ব্যবসায়ীগণ আবার মূলধনকে অন্য অর্থে ব্যবহার করেন। তাঁহারা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে যে অর্থ বিনিয়োগ করিয়াছেন তাহাকেই মূলধন বলেন। আবার মূলধন ব্যবসায়ের মোট সম্পদ ও বাহিরের দেনার বা ঋণের ব্যবধানের সমান। অর্থাৎ সম্পদের মোট মূল্য হইতে উত্তমর্ণদের মোট প্রাপ্য বাদ দিয়া ব্যবসায়ীর নিজস্ব যাহা থাকে তাহাই মূলধন। ব্যবসায়ে মূলধনের অনেক ভাগ আছে :—যথা : (১) দীর্ঘমেয়াদী মূলধন (Longterm Capital)—যে অর্থ দীর্ঘদিনের জন্য অংশপত্র (Share) ষ্টক, প্রত্যর্থপত্র, ঋণপত্রে বিনিয়োগ করা হয় তাহাই দীর্ঘমেয়াদী মূলধন। (২) **স্বল্পমেয়াদী**

মূলধন (Short term Capital) : যে অর্থ অল্পদিনের জন্য বিনিয়োগ করা হয় তাহাই স্বল্প মেয়াদী মূলধন—যেমন ব্যাঙ্কের ঋণ। (৩) চলতি বা কার্য্যকরী মূলধন (Floating অথবা Working Capital) : নগদ পুঁজি, ব্যাঙ্কে জমা ইত্যাদি হইতে চলতি দেনা ঋণ বাদ দিলে যাহা থাকে তাহা চলতি বা কার্য্যকরী মূলধন।

যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান (Joint Stock Business Enterprise) শেয়ার বা অংশ বিক্রয় করিয়া যে মূলধন সংগ্রহ করে তাহার বিভাগ : (১) অনুমোদিত মূলধন (Authorised বা Registered বা Nominal Capital) : পঞ্জীভূত হওয়া কালে সরকার যে মূলধন আদায় করার অনুমোদন দিয়াছে তাহাই অভিহিত বা অনুমোদিত মূলধন। (২) বিক্রয়েচ্ছু মূলধন (Issued Capital) : অনুমোদিত অংশপত্রের মধ্যে যতখানি অংশপত্র বিক্রয় করার প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহার মোট অভিহিত বা আঙ্কিক মূল্য। (৩) বিক্রীত বা প্রতিশ্রুত মূলধন ; (Subscribed Capital) ; বিক্রয়েচ্ছু অংশপত্রের মধ্যে যত সংখ্যক অংশপত্র প্রকৃত পক্ষে বিলি বা বিক্রয় হইয়াছে তাহার মোট আঙ্কিক মূল্য। (৪) তলবী মূলধন (Called up Capital) : বিলিকৃত অংশপত্রের আঙ্কিক মূল্যের যে অংশ আদায় করার জন্য তলব করা হইয়াছে উহাই তলবী মূলধন। (৫) আদায়ীকৃত মূলধন (Paid up Capital) : যত সংখ্যক অংশপত্র বিক্রয় হইয়াছে তাহার আঙ্কিক মূল্যের মধ্যে যে অংশ প্রকৃত পক্ষে আদায় হইয়াছে তাহাই আদায়ীকৃত মূলধন। (৬) সঞ্চিত মূলধন (Reserve Capital) : বিলিকৃত অংশ পত্রের আঙ্কিক মূল্যের যে অংশ ভবিষ্যতে আদায় করা হইবে তাহাই সঞ্চিত মূলধন। সঞ্চিত মূলধন ব্যবসায় গুটাইলে অথবা বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইলেই আদায় করা হয়।

Capital Asset—মূলধনী সম্পদ বা উৎপাদক সম্পদ : যে সকল সম্পদের (যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) সাহায্য ব্যতিরেকে শিল্পে কোন ভোগ সামগ্রী বা দ্রব্য উৎপাদন সম্ভব নয় উহাই মূলধন সম্পদ। যেমন কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি। ইহার বৈশিষ্ট্য (১) ইহা দীর্ঘদিন স্থায়ী (২) ইহা সদ্য ভোগ সামগ্রী নহে। (৩) মূলধনী সম্পদের সাহায্যেই ভোগ সামগ্রীর উৎপাদন হয়।

Capital Budget—মূলধন বাজেট, মূলধনী আয়ব্যয়ক : স্থায়ী

সম্পদ ক্রয়-বিক্রয়ের আনুমানিক হিসাব। এইরূপ আয়ব্যয়ের হিসাব সাধারণতঃ সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং সংবিধিবদ্ধ (Statutory) প্রতিষ্ঠানগুলি করিয়া থাকে।

Capital Debt—মূলধনী ঋণ : ইহা প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূলধন—আদায়ীকৃত মূলধন। লাভ হইতে পৃথক করিয়া যে সংচিতি তহবিল, (Reserve Fund); ক্ষয়ক্ষতি তহবিল (Depreciation Fund); কর তহবিল (Tax Reserves) ইত্যাদি যাহা আপাততঃ মূলধন হিসাবেই কাজ করে, সকলই মূলধনী ঋণ। কথাটির এখানে তাৎপর্য্য এই যে, কোনদিন প্রতিষ্ঠানের কাজ যদি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় তবে ঐ সকল খাতে রক্ষিত মোট জমা সেই তারিখে ব্যবসায়ের শোধ করার দায়িত্ব থাকে।

Capital Expenditure—মূলধনী খরচা, মূলধনী ব্যয় বা রাজস্ব প্রদায়ী ব্যয়, আয় বাড়াইবার জন্য ব্যয় : স্থায়ী সম্পদ ক্রয় বা অধিকার করিতে যে ব্যয় হয় তাহাকে মূলধনী ব্যয় কহে। এই স্থায়ী সম্পদ দুই রকমের হইতে পারে :—

(১) সম্পদ সংগ্রহ বা ক্রয় করার ফলে চলতি খরচের হাত হইতে রেহাই পাওয়া; যেমন, ব্যবসায়ের নিজস্ব বাড়ী! এইরূপ সম্পদ ক্রয় বা তৈয়ারী না করিলে ব্যবসায়ীকে প্রতি মাসে ভাড়া দিতে হইত। কাজেই এইরূপ মূলধনী খরচাকে বিলম্বিত বা স্থগিত চলতি খরচাও (Deferred Revenue Expenditure) কহে।

(২) যাহা দ্বারা ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়ের ক্ষমতা বাড়ান চলে। একজন পরিবহন ব্যবসায়ীর পক্ষে একটি মোটর লরি ক্রয় করিলে যে আয় হইবে তাহার চেয়ে অনেক কম আয় হইবে কয়েকজন মজুর নিয়োগ করিলে। কারণ যে পরিমাণ মাল কয়েকজন মজুর পায় হাটিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বহন করিতে পারিবে তাহার চেয়ে বহুগুণে ভারী মাল একটি লরিতে অনেক কম সময়ে বহন করিতে পারিবে। এই ক্ষেত্রে মোটর লরি ক্রয় করার ফলে ব্যবসায়ের আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়িয়া গেল।

Capital Formation—মূলধন গঠন বা উৎপাদক গঠন : ইহারই অপর নাম স্থায়ী সম্পদ উৎপাদন। সমাজের মোট আয়ের যে অংশ ভোগ সামগ্রীতে ব্যয় না করিয়া সঞ্চয় করা হয়, সেই সঞ্চিত অংশই ব্যবসায়ী ঋণ গ্রহণ করিয়া স্থায়ী সম্পদ তৈয়ার করে। সঞ্চয়ের উপরই ভবিষ্যতে মূলধন

উৎপাদনের সম্ভাবনা নির্ভর করে বলিয়া মোট সঞ্চয়ই মূলধন গঠনের মাপকাঠি।

Capital Gains—মূলধনী লাভ: ব্যবসায়ের স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় করিয়া যে লাভ পাওয়া যায়। কোন প্রতিষ্ঠান ৫০০০্ টাকায় একটি মেশিন বা যন্ত্র ক্রয় করিয়া সেই যন্ত্রটি উৎপাদন কার্য্যে ব্যবহার না করিয়া যদি ৬০০০্ টাকা মূল্যে বিক্রয় করে তবে ১০০০্ টাকা মূলধনী লাভ। ইহা মূলধনী লাভ, কারণ ব্যবসায়ীর ব্যবসায় মেশিন বা যন্ত্র ক্রয়-বিক্রয় নহে। যন্ত্রটি ক্রয় করিয়াছিল সে আয় বাড়াইবার উদ্দেশ্যে। এই লাভের উপর যদি কর আরোপ করা হয় তবে তাহাকে 'মূলধনী লাভ কর' কহে।

Capital Goods—উৎপাদক সম্পদ; মূলধনী সম্পদ বা স্থায়ী সম্পদ: সম্পদ উৎপাদন করিতে যে সম্পদ ব্যবহার করা হয়, তাহাকেই মূলধনী সম্পদ কহে। যদিও স্থায়ীত্বের দিক হইতে জমির দাবী সর্ব্বাগ্রে, তথাপি জমিকে অনেক অর্থনীতিবিদ্ বা ব্যবসায়ী স্থায়ী বা মূলধনী সম্পদ বলিয়া গণ্য করেন না, কারণ স্থায়ী সম্পদ উৎপাদন করে মানুষ, আর জমি প্রকৃতির দান। আবার এইরূপ সম্পদের পরিমাণ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ান যায় কিন্তু জমির সরবরাহ প্রকৃতি দ্বারা সীমাবদ্ধ। তবে আরেক দল অর্থনীতিবিদ্ বা ব্যবসায়ী জমিকেও স্থায়ী সম্পদ বলিয়া গণ্য করেন। তাঁহাদের মতে জমি প্রাকৃতিক স্থায়ী সম্পদ (Natural Capital Goods), আর অন্য সকল প্রকার স্থায়ী সম্পদ অপ্রাকৃত স্থায়ী সম্পদ (Artificial Capital Goods)। অপ্রাকৃত কারণ মানুষ উৎপাদন কৌশল দ্বারা দ্রব্য বা সম্পদের আকৃতি বা প্রকৃতির পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে।

Capital Levy—মূলধনের উপর কর: ব্যক্তির মূলধনী সম্পদ বা মূলধনের উপর আরোপিত কর। ভারতবর্ষে ১৯৫৭ সালে যে সাপৎ শুল্ক (Estate Duty) প্রচলন করা হইয়াছে তাহা মূলধনের উপর কর। ইহা অনুপার্জিত আয়ের সম্ভাবনাপূর্ণ সম্পদের উপরই আরোপ করা হয়—যেমন বাড়ী তৈয়ার করিয়া ভাড়া দেওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে সেই বাড়ীর উপর আরোপিত কর। অর্থাৎ যে আয় নিজের কায়িক বা মানসিক পরিশ্রমের ফল নহে এইরূপ আয় যে সম্পদ হইতে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেই সম্পদের উপর কর আরোপ করা হইলে তাহাকে মূলধন-কর বলে। আবার যে সকল সম্পদ উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যায়, তাহার উপরও এই

কর আরোপ করা হয়। ভারতবর্ষে Estate Duty আইনে ৫০,০০০ টাকা অথবা তন্নিম্ন মূল্যের সম্পদের উপর মূলধন কর আরোপ করা হয় না।

Capital Market—মূলধনের বাজার : দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ-পত্র বা মূলধন ক্রয় বিক্রয়ের স্থান। অর্থাৎ যে স্থানে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ গ্রহণকারী ও ঋণ সরবরাহকারীর কারবার হয়।

Capital Receipts—মূলধন পাওনা : অংশীদারী ব্যবসায়ে অংশীদার যে অতিরিক্ত মূলধন প্রদান করে অথবা যৌথ প্রতিষ্ঠানে অংশীদারগণ বা শেয়ার মালিকগণ যে মূল্য দেয়, অথবা কোন স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় করিয়া যে মূল্য পাওয়া যায় তাহাকে মূলধন পাওনা কহে।

Capitalism—ধনতন্ত্র বা মূলধনবাদ : যে রকম সমাজ ব্যবস্থায় ধন উৎপাদন ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত সেই ব্যবস্থাকে ধনতন্ত্র বা মূলধনবাদ কহে। ইহার বৈশিষ্ট্য :

(১) উৎপাদনের উপাদান সকল ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

(২) উপাদান সকলের প্রয়োগ ব্যক্তিগত লাভের সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে।

(৩) ব্যক্তিগত লাভ ও উন্নতির উদ্দেশ্যে উপাদান প্রয়োগের অধিকার বেআইনী নহে।

(৪) উৎপাদিত সামগ্রীর বণ্টনের ভারও ব্যক্তিগত মালিকদের হাতে ন্যস্ত।

(৫) সামন্ত প্রথা হইতেই ধনতন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে। সামন্ত প্রথায় কৃষিই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক কাজ এবং সেখানে বড় বড় জমির মালিকগণই ছিল প্রকৃত শাসক। অর্থাৎ তাহাদের সম্মিলিত শক্তিই ছিল রাজশক্তি। একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না যে রাজশক্তি সামন্ত শক্তির ভয়ে ভীত ছিল বলিয়া সামন্ত নির্দেশিত আইন দ্বারাই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হইত। কৃষির প্রাধান্য কমিয়া শিল্পের প্রাধান্য বৃদ্ধির সঙ্গে এক নূতন শ্রেণীর উদ্ভব হইল যাহারা নিজেদের সঞ্চিত অর্থ দ্বারা শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া ভোগ্য সামগ্রী উৎপাদন করিতে আরম্ভ করিল। ধীরে ধীরে এই শিল্প মালিকগণই প্রভাবশালী হইয়া উঠিল। ইহাদের অর্থনৈতিক কার্য-কলাপের উপরই অনেক পরিমাণে সরকারের শাসন ব্যবস্থা নির্ভর করে বলিয়া ইহাকে মূলধনবাদ বা ধনতন্ত্র কহে।

(৬) ধনতন্ত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ সীমাবদ্ধ। সরকার অর্থনৈতিক

কার্যকলাপে তখনই হস্তক্ষেপ করিবে যখন মূলধন সরবরাহকারীদের বা ধনিক শ্রেণীর কার্যকলাপের ফলে সমাজের সামগ্রিক উন্নতি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে; কোনরূপ বেআইনী কার্যকলাপের ফলে সমাজের কোন সম্প্রদায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ব্যক্তিগত লাভের পরিমাণ বাড়াইবার উদ্দেশ্যে সামাজিক উন্নতি বিসর্জ্জন দেওয়া হয় অথবা অর্থনৈতিক সমাজে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক হয়।

(৭) অর্থনৈতিক সমাজে শ্রেণীবিভাগ সুপরিস্ফুট হইয়াছে—মূলধন অধিকারী বা ধনিক শ্রেণী এবং শ্রমিক শ্রেণী। এবং দুই শ্রেণীর স্বার্থ পরস্পর বিরোধী বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

(৮) ধনতন্ত্রে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রম ও একটি বিক্রয় উপযোগী পণ্যদ্রব্য বলিয়া গণ্য করা হয়।

(৯) ধনতন্ত্রে উৎপাদন ব্যবস্থা সুপরিকল্পিত নহে। এই ব্যবস্থায় কেবল-মাত্র নিজস্ব মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করা হয়।

Capitalization—মূলধন হিসাবে ব্যবহার; মূলধনে পরিণত-করণ: ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যখন ইহার সমস্ত লাভ বিতরণ না করিয়া কিছু অংশ সংচিতি খাতে রাখিয়া দেয় এবং ঐ সঞ্চিত অর্থ পুনরায় ব্যবসায়ে নিয়োগ করে তখন ইহাকে মূলধনে পরিণতকরণ কহে। তবে এমনও হইতে পারে যে সংচিতি খাতে প্রচুর অর্থ জমা হইলে উহা পাকাপাকিভাবে এবং চিরস্থায়ী হিসাবে মূলধনে পরিবর্ত্তন করা হয়। তখন সাধারণতঃ ঐ সংচিতি খাতের অর্থ লাভাংশ হিসাবে নগদ বিলি না করিয়া উহার পরিবর্ত্তে লাভাংশ অনুযায়ী শেয়ার বিলি করা হয়। ঐরূপ শেয়ারকে অধিবৃত্তি শেয়ার কহে। (Bonus Shares দ্রষ্টব্য)

Capitalized Value—মূলধন মূল্য; মূলধনকৃত মূল্য: ব্যবসায়ে যে আয় হয়, তাহার জন্য কত মূলধন থাকা দরকার তাহা বাহির করিতে হইলে এই নিয়ম প্রয়োগ করা হয়। এই নিয়মে এইরূপ ধরিয়া লওয়া হয় যে কিছু পরিমাণ অর্থ ব্যবসায়ে না খাটাইয়া অন্যত্র ঋণ দেওয়া হইল। সেই ঋণের সুদের হারে ব্যবসায়ে যে আয় হইল তাহাতে কত অর্থ বিনিয়োগ করা দরকার। তাহা হইলে ঐ আয়ের মূলধন মূল্য পাওয়া যাইবে। উদাহরণ—একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আয় ১৫০০০৲ টাকা। যদি চলতি সুদের

হার হয় বার্ষিক শতকরা ৩৲ টাকা, তাহা হইলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে বার্ষিক শতকরা ৩৲ হিসাবে আয় করিতে ২৫,০০,০০০৲ টাকা মূলধন থাকা দরকার অথবা উহাই উহার মূলধনের মূল্য। নির্ধারিত সুদের হার দ্বারা আয়কে ভাগ করিলেই মূলধনের মূল্য পাওয়া যাইবে।

৩৲ টাকা আয় হয় প্রতি ১০০৲ টাকা

৭৫০০০৲ " " " " ৭৫০০০ ÷ $\frac{৩}{১০০}$ = $\frac{৭৫০০০ \times ১০০}{৩}$

= ২৫,০০,০০০৲ টাকা

এই নিয়মটি বিশেষভাবে বার্ষিক বৃত্তি ও ব্যবসায়ের খ্যাতি (Goodwill) কিনিতে প্রয়োগ করা হয়।

Capitalization of Taxes—করের মূলধনী করণ: মূলধন মূল্যের নিয়মেই এই মূল্যও নির্ধারিত হয়। তবে এই নিয়ম জমি বা এমন কোন সম্পত্তি যাহার উপর কর দিতে হয়, তাহার ক্রয় মূল্য নির্ধারণ করিতে ব্যবহার করা হয়। কারণ জমির ক্রেতাকে জমির জন্য যে মূল্য দিতে হইবে, তাহা হইতে যে পরিমাণ ট্যাক্স বা কর দিতে হয় তাহা আয় করিতে যে মূলধন দরকার তাহা বাদ দিয়া জমির প্রকৃত মূল্য বাহির করা হইয়া থাকে। একখণ্ড জমির মূল্য ১০,০০০৲ টাকা। ঐ জমির কর বার্ষিক ৩০৲ টাকা। তাহা হইলে এই নিয়মে ৩০৲ টাকা আয় করিতে বার্ষিক শতকরা ৩৲ টাকা সুদ হারে ১০০০৲ টাকা মূলধন থাকা দরকার। সুতরাং জমির প্রকৃত মূল্য ১০,০০০৲—১০০০৲=৯০০০৲ টাকা।

Capital Liability—মূলধন দেনা: স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করার ঋণ শোধ করিতে অথবা স্থায়ী সম্পদ পুনর্গঠনের জন্য যে অর্থ আবশ্যক তাহাই মূলধন দেনা। একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান উহার বাড়ী ঘর তৈয়ার করার জন্য ২৫০০০৲ টাকা ঋণ করিলে অথবা যদি ব্যবসায় নিজস্ব মূলধন হইতে বাড়ী ঘর তৈয়ার করিয়া থাকে, তবে ভবিষ্যতে যখন বাড়ী ঘর নষ্ট হইয়া যাইবে তখন ঐ বাড়ী ঘর করার জন্য যে অর্থ আবশ্যক হইবে, উহাই মূলধন দেনা।

Capital Movement—মূলধন স্থানান্তর: এক প্রকার সম্পদ বিক্রয় করিয়া প্রাপ্ত অর্থ অন্য এক প্রকার সম্পদে বিনিয়োগ করিলে 'মূলধন স্থানান্তর' বলে। অথবা এক জায়গায় নিয়োজিত মূলধন আদায় করিয়া অন্যত্র বিনিয়োগ করা হইলে তাহাকেও মূলধন স্থানান্তর বলে।

একব্যক্তি ডানলপ টায়ার কোম্পানীর শেয়ারে ১০০০৲ বিনিয়োগ করিয়াছিল, এখন যদি ঐ শেয়ারগুলি বিক্রয় করিয়া ন্যাশনাল রবার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করে তবে মূলধন স্থানান্তর হইল। অথবা কলিকাতা ট্রাম কোম্পানী যদি আজ ট্রাম কোম্পানী বিক্রয় করিয়া দিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ ব্রহ্মদেশে নিয়োগ করে তবে উহাকেও মূলধন স্থানান্তর বলা হইবে। তবে এই কথাটির বিশেষ প্রয়োগ এক রাষ্ট্র হইতে অন্য রাষ্ট্রে বিনিয়োগেই দেখা যায়।

Capital Rent—মূলধন খাজনা বা উৎকর্ষ খাজনা ঃ জমি ব্যবহার করার জন্য যে মাশুল দেওয়া হয় তাহাকে খাজনা কহে। ঐ খাজনাকে ২ ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। জমির খাজনা এবং উৎকর্ষ খাজনা। এক বিঘা জমি একজনকে বার্ষিক ১০০৲ টাকা খাজনা দেওয়ার চুক্তিতে ব্যবহার করার অধিকার দেওয়া হইল। যদি জমিখণ্ডের অবস্থান এমন হয় যে রাস্তাঘাট ইত্যাদি কিছুই নাই, তাহা হইলে ভবিষ্যতে রাস্তাঘাট তৈয়ার করার অধিকার ভাড়া গ্রহণকারীকে দেওয়া হইল। কিন্তু যদি এরূপ চুক্তি হয় যে রাস্তাঘাট জমির মালিকই তৈয়ার করিয়া দিবে এবং সে ক্ষেত্রে জমি খণ্ডের খাজনা বার্ষিক ১২০৲ টাকা হইবে, তাহা হইলে ঐ অতিরিক্ত ২০৲ উৎকর্ষ খাজনা। অর্থাৎ রাস্তাঘাট ইত্যাদির মাশুল।

Capital Stock Tax—শেয়ারের উপর কর ঃ কোম্পানীর স্থায়ী মূলধনের অর্থাৎ শেয়ার বা ষ্টক বিক্রয় করিয়া আদায়ীকৃত মূলধনের উপর যদি নির্দিষ্ট হারে কর আরোপ করা হয়, তবে তাহাকে শেয়ারের উপর কর কহে।

Capital Surplus—মূলধন বাড়তি ঃ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদের আঙ্কিক মূল্য হইতে মোট দেনার আঙ্কিক মূল্য বাদ দিলে যাহা বাকী থাকে, তাহাই মূলধন বাড়তি। যেমন একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদের মূল্য এক লক্ষ টাকা এবং উহার মূলধন বাদে দেনা ৫০ হাজার টাকা। তাহা হইলে মূলধন বা মূলধন বাড়তি ৫০ হাজার টাকা। এখানে মূলধন ও মূলধন বাড়তি একার্থবোধক।

Capitation Tax—মাথাপিছু কর; জেজিয়া কর ঃ কোন কর যখন দেশের সমস্ত নরনারীর উপর সমান হারে আরোপিত হয় তখন তাহাকে মাথাপিছু কর কহে। তবে ইহার ব্যতিক্রম আছে;

অনেক সময় নাবালক, নারী, অপরাগ ব্যক্তিদের এই করের আওতায় আনা হয় না। ইহাকে Polltaxও কহে। [Poll-tax দ্রষ্টব্য]। ইহা এক প্রকার স্থানীয় কর। যে ভৌগোলিক সীমারেখায় জেজিয়া কর আরোপিত হয়, সেই সীমা-বহির্ভূত অঞ্চলের লোকদের উপর এই কর আরোপ করা হয় না।

Captain's Entry—জাহাজের অধ্যক্ষের প্রবেশ লিখন: ব্যবসায়ী যখন তাহার আমদানী বা রপ্তানীকৃত মালের সবিশেষ বিবরণ দাখিল করে না এবং যখন জাহাজের অধ্যক্ষ কোন বন্দরে তাহার জাহাজের মাল খালাস করিতে ইচ্ছুক তখন তাহাকে ঐ মালের তৎকালিক (Provisional) বিবরণ শুল্ক-আফিসে দাখিল করিতে হয়। ইহাকে জাহাজের অধ্যক্ষের প্রবেশ লিখন কহে।

Captain's Protest—জাহাজের অধ্যক্ষের প্রতিবাদ বা ঘোষণা: জাহাজের অধ্যক্ষ জাহাজের অথবা জাহাজস্থ মালের ক্ষতির বা দুর্ঘটনার যে বিবরণ দেয় সেই বিবরণী পত্রই হইল জাহাজের অধ্যক্ষের প্রতিবাদ বা ঘোষণা।

Carat—স্বর্ণবর্গ: সোনার বিশুদ্ধতা নির্ধারণে ব্যবহার করা হয়। নির্দিষ্ট ওজনের স্বর্ণে কতভাগ বিশুদ্ধ স্বর্ণ আছে তাহা "ক্যারটে" পরিমাপ করা হয়। যদি বলা হয় ২০ ক্যারট স্বর্ণ তবে বুঝিতে হইবে যে ঐ দ্রব্যে যত ওজন আছে তাহাকে ২৪ ভাগ করিলে ২০ ভাগ বিশুদ্ধ স্বর্ণ আছে। স্বর্ণে বাকী অংশ খাদ। গিনিতে ২২ ভাগ বিশুদ্ধ স্বর্ণ থাকে বলিয়া উহাকে ২২ ক্যারট স্বর্ণ কহে। এক ক্যারটের ওজন প্রায় ১ রতি বা ৪ গ্রেণ। ইহা হীরকাদি অতি মূল্যবান ধাতু ওজনের পাষাণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

Card Index—পরিচায়ক সূচী: দ্রব্যের নাম ইত্যাদি বিশদ বিবরণ সম্বলিত পরিচয়পত্র। ইহা সাধারণতঃ বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে প্রবেশদ্বারের নিকটস্থ কোন জায়গায় বাক্সের ভিতর প্রত্যেক দ্রব্যের নামে ক্রমানুক্রমিক ভাবে রাখা হয়। ইহা দ্বারা সম্ভাব্য ক্রেতা দ্রব্য সম্বন্ধে সকল তথ্যাদি পাইয়া থাকে।

Cargo—মাল বা পণ্য: জাহাজে বহিত মালের সমষ্টিগত নাম পণ্য (Cargo)। অর্থাৎ জাহাজে যে সকল বিভিন্ন রকমের দ্রব্য বহন করা হয়, তাহা একত্রে মাল বা পণ্য বলিয়া অভিহিত হয়।

Cargo Book—পণ্য বহি: জাহাজে বহনোপযোগী মাল সংগ্রহকারী দালাল পণ্যের বিশদ বিবরণ যে বহিতে লিপিবদ্ধ করে তাহার নাম পণ্য বহি।

পণ্যের ওজন, পণ্যের পরিচয় (Mark) কোন্ জায়গা এবং কাহার নিকট হইতে পাওয়া গেল, এই সকল বিবরণ ইহাতে থাকে।

Carriage—বহন-মাশুল: ইহার ব্যবহার হয় রেলপথে দ্রব্য বহন সময়ে। এক জায়গা হইতে অন্য এক জায়গায় মাল বহন করার জন্য রেল কোম্পানীকে যে মাশুল দিতে হয় তাহাই বহন-মাশুল।

Car Loadings—গাড়ী বোঝাই: নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যত সংখ্যক গাড়ীতে মাল বোঝাই বা পূর্ত্তি হয় তাহাকে গাড়ী বোঝাই বলে। ইহা দ্বারা ব্যবসায়ের অবস্থা সূচিত হয়।

Cartel—শিল্প সংঘ; উৎপাদক সংঘ: কতিপয় স্বাধীন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কতকগুলি উদ্দেশ্য নিয়া একত্রীকরণ হইলে তাহাকে শিল্প সংঘ বা উৎপাদক সংঘ (Cartel) কহে। একত্রীকৃত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমূহের নিজস্ব সত্ত্বা বিলোপ না করিয়া কতকগুলি উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যই এই প্রকার একত্রীকরণ হয়। এই সকল উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট চুক্তি অনুসারে উৎপাদন, বিতরণ, মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি প্রধান। কাজেই এইরূপ চুক্তি দ্বারা একত্রীকরণ হইলে ব্যবসায় বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। চুক্তির পিছনে প্রায়ই উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিয়া মূল্য বাড়ান এবং শেষতঃ একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই বলবৎ থাকে। কাজেই এই প্রকার একত্রীকরণ ব্যবহারক বা ভোগকারীর স্বার্থের পরিপন্থী হয়। ইহাতে উৎপাদকগণ বিক্রয় বাজারও নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লয়। উল্লেখযোগ্য Cartel-এর মধ্যে আন্তর্জাতিক চিনি উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ যাহা ১৯৩১ সালে গঠিত হয় এবং Chadbourne পরিকল্পনা অনুযায়ী রবার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ উল্লেখযোগ্য। এইরূপ একত্রীকরণের পিছনে সরকারের অলিখিত সম্মতি থাকে।

Carrying over day—পশ্চাৎ মিটাইবার দিবস বা জের দিবস: শেয়ার বা ষ্টক বাজারে ক্রেতা এবং বিক্রেতা যদি নির্দিষ্ট দিবসে চুক্তিকৃত মূল্য বা ষ্টক বা শেয়ার বিলি দিতে অপারগ হয় তাহা হইলে পরবর্ত্তী যে দিবস হিসাব মিটাইবার দিবস বলিয়া ধার্য্য করা হয় তাহাকে পশ্চাৎ মিটাইবার দিবস কহে। ইহা ষ্টক বাজারের পরিচালকমণ্ডলী মাঝে মাঝে নির্দ্ধারণ করিয়া দেন।

Carrying Trade—বহন ব্যবসায়: সাধারণতঃ বহন ব্যবসায়

বলিতে এক স্থান হইতে অন্য এক স্থানে মাল বহন ব্যবসায়কেই বুঝায় কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ হইল দুই দেশের মধ্যে দ্রব্য-বিনিময়। আর যে দেশের জাহাজে দ্রব্য বহন করা হয়, সেই দেশকে বলা হয় বহন ব্যবসায়লিপ্ত দেশ।

Cart note—গাড়ী নিশানি: শুল্ক অধিকরণ শুল্কাধীন মাল এক স্থান হইতে অন্য এক স্থানে চালান দেওয়ার উদ্দেশ্যে বা গুদামজাত করার জন্য তালাচাবি বন্ধ গাড়ীতে পাঠায়। সেই গাড়ীর সঙ্গে ঐ মালের যে বিবরণী দেয়, তাহাকে গাড়ী নিশানি কহে।

Case of need—অবশ্য দরকার হইলে: কোন বিনিময়পত্রে যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম যুক্ত করিয়া পিছন সহিকারী পিছন সহি করে তবে যাহার নাম লিখিয়া দেওয়া হইল বিনিময় পত্র গ্রহণকারী (Acceptor or Payee) বিনিময় পত্রের মেয়াদ অন্তে অর্থ শোধ না করিলে সেই ব্যক্তি বিনিময় পত্রে লিখিত অর্থ পরিশোধ করিবে। এইরূপ পিছন সহি বিনিময় পত্র প্রেরকের বা হুণ্ডি প্রেরকের অথবা অপর কোন পিছন সহিকারীর মর্যাদা রক্ষা করার জন্য করা হয়। কোন বিনিময় পত্রে নিম্নরূপ পিছন সহি করা হইল—

(In case of need apply to)
অবশ্য অতি প্রয়োজন হইলে আবেদন করুন
রণজিৎ রায়
পিছন সহিকারী
ভবতোষ দত্ত

ইহার তাৎপর্য হইল যে, হুণ্ডি বা বিনিময় পত্র গ্রহণকারী নির্ধারিত দিবসে বিনিময় পত্রের লিখিত অর্থ পরিশোধ না করিলে রণজিৎ রায় পরিশোধ করিবে। এ ক্ষেত্রে ভবতোষ দত্তের মর্যাদা রক্ষা করিবে রণজিৎ রায়।

Cash—নগদ: বিশেষ দিনের হাতে-মজুত নগদ তহবিল; মুদ্রা, কাগজী মুদ্রা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুদ্রা ইত্যাদি। তবে নগদান বলিতে কোন ব্যক্তি ব্যাঙ্কে রক্ষিত তাহার সঞ্চয়কেও ধরিতে পারে, কারণ উহা যে কোন সময় তুলিয়া আনা যায়। আর বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত অর্থকেও নগদানের মধ্যে ধরে।

Cash Articles—নগদান বস্তু: 'নগদান বস্তু' কথাটি সাধারণতঃ ব্যাঙ্কে ব্যবহৃত হয়। নিকাশ ঘরে বা চেক মিটাইবার কেন্দ্রে জমা দেওয়ার

নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর যে সকল চেক বা হুণ্ডি পাওয়া যায় তাহাকে নাগদান বস্তু বলে। সেই জন্য উক্ত তারিখে উহা নগদান তহবিলের অর্থের মূল্যের সহিত যুক্ত করিয়া দেখান হয়।

Cash Credit—নগদ ধার : ইহা মাত্র ব্যাঙ্কে প্রচলিত। ইহা দ্বারা ব্যাঙ্ক মক্কেলের নিজস্ব এবং অপর দুই তিন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জামিন গ্রহণ করিয়া মক্কেলকে টাকা ধার দেয়। মক্কেলের নিজের যে অর্থ জমা রহিয়াছে তাহার অতিরিক্ত অর্থ আবশ্যক হইলে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সে এই উপায়ে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। এবং যখন ইচ্ছা তখনই সেই ঋণের অর্থ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পাইতে পারে।

Cash Account—নগদান হিসাব : হিসাব রক্ষণ নিয়মে মাত্র নগদ গ্রহণ ও নগদ ব্যয় যাহাতে দেখান হয় তাহাকে নগদান হিসাব কহে। ইহাতে পূর্ববর্ত্তী সময়ের উদ্বৃত্ত অর্থের সহিত দিনে যাহা পাওয়া গেল তাহা একদিকে এবং যাহা ব্যয় হইল তাহা অপর দিকে দেখাইয়া দিনান্তে যাহা হাতে নগদ রহিল তাহা বাহির করা হয়। ইহাকে নগদান হিসাব সংতুলন কহে। (Balancing Cash Account).

Cash against documents—দলিল দাখিলমাত্র নগদান দেয় : কোনও দ্রব্যের মূল্য পরিশোধ করা পর্য্যন্ত দ্রব্যের মালিকানা স্বত্ব প্রমাণক দলিল হস্তান্তর স্থগিত রাখা হইলে তাহাকে দলিল দাখিলমাত্র নগদান দেয় কহে। এই দলিলই তাহাকে দলিলে লিখিত মালের মালিকানা স্বত্ব প্রদান করিবে।

Cash Bonus—নগদ অধিবৃত্তি বা লাভাংশ : বীমাকৃত পলিসির মূল্যের সহিত যোগ না করিয়া অথবা বীমা কোম্পানী বীমা-গ্রহীতাকে যে-পরিমাণ লভ্যাংশ বীমার চাঁদার (Premium) হার না কমাইয়া নগদান বিতরণ করে, তাহাকে নগদ লভ্যাংশ কহে।

Cash Discount—নগদ বাট্টা বা ব্যাজ : নগদ ক্রয় করিলে অথবা প্রচলিত ঋণের সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে ক্রয় মূল্য শোধ করিলে চালানে (invoice) লিখিত মূল্য হইতে ক্রেতাকে যে অংশ ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহাকে নগদ বাট্টা বা ব্যাজ বলে। এই প্রসঙ্গে বলা উচিত যে ব্যবসায় ক্ষেত্রে আরেক প্রকার বাট্টা বা ব্যাজ দেওয়ার প্রচলন আছে, যাহাকে দস্তুরি কহে। (Trade Discount)। নগদ আদায় না হইলেও

যখন ক্রেতার নিকট হিসাব দাখিল করা হয় তখন চালানে লিখিত মূল্য হইতে যে অংশ বাদ দেওয়া হয় উহাই দস্তুরি।

Cash Order—নগদ দেওয়ার নির্দেশ: অন্তর্দেশীয় হুণ্ডিতে যখন একজন ব্যবসায়ী অন্য কোন ব্যবসায়ীকে হুণ্ডি দাখিলমাত্র ইহাতে লিখিত অর্থ প্রদান করার নির্দেশ দেয় তখন ঐরূপ হুণ্ডিকে নগদ দেওয়ার নির্দেশ কহে।

Caste system—বর্ণপ্রথা: জনসমষ্টিকে জন্ম অথবা বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই নিয়মে এক বৃত্তি-সমাজ হইতে অন্য এক বৃত্তি-সমাজে পর্যবসান বেশ কষ্ট সাধ্য। ইহার ফলে শ্রমিকের বিভিন্ন শিল্পে বা বিভিন্ন বৃত্তিতে গতিশীলতা বাধা প্রাপ্ত হয়। ভারতে যদিও বৈদিকযুগে সমাজের ভিত্তি ছিল বৃত্তি, পরে ধীরে ধীরে জন্মই বর্ত্তমান সময়ে সমাজের ভিত্তি হইয়াছে। জন্মাধিকার নির্দেশিত সমাজ বিভাগে প্রচুর দোষ ত্রুটি বিশেষতঃ অস্পৃশ্যতা দেখা দেওয়ায় বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী মহাত্মা গান্ধী সারাজীবন অস্পৃশ্যতা এবং জন্মভিত্তিক সমাজ বিভাগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন। তাঁহারই অনুবর্ত্তীগণ সংবিধানে অস্পৃশ্যতা বেআইনী বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন।

Casualty Insurance—দুর্ঘটনা বীমা: কোন বিশেষ ধরণের দুর্ঘটনাদির জন্য কৃত বীমাকে বলে দুর্ঘটনা বীমা। জীবন, অগ্নি ও সামুদ্রিক বীমা বহির্ভূত যে কোন প্রকার বীমাই ইহার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হয়।

Casual Worker—সাময়িক শ্রমিক ; যে সকল শ্রমিক সাময়িক ভাবে কোন শিল্পে নিয়োজিত তাহারাই সাময়িক শ্রমিক। পূর্ব-অভিজ্ঞতার জন্য ইহাদের সেই শিল্পে নিয়োজিত হইবার কোন দাবী থাকে না এবং শ্রমিকসংঘে পাকাপাকি ভাবে সদস্যের অধিকার থাকে না তাহারা সাময়িক শ্রমিক।

Cattle Manifest—গবাদির বিবৃতি: গো-মহিষাদি বহনকারী জাহাজ জাহাজেনীত গো-মহিষাদির বিশদ বিবরণযুক্ত যে দলিল ব্যবহার করে তাহাকে গবাদি বিবৃতি (Cattle manifest) বলে।

Causa Proxima—আন্তঃকারণ ; প্রত্যক্ষকারণ: এই নীতি প্রয়োগ করিয়া কোন বিষয়ে বিশেষতঃ বীমা সম্পর্কিত দায়িত্ব নির্ধারণে দুর্ঘটনার আন্তঃ ও প্রত্যক্ষ কারণ ধার্য্য করা হয়।

Cautionary obligation—জামানতী দেনা: খাতক ঋণ শোধ না করিলে তাহার পক্ষে কোন জামিনদার ঐ ঋণ শোধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়া যে তমস্থক বা পাট্টা সহি করিয়া দেয় তাহাকে জামানতী দেনা কহে। ইহা স্কট দেশীয় একটি আইন প্রচলিত শব্দ।

Caveat Emptor—ক্রেতা হুসিয়ারী: ক্রেতাকে যাচাই করিয়া, দেখিয়া শুনিয়া দ্রব্য ক্রয় করার নির্দেশ দেওয়ার পদ্ধতিকে বলে ক্রেতা হুসিয়ারী। এইরূপ ব্যবস্থায় ক্রেতা নিজের পছন্দ মত দ্রব্য ক্রয় করায় বিক্রেতার কোন দায়িত্ব থাকে না।

Caveat Venditor—বিক্রেতা হুসিয়ারী: বিক্রেতাকে যাচাই করিয়া বিক্রয় করার নির্দেশ দেওয়ার পদ্ধতিকে বলে বিক্রেতা হুসিয়ারী। এই প্রথায় ক্রেতা নিজে দায়িত্ব না রাখিয়া বিক্রাতাকে ভাল দ্রব্য দেওয়ার নির্দেশ দেয় বলিয়া দ্রব্যের দোষ-ত্রুটির জন্য বিক্রেতা দায়ী থাকে।

Ceiling Price—সর্ব্বোচ্চ মূল্য: বাজারে পণ্য মূল্য যখন ক্রমাগত বাড়িতে থাকে এবং পণ্য মূল্য যে হারে বাড়ে সেই হারে যদি ব্যক্তির আয় না বাড়ে তখন যাহাতে প্রকৃত আয় (Real income) কমিয়া না যায় অথবা পণ্য মূল্য যাহাতে সাধারণের ব্যয় ক্ষমতার উচ্চে উঠিয়া না যায় সেই উদ্দেশ্যে দ্রব্যের যে সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করা হয় তাহাকে সর্ব্বোচ্চ মূল্য বলে। ইহা প্রায়শঃ মুদ্রা স্ফীতি-জনিত পণ্যমূল্যবৃদ্ধি রোধ করার জন্যই প্রয়োগ করা হয়।

Cellarage—ভূগর্ভস্থ ভাণ্ডার ভাড়া বা লুক্কায়িত ভাণ্ডার ভাড়া: কোন দ্রব্য যেমন পেট্রোলিয়াম ভূগর্ভস্থ কোন ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিতে হইলে সেই ভাণ্ডার ব্যবহার করার জন্য যে ভাতা বা মাশুল দিতে হয়, তাহাকে ভূগর্ভস্থ ভাণ্ডার ভাড়া বা লুক্কায়িত ভাণ্ডার ভাড়া বলে।

Census—লোক গণনা; আদম সুমার: নির্দিষ্ট সময়ানন্তর দেশের জনসংখ্যার পরিসংখ্যান গ্রহণ করাকে বলে আদম সুমার। ইহাতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি বা হ্রাস, জনসংখ্যার বৃত্তিমূলক বণ্টন বয়স অনুসারে বিভাগ, ইত্যাদি পাওয়া যায়। আমাদের দেশে প্রতি দশ বৎসর অন্তর লোকগণণা বা আদম সুমার হয়।

Cent—শতকরা: আমেরিকার মানমুদ্রা (Standard coin) ডলারের ১শত ভাগের ১ভাগ। ১০০ সেণ্ট ১ডলার হয়। আমাদের দেশে

দশমিক মুদ্রা প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর ১নয়া পয়সা ১৲ টাকার একশত ভাগের ১ভাগ। ১০০ নয়া পয়সায় ১৲ টাকা। ব্যবসায়ে কোন দ্রব্য শতের সহিত হার করিতে ব্যবহার হয়। শতকরা ৫৲ টাকা সুদ। অর্থাৎ প্রতি একশত টাকায় ৫৲ টাকা সুদ।

Census of Production—উৎপাদন গণণা : দেশে একনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (প্রায়শঃ ১ বৎসর) শিল্প দ্রব্য উৎপাদনে কত কাঁচামাল, ও কত শক্তিব্যয় ইত্যাদি ব্যয় হইল এবং মোট কত উৎপাদন হইল তাহার হিসাব গ্রহণ করা হয় তাহাকে বলে উৎপাদন গণণা। শিল্প ও কৃষি দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ নিরূপণ করার জন্য উৎপাদন গণণার রীতি প্রচলিত আছে। ইহা হইতে দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক অবস্থা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা জন্মে।

Central Bank—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক : দেশের ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। দেশের মুদ্রা নীতি নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার একমাত্র ইহারই থাকে। প্রায় সকল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন। ইহার কার্য্যাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত গুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(১) ইহা তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে। অর্থাৎ সকল তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক গুলিকে কিছু অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিশেষ অবস্থায় তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক গুলিকে ঋণ দান করিয়া সাহায্য করে।

(২) ইহা সরকারের ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে। সরকার প্রদত্ত চেক ইহারা পরিশোধ করে এবং সরকারকে প্রদত্ত চেকও এই ব্যাঙ্ক আদায় করে। সরকারী ব্যাঙ্ক হিসাবে ইহা জাতীয় ঋণ নীতি নিয়ন্ত্রণ করে। সরকার যে ঋণ গ্রহণ করে সেই অর্থ এই ব্যাঙ্কে জমা থাকে এবং ইহার নিকট সরকারের যে অর্থ থাকে তাহা দ্বারা সরকার ঋণ পরিশোধ করে।

(৩) যে সকল দেশে কাগজী মুদ্রার প্রচলন আছে যে সকল দেশে কাগজী মুদ্রা ছাপাইবার অধিকার একমাত্র এই ব্যাঙ্কটির আছে। যে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারের অধীন নহে, সে দেশেও কাগজী মুদ্রা ছাপাইবার ভার ইহার হাতে ন্যস্ত থাকে।

(৪) ইহা দেশের মধ্যে চেক নিকাশী ঘর হিসাবে সমস্ত ব্যাঙ্কের চেক গ্রহণ ও শোধ করে।

(৫) দেশের ব্যাঙ্কগুলি কখন কি নীতি গ্রহণ করিলে দেশের উপকার হইবে তাহা এই ব্যাঙ্কই স্থির করে। সুদের হার, ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস, ইত্যাদি এই নীতির অন্তর্গত।

Centralised Banking—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ভিত্তিক ব্যাঙ্ক প্রথা: যে সকল দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থাকে, সে সকল দেশে অন্য সকল ব্যাঙ্কের কার্য্যপদ্ধতি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়া সেই সকল দেশের ব্যাঙ্ক প্রথাকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ভিত্তিক ব্যাঙ্ক প্রথা কহে।

Certificate of Benefical Interest—উপকৃতের স্বার্থ নির্ধারক প্রমাণপত্র: কতিপয় যৌথ সংঘ একত্রী করণের ফলে যদি কোন অছিমণ্ডলী গঠিত হয় তবে পূর্বের যৌথ সংঘগুলির শেয়ার বা ষ্টক মালিকগণকে তাহাদের ষ্টক বা শেয়ার নব-গঠিত অছিমণ্ডলীর নিকট দাখিল করিতে হয়। এই অছিমণ্ডলী ঐ শেয়ারগুলির পরিবর্তে যে প্রমাণপত্র দেয় তাহাকে উপকৃতের স্বার্থ নির্ধারক প্রমাণপত্র কহে। ঐ সকল কোম্পানীর সম্পদে ও আয়ে শেয়ার মালিকদের যে স্বার্থ আছে তাহা এই প্রমাণপত্র দ্বারা স্থিরীকৃত হয়।

Certificate of Commencement—আরম্ভ: প্রমাণপত্র: যৌথ সংঘ পঞ্জীভূত হওয়ার পর কার্য আরম্ভ করার পূর্বে নিবন্ধকের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়। ঐ অনুমতি পত্রকেই আরম্ভ প্রমাণপত্র কহে। সাধারণ যৌথ সংঘের বেলাতেই এই প্রমাণপত্রের আবশ্যক হয়। যৌথ সংঘ উহার পরিচালক মণ্ডলী কর্তৃক নির্ধারিত সর্বনিম্ন মূলধন সংগ্রহ করার পরই এই প্রমাণপত্র পাইতে পারে।

Certificate of Damage—ক্ষতির প্রমাণপত্র: জাহাজে আনীত মাল বা পণ্য যখন কোন বন্দরে খালাস করা হয় তখন বন্দরের অধিকর্তাদের তরফ হইতে ভারপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ঐ সকল পণ্য পরীক্ষা করিয়া দেখে যে সকল পণ্য অক্ষত অবস্থায় পৌঁছিয়াছে কিনা অথবা কোন পণ্যের কোন রূপ ক্ষতি হইয়াছে কিনা। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী পরীক্ষা অন্তে ডক-অধিকর্তাকে যে সকল দ্রব্যের ক্ষতি হইয়াছে তাহার সাক্ষ্য স্বরূপ যে প্রমাণপত্র দেয়, তাহাকে ক্ষতির প্রমাণপত্র কহে। সামুদ্রিক বিপদে পণ্যের কোন ক্ষতি হইলে এই প্রমাণপত্র দ্বারা তাহাও প্রমাণীকৃত হয়। এইরূপ প্রমাণপত্র বীমা কোম্পানী অথবা জাহাজের মালিকদের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করার জন্য দরকার হয়।

Certificate of Incorporation—নিবন্ধন পত্র : (Certificate of Registration) কোন যৌথ কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানকে কার্য আরম্ভ করার পূর্বে প্রচলিত কোম্পানী আইন অনুসারে পঞ্জীভূত হইতে হইলে ইহাকে ইহার স্মারকলিপি ও পরিমেল নিয়মাবলী যৌথ সংঘ-নিবন্ধকের নিকট দাখিল করিতে হয়। স্মারকলিপি ও পরিমেল নিয়মাবলী সমীক্ষা (Scrutiny) করিয়া নিবন্ধক যদি মনে করেন যে ইহার গঠন যৌথ সংঘ নিয়মানুগ হইয়াছে তবে উহাকে পঞ্জীভূত করিবেন এবং পঞ্জীভূত করণের প্রমাণ হিসাবে যে প্রমাণ পত্র দিয়া থাকেন, তাহাকে নিবন্ধন পত্র কহে।

Certificate of Misfortune—দুর্ভাগ্য প্রমাণপত্র : দেউলিয়া অবস্থা যে দেউলিয়ার নিজস্ব কোন অপকার্য বা সম্পদের অপব্যবহারের ফলে হয় নাই, তাহার সাক্ষ্য স্বরূপ বিচারালয় হইতে দেউলিয়াকে যে প্রমাণ পত্র দেওয়া হয়, তাহাকেই দুর্ভাগ্য প্রমাণপত্র কহে।

Certificate of Origin—উদ্ভব পত্র বা প্রভবলেখ : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অধিমান্য শুল্ক প্রয়োগ হইতে পারে অর্থাৎ দুই দেশের মধ্যে এরূপ চুক্তি থাকিতে পারে যে কোন বিশেষ দেশে উৎপাদিত দ্রব্য আমদানী করিলে যে হারে আমদানী শুল্ক দিতে হইবে তাহার চেয়ে অপর কোন দেশ হইতে সেই দ্রব্য আমদানী করিলে বেশী আমদানী শুল্ক দিতে হইবে। ইহাতে প্রথমোক্ত দেশের সহিত অধিমান্য শুল্ক নিয়ম বিদ্যমান বলিয়া সূচিত হয়। কাজেই কোন্ দেশে দ্রব্য উৎপাদন হইয়াছে তাহা প্রমাণ করার জন্য রপ্তানিকারককে নিজ অথবা তাহার প্রতিনিধি অথবা যে বণিক সংঘের সে সদস্য সেই বণিকসংঘের কোন সদস্য স্বাক্ষরিত এক লিপি আমদানীকারকের নিকট পাঠাইতে হয়। এই প্রমাণপত্রই কোন্ দেশে দ্রব্য উৎপাদন হইয়াছে তাহার সাক্ষ্য দিবে।

Certificrte of Registry—পঞ্জী প্রমাণ পত্র ; পঞ্জীভুক্তি প্রমাণ পত্র : এইরূপ প্রমাণ পত্র শুধু জাহাজী কোম্পানীগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। শুল্ক অফিসে মাল বা যাত্রীবাহী জাহাজগুলিকে পঞ্জীভুক্ত হইতে হয়। পঞ্জীভুক্ত হইতে হইলে জাহাজের মাল বহন করিবার শক্তি, কোথায় জাহাজ তৈয়ার হইয়াছে, জাহাজেব মালিকের নাম, জাহাজের অধ্যক্ষের নাম ইত্যাদি বিবরণ প্রকাশ করিতে হয়। পঞ্জীভুক্ত হইলে শুল্ক অফিস হইতে যে

প্রমাণ পত্র দেয় তাহাকে পঞ্জীভুক্তি প্রমাণ পত্র। এইরূপ প্রমাণ পত্র দ্বারা কোন্ দেশের জাহাজ তাহা প্রমাণিত হয়।

Certificate of Survey—পরিদর্শন প্রমাণপত্র : বন্দর পরিদর্শক জাহাজ হইতে খালাস-করা দ্রব্যের বহিরাবরণ, বহির্ভাগ সমীক্ষা করিয়া মালের অবস্থা সম্বন্ধে যে প্রমাণপত্র দেয়, তাহাকে পরিদর্শন প্রমাণপত্র বলে। এইরূপ প্রমাণপত্র বীমা কোম্পানীর নিকট ক্ষতিপূরণ আদায়ের দাবী করিলে, প্রয়োজন হয়।

Certified Bankrupt—সংনির্ণিত দেউলিয়া : কোন ব্যক্তি কোন কোর্ট হইতে প্রকৃত দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত হইলে তাহাকে সংনির্ণিত দেউলিয়া কহে। কোর্টের ঘোষণার ফলে দেউলিয়ার সমস্ত ঋণ মকুব হইয়া যায়।

Certified Cheque—প্রমাণী চেক্ : যে সকল চেকে কোন ব্যাঙ্কের পিছন সহি থাকে সেই সকল চেক্‌কে প্রমাণী চেক্ কহে। ইহার বিশেষত্ব এই যে, যে ব্যাঙ্ক পিছন সহি করে, চেকের লিখিত অর্থ পরিশোধ করিতে সেই ব্যাঙ্ক প্রতিশ্রুত থাকে।

Certified Public Accountant—সনদ প্রাপ্ত হিসাব সমীক্ষক : হিসাব সমীক্ষা বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা ও পারদর্শিতা সম্পন্ন উপাধিধারী কোন ব্যক্তি হিসাব সমীক্ষক হিসাবে কাজ করার সনদ গ্রহণ করিলে তাহাকে সনদ প্রাপ্ত হিসাব সমীক্ষক কহে।

Certified Transfers—প্রমাণীকৃত হস্তান্তর : যখন কোন শেয়ার বা ষ্টকের মালিক অধিকৃত শেয়ারের আংশিক বিক্রয় বা হস্তান্তর করে তখন যে যৌথ সংঘের শেয়ারের মালিক সেই যৌথ সংঘের বা কোম্পানীর কার্যধ্যক্ষের নিকট হস্তান্তরিত বা বিক্রীত শেয়ারগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া যে পত্র দেয় তাহা কার্য্যাধ্যক্ষ নিজের বহিতে লিপিবদ্ধ করিয়া পিছন সহি করিয়া বিক্রেতার নিকট পাঠাইয়া দেয়। ইহার ফলে ক্রেতার যে ঐ শেয়ারগুলিতে অধিকার জন্মাইল তাহার প্রমাণ হয়। ইহাকেই হস্তান্তরের প্রমাণপত্র অথবা প্রমাণীকৃত হস্তান্তর কহে।

Cesser Clause : এইরূপ অনুচ্ছেদ নৌভাটক চুক্তিপত্রে সন্নিবেশিত করিয়া নৌভাটককারীর মালের ভাড়া প্রদানের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ করা হয়। এই নিয়মে জাহাজে মাল উত্তোলন করা হইলে নৌভাটককারীর মালবহনের

ভাড়া প্রদানের কোন দায়িত্ব থাকে না। তখন ক্রেতা বা চালানী মালের প্রাপক মালের ভাড়া দেওয়ার জন্য দায়ী থাকে। তবে জাহাজের অধ্যক্ষের জাহাজস্থ পণ্যের উপর ভাড়া আদায় পর্য্যন্ত পূর্ব্বস্বত্ব (Lien) থাকে।

Chain Banking—শ্রেণীবদ্ধ ব্যাঙ্ক প্রথা : ঐরূপ ব্যাঙ্ক প্রথায় একটি ব্যাঙ্ক সকল নিয়ম কানুন তৈয়ার করে এবং অন্য সকল ব্যাঙ্ক সেই নিয়ম অনুযায়ী নিজেদের কার্য্যবিধি গঠন করে। এই প্রথায় প্রথমোক্ত ব্যাঙ্কের হাতে অন্য সকল ব্যাঙ্কের অছি ক্ষমতা অর্পিত হয় অথবা সেই ব্যাঙ্কের পরিচালক মণ্ডলীর লোকই সদস্য ব্যাঙ্কগুলির পরিচালক মণ্ডলীতে পরোক্ষ ভাবে আধিপত্য করে। এইরূপ ব্যাঙ্ক প্রথাই শ্রেণীবদ্ধ ব্যাঙ্ক প্রথা। উহাকে Group Bankingও কহে। (Group Banking দ্রষ্টব্য)

Chain Stores—শ্রেণী ভাণ্ডার : একই মালিকের মালিকানাতে কতকগুলি খুচরা বিক্রয়ের দোকান থাকিলে ঐসব দোকানকে শ্রেণী ভাণ্ডার বলে। বিবিধার্থক বিপণি (Multiple Shop) হইতে ইহার পার্থক্য এই যে বিবিধার্থক বিপণিতে (Multiple Shop-এ) উৎপাদন হয় কেন্দ্রীভুত এবং বিতরণ হয় বিকেন্দ্রীভূত। (Centralised Production, Decentralised Distribution) আর শ্রেণী ভাণ্ডারে উৎপাদন বিকেন্দ্রীভূত এবং বিতরণ হয় কেন্দ্রীভূত। অর্থাৎ বিভিন্ন জায়গা হইতে পণ্য সংগ্রহ করিয়া একই দোকানে দ্রব্য বিতরণ করে। এই দিক দিয়া ইহা অবশ্য বিভাগীয় বিপণির (Departmental Stores) মতই। তবে বিভাগীয় বিপণির সংখ্যা কম এবং উহারা প্রায়শঃই বেশী মূল্যবান দ্রব্য বিক্রয় করে কিন্তু শ্রেণী ভাণ্ডারে সাধারণ জীবনযাত্রার অনুকূল এবং সর্ব্বসাধারণের নিকট বিক্রয় উপযোগী স্বল্প মূল্যের দ্রব্য খুচরা বিক্রয় করে।

Chamber of Commerce—বণিক সংঘ ; বণিক-সভা : এক নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অংশে বণিকগণের স্বেচ্ছা-প্রসূত সংঘ-গঠনকে বণিক সংঘ বা বণিক-সভা বলে। এইরূপ সংঘের উদ্দেশ্য বহুবিধ। (১) এই সভা বা সংঘের সদস্যদের স্বার্থরক্ষা এই সংঘের কর্ত্তব্য। (২) যে ভৌগোলিক অংশে এই সংঘ কার্য্য করিবে সেই অংশের বাণিজ্যিক স্বার্থ বজায় রাখার জন্য সরকারী বাণিজ্যিক ও অর্থ নৈতিক নীতির সমালোচনা করা এবং সরকারের বাণিজ্যিক ও অর্থ নৈতিক উন্নতির জন্য অবশ্যকরণীয় কার্য্য সম্বন্ধে আভাষ প্রদান করা। (৩) সরকারী অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক কার্য্যের ফলে

সাধারণ ভাবে বাণিজ্যের এবং দেশের জনসাধারণের উপর কি প্রতিক্রিয়া হইতে পারে তাহার ইঙ্গিত করা।

Charter Party—নৌভাটকঃ ইহা একখানি চুক্তি পত্র। এই চুক্তি পত্র জাহাজের মালিক এবং জাহাজে মাল প্রেরণকারীর মধ্যে সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি দ্বারা জাহাজের মালিক তাহার জাহাজে মাল প্রেরকের মাল বহন করিতে স্বীকৃত হয় এবং তাহার পরিবর্তে মালপ্রেরক মাশুল দিতে বাধ্য থাকে। এই চুক্তিপত্রের বিবরণ ও সর্ত্তাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলির উল্লেখ করা প্রয়োজন :

(১) জাহাজের মালিকের ও মাল-প্রেরকের নাম ঠিকানা ইত্যাদি। (২) যাত্রার বিবরণ, কোন্ স্থান হইতে জাহাজে মাল তোলা হইবে এবং কোন্ স্থানে উহা খালাস করা হইবে। (৩) জাহাজের সমুদ্র-চলনোপযোগিতা। (৪) মাশুলের পরিমাণ। (৫) মালের ওজন, প্রকৃতি ইত্যাদি। (৬) ক্ষতিপূরণ।

চুক্তি পত্রে কেবল মাত্র কোন্ স্থান হইতে কোন্ স্থানে মাল বহন করিবে অথবা কতদিন এই চুক্তি বলবৎ থাকিবে উভয়ই অথবা মাত্র ইহার একটি সন্নিবেশিত থাকিতে পারে।

Charges forward—মাশুলদেয়ঃ হিসাব রক্ষণে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে ক্রেতা দ্রব্য পাইবার পর দ্রব্যবহনের মাশুল দেয়।

Charging order—ক্রোক আদেশঃ যখন পাওনাদারের পাওনা আদালতে ধার্য্য হইয়াছে কিন্তু খাতক ঋণ শোধ করে নাই, তখন পাওনাদার পুনরায় আদালতে দেনাদারের কোন সম্পদ বা সম্পত্তির উপর ক্রোক দিবার প্রার্থনা করে। এইরূপ প্রার্থনা মঞ্জুর হইলে দেনাদারের যে সম্পত্তি ঐভাবে ক্রোক-আবদ্ধ থাকে, উহা দেনাদার বিক্রয় বা কোনরূপ হস্তান্তর করিতে পারে না। যদি এইরূপ আদেশের ৬ মাসের মধ্যে দেনাদার ঋণ পরিশোধ না করিয়া থাকে তাহা হইলে ঐ সময়ের পর পাওনাদার ক্রোকী সম্পত্তি অধিকার করিতে পারে।

Charter—সনদ, অধিকার পত্র : (১) কোন যৌথ প্রতিষ্ঠানকে বাণিজ্যিক বা অর্থ নৈতিক কার্য করার সনদ প্রদান করিয়া যে বিশেষ দলিল তৈয়ার করা হয় ; তাহাকে সনদ বা অধিকার পত্র বলে। এই বিশেষ দলিল বা সনদ দিতে হইলে অনেক সময়ে সরকারকে বিশেষ আইন পাশ করিতে

হয়। যেমন, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে রাজ সনদ দ্বারা (Royal Charter) এশিয়া মহাদেশে বাণিজ্য করার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। (২) যৌথ সংঘের স্মারক লিপিকেও সনদ বা অধিকার পত্র কহে। (৩) যে পত্রে কোন বিশেষ যৌথ সংঘের অধিকারবলী সন্নিবেশিত থাকে যেমন রাষ্ট্রসংঘের অধিকার পত্র। (United Nations Charter).

Charterer—জাহাজ ভাড়াকারী: এক জায়গা হইতে অন্য এক জায়গায় মাল প্রেরণ করার জন্য জাহাজের মালিকের সহিত মাল প্রেরকের জাহাজ ভাড়া করার চুক্তি হইলে সেই মাল প্রেরককে বা ভাড়াকারীকে জাহাজ ভাড়াকারী (Charterer) কহে।

Chattels Personal—স্থানান্তর যোগ্য অস্থাবর সম্পত্তি: ইহাতে ব্যক্তির বা কোন যৌথ প্রতিষ্ঠানের স্থানান্তর যোগ্য সকল সম্পদ ও সম্পত্তি বুঝায়, যেমন আসবাব পত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।

Chattels Real—স্থাবর সম্পত্তি: ইহাতে ব্যক্তির বা যৌথসংঘের স্থাবর সম্পত্তি যেমন জমি, বুঝায়। ইহা হস্তান্তর যোগ্য হইতে পারে কিন্তু স্থানান্তর যোগ্য নহে।

Chattels Mortgage—স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক: ইহাতে সেই সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ বুঝায় যাহা বিশেষ কোন ঋণ গ্রহণে বন্ধক রাখা হইয়াছে। এইরূপ বন্ধকে ঋণ শোধ না করিলে বন্ধকী সম্পদ ঋণদাতা অধিকার করিতে পারে।

Cheap Money—সুলভ মুদ্রা: এই শব্দটি দুইটি বিভিন্ন দিক হইতে বিবেচনা করা হয়—(১) সুদের হার (২) মূল্য স্তর।

সুদের হারের দিক হইতে বিবেচনা করিলে লক্ষ্য করা যায় যে যখন রাষ্ট্রের কোন কার্যের জন্য অর্থের প্রয়োজন এবং বাজারে প্রতিযোগিতা বজায় থাকিলে রাষ্ট্রকে ঋণ গ্রহণে চড়া হারে সুদ দিতে হয় তখন সরকার এমন নীতি অনুসরণ করে যাহার ফলে সুদের হার কমিয়া যায়। যদিচ রাষ্ট্রের বিশেষ কোন কার্য সাধনের জন্যই ঋণের উপর সুদের হার কমান হয় তথাপি এই নিম্ন সুদের হারের ফল বেসরকারী ঋণ গ্রহণকারীও ভোগ করিয়া থাকে। দেশ যুদ্ধে লিপ্ত হইলে বা দেশ বিরাট কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে, যুদ্ধ পরিচালন ও পরিকল্পনানুযায়ী কার্য করিতে যে-অর্থের প্রয়োজন, তাহা কখনই রাজস্ব হইতে সংকুলন হয় না বলিয়াই সরকার কম সুদে ঋণ গ্রহণ করার নীতি

গ্রহণ করে। একদিকে যেমন সুদের হার কমান হয়, অন্য দিকে তেমনি মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। এইরূপ সুলভ মুদ্রা নীতির ফলে ব্যাঙ্কের সুদের হারও কমিয়া যায় এবং ঋণ গ্রহণও সুলভ হয়। ১৯৪০ সাল হইতে ভারত সরকার এই সুলভ মুদ্রানীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত যুদ্ধ-কালীন খরচাদির প্রয়োজনে এবং যুদ্ধোত্তর স্বাধীন ভারতে উন্নয়ন পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করিতে সুলভ মুদ্রানীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ সুলভ মুদ্রায় বুঝায় দেশের মানমুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার হ্রাস। মূল্যবৃদ্ধি পাইলে মুদ্রার ক্রয়-ক্ষমতা কমিয়া যায়, অর্থাৎ যে পরিমাণ দ্রব্য বাজারে পাওয়া যায় তাহার তুলনায় চালু মুদ্রার পরিমাণ বাজারে অনেক বেশী থাকে। ক্রমশঃ মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে বলিয়া জনসাধারণের সঞ্চয় স্পৃহা কমিয়া এবং ব্যয় স্পৃহা বাড়িয়া যায় বলিয়াও এইরূপ অবস্থাকে সুলভ মুদ্রা অবস্থা বলা হয়।

Cheque—চেক: চেক্ কোন ব্যাঙ্ককে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বাহককে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করার নির্দেশ বা আদেশ পত্র। আদেশ কারীর (Drawer) হিসাবে যতক্ষণ অর্থ থাকিবে ততক্ষণ অর্থ প্রদানের আদেশ মত কাজ করিতে ব্যাঙ্ক বাধ্য থাকে।

চেক নানা প্রকারের হইতে পারে :—

(ক) বাহক চেক (Bearer Cheque)—এই প্রকার চেক ব্যাঙ্কে উপস্থাপিত করিলেই চেকে লিখিত অর্থ পাওয়া যায়।

(খ) আদিষ্ট চেক (Order Cheque)—এই প্রকার চেক কোন বিশেষ ব্যক্তিকে সনাক্ত করার পর অথবা তাহার আদিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে পরিশোধ করার ব্যাঙ্কের উপর নির্দেশ থাকে। এই প্রকার চেক প্রায়ই রেখাঙ্কিত (Crossed) থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে আদিষ্ট চেক কোন ব্যাঙ্কে জমা দিলে সেই ব্যাঙ্ক প্রদানকারী ব্যাঙ্কের নিকট হইতে চেকের অর্থ আদায় করিবে।

(গ) রেখাঙ্কিত চেক (Crossed Cheque)—এই প্রকার চেকের উপর দুইটি সমান্তরাল সরলরেখা টানিয়া উহার মধ্যবর্ত্তী স্থলে & Co. (এণ্ড কোং) লিখিয়া দিতে পারে আবার এণ্ড কোং না লিখিয়া মাত্র দুইটি সমান্তরাল সরলরেখা টানিয়া দিলেও তাহা রেখাঙ্কিত চেক হইল। এইরূপ চেকও কোন ব্যাঙ্কের নিকট পিছনসহি করিয়া জমা দিলে উক্ত ব্যাঙ্ক চেকে লিখিত অর্থ আদায় করিবে। চেক এইরূপ রেখাঙ্কিত করার উদ্দেশ্য জাল জুয়াচুরি বন্ধ

করা। প্রাপক বলিয়া যাহার নাম এইরূপ চেকে লিখিত থাকিবে সে ঐ চেক পিছন সহি করিয়া তাহার নিজস্ব ব্যাঙ্কে জমা দিবে। ব্যাঙ্ক তখন ঐ স্বাক্ষর প্রাপকের নিজস্ব বলিয়া প্রমাণ করে। ইহাতে যদি জালিয়াতি হয় অর্থাৎ প্রকৃত প্রাপককে অর্থ প্রদান না করিয়া অন্য কোন লোককে প্রদানকারী ব্যাঙ্ক অর্থ দেয় তাহা হইলে দায়িত্ব প্রদানকারী ব্যাঙ্কের নয়, দায়িত্ব থাকে আদায়কারী ব্যাঙ্কের। তবে যদি প্রাপকের কোন ব্যাঙ্কে নিজস্ব হিসাব না থাকে তাহা হইলে তাহার পরিচিত বিশেষতঃ—ঐ চেক যে তাহার নিজেরই সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ—কোন ব্যক্তির অনুকূলে পিছন সহি করিয়া দিলে শেষোক্ত ব্যক্তি তাহার ব্যাঙ্কে জমা দিয়া চেকের অর্থ আদায় করিয়া দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রধান দায়িত্ব তাহার যে ঐ পিছনসহি করা চেক গ্রহণ করিয়াছে।

(ঘ) হস্তান্তর অযোগ্য রেখাঙ্কিত চেক—দুই সমান্তরাল রেখার মধ্যবর্তী স্থলে Not Negotiable লেখা থাকিলে তাহার ফল এই যে হস্তান্তর কারীর বা পিছনসহিকারীর (Endorser) চেকে যে স্বত্ব আছে তাহার অতিরিক্ত স্বত্ব প্রদান করিতে পারে না। অর্থাৎ কোন লোক যদি এইরূপ একখানা চেক কুড়াইয়া পায় এবং সে যদি ঐ চেকখানা অপর কাহাকেও ঋণ পরিশোধ করার জন্য পিছন সহি করিয়া দেয় তাহা হইলে শেষোক্ত ব্যক্তির এই চেকে কোন স্বত্ব জন্মেনা। কারণ পিছন সহি কারীর নিজস্ব কোন স্বত্ব ইহাতে নাই। বাস্তবক্ষেত্রে এই প্রকার চেকে পিছনসহি খুবই বিরল।

(ঙ) প্রাপক হিসাব চেক (Account Payee Cheque) ইহাও এক প্রকার রেখাঙ্কিত চেক। সমান্তরাল রেখার মধ্যবর্তী স্থলে প্রাপক হিসাব (Account Payee বা A/C Payee) লেখা থাকিলে সেই রেখাঙ্কিত চেক ব্যাঙ্কে জমা দিলে চেকের লিখিত অর্থ কেবলমাত্র প্রাপকের হিসাবেই জমা দেওয়া হইবে। প্রাপক হিসাব চেক পিছনসহি করিলেও কোনরূপ হস্তান্তর হয় না। কারণ যে কেহই এই চেক জমা দিউক না কেন চেকে লিখিত প্রাপকের নামেই চেকে লিখিত অর্থ জমা হইবে।

(চ) সাদা চেক বা নিরঙ্ক চেক (Blank Cheque)—এই প্রকার চেকে চেক-প্রদানকারী মাত্র সহি করিয়া দেয়। চেকের মূল্য লিখিত থাকে না। প্রাপক তাহার ইচ্ছামত অঙ্ক বসাইতে পারে।

(ছ) বিশেষ রেখাঙ্কিত চেক (Specially Crossed Cheque)—এইরূপ বিশেষ রেখাঙ্কিত চেকে বিশেষ কোন ব্যক্তির অথবা কোন বিশেষ

ব্যাঙ্কের নাম ঐ সমান্তরাল রেখা দুইটির মধ্যবর্তীস্থলে লেখা থাকে। ইহার ফল এই যে, চেকে যে ব্যক্তির নাম লেখা থাকে তাহাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও চেকে লিখিত অর্থ দেওয়ার নির্দেশ নাই। আর যদি কোন ব্যাঙ্কের নাম লিখিত থাকে তাহা হইলে মাত্র সেই ব্যাঙ্কের সহিযুক্ত হইলেই অর্থাৎ সেই ব্যাঙ্ক যদি প্রাপককে সনাক্তকরণ করে তবেই চেকের লিখিত অর্থ প্রদান করা হইবে।

(জ) পরবর্তী তারিখ বিশিষ্ট চেক (Post-dated Cheque)—এই প্রকার চেকে যে তারিখ দেওয়া থাকিবে তাহার পূর্ব্বে সেই চেক ভাঙ্গান যায় না। ২৭।৮।৫৮ তারিখে একখানা চেক দেওয়া হইল, কিন্তু তাহাতে তারিখ দেওয়া হইল ১।১০।৫৮। ইহার ফল এই যে, ১।১০।৫৮ তারিখের পূর্ব্বে ব্যাঙ্ক হইতে এই চেকের অর্থ পাওয়া যাইবে না।

(ঝ) পূর্ববর্তী তারিখ বিশিষ্ট চেক (Ante-dated Cheque)—ইহা পরবর্তী তারিখ দেয় চেকের বিপরীত। এইরূপ চেকে যে তারিখ দেওয়া হয় তাহার পশ্চাতের বা আগের কোন তারিখ চেকে দেওয়া হয়। এই তারিখ যদি ৬ মাস আগের না হয় তাহা হইলে চেকের আদেশ বলবৎ থাকে।

(ঞ) নষ্ট চেক (Stale Cheque)—চেকে যে তারিখ দেওয়া হয় তাহার পর ৬ মাস উত্তীর্ণ হইলে সেই চেক নষ্ট চেক হয় অর্থাৎ ঐ চেক আর ভাঙ্গান বা হস্তান্তর করা যায় না।

Cheque Rate—চেক ক্রয় করিবার হার : ইহা কেবলমাত্র বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ে প্রচলিত। বৈদেশিক চেক বা দর্শনী হুণ্ডি যে মূল্যে ক্রয় করা হয় সেই মূল্য চেক ক্রয় করিবার মূল্য নির্দেশক বলিয়া উহাই চেক ক্রয় করিবার হার।

Child Labour—শিশু শ্রমিক : প্রায় প্রত্যেক দেশেই এক সর্বনিম্ন বয়স আইন করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয় যাহার কম বয়স্ক লোকদের বিশেষ বিশেষ শিল্পে নিয়োগ বেআইনী। আমাদের দেশে কয়লা খনিতে ১৯২২ সালে কারখানা আইন (সংশোধিত) অনুসারে ১২ বৎসরের কম বয়স্ক ব্যক্তিদের শিল্পে নিয়োগ বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

Choses in Action—আইনাধিকার সম্পদ : যে সকল দ্রব্য বা সম্পদ নিজের অধিকারে নাই কিন্তু আইন বলে অধিকার গ্রহণ করা যায় তাহাকে আইনাধিকার সম্পদ বলে। ইহার মধ্যে ঋণ, বন্ধক, বীমা অর্থের

উত্তর ভোগ ইত্যাদি আইসে। যে কোন দ্রব্যই কোনরূপ দলিল করিয়া হস্তান্তর করা যায় তাহাই ইহার অন্তর্গত। ইহাতে অধিকার পাইতে আইনের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়।

Choses in Possession—দখলঅধিকার সম্পদ ঃ যে সকল দ্রব্যে ব্যক্তির শুধু স্বার্থ বা স্বত্বই থাকে না, তাহার নিজ দখলেও থাকে তাহাই দখল অধিকার সম্পদ।

Chartisim ঃ এই শব্দটি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গ্রেট বৃটেনে একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের স্মারকলিপির নাম অনুসারে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। ইহা যদিও রাজনৈতিক আন্দোলন তথাপি ইহার কারণ ছিল অর্থ নৈতিক। অল্প মজুরী ও উচ্চ মূল্য এই দুই বিপরীত অবস্থা বর্ত্তমান থাকার জন্য গরীব ও শ্রমিক শ্রেণীর যে দুরবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল তাহার নিরাকরণই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। এই আন্দোলন যে-স্মারকলিপি দাখিল করিয়াছিল তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সর্ত্তগুলি—(১) পার্লামেন্টের বার্ষিক মিলন (২) সর্বজনীন ভোটাধিকার, (৩) গোপন ভোট গ্রহণ (৪) ভোট প্রদানকারী জনসংখ্যা সমান ভৌগোলিক সীমায় বিভাজন, (৫) ভোটাধিকার সম্পত্তি নিরপেক্ষ এবং (৬) পার্লামেন্টের সদস্যদের বেতন মঞ্জুর।

Circuity of Action—চক্র শেষ ঃ যখন কোন বিনিময় পত্র, চেক অথবা হুণ্ডি ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার বিনিময়পত্র বা হুণ্ডির প্রথম স্তরের দলভুক্ত কাহারও নামে পিছন সহি হইয়া আসে তখন তাহাকে চক্রশেষ কহে। ইহা ব্যাঙ্কে প্রচলিত শব্দ। ধরা যাউক—একখানা বিনিময় পত্রে A হুণ্ডি প্রেরক, (Drawer) B হুণ্ডি গ্রহীতা (Drawee অথবা Acceptor) A বিনিময়পত্র C এর নামে পিছন সহি করিয়া দিল, C আবার D এর নামে পিছন সহি করিল D, B এর নামে পিছন সহি করিল। এই ক্ষেত্রে চক্রের অর্থাৎ দেনার উৎপত্তি B এর বিনিময় পত্র গ্রহণে, আর Bই সর্বশেষ প্রাপক। এইরূপ ক্ষেত্রে A, C এবং D এই বিনিময় পত্রের সকল দায়িত্ব হইতে মুক্ত।

Cipher—গূঢ় লেখ ঃ তার যোগে সংবাদ বিনিময়ে কোন বিষয় গোপন বা অপ্রকাশ্য রাখিতে হইলে অনেক সময় এমন শব্দ বা হরফ ব্যবহার করা হয় যাহা সর্বসাধারণে বুঝিতে পারে না। এইরূপ সংকেত লিখনই গূঢ়-লেখ।

Circular Notes—গস্তী প্রত্যয় পত্র ঃ বিদেশে ভ্রমণরত লোকের পক্ষে নগদ অর্থ বহন করা যেমন বিপজ্জনক তেমনি একদেশের অর্থ অন্য

দেশের অর্থে পরিবর্ত্তন করাও সর্বদা সহজসাধ্য নহে। কাজেই ভ্রমণরত লোকেদের পক্ষে ব্যাঙ্কের হুণ্ডি ভাঙ্গাইয়া প্রয়োজনমত বিদেশে অর্থ সংগ্রহ করা বিশেষ সহজ ও লাভজনক। কোন ব্যাঙ্কে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা দিলে সেই ব্যাঙ্ক জমাকারীর (ভ্রমণকারী) নাম, ঠিকানা, কোন্ কোন্ দেশ ভ্রমণ করিতে পারে, ইত্যাদি লিখিয়া বিদেশস্থ কোন কোন ব্যাঙ্কের উপর ভ্রমণকারীকে তলব মাত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দেওয়ায় যে নির্দেশ দেয় তাহাই যাত্রীর ঋণ পত্র। ইহাকে গন্তী প্রত্যয় পত্রও কহে। ইহাকে যদিও যাত্রীর ঋণ পত্র বলা হয় তথাপি ইহার পিছনে আদেশকারী ব্যাঙ্ক জামানত থাকে।

Circulatin Capital Goods—অস্থায়ী মূলধনদ্রব্য : শিল্পে দ্রব্য উৎপাদনে যে সকল জিনিষ একবার ব্যবহার করিলে আর দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা যায় না তাহাই অস্থায়ী মূলধন দ্রব্য। কয়লা হইতে যে-শক্তি উৎপাদিত হয়, তাহাতে কয়লার ব্যবহার শক্তি উৎপাদনের সাথে সাথেই শেষ হইয়া যায়।

Circulating Medium—বিনিময়ের মাধ্যম : ব্যবসা বাণিজ্য বা দ্রব্য বিনিময় কখনই সর্বজন গ্রহণযোগ্য কোন দ্রব্যের অনুপস্থিতিতে হইতে পারেনা। সেই জন্যই মুদ্রার আবিষ্কার। তবে ব্যবসা বাণিজ্য স্ফীতিলাভ করার সঙ্গে এবং ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা উন্নততর হওয়ার ফলে নগদমুদ্রার পরিবর্ত্তে ঋণপত্র বা বিনিময় পত্রের প্রচলন হইয়াছে। সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্য বা দ্রব্য বিনিময়ে ঋণ গ্রহণ ও ঋণ পরিশোধ যে সকলের মাধ্যমে হয় তাহাই বিনিময়ের মাধ্যম। চেক, বিনিময় পত্র, প্রত্যয় পত্র, নগদ মুদ্রা, ইত্যাদি সকলই ইহার অন্তর্গত।

Circulating Asset—চলৎ সম্পদ : যে সকল সম্পদকে ব্যবসাদার যে কোন সময়ে নগদ অর্থে পরিবর্ত্তন করিতে পারে তাহাই চলৎসম্পদ যেমন বিক্রয় উপযোগ্য দ্রব্য, দেনাদারের নিকট হইতে প্রাপ্য অর্থ ইত্যাদি।

Circulation of Bank—চলতি ব্যাঙ্ক নোট : যে সকল ব্যাঙ্কের নোট সর্বজনগ্রাহ্য, ঐ সকল ব্যাঙ্কের যে নোট বাজারে চালু আছে তাহাই চলতি ব্যাঙ্ক নোট।

Class Meeting—শ্রেণী সভা : কোন যৌথ সংঘের বিশেষ এক প্রকার শেয়ার মালিকগণ যখন বিশেষ এক প্রকার শেয়ারের স্বার্থ রক্ষার অথবা স্বার্থের ক্ষতি স্বীকারের রাজীনামা তৈয়ার করার উদ্দেশ্যে সভায় মিলিত হয় তাহাকে শ্রেণীসভা কহে।

Classical School—প্রাচীন পন্থী: ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লব আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পরে যে সম্প্রদায়ের অর্থনীতিবিদ অর্থনীতির তত্ত্ব নিরূপণে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এই সম্প্রদায়ের প্রধান আদাম স্মিথ Adam Smith। আদাম স্মিথের (Adam Smith-এর) অনুগামীগণ যাঁহারা তাঁহার তত্ত্বগুলি মানিয়া নিয়াছেন তাহাদেরও প্রাচীন পন্থী বলা হয়। অনুবর্ত্তীগণের মধ্যে Mill, Ricardo, Say এর নাম উল্লেখযোগ্য। ইহারা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। ইঁহাদের মতে অর্থনৈতিক উন্নতির মূলে রহিয়াছে ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত সম্পদ অধিকার ও ভোগের স্পৃহা ও ন্যায্যাধিকার। তাহাতে শুধু ব্যক্তিরই উপকার হয় না, ব্যষ্টি বা সমষ্টিগতভাবে সমাজেরও উন্নতি হয়। ইহারা ঠিক নৈরাষ্ট্রবাদ প্রচার করেন নাই তবে ইঁহাদের মতে অর্থনৈতিকক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কার্য্যাবলী যত বেশী সীমাবদ্ধ হয় ততই মঙ্গল। অর্থাৎ যাহাতে অর্থনৈতিকক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্ষুন্ন না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রাষ্ট্রের কার্য্যের পরিধি স্থির করা উচিত। ইঁহাদের মতে বস্তুতত্ত্বের মতই অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলির স্বতঃসিদ্ধেরমত সবক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। ইঁহারা অর্থনৈতিক তত্ত্ব নিরূপণে অবরোহ (Deductive) নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, সমাজের ক্ষেত্রেও তাহাই প্রযোজ্য। ইঁহাদের মতবাদে যে উদারতা দেখা যায় সেই জন্য তাহাদের উদারনৈতিক অর্থনৈতিকও কহে। (Economic Liberalism, Individualist School দ্রষ্টব্য ।)

Classified Tax—শ্রেণীমাফিক কর: এই প্রকার কর নীতিতে সকল সম্পদকে ইহার প্রয়োগ অনুসারে ভাগ করা হয় এবং বিভিন্ন প্রকার সম্পদের উপর ভিন্ন ভিন্ন হারে কর আরোপ করা হয়। আবার হয়ত কোন বিশেষ প্রকার সম্পদকে করের হাত হইতে রেহাই দেওয়াও হয়।

(Sales Tax—Cannot be made a classified tax—Higher in Case of luxury goods lower in case of necessaries ?)

Class Price—শ্রেণী মাফিক মূল্য: কোন বিশেষ শ্রেণীর লোক যদি উচ্চ মূল্যে কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং মূল্য যদি তাহার সামাজিক স্তরের উপর ভিত্তি করিয়া দাবী করা হয় তবে সেই মূল্যকে শ্রেণীমাফিক মূল্য কহে। একই দ্রব্য হয়ত অন্যত্র কম মূল্যে ক্রয় করা যাইতে পারে।

Class Struggle—শ্রেণী বিরোধ : মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের মূলকথা শ্রেণী বিরোধ। দুইটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—Haves (সম্পদশালী) Havenots সম্পদহীন (নিঃস্ব) অথবা Capitalist (ধনিক শ্রেণী) ও Proletariat (মজুর শ্রেণী)। এইরূপ সমাজতন্ত্রের মূল কথা যে ধনিক ও মজুর শ্রেণীর বিরোধ বা সংঘাত চলিতে চলিতে শেষ পর্যন্ত ধনিক শ্রেণী নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। যতদিন ধনিক শ্রেণী নিশ্চিহ্ন না হইবে ততদিনই এই বিরোধ চলিবে। এই প্রকার সমাজতন্ত্রে শুধু শ্রেণীহীন সমাজই গঠিত হইবে না। রাষ্ট্রহীন সমাজেরও উদ্ভব হইবে।

Clean—নির্দোষ : জাহাজে মাল পাঠায় যে বহনপত্র (Bill of Lading) ও জাহাজী মালের রসিদ (Mate's Receipt) ইত্যাদি দলিলাদিতে মাল প্রেরকের স্বার্থের ক্ষতি হইতে পারে এরূপ কিছু লেখা না থাকিলে ঐ বহন পত্রকে নির্দোষ বলা হয়। ইহাতে মালের কোনরূপ দোষ নাই তাহাই প্রমাণ হয়। কিন্তু যদি যানবহন পত্রে এরূপ কিছু লেখা থাকে যাহাতে মাল নির্দোষ অবস্থায় পাঠান হয় নাই ইহা প্রমাণ হয় তবে তাহাকে (Foul বা Dirty) দুষ্ট কহে। ইহাতে মাল প্রেরণকারীর স্বার্থের হানি হইতে পারে।

Clean Bill—দলিল বিযুক্ত বিল, নির্দোষ বিল : যে সকল বিনিময়ের পত্রের সহিত অন্য কোন দলিলাদি যুক্ত থাকে না তাহাকে দলিল বিযুক্ত বিল কহে। ইহা ভাঙ্গাইবার বাট্টার হার সদলিল বিলের চেয়ে বেশী। সদলিল বিলে প্রায়ই দাতা এবং গৃহীতা ব্যতীত তৃতীয় ব্যক্তির জামানত থাকে।

Clean Credit—দলিল বিযুক্ত ঋণ : ব্যাঙ্ক যখন ইহার মক্কেলকে জাহাজে মাল প্রেরণের বা বহনপত্র, বা কোনরূপ দলিলাদি সংযোগ না করিয়া উহার বিনিময়পত্র বা হুণ্ডি প্রেরণ করিতে অধিকার দেয়, তখন তাহাকে দলিল বিযুক্ত ঋণ কহে। ব্যাঙ্ক সেই হুণ্ডি গ্রহণ করিলে মক্কেল ঐ হুণ্ডি ভাঙ্গাইয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। অর্থাৎ নিজ তহবিল হইতে ধার না দিয়া ব্যাঙ্ক ধার শোধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহা ঋণের সমান। এই প্রকার ঋণে ব্যাঙ্ক অনেক সময়ে ঋণের সমপরিমাণ অর্থ জমা দিতে বলিতে পারে তবে তাহা বৈদেশিক বাণিজ্যের বেলাতেই হয়।

Clear a Bill—হুণ্ডি বিক্রয় : হুণ্ডির পরিবর্তে অর্থ সংগ্রহ করাকে হুণ্ডি বিক্রয় বলে।

Clear days—অদ্যন্ত দিনবাদ : কোন কিছুর আরম্ভের ও শেষ হওয়ার দিন বাদ দিয়া মধ্যবর্ত্তী যে দিনগুলি থাকে, তাহাকে অদ্যন্ত দিনবাদ বলে।

Clearance Certificate—নিকাশ পত্র : বিদেশে গমনোদ্যত ও বিদেশ হইতে আগত জাহাজের অধ্যক্ষ সকল নিয়মাবলী পালন করিয়াছে উল্লেখ করিয়া শুল্ক অফিস বা বন্দর অধিকর্ত্তা যে প্রমাণ পত্র দেয় তাহাকে নিকাশ পত্র বলে।

Clearance Inwards—অন্তঃ নিকাশ পত্র : পণ্য বহনকারী জাহাজ বিদেশী পণ্য লইয়া বন্দরে পৌছিয়া সকল পণ্য খালাস করার পর শুল্কাধিকরণ জাহাজের সকল রন্ধ্রাদি তল্লাস করিয়া উহার সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ যে স্বাক্ষরিত পত্র দেয় তাহাকে অন্তঃ নিকাশ পত্র কহে। জাহাজে কোন শুল্কাধীন পণ্য থাকিলে তাহা সিলমোহর করিয়া রাখে এবং তাহারও উল্লেখ ঐ প্রমাণপত্রে করা হয়।

Clearance Outwards—বহিঃ নিকাশ পত্র ; জাহাজের ছাড়পত্র : জাহাজ বিদেশে যাত্রা করার পূর্ব্বে জাহাজের অধ্যক্ষকে শুল্ক অফিসে উপস্থিত হইয়া ঘোষণা পত্রে সহি করার পর শুল্ক অফিস যে ছাড় পত্র দেয় তাহাকে বহিঃনিকাশপত্র বলে। অধ্যক্ষের ঘোষণা পত্রে জাহাজের বিবরণ, পণ্যের বিবরণ, কোনরূপ বেআইনী বা নিষিদ্ধ পণ্য বহন করা হইতেছে না, ইত্যাদি বিষয় লেখা থাকে। আর শুল্কাধীন দ্রব্য জাহাজে থাকিলে তাহা যে যাত্রা পথে ব্যবহারের জন্য মাত্র, উহা বিবৃত করিয়া শুল্কাধিকরণ তখন ছাড়পত্র বা নিকাশপত্র দেয়।

Clearing Bank—চেক নিকাশী ঘর বা ব্যাঙ্ক : এই সকল ব্যাঙ্কের মাধ্যমে এক ব্যাঙ্ক হইতে অন্য ব্যাঙ্কে অর্থ প্রদান হয়। ইহাতে নগদান হস্তান্তরের পরিমাণ অনেক কমিয়া যায়। যে সকল ব্যাঙ্ক চেক নিকাশী ব্যবসা করে সেই সকল ব্যাঙ্কে উহার সদস্যগণ দৈনিক উহাদের দেয় চেক ও উহাদের প্রাপ্য চেক জমা দেয়। চেক জমা দিলে খরচ বা দেয় অর্থ ও জমা বা প্রাপ্য অর্থের অন্তর মাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর চেক কাটিয়া পরিশোধ করা হয়।

Clearing Agreement—নিকাশী চুক্তি : নিকাশী চুক্তিতে নিজ নিজ মুদ্রার নির্দিষ্ট মূল্য ধরিয়া দুই দেশের মধ্যে দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় হয়। ক্রেতা তাহার নিজ দেশে প্রচলিত মুদ্রায়ই ক্রয় মূল্য শোধ করিবে। এবং ঐ মুদ্রা সে

তাহার দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা দিবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নির্দিষ্ট সময় অন্তে বিক্রেতাকে তাহার দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ক্রয় মূল্য দুই দেশের মধ্যে পূর্ব স্থিরীকৃত মুদ্রা বিনিময় হারে শোধ করিবে। এই প্রকার নিকাশী চুক্তি ব্যবসায়ে দেশীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির সম্মতি দরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কও এই চুক্তিতে দলভুক্ত থাকে।

Clearing House – নিকাশী ঘর: (Clearing Bank দ্রষ্টব্য)। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ইহা আরেকটি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা New York Stock Exchange এর সহিত সম্পর্কিত একটি প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঐ ষ্টক বাজারে যে সকল শেয়ার কেনা-বেচা হয় তাহা বিলি করা হয়।

Clearing House Agent—চেক নিকাশী ঘরের প্রতিনিধি বা অভিকর্ত্তা: চেক নিকাশী ঘরের বা ব্যাঙ্কের কোন সদস্য, ঐ ঘরের সদস্য নহে এরূপ কোন ব্যাঙ্কের চেক নিকাশী ঘরের মাধ্যমে ভাঙ্গাইবার জন্য গ্রহণ করিলে সেইরূপ ব্যাঙ্ককে চেক নিকাশী অভিকর্ত্তা কহে।

Clearings—নিকাশী দ্রব্য: যে সকল চেক, হুণ্ডি বা বিনিময় পত্রাদি চেক নিকাশী ঘরের মাধ্যমে ভাঙ্গাইতে হয়; সেই সকল চেক হুণ্ডি ইত্যাদিকে নিকাশী দ্রব্য বলা হয়।

Clients—মক্কেল: উকিল, কৌসুলী বা পেশাদারী বুদ্ধি দ্বারা সাহায্য করিতে যখন কোন ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি কার্য্যে নিয়োগ করে তাহাকে মক্কেল কহে। ব্যবসাক্ষেত্রে যাহাদের সহিত ব্যবসায় সম্পর্ক আছে বিশেষতঃ ক্রেতা তাহাকেই মক্কেল কহে।

Clog on Redemption– অপরিশোধনীয়, পরিশোধে বাধা: বন্ধকী পাট্টা বা তমসুকে বা রেহাননামায় যদি এমন কোনরূপ সর্ত থাকে যাহার ফলে বন্ধকদাতা যে কোন মুহূর্ত্তে সমস্ত ঋণ শোধ করিয়া বন্ধকী সম্পত্তি দায়মুক্ত করার অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়, তখন তাহাকে অপরিশোধনীয় কহে।

Closed Corporation—অবরুদ্ধ যৌথ সংঘ: যে যৌথ সংঘের শেয়ার বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হয় না, যাহার মালিকানা স্বত্ব থাকে অপেক্ষাকৃত কম লোকের হাতে, তাহাই অবরুদ্ধ যৌথ সংঘ।

Closed Mortgage—অবরুদ্ধ বন্ধক; অবরুদ্ধ রেহননামা:

কোন বন্ধকপত্র বা রেহননামা যদি নির্দ্দিষ্ট ঋণের পরোক্ষ জামানত হিসাবে ব্যবহার করা হয় তবে সেই রেহননামাকে অবরুদ্ধ রেহননামা কহে। এইরূপ রেহননামা জামানত রাখিয়া ঋণের পরিমাণ বাড়ান যায় না।

Closed Shop—অবরুদ্ধ পণ্যশালা : যে সকল পণ্যশালায় অর্থাৎ দোকানে নিজস্ব শ্রমিক সংঘের সদস্য ব্যতীত অপর কাহাকেও কার্য্যে নিযুক্ত করা হয় না তাহাকে অবরুদ্ধ পণ্যশালা কহে।

Closed Union—অবরুদ্ধ শ্রমিক সংঘ : যে সকল শ্রমিক সংঘে নূতন কোন সভ্য গ্রহণ করা হয় না অথবা এমন সব নিয়ম থাকে যাহাতে নূতন সভ্য হিসাবে সংঘে যোগদান করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয় সেই সকল শ্রমিক সংঘকে অবরুদ্ধ শ্রমিক সংঘ বলে।

Closed Price—সীমাবদ্ধ মূল্য : শেয়ার বাজারের ব্যবসায়ী কোন বিশেষ শেয়ারের ক্রয়মূল্য যাহাতে সে ক্রয় করিতে রাজী এবং বিক্রয়মূল্য যে মূল্যে সে বিক্রয় করিতে রাজী থাকে—এই দুই মূল্যই কখন উহাকে সীমাবদ্ধ মূল্য কহে। যখন ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের ব্যবধান খুবই কম তখনই ঐরূপ মূল্যকে সীমাবদ্ধ মূল্য কহে।

Closed Economy—অবরুদ্ধ অর্থনীতি : যে সকল দেশের সহিত বহির্দেশের কোনরূপ বাণিজ্যিক বা অর্থনৈতিক সম্বন্ধ থাকে না সেই সকল দেশের অর্থনীতিকে অবরুদ্ধ অর্থনীতি কহে।

Clock Card—আগম-নিগম পত্র : সকল শ্রমিক কারখানায় আগমন ও কারখানা হইতে প্রস্থানের সময় যে কাগজে লিপিবদ্ধ করে অথবা কোন দ্রব্য উৎপাদনে কত সময় লাগিয়াছে তাহা পরীক্ষা করার জন্য আরম্ভ ও সমাপ্তি সময় যে কাগজে অভিলেখ করে তাহাকে আগম-নিগম পত্র কহে।

Closing Prices—দিবস শেষের দাম বা মূল্য : শেয়ার বা ষ্টকের দিবসশেষের মূল্য প্রকাশ করা হয়। দিবস শেষের মূল্য বলিতে পূর্ববর্তী দিবসে সরকারীভাবে শেয়ারের মূল্য ঘোষিত হওয়ার পর যে মূল্যে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছিল সেই মূল্যকে বুঝায়।

Co-insurance—সহবীমা : অগ্নি-বীমাপত্রে যদি এমন কোন সর্ত্ত জুড়িয়া দেওয়া হয় যাহাতে বীমা গ্রহীতার অগ্নিকাণ্ডে কোন ক্ষতি হইলে বীমাকারী ক্ষতির শতকরা মাত্র কিছু অংশ শোধ করিবে তবে সেইরূপ চুক্তিকে

সহবীমা কহে। ইহার ফলে বীমাকারীর ক্ষতিপূরণের দায়িত্বও সীমাবদ্ধ হয়। অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ জুড়িয়া দেওয়া বাধ্যতামূলক।

Collateral—পরোক্ষ জামানত: সম্পত্তি অথবা সম্পত্তির মালিকানা স্বত্বের প্রমাণপত্র বা দলিল ঋণ শোধ করার প্রত্যাভূতি হিসাবে ঋণদাতার নিকট জমা রাখিলে ঐরূপ জামানতকে পরোক্ষ জামানত কহে। অন্য কোন উপায়ে ঋণ আদায় করিতে না পারিলে এই প্রতিভূতি বিক্রয় করিয়া ঋণ আদায় করা হয়।

Coal and Wagons (C. V. W.)—কয়লা ও ঢোলাই খরচা: অন্তর্বাণিজ্যে কয়লা ব্যবসায় কয়লার মূল্য ও ঢোলাই খরচা সমেত কয়লার যে মূল্য ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে স্থির হয় সেই মূল্যকে বুঝায়।

Coasters—উপকূল জাহাজ: যে সমস্ত জাহাজ দেশের মধ্যে এক বন্দর হইতে অন্য এক বন্দরে পণ্য বহন করে সেই সকল জাহাজকে উপকূল জাহাজ বলে। ইহারা কখনও উপকূল ভাগ ছাড়িয়া গভীর সমুদ্রে যায় না অথবা কখনও বিদেশে মাল বহন করে না। ইহাদের কার্য্য দেশাভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ। High Seas দ্রষ্টব্য।

Coast Guards—উপকূল চৌকি, উপকূল পরিচর: দেশের বাহিরে বেআইনীভাবে কোন দ্রব্য চালান না হয় বা বিদেশ হইতে দেশের ভিতর কোন দ্রব্য বেআইনী আমদানী না হয় তাহা চৌকি দেওয়ার জন্য উপকূলভাগে নিযুক্ত লোককে উপকূল চৌকি বা পরিচর কহে।

Code word—সংকেত লিখন: গোপনতা অবলম্বন করার জন্য অর্থাৎ তারবার্ত্তা অপ্রকাশ্য রাখিবার আবশ্যক হইলে এবং তারের ব্যয় বাঁচাইবার জন্য অনেক সময় যে সংবাদ তারযোগে প্রেরণ করিতে হইবে তাহা না লিখিয়া এক একটি বাক্য ও শব্দসমষ্টির পরিবর্ত্তে এক একটি সংকেত ব্যবহার করা হয়। এই প্রকার সংবাদ আদান-প্রদানে যে সংকেত ব্যবহার করা হয় তাহাকে সংকেত লিখন কহে। সংকেত লিখনের যে সকল প্রথা প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে Bentleys, A. B. C. Marcony ইত্যাদিই প্রধান। বড় বড় বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানের অনেক সময়ে নিজেদের সংকেত লিখনও থাকে।

Codicil—উইলের ক্রোড়পত্র: ভুল সংশোধন; উইলের কোন অংশ পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিয়া যে পরিপূরক অংশ উইলে যোজনা করা হয় তাহাকে উইলের ক্রোড়পত্র কহে।

Coin—ধাতুমুদ্রা : বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে যাহা ব্যবহার করা হয়। তবে এই সকল বিনিময় মাধ্যমে ধাতব পদার্থের উপর মূল্য অঙ্কিত থাকে।

Collated Telegram—পুনরাবৃত্ত তারবার্ত্তা : একই সংবাদ যদি যাত্রা পথে প্রত্যেক আড্ডা বা ঘাটি (ষ্টেশন) হইতেই একবার তারযোগে প্রেরণ করা হয় তবে সেইরূপ তারবার্ত্তাকে পুনরাবৃত্ত তারবার্ত্তা বলে।

Collective Bargaining—যৌথ সওদা : সকল শিল্প প্রধান দেশেই শিল্প শ্রমিকের কতকগুলি ন্যায্য অধিকার মানিয়া নিয়া আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। যৌথ সওদা (Collective Bargaining) এর অধিকার দিলে মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের উন্নতির হইবে বলিয়াই শ্রমিক নেতা ও রাজনৈতিক নেতাগণ মনে করেন। এই উপায়ে শ্রমিক সংঘের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শিল্পপতিগণের সহিত আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়া আপোষ মিমাংসায় শ্রমিকের মজুরীর হার, চাকুরীর অবস্থা উন্নয়ন, চাকুরীর সময় স্থিরীকরণ, শ্রমিকের নানাবিধ সুযোগ সুবিধা, আদায় করার ন্যায্য অধিকার আছে। শ্রম প্রতিনিধি শিল্প মালিকের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া যাহা স্থির করিবে শ্রমিক সংঘের সকল সদস্যকেই উহা মানিয়া নিতে হয়। যৌথ সওদা এর (Collective Bargaining) মূল উদ্দেশ্য হইল আপোষ মীমাংসায় শিল্প বিরোধ মিটান এবং শিল্প বিরোধের অবসান ঘটান।

Collective Ownership—যৌথ মালিকানা স্বত্ব : কোন সম্পদের মালিকানা স্বত্ব যখন জনসাধারণের বলিয়া স্বীকার করিয়া নেওয়া হয়, অথবা বহু লোক যৌথভাবে কোন সম্পদের মালিক হইলে সেই রূপ মালিকানা স্বত্বকে যৌথ মালিকানা কহে। ইহাতে ব্যক্তি বিশেষের কত অংশ তাহা স্থিরীকৃত থাকেনা অথবা কেহ সেই সম্পদ অংশ ভাগ করিয়া লওয়ার জন্য কোনরূপ প্রচেষ্টা পায় না। জাতীয় সম্পদকেই প্রকৃতপক্ষে যৌথ সম্পদ বলা হয়। যেমন নগরোদ্যান, রাস্তা ঘাট ইত্যাদি।

Collectivism—সমষ্টিবাদ : ইহা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমাজতন্ত্রের সমার্থবোধক। জাতীয় সম্পদ, উৎপাদনের উপাদান, বিতরণ এবং বিনিময় সকলই সমষ্টিগতভাবে অধিকৃত বলিয়া ধরিয়া নিলেই তাহাকে সমষ্টিবাদ বলে। অর্থাৎ এই নীতির অনুসরণকারীদের মতে উপাদান, বিতরণ, বিনিময় সকলই থাকিবে রাষ্ট্রায়ত্ব। কারণ রাষ্ট্রের অপর নাম জনসমষ্টি। ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সামগ্রিক সামাজিক উন্নতির জন্য সরকার পরিকল্পনা

গ্রহণ করিয়া কঠোর হস্তে সেই পরিকল্পনা কার্য্যকরী ও ফলপ্রসূ করাই, এই মতবাদ প্রচার করে। আবশ্যক বোধে অর্থনৈতিক ব্যক্তি সাতন্ত্র্য নষ্ট করিয়াও সমষ্টিবাদে বিশ্বাসী অর্থনীতি ও রাজনীতি বিশারদগণের মতে রাষ্ট্রের সামাজিক উন্নতি বিধান করাই কর্তব্য।

Collective Payments by results—যৌথ মজুরী : কোন শিল্পে শ্রমিকদের যখন কতিপয় দলে ভাগ করিয়া তাহাদের কার্য নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হয় তখন বিভিন্ন দলকে যৌথ ভাবে উহার উৎপাদনের পরিমাণ অনুযায়ী মজুরী দেওয়া হয়। দলে যে কয়জন শ্রমিক থাকে তাহারা পূর্ব-নির্ধারিত হারে মজুরী বণ্টন করিয়া নেয়। ইহাতে বিভিন্ন দলের কর্ম দক্ষতা পরিমাপ করার সুযোগ থাকে। ব্যক্তিগত দক্ষতার স্থলে সমষ্টিগত দক্ষতা পরিমাপ করিতে হইলে এই নিয়মে মজুরী দেওয়া হয়, আবার যখন কোন কার্য সম্পাদন একক শ্রমিকের দ্বারা সম্ভবপর নয় তখনও এই নিয়ম গ্রহণ করা হয়।

Combination—একত্রীকরণ : ব্যবসা সংগঠনে পৃথক্ পৃথক্ শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সাময়িকভাবে বা চিরস্থায়ীভাবে একত্রীকরণ হইলে তাহাকে একত্রীকরণ কহে। একত্রীকরণের ফলে শিল্পের বা ব্যবসায়ের স্বাতন্ত্র্য লোপ পাইতে পারে অথবা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া এক সাধারণ নীতিও অনুসরণ করিতে পারে। যে সকল উদ্দেশ্য নিয়া একত্রীকরণ হয় তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বন্ধ করা বা একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করা, বহুল উৎপাদনের সুযোগ গ্রহণ, কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন ব্যয় সঙ্কোচ, অথবা প্রচুর মূলধন সংগ্রহ করাই উল্লেখযোগ্য। এইরূপ একত্রীকরণের যেমন সুফল আছে তেমনি কতকগুলি কুফলও দেখা যায়। একত্রীকরণের ফলে যদি প্রতিযোগিতা বন্ধ করিয়া একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং তাহার ফলে যদি মূল্য বৃদ্ধি ও উৎপাদন হ্রাস করা হয় তবে তাহা অর্থনৈতিক দিক দিয়া সমর্থনযোগ্য নয় বলিয়া সেইরূপ একত্রীকরণকে ব্যবসায় নিরোধ একত্রীকরণ (Combination in restraint of Trade) কহে। ব্যবসা-নিরোধ একত্রীকরণ প্রায় সকল দেশেই বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। Horizontal combination, Vertical combination ও Sherman Anti-Trust Act দ্রষ্টব্য।

Commendite, Societe en—ইহা একটি ফরাসী শব্দ। ইহা এক প্রকার অংশীদারী ব্যবসায়ের অংশীদার। এই প্রকার অংশীদার ব্যবসায়ের

ব্যবস্থাপনায় কোনরূপ অংশ গ্রহণ করে না বলিয়া তাহাদের নিষ্ক্রিয় অংশীদার বলে (Sleeping partner)। এই প্রকার অংশীদারদের কোন লভ্যাংশ দেওয়া হয় না। তাহারা লোকসানের ভাগী নয়। যে যে পরিমাণ মূলধন সরবরাহ করিয়াছে সে সেই অনুপাতে লোকসান বহন করিয়া থাকে।

Commerce—বাণিজ্য : যে কোনও প্রকার পণ্য ক্রয়-বিক্রয়কে বাণিজ্য কহে। ইহা দেশের মধ্যেও সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে অথবা আন্তর্জাতিকও হইতে পারে। দেশের মধ্যে বাণিজ্য সীমাবদ্ধ থাকিলে উহাকে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য কহে আর আন্তর্জাতিক হইলে তাহাকে বহির্দেশীয় বাণিজ্য কহে।

Commercial Bank—বাণিজ্য ব্যাঙ্ক : স্বল্প-মেয়াদী আমানত বা জমা গ্রহণ করা এবং স্বল্প-মেয়াদী ঋণ প্রদানই এই প্রকার বাণিজ্য ব্যাঙ্কের মুখ্য কাজ। তবে এতদ্ব্যতীতও ইহারা বিনিময় পত্রে পিছন সহি করে, মক্কেলদের সাহায্যার্থে এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় অর্থ প্রেরণের ব্যবস্থা করে, মক্কেলের পক্ষে অর্থ আদায় করে; মক্কেলের মূল্যবান সম্পদ গচ্ছিত রাখে—এই সকল নানাপ্রকার কার্য দ্বারা উহারা মক্কেলদের অর্থ আদান-প্রদানে সাহায্য করে।

Commercial Credit—বাণিজ্য ঋণ : ব্যাঙ্ক যে স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেয় তাহাকে বাণিজ্য-ঋণ কহে। তবে বাণিজ্য-ঋণ বলিতে প্রধানতঃ ব্যাঙ্কের স্বীকৃতি-পত্রকেই বুঝায়। এই স্বীকৃতি-পত্র দ্বারা ব্যাঙ্ক তাহার মক্কেলদের হইয়া কোন বিনিময়-পত্র গ্রহণ করে বা পিছন সহি করে। আবার কোন বিনিময়-পত্রের কোটা দেখে ঋণ প্রদান করে তাহাকেও বাণিজ্য-ঋণ কহে। স্থূল স্বল্পমেয়াদী ঋণ দ্রব্য ক্রয়ে সাহায্য করার জন্য দেওয়া হইলেই তাহাকে বাণিজ্য-ঋণ কহে।

Commercial Crisis—বাণিজ্য সংকট : ব্যবসা বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যখন ব্যবসায়ীদের মনে সন্দেহ বা অবিশ্বাস জন্মে তখনই দেখা দেয় বাণিজ্যে সংকট। এই সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের মূল কারণ বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অকৃতকার্যতা। বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অকৃতকার্যতার ফল দাঁড়ায় যে ব্যাঙ্কগুলি ঋণের সুযোগ সংকোচ করে, শেয়ার বাজারে শেয়ার বিক্রয়ে প্রবল প্রতিযোগিতায় শেয়ারের প্রাচুর্য ঘটে—এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইলে ব্যবসায়ীদের মনে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের আর্থিক স্বচ্ছলতায় সন্দেহ উপস্থিত হয়। এইরূপে বাজারে ঋণ গ্রহণে এবং বাণিজ্য প্রসারে যে অসুবিধার

সৃষ্টি হয় তাহাই প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্য সংকট। এই সংকটের ফলেই ব্যবসায় মন্দাভাব আসে।

Commercial Paper—বাণিজ্য কাগজঃ ইহাতে স্বল্পমেয়াদী বিনিময়-পত্র, প্রত্যর্থ-পত্র ইত্যাদি বুঝায়। অর্থাৎ বাণিজ্য প্রসারের উদ্দেশ্যে যে স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রদান করিয়া যে সকল কাগজাদি দেওয়া হয় তাহাই বাণিজ্য কাগজ। ইহাতে নির্দিষ্ট সময় অন্তে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করার অঙ্গীকার বা আদেশ থাকে।

Commercial Policy—বাণিজ্য নীতিঃ দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য সরকারী নীতিকে বাণিজ্যনীতি বলে। বৈদেশিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ পণ্য পরিবহন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ বা প্রসার করার উদ্দেশ্যে সরকার যে সকল নিয়মাদি প্রণয়ন করে, তাহাই বাণিজ্যনীতি। ইহাতে দেশের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশে যে সংবাদ আদানপ্রদানের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় তাহাও পড়ে।

Commercial Treaty—বাণিজ্যিক চুক্তিঃ বৈদেশিক বাণিজ্যে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য বিষয়ক যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাহাকে বাণিজ্যিক চুক্তি বলে। এইরূপ চুক্তির বলে এক রাষ্ট্রের নাগরিক অন্য রাষ্ট্রে ব্যবসা বাণিজ্য করিতে পারে। কাজেই এইরূপ চুক্তি ত্রিদলীয়, ব্যবসায়ী নিজে—যে রাষ্ট্রের সে নাগরিক সেই রাষ্ট্রের সরকার এবং যে রাষ্ট্রে সে ব্যবসা করিতে ইচ্ছুক সেই রাষ্ট্রের সরকার। এইরূপ চুক্তিতে শুল্ক ব্যাপারে কি কি সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাইবে, কি কি সর্তে বিদেশে সম্পত্তি অধিকার করিতে পারিবে, কি উপায়ে অর্থ প্রেরণ করা হইবে, কি ভাবে দেনা পাওনা শোধ করা হইবে ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে লিখিত থাকে।

Commission—দস্তুরি ; কমিশনঃ (১) অন্যের পক্ষে কোন বাণিজ্যিক আদান প্রদান বা সংযোগ ঘটাইলে যে মাশুল দিতে হয় তাহাই দস্তুরি। দস্তুরি লেনদেনের মূল্যের শতকরা হারে নির্দ্ধারিত হয়।

(২) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টিকেই বুঝায়। ইহাদের কাজ যে উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে সেই সম্বন্ধে তাহাদের মতামত প্রকাশ করা। অথবা প্রয়োজনমত কোন বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করিতে সুপারিশ করা।

Commission Agent—দস্তুরি অভিকর্তাঃ যে ব্যক্তি দস্তুরির

চুক্তিতে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কোন সংযোগ হিসাবে কাজ করে সে-ই দস্তুরি অভিকর্তা। সে শুধু ক্রেতার বা বিক্রেতার একের পক্ষে কাজ করিতে অথবা উভয়ের পক্ষেই কাজ করিতে পারে। উভয়ের পক্ষেই কাজ করিলে ক্রেতা ও বিক্রেতার উভয়ের নিকট হইতেই সে দস্তুরি পায়।

কোন ক্রেতা যখন দস্তুরি অভিকর্তা নিয়োগ করে তখন অভিকর্তার কর্তব্য, ক্রেতার জন্য তাহার নির্দেশমত মাল যত কম মূল্যে সম্ভব সংগ্রহ করা। সে যদিও ক্রেতার নির্দেশমত তাহার অভিকর্তা হিসাবে কাজ করে তথাপি বিদেশীদের সহিত বিক্রয়ের চুক্তি করিয়া সে নিজের নামেই বিক্রেতার সহিত লেনদেন করিতে পারে।

Commission on Placing Shares—শেয়ার বিক্রয়ের দস্তুরি : কোন যৌথ সংঘের শেয়ার ক্রয়েচ্ছুক লোক সংগ্রহ করার জন্য যে দস্তুরি দেওয়া হয় তাহাই শেয়ার বিক্রয়ের দস্তুরি ইহারা অবলেখনের কাজ করে না। দস্তুরি পরিবর্তে শেয়ার বিক্রয় করে মাত্র।

Commodity—মাল, পণ্য : ক্রয় বিক্রয় উপযোগী যে কোন হস্তান্তর যোগ্য দ্রব্যকেই মাল বা পণ্য কহে।

Commodity Money—পণ্য মুদ্রা : মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা অপরিবর্তিত থাকিলে সেইরূপ মুদ্রাকে পণ্যমুদ্রা কহে। এইরূপ মুদ্রা আদর্শ সন্দেহ নাই। কারণ এইরূপ মুদ্রার প্রচলন থাকিলে মূল্যান্তর হ্রাস বৃদ্ধির সম্ভাবনা খুবই কম। তবে আজ পর্যন্ত কোন রাষ্ট্রই এইরূপ মুদ্রা প্রচলনে সমর্থ হয় নাই।

Commodity Exchange—পণ্য বিনিময় কেন্দ্র : বিশেষ ভাবে সংগঠিত একপ্রকার বাজার—যেখানে কেবলমাত্র কৃষি দ্রব্য বিনিময় হয়। ষ্টক বাজারে যেমন সদস্যগণ উপস্থিত হইয়া ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি করে ; পণ্য বিনিময় কেন্দ্রে সদস্যগণও তেমনি ভবিষ্যতে বিলি দেওয়া ও নেওয়ার জন্য চুক্তি করে। এইরূপ বিক্রয়কেন্দ্রে যে সকল পণ্য ক্রয় বিক্রয় হয় তাহা উপস্থিত করান হয় না তবে এমন সকল দলিলাদি মাত্র উপস্থিত করা হয় যাহা দ্বারা দ্রব্যের অস্তিত্ব ও রকম সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। এই প্রকার বাজারে কেনা বেচা ভবিষ্যত লোকসান এড়াইবার উদ্দেশ্যেই করা হয়। (Hedging দ্রষ্টব্য)। এই প্রকার বাজারে যে সকল দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় হয় তাহা সুষ্ঠুভাবে স্তর অনুসারে ভাগ করা হয়।

Commodity Paper—পণ্য প্রতিভূপত্র : হুণ্ডি, প্রত্যর্পপত্র অথবা

অনুরূপ কোন বাণিজ্য পত্র যাহা জামানত রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করা হয় তাহাকে পণ্য প্রতিভূপত্র কহে। এই সকল হুণ্ডি বা প্রত্যর্পপত্রের সঙ্গে পরোক্ষ জামানত বা প্রতিভূতি হিসাবে বহন পত্র অথবা গুদাম ঘরের রসিদও দাখিল করা হয়। এই সমস্ত বাণিজ্যপত্র ও জামানত পত্রকে একযোগে পণ্য প্রতিভূপত্র কহে। পণ্য প্রতিভূপত্রে জমা দিয়া যে ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে উহা মিয়াদ অন্তে শোধ না করিলে ঋণ দাতার, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্ক পণ্য প্রতিভূপত্রে উল্লিখিত পণ্য বা মাল বিক্রয় করিয়া ঋণের অর্থ আদায় করার অধিকার থাকে।

Commodity Standard—পণ্য মানঃ যে মুদ্রানীতিতে কোন মূল্যবান ধাতু মুদ্রার পরিবর্তে কোন পণ্যই সর্বজন গ্রাহ্য এবং বৈধ বিনিময় মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয়, সেই মুদ্রানীতিকে পণ্যমাল মুদ্রানীতি কহে। যে পণ্য এইরূপ বিনিময় মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয় সেই পণ্যই বৈধ মুদ্রা। যে সকল কারণে দ্রব্য-বিনিময় প্রথা অকেজো হইয়াছে সেই সকল কারণেই পণ্য মান মুদ্রা নীতি কোন দেশই গ্রহণ করিতে পারে নাই। পরিবর্তনের অসুবিধা, বহনের অসুবিধা, মূল্যের স্থিরতার অভাব, সমধর্ম সম্পন্নতার অভাবই এই সকল অসুবিধা আজও কোনও প্রকারে দূরীভূত করা সম্ভব হয় নাই বলিয়া পণ্য মানের প্রচলন দেখা যায় না।

Common Carrier—যাত্রী ও পণ্য বাহকঃ কোন ব্যবসায়ী অথবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যখন যাত্রী মাল বহন করার ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকে তখন সেই ব্যবসায়ী বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে যাত্রী ও পণ্য বাহক কহে। যাত্রী বহন বা মাল বহন করার জন্য সকল যাত্রীর নিকট হইতে এবং একই প্রকার মালের জন্য একই হারে মাশুল আদায় করা হয়। এই সকল ব্যবসায়কে Law of Carriageএর অন্তর্ভুক্ত সকল নিয়মাবলী মানিয়া চলিতে হয়।

Communism—সাম্যবাদ ; সমভোগবাদঃ ধনতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদ। ধনতন্ত্রে উৎপাদনে ও বণ্টনে ব্যক্তি-সাতন্ত্র্য মানিয়া নেওয়ার অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মতে সমাজে ধনবৈষম্য দেখা দিয়াছে। ধনবৈষম্য দূর করা, সমাজের ধনোৎপাদনের উপাদান রাষ্ট্র। করায়ত্ব করণ; প্রয়োজনমাফিক ধনভোগের অধিকার বিলোপ, ইত্যাদিই এই নীতির মূল কথা। সাম্যবাদীগণ বিশ্বাস করেন যে সামাজিক বিপ্লব

ব্যতীত এই সকল অধিকার কখনই লাভ করা যায় না। ইঁহাদের মতে সমাজের ধনের ও ধনোৎপাদনের উপাদান সকলই সমষ্টিগত অধিকারে। রাজনৈতিক দিকে ইঁহারা একদলীয় রাষ্ট্রের এবং শেষ পর্য্যন্ত নৈরাষ্ট্রবাদেরই সমর্থক।

Community Property Principle—যৌথ সম্পদ অধিকার নিয়ম: কর নীতিতে স্পেন দেশে সর্বপ্রথম এই নিয়ম ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অনেকগুলি রাজ্যেই এই নিয়ম প্রবর্তন করা হইয়াছে। এই নিয়মে যে সকল সম্পত্তি স্বামী স্ত্রীর যৌথ চেষ্টায় অধিকার করা হয় উহাতে উভয়েরই সমান অধিকার আছে বলিয়া স্বীকার করা হয় এবং ঐ সম্পত্তির আয়ের উপর যে কর আরোপ করা হয় তাহাও স্বামী ও স্ত্রীর নিকট হইতে সমান ভাগে আদায় করা হয়। বিবাহ বিচ্ছেদ হইলে এই নিয়ম প্রয়োগ হয় না।

Company—সংঘ; যৌথ কারবার: স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া বহু ব্যক্তি একই উদ্দেশ্যে একত্রিত হইয়া কোনও প্রতিষ্ঠান গঠন করিলে উহাকে বুঝায়। ব্যবসা ক্ষেত্রে যখন প্রয়োগ করা হয় তখন এই কথাটির অর্থ হয় যৌথ কারবার।

এই প্রকার প্রতিষ্ঠানের যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য :—

১। আইনের চক্ষে ইহার নিজস্ব ব্যক্তিস্বত্ব আছে। এইরূপ প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির মতই নিজের নামে মামলা রুজু করিতে পারে অথবা তৃতীয় ব্যক্তি সংঘের নামে মামলা করিতে পারে।

২। এই প্রকার প্রতিষ্ঠানের মূলধন আদায় হয় বহু লোকের নিকট হইতে শেয়ার বিক্রয় করিয়া।

৩। এই প্রকার প্রতিষ্ঠানের শেয়ার হস্তান্তর যোগ্য।

৪। ইহাদের সরকার নিযুক্ত নিবন্ধকের অফিসে পঞ্জীভূত হইতে হয়।

৫। ইহাদের নিজস্ব সিল থাকে। সিলই কোম্পানীর ব্যক্তিসত্ত্বা প্রমাণ করে।

৬। ইহাদের জীবিত কাল আবহমান কাল অবধি।

৭। যৌথ কারবার বা সংঘ বলিতে সার্বজনিক সংঘকেই বুঝায় যদি ঘরোয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও কোম্পানী কথাটি ব্যবহার করে। Company

Limited by Shares; Company Limited by Guarantee, Unlimited Company দ্রষ্টব্য।

Company Limited by Guarantee—দায়িত্বের অঙ্গীকারযুক্ত যৌথ কারবার: এই প্রকার যৌথ কারবারের অংশপত্রের মালিকগণ স্মারকলিপিতে কারবার গুটাইতে হইলে কারবারের দেনা শোধ করার জন্য কে কত পরিমাণে অর্থ বা সম্পদ যোগাইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া উল্লেখ করে। যে সকল কারবারী প্রতিষ্ঠান লাভ করার উদ্দেশ্যেই ব্যবসা করে না সেই সমস্ত যৌথ কারবারের অংশীদারগণের দায়িত্ব এইভাবে সীমাবদ্ধ রাখে। যতদিন ব্যবসায়ের সদস্য থাকিবে ততদিন ও তাহার পর এক বৎসর পর্যন্ত এই দায়িত্ব থাকে।

Company Limited by Share—শেয়ারের মূল্যপরিমিত দায়িত্ব সীমাবদ্ধ যৌথ কারবার: এই প্রকার যৌথ কারবারে শেয়ার মালিকদের দায়িত্ব যত শেয়ার বিলি করা হইয়াছে উহার আংকিক মূল্য পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। যদি আংশিক মূল্য পরিমিত অর্থ শোধ হইয়া থাকে তবে তাহার আর কোন দায়িত্ব থাকে না। এক ব্যক্তিকে কোন যৌথ কারবারের প্রতি ১০০৲ টাকা মূল্যের ১০ খানা শেয়ার বিলি করা হইয়াছে। তাহার মোট দায়িত্ব ১০০০৲ টাকার। সে যদি ১০০০৲ টাকাই শোধ করিয়া থাকে তবে ব্যবসা গুটাইলেও ব্যবসার দেনা শোধ করার জন্য তাহার কোন অর্থ দিতে হইবে না। এই প্রকার যৌথ কারবার সার্বজনিক (Public) অথবা ঘরোয়া (Private) দুই রকমেরই হইতে পারে। সার্বজনিক যৌথ কারবারে সকলেরই শেয়ার ক্রয় করিবার অধিকার থাকে। এবং সেই সকল কারবারের পক্ষে শেয়ার বিক্রয় করার জন্য সাধারণ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রদান বাধ্যতামূলক। ঘরোয়া যৌথ কারবারে শেয়ার বিক্রয় কোনরূপ ঘোষণা দ্বারা করা হয় না বলিয়া সর্বসাধারণের শেয়ার ক্রয় করার অধিকার থাকে না। এইপ্রকার যৌথ কাররারে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যে শেয়ার বিক্রয় সীমাবদ্ধ থাকে বলিয়া ইহাকে ঘরোয়া যৌথ করবার কহে।

Company Promoter—যৌথ কারবার সংস্থাপক; যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী: কারবার প্রতিষ্ঠায় যে সকল প্রারম্ভিক কর্তব্য অবশ্য করণীয় কার্য্য থাকে যেমন স্মারকলিপি, পরিমেলবদ্ধ ইত্যাদি দলিলাদি তৈয়ার করান, অর্থ সংগ্রহ করা, কোথায় কি প্রকার ব্যবসা স্থাপন করা, এই

সকল কর্ত্তব্য কর্ম যে বা যাহারা সম্পাদন করেন তাহাকে বা তাহাদের যৌথ কারবার সংস্থাপক কহে। সংস্থাপক হিসাবে ইহঁাদের গুরু দায়িত্ব আছে। তবে যে সকল ব্যবহারজীবী ইঁহাদের পরামর্শ দিয়া সাহায্য করেন তাহাদের কোন দায়িত্ব থাকে না। কারবারের সহিত সংস্থাপকদের সম্পর্ক প্রত্যয়ী (Fiduciary).

Company Store—সংঘ পণ্যাগার : কোন যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানে মাত্র উহার কর্ম্মচারীদের নিকট বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে যে পণ্যাগার স্থাপনা করে তাহাই সংঘ পণ্যাগার। এই পণ্যাগারও যৌথ কারবারের একটি অংশ হিসাবে ধরিয়া লওয়া হয়।

Company Town—সংঘ সহর : কোন যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জমিতে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থাপিত কোনও সহরকে সংঘসহর বলে। এই প্রকার সহরে বসবাসকারীদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কর্ম্মচারী। ইহাতে যৌথ জীবন যাপনের নিয়ম কানুন ও প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তাদের দ্বারা গঠিত হয়। "চিত্তরঞ্জন" একটি সংঘসহর।

Company Union—নিজস্ব শ্রমসংঘ : কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মাত্র লইয়া গঠিত শ্রমিক সংঘকে নিজস্ব শ্রমিক সংঘ বলে। এই প্রকার শ্রমিক সংঘ বাহিরের কোন শ্রমিক সংঘের অনুমোদন গ্রহণ করে না।

Compensating Errors—তুল্যরূপ ভুল, সমীকরণী ভুল : হিসাব রক্ষণে একটি ভুল যদি পূর্ববর্তী আরেকটি ভুলের ফল নাকচ করে সেইরূপ ভুলকে তুল্যরূপ ভুল বা সমীকরণী ভুল কহে। এইরূপ ভুলের ফলে রেওয়া মিলের (Trial Balance) জমা ও খরচের যোগফলে তারতম্য দেখা যায় না। কোন হিসাবরক্ষক বিক্রয় খাতে ভুল করিয়া ১০৲ টাকা অতিরিক্ত জমা করিল এবং পরবর্তী কোনওদিনে দেনাদার বা ক্রেতার হিসাবে ১০৲ টাকা অতিরিক্ত খরচ বা দেনা দেখাইল। পরের ভুলটি যদি না করিত তবে রেওয়া মিলের জমা ও খরচের যোগফল পরস্পর সমান হইত না। প্রথম ভুলটির ফলে রেওয়া মিলের উভয় দিকের যোগফলের যে অনৈক্য দেখা যাইত শেষের ভুলটি যে তাহা নাকচ বা সমীকরণ করিল বলিয়া ইহাকে সমীকরণী ভুল বলা হইবে।

Compensatory Duty—ক্ষতিপূরণ শুল্ক : শুল্কাধীন আমদানীকৃত কাঁচামালের সাহায্যে উৎপাদিত শিল্পজ দ্রব্যের মূল্য যদি আমদানীকৃত

অনুরূপ শিল্পজ দ্রব্যের তুলনায় বেশী হয় তাহা হইলে যাহাতে আমদানীকৃত (শিল্পজ) দ্রব্যের সহিত স্বদেশে প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারে সেই জন্য সরকার আমদানীকৃত শিল্পজ দ্রব্যের উপর এমন হারে আমদানী শুল্ক বসায় যাহাতে স্বদেশে উৎপাদিত ও আমদানীকৃত শিল্পজ দ্রব্যের মূল্য সমান হয়। ইহাই ক্ষতিপূরণ শুল্ক। উদাহরণ—ভারতবর্ষ তিব্বত হইতে কাঁচা পশম আমদানী করে। ঐ পশমের উপর প্রতি পাউণ্ডে ১৲ টাকা হিসাবে আমদানী শুল্ক দিতে হয়। যদি প্রতি ৫ পাউণ্ড কাঁচা পশমে ১ পাউণ্ড ওজনের পশমী দ্রব্য উৎপাদন করা যায় তাহা হইলে প্রতি ১ পাউণ্ড ওজনের পশমী দ্রব্যের মূল্য ৫৲ টাকা পড়িল। অন্যান্য অবস্থা একই প্রকার থাকিলে ভারতীয় পশম দ্রব্যের মূল্য ভারতে ৫৲ টাকা বেশী। এক্ষেত্রে অবাধ বাণিজ্য থাকিলে ভারতীয় পশম দ্রব্য ভারতের বাজারে বিক্রয় হইবে না। কাজেই ইংলণ্ড হইতে আমদানীকৃত প্রতি ১ পাউণ্ড পশম দ্রব্যের উপর যদি ৫৲ টাকা হারে আমদানী শুল্ক বসান হয় তাহা হইলে ভারতের বাজারে ভারতীয় ও ইংলণ্ডের পশম দ্রব্যের মূল্য সমান হইবে। আমদানী দ্রব্যের মত স্বদেশে উৎপাদিত দ্রব্যের উপরও এক প্রকার কর আরোপ করা হয় যাহাকে বলা হয় আবগারী শুল্ক। এই আবগারী শুল্ক যদি আমদানী শুল্কের ফল নাকচ করার উদ্দেশ্যে হয় তাহা হইলে সেইরূপ আবগারী শুল্ককে ব্যর্থকারী আবগারী শুল্ক: (Countervailing Excise Duty দ্রষ্টব্য)। উদাহরণ ঃ--

আমাদের দেশে গ্রেট ব্রিটেন হইতে যে কাপড় বা তুলাজাত দ্রব্য আমদানী করা হইত তাহার উপর গজ প্রতি ১৲ হইতে ৫৲ আমদানী শুল্ক দিতে হয় তাহা হইলে ইংলণ্ডের কাপড় ভারতের বাজারে বিক্রয় হইবে না। সরকার যদি ইংলণ্ডের কাপড় আমদানী বন্ধ করিতে না চায় তাহা হইলে ভারতীয় মিলে উৎপাদিত কাপড়ের মূল্যও বাড়ান দরকার। এক্ষেত্রে ইংলণ্ডে উৎপাদিত কাপড় ভারতীয় বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার যদি ভারতীয় শিল্পজাত কাপড়ের উপর গজ প্রতি ১৲ হারে আবগারী শুল্ক বসায় তাহা হইলে উভয় দেশেরই উৎপাদিত কাপড়ের মূল্য সমান হইবে। এই প্রকার আবগারী শুল্ক কোন স্বাধীন দেশই বসাইতে পারে না কারণ, ইহার ফলে বিদেশী শিল্প সংরক্ষণের সুবিধা পায়। আমাদের দেশে বৃটিশ শাসনকালে। দীর্ঘদিন কাপড়ের উপর এইরূপ ব্যর্থকারী শুল্ক বসান হইয়াছিল। ইহার

ফলে সরকারেয় আয় বাড়ান হয়। আমদানী শুল্ক ও আবগারী শুল্ক উভয়ই আদায় করা হয়।

Comparative Advantage—আপেক্ষিক সুযোগঃ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তিই হইল উৎপাদনে আপেক্ষিক সুযোগ। তুলনায় কোন এক দ্রব্য উৎপাদনে এক দেশের দক্ষতা যদি অন্য দেশের চেয়ে বেশী হয় এবং তাহার ফলে যদি অতিরিক্ত দক্ষতা সম্পন্ন দেশের পক্ষে উদ্বৃত্ত বেশী হয় তাহা হইলে সেই দেশের পক্ষে ঐ দ্রব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুযোগ অনেক বেশী। আপেক্ষিক সুবিধা থাকার জন্যই সেই দেশের পক্ষে কোন একটি দ্রব্য উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অর্জন করা সম্ভব। এবং উৎপাদন খরচও পড়ে কম।

ভারতে প্রতি মণ পাট উৎপাদনের প্রান্তিক খরচ ৫৲

,, ,, তুলা ,, ,, ,, ১০৲

পাকিস্তানে প্রতি মণ পাট উৎপাদনের প্রান্তিক খরচ ৪৲

,, ,, তুলা ,, ,, ,, ৬৲

তাহা হইলে ভারতে এক মণ পাট ১/২ মণ তুলার সমান

আর পাকিস্তানে ,, পাট ২/৩ মণ ,, ,,

অথবা ভারতে ১/২ মণ তুলার বদলে পাইবে ১ মণ পাট

আর পাকিস্তানে ২/৩ ,, ,, ,, ,, ১ মণ পাট

যদি পাকিস্তান মাত্র তুলা উৎপাদন করে এবং ভারতবর্ষ যদি পাকিস্তান হইতে তুলা আমদানী করে তাহা হইলে প্রতিমণ পাটের পরিবর্তে ১/৬ মণ তুলা বেশী পাইতে পারে। আর ভারতবর্ষ যদি মাত্র পাটই উৎপাদন করে এবং পাকিস্তান যদি ভারতবর্ষ হইতে পাট আমদানী করে তবে প্রতি মণ তুলার বদলে ১/২ মণ পাট বেশী পাইবে। কাজেই এ ক্ষেত্রে ভারতের পক্ষে পাট উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা বেশী। আর পাকিস্তানের পক্ষে তুলা উৎপাদনে (ইহাকে আপেক্ষিক উৎপাদন খরচও কহে Comparative cost)

Compensatory Principle of Taxation—ক্ষতিপূরণ কর নীতিঃ (Benefit Recived Principle of Taxation দ্রষ্টব্য)

Compensatory Spendingঃ ইহাকে যদিও ক্ষতিপূরণ ব্যয় বলা হইতেছে, প্রকৃত পক্ষে ইহা ঘাটতি ব্যয় (Deficit Spending—Financing)। ধনতান্ত্রিক সমাজে যখন শিল্পপতিগণের ঋণ ও ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়া যায়—তখন দেখা দেয় মন্দা অবস্থা (Depression)।

মন্দা অবস্থার ফলে বেকার সমস্যা এবং সামাজিক আয় হ্রাস ইত্যাদি সামাজিক অসুবিধা সৃষ্টি হয়। বেকার সমস্যা ও সামাজিক আয় হ্রাসের ফলে যে সর্বতোমুখী আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে তাহার গতি রোধ করার জন্য ধনতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী নব্য সম্প্রদায় ক্ষতিপূরণ ব্যয়ের নীতি গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন। এই নিয়মে যখনই মন্দার কালো ছায়া দেখা যাইবে তখনই সরকারের ঋণের পরিমাণ বাড়াইয়া ঋণকৃত অর্থ এমন সব জনকল্যাণকর কার্যে ব্যয় করিবে যাহাতে সমাজের আয় বৃদ্ধি পাইবে এবং বেকার সমস্যার দূর হইবে। এইরূপ ঘাটতি ব্যয় দ্বারা পূর্ণনিয়োগ (Full employment) বজায় রাখা সরকারের কর্তব্য বলিয়া ধরা হয়। এই নীতির একটি মস্ত বিপদ আছে। যে সময় আয় বাড়িবে সঙ্গে সঙ্গে ভোগ বস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না। বিশেষতঃ ক্ষতিপূরণ ব্যয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই করা হয় জনকল্যাণকর কাজে রাস্তা তৈয়ার, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। অথবা কোন উন্নয়ন মূলক কাজ যেমন দামোদর ভেলি কর্পোরেশনের মত বহুমুখী পরিকল্পনা। ইহার পক্ষে যে উন্নতি হইবে তাহার ফলভোগ হইবে বেশ কিছুদিন পরে। কাজেই আয় বৃদ্ধি হইলেও ভোগ দ্রব্যের পরিমাণ স্থিরই থাকে ; ফলে মূল্যস্তর যাহাতে সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ঘাটতি ব্যয় নীতি গ্রহণ করা কর্তব্য।

Competition—প্রতিযোগিতা : ইহাতে এক একটি অর্থনৈতিক অবস্থা সূচনা করে। এই অবস্থায় একই দ্রব্য বিক্রয় করার জন্য বহু সংখ্যক বিক্রেতা প্রস্তুত থাকে। অর্থাৎ কোন এক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হাতে সমস্ত দ্রব্য কেন্দ্রীভূত হয় না যাহার ফলে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ ও মূল্য নির্ধারণ করিতে পারে। এইরূপ অবস্থাকে বিশুদ্ধ বা পূর্ণাংগ প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিযোগিতা (Perfect competition) কহে।

Composite Demand—সম্মিলিত চাহিদা : একই দ্রব্য যখন বহু কার্য্যে ব্যবহার করা হয় তখন সেই দ্রব্যের সম্মিলিত চাহিদা আছে বুঝা যায়। একই দ্রব্য দ্বারা বহুবিধ চাহিদা পূরণ করা যায় বলিয়া ইহাকে সম্মিলিত চাহিদাযুক্ত দ্রব্য কহে। কৃষি, শিল্প, গৃহ নির্ম্মাণ, রাস্তা নির্ম্মাণ ইত্যাদি বহুবিধ কার্য্যের জন্য একই প্রকার শ্রমিকের চাহিদা আছে। কাজেই ইহার চাহিদা কাহারও একার নয় বা শ্রম মাত্র একের অভাবই পূরণ করে না। ইহাতে চাহিদার প্রতিযোগিতা বুঝায়।

Composite Supply : সম্মিলিত যোগান বা সরবরাহ :—একই অভাব যখন একাধিক দ্রব্য দ্বারা পূরণ করা সম্ভব তখন যে সমস্ত দ্রব্য দ্বারা অভাব পূরণ করা যায় তাহাদের যোগানকে সম্মিলিত যোগান কহে। ইহাতে সরবরাহের প্রতিযোগিতা ইঙ্গিত করে। যেমন পরিবহন। পরিবহন কার্য লরি বাস, রেলগাড়ী, গরুর গাড়ী ইত্যাদি যে কোন একটী দ্বারাই পূরণ করা সম্ভব। Supply দ্রষ্টব্য।

Composite Currency System : Composite Legal Tender System দ্রষ্টব্য।

Composite Legal Tender System : সম্মিলিত মুদ্রা নীতি : এই প্রকার মুদ্রা নীতিতে একাধিক ধাতব মুদ্রা এবং কাগজী মুদ্রা বাজারে বৈধ মুদ্রা বলিয়া চলিতে থাকে। যে কোন একটি অথবা একাধিক মুদ্রার মাধ্যমে লেনদেন চলিতে পারে। গ্রেটবৃটেনের মুদ্রা ব্যবস্থাকে সম্মিলিত মুদ্রা ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে।

Composition—সংযোজন : পাওনাদার দেনাদারের নিকট হইতে প্রাপ্য অর্থের কম অর্থ গ্রহণ করিয়া দেনাদারকে ঋণমুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়া যে স্বীকৃতিপত্র বা চুক্তি করে তাহাকে সংযোজন কহে।

Compound Interest—চক্রবৃদ্ধি সুদ : আসল ও সুদের উপর যে সুদ হয় তাহাই চক্রবৃদ্ধি সুদ। তবে যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আসলের উপর দেয় সুদ পরিশোধ করা হয় তাহা হইলে সেই সুদের উপর সুদ দিতে হয় না।

Compound Duty—সংযুক্ত শুল্ক : কোন দ্রব্যের উপর মূল্যানুসার ও পরিমাণানুসার উভয়বিধ আবগারী শুল্ক বা আমদানী শুল্ক বসান হইলে সেই শুল্ককে সংযুক্ত শুল্ক কহে। অবশ্য ইহার ভিত্তি থাকে পরিমাণানুসার।

Compounding with Creditors—পাওনাদারের সহিত রফা নিষ্পত্তি : পাওনাদার কোন দেউলিয়া দেনাদারের নিকট হইতে পাওনার আংশিক অর্থ গ্রহণ করিয়া দেনাদারকে ঋণমুক্ত করিলে তাহাকে পাওনাদারের সহিত রফা নিষ্পত্তি কহে।

Compromise—আপোষ, নিষ্পত্তি : বিবাদ বা বিরোধে লিপ্ত দুই দলের মধ্যে আলাপ আলোচনায় বিরোধের সমাপ্তি হইলে তাহাকে আপোষ বা নিষ্পত্তি বলে। ইহাতে উভয় দলকেই কিছু পরিমাণে ত্যাগ বা ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়।

Compute a bill—হুণ্ডির দিন ধার্য্য ঃ যে দিনে হুণ্ডি পরিশোধ যোগ্য হইবে তাহা গণনা করাকে হুণ্ডির দিন ধার্য্য কহে। (Average Due date দ্রষ্টব্য)।

Concessions—অনুগ্রহ বা রেয়াত ঃ সরকার, কোনব্যক্তি অথবা কোন প্রতিষ্ঠান যখন ব্যক্তি বিশেষকে বা প্রতিষ্ঠান বিশেষকে কোন জমি, সম্পদ বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার বা দখল করার অধিকার দেয় তখন সেই অধিকার প্রদানকে অনুগ্রহ বা রেয়াত কহে। এইরূপ অনুগ্রহ জনহিতকর বা সমাজ উন্নয়ন মূলক কার্য্যের জন্যই দেওয়া হয়। রাস্তা তৈয়ার, রেলপথ স্থাপন, খালকাটা, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কার্য্যের জন্য জমি বিতরণ বা জমি দখল করার অধিকার ইহার অন্তর্ভুক্ত। যাহাদের এই অনুগ্রহ দেওয়া হয় তাহাদের বলে অনুগৃহীত "Concessionaires"।

Concessionaires—অনুগৃহীত ঃ Concessions দ্রষ্টব্য।

Conciliation Board—সন্ধি সংস্থাপকমণ্ডলী ; সংরাধনমণ্ডলী ঃ শ্রমিক মালিক বিরোধ উপস্থিত হইলে আপোষ মিমাংসার উদ্দেশ্যে শ্রমিক নির্বাচিত ও মালিক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া যে মণ্ডলী গঠন করা হয় তাহাকে সংরাধন মণ্ডলী বলে। এই মণ্ডলী বিরোধের কারণ বিচার করিয়া আপোশে চূড়ান্ত করার উপায় উদ্ভাবন করে। মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত কাহারও পক্ষে মানিয়া নেওয়া বাধ্যতামূলক নহে অথবা মানিয়া না নিলে আইনতঃ দণ্ডনীয় নহে। তবে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতির জন্য যাহাতে উভয় পক্ষ বিরোধের সূচনায়ই নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করিয়া আপোশে বিরোধ মিটাইবার উপায় বাহির করিতে পারে তাহার সুযোগ ইহাতে পাওয়া যায়।

Condemnation—বাতিল করণ ; বাজেয়াপ্ত করণ ঃ (১) সরকারী অথবা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন সম্পত্তি ব্যবহার নিরাপদ নয় বলিয়া অথবা অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করাকে বাতিলকরণ বলে। কলিকাতা পৌর সংস্থার (Calcutta Corporation) অধীন কোন দালান বা বাড়ী বাসোপযোগী নহে অথবা সেখানে বাস করা নিরাপদ নয় বলিয়া মাঝে মাঝে ঘোষণা করা হয়। ইহাকে বাতিলকরণ কহে। বহুদিন ব্যবহারের পর রেলগাড়ীর কামরাগুলিকেও ব্যবহার অনুপযোগী বলিয়া ত্যাগ করা হয়। উহাকেও বাতিলকরণ কহে।

(২) বে-আইনী কোন কাজ করিলে, আইনভঙ্গকারীর সম্পত্তি ইচ্ছা করিলে সরকার বাজেয়াপ্ত করিতে পারে—তাহাকেও বুঝায়।

(৩) সর্বসাধারণের উপকারার্থে সরকার যদি কোন ব্যক্তির সম্পত্তি দখল করে তাহাকে বলে উচ্চাধিকার। এই প্রকার দখলে সম্পত্তির মালিককে সরকরকার নির্দ্ধারিত হারে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য; রেলপথ বা রাস্তা তৈয়ারের জন্য জমি দখল করা এই পর্যায় পড়ে। ক্ষতিপূরণ না করিয়াও উচ্চাধিকার প্রয়োগ করা যায়। (Eminent Domain, Excess Condemnation দ্রষ্টব্য)।

Conditional Endorsement—সর্ত্তাধীন পিছনসহিঃ বিনিময়পত্র, চেক ইত্যাদিতে যদি কোন সর্ত জুড়িয়া দিয়া পিছন সহি করা হয় তাহাকে সর্তাধীন পিছন সহি কহে। সর্তাধীন পিছনসহিতে পিছনসহিকারীর দায়িত্ব অনেকটা সীমায়িত করা হয়।

Conditional Sale—সর্তাধীন বিক্রয়ঃ এই প্রকার বিক্রয়ের চুক্তিপত্রে যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিক্রয়মূল্য শোধ করা না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ক্রেতা দ্রব্যের মালিকানা স্বত্ব পায় না—এইরূপ উল্লেখ থাকে। অথবা ক্রেতা কোনও সর্ত পূরণ করিলেই বিক্রীত দ্রব্যের মালিকানা স্বত্ব পাইবে এরূপ কোন সর্ত বিক্রয়ের চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকিলে সেইপ্রকার বিক্রয়কে সর্তাধীন বিক্রয় কহে।

Conditions of Sale—নিলাম বিক্রয়ের সর্তঃ নিলামে বিক্রয়-কারী বিক্রয়দ্রব্যের উপর বিক্রয়ের যে সকল সর্ত লিখিয়া রাখে তাহাকে বুঝায়। যদি বিক্রেতা সর্বনিম্ন মূল্য উল্লেখ করিতে চাহে তাহাও এই সর্তপত্রে লিখা থাকে। নিলাম ডাককারীর পক্ষে সর্তসকল ডাক করার পূর্বেই দেখিয়া নেওয়া উচিত।

Confirmed Letter of Credit—সমর্থিত প্রত্যয়-পত্রঃ ব্যাঙ্ক বিনিময়-পত্র পরিশোধ করার চুক্তি দিয়া যে প্রত্যয়-পত্র দেয় তাহাকে সমর্থিত প্রত্যয়-পত্র কহে। বৈদেশিক বাণিজ্যে রপ্তানিকারকের আমদানীকারকের আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্বন্ধে যদি কোনওরূপ সন্দেহ থাকে তবে রপ্তানিকারকের প্রতিনিধি বা এজেণ্ট হিসাবে কাজ করে এরূপ কোন ব্যাঙ্কের নিকট হইতে বিক্রয়মূল্য শোধ করার প্রতিশ্রুতি বা জামানত দাবী করিতে পারে। আমদানী-কারক রপ্তানিকারকের প্রতিনিধি ব্যাঙ্কের নিকট ক্রয়মূল্য পরিমাণ অর্থ জমা দিলে অথবা কোনরূপ ঋণের চুক্তি করিলে ব্যাঙ্ক যে প্রত্যয়-পত্র বা জামিন-পত্র

রপ্তানিকারককে পাঠায় তাহাই সমর্থিত প্রত্যয়-পত্র। ইহাতে যে ব্যাঙ্ক প্রত্যয়-পত্র সহি করিয়াছে সেই ব্যাঙ্কের নামে বিনিময়-পত্র পাঠান হইবে এবং সেই ব্যাঙ্কই বিনিময়-পত্র বা হুণ্ডি স্বীকার করে এবং বিনিময়-পত্রের অর্থ শোধ করে। Recoverable letter of Credit, Irrevocable letter of Credit দ্রষ্টব্য।

Confirmation note—সমর্থন-পত্র : ইহা এক প্রকার স্বীকৃতি-পত্র। এই প্রকার স্বীকৃতি-পত্রে বিক্রেতা কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে সম্মত আছে তাহা লিখিয়া দেয়। ক্রেতা যে দ্রব্য চালান দেওয়ার আদেশ-পত্র পাঠায় (order) সমর্থন-পত্রের নমুনা তাহার সহিত যোজনা করিয়া দেওয়া চলে অথবা পৃথকভাবেও বিক্রেতার নিকট হইতে দাবী করিতে পারে।

Confiscation—বাজেয়াপ্তকরণ : সরকার যখন কোন ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ বিনা ক্ষতিপূরণে অধিকার করে তখন তাহাকে বাজেয়াপ্ত করণ কহে। বাজেয়াপ্তকরণের পর বাজেয়াপ্ত সম্পদের মালিকানা স্বত্ব থাকে সরকারের।

Consent Decree—সম্মতিসূচক ডিক্রী : আদালতে বিচারাধীন কোন মামলায় উভয় পক্ষ আপোশে কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলে আদালত যখন আপোশের সর্তে সম্মতি দেয় তখন তাহাকে সম্মতিসূচক ডিক্রী কহে। আপোশের ফলে আদালত হইতে মামলা তুলিয়া নেওয়া হয়। আপোশের সর্ত অনুযায়ী উভয় পক্ষই কার্য্য করিতে বাধ্য।

Conservation—সংরক্ষণ : প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ; দীর্ঘদিন উপভোগ করার উদ্দেশ্যে ; অপচয় বন্ধ করার উদ্দেশ্যে অথবা সর্বাধিক লাভজনক উপায়ে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে যে সকল উপায় গ্রহণ করা হয় তাহাকেই সংরক্ষণ বলে।

Consideration—প্রতিলাভ : কোনওরূপ লেনদেনে কোন কিছু দেওয়ার পরিবর্তে কিছু পাওনার চুক্তিকেই প্রতিলাভ বলে।

Consideration Money—প্রতিলাভ অর্থ : (১) শেয়ারের বাজারে শেয়ারের বা অংশপত্রের ক্রেতা বিক্রেতাকে অংশপত্রের যে মূল্য দিতে সম্মত থাকে উহাকেই প্রতিলাভ অর্থ বলে।

Consign—মাল চালান : এক স্থান হইতে অন্য জায়গায় মাল পাঠানকে বলে মাল চালান।

Consignee—চালান প্রাপকঃ যাহার নামে মাল চালান দেওয়া হয় সেই ব্যক্তিকে বুঝায়। চালানী ব্যবসায়ে চালান প্রাপকের চালানী মালের উপর কোন স্বত্ব থাকে না। সে চালান প্রেরকের পক্ষে অভিকর্তা হিসাবে কাজ করে মাত্র। মাল বিক্রয় হইলে বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে তাহার পাওনা বাদ কাটিয়া বাকী অর্থ চালান প্রেরককে বুঝাইয়া দেয়।

Consignor—মাল প্রেরকঃ নিজে মাল বিক্রয়ে অসমর্থ হইলে বিশেষতঃ বিদেশী বাজারে—তাহার নিজের পক্ষে অভিকর্তা নিযুক্ত করিয়া মাল বিক্রয় করা হয়। চালানী ব্যবসায়ে চালান প্রেরকই মালের মালিক।

Consignment—চালান ব্যবসায়ঃ এই প্রকার ব্যবসায়ে একজন আরেক জনের পক্ষে দ্রব্য বিক্রয় করে। ইহাতে যদিও যে মাল বিক্রয় করে তাহার নিকট মাল চালান করা হয় তথাপি বিক্রয়কারী মালের মালিক নয়। কারণ চালান প্রেরক চালান প্রাপকের নিকট মাল বিক্রয় করে নাই। দস্তুরির পরিবর্তে মাল প্রাপক মাল প্রেরকের পক্ষে মাল বিক্রয় করে মাত্র।

Consignment notes—চালান পত্রঃ এই প্রকার ফরম বা প্রপত্র (Form) রেলে মাল পাঠাইবার সময় প্রেরক পূরণ করিয়া রেল কোম্পানীর নিকট দাখিল করে। ইহাতে মাল গ্রহণ করা এবং প্রাপকের নিকট মাল পাঠাইবার জন্য রেল কোম্পানীকে অনুরোধ করা হয়।

জাহাজী কোম্পানী অনেক সময় বহন পত্র (Bill of Lading) না দিয়া এইপ্রকার চালানপত্রের মারফতে মাল গ্রহণ ও বহন করার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই সমস্ত দলিলকেই চালানপত্র কহে।

Consols—একত্রীকৃত ঋণপত্র ; বা একত্রীকৃত অংশপত্রঃ বিভিন্ন অথবা একই হারে সুদ দেয় একাধিক প্রকার ঋণপত্র যখন একত্র করিয়া এক ঋণপত্র হিসাবে গ্রহণ করা হয় তখন তাহাকে একত্রীকৃত ঋণপত্র কহে। একাধিক শেয়ার একত্র করিয়া একটি শেয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হইলে তাহাকেও বুঝায়।

Constructive Delivery—সিদ্ধান্ত বিলিঃ যে কোন কার্য্য দ্বারা দ্রব্য বিলি দিবার ইচ্ছা সূচিত হয় সেই কার্য্যকে বুঝায়।

Consul—বাণিজ্যদূতঃ বাণিজ্যস্বার্থ বজায় রাখার জন্য কোন দেশের প্রতিনিধিকে বাণিজ্যদূত বলে। ইহার কর্তব্য নিম্নরূপ :—যে দেশের প্রতিনিধিত্ব করিবেন সেই দেশের বাণিজ্য প্রসারলাভ করান, তাঁহার দেশের ব্যবসায়ীদের

স্বার্থ রক্ষা করা; বাণিজ্য বিষয়ে তাঁহার দেশের কোন ব্যবসায়ীর সহিত যে দেশে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত আছেন সেই দেশের কোন ব্যবসায়ীর বিরোধ দেখা দিলে আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করা।

গ্রেট বৃটেনের সহিত যে সকল দেশের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ আছে সেই সকল দেশের প্রধান বন্দরগুলিতে একজন করিয়া বাণিজ্যদূত আছে। বাণিজ্য দূত আফিসে গ্রেট বৃটেনের কোন নাগরিক কোনরূপ চুক্তি স্বাক্ষর করিলে সেই চুক্তি গ্রেট বৃটেনে সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়াই আইন স্বীকার করে।

Consulage—বাণিজ্যদূতকে দেয় মাশুল: বাণিজ্য দূত অফিসে কোন প্রকার চুক্তিপত্র বা কোনপ্রকার দলিল সম্পাদিত হইলে দূত অফিস ঐ চুক্তি পত্রে বা দলিলে উহার সীল অঙ্কিত করে। ইহার জন্য যে মাশুল দিতে হয় তাহাই বাণিজ্যদূতকে দেয় মাশুল।

Consular—বাণিজ্যদূত বিষয়ক: বাণিজ্য দূতের অফিসের সহিত সম্পর্কিত যাহা কিছু তাহাই বুঝায়।

Consular Invoice—বাণিজ্য দূত কর্ত্তৃক দেয় চালান: বিদেশ হইতে দ্রব্য আমদানী করিতে হইলে বাণিজ্য দূতের অনুমোদন আবশ্যক হয়। রপ্তানিকারকের দেশে আমদানীকারী দেশের যে বাণিজ্যদূত থাকেন তাঁহার নিকট যে মাল প্রেরণ করা হয় তাহার বিবরণ ও সেই দ্রব্য উপস্থিত করিলে তিনি যদি রপ্তানি অনুমোদন করেন তাহা হইলে চালান পত্রে সহি করেন। সেই চালানপত্রকে বাণিজ্যদূতের চালান কহে। অনেক রাষ্ট্রই চালান পত্রে বাণিজ্যদূতের অনুমোদন না থাকিলে সেই রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে মাল নামাইতে দেয় না।

Consumable Stores—ভোগোপযোগী দ্রব্য: উৎপাদিত দ্রব্যের প্রতিটির উৎপাদন ব্যয় বাহির করিতে হইলে এমন অনেক প্রকার দ্রব্য আছে যাহা সরাসরিভাবে দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার করা হয় না কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যের মূল্যও হারাহারি মতে সকল দ্রব্যকেই বহন করিতে হয়। ব্যয়াঙ্কনে (costing) ইহাকে উপরি ব্যয় কহে। যেমন যন্ত্র চালু রাখিতে যে পিচ্ছিলকারী তৈল ব্যবহার করা হয় উহা কোনও একটি বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনের ব্যয় হিসাবে ধরা হয় না। কারখানার সমস্ত দ্রব্যই এই ব্যয় বহন করে।

Conspicuous Consumption—বিলাস ব্যয়: জীবন-যাপন

করিতে আবশ্যক সামগ্রীর বাহিরে যে সকল দ্রব্যে ব্যয় করিলে লোকের নিকট নিজের আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রমাণিত হয় সেই প্রকার ব্যয়কেই বিলাস ব্যয় কহে।

Constant Cost—স্থির বা নিশ্চল উৎপাদন ব্যয়ঃ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িলেও যখন গড়পড়তা উৎপাদন খরচ বা প্রান্তিক উৎপাদন খরচ বাড়েনা তখন তাহাকে স্থির বা নিশ্চল উৎপাদন ব্যয় কহে। যে সকল প্রতিষ্ঠানে একই ব্যক্তি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল পর্য্যায়ে কাজ করে সেই সকল প্রতিষ্ঠানেই এই নিয়ম প্রয়োগ করা যায়—যেমন কুটির শিল্প। তবে উৎপাদনের রীতিতে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইলে উৎপাদন ব্যয়ের পরিবর্ত্তন হওয়াই স্বাভাবিক।

Consumers' Co-operative—ভোগ সমবায়ঃ এই প্রকার সমবায় প্রতিষ্ঠান লাভ করার উদ্দেশ্যে গঠিত হয় না। ইহার সদস্যবৃন্দ যাহাতে ন্যায্য মূল্যে ভোগ্য সামগ্রী পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাই এই প্রকার প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। আয় ব্যয় হিসাবের পর যদি আয়-উদবৃত্ত হয় তবে তাহা সকল সদস্যদের মধ্যে মোট ক্রয়ের অনুপাত হিসাবে বাটা হিসাবে (Rebate) বণ্টন করা হয়। ইহারা কেবল মাত্র ভোগ্য সামগ্রীই ক্রয় বিক্রয় করে। এই প্রকার সমিতি থাকিলে ফড়িয়া বা দালালের স্থান ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়। এই প্রকার প্রতিষ্ঠানও সাধারণ সমবায় আইন দ্বারা পরিচালিত।

Consumer Credit—ক্রয় ঋণঃ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ভোগ্য দ্রব্য ক্রয়ের জন্য ক্রেতাদের যে স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেয় তাহাকে ক্রয় ঋণ বলে। রেডিও, ফ্রিজিডেয়ার, বস্ত্র প্রভৃতি ক্রয়ের জন্য ব্যাঙ্ক ক্রয় ঋণ দেয়।

Consumer Goods—ভোগ্য সামগ্রীঃ মানুষের আশু অভাব পূরণে যে সকল দ্রব্য সরাসরি ভাবে ব্যয় করা হয় তাহাই ভোগ্য সামগ্রী। যেমন, চাউল, ডাইল, জামা কাপড়। ইহার বিপরীতই হইল স্থায়ী সামগ্রী বা মূলধনী দ্রব্য। ইহা সরাসরি মানুষের অভাব পূরণ করিতে পারে না। যেমন যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।

Consumer Sovereignty—ভোগকারীর সার্ব্বভৌমত্বঃ ভোগকারীই যে দ্রব্য উৎপাদন ও বণ্টনের মূল এই প্রকার ধারণা। অর্থাৎ দ্রব্যের চাহিদা থাকিলে বা বাড়িলে দ্রব্য উৎপাদন, চাহিদা না থাকিলে দ্রব্য

উৎপাদন বন্ধ করা এইরূপ ধারণার উপর নির্ভর করিয়া উৎপাদন সমন্বয় করিলে তাহাকে ভোগকারীর সার্বভৌমত্ব বলে।

Consumption--উপভোগ বা ভোগ: মানুষের আশু অভাব পূরণের জন্য কোনও সামগ্রী বা কোনরূপ অবাস্তব পদার্থের ব্যবহারকে বুঝায়। ব্যবহারিক অর্থে ভোগ বলিতে উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কোন সামগ্রীর ব্যবহারও বুঝায়। যেমন কাঁচা মাল দ্বারা যখন কোন শিল্পজ দ্রব্য উৎপাদন হয় তখন উহাকে কাঁচা মালের ভোগ বা উপভোগ বুঝায়। কোনও ব্যক্তি একখানা ধুতি ক্রয় করিল অথবা রোগ নির্ণয়ের জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিল। উহাকেও অর্থনীতিতে ভোগ বলা হয়।

Consumption Tax—ভোগকর: নানা অর্থে ব্যবহার হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আমদানী শুল্কও ভোগ কর অর্থে ব্যবহার হয়। তবে ইহার যথাযথ অর্থ এই যে কোন ভোগ দ্রব্য প্রকৃতপক্ষে ভোগ করিলে ভোগকারীকে যে কর দিতে হয়—যেমন বিক্রয় কর। ইহাকে যদিও বিক্রয় কর কহে এবং বিক্রয় মূল্যের উপর আদায় করা হয় তথাপি ইহা বহন করে ভোগকারী।

Consumers' Surplus---ভোগ-উদ্বর্ত্ত: অর্থনীতিতে ক্রেতা যে মূল্যে কোনও দ্রব্য কিনিতে ইচ্ছুক থাকে তাহা হইতে কম মূল্যে ক্রয় করিতে পারিলে উভয়ের ব্যবধানকে ভোগ-উদবর্ত্ত কহে। কারণ যে মূল্যে ভোগকারী দ্রব্য কিনিতে ইচ্ছুক উহাই তাহার সন্তুষ্টির পরিমাণ। কাজেই যে পরিমাণ সন্তুষ্টি সে পাইবে তাহার কম মূল্য দিতে হইলে আঙ্কিক মূল্যে তাহার সন্তুষ্টির পরিমাণ ও সন্তুষ্টি সাধনে সক্ষম দ্রব্যের মূল্য সমান হইল না। যেমন একব্যক্তি বিশেষ জরুরী কার্য্যে পত্র লিখিবার জন্য একখানা পোষ্টকার্ড পাঁচ নয়া পয়সার স্থলে দশ নয়া পয়সায় কিনিতে ইচ্ছুক। কেহ তাহাকে পাঁচ নয়া পয়সা মূল্যেই পোষ্টকার্ড দিল। এইক্ষেত্রে তাহার ভোগ-উদবর্ত্ত পাঁচ নয়া পয়সা। তবে অর্থনীতিতে ভোগ-উদবর্ত্ত ও ক্রমহ্রাসমান উপযোগ নীতি একই সময় প্রয়োগ করা হয়। এক ব্যক্তি বাজারে গেল। সে মনে মনে স্থির করিল যে প্রথমটির মূল্য যদি ২৲ টাকা হয় তবে ১টি, দ্বিতীয়টি ১॥० মূল্য হইলে ২টিই, তৃতীয়টি ১।० আনা মূল্য হইলে ৩টিই কিনিবে। বাজারে গিয়া দেখিল যে ১।० আনা দরেই সকল দ্রব্য বিক্রয় হইতেছে। সে তিনটিই ক্রয় করিল। এই ক্ষেত্রে ৩টির জন্য সে ২৲+১॥०+১।० = ৪৸০

দিতে রাজী ছিল। কিন্তু ৩টির মূল্য বাবদ সে মাত্র ১১০ × ৩ = ৩৬০ দিল। কাজেই তাহার ভোগ উদ্‌বর্ত্ত ৪৬০ — ৩৬০ = ১৲। এইরূপ হওয়ার কারণ এই যে বাজারে কোন দ্রব্যের মূল্য একই সময় বিভিন্ন হইতে পারে না। ইহা অবশ্য প্রাচীনপন্থী অর্থনীতিবিদগণই যেমন অধ্যাপক মার্শাল ব্যবহার করিয়াছেন। আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ বিশেষতঃ হিকস্ Hicks ইহাকে এক নূতন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন! তাঁহার মতে আয় যে অনুপাতে হ্রাস পায় সেই অনুপাতেই যখন দ্রব্যমূল্য কমিয়া যায় তখন ভোগকারীর অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। কিন্তু যদি দ্রব্যমূল্য হ্রাস না হইত তাহা হইলে ভোগকারীকে কম আয় দ্বারা পূর্ব্বের মত একই পরিমাণ দ্রব্য ভোগ করিতে হইলে অনেক বেশী অর্থব্যয় করিতে হইত। কাজেই এখানে দ্রব্যমূল্য হ্রাস হওয়ার জন্য সে কিছু পরিমাণে উপকৃত হইল কারণ তাহার আঙ্কিক বা অর্থ-আয় এবং প্রকৃত আয় সমানই রহিল।

Contango—হর্জানা, ব্যাজ, ক্ষতিপূরণ : শেয়ার বাজারে ক্রেতা নির্দ্দিষ্ট দিনে শেয়ারের বা অংশপত্রের ক্রয়মূল্য শোধ করিতে অপারগ হইয়া ভবিষ্যতে কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে মিটাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়া ক্রয়মূল্যের উপর যে ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হয় তাহাকেই হর্জানা বলে। (Carry over দ্রষ্টব্য)

Contango Day—হর্জানা দিবস : শেয়ারের বা অংশপত্রের ক্রয়-মূল্য শোধে অপারগ হইয়া যে দিনে জের টানা হইবে কিনা তাহা স্থির করা হয় সেই দিনকে হর্জানা দিবস কহে।

Contingent Annuity—নৈমিত্তিক বার্ষিক বৃত্তি : যে বার্ষিক বৃত্তি কাহারও মৃত্যু ঘটিলে অথবা কোনওরূপ ঘটনা ঘটিলে পাওনা হয় সেই প্রকার বার্ষিক বৃত্তিকে নৈমিত্তিক বার্ষিক বৃত্তি বলে।

Contingent Contract—নৈমিত্তিক চুক্তি : যে চুক্তিপত্রে কোন কার্য্য সংঘটিত হইলে চুক্তি রক্ষা হইবে, সংঘটিত না হইলে চুক্তি রক্ষা হইবে না এই প্রকার সর্ত যুক্ত করিয়া দেওয়া হয় সেই চুক্তিপত্রকে নৈমিত্তিক চুক্তি কহে।

Contingent Liability—সম্ভাব্য দায় : যে প্রকার দায় পরিশোধ করার দরকার হইতে পারে অথচ বর্তমানে তাহার পরিমাণ ও সময় নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না সেই দায়ই সম্ভাব্য দায়।

Continuation—জের : শেয়ার বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের জের টানাকে বুঝায়। (Carry over দ্রষ্টব্য)।

Continuation Clause—জের সর্ত : সামুদ্রিক বীমায় অবলেখকের বা দায়গ্রাহকের (underwriter) দায় জাহাজ গন্তব্যস্থলে পৌঁছা পর্য্যন্তই সীমাবদ্ধ। এই সময় প্রায়ই এক বৎসর বলিয়া উল্লেখ করা থাকে। ঐ সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে না পারিলেও সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ৩০ দিন পর্য্যন্ত অবলেখকের দায় আছে স্বীকার করিয়া যদি বীমাপত্রে চুক্তি করা হয় তবে বীমাপত্রের সেই অংশকে জের-সর্ত কহে।

Continuation Rate—জের হার অর্থাৎ হর্জানা বা পশ্চাৎ মিটাইবার দক্ষিণার হার : শেয়ার বা অংশপত্র ক্রয় করিয়া মূল্য শোধ করিতে না পারিলে বা বিক্রয় করিয়া বিলি দিতে না পারিলে যে হারে যথাক্রমে হর্জানা না বা পশ্চাত মিটাইবার দক্ষিণা দেওয়ার সর্ত থাকে সেই হারকে বুঝায়। ইহা শেয়ারের বা অংশপত্রের আঙ্কিক মূল্যের উপর শতকরা হারে অথবা প্রতিখানা শেয়ারের বা অংশপত্রের উপর নির্দ্দিষ্ট হারে ধরা হয়।

Continuing Guarantee—বিরতিহীন প্রতিশ্রুতি : অধমর্ণ বিভিন্ন দিনে গৃহীত বিভিন্ন পরিমাণ ঋণ সম্পূর্ণ শোধ না হওয়া পর্য্যন্তই দায়ী থাকে এই প্রকার চুক্তি সম্পাদন করিয়া দিলে তাহাকে বিরতিহীন প্রতিশ্রুতি বা প্রত্যাভূতি কহে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ব্যাঙ্ক বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ ঋণ দিতে পারে। পরবর্তী ঋণ শোধ হইয়া গেলেও পূর্ববর্তী ঋণের জন্য এই নিয়মে খাতক বা অধমর্ণ দায়ী থাকে। ব্যাঙ্ক এই প্রকার চুক্তি না করিলে অনেক সময় খাতক পরবর্তী ঋণ শোধ করিয়া দিলে পূর্ববর্তী ঋণ আদায়ে অসুবিধা হয়। ইহা বিশেষ প্রতিশ্রুতির (Specific Guarantee) বিপরীত।

Continuous Market—স্থির বাজার বা স্থির মূল্য : বাজারে কোন দ্রব্যের মূল্য বা শেয়ার বাজারে শেয়ারের মূল্য যদি তৎকালিক মূল্যেই যে কোন সময়ে শোধ করা যায় তবে তাহাকে স্থির বাজার কহে। ইহাতে মূল্য পরিবর্তনজনিত অসুবিধা ক্রেতাকে বা বিক্রেতাকে ভোগ করিতে হয় না।

Contra—পাল্টা : হিসাব রক্ষণে দোহরা হিসাবে যখন একই খাতার পৃষ্ঠার (folio) জমা ও খরচে দুই দিকেই একই লেন দেন দুইবার দেখান হয় (এবং খতিয়ানে ঐ দুই হিসাবে পৃথকভাবে দেখান হয়না)

তখন তাহাকে পাল্টা লিখন (contra entry) কহে। দ্বিস্তম্ভ নগদান বহিতে ব্যাঙ্ক এবং নগদান দুইটি হিসাবই সন্নিবেশিত থাকিলে ব্যাঙ্কে যখন টাকা জমা দেওয়া হয় তখন নগদান স্তম্ভে খরচ (credit) দেখান হয় এবং ব্যাঙ্ক স্তম্ভে জমা (Debit) দেখান হয়। এখন ব্যাঙ্কের হিসাব যদি খতিয়ান বহিতে আলাদাভাবে লেখা হইত তাহা হইলে নগদান বহিতে ব্যাঙ্কে জমার সময়ে নগদান বহিতে খতিয়ান বহিতে ব্যাঙ্কের হিসাবের পৃষ্ঠার নম্বর (Folio no.) লেখা হইত। এখন যখন দুইটি হিসাবই একবহিতে লেখা হয় তখন এই প্রকার লেনদেন লিখনে আলাদা পৃষ্ঠা নম্বর (Folio no.) দেওয়া যায় না। তাই ইহাকে পাল্টা লিখন কহে। পৃষ্ঠার নম্বরের ঘরে পাল্টা (Contra) লিখিলেই বুঝিতে হইবে যে লেনদেনের বিপরীত ফল পৃষ্ঠার বিপরীত দিকেই আছে। উদাহরণ:— দ্বিস্তম্ভ নগদান বহিতে ব্যাঙ্কে নগদান তহবিল হইতে ৫০৲ টাকা জমা লিখন হইতেছে:

জমা খরচ

তারিখ	বিবরণ	পৃঃ নঃ	ব্যাঙ্ক	নগদান	তারিখ	বিবরণ	পৃঃ নঃ	ব্যাঙ্ক	নগদান
৩।২।৬০	নগদান হিঃ	পাল্টা	৫০৲		৩।২।৬০	ব্যাঙ্ক হিঃ	পাল্টা		৫০৲

Contract for sale—বিক্রয় চুক্তি: এই প্রকার চুক্তিতে বিক্রেতা নির্দ্দিষ্ট মূল্যের পরিবর্ত্তে কোন দ্রব্যের মালিকানা স্বত্ব ক্রেতাকে হস্তান্তর করিতে প্রতিশ্রুত থাকে। হস্তান্তর চুক্তি সম্পাদিত হওয়া মাত্রই হইতে পারে। অথবা ভবিষ্যতে কোন নির্দ্দিষ্ট দিনেও হইতে পারে।

Contract Labour—চুক্তি শ্রম: বিদেশ হইতে বিশেষ কোন চুক্তির সাহায্যে শিল্প অথবা কৃষি মালিক শ্রম আমদানী করিলে ঐ শ্রমিককে চুক্তি শ্রম বলে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও সিংহলে তাহাদের দেশের আবাদী শিল্প (Plantation Industry) ইক্ষু, চা ইত্যাদি উন্নয়নের জন্য ভারতীয় শ্রমিক আমদানী করিত। বহুদিন যাবৎ বসবাসের ফলে এই সকল দেশই তাহাদের বাসস্থানের সামিল। ইদানীং এই সকল চুক্তিশ্রমের নাগরিক অধিকার, (রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অধিকার) নিয়া ভারতরাষ্ট্র এক সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকাও

সিংহল চুক্তি শ্রমের পূর্ণ নাগরিক অধিকার দিতে রাজী নহে বলিয়া ঐ রাষ্ট্রের সহিত ভারত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক আদৌ ভাল নহে।

Contract Note—চুক্তির স্মারক ; চুক্তি-পত্র : শেয়ার বা ষ্টক বাজারে মালিকের পক্ষে দালালে যে সকল শেয়ার বা ষ্টক ক্রয় বিক্রয় করার চুক্তি করিয়াছে তাহার যে বিবরণীপত্র মালিককে দাখিল করিতে করিতে হয় তাহাই চুক্তির স্মারক।

Contract Rent—চুক্তি-খাজনা : অর্থনীতিবিদ্‌গণের মতে জমির নিজস্ব উৎপাদন শক্তি ব্যবহার করার জন্য যে মূল্য দিতে হয় তাহাই খাজনা বা অর্থনৈতিক খাজনা। ইহা উৎপাদিত শস্যের মূল্য এবং উৎপাদন খরচের ব্যবধান বা উদ্‌বৃত্ত। (Economic Rent দ্রষ্টব্য)। তবে জমি ব্যবহার করার জন্য যে মূল্য দিতে হয় উহা যদি দর কষাকষি করিয়া অর্থনৈতিক খাজনার সহিত সম্পর্ক বিহীন হয় তবে সেই খাজনাকে চুক্তি খাজনা কহে।

Contract of Guarantee—ঋণশোধের চুক্তি ; জামানত চুক্তি : চুক্তিতে আবদ্ধ মূল দল ব্যতীত যদি কোন তৃতীয় ব্যক্তির সহিত পাওনাদারের (Creditor) চুক্তি হয় তাহাই ঋণ শোধের বা জামানতের চুক্তি। তৃতীয় ব্যক্তি দেনাদারের পক্ষে জামিন থাকে। দেনাদার চুক্তিকৃত কর্ত্তব্য সম্পাদন না করিলে অথবা ঋণ শোধ না করিলেই জামিনদার (Surety) আইনতঃ ঐ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে বা ঋণ শোধ করিতে বাধ্য থাকে। ইহা একটি গৌণ চুক্তি (Secondary Contract)। মুখ্য বা মূল চুক্তি হয় (Primary Contract) পাওনাদার এবং দেনাদারের মধ্যে। এই প্রকার চুক্তিতে দুইটি চুক্তি হয়—প্রথমটিকে বলা হয় মুখ্য : ইহা পাওনাদার ও দেনাদারের মধ্যে ; দ্বিতীয়টিকে বলে গৌণ, পাওনাদার এবং জামিনদারের মধ্যে। (Surety দ্রষ্টব্য)

Contract of Hire—ভাড়ার চুক্তি : এই প্রকার চুক্তিতে কোন দ্রব্যের মালিক অন্য কাহাকেও নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট মাশুলের বদলে ঐ দ্রব্য ব্যবহার করার অধিকার দেয়। ইহাতে দ্রব্যের মালিকানা স্বত্ব হস্তান্তর হয় না। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর দ্রব্য মালিকের নিকট ফেরৎ দিতে হয়। কিন্তু সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেও নিয়মমত মাশুল শোধ না করিলে

মালিক ইচ্ছা করিলে দ্রব্য ফেরৎ দিতে পারে। ইহাকে পারিতোষিক সুপুর্দ্দগী মালও (Bailment for Reward) কহে।

Contract of Indemnity—ক্ষতিপূরণের চুক্তি : প্রতিশ্রুতি-দাতার অথবা অন্য কাহারও কোন কার্য্যের ফলে কোন ক্ষতি হইলে উহা পূরণ করার জন্য যদি তৃতীয় ব্যক্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তবে তাহাকে ক্ষতি-পূরণের চুক্তি কহে। এই প্রকার চুক্তিতে ক্ষতি পূরণ করিতে বাধ্য বলিয়া যে নিজেকে আবদ্ধ করে তাহার সহিত প্রতিশ্রুতিদাতার বা দেনাদারের কোন সম্পর্ক থাকে না। এই প্রকার চুক্তিতে মাত্র ক্ষতি পূরণ করারই দায়িত্ব থাকে। ইহাও এক মুখ্য চুক্তি অর্থাৎ ঋণ গ্রহীতা ও ঋণদাতার চুক্তির আনুসঙ্গিক হিসাবে (Collateral) এই প্রকার চুক্তি হয় না।

Contraband—বেআইনী বস্তু ; নিষিদ্ধ বস্তু : আমদানী রপ্তানীতে যে সকল দ্রব্য নিষিদ্ধ বলিয়া সরকার কর্তৃক ঘোষিত হয় তাহাই বেআইনী বা নিষিদ্ধ বস্তু। ইহাতে যে সকল দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় নিয়ন্ত্রিত সেই সকল দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ও বুঝায়।

Contraband Trade—বেআইনী মালের ব্যবসা : নিষিদ্ধ মালের ক্রয় বিক্রয়. আমদানী রপ্তানীকে বুঝায়।

Contributory—হারাহারি কারক : কোম্পানী গুটাইবার সময় যে সকল ব্যক্তি উহার ঋণ পরিশোধ করার জন্য আইনতঃ অর্থ যোগাইতে বাধ্য থাকে তাহাদের হারাহারিকারক কহে। অংশপত্রের মালিকগণ অথবা পরিচালক সকলকেই ইহাতে ধরা যাইতে পারে। সসীম দায়িত্ব সম্পন্ন কোম্পানীতে শেয়ার মালিকগণ মাত্র শেয়ার মূল্যের বাকী পাওনা পর্য্যন্তই পরিশোধ করিবে আর অসীম দায়িত্ব সম্পন্ন কোম্পানীতে সকল পঞ্জীভূত শেয়ার মালিকই অধিকৃত শেয়ারের হারাহারিতে দেনা শোধ করিবে।

Contributory Mortgage—হারাহারি বন্ধক : একাধিক লোক যখন একই দ্রব্য বন্ধক রাখিয়া নিজেদের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হারে ঋণ দেয় তখন সেই বন্ধককে হারাহারি বন্ধক কহে। একই বন্ধকী দ্রব্য বা বন্ধক প্রত্যেক ঋণদাতার পাওনার জামিন হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

Contributory negligence—দুর্ঘটনা বারণে অসাবধানতা : সম্ভাব্য বিপদের বা দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন না করিলে

তাহাকে বিপদ বা দুর্ঘটনা বারণে অসাবধানতা কহে। যে সকল কার্য্যে দুই বা ততোধিক পক্ষ সংশ্লিষ্ট থাকে সেই সকল কার্য্যে সকল পক্ষকেই সম্ভাব্য বিপদ বা দুর্ঘটনা হইতে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। যন্ত্রশিল্পে শ্রমিক যন্ত্রে বা মেশিনে কাজ করার সময় উপযুক্ত সাবধানতা গ্রহণ না করিলে, শ্রমিক কোনরূপ দুর্ঘটনার সম্মুখীন হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইলে শিল্পমালিক সেই ক্ষতিপূরণ করার দায়িত্ব হইতে রেহাই পায়।

Contributory Pension—হারাহারি পূর্বসেবা বেতন : নির্দ্দিষ্ট কাল চাকুরী সমাপ্তির পর অথবা নির্দ্দিষ্ট বয়সে উপনীত হইলে নিয়োগকর্ত্তা কর্ম্মচারীকে আমৃত্যু যে বেতন দেয় সেই বেতন যে তহবিল হইতে দেওয়া হয় সেই তহবিলে যদি নিয়োগকর্ত্তা ও কর্ম্মচারী উভয় পক্ষই নির্দ্দিষ্ট হারে অর্থ জমা দেয় তবে সেই প্রথাকে হারাহারি পূর্বসেবা বেতন বা পেন্সন কহে।

Contraction of Demand—চাহিদার সঙ্কোচ : বাজারে বিক্রয় উপযোগী পণ্যের চাহিদা কমিয়া যাওয়াকে চাহিদার সঙ্কোচ বলে। দুইটি সময়ের মধ্যে তুলনা করিলে এই অবস্থা উপলব্ধি করা যায়। এই অবস্থা যদি বেশ কিছুদিন স্থায়ী হয় তবেই এইরূপ নাম দেওয়া হয়।

Contraction of Supply—যোগানের সঙ্কোচ : দুইটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তুলনায় পণ্যের যোগান কমিয়া গেলে তাহাকে যোগানের সঙ্কোচ বলে। প্রকৃত চাহিদার (Effective Demand) তুলনায় যদি যোগান কমিয়া যায় তবেই তাহাকে যোগানের সঙ্কোচ কহে। এই সঙ্কোচ বেশ কিছুদিন স্থায়ী হইলেই ঐরূপ বলা যায়।

Control Account—নিয়ামক হিসাব : যে হিসাবের মাধ্যমে ব্যবসায়ের সকল লেন-দেন প্রবিষ্টিকরণের (Entryর) আংকিক নির্ভুলতা পরীক্ষা করা হয় তাহাকে বুঝায়। খতিয়ানে এই হিসাবে বা খাতে অন্য সমস্ত খাতের যোগফলগুলি লেখা হয়। বিভিন্ন খাতের খরচ বা দেনা লেখনের (Debit Entryর) যোগফলগুলি এই হিসাবের খরচের বা দেনার ঘরে বসান হয় এবং বিভিন্ন খাতের জমার বা পাওনার যোগফলগুলি এই হিসাবের জমার (Credit) বা পাওনার ঘরে বসান হয়। তারপর নিয়ামক হিসাবের (Control Account) উভয়দিকে লিখিত অংকগুলি যোগ দিয়া যদি দেখা যায় যে উভয় দিকের অংকই সমান তবে বুঝিতে হইবে যে

যোগ-বিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে (আংকিক হিসাবে) কোন ভুল নাই।

Control—নিয়ন্ত্রণ : অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক আরোপিত নিয়মাবলী। নিয়ন্ত্রণ অনেক রকমের হইতে পারে—তন্মধ্যে মূল্য নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

Controlled Economy—নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি : অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রসার লাভ করিলেই সেই অর্থনৈতিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি কহে। নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি কোন-না-কোনপ্রকার সরকারী পরিকল্পনা সূচনা করে। কিন্তু উৎপাদনের উপাদান সকলের উপর সরকারী মালিকানা সূচনা করেনা। যে অবস্থায় পূর্ণ প্রতিযোগিতা কার্য্যকরী হয় না অর্থাৎ সামগ্রিক সামাজিক উন্নতির অনুকূল হয় না অথবা যে অবস্থায় ধনতন্ত্র সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কার্য্য গ্রহণ করিতে অক্ষম সেই অবস্থায়ই নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা হয়। ইহার ফলে ঋণদান, উৎপাদন, বৈদেশিক বাণিজ্য, উৎপাদনের অন্য উপাদান সকলের উপর নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থনীতিকে 'ন্যায়ের' উপর ভিত্তি করার উদ্দেশ্যেই সকল নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা হয়। (Directed Economy ; Statism দ্রষ্টব্য)।

Controlled Inflation—নিয়ন্ত্রিত মুদ্রাস্ফীতি : বাজারে দ্রব্যমূল্য ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে পাইতে উৎপাদন স্তরের নিম্নে নামিয়া গেলে উৎপাদনের পরিমাণ ব্যাহত হইতে পারে, তখন বাজারে মুদ্রার পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়া দ্রব্যমূল্য বাড়াইতে সাহায্য করে, যাহাতে বর্দ্ধিত মূল্য পূর্বের স্বাভাবিক সাম্য মূল্যের সমান হয়। এই প্রকার মুদ্রাস্ফীতির দ্বারা উৎপাদককে লোকসানের হাত হইতে রক্ষা করা হয়। এই অবস্থা দেখা যায় মন্দাবস্থার শেষ ধাপে। ইহাকে Reflation ও বলে। (উহা দ্রষ্টব্য)।

Controlling Company—নিয়ামক সংঘ : Holding Company দ্রষ্টব্য)।

Conventional necessaries—ব্যবহারমূলক দ্রব্য; কৃত্রিম নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য : জীবনধারণে অপরিহার্য্য নয় অথচ ব্যবহারের ফলে প্রায় সকলের নিকটই অপরিহার্য্য বলিয়া ধৃত এরূপ কোন দ্রব্যকে কৃত্রিম নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য বলে। পান, তামাক, ইত্যাদি ইহার অন্তর্গত।

Conventional Paper Currency—সাংকেতিক কাগজীমুদ্রা :

কাগজীমুদ্রার বদলে যদি সরকার টাকশাল হইতে সমমূল্যের ধাতব মুদ্রা-দিতে বাধ্য না থাকে তবে সেই প্রকার মুদ্রা প্রথাকে সাংকেতিক কাগজীমুদ্রা কহে। কাগজীমুদ্রাকে মানমুদ্রার (Standard Coin) সংকেত মাত্র কহে। ইহাকে অপরিশোধনীয় বা অপরিবর্ত্তনীয় (Inconvertible) কাগজী মুদ্রাও কহে। (Inconvertible Paper Currency দ্রষ্টব্য)। যে সকল মূল্যবান ধাতু দ্বারা ধাতব মুদ্রা তৈয়ার করা হয় উহার অভাব ঘটিলেই এইরূপ নীতি প্রবর্ত্তন করা হয়।

Conventional Tariff System—সর্তানুযায়ী শুল্ক প্রথাঃ যে শুল্ক প্রথায় আমদানী রপ্তানী শুল্কের হার ব্যবসাসংশ্লিষ্ট দেশগুলির সহিত পারস্পরিক চুক্তি বা সর্তের মাধ্যমে স্থির করা হয় সেই শুল্ক প্রথাকে সর্তানুযায়ীশুল্কপ্রথা বলে। কাজেই চুক্তির সর্ত পরিবর্ত্তন হইলে শুল্ক প্রথারও পরিবর্ত্তন হয়। স্বাধীন শুল্ক প্রথায় (Autonomous Tariff System) পারস্পরিক চুক্তির উপর কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থার উপর নজর রাখিয়া আইন সভার মাধ্যমে আইন পাশ করিয়া শুল্কের হার নির্দ্ধারণ করা হয়। (Autonomous Tariff System দ্রষ্টব্য)।

Conversion Cost—রূপান্তর ব্যয়ঃ কাচামালকে পাকামালে (শিল্পজ দ্রব্যে) পরিবর্ত্তন করিতে কাচামালের মূল্য ব্যতীত অন্যান্য যে সমস্ত ব্যয় বহন করিতে হয় তাহাকেই রূপান্তর ব্যয় বলে।

Conversion Loan—ঋণ রূপান্তর; রূপান্তরিত ঋণঃ সরকার, শায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠান অথবা কোন কোম্পানী ঋণ শোধ করার সময় যদি ঋণ শোধ করিতে অপারগ হয় তবে পূর্ব্বের ঋণপত্রের বদলে পাওনাদারদের নূতন ঋণপত্র দিতে পারে। অর্থাৎ পূর্বের ঋণ শোধ করিয়া নূতন ঋণ গ্রহণ করে। নগদ অর্থ দিয়া ঋণ শোধ না করিয়া এই ভাবে ঋণ রূপান্তর করিলে ঋণ গ্রহণকারী অনেক সুবিধা দিয়া থাকে। তন্মধ্যে উচ্চ সুদের হার, বাট্টায় ঋণপত্র বিক্রয় (Issue at a discount), বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনেকসময়ে সরকার রূপান্তরিত ঋণ বা নূতন ঋণের সুদের আয়কর মুক্ত বলিয়া ঘোষণা করে। তবে বাজারে সুদের হার কম হইলে ঋণ রূপান্তরে ঋণ গ্রহণকারীর সুবিধাও হইতে পারে; কারণ সেক্ষেত্রে নূতন ঋণের উপর সুদের হার পূর্বাপেক্ষা কম হইবে।

Conversion Price—রূপান্তরিত ঋণপত্রের মূল্যঃ ঋণ পরি-

শোধের সময়ে নগদ অর্থের পরিবর্ত্তে পুনরায় ঋণপত্র গ্রহণ করিলে, যে মূল্যে নূতন ঋণপত্র দেওয়া হয় তাহাকে বুঝায়। এই মূল্য ঋণপত্র বিক্রয়ের সময়েই ঘোষণা করা হয়। রূপান্তরিত ঋণপত্রের মূল্য রূপান্তরের সময় ঋণপত্রের বাজার দর হইতে কমও হইতে পারে, বেশীও হইতে পারে।

Convertible bond—পরিবর্ত্তনযোগ্য ঋণপত্র: ঋণের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে যে সকল ঋণপত্রের পরিবর্ত্তে নূতন ঋণপত্র দেওয়া হইল সেই সকল ঋণপত্রকে পরিবর্ত্তনযোগ্য ঋণপত্র কহে।

Convertible Paper Currency—পরিবর্ত্তনযোগ্য কাগজীমুদ্রা: যে সকল কাগজীমুদ্রার বদলে টাকশাল হইতে নির্দিষ্ট হারে ধাতব মুদ্রা বা ধাতু পাওয়া যায় তাহাকে পরিবর্ত্তনযোগ্য কাগজীমুদ্রা বলে। যে মুদ্রানীতিতে এই প্রকার কাগজীমুদ্রা বাজারে চালু করা হয় তাহাকে Convertible Paper Currency System কহে।

Convertible Securities—পরিবর্ত্তনযোগ্য জামানত: যে সকল জামানত দ্রব্য যে কোন সময়েই বাজারে বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা যায় তাহাকে পরিবর্ত্তনযোগ্য জামানত বলে। সরকারী ঋণপত্র, একত্রিত ঋণ পত্র ইত্যাদিই পরিবর্ত্তনযোগ্য জামানতপত্র।

Conveyance—সম্পত্তি হস্তান্তরের চুক্তিপত্র; চুক্তিপত্র; সম্পত্তি হস্তান্তর: স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করাকে বুঝায়। যে সকল দলিল, চুক্তিপত্র বা উইলের মারফত সম্পত্তির ন্যায্য অধিকার হস্তান্তর করা হয় সেই সকল দলিলকেও বুঝায়। আবার সম্পত্তি হস্তান্তর ব্যতীতও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অংশীদারদের মধ্যে যে চুক্তি হয়, সেই চুক্তিপত্রকেও বুঝায়।

Conveyancing—দলিল সম্পাদন: ইহা দ্বারা দলিলাদি প্রস্তুত করান বুঝায়।

Cooling-off Period—শান্ত হওয়ার জন্য সময়; ধীর স্থিরভাবে কাজ করার সময়: শ্রমিক-মালিক বিরোধ উপস্থিত হইলে কোন প্রকার অনিষ্ট কার্য্য পদ্ধতি গ্রহণ করার পূর্ব্বে যাহাতে আপোশে মীমাংসার সুযোগ পাওয়া যায় তাহার জন্য আইনত যে সময় দেওয়া কর্ত্তব্য তাহাকে বুঝায়।

Coolie System—কুলী প্রথা: এই প্রথায় ইউরোপীয় রাষ্ট্রসকল তাহাদের উপনিবেশ হইতে (ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশ হইতে) শ্রমিক

আমদানী করে। এই সকল শ্রমিক প্রচণ্ড কায়িক শ্রমের জন্যই মাত্র আমদানী করা হইত। চুক্তি শ্রম প্রথায় (Contract Labour) আমদানীকৃত শ্রমিকদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অধিকার নিয়া যে প্রকার অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে, কুলী শ্রমিকদের বেলাতেও একই প্রকার অসুবিধা দেখা দিয়াছে। পূর্ব্বে এই প্রকার দেশান্তর গমন ব্যক্তিগত অধিকারে ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে উহা সরকার নিয়ন্ত্রিত। পূর্ব্বে আফ্রিকার দেশগুলিতে, ইন্দোনেশিয়া, পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে এই প্রথায় যথেষ্ট শ্রমিক আমদানী করা হইত।

Cooperage—পিপা নির্ম্মাতার মজুরি : বন্দরে জাহাজ ভিড়িলে বা জাহাজ অন্যত্র রওনা হওয়ার পূর্ব্বে জাহাজের পিপা ইত্যাদি মেরামত করার জন্য পিপা নির্ম্মাতাকে যে মজুরি বা মাশুল দিতে হয় তাহাই পিপা নির্ম্মাতার মজুরী।

Co-operative Societies—সমবায় সমিতি : লাভই যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য নয় কিন্তু সমিতির সদস্যগণকে মধ্যগদের (middlemen) হাত হইতে রেহাই দেওয়ার উদ্দেশ্যে যে সকল সমিতি গঠন হয় তাহাকে সমবায় সমিতি বলে। পারস্পরিক সহানুভূতি, সদিচ্ছা এই সকল সমিতির ভিত্তিস্বরূপ। সমবায় সমিতি অনেক ভাগে ভাগ করা যায়—(১) সমবায় ঋণ সমিতি ; (২) সমবায় অঋণ সমিতি। ঋণ-সমিতিগুলি সদস্যদের ঋণের যোগান দেয় আর অঋণ সমিতিসকল পণ্য বিতরণ, পণ্য উৎপাদনে সাহায্য করে। যে সকল সমিতি পণ্য বিতরণে লিপ্ত উহাদের ভোগকারী সমবায় সমিতি বলে। আর যাহারা পণ্য উৎপাদনে সাহায্য করে তাহাদের উৎপাদক-সমবায় সমিতি কহে। সকল ক্ষেত্রেই মধ্যগদের কার্য্যের ফলে ভোগকারীদের যে বর্দ্ধিত মূল্য দিতে হয় তাহা হইতে সদস্যদের রেহাই দেওয়ার জন্যই এই সকল সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। (Consumers' Co-operative দ্রষ্টব্য)।

Co-operative Commonwealth—সমবায়তন্ত্র : যে সমাজে অর্থনৈতিক জীবনের সকল দিকই সমবায় সমিতির দ্বারা পরিচালিত সেই সমাজকে সমবায়তন্ত্র কহে।

Co-partnership—হিস্যেদারী ; সহ-মালিকানা : মালিক-শ্রমিক বিরোধের কারণ দূরীকরণের একটি উপায় শ্রমিকদের শিল্পে মুনাফায় অংশ

দান। কিন্তু মাত্র মুনাফা অংশীদারীতে যে সকল দোষ দেখা দিয়াছে তাহা নিবারণ করার জন্য বর্ত্তমানে অনেক শিল্পে সহ-মালিকানা প্রথা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। সহ-মালিকানা প্রথায় শ্রমিক কেবলমাত্র মুনাফার অংশই পায় না। শিল্প ব্যবস্থাপনায়ও অর্থাৎ মালিকানাতেও অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

Copyhold—পাট্টা ; ইজারা : জায়গীরদারী প্রথায় খাজনার পরিবর্ত্তে ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে জমি ভোগ করার অধিকার করাকে পাট্টা বা ইজারা বলে। সামন্ততন্ত্রে জমির ইজারা গ্রহণকারীদের খাজনা দিতে হইত না তবে আবশ্যকবোধে সামরিক সাহায্য দিতে হইত।

Copyright—প্রতিলিপ্যধিকার ; মুদ্রণাধিকার : পুস্তক, গীতিকা, অথবা কোন শিল্পবস্তু প্রণেতার সর্বস্বত্বকে প্রতিলিপ্যধিকার কহে। এই স্বত্বাধিকারে প্রণেতার অনুমতিব্যতীত পুনর্লিখন, বা পুণর্মুদ্রণ সম্ভব নহে। তবে এই সত্বাধিকার ইচ্ছা করিলে পুস্তকাদি প্রণেতা এককালীন অর্থ গ্রহণ করিয়া. অথবা প্রতিখানি দ্রব্য বিক্রয় মূল্যের উপর নির্দ্দিষ্ট অংশের বদলে বিক্রয় করিয়া দিতে পারে।

Corporation Aggregate—যৌথ সংস্থা : কোন যৌথ প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্য একত্রযোগে এক ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হয়। কাজেই সকল যৌথ প্রতিষ্ঠানকেই বুঝায়। (Company দ্রষ্টব্য)।

Corporation Sole—একক যৌথ সংস্থা : কোন যৌথ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ভার যখন সাময়িকভাবে একের উপর ন্যস্ত থাকে তখন সেই ব্যক্তিকে একক যৌথ সংস্থা কহে। সরকারী অছি, ক্যাণ্টারবারীর আর্কবিশপ প্রভৃতি ব্যক্তিকে এই পর্য্যায়ে ধরা হয়।

Co-respondent—সহকারী প্রতিবাদী : প্রতিবাদীর সহিত সংশ্লিষ্ট অপর কাহাকেও মামলায় প্রতিবাদী হিসাবে ধরা হইলে সেই ব্যক্তিকে সহকারী প্রতিবাদী বলে।

Corner—একায়ত্তি : ঝুঁকিদারী ব্যবসায়ে বা ফাটকা বাজারে যখন একই ব্যক্তি অথবা কতিপয় ব্যক্তি বিক্রয়োপযোগী সমস্ত পণ্য বা শেয়ার অথবা পণ্যের অধিকাংশ ক্রয় করে তখন তাহাকে একায়ত্তিকরণ কহে। একায়ত্তি করিয়া সাময়িকভাবে কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করিয়া মূল্য বাড়ান হয়। শেয়ার বাজারে "মন্দাওয়ালাদের" বিরুদ্ধে অনেক সময়ে জোট হইয়া ফাটকাবাজগণ এই পদ্ধতি গ্রহণ করে। ইহার ফলে মন্দাওয়ালারা যে মূল্যে

বিক্রয়ের চুক্তি করে তাহার চেয়ে অধিক মূল্যে শেয়ার ক্রয় করিয়া শেয়ার খালাস দিতে বাধ্য হয়। যে কোন প্রকার ব্যবসায়েই যখন কতিপয় লোক বিক্রয়োপযোগী পণ্যের উপর আধিপত্য করিয়া মূল্য বাড়াইয়া মুনাফা বাড়াইতে প্রয়াসী হয় তখন তাহাকে একায়ত্তিকরণ কহে।

Corporation (1)—পৌর সংস্থা; পৌর নিগম: বড় বড় নগরীতে (যেমন কলিকাতা, বোম্বাই. মাদ্রাজ, ইত্যাদিতে) শায়ত্ব শাসন প্রণালীতে গঠিত সংস্থাকে পৌর সংস্থা বলে। নাগরিকদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা যানবাহন ইত্যাদি বিষয় দেখাশুনার ভার এই সংস্থার হাতে ন্যস্ত থাকে।

Corporation (2)—যৌথ সংস্থা; নিগম: সংঘবদ্ধ কোম্পানীকেও যৌথ সংস্থা কহে। তবে ইদানীং সরকার আইন প্রণয়ণ করিয়া বিশেষ কতকগুলি উদ্দেশ্যে কতকগুলি যৌথ সংস্থা স্থাপন করিয়াছে। ইহারা যদিও সরকার নিয়ন্ত্রিত তথাপি ইহার পরিচালনা ব্যবসায় নীতির উপরই ভিত্তি করিয়া আছে। এই সকল যৌথ সংস্থায় বেসরকারী আধিপত্য থাকে না। ভারতবর্ষে উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিকে সাফল্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, এয়ার ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন ইত্যাদি কয়েকটি যৌথ সংস্থা গঠিত হইয়াছে। যখন ব্যক্তিগত ব্যবসাগুলি এই সকল উন্নয়ণমূলক কার্য্য সুষ্ঠুরূপে করিতে পারে না তখন সরকার নিয়ান্ত্রত এই প্রকার যৌথ সংস্থা স্থাপন করা হয়।

Corporation Tax—ব্যবসায়িক কর: কোম্পানী সকলকে যে আয়কর দিতে হয় তাহাকে ব্যবসায়িক আয়কর বলে।

Cost—খরচ, ব্যয়, পড়তা: ব্যাখ্যাবাদ অর্থনীতিতে কাঁচামাল, শ্রমিক, মূলধন, ব্যবস্থাপনার মূল্যকে একযোগে ব্যয় বা খরচ বা পড়তা বলা হয়। কাঁচামালের মাশুলকে বলা হয় খাজনা (Rent) যদিও খাজনা বলিতে জমি অথবা প্রকৃতিদত্ত দ্রব্য ব্যবহার করার মাশুলকেই বুঝায়; শ্রমিককে যে মাশুল দেয় তাহাকে বলে মজুরী (wage); মূলধন ব্যবহারের জন্য যে মাশুল দিতে হয় তাহাকে বলে সুদ (Interest)। মজুরীর মধ্যে আয় পরিচালনার মজুরীও ধরা হয়।

খরচ (Cost) কয়েক ভাগে ভাগ করা হয় (১) Total cost—(মোট খরচ) সকল খরচ যোগ করিলে যাহা হয় (২) Unit cost (একক খরচ)—উৎপাদিত দ্রব্যের প্রত্যেকটির গড় খরচা, (৩) Fixed cost

(স্থির খরচ)—যে সকল উৎপাদনের খরচ প্রায় নিশ্চল থাকে, (৪) Variable cost (পরিবর্তনীয় খরচ)—উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাসের সহিত উপাদানগুলির মাশুল অনুপাতে বেশী বা কম বাড়ে বা কমে তখন সেই প্রকার খরচাকে পরিবর্তনীয় খরচ কহে। (৫) Prime cost (প্রাথমিক খরচ) বা পড়তা—কাঁচামাল, মজুরী এবং যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি বাবদ যে খরচ হয় তাহার যোগফলই প্রাথমিক খরচ, (৬) Supplementary cost (পরিপূরক খরচ)—কাঁচামাল ইত্যাদির মূল্য অর্থাৎ প্রাথমিক খরচ ব্যতীত শিল্পের অন্য সমস্ত খরচ; (৭) Overhead cost (উপরাঙ্গিক ব্যয়)—যে সমস্ত ব্যয় মোট উৎপাদনের উপর হারাহারি মতে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় যেমন খাজনা, ম্যানেজারের বেতন ইত্যাদি যাহা সরাসরি কোন একটি দ্রব্য উৎপাদনের জন্য নয় কিন্তু সমগ্র শিল্পের জন্য।

Cost Accounts—উৎপাদন খরচ নিয়ন্ত্রণ করার হিসাব পদ্ধতি : শিল্পজ দ্রব্যের উৎপাদন খরচের উপরই শিল্পের উন্নতি অবনতি নির্ভর করে। কিন্তু হিসাব রক্ষণের মাধ্যমে শিল্পের উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলে শিল্পের প্রতিযোগিতার শক্তি বাড়িয়া যায়। কাজেই এই হিসাব পদ্ধতির মধ্যে নিম্নলিখিত কার্য্যাবলীই প্রধান।

(১) মোট উৎপাদন ব্যয়, শ্রম, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি, শিল্পের বিভিন্ন বিভাগ এবং কেন্দ্রের মধ্যে বিলি বা বণ্টন করা।

(২) উৎপাদন; উৎপাদন পদ্ধতি ইত্যাদি শ্রেণীকরণ ও একত্রীকরণ

(৩) প্রকৃত ও মান ব্যয় নির্দ্ধারণ করিয়া বিভিন্ন প্রকার কাজের মধ্যে উহার বিতরণ করা।

(৪) প্রকৃত ও মান ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্যের কারণ নির্ণয় করা।

(৫) উৎপাদন পরিকল্পনার সম্ভাব্য খরচ পর্য্যবেক্ষণ, এবং বিক্রয়ের উপর, বিক্রয় মূল্যের উপর উহার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া পর্য্যালোচনা করা।

(৬) পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংবাদ বিশদভাবে উপস্থাপিত করা।

(৭) উৎপাদন ব্যয়ের উপর ব্যবস্থাপক মণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করার জন্য ব্যয় বিষয়ক সমস্ত সংবাদের বিশদ ব্যাখ্যা করা।

Cost of Production theory of value—উৎপাদন খরচ মূল্য নীতি : এই নীতিতে দ্রব্যমূল্য দ্রব্য উৎপাদন খরচের উপর নির্ভর করে। উৎপাদন ব্যয় ধরিতে শ্রমিকের মজুরীর হার, যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ,

উৎপাদনে কত সময় লাগে, এই সকল উপাদান গ্রহণ করা হয়। এই নীতি ডেভিড রিকোর্ডাই প্রথম আলোচনা করেন। এই নিয়মে শ্রমিক ও যন্ত্রপাতির উৎপাদনে দক্ষতা পরিমাপ করার সুযোগ পাওয়া যায়।

Cost of Service Principle of Taxation—কর ধার্য্যে সেবাখরচ নীতি, করধার্য্যে কৃত্যক ভার নীতি : এই নিয়মে কর ধার্য্য এরূপভাবে হইবে যাহাতে ব্যক্তিবিশেষকে যে পরিমাণ সেবা দেওয়া হয় তাহাকে সেই পরিমাণ কর বহন করিতে হয়। অর্থাৎ সেবা করার মোট ব্যয় সেবা প্রাপকের নিকট হইতেই আদায় করা হয়। যে যত বেশী সেবা পাইয়াছে সে তত বেশী কর দিবে। সেবা বলিতে কেবলমাত্র সামাজিক সেবারত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকেই বুঝায়। বাস্তবক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রয়োগ করা দুঃসাধ্য এবং অসম্ভবও বটে। যেমন পুলিশ বাহিনীর জন্য যে ব্যয় সরকারকে বহন করিতে হয় তাহার অধিকাংশই গরীব সম্প্রদায়ের নিকট হইতে আদায় করিতে হয় কারণ পুলিশ গরীব সম্প্রদায়ের স্বার্থ, জীবন, মান সম্মান রক্ষার জন্য বেশী ব্যাপৃত থাকে। তেমনি রাস্তাঘাট, অগ্নি নিবারণী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি হইতে গরীব সম্প্রদায়ই বেশী সেবা পাইয়া থাকে। আবার একজনকে কতটুকু সেবা করা হইল এবং তাহার মূল্য কত হইল তাহা আরেক জনের সেবার ও মূল্যের পরিমাণের সহিত পরিমাপ করাও কঠিন। একমাত্র ডাক ও তার বিভাগ, বৈদ্যুতিক আলো বিতরণী প্রতিষ্ঠান এই নিয়মে ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতে সেবার খরচ আদায় করিতে পারে তবে এই সকল প্রতিষ্ঠান যে খরচ আদায় করে তাহাকে কর না বলিয়া মূল্য বা মাশুল বলাই সঙ্গত।

Cost of living adjustment—জীবনযাত্রার ব্যয়ের সমন্বয় : শ্রমিকের মজুরী যদি জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধির সঙ্গে বাড়ে এবং কমার সঙ্গে কমে তবে সেই প্রকার মজুরী দেওয়ার পদ্ধতিকে জীবনযাত্রার ব্যয় সমন্বয় কহে।

Cost of living Index—জীবনযাত্রার ব্যয়ের সূচী : যে সূচীতে এক নির্দিষ্ট স্বাভাবিক বৎসরের সহিত তুলনায় জীবনযাত্রার ব্যয় শতকরা কত বাড়িয়াছে বা কমিয়াছে দেখান হয় তাহাই জীবনযাত্রার ব্যয়ের সূচী। মোট জীবনযাত্রার ব্যয় ব্যতীত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যয়ের তারতম্যের পরিমাণও দেখান যাইতে পারে—যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের ভাড়া ইত্যাদি। জীবনযাত্রার ব্যয় যদি পাইকারী মূল্যের উপর নির্ভর করিয়া হয় তবে তাহাকে

পাইকারী জীবনযাত্রার ব্যয়সূচী কহে (Wholesale cost of living Index)। আর যদি খুচরা মূল্যের উপর ভিত্তি করিয়া হয় তবে তাহাকে "জীবনযাত্রার খুচরা ব্যয় সূচী" কহে (Retail cost of living Index)। ইহাতে এমন একটি বৎসর ধরিতে হইবে যখন অর্থনীতিক্ষেত্রে সর্বত্র সাম্যাবস্থা বিদ্যমান ছিল। সেই বৎসরের সহিত অন্য যে কোন বৎসরের তুলনা করিয়া অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি কি অবনতি হইয়াছে তাহা আলোচনা করা যায়। এমন কোন ব্যাপক সূচী তৈরি করা বিশেষ কষ্টসাধ্য যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের লোকের জীবনযাত্রার ব্যয়ের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়, তাই বর্ত্তমানে শিল্পশ্রমিকদের জীবনযাত্রা ব্যয়ের সূচীকেই (Working class cost of living Index) বেশী গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। উহা দ্বারা শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয়ের সহিত আয় বৃদ্ধিরও একটি তুলনা করা হয় এবং তাহাদের যে মজুরী দেওয়া হয় তাহা ন্যায্য কিনা তাহারও আলোচনা করা হয়।

Cost plus Contract – ব্যয় ও চুক্তি মূল্য: ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে এরূপ চুক্তি থাকিতে পারে যাহাতে পণ্যের কোন নির্দিষ্ট মূল্য ধরিয়া দেওয়া হয় না। কিন্তু উৎপাদনের ব্যয় এবং উৎপাদন ব্যয়ের উপর এক নির্দিষ্ট শতকরা হারে মুনাফা ধরিয়া যে মূল্য স্থির করা হয় তাহাই ব্যয় ও চুক্তি মূল্য।

Cost & Freight—ব্যয় ও মাশুল: সম্ভাব্য ক্রেতার নিকট যদি এই নিয়মে মূল্য দাবী করা হয় তবে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় এবং জাহাজের গন্তব্যস্থলে পৌছাইতে যাবতীয় মাশুলের মোটকে বুঝায়। তবে ইহাতে বীমার চাঁদা বা প্রিমিয়াম ধরা হয় না কারণ উহা পৃথকভাবে হয় ক্রেতাকে বহন করিতে হয় নতুবা ব্যয়ের মধ্যেই ধরা হয়।

Cost, Insurance & Freight—খরচ, বীমা মাশুল: এই নিয়মে সম্ভাব্য ক্রেতাকে যে মূল্য জানান হয় তাহাতে উৎপাদনের ব্যয়, বীমার মূল্য ও জাহাজের মাশুল যোগ করিয়া দেখান হয়।

Cost Sheet—উৎপাদন খরচের বিবরণ-পত্র: এই প্রকার বিবরণ পত্র প্রায় প্রত্যেক শিল্পে সপ্তাহান্তে, পক্ষান্তে বা মাসান্তে তৈয়ার করা হয়। এই বিবরণ-পত্রে ঐ সময়ের মধ্যে কোন কাঁচা মাল দ্বারা যত দ্রব্য উৎপাদন করা হইল তাহার মোট খরচ দেখান হয়। এই বিবরণ-পত্রের

মারফতে যদি উৎপাদন ব্যয় সম্বন্ধীয় সকল সংবাদ পাইতে হয় তাহা হইলে ইহাতে উৎপাদনের জন্য যে সকল খাতে যত ব্যয় হইয়াছে সকলই দেখাইতে হয়।

Coulisse ঃ প্যারিসের শেয়ার বাজারের বাহিরে যে সকল সম্রান্ত প্রতিষ্ঠান শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ে ও অন্তরপণণে নিযুক্ত থাকে তাহাদের বুঝায়। ইহারা সরকার অনুমোদিত নহে।

Council Bills, Council Drafts : বৃটিশ সরকার ভারত সরকারের নামে যে হুণ্ডি প্রদান করে তাহাকে বুঝায়। এই হুণ্ডি ভারতে যে সকল ব্যাঙ্ক বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় করে সেখানে ভাঙ্গাইতে হয়। ইহার ফলে একদেশ হইতে অন্যদেশে স্বর্ণপিণ্ড পাঠাইবার আবশ্যক হয় না।

Counter Claims—পাল্টা দাবী ঃ মামলায় প্রতিবাদী মূল মামলার সহিত সংশ্লিষ্ট নয় এরূপ কোন বিষয়ে পাল্টা দাবী করিয়া মামলা দায়ের করিলে তাহাকে পাল্টা দাবী কহে।

Counterfeit Coin—জালমুদ্রা ঃ টাকশালে প্রস্তুত নহে এরূপ মুদ্রাই জাল মুদ্রা। ইহা সর্বজন গ্রাহ্যও নহে ; বৈধ মুদ্রাও নহে।

Counterfoil—চেকমুড়ি ঃ রসিদ ইত্যাদি দলিলের যে অনুরূপ প্রতিলিপি থাকে তাহাকেই চেকমুড়ি বলে। এই প্রতিপত্র বা প্রতিলিপি দলিলদাতার নিকট থাকে। মূল পত্র যে অর্থ দেয়, বা যাহাকে দলিল দেওয়া হয় তাহার কাছে থাকে। ছাড়পত্র, চেক, অর্থ প্রদত্ত রসিদ ইত্যাদির প্রতিলিপি রাখা বাঞ্ছনীয়

Countermand of Payment—পরিশোধ প্রত্যাহার ঃ কাহাকেও চেকের মারফত অর্থ প্রদান করিয়া যে ব্যাঙ্কের উপর চেক কাটা হইয়াছে, সেই ব্যাঙ্ককে চেক না ভাঙ্গাইতে নির্দেশ দেওয়াকে পরিশোধ প্রত্যাহার বলে। Stop দ্রষ্টব্য।

Counterpart funds—প্রতিরূপ তহবিল ঃ যে সকল দেশ মার্শাল পরিকল্পনায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হইতে আর্থিক সাহায্য পায় সেই সকল দেশের সরকারকে যে পরিমাণ সম্পদ সাহায্য হিসাবে পায় সমপরিমাণ ডলার মূল্যের নিজদেশীয় মুদ্রা একটি পৃথক হিসাবে বা খাতে জমা রাখিতে হয়। যে তহবিলে ঐরূপ মুদ্রা গচ্ছিত করা হয় তাহার নামই প্রতিরূপ তহবিল Counterpart Funds)। এই তহবিলে জমা অর্থ বিশেষ

উদ্দেশ্যেই ব্যয় হইতে পারে—যেমন কোন উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিনিয়োগ; গ্রেট বৃটেনে ইহা জাতীয় ঋণ পরিশোধেও ব্যয় হয়। তবে তহবিলের অন্যূন শতকরা ৫ ভাগ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সেই দেশে পাওয়া যায় এরূপ কোন সামরিক দ্রব্য ক্রয় করিতে বা সেই দেশের মুদ্রার চাহিদা মিটাইতে ব্যয় করিতে পারে। সেইজন্য শতকরা ৫ ভাগ অর্থ সর্বদাই পৃথক করিয়া রাখিতে হয়।

Countervailing Duty—সমকারী কর, প্রতিকর: দেশে কোন প্রকার পণ্য উৎপাদনের উপর যদি অন্তশুল্ক বা উৎপাদন কর বসান হয় তাহা হইলে যাহাতে নিজ দেশীয় ব্যবসায়ীগণ আমদানীকৃত অনুরূপ পণ্য বিক্রেতার সহিত প্রতিযোগীতায় অসুবিধা ভোগ না করে সেইজন্য যে হারে উৎপাদন কর বসান হইয়াছে, সমহারে আমদানীকৃত পণ্যের উপরও শুল্ক বসান হইলে তাহাকে প্রতিকর বা সমকারী কর বা শুল্ক কহে। আবার যে দেশ হইতে পণ্য আমদানী করা হয় সেই দেশের সরকার যদি আর্থিক সাহায্য দিয়া বিদেশে প্রতিযোগীতার শক্তি বাড়াইয়া দেয় তাহা হইলেও এইরূপ শুল্ক বসান হয়, যাহাতে ঐ অতিরিক্ত প্রতিযোগীতার ক্ষমতা নাকচ হইয়া যায়।

Countervailing Excise duty—সমকারী উৎপাদন কর:
(Compensatory Duty দ্রষ্টব্য)

Counting House—মহাজনী কার্যালয়: ব্যবসায়ী যে কামরায় ব্যবসায়ের হিসাবপত্র, দলিলাদি রাখে সেই কামরাকে মহাজনী কার্যালয় বলে।

Country Clearing—মফস্বল নিকাশঘর: মফস্বলে বা গ্রামাঞ্চলের কোন ব্যাঙ্কে লণ্ডনের কোনও ব্যাঙ্কের উপর দেয় চেক জমা দিলে মফস্বলের ব্যাঙ্ক ঐ চেক লণ্ডনস্থ উহার প্রতিনিধির নিকট পাঠাইয়া দেয়। লণ্ডনস্থ প্রতিনিধি ঐ চেকগুলি নিকাশী ঘরে জমা দেয়। নিকাশী ঘর তখন ঐ প্রতিনিধি ব্যাঙ্কের হিসাবে উহাকে মফস্বলের যে সকল চেকের অর্থ দিতে হইবে উহা জমা করিবে এবং উহার মক্কেল যে সকল চেকের অর্থ দিবে তাহা খরচ বা দেনা খাতে লিখিবে। পরে দেনা কি পাওনা ঠিক করিয়া ঐ প্রতিনিধি ব্যাঙ্কের নিকট হইতে নীট পাওনা আদায় করিবে অথবা নীট দেনা শোধ করিবে। এই বিশেষ ব্যবস্থায় মফস্বলের চেক নিকাশ করা হয় বলিয়া যে ব্যাঙ্ক মফস্বলের চেক ভাঙ্গাইয়া দেয় তাহাকে মফস্বল নিকাশঘর বলে।

Country Notes—মফস্বলস্থ ব্যাঙ্কের প্রত্যর্থপত্র : মফস্বলের কোন ব্যাঙ্ক যদি কোন হুণ্ডি বা নোট দেয় যাহা চাহিবামাত্র দেয় তবে তাহাকে বুঝায়। ইহার বিপরীপ নিয়ম হইল ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড কর্তৃক প্রদত্ত নোট বা প্রত্যর্থপত্র।

Coupon—কুপন : শেয়ার বা ঋণপত্রের সহিত লাভাংশ বা সুদের অধিকার সম্বলিত যে প্রমাণপত্র যোজনা করা হয় তাহাকে কুপন বলে। যখন লাভাংশ বা সুদ পাওনা হইবে তখন উহার একখানা কুপন ব্যবহার করা হয়।

Court meeting—আদালত সভা : কোন যৌথ সংঘ (Company) অবশ্য সম্পাদ্য নিয়মে ব্যবসায় গুটাইলে (Compulsory Liquidation) বা দেউলিয়া হইলে আদালত (Court) ইচ্ছা করিলে পাওনাদারদের ও শেয়ার মালিকদের তাহাদের ইচ্ছা জানিবার উদ্দেশ্যে সভা আহ্বান করিতে পারে। আদালতই তখন ঐ সভার সভাপতি মনোনীত করে এবং ঐ সভাপতি সভার কার্য্যাবলীর বিবরণ আদালতে দাখিল করিবে। এই প্রকার সভাকে আদালত সভা বলে।

Covenant—চুক্তি : দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে কোন চুক্তি হইলে তাহাকে বুঝায়। চুক্তিতে বিশেষ কোন দফাকেও বুঝায়।

Cover—সীমা ; উপান্ত : শেয়ার দালালের নিকট তাহার মক্কেলগণ দালালের সম্ভাব্য লোকসান পূরণ করার জন্য যে নগদ অর্থ বা বিক্রেয়োপযোগী শেয়ার গচ্ছিত রাখে তাহাকে সীমা বা উপান্ত বলে। ফাটকা বাজারেই এই নিয়মের প্রচলন আছে। কোন ঝুকিদারী ব্যবসায়ও ইচ্ছা করিলে দালাল তাহার মক্কেলের নিকট হইতে অনুরূপ উপান্ত জমা দাবী করিতে পারে।

Covering note—ক্ষতিপূরণের স্বীকৃতি : বীমার চুক্তি সংঘটিত হওয়া এবং বীমাপত্র বা বীমা পলিসি হস্তান্তর করার সময়ের মধ্যে কোনরূপ ক্ষতি হইলে তাহা পূরণ করার স্বীকৃতি দিয়া বীমা প্রতিষ্ঠান বীমা গ্রহীতাকে যে পত্র দেয় তাহাকেই বুঝায়।

Craft : সামুদ্রিক বীমায় এই শব্দটি যে কোন প্রকার ক্ষুদ্র জাহাজ, নৌকা. মাল খালাসকারী জাহাজ ইত্যাদি বুঝাইতে ব্যবহার হয়।

Craft Guild—কারিগর সংঘ : মধ্যযুগে কুটির শিল্পে কারিগরগণ নিজেদের মালিকানা স্বত্বে পণ্য উৎপাদন করিত। কারিগরদের বিভিন্ন

কারিগরীর জন্য বিভিন্ন সংঘ ছিল। এই সকল সংঘ যে যে বিষয়ে পারদর্শী সে সেই পণ্য উৎপাদনে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিত। এই সকল সংঘ ইহার সদস্যদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের এক নির্দ্দিষ্ট মান (গুণ) অঙ্গীকার করিয়া ঘোষণা করিত। যাহাতে ইহাদের একচেটিয়া অধিকার নষ্ট না হয় সেই জন্য এই সকল কারিগরে শিক্ষানবিশদের আগমন নিজেরাই নিয়ম করিয়া নিয়ন্ত্রিত করিত। যন্ত্রশিল্প আগমনের পর ধীরে ধীরে কারিগরসংঘ বিলোপ পাইয়াছে। এবং শ্রমিক সংঘের ও মালিক সংঘের আবির্ভাব হইয়াছে।

Cranage—ভার উত্তোলন যন্ত্রের মাশুলঃ জাহাজ হইতে ভারী মাল উঠান ও নামানর জন্য ভার উত্তোলন যন্ত্রের জন্য যে ভাড়া বন্দর অধিকারককে দিতে হয় তাহাকেই বুঝায়। যে কোন প্রকার ব্যবহারের জন্য ভার উত্তোলন যন্ত্রের মাশুল ও বুঝায়।

Credit—জমা; পাওনা: "অর্থের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রহণোপযোগী কার্য্যের অধিকার" বলিয়া ইহার সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। পাওনা, জমা ইত্যাদি অনেক অর্থেই ব্যবহার হয়ঃ—

(১) অর্থনীতিতে সম্পদ বা মূলধন ঋণ দেওয়া বুঝায়। যে ধার গ্রহণ করে সে ঋণ গ্রহীতা, যে ঋণ দেয় সে ঋণ দাতা।

(২) ব্যাঙ্ক ব্যবসায়—কোন মক্কেল অর্থ জমা দিলে সেই জমাকে বুঝায়।

(৩) হিসাব রক্ষণে খতিয়ানের হিসাবের ডান দিককে বুঝায়। ডান দিকে কোন অংক বসাইলে তাহাকে জমা করা কহে।

(৪) সাধারণ ব্যবসায়ে যদি বিক্রেতা নগদ অর্থ গ্রহণ না করিয়া ক্রেতার ভবিষ্যতে কোন নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতির পরিবর্ত্তে দ্রব্য বা পণ্য হস্তান্তর করে তবে তাহাকে ধার (Credit) বিক্রয় কহে। ক্রেতা যতদিন মূল্য পরিশোধ না করিবে ততদিন দেনাদার (Debtor) এবং বিক্রেতা পাওনাদার (Creditor) বলিয়া জ্ঞাত থাকিবে। এই প্রকার চুক্তিতে ক্রেতা নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে পণ্যের মূল্য পরিশোধ না করিলে তাহার বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার বিক্রেতার থাকে এবং ইচ্ছা করিলে বিক্রেতা তৎক্ষণাৎ সেই অধিকার প্রয়োগ করিতে পারে।

Credit base—ঋণের ভিত্তিঃ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের নগদ

জমা এবং অল্পদিনের মেয়াদী বিনিয়োগ তহবিল হইতে ঋণদান করে। অল্প মেয়াদী লগ্নী অর্থ ও নগদ জমার মোট পরিমাণ অর্থ ব্যাঙ্কগুলির ঋণদানের ক্ষমতার ভিত্তির পরিচায়ক। Credit Base বলিতে বোঝায় যে যে ব্যাঙ্কের liquidity যত বেশী, তাহার credit base তত অধিক। অল্প মেয়াদী লগ্নী এবং নগদ জমা সম্মিলিত ভাবে ব্যাঙ্কের liquidityর ভিত্তি।

Credit bill—প্রত্যয়ী হুণ্ডি: ঋণ গ্রহণকারী যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে সেই সুনামের জামানতে যে হুণ্ডি কাটা হয় সেই হুণ্ডিকে প্রত্যয়ী হুণ্ডি বলে।

Credit Control—ঋণ নিয়ন্ত্রণ: দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া ঋণের পরিমাণ বাড়ান বা কমানর দরকার হইতে পারে। বাড়ান বা কমানর অর্থই হইল নিয়ন্ত্রণ। যে সকল নীতি অনুসরণ করিলে বাজারে ঋণের পরিমাণ বাড়ে বা কমে তাহাকে ঋণ-নিয়ন্ত্রণ নীতি কহে। এই নীতি সরকার, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা ঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি অবস্থা বিশেষে গ্রহণ করিয়া থাকে। যে যে উপায়ে ঋণ-নিয়ন্ত্রণ হয় তন্মধ্যে পুনর্বাটার হার পরিবর্ত্তন, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে অবশ্য রক্ষনীয় সঞ্চিতির হার বাড়ান বা কমান; খোলা বাজারে ঋণপত্র ক্রয় বিক্রয়; তারতম্যমূলক ঋণ প্রদান ইত্যাদি। পুনর্বাটার হার বাড়াইলে সুদের হারও বাড়িয়া যায় ফলে ঋণের পরিমাণ কমিয়া যায়, কমাইলে সুদের হার কমিয়া যায় এবং ঋণের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। সঞ্চিতির হার বাড়াইলে ঋণ দানের ক্ষমতা কমিয়া যায়। এবং কমাইলে ঋণদানের ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলা বাজারে ঋণপত্র ক্রয় করিলে অন্য ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ অর্থের পরিমাণ বাড়িয়া যায় এবং ঋণদানের ক্ষমতা বাড়ে; বিক্রয় করিলে নগদ অর্থের পরিমাণ কমিয়া যায় এবং ঋণদানের ক্ষমতা সংকুচিত হয়; তারতম্যমূলক ঋণব্যবস্থা ঋণ সম্প্রসারণে ব্যবহার করা হয় না। ইদানীং পুনর্বাটার হারের কার্য্যকরী ক্ষমতা কমিয়া যাওয়ায় তারতম্যমূলক ঋণ-ব্যবস্থা ঋণ সংকোচের জন্য ব্যবহার করা হয়। মুদ্রাস্ফীতি ও অতিরিক্ত ঋণ প্রদানের ফলে দ্রব্যমূল্য যাহাতে অধিক বৃদ্ধি না পায় সেই উদ্দেশ্যেই তারতম্যমূলক ঋণদান-নীতি গ্রহণ করিয়া ঋণ সংকোচ করা হয়।

Credit foncier: ফরাসী দেশে এক প্রকার ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান। এই সকল প্রতিষ্ঠান ফরাসী দেশে জমির মালিকদের জমির উন্নয়ন করার

জন্য জমি বন্ধক রাখিয়া ঋণ দেয়। এইরূপ ঋণ সমান কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হয় যাহাতে এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইয়া যায়।

Credit Money—প্রত্যয়ী মুদ্রা: সরকার অথবা নোট ছাপাইবার ব্যাঙ্কের উপর দেশের লোকের যখন যথেষ্ট বিশ্বাস থাকে তখন যে অপরিবর্ত্তনীয় কাগজী মুদ্রা ছাপান হয় তাহাকেই বুঝায়। সরকার বা ছাপাকারী ব্যাঙ্কের উপর যথেষ্ট বিশ্বাস থাকে বলিয়াই এইপ্রকার কাগজী মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার হয়। এই প্রকার কাগজী মুদ্রার পিছনে সম-মূল্যের মূল্যবান ধাতু সরকারের বা ছাপাকারী ব্যাঙ্কের ঘরে জমা থাকে না। এই সকল কাগজী মুদ্রা অপরিবর্ত্তনীয়। (Convertible ও Inconvertible Paper Money দ্রষ্টব্য)

Creditor nation—প্রাপক দেশ: আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে আদান প্রদানের সমতা যে দেশের অনুকূলে সেই দেশকে বুঝায়।

Credit note—জমা পত্র: চালান পত্রের মতই একপ্রকার দলিল। ক্রেতা কোন দ্রব্য ফেরত দিলে বা তাহাকে কোনরূপ ছুট, বাদ, কমি ইত্যাদি দিলে তাহা তাহার হিসাবে জমা করা হয় এবং তাহাকে জানান হয়। যে দলিলের মারফতে জমা করা হইয়াছে জানান হয় তাহাকে জমাপত্র কহে।

Credit rating—ঋণগ্রহণ ক্ষমতার বিবরণ: কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অন্য কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিকট বিগতকালে উহার আর্থিক দায় শোধের বিবরণ এবং ভবিষ্যতে আর্থিক দায় মিটাইবার ক্ষমতা দর্শাইয়া যে পত্র দাখিল করে তাহাকে ঋণগ্রহণ ক্ষমতার বিবরণ বলে। বিবরণ দাখিলকারী প্রতিষ্ঠান তাহার ঋণ গ্রহণ ক্ষমতায় অন্য প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্যই এই প্রকার বিবরণ দেয়।

Credit Slip—জমা পত্রী: যে চালান দ্বারা ব্যাঙ্কে অর্থ জমা দেওয়া হয় তাহাকে জমা পত্রী বলে। উহাতে যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম লিখা থাকে তাহার নামেই ঐ অর্থ জমা হয়। (Deposit Slip; Paying-in-Slip দ্রষ্টব্য)। ইহা ব্যাঙ্কে অর্থ জমা দেওয়ার রসিদ পত্র হিসাবে কার্য্য করে।

Credit theory of the business cycle—বাণিজ্যচক্রে ঋণ-নীতি: এই নীতিতে বিশ্বাসী অর্থনীতিবিদগণের মতে বাণিজ্যিক কার্য্যের

প্রসার ও সংকোচ; ঋণ প্রসার ও ঋণ সংকোচের দ্বারাই সর্বদা স্থিরীকৃত হয়। তাহাদের মতে ঋণের পরিমাণ বাড়িলে মূল্য বাড়িবে, ব্যবসায়ীদের উৎপাদন বাড়িবে এবং বেকার সমস্যার লাঘব হইবে। আবার অতিরিক্ত পরিমাণ হুসিয়ার হওয়ার ফলে এবং নিরাপত্তা বজায় রাখিয়া ব্যাঙ্কের ঋণ প্রদানের ফলে অনেক ব্যবসায়ীগণ শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করে বা ছাঁটাই করে, ব্যবসা প্রসার করে না। ফলে মূল্য কমিয়া যায় এবং ধীরে ধীরে বাজারে মন্দা অবস্থা আগত হয়। ইহাই বাণিজ্যচক্রের একমাত্র কারণ নহে তবে অন্যান্য কারণের সহিত ইহার দানও স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।

Credit Union—ঋণদানকারী সংঘ: আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন রাজ্যের আইন দ্বারা পরিচালিত সমবায় ঋণ সমিতিকে বুঝাইতে ব্যবহার করা হয়। Co-operative Credit Societyর সমার্থবোধক।

Crew—নাবিকবৃন্দ: জাহাজ চালাইতে জাহাজে নিযুক্তীয় সকল লোককে একযোগে বুঝাইতে ব্যবহার করা হয়। জাহাজে যত লোক তাহা হইতে যাত্রীদের বাদ দিলে যাহারা থাকে তাহাদের সমষ্টিগত নাম।

Crisis—সংকট:—ব্যবসায় গতিহীনতা ও মন্দা অবস্থা দেখা দিলে তাহাকে সংকট অবস্থা বলা হয়। কাহারও কাহারও মতে আর্থিক সংকট (Financial crisis) ও শিল্প সংকট (Industrial crisis) দুইটি পৃথক অবস্থা। আর্থিক সংকট বলিতে তাহারা ঋণ গ্রহণে অসুবিধা ও ঋণের দুষ্প্রাপ্যতা বোঝেন, আর শিল্পসংকট বলিতে, শিল্পজ দ্রব্য উৎপাদনে অসুবিধা এবং শিল্পজ দ্রব্যের চাহিদার হ্রাস বোঝেন। দুইটি পৃথক অবস্থা হইলেও মূলতঃ আর্থিক সংকটই শিল্পসংকটের জন্য দায়ী। বর্ত্তমানে যখন ব্যাঙ্ক প্রথাই ব্যবসা-বাণিজ্যের নাভিমূল তখন সংকট বলিতে আর্থিক সংকটই বুঝায়।

Crossed Cheque; Cheque দ্রষ্টব্য।

Critical Material: Strategic materials দ্রষ্টব্য।

Crop Insurance—শস্য বীমা: অপরিহার্য্য দৈবদুর্ঘটনা জনিত ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য কৃষকগণ তাহাদের শস্য বীমা করিয়া থাকে। কৃষি প্রধান দেশে বিশেষতঃ যে সকল দেশের কৃষি ব্যবস্থা প্রকৃতির উপর মাত্র নির্ভরশীল সেই সকল দেশে কৃষিবীমার

প্রয়োজন সর্বাধিক। দুঃখের বিষয়, কোনদেশেই কৃষিবীমা অন্যান্য বীমার মত এখনও সমাদৃত হয় নাই।

Cross Picketing—পাল্টা নিবারণ; পাল্টা পিকেটিং: কোন প্রতিষ্ঠানে একাধিক শ্রমিক সংঘ থাকিলে প্রত্যেক সংঘই ঐ প্রতিষ্ঠানের সকল শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব দাবী করিয়া যদি একই সময় পিকেটিং অর্থাৎ শ্রমিকদের কার্যে যোগদান করিতে নিবারণ করে, তবে তাহাকে পাল্টা পিকেটিং কহে।

Crude birthrate—স্থূল জন্ম হার: কোন অঞ্চলে এক বৎসরে প্রতি হাজারে যত শিশু জন্ম লাভ করে সেই অনুপাতে জন্মের হার গননা করিলে তাহাকে স্থূল জন্মহার কহে।

Crude Death Rate—স্থূল মৃত্যুর হার: স্থূল জন্মের হারের মতই যদি কোন অঞ্চলের মৃত্যুর হার গননা করা হয় তবে তাহাকে স্থূল মৃত্যু হার বলে। (Crude Birth rate দ্রষ্টব্য)

Cultural lag—কৃষ্টি শৈথিল্য: বিংশ শতাব্দীতে যান্ত্রিক উদ্ভাবন ও কারিগরী পরিবর্ত্তনের হারের তুলনায় রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের ভাব ধারায় ও ভাব প্রয়োগে যে মন্দ গতি পরিলক্ষিত হয় তাহাকেই কৃষ্টি শৈথিল্য বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়।

Cum-Dividend—লাভাংশসহ: শেয়ার বা ষ্টক বিক্রয়ের সময়ে যদি বিক্রেতা শেয়ারের উপর প্রাপ্য ও বর্ত্তান লাভাংশের অধিকার ক্রেতাকে ছাড়িয়া দিয়া শেয়ার বিক্রয় করে তবে সেইরূপ শেয়ার বিক্রয়কে লাভাংশসহ (Cum Div.) বিক্রয় কহে। (Ex. Div.) লাভাংশ-বাদ শেয়ার বিক্রয়ে ক্রেতা প্রাপ্য লাভাংশের অধিকার ছাড়িয়া দেয় না। Ex.-Dividend; Ex-all, Cum-all দ্রষ্টব্য।

Cum Drawing—লাভাংশসহ পরিশোধ: ঋণপত্র পরিশোধের অব্যবহিত পূর্বে ঋণপত্র বিক্রয় করিলে বিক্রেতা পরিশোধের ফলে যে লাভ পাইতে পারে তাহা ক্রেতাকে ছাড়িয়া দেওয়ার চুক্তি করিয়া ঋণপত্র বিক্রয় করিলে সেই প্রকার ঋণপত্র বিক্রয়ের মূল্যকে লাভাংশ সহ বলা হয়। ঋণপত্র যদি অধিহারে শোধ হয় তবে ক্রেতার লাভ হয়।

Cum-New—নূতন বিলিসহ: অনেক সময়ে কোন যৌথ প্রতিষ্ঠানের অংশ পত্রের মালিকদের (শেয়ার হোল্ডারদের) সেই প্রতিষ্ঠানের

অংশ পত্রে বা শেয়ারে পুনরায় বিনিয়োগ করার অধিকার দেওয়া হয়। অর্থাৎ যৌথ সংঘ উহার মূলধন বাড়াইতে চাহিলে বাজারে শেয়ার বিক্রয় না করিয়া পুরাতন শেয়ার মালিকদের মধ্যেই অংশপত্র বিলি করিয়া দেয়। এই সকল প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের যথেষ্ট চাহিদা থাকে বলিয়া বাজারে প্রায়ই অধিহারে বিক্রয় হয়। কাজেই বিনা পারিতোষিক ও পরিশ্রমে এই প্রকার শেয়ারের অধিকারী হওয়ার সুযোগ অনেকেই নিতে চাহে। শেয়ার বিক্রেতা যদি নূতন বিলিকৃত শেয়ারের অধিকার ছাড়িয়া দিয়া শেয়ার বিক্রয় করে তবে সেই বিক্রয় মূল্যকে নূতন বিলিসহ বলা হয়। এই প্রকার বিক্রয়ে বিক্রেতাকে "ত্যাগ পত্রে" (Letter of renunciation) সহি করিতে হয়। ত্যাগপত্রে সহি করিয়া বিক্রেতা নূতন বিলির উপর নিজের অধিকার ছাড়িয়া দেয় বটে. কিন্তু শেয়ারের উপর অধিহার মূল্য তাহারই থাকে। আর উহার জন্য তাহার কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় না। ইহাকে Cum Right ও কহে। উহা দ্রষ্টব্য।

Cum Right--Cum new দ্রষ্টব্য।

Cumulative Dividend--Cumulative Preference Shares দ্রষ্টব্য।

Cumulative Preference Shares—সঞ্চয়ী পূর্বাধিকার শেয়ার: এই প্রকার শেয়ারে বা অংশপত্রে যে নির্দিষ্ট হারে লাভাংশ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি থাকে উহা যদি কোন বৎসরে অপ্রচুর লাভের জন্য দেওয়া না হয় তাহা হইলে সেই বৎসরের লাভাংশ পর পর বৎসরের লাভাংশের সহিত একত্রীকরণ করা হয়। অর্থাৎ এই প্রকার শেয়ারের মালিক লাভাংশ হইতে বঞ্চিত হয় না। যখন প্রতিষ্ঠানের লাভ হইবে তখন সর্বাগ্রে এই প্রকার শেয়ারের বকেয়া লাভাংশ দিতে হয়। চলতি বৎসরের বাবদ পাওনা লাভাংশ প্রথমে শোধ করিয়া পরে ইহার পূর্ববহিত বৎসরের বকেয়া শোধ করে। এই নিয়মে যতদিন বকেয়া লাভাংশ শোধ না হয় ততদিন চলতি বৎসরের লাভাংশের সহিত পূর্ব পূর্ব বৎসরের বকেয়া শোধ করা হয়। (Preference Shares দ্রষ্টব্য)।

Cumulative Voting—স্তূপীকৃত ভোটদান: যৌথ সংস্থায় যত জন পরিচালক নির্বাচিত হইবে তাহা দ্বারা অধিকৃত অংশপত্রের সংখ্যাকে গুণ করিলে যে গুণ ফল পাওয়া যায় তত সংখ্যাই এক একজন

অংশপত্রের মালিকের ভোটদানের অধিকার থাকিলে সেই নির্বাচন প্রথাকে স্তূপীকৃত ভোটদান প্রথা কহে। অংশপত্রের মালিক যত সংখ্যক ভোট দিতে অধিকারী সকলই একজন প্রার্থীর পক্ষে প্রয়োগ করিতে পারে অথবা ইচ্ছা করিলে একাধিক প্রার্থীর মধ্যেও ভাগ করিয়া দিতে পারে।

Currency—চলতি মুদ্রা: বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে যে সকল মুদ্রা—কাগজীই হউক কিম্বা ধাতবই হউক—যাহা সরকার কর্তৃক বৈধ বলিয়া ঘোষিত হয়—তাহাই চলতি মুদ্রা। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করার ফলে ধাতব মুদ্রার প্রচলন ক্রমশঃ কমিয়া কাগজী মুদ্রার চলতি বাড়িয়া গিয়াছে। বিনিময়ে যে সকল প্রত্যর্থ পত্র, হুণ্ডি, বিনিময়পত্র ইত্যাদি হস্তান্তর হয় উহাকেও চলতি মুদ্রার মধ্যে ধরা যাইতে পারে।

Currency Bond—চলতি মুদ্রায় পরিশোধনীয় ঋণপত্র: এই প্রকার ঋণ পত্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অনেক রেলকোম্পানী বিক্রয় করে। ইহার অর্থ এই যে ঐ ঋণপত্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে চলতি যে কোন প্রকার মুদ্রায়ই—কাগজী মুদ্রায়, রৌপ্য মুদ্রায় বা স্বর্ণ মুদ্রায়—পরিশোধ করা হইবে।

Currency of a Bill—বিনিময় পত্রের বা হুণ্ডির মেয়াদ কাল: বিনিময় পত্র লেখার তারিখ হইতে পরিশোধের দিন পর্য্যন্ত। যদি বিনিময় পত্র বা হুণ্ডি দৃষ্টান্তে (after sight) পরিশোধনীয় হয় তবে সাকরণের দিন হইতে পরিশোধের দিন পর্য্যন্ত মেয়াদ কাল বা চলতি কাল। আর যদি "তারিখ অন্তে" (after date) পরিশোধ করিতে হয় তাহা হইলে হুণ্ডি লেখার দিন হইতে পরিশোধের দিন অবধিই মেয়াদ বা চলতি কাল।

Currency Depreciation—মুদ্রা-মূল্য হ্রাস: আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আদান-প্রদান সমতায় উদবর্ত্ত ক্রমাগত বাণিজ্য প্রতিকূল হইলে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। কাজেই অন্য দেশে রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পাইতে থাকে। আমদানীকৃত দ্রব্যের মূল্য শোধ করিতে একমাত্র স্বর্ণ রপ্তানি ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকে না। কাজেই যাহাতে রপ্তানির পরিমাণ বাড়ান যায় সেই উদ্দেশ্যে যে দেশের আদান-প্রদানের সমতা প্রতিকূল সেই দেশ অন্যান্য দেশের তুলনায় নিজ দেশের মুদ্রার মূল্য কমাইয়া দিতে পারে। যেমন গ্রেট বৃটেন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি ২৮টী রাষ্ট্র ১৯৪৯ সনের ১লা সেপ্টেম্বর ডলারের তুলনায় শতকরা ৩০ ভাগ মুদ্রা মূল্য হ্রাস করিয়াছিল। মুদ্রা মূল্য হ্রাসের ফলে

যে দেশের মুদ্রার তুলনায় মূল্য হ্রাস করা হয় সেই দেশে রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য কমিয়া যায়। মুদ্রা মূল্য হ্রাসের পূর্বে ভারতীয় ৪৲ টাকার সমান ছিল ১ ডলার। মুদ্রা মূল্য হ্রাসের পরে ভারতীয় ৫৲ টাকার সমান ১ ডলার। কাজেই মুদ্রা মূল্য হ্রাসের পূর্বে ভারতীয় ৫৲ টাকা মূল্যের দ্রব্যের জন্য আমেরিকাকে ১·২৫ ডলার দিতে হইত আর মুদ্রা মূল্য হ্রাসের পর ঐ ৫৲ টাকা মূল্যের দ্রব্য আমেরিকা ১ ডলার দিয়াই কিনিতে পারে। কাজেই আমেরিকায় ভারতীয় দ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়া যাইবে এবং আদান-প্রদান সমতায় প্রতিকূল উদ্‌বর্ত্ত ক্রমশঃ সংশোধিত হইয়া মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে যে উদ্দেশ্যে মুদ্রা মূল্য হ্রাস করা হয় তাহা প্রকৃত ফলবতী করিতে মুদ্রা মূল্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আমদানী নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। কারণ মুদ্রা মূল্য হ্রাসের ফলে রপ্তানি দ্রব্য বহির্বাণিজ্যে সস্তা হয় কিন্তু নিজ দেশে আমদানী দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। কাজেই আমদানী সঙ্কোচ না করিলে বাণিজ্যের উদবর্ত্ত অনুকূলেত আসিবেনাই বরং অতিরিক্ত হারে প্রতিকূল হইতে থাকিবে এবং ফলে ক্রমাগত মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইয়া মুদ্রাস্ফীতি আরম্ভ হইবে। এই অবস্থা দেখা দিয়াছিল ভারতবর্ষে মুদ্রা মূল্য হ্রাস করার অব্যবহিত পরেই। আবার মুদ্রা মূল্যের হ্রাসের সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায় তখন যখন মুদ্রা মূল্য হ্রাসের ফলে রপ্তানিজাত দ্রব্যের চাহিদা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে স্থিতিস্থাপক হয় এবং স্থিতিস্থাপকতার হার মুদ্রা মূল্য হ্রাসের হারের চেয়ে বেশী।

রপ্তানি বাড়াইবার উদ্দেশ্যে অনেক সময়ে একাধিক দেশ মুদ্রা মূল্য হ্রাসে প্রতিযোগিতা করে। ফলে কোন দেশেরই মুদ্রার মূল্য স্থির ও সাম্য থাকে না। এই অবস্থা হয় মন্দাবস্থায়। ১৯৩০-৩১ সনে বহু দেশ এই ভাবে মুদ্রামূল্য হ্রাসে প্রতিযোগিতা করিয়াছিল। এই প্রকার মুদ্রামূল্য হ্রাস না করিয়া যাহাতে সদস্য দেশগুলির মুদ্রার মান স্থির থাকে তাহার জন্যই আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল গঠন করা হইয়াছে। International Monetary Fund দ্রষ্টব্য।

Currency Principle—মুদ্রা-নীতি : এই নীতির প্রয়োগ হয় কাগজী মুদ্রা ছাপাইতে। এই নীতিতে কাগজী মুদ্রা ছাপাইতে হইলে যত মূল্যের কাগজী মুদ্রা ছাপান হইবে সমপরিমাণ মূল্যের মূল্যবান ধাতু টাকশালে বা সরকারী তহবিলে জমা রাখিতে হয়। কাজেই কাগজী মুদ্রার পরিমাণ টাকশালে স্বর্ণ বা রৌপ্যের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। এই মতবাদে বিশ্বাসীদের মতে তিনটি বিশেষ সর্ত্তের উপর কাগজী মুদ্রা

প্রচলন হওয়া উচিত ; (১) মূল্যবান ধাতুর পরিমাণের সহিত নির্দ্দিষ্ট হারে কাগজী মুদ্রার পরিমাণ বাড়িবে বা কমিবে ; (২) কাগজী মুদ্রা পরিবর্ত্তনীয় হওয়া উচিত ; (৩) কাগজী মুদ্রা বৈদেশিক মুদ্রাবস্থার অর্থাৎ বৈদেশিক বাণিজ্যে আদান-প্রদান সমতা অবস্থার— দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। যখন আদান প্রদান সমতা অনুকূল তখন কাগজী মুদ্রা বাড়ান, যখন প্রতিকূল তখন কমান, এই নিয়মে কাগজী মুদ্রার পরিমাণ স্থির করা উচিত।

Current Account—চলতি হিসাব : (১) ব্যাঙ্কে যে হিসাবে অর্থ জমা রাখিলে চাহিবা মাত্রই দেয় সেই হিসাবকে চলতি হিসাব কহে। ইহার বিপরীত হইল আমানতী হিসাব (fixed account)। আমানতী হিসাব হইতে অর্থ তুলিতে হইলে ব্যাঙ্ককে পূর্বেই জানাইতে হয় এবং কতকগুলি সর্ত্ত পূরণ না করিলে আমানতী হিসাব হইতে অর্থ তুলিতে পারে না।

(২) অংশীদারী ব্যবসায়ে অংশীদার প্রতি বৎসরে যে অর্থ ব্যবসা হইতে নেয় এবং বৎসরে তাহার ব্যবসা হইতে লাভ, সুদ ইত্যাদি বাবদে পাওনা যে হিসাবে লেখা হয় সেই হিসাবকেও চলতি হিসাব কহে। অংশীদার চলতি হিসাব তৈয়ারী করিয়া বৎসরান্তে সেই বৎসরের জন্য ব্যবসায়ের নিকট তাহার ঋণ অথবা ব্যবসা হইতে তাহার পাওনা নির্দ্ধারণ করে।

Current Asset—চলতি সম্পদ : যে সকল সম্পদের পরিবর্ত্তে অল্প সময়ের মধ্যে নগদান অর্থ পাওয়া যাইতে পারে তাহাকে চলতি সম্পদ বলে। আর্থিক বিবরণ পত্রে চলতি সম্পদ আদায়ের সুযোগের পর্য্যায়ে লেখা হয়। যাহা আদায়ে সুযোগ যত বেশী, তাহা আগে দেখাইতে হয় যেমন—নগদান, প্রাপ্তহুণ্ডি, কাঁচামাল ইত্যাদি (Marshalling) দ্রষ্টব্য।

Current Liability—চলতি দায়, চলতি দেনা : যে সকল দেনা বা দায় শীঘ্রই অর্থাৎ হিসাব নিকাশের বৎসরের মধ্যেই শোধ করিতে হয় তাহাই চলতি দায় বা দেনা।

Current Yield—চলতি প্রাপ্তি, চলতি আয় : মূলধনের উপর বৎসরে যে আয় হয় তাহাকে চলতি আয় বলে। উহা মূলধনের উপর শতকরা হারে ধরা হয়। যদি ১০০০৲ টাকা মূলধন বিনিয়োগ করিয়া বার্ষিক ৩০৲ টাকা আয় হয় তাহা হইলে উহার চলতি আয় বা প্রাপ্তি শতকরা ৩৲ টাকা।

Custom House—শুল্ক কার্য্যালয়ঃ আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক যে গৃহে জমা দেওয়া হয় এবং আমদানী রপ্তানীর জন্য আবশ্যকীয় অনুজ্ঞা পত্রাদি যে গৃহ হইতে দেওয়া হয় তাহাই শুল্ক কার্য্যালয়।

Customs Duty—আমদানী-রপ্তানী শুল্কঃ একদেশ হইতে অন্য দেশে দ্রব্য রপ্তানি করিতে হইলে যদি সেই রপ্তানি দ্রব্যের উপর কোন শুল্ক বা কর দিতে হয় তাহাকে বলে রপ্তানি শুল্ক। আবার অন্য দেশ হইতে আমদানী দ্রব্যের উপর যে শুল্ক বা কর দিতে হয় তাহার নাম আমদানী শুল্ক।

রপ্তানি শুল্কের ফলে যে দেশে রপ্তানি করা হয় সেই দেশের শিল্প সংরক্ষিত হয়; কাজেই রপ্তানি শুল্ক সেই সকল দ্রব্যের উপরই বসান হয় যাহাতে রপ্তানিকারক দেশের একচেটিয়া অধিকার আছে অথবা এমন কোন কাঁচা মাল যাহা আমদানি না করিলে অপর দেশের চলিবে না। অবস্থা বিশেষে কৃষিজাত খাদ্য দ্রব্যের উপরও রপ্তানি শুল্ক বসান হয়।

আমদানী শুল্ক রাজস্ব আদায়ের জন্য বা দেশের শিল্প সংরক্ষণের জন্য আরোপ করা যাইতে পারে। যখন রাজস্ব আদায়ের জন্য আমদানী শুল্ক বসান হয় তখন আমদানী দ্রব্যের মূল্য যাহাতে দেশে উৎপাদিত অনুরূপ দ্রব্যের মূল্য হইতে অধিক না হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। আর যদি দেশের শিল্প সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আমদানী শুল্ক বসান হয় তাহা হইলে প্রতিযোগিতায় যাহাতে আমদানীকৃত দ্রব্যের মূল্য স্বদেশে উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যের অধিক হয় তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শুল্কের হার স্থির করা হয়। অর্থাৎ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আমদানী শুল্ক বসাইলে আমদানী দ্রব্য যাহাতে ধীরে ধীরে দেশে আসা বন্ধ হয় সেইভাবে শুল্কহার নির্দ্ধারণ করা উচিত।

Custom of Lloyd's—লয়েড রীতিঃ সামুদ্রিক বীমায় যে সকল রীতি লয়েড কোম্পানী কর্ত্তৃক অনুমোদিত তাহাকেই লয়েড রীতি বলে।

Custom of the Port—বন্দরের রীতি বা দস্তুরঃ কোন বন্দরের মাল পূর্ত্তি ও খালাসে গৃহীত বিশেষ কোন রীতি বা নিয়মকে বুঝায়।

Custom of Trade—ব্যবসায়ের রীতি; ব্যবসায়ের দস্তুরঃ বিশেষ ব্যবসায়ে নিযুক্ত সকল ব্যবসায়ী যে দস্তুর বা রীতি মানিয়া চলে তাহাকে ব্যবসায়ের দস্তুর কহে।

Customs Bill of Entry—শুল্ক কার্য্যালয়ের আগম-নিগম-পত্রঃ সর্বসাধারণের স্বার্থে কোন্ কোন্ জাহাজ কোন্ কোন্ বন্দর হইতে ছাড়িবে বা কোন্ কোন্ বন্দরে ভিড়িবে এবং কোন্ জাহাজে কোন্ কোন্ দ্রব্য আমদানী হইতেছে; কোন্ জাহাজ কোন্ কোন্ দ্রব্য রপ্তানির উদ্দেশ্যে বহন করিবে তাহার যে বিশদ বিবরণ দৈনিক শুল্ক অফিস প্রকাশ করে তাহাকে শুল্ক কার্য্যালয়ের আগম-নিগম পত্র কহে।

Customs Declartaion—শুল্ক ঘোষণা পত্রঃ কোনও দ্রব্য পাঠাইতে হইলে প্রেরককে দ্রব্যের নাম, দ্রব্যের ওজন, মূল্য, কোন তারিখে পাঠান হইতেছে, কাহার নামে পাঠান হইতেছে এই সকল বিবরণ শুল্ক কার্য্যালয়ে দাখিল করিতে হয়। উহাকেই শুল্ক ঘোষণা পত্র কহে। এই ঘোষণা পত্রের আবশ্যক হয় তখনই যখন ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নয় কিন্তু উপহারাদি দেওয়ার জন্য কোন দ্রব্য কাহারও নামে বিদেশে পাঠান হয়। যে প্রেরককে বিবরণ দাখিল করিতে হয় তাহার প্রপত্র শুল্ক কার্য্যালয় হইতেই পাওয়া যায়।

Customs Entry—শুল্ক বিবরণঃ আমদানীকারককে অথবা আমদানীকারক জাহাজের অধ্যক্ষকে শুল্ক কার্য্যালয়ে আমদানীকৃত দ্রব্যের যে বিশদ বিবরণপত্র দাখিল করিতে হয়, তাহাকেই শুল্ক বিবরণী বলে। এই বিবরণপত্রে কি দ্রব্য, কোথা হইতে আমদানী করা হইল, কত ওজন, কত মূল্য, শুল্কাধীন কিনা, এই সকল সংবাদ সরবরাহ করিতে হয়।

Customs Tariff—শুল্কসূচীঃ—শুল্কাধীন পণ্যের ফিরিস্তি বা লিষ্টি। প্রত্যেক দেশের সরকারই এইরূপ একটি ফিরিস্তি প্রকাশ করিয়া থাকে।

Customs Union—শুল্ক সংঘঃ দুই বা ততোধিক দেশ একত্রিত হইয়া যখন নিজেদের ভিতর মাল আমদানী রপ্তানির উপর সকল প্রকার বিধি-নিষেধ রহিত করে এবং অবাধ বাণিজ্য মানিয়া নেয় তখন সেই সংঘকে শুল্ক-সংঘ কহে। সংঘ বহির্ভূত দেশগুলি সম্বন্ধে একই শুল্কনীতি শুল্কসংঘের দেশগুলি গ্রহণ করিয়া থাকে। বেলজিয়ম্, হল্যাণ্ড ও লুক্সেমবুর্গকে লইয়া যে বেনেলুক্স গঠিত হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্যও এই প্রকার একটি শিল্পসংঘ তৈয়ার করা। জোলভারেনও (Zollverin) অনুরূপ একটি শিল্পসংঘ।

Cutback—ছাঁটাই করাঃ শ্রমিক হঠাৎ বা বিনা নোটিশে কাজ করা বন্ধ করিলে যদি শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয় তবে তাহাকে বুঝায়।

Cutthroat Competition—কণ্ঠচ্ছেদী প্রতিযোগিতাঃ এমন

আত্যন্তিক প্রতিযোগিতা যাহাতে অন্য প্রতিযোগিতাকারীদের বাজার হইতে হটাইয়া দেওয়া হয় তাহাকে কণ্ঠচ্ছেদী প্রতিযোগিতা বলে। এই প্রকার প্রতিযোগিতায় দ্রব্যমূল্য এমনভাবে কমান হয় যাহাতে শেষ পর্য্যন্ত বিক্রেতাকে লোকসানেও বিক্রয় করিতে হইতে পারে, তবে একবার প্রতিযোগিগণকে হটাইতে পারিলে দ্রব্যমূল্য বাড়াইয়া আবার লোকসান পূরণ করা হয়; অনিষ্টবুদ্ধি, বৈরিতা, অসাধু উদ্দেশ্যে এই প্রকার প্রতিযোগিতা সকল দেশের সরকারই বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করে।

Cyclical Fluctuation—অর্থনৈতিক উত্থান-পতন : অল্প সময়ের ব্যবধানে অর্থনৈতিক কার্য্যের প্রসার ও সঙ্কোচকে অর্থনৈতিক উত্থান-পতন বলে। কৃষিপ্রধান দেশে শস্য রোপণ ও শস্য উত্তোলনের সময় অর্থনৈতিক কার্য্যের—বিশেষ কৃষি ঋণ, শস্য ক্রয়-বিক্রয়, শস্য মজুত, ইত্যাদি কার্যের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। আবার এই সময়ের পর অর্থনৈতিক কার্যে খানিকটা শান্ত ভাব দৃষ্ট হয়। ইহাকেই অর্থনৈতিক কার্যের উত্থান-পতন কহে।

Cyclical Unemployment—ব্যবসা-চক্রঘটিত বেকারভাব : ব্যবসাচক্রে যখন মন্দা অবস্থা আগত হয় তখন যে বেকার সমস্যা দেখা দেয় তাহাকেই ব্যবসাচক্রঘটিত বেকারভাব বলে।

Cypher Code ; Cipher Code—সংকেতলিপি ; সংহিতা : ব্যাঙ্ক উহার প্রতিনিধি বা শাখাকেন্দ্রে, অথবা সরকার যখন বিদেশস্থ প্রতিনিধির নিকট তারযোগে কোন সংবাদ প্রেরণ করে তখন সংকেতলিপি ব্যবহার করে। এক একটি সংকেতের এক একটি বিশেষ অর্থ থাকে। এই প্রকার সংকেতলিপির ব্যাখ্যা এই বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তি ব্যতীত কেহ করিতে পারে না। বিশেষ গূঢ় সংবাদ আদান প্রদানেও এই প্রকার লিপি ব্যবহার করা হয়। অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও বিদেশস্থ শাখা অফিসে ব্যবসাসংক্রান্ত সংবাদ আদান-প্রদানে সংকেতলিপি ব্যবহার করে।

Collateral Security—পরোক্ষ জামানত : পরোক্ষ জামানত বলিতে মূল জামানতের পরিপূরক হিসাবে যে অতিরিক্ত জামানত রাখা হয় তাহাকে বুঝায়। মূল জামানতের মূল্য ঋণের সমান পরিমাণ না হইলেই পরোক্ষ জামানতের আবশ্যক হয়। পরোক্ষ জামানত হিসাবে যে সমস্ত দ্রব্য গচ্ছিত রাখা হয় তাহার মধ্যে সরকারী প্রত্যয়-পত্র, অংশ-পত্র, জমির মালিকানাপত্রের প্রমাণ-পত্রী ইত্যাদি ধরা হয়। ঋণ শোধ হইলেই পরোক্ষ জামানত খালাস করা হয়।

D

Dandy Note—খালাস আদেশঃ যে পত্রের মারফত শুল্কাধিকার গুদামের মালিককে শুল্কাধীন পণ্য পুর্ণরপ্তানির জন্য বা জাহাজের নাবিকদের ব্যবহারের জন্য খালাস দিতে নির্দ্দেশ দেয় সেই পত্রকে খালাস আদেশ কহে।

Dating forward—পর তারিখ লিখনঃ চালানপত্রে প্রকৃত মাল খালাসের তারিখ না লিখিয়া পরবর্ত্তী কোন তারিখ বসাইবার দস্তুরী বা রীতি থাকিলে ঐ প্রকার তারিখ লিখনকে পর তারিখ লিখন কহে।

Day Books—টোকচা খাতাঃ ব্যবসায়ের যে খাতাগুলিতে ব্যবসায়ী তাহার দৈনিক ক্রয় বিক্রয়ের বিবরণ লিখিয়া রাখে সেই খাতাগুলিকে টোকচা খাতা বা রোজ নামচা কহে। তবে হিসাব রক্ষণে টোকচা খাতায় ধারে ক্রয় ও ধারে বিক্রয়ই লেখা হয়। এই বইগুলি জাবেদা বহি।

Day to Day Loans—দৈনন্দিন ধারঃ হুণ্ডির দালাল ও শেয়ারের দালালগণ বা অন্য কোন লোক মাত্র ১ দিনের জন্য নির্দ্দিষ্ট সুদের হারে যে ঋণ গ্রহণ করে তাহাকে দৈনন্দিন ঋণ কহে। ঋণদাতা ও গ্রহীতার সম্মতি থাকিলে ঐ ঋণ আরও ১ দিনের জন্য কার্য্যকরী রাখা যায়। Call Money দ্রষ্টব্য।

Day to Day Money—দৈনন্দিন ধারঃ (Day to Day Loans দ্রষ্টব্য)।

Days Date—পরবর্ত্তী তারিখঃ হুণ্ডি লিখনে ব্যবহার করা হয়। ইহার দ্বারা হুণ্ডিতে উল্লিখিত তারিখের পরবর্ত্তী তারিখকে বুঝায়।

Days of Grace—অনুগ্রহ মেয়াদ, রেয়াত কালঃ হুণ্ডি

পরিশোধ করণে ও বীমার প্রিমিয়াম প্রদানে নির্দ্দিষ্ট দিনের পরও কিছু দিন সময় দেওয়া হয় সেই অতিরিক্ত সময়কে অনুগ্রহ মেয়াদ বা রেয়াত কাল কহে। দর্শনী হুণ্ডি বা দাবীমাত্র দেয় হুণ্ডিতে কোন রেয়াতকাল বা অনুগ্রহ মেয়াদ থাকেনা। অন্য সকল প্রকার হুণ্ডিতে নির্দ্দিষ্ট দিনের পর ৩ দিন অনুগ্রহ মেয়াদ থাকে। বীমা কোম্পানী বীমার রকম অনুসারে রেয়াত কাল ঠিক করে।

Days' Sight—দর্শনান্তর দিনঃ হুণ্ডি সাকরণ করার জন্য উপস্থাপিত করার পর পরিশোধ করা পর্য্যন্ত যতদিন তাহাকে দর্শনান্তর দিন কহে।

Dawes Plan—ডয়েস পরিকল্পনাঃ প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্ম্মান জাতির যুদ্ধ খেসারত বাবদ যে অর্থ মিত্র শক্তিকে দেয় বলিয়া স্থির হইল তাহা পরিশোধ করার উপায় উদ্ভাবন করার জন্য একটি যুদ্ধ খেসারত কমিশন বসানো হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধ খেসারত কমিশনের সভাপতি জেনারেল চার্লস ডয়েসের নাম অনুসারে পরিকল্পনার নাম করণ হইয়াছে। এই কমিশনের সুপারিশগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ—

(১) ১৯২৪ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি বৎসর ক্রমবর্দ্ধমান হারে ৫ বৎসর এবং তারপর আর্থিক উন্নতিসূচী অনুপাতে পরিশোধের পরিমাণ স্থির করা।

(২) জার্ম্মানীর মুদ্রা মূল্যের স্থায়িত্ব করণ এবং জার্ম্মানীর ব্যয় ও আয় সমতা রক্ষণ; (৩) বৈদেশিক রাষ্ট্রের জার্ম্মানীকে ঋণ প্রদান; (৪) জার্ম্মানীর আর্থিক অবস্থা আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ করণ; (৫) ধীরে ধীরে জার্ম্মানী হইতে মিত্রশক্তির সামরিক বাহিনী তুলিয়া আনা। ১৯২৬ সালে Young পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার পর ডয়েস পরিকল্পনা বাতিল করা হইয়াছে। (Young Plan দ্রষ্টব্য)

Dead Account—বাতিল হিসাব; অচল হিসাবঃ মৃত ব্যক্তির নামে ব্যাঙ্কে জমা থাকিলে সেই হিসাবকে বাতিল বা অচল হিসাব কহে। ঐ হিসাবে আদান-প্রদান হয় না বলিয়াই ইহাকে অচল বা বাতিল হিসাব বলে।

Dead Freight—মাল চালান না দিলেও দেয় ভাড়াঃ জাহাজে মাল চালান করিবে বলিয়া জাহাজ ভাড়া করার পর যদি মাল চালান

দেওয়া না হয় তাহা হইলেও জাহাজের মালিক চুক্তি মত ভাড়া দাবী করিতে পারে। এই প্রকার ভাড়াকে মাল চালান না দিলেও দেয় ভাড়া কহে।

Dead Heading—(১) **গাড়ীতে বিনা ভাড়ায় বহন ; (২) অল্প অভিজ্ঞ লোককে উন্নীতকরণ ঃ** (১) যানবাহন কোম্পানী যদি উহার কর্ম্মচারীদের স্থানান্তর গমনের জন্য গাড়ী যোগান দেয় অথচ ভাড়া না নেয় তবে তাহাকে বিনা ভাড়ায় গাড়ীতে বহন করা কহে। (বাস, ট্রাম ইত্যাদি) যাত্রীহীন গাড়ী (খালি গাড়ী) যখন আড্ডাস্থলে যায় তাহা বুঝাইতেও এই কথাটির প্রয়োগ হয়। (২) অধিক অভিজ্ঞসম্পন্ন কর্ম্মচারী কোন উচ্চপদের অনুপযুক্ত বলিয়া মনে হইলে নিয়োগকর্ত্তা অল্প অভিজ্ঞসম্পন্ন কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে উচ্চপদে উন্নীত করিলে তাহাও এই শব্দটি দ্বারা বুঝান হয়।

Dead Letter—**অচল নিয়ম ঃ** (১) আইন পাশ করিয়া কোন আইন রদ বা বাতিল না করিলেও যে আইন বা নিয়ম সাধারণে প্রতি-পালন করে না তাহাকে অচল আইন কহে।

(২) যে চিঠি মালিককে খুঁজিয়া না পাইলে বিলি করা হয় না এবং ডাকঘরে জমা রাখা হয় সেই চিঠিকে বুঝায়।

Dead Light—**পোত খড়খড়ি ঃ** ঝড় বৃষ্টির সময় জাহাজের জানা-লার সার্সি অটুট রাখার জন্য এবং জাহাজে জল প্রবেশ বন্ধ করার জন্য যে বহিরাবরণ দেওয়া হয় তাহাকে পোত খড়খড়ি কহে।

Dead Loan—**অনিশ্চিত সময়ের জন্য ঋণ ঃ** পরিশোধের নির্দিষ্ট দিনে ঋণ পরিশোধ না করিলে অথবা ঋণ পরিশোধ করার জন্য যদি কোন নির্দিষ্ট দিন ধার্য্য না থাকে তবে সেই ঋণকে অনিশ্চিত সময়ের জন্য ঋণ কহে।

Dead Reckoning—**জাহাজের অবস্থান নির্ণয় ঃ** সমুদ্রবক্ষে কোন জাহাজের অবস্থান নির্ণয় করাকে বুঝায়। কোন দক্ষ নাবিক কম্পাসের সাহায্যে জাহাজের গতিপথ ও লগলাইনের (Log Line) সাহায্যে জাহাজ কত পথ অতিক্রম করিয়াছে তাহা নির্ণয় করিতে পারে। এই দুইটির সাহায্যে সমুদ্রবক্ষে জাহাজের অবস্থান প্রায় ঠিক ঠিক ভাবে নির্ণয় করা যায়। উহাকেই জাহাজের অবস্থান নির্ণয় কহে।

Dead Rent—**সর্বনিম্ন দেয় খাজনা ; অবশ্য দেয় খাজনা ঃ** খনি ইজারা নিলে খনিতে কাজ না হইলেও অর্থাৎ খনিজ উত্তোলন না হইলেও

যে নির্দিষ্ট খাজনা খনির মালিককে দিতে হয় তাহাকেই অবশ্য দেয় খাজনা কহে।

Dead Security—**অচল জামানত**ঃ খনি, মিল, স্থাবর সম্পত্তি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি যদি কার্য্যকরী অবস্থায় না থাকে এবং উহা জামানত রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করা হয় তবে সেই জামানতকে অচল জামানত কহে।

Dead Stock—**অবিক্রীত মাল**ঃ—ব্যবসায়ের যে মাল বিক্রয় হয় নাই এবং বিক্রয় হওয়ার সম্ভাবনাও অল্প তাহাকেই বুঝায়।

Dead Time—**অনুৎপাদক সময়**ঃ শ্রমিক কাজে গাফিলতি করিয়া সময় নষ্ট করে না অথচ শ্রমিক সে সময় কোন কাজও করে না কিন্তু সেই সময়ের জন্য মালিককে পূর্ণ মজুরী দিতে হয় সেই সময়কে বলে অনুৎপাদক সময়। যে সময় নষ্ট হইল উহা শ্রমিকের আয়ত্তের বাহিরে। যেমন যন্ত্রপাতি নষ্ট হইলে উহা মেরামত করিতে সময় লাগে; মালের যোগান যদি সময় মত না হয় তাহা হইলে শ্রমিক কিছু সময় বসিয়া থাকে। ঐ সময়ের জন্য শ্রমিককে মজুরী দিতে হয় বটে কিন্তু শ্রমিক কিছুই উৎপাদন করে না। সুতরাং সেই সময়কে অনুৎপাদক সময় কহে।

Dead Weight—**খুব ভারী বোঝা**ঃ (১) জাহাজে যে সকল মাল বহন করা হয় তাহার মধ্যে যাহার মাশুল ওজন হিসাবে আদায় করা হয়, যেমন, কয়লা, আকরিক লৌহ, কোক কয়লা ইত্যাদি। (২) জাহাজ যাহাতে সমুদ্রবক্ষে টাল সামলাইতে পারে অর্থাৎ ঢেউয়ে জাহাজ যাহাতে স্থির থাকিতে পারে সেই জন্য প্রত্যেক জাহাজই কিছু পরিমাণ ভারী মাল বহন করে। উভয় ক্ষেত্রেই একই অর্থে প্রয়োগ হয়।

Dealer—**ব্যাপারী**ঃ যে নিজের নামেই মাল ক্রয়-বিক্রয় করে এবং লোকসানের ঝুঁকি যে নিজেই বহন করে তাহাকে ব্যাপারী কহে।

Dear Money—**দুর্লভ অর্থ**ঃ অর্থ তখনই দুর্লভ বলিয়া অভিহিত হয় যখন খুব ভাল জামানত দিয়াও উচ্চ হারে সুদ না দিলে ঋণ পাওয়া যায় না। এরূপ অবস্থা বাজারে খুব চাহিদা বাড়িলে অথবা (কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের) পুনর্বাটার হার উচ্চ হইলে দেখা যায়।

Death Duties—**মৃত্যুকর**ঃ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি ও সম্পদের মূল্যের যে অংশ সরকারকে দিতে হয়। মৃত্যুকর দুই প্রকারের হইতে পারে—(১) সম্পত্তি কর (Estate Duty) সম্পত্তির মোট মূল্যের উপর

দেয় কর—(২) উত্তরাধিকার কর (Inheritance Duty) ইহাতে উত্তরাধিকারীর উপর করের সম্পূর্ণ বোঝা পড়ে। মৃত ব্যক্তির সহিত উত্তরাধিকারের কি প্রকার শোণিত সম্বন্ধ উহা বিবেচনা করিয়া করের হার নির্দ্ধারণ করা হয়।

Death Rate—মৃত্যুহারঃ প্রতি ১০০০ জন লোকের মধ্যে প্রতি বৎসর কত জন লোক মারা যায় তাহার শতকরা হিসাবকে মৃত্যুর হার কহে। ইহাকে স্থূল মৃত্যুহার (Crude Death Rate) বলে। কিন্তু প্রতি ১০০০ জন লোকের মধ্যে ১ হইতে ১০ বৎসর বয়স্ক কত শিশু বৎসরে মারা যায় সেই হিসাবে মৃত্যুর হার নির্দ্ধারণ করিলে তাহাকে সংস্কৃত মৃত্যুহার (Refined Death Rate) কহে।

Debasement—অপকর্ষঃ মানমুদ্রায় যে পরিমাণ ধাতু থাকা উচিত তাহার চেয়ে কম ধাতু দিয়া মান মুদ্রা তৈয়ার করিলে সেই মানমুদ্রাকে অপকর্ষকরণ কহে। যুদ্ধের পূর্ব পর্য্যন্ত ভারতীয় মানমুদ্রায় ১৬৫ গ্রেণ বিশুদ্ধ রৌপ্য থাকিত। কিন্তু স্বাধীনতার পর ভারত সরকার যে মানমুদ্রা প্রচলন করিয়াছে তাহাতে মাত্র ৯০ গ্রেণ বিশুদ্ধ রৌপ্য থাকে। কাজেই বর্ত্তমান ভারতীয় মুদ্রাকে পূর্বের মুদ্রার তুলনায় অপকর্ষকরণ হইয়াছে বলা যায়।

Debenture—ঋণপত্র, তমস্সুকঃ যৌথ কারবারের সিলমোহরযুক্ত ঋণ গ্রহণের স্বীকৃতিপত্র। অর্থাৎ এই প্রকার ঋণপত্র দ্বারা কারবার যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছে তাহা স্বীকার করে। ঋণপত্রের বৈশিষ্ট্য ঃ—(১) যতদিন ঋণের আসল শোধ না হয় ততদিন নির্দিষ্টহারে সুদ দিতে হয়; (২) কোম্পানীর সম্পদের উপর ঋণের অগ্রাধিকার: (৩) ঋণপত্র ক্রেতা কারবারের মালিক নয় কিন্তু উত্তমর্ণ, (৪) ঋণপত্রের মালিক লাভাংশ পায় না কিন্তু সুদ পায়।

ঋণপত্রের প্রকার ঃ—(১) নগ্ন বা অরক্ষিত ঋণপত্র (Naked Debenture) এই প্রকার ঋণপত্রে ঋণের জন্য কোম্পানীর কোন সম্পদ জামানত রাখা হয় না। ফলে এই ঋণপত্রে কেবলমাত্র সুদ বা আসল পরিশোধের প্রতিশ্রুতি থাকে। (২) রেহণী ঋণপত্র (Mortgage Debenture)—এই প্রকার ঋণপত্রে কেবলমাত্র পরিশোধের প্রতিশ্রুতি ব্যতীত কারবারের অস্থাবর সম্পত্তি জামানত থাকে অর্থাৎ ঋণদাতার জামানতের উপর অগ্রাধিকার থাকে। ইহাকে সংরক্ষিত ঋণও কহে (Secured Loan)।

রেহণী ঋণপত্র আবার দুই প্রকার হইতে পারে ঃ—(ক) চলতি রেহণী

ঋণপত্র : (Floating Mortgage Debenture)—এই প্রকার ঋণে কোম্পানীর সকল সম্পদই বন্ধক থাকে অর্থাৎ সকল সম্পদের উপরই ঋণদাতার অগ্রাধিকার থাকে। (খ) স্থির রেহণী ঋণপত্র : (Fixed Mortgage Debenture)—এই প্রকার ঋণপত্রে বিশেষতঃ কোম্পানীর সম্পদের মধ্যে কোন্ বিশেষ সম্পদ বন্ধক আছে তাহার উল্লেখ থাকে। এবং সেই বিশেষ সম্পদের উপরই পাওনাদারের অগ্রাধিকার থাকে।

(৩) বাহক ঋণপত্র : (Bearer Debenture) এই প্রকার ঋণপত্র কেবলমাত্র হস্তান্তর করিলেই মালিকানা স্বত্ব হস্তান্তর হয়। এবং ঋণ গ্রহীতা বাহককেই ঋণের অর্থ পরিশোধ করিয়া থাকে।

(৪) পঞ্জীভূত ঋণপত্র (Registered Debenture) কারবারের বহিতে যে সকল ঋণপত্রের মালিকের নাম, ঋণপত্রের নম্বর ইত্যাদি লিখিত থাকে সেই সকল ঋণপত্রকে পঞ্জীভূত ঋণপত্র কহে।

(৫) পরিশোধ্য ঋণপত্র (Redeemable Debenture) ঋণপত্রে উল্লিখিত ঋণ চুক্তি অনুসারে কোন নির্দিষ্ট দিনে অথবা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে কোন সময়ে, শোধ করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলে সেই ঋণপত্রকে পরিশোধ্য ঋণপত্র কহে।

(৬) অপরিশোধ্য ঋণপত্র (Irredeemable Debenture) ঋণপত্রে উল্লিখিত ঋণ কখন্ শোধ করা হইবে তাহার উল্লেখ না থাকিলে তাহাকে অপরিশোধ্য ঋণপত্র কহে। যতদিন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু থাকিবে ততদিনই এই ঋণ থাকিবে। কেবলমাত্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান উহার কাজ গুটাইলে ঋণ উহার সম্পদ হইতে যত অংশ সম্ভব শোধ করিয়া থাকে। ইহাকে চিরস্থায়ী ঋণপত্রও (Perpetual Debenture) কহে।

Debenture Certificate—মাশুল ফেরতের প্রমাণপত্র ; আর্থিক সাহায্যের প্রমাণপত্র : (১) আমদানী শুল্ক দিয়া কোন পণ্য বা মাল আমদানী করিয়া ঐ পণ্য বা মাল রপ্তানি করিলে যে পরিমাণ পণ্য পুনর্রপ্তানি করা হইল তাহার উপর প্রদত্ত আমদানী শুল্ক ফেরত পাওয়া যায়। ঐ মাশুল ফেরত পাওয়ার জন্য শুল্ক অফিস হইতে যে প্রমাণপত্র দেয় তাহাকে মাশুল ফেরতের প্রমাণপত্র কহে।

(২) রপ্তানির পরিমাণ বাড়াইবার জন্য অনেক সময়ে সরকার রপ্তানি দ্রব্যের উপর আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করে। অর্থাৎ বাহিরের বাজারে রপ্তানি-

দ্রব্যের মূল্য অধিক হইলে সেই বাজারে কিছু কম মূল্যে বিক্রয় করিয়া যাহাতে রপ্তানি বাড়ান যায় তাহার জন্য বিক্রেতা উৎপাদন মূল্য হইতে যত কম মূল্যে বিক্রয় করে তাহা সরকারের তহবিল হইতে সাহায্য পায়। ঐ আর্থিক সাহায্য সরকারী তহবিল হইতে আদায় করার জন্যও রপ্তানি প্রমাণপত্র দরকার। শুল্ক অফিস হইতে আর্থিক সাহায্য আদায়ের জন্য রপ্তানির যে প্রমাণপত্র দেয় তাহাকেও আর্থিক সাহায্যের প্রমাণপত্র কহে।

Debit—খরচ, ধার: খতিয়ান বহিতে যে কোন হিসাবের বাম দিককে খরচ বা ধার কহে।

Debit Note—খরচ চিঠা, ধার চিঠা: ব্যবসায়ী মাল কেনার পর মালের কোন অংশ গ্রহণযোগ্য না হইলে উহা ফেরত দিয়া বিক্রেতার খাতে বা হিসাবে উহার মূল্য ধার লিখিয়া তাহাকে সংবাদ দেওয়ার জন্য যে চিঠা বা পত্র পাঠান তাহাকে খরচ চিঠা কহে। কাহারও হিসাবে ভুল করিয়া অতিরিক্ত জমা করিয়া পরে উহা সংশোধন করিয়া যে খরচ লেখা হয় এবং তাহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জানাইবার জন্য যে চিঠা বা পত্র দেওয়া হয় তাহাকেও ধার চিঠা বা খরচ চিঠা কহে।

Debit Voucher: Debit Note-এর সমার্থবোধক।

Debt—ধার; কর্জ; ঋণ: ভবিষ্যতে পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়া যে অর্থ বা দ্রব্য গ্রহণ করা হয় তাহাকে ধার, কর্জ বা ঋণ কহে। কর্জের প্রকার—(১) অভিলেখ ঋণ: (Debt of Record) শিলাঙ্কিত কোন দলিল বা প্রতিশ্রুতি পত্রদ্বারা যে কর্জ বা ঋণ আদালতে প্রমাণীকৃত হয় এবং যাহা শোধ করার জন্য আদালত নির্দেশ দেয় তাহাকে অভিলেখ ঋণ কহে। (২) সরল চুক্তি কর্জ (Debt by simple contract): মৌখিক বা সিলাঙ্কিত নহে এরূপ কোন দলিলের সাহায্যে যে ঋণ গ্রহণ করা হয় তাহাকে সরল চুক্তি ঋণ কহে। হুণ্ডি, বিনিময়পত্র প্রত্যর্থ পত্র এই পর্য্যায়ের। (৩) চলতি ঋণ (Floating Debt): স্বল্প মেয়াদী ঋণ। হুণ্ডির সাহায্যে সরকার যে ঋণ গ্রহণ করে উহাকে চলতি ঋণ কহে। (৪) স্থায়ী ঋণ (Funded Debt): ইহা দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ। এই ঋণ পরিশোধ করার কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় না। একীকৃত শেয়ার বা ষ্টক বিক্রয় করিয়া সরকার যে ঋণ গ্রহণ করে তাহাও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ বা স্থায়ী ঋণ। (৫) জাতীয় ঋণ (National Debt)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় সরকার যে ঋণ গ্রহণ করে তাহাকে ঋণ কহে। (৬) সরকারী ঋণ (Public Debt)। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান যে ঋণ গ্রহণ করে তাহার মোট পরিমাণই সরকারী ঋণ। (৭) বেসরকারী ঋণ (Private Debt) ব্যক্তি, এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সকল যে ঋণ গ্রহণ করে উহার মোট পরিমাণই বেসরকারী ঋণ।

Debt Capital—কর্জ মূলধনঃ মূলধনের যে অংশ ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ হয়, যাহার উপর লাভ হউক কি না হউক নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ দিতেই হয় তাহাকে কর্জ মূলধন কহে। ইহাকে Loan Capital ও কহে। (Loan Capital দ্রষ্টব্য)

Debt Limit—ঋণের মাত্রা, ঋণের সীমাঃ শাসনতন্ত্রে বা কোনরূপ আইন প্রণয়ন করিয়া রাজ্যসরকার অথবা পৌর সংঘের ঋণ গ্রহণ করার উর্দ্ধতম পরিমাণ স্থির করিয়া দিলে তাহাকে ঋণের মাত্রা বা সীমা কহে। ঋণের মাত্রা বা সীমা রাজ্যের কর প্রদানোপযোগী সম্পদের কোন স্থির শতাংশ হইতে পারে অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট অঙ্কও হইতে পারে।

Debtor—ঋণীঃ যাহার ঋণ আছে।

Debtor Nation—ঋণী দেশ ; ঋণী রাষ্ট্রঃ দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অবস্থায় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে অন্য কোন দেশকে যে অর্থ দিতে হয় তাহার পরিমাণ যদি দেশের নিকট হইতে পাওনার বেশী হয় তবেই তাহাকে ঋণী দেশ বলে। তবে কোন দেশকে ঋণী দেশ বলিতে সেই দেশের আদান-প্রদানের সমতা যদি দীর্ঘকাল ব্যাপী প্রতিকূল হয় তবেই ব্যবহার করা হয়।

Debt Service—ঋণ সেবাঃ সরকারী ঋণের উপর যে সুদ দিতে হয় এবং ঋণের যে অংশ কিস্তি অনুযায়ী শোধ করিতে হয় তাহাকেই ঋণ সেবা কহে।

Decentralised Banking System—বিকেন্দ্রীভূত ব্যাঙ্কপ্রথাঃ যে সকল দেশে কোন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নাই এবং ব্যাঙ্কিং ব্যবসা দেশের ব্যাঙ্কগুলি নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করে সেই সকল দেশের ব্যাঙ্ক প্রথাকেই বিকেন্দ্রীভূত ব্যাঙ্কপ্রথা কহে।

Decentralisation—বিকেন্দ্রীকরণঃ বড় বড় সহরাঞ্চলে বা সহরতলী হইতে দূরে শিল্প স্থাপনকে বিকেন্দ্রীকরণ কহে। বড় বড় সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানের অনেক সুযোগ থাকার জন্য শিল্পগুলি ঐ সকল স্থানে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। একই শিল্প এক অঞ্চলে অধিক সংখ্যায় স্থাপিত হইলে তাহাকে কেন্দ্রীভূত হওয়া কহে। আর যদি সেই শিল্প বেশ দূরে দূরে ছড়াইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহাকে বিকেন্দ্রীকরণ কহে। রাজনৈতিক, সামাজিক, সামরিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি নানাবিধ কারণেই শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ করা হইতে পারে। Localisation দ্রষ্টব্য।

Decimal System—দশমিক প্রথাঃ এই প্রথায় মুদ্রা, ওজন, মাপ ইত্যাদি সমস্ত দশকে গণনা করা হয়। প্রধান প্রধান দেশগুলির মধ্যে গ্রেট ব্রিটেন ব্যতীত অন্য সকল দেশই দশমিক প্রথা গ্রহণ করিয়াছে। ভারতবর্ষে ১৯৫৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে মুদ্রা দশমিক প্রথায় পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। মান মুদ্রা টাকা—উহাকে ১০০ ভাগে ভাগ করিয়া সর্বনিম্ন মুদ্রার নাম দেওয়া হইয়াছে পয়সা। (বর্ত্তমানে উহাকে নয়া পয়সা বলা হয় বটে তবে যখন পুরাতন মুদ্রা সকল বাজার হইতে উঠাইয়া নেওয়া হইবে তখন ঐ পয়সাকে আর নয়া পয়সা বলা হইবে না, শুধু পয়সা বলা হইবে)। ১০০ পয়সায় এক টাকা। ১৯৫৮ সনের ১লা অক্টোবর হইতে ওজনও দশমিক প্রথায় পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

Deck Cargo—পাটাতনের উপর বহিত মালঃ জাহাজের পাটাতনের উপর যে মাল বহন করা হয় সেই মালকে পাটাতনের উপর বহিত মাল কহে। যেমন—কাষ্ঠাদি দ্রব্য, গরু, মহিষাদি। তবে জাহাজের নাবিক ও খালাসীদের খাওয়ার জন্য যে সকল পশু বহন করা হয় তাহা ধরা হয় না।

Declining marginal efficiency of capital theory—মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদিকার ক্রমহ্রাস নীতিঃ লর্ড কেইনস এই নীতির মাধ্যমে ইহাই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে কোন এক স্থির উপযোগ মান ধরিয়া লইয়া উৎপাদক মূলধন (যন্ত্রপাতি) বাড়াইলে ঐ মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়। উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার অর্থ হইল প্রান্তিক উৎপাদন খরচ বাড়িয়া যাওয়া। উৎপাদন খরচ বাড়িলে

মুনাফার পরিমাণ কমিয়া যায়। সুতরাং ইহাকে falling rate of profit theory (মুনাফা হ্রাস নীতি) কহে।

Decreasing Cost—ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন খরচ: শিল্পে উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি উৎপাদিত দ্রব্যের খরচ কমিলে তাহাকে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন খরচ কহে। যে উপাদন ব্যবস্থায় শ্রম ও মূলধন যে পরিমাণে বাড়ান হয় তাহার চেয়ে অধিক হারে উৎপাদন বাড়িলে সেই শিল্পে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন খরচ নীতি কার্য্যকরী আছে বলা হয়।

Dedication—ইচ্ছাপূর্বক স্বত্ব ত্যাগ করিয়া সাধারণের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া: কোন সম্পত্তি সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বত্ব ত্যাগ কারয়া ছাড়িয়া দেওয়াকে সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বত্ব ত্যাগ করা কহে। এই প্রকার উৎসর্গ সাধারণতঃ রাষ্ট্রের নামেই করা হয়। যেমন, রাস্তার জন্য জমি ছাড়িয়া দেওয়া, খেলাধুলার স্থান তৈয়ারির জন্য জমি দান করা ইত্যাদি ইহার উদাহরণ।

Deductive Method—অবরোহ নীতি: অর্থনৈতিক তত্ত্ব নিরূপণে দুইটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। একটি অবরোহ পদ্ধতি, অপরটি আরোহ পদ্ধতি। অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলি যে ন্যায় শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা সর্ববাদীসম্মত। কাজেই যুক্তিশাস্ত্রের উপরই অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলি প্রতিষ্ঠিত। যুক্তিশাস্ত্রের মতই অর্থনৈতিক তত্ত্ব অনুসন্ধানে অবরোহ ও আরোহ দুইটি ধারাই গৃহীত হইয়াছে। অবরোহনীতিতে কোন পরিগৃহীত বা প্রমাণীকৃত বাক্যকে সকল ক্ষেত্রেই নির্ভুল সমফলদায়ক বলিয়া ধরিয়া নিয়া উহাকে সমালোচনা করিয়া এক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। অবরোহ নীতিতে প্রমাণীকৃত বাক্য বা মূল বাক্যের যে সকল ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া উহাও সকল ক্ষেত্রে একই ভাবে কাজ করে এবং মূল বাক্য হইতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় সে সিদ্ধান্তও সর্ব্বক্ষেত্রেই সমান সত্য বলিয়া সমালোচকগণ ধরিয়া নিয়াছেন। অর্থাৎ মূল বাক্যকে এক স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হয় কাজেই উহার সিদ্ধান্তও স্বতঃসিদ্ধ। অবরোহ নীতির অনুসরণকারিগণ মনে করেন পদার্থবিদ্যা বা রসায়ণবিদ্যার মত অর্থনৈতিক শাস্ত্রেরও কতকগুলি আইন আছে যাহা কতকগুলি অবস্থা বিদ্যমান থাকিলে

ঘটিবেই। প্রাচীনপন্থী অর্থনীতিবিদগণ অবরোহনীতিতে বিশ্বাসী এবং তাহাদের আলোচনা সর্বদাই অবরোহনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু "ঐতিহাসিক পন্থীগণ" অবরোহ নীতিকে বার বার আক্রমণ করিয়াছেন। তাহাদের মতে অবরোহনীতিতে যে মূল বাক্য বা প্রমাণীকৃত বাক্য গ্রহণ করা হয় যাহার সূত্র ধরিয়া অর্থনৈতিক আলোচনা ও তত্ব গঠন করা হয় তাহা কখনই সর্ব্বক্ষেত্রে সমান হইতে পারে না। অবরোহনীতিতে প্রমাণীকৃত বাক্যটি বা মূলবাক্যটি "ব্যাপক" (General)। কাজেই ব্যাপকে যাহা সত্য বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে, বিশেষে (Particular) ও তাহা সত্য হইবে। ঐতিহাসিক তথ্য আলোচকদের মতে অর্থনীতি সামাজিক বিজ্ঞানের অংশ হইলেও, ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছা অনিচ্ছার (whims) উপর ক্রিয়া অনেকটা নির্ভর করে। কাজেই সকল ক্ষেত্রেই যে মূল বাক্যের অনুরূপ ফল হইবে তাহা ধরিয়া নেওয়া ভুল। তাহাদের মতে ব্যক্তির অর্থনৈতিক কাজ সমালোচনা করিয়া একটি নীতি প্রতিষ্ঠা করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কাজেই আরোহনীতিতে বিশেষ কতকগুলি অবস্থা বিচার করিয়া এক ব্যাপক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

তবে অর্থনৈতিক ও নৈয়ায়িক উভয় দলই অবরোহ ও আরোহ দুইটীরই অর্থনৈতিক মূলতত্ব প্রণয়ণে যে অবদান আছে তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

Deed—দলিল, দস্তাবেজ : জমিজমা বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে দস্তখতযুক্ত, ও সীলাঙ্কিত যে দলিল ক্রেতাকে বা হস্তান্তর গ্রহীতাকে দেওয়া হয় তাহা। এই প্রকার দলিল বা দস্তাবেজ কার্য্যকরী হইতে অবশ্যই নিবন্ধন হওয়া দরকার।

Deed of Arrangements—আপোষনামা : দেউলিয়া ঋণী আপোষে পাওনাদারদের ঋণ পরিশোধের জন্য যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করে সেই চুক্তিপত্রকে আপোষনামা কহে।

Deed of Assignment—অর্পণনামা : যে দলিলের মারফত দেউলিয়া ঋণী পাওনাদারদের বা উত্তমর্ণদের ঋণ-শোধের জন্য তাহার কোন সম্পদ হস্তান্তর করে সেই দলিলকে অর্পণনামা কহে। উভয়পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত জিম্মাদারের হাতে ঋণী তাহার সম্পদ ছাড়িয়া দেয়, জিম্মাদার ঐ সম্পদ বিক্রয় করিয়া পাওনাদারদের ঋণ শোধ করে।

Deed of Inspectorship—**পরিদর্শন চুক্তিপত্র, জিম্মাদার চুক্তিপত্র**ঃ দেউলিয়া ঋণী যখন পাওনাদারদের হাতে ব্যবসা ছাড়িয়া দেয় এবং পাওনাদারগণ এমত অবস্থায় যখন জিম্মাদার নিয়োগ করে তখন যে চুক্তিপত্র তৈয়ার হয় তাহাকে পরিদর্শন বা জিম্মাদার চুক্তিপত্র কহে। জিম্মাদারগণকেই পরিদর্শক কহে। তাহাদের কর্ত্তব্য হইল দেউলিয়ার সম্পদ বিক্রয় করিয়া পাওনাদারদের ঋণ শোধ করা।

Deed Poll—**ঘোষণাপত্র**: আদালতে কোন দলিল সম্পাদন করিয়া ঘোষণা করিলে সেই দলিলকে ঘোষণাপত্র কহে। এই সকল দলিল 'এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনকে জানান যাইতেছে' (know all men by the present) দিয়া আরম্ভ করা হয়। কোনও ব্যক্তি তাহার নিজের নাম পরিবর্ত্তন করিলে যাহাতে উহা সর্ব্বজনগ্রাহ্য হয় সেইজন্য নাম পরিবর্ত্তন আদালতে একটি দলিল সম্পাদন করিয়া করা হয়। এই দলিলকে ঘোষণাপত্র বলা যাইতে পারে।

Defendant—**প্রতিবাদী**ঃ যাহার বিরুদ্ধে মামলা করা হয় বা অভিযুক্ত ব্যক্তি যে মামলায় জবাবদিহি করে।

Defalcation—**তহবিল তছরুপ**ঃ প্রতিনিধি বা কোন কর্ম্মচারী মালিকের অর্থ আত্মসাৎ বা অপব্যবহার করিলে তাহাকে তহবিল তছরূপ কহে।

Deferred Annuity—**বিলম্বিত বার্ষিকী**ঃ বার্ষিক বৃত্তির জন্য কোন জামানত পত্র বা জীবন বীমাপত্র ক্রয় করার পর এক নির্দ্দিষ্ট সময় (ধরা যাউক ৫ বৎসর) অতিবাহিত হইলে যে বার্ষিক বৃত্তি প্রদান আরম্ভ হয় তাহাকে বিলম্বিত বার্ষিকী কহে। এই প্রকার বার্ষিক বৃত্তি কয়েক বৎসরের জন্য অথবা আমৃত্যুকাল দুই রকমই হইতে পারে।

Deferred Demand—**স্থগিত চাহিদা**ঃ দ্রব্যের অভাব অথবা উচ্চ মূল্যের জন্য চাহিদা বা ক্রয়ের ইচ্ছা স্থগিত রাখা হইলে সেই প্রকার চাহিদাকে স্থগিত চাহিদা কহে।

Deferred Income—**অগ্রিম প্রাপ্ত আয়**: নির্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে যে আয় আদায় হয় তাহাকে অগ্রিম প্রাপ্ত আয় কহে। যে সময়ের হিসাব-নিকাশের মধ্যে আয় পাওয়া গিয়াছে অথচ আয় সেই সময় সংশ্লিষ্ট নহে তাহাকেই অগ্রিমপ্রাপ্ত আয় কহে। কাজেই ইহাকে আয় হিসাবে দেখান

হয় না, "অগ্রিম প্রাপ্ত আয় খাতে" (Income Received in Advance অথবা Deferred Income) রাখা হয় এবং ঐ সময়ের উদ্‌বৃত্তপত্রের দেনা বা দায় ঘরে দেখান হয়। পরবর্ত্তী সময়ের হিসাব নিকাশের পূর্ব্বে যে বাবদে আয় পাওয়া গিয়াছিল সেখানে পরিবর্তভুক্তি করা হইবে, এবং পূর্ব্বের অগ্রিম প্রাপ্ত হিসাবটি এইবারে সমন্বয় (adjust) করা হইবে।

Deferrred Rebate—বিলম্বিত কমি, বিলম্বিত বাট্টা : বিলম্বিত কমি বা বাট্টা দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করার সময়ই দেওয়া হয় না। তবে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অন্য কাহারও নিকট হইতে সেইরূপ দ্রব্য বা সেবা ক্রয় না করিলে পূর্ব্বের ক্রীত মূল্যের উপর যে বাট্টা পাওনা হয় তাহা দেওয়া হয়। ইহাই বিলম্বিত কমি বা বাট্টা।

এই প্রকার বাট্টা বিশেষ করিয়া জাহাজী কোম্পানীগুলিই দিয়া থাকে। ইহাতে জাহাজ ভাড়াকারীগণ, জাহাজী মণ্ডল (Shipping Ring) বা সংঘের সভ্য জাহাজ ব্যতীত অন্য কোন জাহাজে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাল না পাঠাইলে জাহাজ কোম্পানী জাহাজ ভাড়াকারীকে পূর্ব্বের মাশুলের উপর বাট্টা বা কমি দেয়। এই উপায়ে বিদেশী জাহাজী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ ভারতের নিজস্ব জাহাজী প্রতিষ্ঠান সমূহকে প্রতিযোগীতা হইতে হটাইয়া দিয়াছে।

Deferred Revenue Expenditure—বিলম্বিত আবর্ত্তক বা পুণপৌণিক ব্যয় : ব্যবসায়ের এমন অনেক খরচ আছে যাহার ফল সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয় না। বরং কিছুদিন পর্য্যন্ত উপভোগ করা যায়। সেই সকল বহুদিন ব্যাপী উপভোগ্য ফল প্রদায়ী খরচ বিলম্বিত পুণপৌণিক ব্যয় যেমন—বিজ্ঞাপন বা ইস্তাহারের (Advertisement) জন্য ব্যয়। বিজ্ঞাপনের ফল বহুদিন ভোগ করা যাইবে বলিয়া আনুমানিক যতদিন ফল ভোগ করা যাইবে সেই হারে ঐ ব্যয় শোধ দেখান হইবে। যৌথ কারবারের প্রারম্ভিক ব্যয়ও (Preliminary Expenses) অনুরূপভাবে দেখান হয়। বিলম্বিত পুনপৌণিক ব্যয়ের যে অংশ আয়-ব্যয়ের হিসাবে দেখান হয় না সেই অংশ উদ্‌বৃত্তপত্রের সম্পদের দিকে দেখান হয়। অগ্রিম দেওয়া কোন আবর্ত্তক খরচকেও বুঝায়। যেমন খাজানা, বীমা প্রিমিয়াম ইত্যাদি।

Deferred Shares—সংস্থাপক অংশপত্র : যে কয় প্রকারের শেয়ার বা অংশপত্র যৌথ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান বিক্রয় করে তাহার মধ্যে একটি।

সংস্থাপক (Deferred) অংশ পত্রে অন্য সকল প্রকার অংশ পত্রের উপর নির্দ্দিষ্ট হারে লাভাংশে বণ্টন করার পর বণ্টনোপযোগী লাভাংশের যাহা বাকী থাকে তাহা বিতরণ করা হয়। (সংস্থাপক শেয়ারের উপর কি হারে লাভাংশ বণ্টন হইতে পারে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।) সংস্থাপক শেয়ার প্রায়ই বাজারে বিক্রয় করা হয় না এবং কেবলমাত্র সংগঠক বা স্থাপয়িতাদের মধ্যেই বিলি করা হয়। সেই জন্য এই প্রকার শেয়ারকে সংস্থাপকের (founders) শেয়ার কহে। ১৯৫৬ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইনানুসারে নব গঠিত যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান সংস্থাপক অংশপত্র বিক্রয় করিতে পারে না।

Deferred Stock—বিলম্বিত সম্ভার : অন্য সকল প্রকার অংশ পত্রের ও ঋণ পত্রের উপর সুদ ও লাভাংশ বিতরণের পর আয়ের যে অংশ অবশিষ্ট থাকে সেই অংশ একীকৃত অংশ পত্রের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এই প্রকার একীকৃত অংশপত্রকেই বিলম্বিত সম্ভার কহে। ইহাতে লাভাংশ বা সুদের হারের কোন প্রতিশ্রুতি না থাকায় এই প্রকার একীকৃত অংশপত্রে বিনিয়োগের ঝুকি খুব বেশী। এই প্রকার একীকৃত অংশপত্রে বিনিয়োগকে ঝুকিদারী বিনিয়োগ (Speculative Investment) কহে।

Deficit—ঘাটতি : ব্যবসায়ের দেনা শোধ করার জন্য যে অর্থ দরকার সেই পরিমাণ অর্থমূল্যের সম্পদ না থাকিলে অপূরণ অংশই ঘাটতি। ইহা ব্যবসায়ের উদ্‌বৃর্ত্তপত্রের সম্পদ ঘরে দেখান হয়। ব্যবহারিক জীবনে ব্যয়ের পরিমাণ আয়ের পরিমাণের অধিক হইলে ব্যয় ও আয়ের ব্যবধানকে ঘাটতি কহে।

Deficit Financing—ঘাটতি ব্যয় : ধনতান্ত্রিক সমাজে অনেক কারণে ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণের সুযোগ কমিয়া যাইতে পারে। ইহার ফলে অর্থনীতিতে মন্দাবস্থা দেখা দেয়। বিশেষতঃ বেকার সমস্যা এবং সামাজিক আয় হ্রাস। বেকার সমস্যার কুফল দুরীকরণের জন্য অনেক সময়েই সরকারী ঋণের পরিমাণ বাড়াইয়া পূর্ণ নিয়োগ (Full Employment) বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়। মন্দাবস্থা ব্যতীতও সরকার বিশেষ কোন উন্নয়ণমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে আয় সম্ভাব্য ব্যয়ের কম হইলে বাকী অংশ ঋণ করিয়া পূরণ করিয়া থাকে। ঘাটতি ব্যয়ে সর্বদাই সরকারী ঋণের পরিমাণ

ক্রমাগত বাড়িয়া যায়। যেহেতু উন্নয়ণমূলক কার্য্যের ফলে সামাজিক আয় বৃদ্ধি পায় কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ে না সেইহেতু ঘাটতি ব্যয়ের অবসম্ভাবী ফল হিসাবে মুদ্রাস্ফীতিজনিত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি দেখা দেয়। কাজেই ঘাটতি ব্যয় যথাযথভাবে এবং যথাযথ পরিমাণে না করিতে পারিলে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি রোধ করা যায় না। ঘাটতি ব্যয়ের ফলে পূর্ণ-নিয়োগ অবস্থায় পৌছিলে আর সরকারী ঋণ বাড়ান উচিত নয় ঃ (Compensatory Spending দ্রষ্টব্য)।

Deficiency—উণতা ঃ সরকারী গুদাম ঘর হইতে মদ্যাদি জাতীয় দ্রব্য বিলি দেওয়ার সময় পরীক্ষা করার জন্য শুল্ক অফিস হইতে নিয়মিত যে পরিমাণ দ্রব্য ঘাটতি বাদ দেওয়া হয় তাহাকে উণতা কহে। চলিত উণতা বলিতে (Ordinary Dificiency) সেই উণতাই বুঝায় যাহা কোন তরল পদার্থ বাষ্পীভূত হওয়ার জন্য বা অনুরূপ কোন কারণে কম হওয়ার জন্য বাদ দেওয়া হয়। যদি পাত্র টুটা ফাটা হয়; পাত্র কোন প্রকার ছিদ্র থাকে তাহা হইলে যে পরিমাণ পদার্থ চুয়াইয়া যায় তাহাকে বিশেষ উণতা (Special Deficiency) কহে। সাধারণ ও বিশেষ উণতা যাহা আইনত বাদ দেওয়া হয় তাহার অধিক কমতি বা উণতা হইলেও ঐ দ্রব্য শুল্কাধীন হইলে অতিরিক্ত কমতির উপরও শুল্ক দিতে হয়। যে অতিরিক্ত উণতা বা কমতির উপর শুল্ক দিতে হয় তাহাকে আরোপনীয় উণতা বা কমতি (Chargeable Dificiency) কহে।

Deficiency Bill—ঘাটতি হুণ্ডি ঃ জাতীয় ঋণের উপর দেয় ত্রৈমাসিক সুদ পরিশোধ করিতে ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডে বৃটিশ সরকারের গচ্ছিত অর্থ অপ্রচুর হইলে ঘাটতি হুণ্ডি দিয়া ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড হইতে ধার করিয়া উক্ত সুদ পরিশোধ করা হয়। এই প্রকার হুণ্ডির মেয়াদ তিন মাসের অনধিক-কাল। এবং বৎসরের যে চতুর্থাংশে এই প্রকার হুণ্ডি দেওয়া হয় তাহার মধ্যেই উহা শোধ করিতে হয়। ইহাকে Dificiency Loans, Dificiency Advances ও বলা হয়।

Definitive—নির্দ্দেশক ঋণপত্র ঃ যৌথ সংঘের আর্থিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য কোন উপস্থিত বা চলতি অংশপত্র বা একীকৃত অংশপত্রের বদলে যে চিরস্থায়ী ঋণপত্র বা একীকৃত অংশপত্র যৌথসংঘ কর্তৃক দেওয়া হয় সেই ঋণপত্র বা একীকৃত অংশপত্রকে নির্দ্দেশক ঋণপত্র কহে।

Deflation—মন্দা অবস্থা ; সংকোচন ; অবসার : মন্দা অবস্থা বলিতে মূল্যস্তরের হ্রাস বুঝায়। বাজারে মুদ্রার পরিমাণ ও ব্যাঙ্কে জমার অর্থের পরিমাণ বাজারে ভোগ্য দ্রব্য ও নিয়োগোপযোগী শ্রমের পরিমাণের তুলনায় কম হইলে ; অথবা ভবিষ্যতে অবস্থা আশঙ্কাজনক মনে করিয়া জনসাধারণের ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়া গেলে তাহাকেই মন্দা অবস্থা কহে। মন্দা অবস্থায় টাকার ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে। মন্দা অবস্থায় অর্থনৈতিক কার্য্য-কলাপের সংকোচ হয় বলিয়া উহাকে সংকোচনও কহে। (Disinflation দ্রষ্টব্য)

Deflationary Gap—সংকোচন বিরাম ; সংকোচন ফাঁক : চল্‌তি মূল্যস্তরে বাজারে প্রাপ্ত দ্রব্যের পূর্ণ ভোগ এবং প্রাপ্ত শ্রমিকের পূর্ণ নিয়োগ করিতে যে পরিমাণ ব্যক্তিগত ও সরকারী ব্যয় আবশ্যক হয় তাহা হইতে ব্যক্তিগত ও সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ কম হইলে দু'য়ের ব্যবধানই সংকোচন ফাঁক বা বিরাম। Inflationary Gap দ্রষ্টব্য।

Deforestation—নির্বণীকরণ : অপরিকল্পিত ভাবে দেশের বন সম্পদের ধ্বংস সাধন করিলে তাহাকে নির্বণীকরণ কহে। বাসোপযোগী বা কৃষি উপযোগী জমির পরিমাণ বাড়াইবার জন্য, অথবা রাস্তা ঘাট তৈয়ার করার জন্য বনজঙ্গল পরিষ্কার করা হইলে তাহাকেও নির্বণীকরণ কহে। দেশের বনজ সম্পদ যে অশেষ উপকার সাধন করে তাহা আজ সর্বজন স্বীকৃত। নির্বণীকরণের যে সকল কুফল দেখা যায় তাহার মধ্যে জমি-ক্ষয়, বৃষ্টির পরিমাণ হ্রাস উল্লেখ যোগ্য। যে সকল দেশে নির্বণীকরণ করা হইয়াছিল সেই সকল দেশে বিশেষত প্রাচীন দেশগুলিতে তাই আজ পুনর্বনীকরণ নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। (afforestation দ্রষ্টব্য)

Degressive Tax—ক্রমহ্রাসমান প্রগতিশীল কর : এক প্রকার ক্রমবর্দ্ধমান বা প্রগতিশীল কর নীতি। ইহাতেও আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে করের হার বৃদ্ধি পায় তবে যে সর্বনিম্ন স্তর হইতে করের হার নির্ধারণ করা হয় তাহা হইতে আয় যত বৃদ্ধি পায় করের হারের বৃদ্ধি হয় তাহার চেয়ে অনেক কম। ইহাতে অধিক আয় বিশিষ্ট ব্যক্তির ভোগ বিরতির বা ত্যাগের (Sacrifice) পরিমাণ তুলনায় অল্প আয় বিশিষ্ট ব্যক্তির চেয়ে অনেক কম। (Ability to Pay, Progressive Tax দ্রষ্টব্য) উদাহরণ :—

সর্বনিম্ন আয় ১০০০৲ টাকা, করের হার শতকরা ১৲ টাকা, আয় ৫০০০৲ টাকা, করের হার শতকরা ২½৲ টাকা ; আয় ১০০০০ টাকা, করের

হার শতকরা ৩½ টাকা, আয় ২০০০০৲ টাকা, করের হার শতকরা ৪⅚ টাকা। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে আয় যে হারে বাড়িয়াছে, করের হার সেই পরিমাণে বাড়ে নাই। অর্থাৎ করের বৃদ্ধির প্রথম হারের তুলনায় দ্বিতীয় বৃদ্ধির হার কম, দ্বিতীয় বৃদ্ধি হইতে তৃতীয় বৃদ্ধির হার কম। কর বৃদ্ধির হার কমিতে কমিতে শূন্যের স্থানে আসিতে পারে। যদিও বাস্তব ক্ষেত্রে তাহা বড় দেখা যায় না।

Del Credere Agent—আশ্বাস প্রদানকারী এজেণ্ট বা অভিকর্ত্তা ; দায়িত্ব গ্রহণকারী অভিকর্ত্তা : চালানী ব্যবসায়ে চালান গ্রহীতা (consignee) মাল প্রেরককে (consignor) তাহার মরফত বিক্রীত মূল্য মধ্যে কোন অংশ অপরিশোধ্য হইলে ক্ষতিপূরণ করার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে। ঐজন্য তাহাকে অতিরিক্ত দস্তুরি দেওয়া হয়। সে তাহার দ্বারা কৃত বিক্রয় চুক্তির জন্য সকল প্রকার ক্ষতিপূরণ করার আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি দেয় বলিয়া তাহাকে দায়িত্ব গ্রহণকারী বা আশ্বাস প্রদানকারী এজেণ্ট বা অভিকর্ত্তা কহে।

Delcredere Commission—আশ্বাসী দস্তুরি : চালান প্রাপক চালানী দ্রব্য ধারে বিক্রয় করার জন্য যদি কোন অপরিশোধ্য ঋণ দেখা দেয় তাহা ক্ষতিপূরণ করার প্রতিশ্রুতি দিলে চালান প্রেরক যে অতিরিক্ত দস্তুরি দেয় তাহাকেই আশ্বাসী দস্তুরি কহে।

Delinquent Tax—বকেয়া কর : নির্দ্দিষ্ট দিনে কর অনাদায়ী থাকিলে সেই করকে বকেয়া কর কহে। এই প্রকার করের উপর জরিমানা স্বরূপ অতিরিক্ত কর দিতে হয়। স্থাবর সম্পত্তির উপর কর অনাদায়ী থাকিলে এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর সম্পত্তির মালিকের স্বত্ব নষ্ট হইয়া যাইতে পারে এবং সরকার বা কর আরোপকারী ইচ্ছা করিলে ঐ সম্পত্তি অধিকার করিতে পারে। ইহা কর আরোপ ও আদায়ের নিয়মাবলীর উপর নির্ভর করে।

Delivery Book—বিলি বহি ; মাল খালাস বহি। রেল অথবা লরি ইত্যাদিতে মাল পাঠাইলে যে বহিতে মালের বিশদ বিবরণ লেখা থাকে সেই বহিকে বিলি বহি বা মালখালাস বহি কহে। রেলে বা লরিতে মাল তোলা হইলে রেলের বা লরির চালক অথবা কোন ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারী সেই বহিতে সহি করিয়া দেয়। এই স্বাক্ষরিত বহিই তখন মালপ্রাপ্তির রসিদের কাজ করে।

Delivery Order—মাল খালাসের আদেশ : গুদামজাত কোন মাল আংশিক অথবা পূরাপূরি খালাস করিবার জন্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর উপর মালের মালিকের আদেশকে মাল খালাসের আদেশ কহে। এই আদেশ পত্রে বাহকের নিকট মাল খালাস দিবার নির্দ্দেশ থাকে।

Demand—চাহিদা : বিশেষ সময়ে চলতি বাজার দরে জনসাধারণ যে পরিমাণ দ্রব্য কিনিতে ইচ্ছুক তাহাকেই চাহিদা কহে। চাহিদা বলিতে "কার্য্যকরী চাহিদাকে" (Effective Demand) বুঝায় অর্থাৎ দ্রব্য ভোগ করার উদ্দেশ্যে নির্দ্দিষ্ট মূল্য দিয়া কিনিবার সামর্থ্য ও ইচ্ছাকে বুঝায়। যাহার মূল্য দেওয়ার সামর্থ্য নাই বা ইচ্ছা নাই তাহার দ্রব্য ভোগের ইচ্ছা থাকিলেও তাহাকে অর্থনীতিতে চাহিদা বলে না।

Demand, Alternate—বিকল্প চাহিদা : একাধিক দ্রব্য যখন একই অভাব পূরণ করিতে পারে তখন ঐ সকল দ্রব্যের চাহিদাকে বিকল্প চাহিদা কহে। যেমন মাংস এবং ডিম উভয় হইতে খাদ্য সার পাওয়া যায়। ডিমের মূল্য বাড়িলে ডিমের চাহিদা কমে এবং তুলনায় মাংসের মূল্য কম থাকিলে মাংসের চাহিদা বাড়ে। উভয়ের চাহিদাকেই বিকল্প চাহিদা কহে। কারণ একটি অপরটির পরিবর্ত্ত দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করা চলে। কাজেই বিকল্প চাহিদায় পরিবর্ত্ত দ্রব্য সকলের চাহিদাই বুঝায়।

Demand, Composite—মিশ্র চাহিদা; সম্মিলিত চাহিদা : একই দ্রব্য হইতে বহুবিধ অভাবপূরণ হইলে সেই দ্রব্যের চাহিদাকে মিশ্র চাহিদা কহে। রবার হইতে মোটর গাড়ীর চাকা, বল, বাইসাইকেল, ইত্যাদি তৈয়ার হয় বলিয়া রবারের চাহিদা মিশ্র চাহিদা।

Demand, Derived—উদ্ভূত চাহিদা; পরনির্ভর চাহিদা : দালান তৈয়ার করিতে ইট, চূণ, সুরকি, মিস্ত্রী, কাঠ, বরগা ইত্যাদি আবশ্যক। দালানের চাহিদা না থাকিলে এই সকল বস্তু বা শ্রমেরও চাহিদা থাকে না। কাজেই দালানের চাহিদা উঠা নামা করার সহিত এই সকল দ্রব্যের চাহিদাও উঠা নামা করে। অন্য কথায়, দালানের চাহিদার উপরই এই সকল দ্রব্যের চাহিদা নির্ভর করে বলিয়া ইট, চূণ ইত্যাদির চাহিদা উদ্ভূত বা পর নির্ভর।

Demand, Joint—যৌথ চাহিদা : একটি বস্তুর অভাবপূরণ করিতে একাধিক দ্রব্যের চাহিদা উদ্ভূত হইলে সেই একাধিক দ্রব্যের চাহিদাকে

যৌথ চাহিদা কহে। দালানের অভাব পূরণ করিতে ইট, চূণ, বালি সুরকি, মিস্ত্রি ইত্যাদির অভাব উদ্ভূত হয়। ঐ সকল দ্রব্য একযোগে একটি অভাব পূরণ করিতে পারে। কাজেই কেহ দালান তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিলে তাহার যে ইট, বালি, চূণ, সুরকি ইত্যাদির চাহিদা দেখা দিবে তাহাই যৌথ চাহিদা।

Demand, Elastic—স্থিতিস্থাপক চাহিদা ; সংকোচ প্রসারণশীল চাহিদা : মূল্য বৃদ্ধি হইলে ভোগ্যবস্তুর চাহিদা তুলনায় বেশী কমিলে. এবং মূল্য কমিলে তুলনায় বেশী বাড়িলে ঐ ভোগ্যবস্তুর চাহিদাকে স্থিতি-স্থাপক বা সংকোচ প্রসারণশীল চাহিদা কহে। সাধারণতঃ বিলাসদ্রব্যের বেলাতেই এই কথা প্রযোজ্য। তবে যে বস্তু আমার পক্ষে বিলাস দ্রব্য তাহা আরেকজনের নিকট হয়ত অপরিহার্য্য। কাজেই আমার নিকট যে দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক, আরেকজনের নিকট হয়ত সেই দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক।

Demand, Inelastic—অস্থিতিস্থাপক চাহিদা : মূল্য বাড়িলেও তুলনায় যাহার চাহিদা কমেনা অথবা মূল্য কমিলেও যাহার চাহিদা তুলনায় বাড়েনা সেই সকল দ্রব্যের চাহিদাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা কহে। খাদ্য দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। কারণ যত কষ্টই হউক মূল্য বাড়িলেও শরীর ধারণের জন্য নিম্নতম পরিমাণ খাদ্য দ্রব্য সকলকেই কিনিতে হয়, আবার দ্রব্যমূল্য কমিলে আবশ্যকের অতিরিক্ত খাদ্য দ্রব্য কেহ ভোগ করে না।

Demand, Marginal—প্রান্তিক চাহিদা : কোন দ্রব্যের অভাব পূরণ উহার মূল্যান্তরের উপর নির্ভর করে। তবে দ্রব্যের পরিমাণ যত বাড়ে, শেষ দ্রব্যের নিকট হইতে সন্তুষ্টির পরিমাণ ততই কমিতে থাকে। কাজেই সন্তুষ্টি কমিতে কমিতে এমন এক অবস্থায় আসিতে পারে যখন ভোগকারী আর দ্রব্য বাড়াইবে কিনা সে বিষয় দ্বিধায় পরে। এই অবস্থায় চলতি দরে সে আর কিনিবে কিনা তাহা ঠিক করিবে। তাহার অভাব পূরণ হইলে অতিরিক্ত এক একক দ্রব্য হইতে তাহার সন্তুষ্টির পরিমাণ যদি শূন্য হয় তাহা হইলে ঐ দ্রব্যের পরিমাণ আর বাড়াইবে না। শেষ এককটির চাহিদাই প্রান্তিক চাহিদা।

Demand Draft—দর্শনী হুণ্ডি : যে সকল হুণ্ডির অর্থ বা বিনিময় পত্রের অর্থ দর্শন মাত্র বা চাহিবামাত্রই পরিশোধ করিতে হয় তাহাকে দর্শনী

হুণ্ডি বলে। দর্শনী হুণ্ডী সাকরণ করার দরকার হয় না এবং ইহাতে মিয়াদ অতিরিক্ত কোন অনুগ্রহ সময় বা রেয়াত কালও মঞ্জুর করা হয় না।

Demand Price—চাহিদা মূল্য: যে সর্ব্বোচ্চ মূল্যে বিক্রয়োপযোগী প্রায় সমস্ত অথবা অধিকাংশ দ্রব্যই কিনিতে ইচ্ছুক এমন ক্রেতার অভাব হয় না সেই সর্ব্বোচ্চ মূল্যকেই চাহিদা মূল্য কহে। চাহিদা মূল্য যোগান মূল্য হইতে কম বা বেশী হইতে পারে। তবে শেষ পর্য্যন্ত চাহিদামূল্য ও যোগান মূল্যের মধ্যে এক সাম্যাবস্থা উপস্থিত হয়। যোগান মূল্য দ্রব্যের চাহিদা বেশী হইলে বাড়ে, কম হইলে কমে। তবে বিশেষ অবস্থা ব্যতিরেকে যোগান মূল্য কখনই উৎপাদন মূল্যের কম হয় না।

Demand Schedule—চাহিদা অনুসূচী বা তালিকা: দ্রব্যের চাহিদা দ্রব্যের মূল্যের উপর নির্ভর করে। কাজেই বিভিন্ন মূল্যে চাহিদার পরিমাণও বিভিন্ন হইবে। এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন মূল্য স্তরে চাহিদার বিভিন্নতাই চাহিদা অনুসূচী। এক ব্যক্তি প্রতিটির মূল্য ১\ টাকা হইলে ২টি, ৭৫ নয়া পয়সা হইলে ৪টি, ৫০ নয়া পয়সা হইলে ৮টি, ২৫ নয়া পয়সা হইলে ১২টি লেবু কিনিতে ইচ্ছুক। ইহাই যখন অঙ্কিত ক্ষেত্র বা চিত্রের সাহায্যে দেখান হয় তখন তাহাকে চাহিদা অনুসূচী বা তালিকা কহে।

Demand and Supply Curve—চাহিদা যোগান রেখা: রেখা চিত্রের সাহায্যে সর্বোচ্চ চাহিদা মূল্য এবং সর্বনিম্ন যোগান মূল্য সূচনা করিলে ঐ রেখাচিত্রকেই চাহিদা ও যোগান রেখা কহে। চাহিদা যোগান রেখা কোন বিশেষ স্থানে ও বিশেষ সময়ে প্রযোজ্য। এই রেখা চিত্রের সাহায্যে বাজার দর নিরূপণ করা হয়।

অপর পৃষ্ঠার চিত্রে চাহিদা যোগান মূল্যের অনুসূচী দেখান হইল।
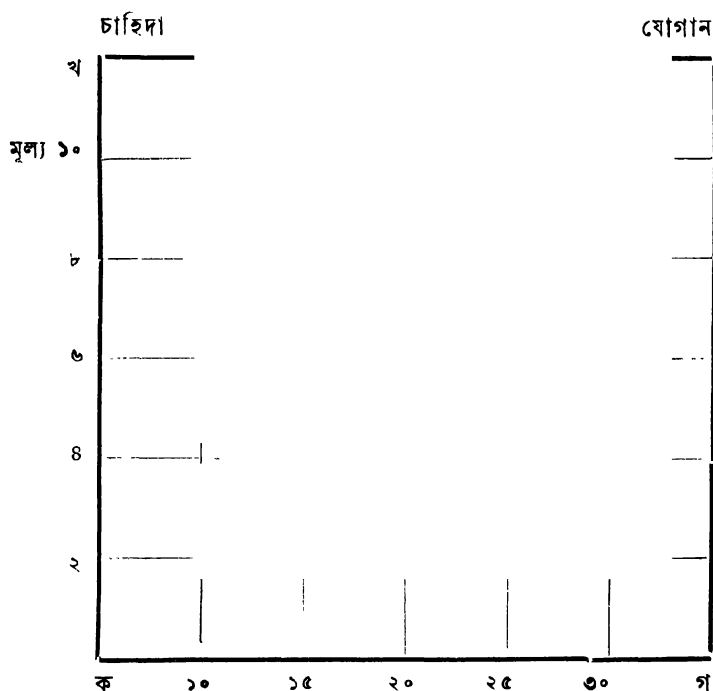
নিম্নের উদাহরণ দ্বার চাহিদা যোগান মূল্যের অনুসূচী দেখান হইল।

চাহিদা	মূল্য	যোগান
১০	১০	৫০
১৫	৮	২৫
২০	৬	২০
২৫	৪	১৫
৩০	২	১০

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে চাহিদা ও যোগানের অনুসূচীতে ৬৲ টাকা মূল্যে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ সমান।

ইহাই সাম্য মূল্য বা মূল্য স্তর (Equilibrium Price)। চাহিদা যোগান মূল্যরেখা দ্বারা সাম্য মূল্য স্থির করা হয়।

Demand Deposit—তলব মাত্র দেয় আমানত: ব্যাঙ্কে আমানত অর্থের যে অংশ যে কোন মুহূর্ত্তে চেক কাটিয়া তোলা যায় তাহা। ইহা চলতি হিসাবে জমা আমানতকে বুঝায়। (Current Account) দ্রষ্টব্য।

Democratic Socialism—গণতান্ত্রিক সমাজবাদ : গণতান্ত্রিক উপায়ে অর্থাৎ নির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক গৃহীত আইনের সাহায্যে অর্থনীতি ক্ষেত্রে আংশিক সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করা হইলে তাহাকে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ কহে। এই প্রকার সমাজতন্ত্রে বা সমাজবাদে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিকল্পিত উৎপাদন ও শিল্প রাষ্ট্রীয়করণ বুঝায়। এই ভাবধারা খুবই অস্পষ্ট বলিয়া কোন দেশেই ইহার প্রকৃত ব্যবহার দেখা যায় না। তবে অনেক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও অল্প সংখ্যক মৌলিক শিল্প জাতীয়করণ করা হইয়াছে এবং সমাজের সামগ্রিক উন্নতির জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। কোনরূপ বিপ্লবের মাধ্যমে এই পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই এবং জন-নির্ব্বাচিত সদস্যগণের ভোট দ্বারা আইন পাশ করিয়া এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। কাজেই সমাজতন্ত্র বাদের কিছু ফল পাওয়া যায় বলিয়া এই প্রকার সমাজতন্ত্রকে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র বলা হয়। ইহাতে অর্থনৈতিক সমাজে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়। অর্থাৎ একদিকে ব্যক্তিগত মালিকানায় শিল্পে উৎপাদন হয় অন্যদিকে রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পও চালু থাকে। বিতরণ ব্যবস্থায়ও ব্যক্তি ও রাষ্ট্র পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা না করিয়া সমাজ কল্যাণের জন্য সহযোগিতার সহিত কার্য্য করে। ভারতবর্ষে যে সমাজতন্ত্রের ধাচে সমাজ গঠনের পরিকল্পনা (Socialist Pattern of Society) কংগ্রেস সরকার গ্রহণ করিয়াছে অনেকে উহাকেই গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বলিয়া ধরিয়া নিয়াছেন। কারণ গণতান্ত্রিক সমাজবাদেরও যেমন প্রকৃতিগত কোন সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব নয় তেমনি সমাজতান্ত্রিক সমাজেরও কোন সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় নাই।

Demography—জনসংখ্যা সুচী : কোন দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধি, হ্রাস, স্থানান্তর গমনাগমন ও জনসাধারণের জীবন সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ের পরিসংখ্যান গ্রহণকে বুঝায়।

Demise Charter -পাত্রান্তর নৌভাটক : ইহা একপ্রকার নৌভাটক পত্র। ইহা দ্বারা কেহ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জাহাজের মালিক হইতে পারে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জাহাজ ভাড়াকারী নিজেই জাহাজের, জাহাজের নাবিক ও খালাসীদের মালিক হয়। জাহাজের কোনরূপ অনিষ্ট সাধন না করিয়া নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইলে জাহাজ উহার প্রকৃত মালিকের নিকট ফেরত দেওয়া হয়।

Lemonetisation—বিমুদ্রীকরণ : (১) কোন বৈধ ধাতব মান মুদ্রার প্রচলন বন্ধ করিয়া সরকার অন্য কোন ধাতব মান মুদ্রা প্রচলন করিলে পূর্ব্বের মান মুদ্রার বিমুদ্রীকরণ হয়।

(২) কোন মান মুদ্রাকে নির্দ্দেশক মুদ্রা বা প্রতীক মুদ্রায় পরিণত করিলে তাহাকেও বিমুদ্রীকরণ কহে।

তবে উভয় ক্ষেত্রেই বিমুদ্রীকৃত মানমুদ্রা প্রত্যয়ী মুদ্রা হিসাবে বাজারে চলিতে পারে।

Demurrage—হর্জানা, গছিরি, মাল খালাসে বিলম্ব হইলে দেয় অতিরিক্ত শুল্ক : যে নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে জাহাজে, রেলগাড়ীতে মাল বোঝাই করার অথবা জাহাজ বা রেলগাড়ী হইতে মাল খালাস করার চুক্তি করা হইয়াছে, জাহাজ বা রেলভাড়াকারী তাহার চেয়ে অতিরিক্ত সময় লাগাইলে অর্থাৎ জাহাজ বা রেলগাড়ী চুক্তির অতিরিক্ত সময় ব্যবহার করিলে মুখ্যচুক্তিকৃত মাশুলের উপর অতিরিক্ত মাশুল দিতে হয়। ইহাকে মাল পূরণ করিতে অথবা মাল খালাস করিতে গৌণ করিলে জরিমানা বলিয়া ধরা হয়। উহাকেই হর্জানা কহে। ইহাতে চুক্তির অতিরিক্ত প্রতিদিনের জন্য নির্দ্দিষ্ট হারে জরিমানা বা অতিরিক্ত মাশুল ধরা হয়।

Demy—ডিমাই : কাগজের আয়তন বুঝায়। ডিমাই আয়তনের লিখিবার কাগজ লম্বা ২২″ ইঃ প্রস্থ ১৫½″ ইঃ; ছাপিবার কাগজ লম্বা ২২″ ইঃ প্রস্থ ১৭½″ ইঃ; আঁকিবার কাগজ লম্বা ২২″ ইঃ প্রস্থ ১৭″ ইঃ।

Denominational Value—আঙ্কিক মূল্য : ধাতব মুদ্রার, কাগজী মুদ্রার, শেয়ারের; ঋণপত্রের লিখিত মূল্যকে আঙ্কিক মূল্য কহে। প্রকৃত মূল্য আঙ্কিক মূল্য হইতে অধিক হইলে অধিহার, (Above Par) দ্রষ্টব্য); কম হইলে উনহার (at a discomt দ্রষ্টব্য) এবং সমান হইলে সমহার (at Par দ্রষ্টব্য) কহে।

Density of Population—জনসংখ্যার ঘনত্ব : কোন ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে প্রতি বর্গ মাইলে গড়পরতা যত লোক বাস করে উহাই জনসংখ্যার ঘনত্ব। কোনও অঞ্চলের জনসংখ্যার ঘনত্ব সেই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক ও সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করে।

Departmentalisation—বিভাগীকরণ : ব্যবসায় সংগঠনে কর্ত্তব্য

অনুযায়ী বিভাগীকরণ করিলে ব্যবসায়ের দক্ষতা বাড়ে। ইহাতে প্রত্যেক বিভাগ মোটামুটি স্বাধীন; প্রত্যেক বিভাগের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যাবালী সম্পাদন করিতে হয়; প্রত্যেক বিভাগের জন্য মোট ব্যয় পৃথকভাবে দেখান হয়। ইহার উদ্দেশ্য কোন্ বিভাগের দক্ষতা কত বেশী, কোন বিভাগে অপচয় হইতেছে, ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা। প্রত্যেক বিভাগকে সেই বিভাগ বিষয়ক সমস্ত কার্য্যে বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিয়া দক্ষতা বাড়াইতে সাহায্য করে। যেমন কোনও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে, ক্রয় বিভাগ, বিক্রয় বিভাগ, ভাণ্ডার বিভাগ অর্থবিভাগ ইত্যাদি পৃথক করা হইলে সেই ব্যবসায়ে বিভাগীকরণ করা হইয়াছে বলা যায়।

Departmental Stores—বিভাগীয় বিপণী: খুচরা বিক্রয়ে পারদর্শী একপ্রকার বিপণী। ইহাতে প্রত্যেক বিভাগ নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য বা পণ্য ক্রয় বিক্রয় করে। এই সকল বিপণীতে এক একটি বিভাগ এক একটি পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জ্জন করে। বিভাগীয় বিপণীতে নানা প্রকারের দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করে। কেন্দ্রীভূত বিক্রয় বা বিলি; আর বিকেন্দ্রীভূত ক্রয় এই সকল বিপণীর বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ এই সকল বিপণী যে সকল দ্রব্যের ব্যবসা করে তাহার উৎপাদন নানা স্থানে এবং নানা প্রতিষ্ঠানে ছড়াইয়া আছে কিন্তু যখন বিক্রয় করে তখন একই জায়গা হইতে বহুবিধ দ্রব্য বিক্রয় করে।

Dependencies (১) উপার্জ্জিত আয় বা সম্পদ: (১) ব্যবসায়ে উপার্জ্জিত আয় সম্পদ অর্থে ব্যবহার করা হয় কিন্তু এই প্রকার উপার্জ্জিত সম্পদের প্রকৃত পরিমাণ নিরুপণ করা যায় না। যেমন অংশীদারী ব্যবসায়ে মুনাফার অংশ, শেয়ারের উপর লাভাংশ।

(২) শাসিত রাজ্য বা অধীন রাজ্য: রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহার অর্থ হইল "অধীন রাজ্য"। ভারতবর্ষ, সিংহল, ব্রহ্মদেশ ইত্যাদি বহুদিন যাবত গ্রেট বৃটেনের অধীন রাজ্য ছিল। শাসিত রাজ্যের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা শাসনকারী দেশের হাতে থাকে।

Depletion—শূন্যী করণ, নিঃশেষ হওয়া: প্রাকৃতিক সম্পদ ক্রমাগত ব্যবহার করিলে সেই সম্পদের নিঃশেষকরণ কহে। অথবা ব্যবহারের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ হ্রাস পাইলে তাহাকেও নিঃশেষ হওয়া কহে। যেমন—খনি হইতে খনিজ উত্তোলন করিতে করিতে কোন খনি শূন্য করা; অথবা বৎসরের পর বৎসর জমি চাষ করার ফলে জমির

উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হওয়া উভয়কেই শূন্যীকরণ বা নিঃশেষ হওয়া কহে।

Depopulation—জনবিরল হওয়া : (১) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড হইতে ধীরে ধীরে জনসাধারণ বাসত্যাগ করিল ;

(২) দৈব দুর্ঘটনায় কোন ভূখণ্ডের জনসংখ্যার হ্রাস হইল, যেমন— মহামারী, প্লাবন ইত্যাদিতে মৃত্যু ;

(৩) যুদ্ধের ফলে কোন ভূখণ্ডের লোক ধ্বংস হইল, যে কোন কারণেই হউক কোন অঞ্চলের জনবসতি ক্রমাগত ক্ষীণ হইলেই তাহাকে জনশূন্য হওয়া কহে। কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের বা ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে লোক সংখ্যার হ্রাস পাইলে তাহাকে জনবিরল হওয়া কহে।

Deposit—আমানত : নির্দিষ্ট সুদের হারে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অথবা অনির্দিষ্ট কালের জন্য ব্যাঙ্কে অর্থ গচ্ছিত রাখিলে উহাকে আমানত কহে। যদিও আমানত এই অর্থেই ব্যবহার হয় তথাপি যে আমানত চাহিদা মাত্র দেয় (Demand Deposit) তাহাকেও বুঝায়। যে আমানত করে তাহাকে আমানতকারী (Depositor) কহে। যে হিসাবে আমানত জমা করা হয় তাহাকে আমানত হিসাব (Deposit Account) কহে এবং যে বহিতে আমানতের লেন দেন লিখন হয় তাহাকে আমানত বহি (Deposit Book) কহে।

Depository—গচ্ছিত রাখিবার স্থান : কোন মূল্যবান সম্পদ যাহার নিকট গচ্ছিত বা আমানত রাখা হয় তাহাকে গচ্ছিত রাখিবার স্থান কহে। ইহাতে প্রধানতঃ ব্যাঙ্ককেই বুঝায়। তবে ব্যাঙ্ক ব্যতীতও অন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান মূল্যবান সম্পদ নিরাপদ রাখিবার জন্য গচ্ছিত রাখে তাহাকেও বুঝায়। অন্যের গুদামে মাল রাখিলে সেই গুদামকেও বুঝায়।

Deposit Currency—আমানতী মুদ্রা : মক্কেলের হিসাবে জমা করিয়া ব্যাঙ্ক যে ঋণ দেয় তাহাকে আমানতী মুদ্রা কহে। উহা মক্কেলের নিজের আমানতী অর্থের মত চেক কাটিয়া তোলা যায়। এই প্রকার আমানতী মুদ্রা প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ বাড়াইবার উদ্দেশ্যেই জমা দেখান হয়। ঋণ গ্রহণকারীর সম্পদ পরোক্ষ প্রতিভূতি হিসাবে রাখিয়া এই প্রকার ঋণ গ্রহণ করিতে হয়।

Deposit Insurance—আমানত বীমা : ব্যাঙ্ক ইহার কার্য্য

গুটাইলেও যাহাতে আমানতকারীর স্বার্থ অক্ষুন্ন থাকে সেই উদ্দেশ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩৩ সালে ব্যাঙ্ক আইন দ্বারা (Federal Reserve Insurance Corporation স্থাপিত হইয়াছে। এই নিগম বা যৌথ সংঘের সদস্য ব্যাঙ্কের কোনও ব্যাঙ্ক আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য আমানতকারীদের আমানত শোধ করিতে অসমর্থ হইলে অর্থাৎ ব্যাঙ্ক ব্যবসায় গুটাইলে আমানতকারীদের মধ্যে যাহাদের আমানত ৫০০০ ডলারের অনূর্দ্ধ তাহাদের সম্পূর্ণ আমানতই এই নিগম শোধ করিতে প্রতিশ্রুত থাকে। এই যৌথ সংঘটির প্রারম্ভিক মূলধন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও Federal Reserve Bank গুলি যোগাইয়াছিল। তাহার পর সদস্য ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানতের ১ শতাংশের ১ ভাগ হারে বীমার মূল্য আদায় করিয়া এই যৌথ সংঘটির তহবিল প্রসার করা হইয়াছে। যে সকল দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসা যথেষ্ট প্রসার লাভ করে নাই, সেই সকল দেশে আমানত বীমা প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে পারিলে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাঙ্কে আমানত করার অভ্যাস সৃষ্টি করা যায়।

Deposit Receipt—আমানতের রশিদ : ব্যাঙ্ক অথবা অনুরূপ কোন অর্থ আমানত গ্রহণকারী আমানত গ্রহণ করিয়া যে রশিদ দেয় তাহাকে আমানতের রশিদ কহে। এই রশিদে আমানতের উপর সুদ দেওয়া হইবে কিনা, হইলে কি হারে, কত দিনের জন্য আমানত করা হইল, আমানতী অর্থ তোলার জন্য আমানতকারীর কোন নোটিশ দিতে হইবে কিনা, হইলে কতদিন পূর্ব্বে দিতে হইবে ইত্যাদি লিখিত থাকে।

Deposit Slip—আমানত পত্রী ; আমানত চিরকুট, আমানত ফরম : ব্যাঙ্কে অর্থ জমা করার সময় যে পত্রী বা ফরম আমানতকারীকে পূরণ করিয়া দিতে হয় তাহাকে আমানতপত্রী কহে। এই পত্রী বা ফরমে আমানতের মূল্য, উহা চেক, নগদ বা অন্য কোন বিনিময় পত্রাদি কিনা তাহা লিখিতে হয়। নগদান আমানত হইলে ধাতব মুদ্রায় কত, কাগজী মুদ্রায় কত তাহা লিখিতে হয়। অথাৎ ব্যাঙ্কে আমানত করার সময়ে আমানতের বিষদ বিবরণ দিয়া যে ফরম পূরণ করিয়া দিতে হয় তাহাকেই আমানত পত্রী কহে।

Depositor—আমানতকারী : Deposit দ্রষ্টব্য।

Depot—ভাণ্ডার ; কোটার ; মাল গুদাম ; রেলের শেষ গন্তব্য স্থান : মাল গচ্ছিত রাখিবার স্থান, যেমন গুদাম ঘর ; যে ঘরে মাল

রাখা হয় অর্থাৎ ভাণ্ডার; রেল বা ট্রাম যাত্রা শেষ হইলে যেখানে পুনরায় গমন সাপেক্ষ দাড়াইয়া থাকে। যে সকল স্থানে সেনাবিভাগের অস্ত্রাদি রাখা হয় ইত্যাদি সব কিছুকে বুঝাইতেই এই কথাটির প্রয়োগ হয়।

Depreciation—অবচয় মূল্যহ্রাস: কোন সম্পদের ক্রমশঃ মূল্য হ্রাস হইলে তাহাকে অবচয় বা মূল্য হ্রাস কহে। সম্পদের জীবনকালের মধ্যে স্বাভাবিক মূল্য হ্রাস বুঝাইতেই ইহার প্রয়োগ হয়। স্থায়ী মূল্য হ্রাসকেই অবচয় কহে। অবচয় বা মূল্যহ্রাস বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দুইই হইতে পারে। বাহ্যিক অবচয় বলিতে যন্ত্রপাতির অপ্রচলনের জন্য যে মূল্য হ্রাস হয় তাহাকে বুঝায়। নূতন যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হইলে পুরাতন যন্ত্রপাতি আর চলে না। এই প্রকার অবচয়ে যন্ত্রপাতির মূল্য সম্পূর্ণই হ্রাস হয়। বাহ্যিক অবচয়ে যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে যে ক্ষয়-ক্ষতি হয় তাহাও বুঝায় আভ্যন্তরীণ অবচয়ে নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইলে সম্পদের যে মূল্যহ্রাস হয় তাহা বুঝায়—যেমন ১০ বৎসরের জন্য কোন জমি ঠিকা বন্দোবস্ত নিলে, ২ বৎসর পর উহার $\frac{১}{৫}$ অংশ মূল্য হ্রাস হইল। কাজেই যে মূল্যে ১০ বৎসরের জন্য ঠিকা বন্দোবস্ত লওয়া হইল ২ বৎসর পর উহার মূল্যের $\frac{১}{৫}$ অংশ অবচয় হইল।

Depreciation of Currency—মুদ্রার মূল্য হ্রাস: Currency Depreciation; Devaluation দ্রষ্টব্য।

Depreciation—Repair Reserve Method—মেরামত সঞ্চয় নিয়মে মূল্য হ্রাস: এই নিয়মে মূল্য হ্রাস নির্ধারণ করিলে সম্পদের জীবনীশক্তি বা কার্য্যকরী সময়ের মধ্যে ব্যবহারজনিত যে মূল্যহ্রাস হইতে পারে তাহা প্রতি বৎসর একই হারে আয় হইতে লোকসান হিসাবে দেখান হয়। অবচয় নিরূপণে মেরামতী খরচও ধরা হয়। একটি মোটর গাড়ী ৫০,০০০৲ টাকায় কেনা হইল। উহার কার্য্যকরী সময় ১০ বৎসর ধরা হইল, ১০ বৎসর পর উহাতে যে জিনিষপত্র থাকিবে উহা বিক্রয় করিলে অনুমান ৫০০৲ টাকা পাওয়া যাইবে এবং ১০ বৎসরের মেরামতী খরচ ৫০০০৲। মেরামত সঞ্চয় নিয়মে অবচয় নিরূপণে মূল্য ৫০০০০৲ হইতে ঝাড়তি মূল্য (scrap value) ৫০০৲ টাকা বাদ দিলে সম্পদের মূল্য অবচয় হয় ৪৯৫০০৲ টাকা। এই দশ বৎসরের মধ্যে ৫০০০৲ টাকা যদি মেরামতী

খরচ দিতে হয় তাহা হইলে ১০ বৎসরের জন্য ঐ গাড়ীটির অবচয় হয় ৪৯৫০০+৫০০০=৫৪৫০০৲ কাজেই প্রতি বৎসর স্থির ৫৪৫০৲ টাকা হিসাবে অবচয় হইল। ইহাই ঐ সম্পদটির বার্ষিক মেরামতী-সঞ্চয় অবচয়। ঐ পরিমাণ অর্থ প্রতি বৎসর পৃথক করিয়া রাখা হইলে দশ বৎসর পর পুনরায় ঐ প্রকার একটি সম্পদ কিনিতে যে অর্থ আবশ্যক তাহা সংগ্রহ হয়।

Depressed Area—**দুঃস্থ অঞ্চল**ঃ যদি কোন অঞ্চলে শিল্প-কার্যের সঙ্কোচ হয় অথবা শিল্পের সম্প্রসারণ হয় না এবং চালু শিল্পগুলিতেও পূর্ণোদ্যমে কাজ চলে না সেই অঞ্চলকে দুঃস্থ অঞ্চল কহে। ইহাতে সেই অঞ্চলে বেকার সমস্যা দেখা দেয় এবং লোকের ক্রয় ক্ষমতার ক্রমশঃ অবনতি হয়। সেই জন্য যে কোন অঞ্চল শিল্পে অনগ্রসর হইলে, বা কোন অঞ্চলে বেকার সমস্যা অথবা অঞ্চলের লোকদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা দেখা গেলেই সেই অঞ্চলকে দুঃস্থ অঞ্চল কহে। Undeveloped, Developed ও Underdeveloped areas দ্রষ্টব্য।

Derelict—**পরিত্যক্ত**ঃ (১) সমুদ্র বক্ষে তত্ত্বাবধায়কহীন কোন নৌকা বা জাহাজকে বুঝাইতে অথবা বিপদের সম্মুখীন হইয়া জাহাজ বা নৌকা পরিত্যাক্ত অবস্থায় ফেলিয়া গেলে সেই জাহাজ বা নৌকাকে বুঝাইতে প্রয়োগ করা হয়।

(২) যে সকল অঞ্চলে শিল্প গঠনের বা অন্য কোন প্রকার অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা থাকেনা, যাহা বিশেষভাবে দুঃস্থ, সেই অঞ্চলকে "পরিত্যক্ত" অঞ্চল (Derelict Areas) কহে।

Depression—**মন্দা অবস্থা**ঃ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কার্য্য কলাপ সংকুচিত হইয়া দ্রব্যমূল্য হ্রাস, অর্থের পরিমাণ হ্রাস, ও অতিরিক্ত বেকার সমস্যা দেখা দিলে সেই অবস্থাকে মন্দা অবস্থা কহে। (Deflation দ্রষ্টব্য)

Derived Demand—**উদ্ভূত চাহিদা**ঃ Demand, Derived দ্রষ্টব্য।

Descriptive Economics—**বর্ণনামূলক অর্থনীতি**ঃ অর্থনীতির সেই অংশ যাহা কোন অর্থনৈতিক ঘটনার বিবরণ মাত্র দেয় কিন্তু সেই ঘটনার কারণ ও ফলাফল নির্ণয়ের চেষ্টা করে না তাহাকে বর্ণনামূলক

অর্থনীতি কহে। ধরা যাউক ভারতবর্ষের মুদ্রা ব্যবহারের ক্রমবিবর্ত্তন যদি লেখা হয় উহা বর্ণনামূলক অর্থনীতি, কারণ উহাতে বিবর্ত্তনের কারণ ও ফলাফল দেখান হয় না।

Desterilized Gold—ফলপ্রদায়ী স্বর্ণঃ এই কথাটির বিশেষ করিয়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহার দেখা যায়। বৈদেশিক বাণিজ্যে অনুকূল উদ্বৃত্তের ফলে যে সোনা আগম হয় উহার সমপরিমাণ কাগজীমুদ্রা ছাপাইবার জন্য ব্যবহার না করিয়া যদি আটক রাখা হয় তাহা হইলে সেই সোনাকে অফলপ্রদায়ী স্বর্ণ কহে (Sterilised Gold)। কিন্তু মুদ্রার পরিমাণ বাড়াইবার উদ্দেশ্যে ঐ স্বর্ণ Federal Reserve Bank এ জমা দিলে উহাকে (Desterilized Gold) ফলপ্রদায়ী স্বর্ণ কহে। বস্তুত অনুকূল উদ্বৃত্তের জন্য বিদেশ হইতে আগত স্বর্ণ ফলপ্রদায়ী হিসাবে ব্যবহার হইলে সমপরিমাণ কাগজী মুদ্রা প্রচলন করাই নিয়ম।

Destructive Competition—ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতাঃ প্রতিযোগিতা যখন এমন সাংঘাতিক রকমে আরম্ভ হয় যাহাতে ব্যবসায়ীগণ আর সন্তোষজনকভাবে কর্ত্তব্য কর্ম করিতে পারে না। অথবা নিজেরাও সন্তোষজনক লাভ করিতে পারে না তখন তাহাকে ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতা কহে। অল্প পরিমাণে মূল্য কমাইলে অধিক পরিমাণে ক্রেতা সংগ্রহ করা যায় কিনা সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রকার প্রতিযোগিতা আরম্ভ করা হয়। অনেক সময়ে ইহারই পরিণতিতে প্রাকৃতিক একচেটিয়া ব্যবসা স্থাপিত হয়। (Cutthroat Competition দ্রষ্টব্য)

Deterioration of Money—মুদ্রার অপকর্ষঃ Abrasion দ্রষ্টব্য।

Devaluation—মুদ্রার মূল্য হ্রাসঃ Currency Depreciation দ্রষ্টব্য।

Development Area—সম্প্রসারণ সম্ভাবনাপূর্ণ অঞ্চলঃ যে সকল অঞ্চল যুদ্ধ অথবা অন্য কোন প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে অর্থনৈতিক দুরবস্থার পরে কিন্তু যেখানে শিল্প সম্প্রসারণের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে সেই সকল অঞ্চলকে সম্প্রসারণ সম্ভাবনাপূর্ণ অঞ্চল কহে। সাধারণভাবে যে কোন অঞ্চলে সরকার পরিকল্পিত উপায়ে শিল্প সম্প্রসারণের চেষ্টা করিলে সেই অঞ্চলকেই বুঝায়।

Deviation—অন্যথাচরণ ; ব্যত্যয় : সামুদ্রিক বীমায় বীমা গ্রহণকারী বীমাপত্রে বা পলিসিতে লিখিত সর্তের বহির্ভূত কোন কার্য্য করিলে তাহাকে অন্যথাচরণ কহে। বীমাকারী বা দায়গ্রাহক অন্যথাচরণের জন্য দায়মুক্ত হয়। অর্থাৎ বীমাগ্রহীতাকে দায়গ্রাহকের কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না।

Devise—দানপত্র ; ইচ্ছাপত্র : কোন দানপত্রের মারফতে স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে সেই দানপত্রকে বুঝাইতে এই শব্দটির প্রয়োগ করা হয়।

Devisee—দান গ্রহণকারী : ইচ্ছাপত্র বা দানপত্রে উল্লিখিত যে ব্যক্তিকে সম্পত্তি দান করা হয়।

Devisor—দাতা :—ইচ্ছাপত্র বা দানপত্র সম্পাদন করিয়া যে ব্যক্তি সম্পত্তি দান করে, তাহাকে বুঝায়।

Dies non—ছুটির দিন : কোন আকস্মিক ঘটনা সংঘটিত হইলে যদি কোন দিনে ব্যবসায়ে লেন-দেন স্থগিত থাকে তবে সেই দিনকে বুঝায়।

Differences—প্রভেদ ; অন্তর ; ফরাক : (১) বিলি ব্যবস্থার দিনে শেয়ারের যে মূল্য স্থির হয় এবং যে তারিখে ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি হইয়াছিল সেই দিনে শেয়ারের যে মূল্য ছিল উহার পার্থক্য বা অন্তরকে বুঝায়।

(২) শেয়ার বাজারে বা ফাটকা বাজারে শেয়ার ক্রেতা বা বিক্রেতা প্রকৃতপক্ষে শেয়ারের বিলি নিতে অথবা বিলি দিতে রাজী নহে কিন্তু বিলি ব্যবস্থার দিনে ঐ অন্তর বা ফরাক গ্রহণ করিয়া হিসাব মিটাইয়া ফেলে। উহাকে ফরাকবাজী Speculating in Differences কহে।

Differential Piece-Rate System—প্রভেদাত্মক ঠিকা মজুরী নিয়ম : যাহাতে শিল্প শ্রমিক তাহার কার্য্যে দক্ষতা অর্জ্জন করিতে প্রেরণা পায় সেইজন্য দক্ষতার তারতম্য অনুসারে মজুরীর হারের তারতম্য করা হয়। ইহাতে একটি মান-কার্য্য (standard job) ধরিয়া উহা সম্পাদন করিতে একজন মান-শ্রমিকের (standard worker) যে সময় লাগে, সেই মান-সময়ের (standard time) জন্য এক মান-মজুরী (standard wage) নির্ধারণ করা হয়। ঐ মান-সময়ের মধ্যে উৎপাদনের পরিমাণ কম বেশীর উপর শ্রমিকের মজুরীর তারতম্য করা হয়। ঐ সময়ের মধ্যে

যে শ্রমিক অধিক দক্ষতা দেখাইতে পারে সে উচ্চ হারে মজুরী পায়। দক্ষতার পরিমাণ কমিবার কিম্বা বাড়িবার সঙ্গে মজুরীর হারও কমিয়া বা বাড়িয়া থাকে।

Differential Duty—প্রভেদাত্মক শুল্ক ঃ পণ্য উৎপাদনের অথবা পণ্য বিক্রয়ের স্থান অনুসারে যদি আমদানী রপ্তানী শুল্কের হারের তারতম্য করা হয় তবে সেই শুল্ককে প্রভেদাত্মক শুল্ক কহে। Discriminating Duty ; Preferential Duty দ্রষ্টব্য।

Diagonal Expansion—উদ্ভূত সম্প্রসারণ ঃ কোন শিল্প মুখ্য দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার্য অপর কোন আনুসঙ্গিক দ্রব্য উৎপাদন আরম্ভ করিলে তাহাকে উদ্ভূত সম্প্রসারণ কহে। ঐ আনুসঙ্গিক দ্রব্য শিল্প নিজে উৎপাদন না করিয়া আমদানীও করিতে পারে। বহুল উৎপাদন হইতে সকল সুফল পাওয়ার উদ্দেশ্যেই এই প্রকার সম্প্রসারণ করা হয়। ইহাতে উৎপাদনের ব্যয় কমে। যেমন কোন মোটর গাড়ি শিল্প যদি টিনের পাত, রং ইত্যাদি দ্রব্য উৎপাদন আরম্ভ করে তবে ঐ শিল্পে উদ্ভূত সম্প্রসারণ হইয়াছে বলা যায়।

যদি মুখ্য উৎপাদনের আনুসঙ্গিক দ্রব্য উৎপাদনের ভিন্ন ভিন্ন শিল্প একত্রীকরণ হয় তবে তাহাকে উদ্ভূত বা আড়াআড়ি একত্রীকরণ (Diagonal Integration) কহে। Diagonal Integration দ্রষ্টব্য।

Diffusion Theory of Taxation—প্রসার কর সিদ্ধান্ত বা নীতি ঃ যে নীতিতে কোন করের ভার দেশের প্রায় সমস্ত লোকের উপর বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় তাহাকে প্রসার কর নীতি কহে। যে ব্যক্তি সরকারকে কর দিবে সে যদি উহা অন্যের উপর চাপাইয়া দিতে পারে তবে তাহাকেও প্রসার কর নীতি কহে। যেমন বিক্রয় কর (Sales Tax)। অনেক সময় সরকার কোন নূতন কর আরোপ না করিয়া দ্রব্যমূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির হারে করের হার বাড়াইয়া বা কমাইয়া দিতে পারে। উহাও বিক্রয় করের মত প্রসার কর নীতির আওতায় আসে।

Dime—ডায়েম ঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত ১০ সেণ্টের মুদ্রা। ডলারের এক দশমাংশকে বুঝায়।

Diminishing Returns—ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন ঃ উৎপাদনে যে সকল উপাদান ব্যবহার করা হয় উহার যে কোনও একটি স্থির

রাখিয়া অন্য উপাদান ক্রমান্বয়ে এক স্থির হারে বাড়াইলে উৎপাদন অতিরিক্ত উপাদানের সম হারে না বাড়িলে তাহাকে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন কহে। কৃষিদ্রব্য উৎপাদনে জমির পরিমাণ স্থির রাখিয়া শ্রম ও যন্ত্রপাতির পরিমাণ বাড়াইলে, অথবা শ্রমিক স্থির রাখিয়া জমির ও যন্ত্রপাতির পরিমাণ বাড়াইলে অথবা যন্ত্রপাতি স্থির রাখিয়া জমি ও শ্রমিকের পরিমাণ বাড়াইলে উৎপাদন বর্দ্ধিত শ্রম, জমি, যন্ত্রপাতির সমান হারে বাড়ে না।

জমি	শ্রমিক	মূলধন	মোট উৎপাদন	অতিরিক্ত উৎপাদন
মূল ১ বিঘা	৫	১০০৲ টাকা	১০০ মণ	

ঐ জমিতে ধাপে ধাপে নিম্নরূপ শ্রমিক ও মূলধন বাড়ান হইল এবং উৎপাদনও দেখান হইল।

১ম ধাপ—১ বিঘা (স্থির)	৫+৫	১০০৲+১০০৲	১৭৫ মণ—৭৫	
২য় „ ১ বিঘা („)	৫+৫+৫	১০০৲+১০০৲+১০০৲	২২৫ মণ—৫০	

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে মূল উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১০০ মণ, কিন্তু জমির পরিমাণ স্থির রাখিয়া সেই একই পরিমাণ শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ করার ফলে মোট উৎপাদন বাড়িয়াছে বটে কিন্তু বর্দ্ধিত উৎপাদনের হার অতিরিক্ত শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণের চেয়ে কম। ২য় ধাপের মূলধন ও শ্রম বিনিয়োগ হইতেও একই প্রকার ফল দেখা যাইতেছে।

উৎপাদন ব্যবস্থা যদি এই নিয়মে না চালত তাহা হইলে এক খণ্ড জমি অথবা একটি মাত্র শিল্প হইতেই সমগ্র পৃথিবীর আবশ্যকীয় খাদ্য ও দ্রব্যাদি যোগান সম্ভব হইত।

Diminishing Utility—ক্রমহ্রাসমান ভোগসন্তুষ্টি: অর্থনীতির এই নিয়মে কোন ভোগ্যবস্তু হইতে মানুষ যে পরিমাণ সন্তুষ্টি পাইতে পারে তাহা মানুষ সেই ভোগ্যবস্তুর জন্য যে মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকে তাহা দ্বারা পরিমাপ করা হয়। অর্থাৎ তাহার ভোগ সন্তুষ্টির পরিমাণ সে যে মূল্য দিতে রাজী তাহার সমান হইবে। অর্থবিজ্ঞানীদের মতে একই দ্রব্য যখন ক্রমাগত বাড়ান যায় তখন প্রত্যেকটি অতিরিক্ত দ্রব্য হইতে সে কম সন্তুষ্টি পায় সুতরাং সে কম মূল্য দিতে চাহে। এক ব্যক্তির জুতা নাই। কাজেই তাহার প্রথম জোড়া জুতার চাহিদা খুবই প্রবল। সে এক জোড়া জুতার জন্য ধরা যাউক ২০৲ টাকা দিতে ইচ্ছুক। যখন এক জোড়া জুতা হইল,

তখন তাহার জুতার অভাব অনেকটা পূরণ হইয়াছে। সে যখন দ্বিতীয় জোড়া কিনিতে যাইবে তখন তাহার অভাব অর্থাৎ কিনিবার ইচ্ছা তত প্রবল নয়, কাজেই দ্বিতীয় জোড়া জুতার জন্য ধরা যাউক ১৫৲ টাকা দিতে রাজী। এই ভাবে তৃতীয় জোড়া জুতার জন্য ১০৲ টাকা এবং চতুর্থ জোড়ার জন্য ৫৲ টাকা দিতে ইচ্ছুক। যদি অভাবের প্রবলতা মূল্যের সমান হয় তাহা হইলে প্রত্যেক জোড়া অতিরিক্ত জুতা হইতে প্রাপ্ত সন্তুষ্টির পরিমাণ পূর্ব্বের জোড়ার চেয়ে কম।

এই নিয়ম যে সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তাহা নহে। উদাহরণ, প্রবল তৃষ্ণার সময়ে প্রথম গ্লাস জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ হওয়াত দূরের কথা বরং পিপাসা আরও বাড়িয়া যাইতে পারে। সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয় গ্লাস জল হইতে সন্তুষ্টি কম না হইয়া বেশী হইবে। তবে তৃতীয় গ্লাস হইতে তাহার পিপাসার প্রবলতা বা জলের অভাব ক্রমশঃ কমিতে থাকিবে, এবং এমন অবস্থায় আসিবে যে সে আর জল পান করিতে চাহিবে না।

Direct Cost—প্রত্যক্ষ ব্যয়ঃ দ্রব্য উৎপাদনে সে সকল ব্যয় করা হয় তাহাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রত্যক্ষ ব্যয়ে কোন দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত কাঁচা মালের মূল্য, শ্রমিকের মজুরী এবং এমন কোন ব্যয় যাহা কেবলমাত্র সেই দ্রব্য উৎপাদনের জন্যই আবশ্যক হয়, তাহার যোগফলকে ধরা হয়।

Direct Departmental Expenses—প্রত্যক্ষ বিভাগীয় ব্যয়ঃ দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাচা মালের মূল্য ও শ্রমিকের মজুরী ব্যতীত শিল্পের অন্য যে সকল ব্যয় শিল্পের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া যায় যেমন, খাজনা, বিজলি আলো, বেতন, ট্যাক্স বা কর ইত্যাদি তাহাই প্রত্যক্ষ বিভাগীয় ব্যয়।

Direct Exchange—প্রত্যক্ষ বিনিময়ঃ দুই দেশের মধ্যে সরাসরি মুদ্রা আদান প্রদান। অর্থাৎ দুই দেশের মুদ্রার মান অন্য কোন তৃতীয় দেশের মুদ্রার সহিত সম্পর্কিত নহে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব্বে গ্রেট বৃটেন ব্যতীত অন্য কোন দেশের সহিত বাণিজ্য করিতে ভারতীয় মুদ্রা প্রথমে ষ্টার্লিং এ পরিবর্ত্তন করিয়া পরে আমদানী রপ্তানির মূল্য আদান প্রদান হইত। ভারতের মুদ্রার মান ষ্টার্লিংএর মানের সহিত সম্পর্কিত ছিল, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতীয় টাকার কোন নিজস্ব মান

ছিল না। কাজেই স্বাধীনতার পূর্ব্বে ভারতীয় মুদ্রা ষ্টার্লিং ব্যতীত অন্য দেশের সহিত প্রত্যক্ষ বিনিময় হইত না। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতীয় মুদ্রায়ই ভারতের আমদানী রপ্তানির মূল্য শোধ হইতেছে।

Direct Expense—প্রত্যক্ষ বা মুখ্য ব্যয়ঃ কোন দ্রব্য উৎপাদনে কাচামালের মূল্য, শ্রমিকের মজুরী ও অন্যান্য উপরাঙ্গিক ব্যয়ের যোগ ফলকে মুখ্য ব্যয় কহে।

Direct Financing—প্রত্যক্ষ ব্যয় ব্যবস্থাঃ অবলেখনের সাহায্য ব্যতিরেকে বিনিয়োগকারীদের নিকট হইতে সরাসরি মূলধন সংগ্রহ করার ব্যবস্থাকে প্রত্যক্ষ ব্যয় ব্যবস্থা বলে।

Direct Goods Account—প্রত্যক্ষ দ্রব্য হিসাবঃ কোন দ্রব্য উৎপাদনে যে কাঁচা মাল আবশ্যক হয় উহা যখন পৃথক হিসাবে লেখা হয় সেই পৃথক হিসাবের নামই প্রত্যক্ষ দ্রব্য হিসাব।

Direct Labour—প্রত্যক্ষ মজুরীঃ পড়তা হিসাব রক্ষণে (Cost Accountancy) কোন বিশেষ কাজ, বা দ্রব্য উৎপাদনের জন্য মাত্র যে শ্রম নিয়োগ করা হয় তাহার মজুরীই প্রত্যক্ষ মজুরী। এই মজুরী কেবল-মাত্র সেই বিশেষ কাজ বা দ্রব্যের হিসাবেই দেখান হয়। শিল্পের সকল বিভাগের মধ্যে, অথবা শিল্পে যে বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন করা হয় তাহার মধ্যে এই মজুরী বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় না। (Indirect Labour দ্রষ্টব্য)।

Direct Taxation—প্রত্যক্ষ করঃ যে করের বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপান যায় না সেই করই প্রত্যক্ষ কর। আয় কর এবং আয় করের উপর অধিভার (Surcharge) প্রত্যক্ষ কর। এই কর যাহার উপর আরোপ করা হয় কেবল তাহাকেই দিতে হয়।

Director—পরিচালকঃ যাহার উপর পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকে তাহাকেই পরিচালক কহে। তবে পরিচালক বলিতে যৌথ সংঘের শেয়ার মালিক বা অংশীদারগণ কর্ত্তৃক নির্বাচিত কোন ব্যক্তি—যাহার ব্যবসা পরিচালনার অধিকার আছে তাহাকে বুঝায়। একাধিক পরিচালক নির্বা-চিত হইলে তাহাদের সম্মিলিত নাম পরিচালক মণ্ডলী। ইহাদের কর্ত্তব্যের পরিধি কোম্পানী বা যৌথসংঘের পরিমেল নিয়মাবলী দ্বারা সীমাবদ্ধ।

Director, Alternate—পরিবর্ত্ত পরিচালকঃ নির্বাচিত পরিচালক

নিজে কাজ করিতে অক্ষম হইয়া অন্য কাহাকেও পরিচালক হিসাবে কাজ করার জন্য মনোনয়ন করিলে সেই মনোনীত পরিচালককে পরিবর্ত্ত পরিচালক কহে। কিন্তু অংশীদারগণ এই মনোনয়নে খোলাখুলি সম্মতি না দিলে পরিবর্ত্ত পরিচালকের কোন অধিকার জন্মে না অর্থাৎ মনোনয়ন কার্য্যকরী হয় না।

Directorate—পরিচালকের অফিস ; পরিচালক মণ্ডলী :

(১) পরিচালক যে স্থানে অফিস করেন সেই অফিস ;

(২) পরিচালকদের সম্মিলিত নাম "পরিচালক মণ্ডলী।"

Direct Production—প্রত্যক্ষ উৎপাদন : কোন প্রকার যন্ত্রপাতির সাহায্য ব্যতীত যে উৎপাদন তাহাকে বুঝায় যেমন কাদামাটির দেওয়াল দিয়া প্রস্তুত ঘর ; গাছের ডালপালা ভাঙ্গিয়া প্রস্তুত কুটির। বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক উপায়ে, মূলধনী দ্রব্যের সাহায্যে যে উৎপাদন হয় তাহার বিপরীত। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হওয়ার ফলে যদিও উৎপাদন পরোক্ষ হইয়াছে তথাপি পরোক্ষ উৎপাদন প্রত্যক্ষ উৎপাদনের অসুবিধা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে।

Direct Strike—প্রত্যক্ষ ধর্ম্মঘট : নিজ নিজ শিল্পে ধর্ম্মঘট করা-কেই প্রত্যক্ষ ধর্ম্মঘট কহে।

Dirty—দুষ্ট : Clean ; Foul দ্রষ্টব্য।

Discharged Bankrupt—দায়মুক্ত দেউলিয়া : আদালত যে দেউলিয়াকে দায়মুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে তাহাকে দায়মুক্ত দেউলিয়া কহে। সরকারী রিসিভার দেউলিয়া কি প্রকারে তাহার দায় শোধ করিয়াছে তাহার বিবরণী দাখিল করিলে আদালত দায়মুক্তের ঘোষণা দেওয়া না দেওয়া স্থির করিয়া থাকেন।

Discharging a Bill—বিনিময় পত্র শোধ : সর্ত্তানুযায়ী কোন বিনিময় পত্রের মূল্য শোধ করা হইলে তাহাকে বিনিময় পত্র শোধ বলে। বিনিময় পত্র নানাভাবে শোধ হইতে পারে :—(১) সাধারণ উপায়ে মূল্য শোধ দেওয়া ; (২) বিনিময় পত্রের অধিকারী—যদি বিনিময় পত্রের দাবী ছাড়িয়া দেয়, (৩) চক্রশেষ (Circuity of action) দ্রষ্টব্য। (৪) হুণ্ডিকারক বিনিময় পত্র বাতিল করিলে।

Discommodity—অভাব পুরণে অপারগ দ্রব্য : যে দ্রব্য ভোগ-

সন্তুষ্টি উৎপত্তি করিতে পারে না তাহাই অভাব পূরণে অপারগ দ্রব্য। যে দ্রব্য অধিকারীকে সন্তুষ্টি না দিয়া বরং অসন্তুষ্টির সঞ্চার করে সেই দ্রব্যকেই বুঝায়। অর্থনীতিবিদ মার্শালই প্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেন। মার্শালের মতে এই প্রকার দ্রব্য বা বস্তুর দুইটি ভাগ আছে—(১) শ্রম (২) ভোগ বিরতি হইতে উৎপন্ন সন্তুষ্টি।

Discouut—বাট্টা ; ব্যাজ : নির্দ্ধারিত মূল্যের যে অংশ ক্রেতাকে বিক্রেতা ছাড়িয়া দেয় তাহাই বাট্টা বা ব্যাজ। (Cash Account দ্রষ্টব্য) (Trade Account দ্রষ্টব্য)

কোন দ্রব্যের আংকিক মূল্য হইতে বাজারে চলতি মূল্য কম হইলে আংকিক মূল্য ও বাজার দরের অন্তরকেও বাট্টা কহে।

Discounting a Bill—হুণ্ডি ভাঙ্গান : হুণ্ডির মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরই হুণ্ডিতে লিখিত পূর্ণ মূল্য পাওনা হয়। কিন্তু হুণ্ডি প্রাপক ইচ্ছা করিলে মিয়াদের পূর্ব্বেই হুণ্ডি বন্ধক রাখিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। এইভাবে অর্থ সংগ্রহ করার অর্থই হইল হুণ্ডি গচ্ছিত রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করা। এই ঋণের উপর যে সুদ দিতে হয় তাহা বাজারে সুদের হার ও ঋণ প্রদান উপযোগী অর্থের উপর নির্ভর করে। যেদিন হুণ্ডি ভাঙ্গান হয় সেইদিন হইতে হুণ্ডির মেয়াদ পর্য্যন্ত যত দিন হয় তত দিনের জন্য সুদ দিতে হয়। একদিকে বাজারে চলতি সুদের হার অন্যদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত বাট্টার হার (Bank rate) এই দুইটি ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার উপরই বাট্টার হার নির্ভর করে।

Discount (Bank Rate) - কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হার : কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক উহার নিয়মিত মক্কেল ব্যতীত যে সকল লোকের বা প্রতিষ্ঠানের হুণ্ডি ভাঙ্গাইলে তাহার উপর যে হারে বাট্টা দেওয়া হয় তাহাই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হার।

Discount House—হুণ্ডি ভাঙ্গানী ঘর : যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যবসাই হইল হুণ্ডি ক্রয় বিক্রয় করা ; হুণ্ডির বদলে ঋণ দান করা ; সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে হুণ্ডি ভাঙ্গানী ঘর কহে।

Discretionary Order—বিচার বুদ্ধি খাটাইয়া কিনিবার আদেশ : শেয়ার ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি যখন শেয়ার দালালের নিকট দালালের বিচার বুদ্ধিতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর শেয়ার ন্যায্য মূল্যে ক্রয়ের আদেশ দেয়

তখন সেই আদেশকে বুঝায়। সেই আদেশের সঙ্গে উপাস্ত অর্থও পাঠাইতে হয়।

Discount Market—হুণ্ডির বাজার: স্বল্প মিয়াদী ঋণের বিশেষতঃ হুণ্ডি ও সরকারী প্রত্যর্থ পত্র ক্রয় বিক্রয়ের স্থানকে হুণ্ডির বাজার বলে।

Discriminating Duty—পক্ষপাতমূলক শুল্ক: Differential Duties দ্রষ্টব্য।

Discriminating Protection—বিচার মূলক সংরক্ষণ নীতি; পক্ষপাতমূলক সংরক্ষণ নীতি: দেশের কোন্ শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়া কোন্ শিল্পকে সংরক্ষণ না দেওয়া তাহা বিচার করিয়া সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করিলে তাহাকেই পক্ষপাতমূলক বা বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি কহে। সকল শিল্পকেই নির্বিচারে সংরক্ষণ না দিয়া জাতীয় স্বার্থে বেশী আবশ্যকীয় শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়ার নামই পক্ষপাতমূলক সংরক্ষণ নীতি। ভারতবর্ষে ১৯২৩ সাল হইতে যে সংরক্ষণ নীতি স্বাধীনতা লাভ করা পর্য্যন্ত চালু ছিল উহাই পক্ষপাতমূলক সংরক্ষণ ছিল। কোন শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়া হইবে কিনা উহা নির্ধারণ করার জন্য ঐ শিল্পকে নিম্ন সর্তগুলি পূরণ করিতে হইত:—

(১) ঐ শিল্পের আবশ্যকীয় কাঁচামাল, শ্রমিক, বিদ্যুৎশক্তি ইত্যাদির প্রচুর যোগান থাকা প্রয়োজন;

(২) ঐ শিল্পকে প্রমাণ করিতে হইবে যে বিনা সংরক্ষণে ঐ শিল্প কিছুতেই প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারে না;

(৩) ঐ শিল্পকে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে কয়েক বৎসর পর আর উহার সংরক্ষণের দরকার হইবে না।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের শিল্পগুলিকে যে সংরক্ষণ দেওয়া হইতেছে উহা পক্ষপাতমূলক নহে। যে কোন শিল্পই জাতীয় স্বার্থে আবশ্যকীয়, তাহা উপরোক্ত সর্ত্তগুলি পূরণ না করিলেও সংরক্ষণ পাইবে।

Discrimination—পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থা: ব্যবসা ক্ষেত্রে কোন দেশের বিরুদ্ধে কোন রকম পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইলেই তাহাকে পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থা বলে। শুল্কের হার বৃদ্ধি, আমদানীর পরিমাণ হ্রাস, বৈদেশিক বিনিময় (মুদ্রা) নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি যে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইলেই তাহাকে পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থা বলে।

পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া অন্য কোনও দেশের অসুবিধা সৃষ্টি করা যাইতে পারে। এই প্রকার পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থা কোন দেশই বিনা প্রতিবাদে মানিয়া নিতে চাহে না। বাণিজ্যিক দিক থেকে পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থা সমর্থন যোগ্য নহে কারণ যে দেশের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় সেই দেশের দ্রব্য পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনকারী দেশে অবাধ বাণিজ্য থাকিলে সস্তা হয়। যুদ্ধোত্তর কালে পৃথিবীব্যাপী ডলারের চাহিদা ক্রমাগত বাড়িয়া যাওয়াতে অনেক দেশই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই প্রকার পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল।

Disembark—জাহাজ হইতে অবতরণ: পণ্য অথবা যাত্রীকে গন্তব্য স্থলে পৌঁছিয়া জাহাজ হইতে নামাইয়া দেওয়াকে বুঝায়।

Disgorging—উপুর করিয়া ফেলিয়া দেওয়া: শিশি বা বোতলে মদ্য অথবা অনুরূপ কোন তরল পদার্থ রাখিলে শিশির নীচে যে তলানি জমা হয় উহা ফেলিয়া দেওয়া। শিশি উপুর করিয়া রাখিলে তলানি শিশির গলার নিকট জমা হইতে থাকে। তখন একটানে শিশির মুখ খুলিয়া ফেলিলে তলানি বাহির হইয়া যায়।

Dishoarding—মজুত খালাস: অদূর ভবিষ্যতে আবশ্যক মনে করিয়া কোন প্রকার দ্রব্য মজুত করিয়া পরে সেই মজুত দ্রব্য হইতে দ্রব্য খালাস করিযা বাজারে বিক্রয়োপযোগী দ্রব্যের পরিমাণ বাড়ান হইলে তাহাকে মজুত খালাস বলে। কোন মজুত দ্রব্যের ব্যবহারকেই মজুত খালাস কহে। লোহার সিন্দুকে মজুত অর্থ হইতে অর্থ বাহির করিয়া অন্যত্র খাটাইলে অর্থাৎ বিনিয়োগ করিলে তাহাকেও বুঝায়।

Disinflation—পরিকল্পিত মুদ্রাসঙ্কোচ: সুপরিকল্পিত উপায়ে মূল্য কমানকেই পরিকল্পিত মুদ্রাসঙ্কোচ বলে। ইহাতে প্রচলিত বা মান-মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং ভোগকর্ত্তা উপকৃত হয়। সুপরিকল্পিত মুদ্রা সঙ্কোচে মুদ্রাস্ফীতির ধ্বংসাত্মক কুফল হইতে রেহাই পাওয়া যায়। (Inflation দ্রষ্টব্য)। বাজারে প্রাপ্ত ভোগ্য দ্রব্যের পূর্ণ ব্যবহার করিতে যে অর্থ ব্যয় আবশ্যক তদতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করার পথ মুদ্রা সঙ্কোচ দ্বারা বন্ধ করা হয়।

Dishonour—হুণ্ডি অস্বীকার করা: নির্দ্দিষ্ট দিনে হুণ্ডি সাকরণ-কারীর হুণ্ডির অর্থ শোধ না করা অথবা হুণ্ডি গ্রাহকের হুণ্ডি সাকরণ না করাকে হুণ্ডি অস্বীকার করা বলে।

Dismal Science—ভয়াবহ বিজ্ঞান: Thomas Carlyle অর্থ-বিদ্যাকে উপহাস করিয়া "ভয়াবহ বিজ্ঞান" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন।

Dismissal Wage—বরখাস্তকালীন দেয় মজুরী: চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিতে হইলে কোন শ্রমিককে যে মজুরী দিতে হয় তাহাকে বুঝায়। উহা একবারে অথবা নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে কিস্তিতে দেওয়া যাইতে পারে। (Severance wage, Terminal wage দ্রষ্টব্য)।

Dispatch Money—সত্বর সম্পাদন করার জন্য দেয় ব্যাজ: নৌভাটক জাহাজ হইতে মাল নামাইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্বেই মাল খালাস করিলে জাহাজের মালিক নৌভাটককে চুক্তিকৃত মাশুলের যে অংশ ছাড়িয়া দেয় তাহাকে সত্বর সম্পাদন করার ব্যাজ কহে।

Disposable Income—নিয়োজ্য আয়: মোট আয় হইতে ব্যক্তি-গত কর—যেমন আয়কর ও অন্যান্য সরকারী পাওনা বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই নিয়োজ্য আয়।

Dissaving—সঞ্চয়চ্যুতি: আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় অথবা ব্যাঙ্ক হইতে আমানত তুলিয়া ব্যয় করাকে বুঝায়। কোনও প্রকার প্রত্যর্থ-পত্র ক্রয় করিয়া যে অর্থ সঞ্চয় করা হইয়াছিল, সেই প্রত্যর্থপত্র বিক্রয় করিয়া প্রাপ্ত অর্থ ব্যয় করা হইলে তাহাকেও সঞ্চয়চ্যুতি কহে।

Dissection—বিভাগকরণ: বিভাগীয় পণ্যশালায় ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব বিভিন্ন বিভাগ অনুসারে পৃথক করিয়া রাখা হইলে তাহাকে বিভাগকরণ কহে।

Disseize—বেদখল: লাখেরাজ জমির দখল হইতে বঞ্চিত করা অর্থাৎ লাখেরাজ জমি হইতে বেদখল করাকে বুঝায়।

Dissolution of Partnership—অংশীদারী ব্যবসায় অবসান: কোনও অংশীদার অবসর গ্রহণ করিলে; নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য যদি অংশীদারী ব্যবসা স্থাপিত হয় তবে সেই সময় উত্তীর্ণ হইলে; অংশীদারদের ভিতর কাহারও মৃত্যু হইলে, অংশীদারদের ভিতর কেহ দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত হইলে; পারস্পরিক চুক্তি দ্বারা, অংশীদারী ব্যবসায়ের পরিসমাপ্তি হইলে তাহাকে অংশীদারী ব্যবসায় অবসান কহে।

Distrain—ক্রোক দেওয়া: ঋণের দায়ে পণ্যাদি ক্রোক দেওয়াকে বুঝায়।

Distrainor—ক্রোককারী : যে পাওনাদার পাওনার জন্য পণ্যাদি ক্রোক দেয়।

Distress—ক্রোক : আইনে ব্যবহৃত শব্দ। ঋণের জন্য পণ্য আটক করাকে বুঝায়।

Distribution—বিতরণ : অর্থনীতির যে অংশ মোট জাতীয় আয় বিভিন্ন প্রাপকদের ভিতর বিতরণ পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করে তাহাকে বুঝায়। জাতীয় আয় যে যে নামে বিতরণ করা হয় তাহা—খাজনা (Rent); মজুরী (Wages); সুদ (Interest); লাভ (Profit)। সম্পদ উৎপাদনে যে সকল উপাদান অংশ গ্রহণ করে সেই সকল উপাদানের মধ্যে মোট জাতীয় আয় বিতরণ করা হয়। ইহাকে বৃত্তিভিত্তিক বিতরণও (Functional Distribution দ্রষ্টব্য) কহে। আবার মোট জাতীয় আয়ের যে অংশ ব্যক্তি বিশেষকে দেওয়া হয় তাহাকে ব্যক্তিগত বিতরণ (Personal Distribution দ্রষ্টব্য) কহে।

ব্যবসায়ীগণ যে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করে তাহাকেও বিতরণ কহে। উৎপাদন অঞ্চল হইতে ভোগ অঞ্চলে প্রেরণ করাকেও বিতরণ কহে। (Physical Distribution দ্রষ্টব্য)।

Distribution Expenses—বিতরণ ব্যয় : তৈয়ারী মাল নানা স্থানে বিতরণ করার ব্যয়কে বিতরণ ব্যয় কহে। গুদাম ভাড়া বাবদ ব্যয়, বাহিরে মাল পাঠাইবার ব্যয়; রেল বা লরির ভাড়া; বিক্রয় গুদামের ভাড়া ও উহার অন্যান্য ব্যয়; দ্রব্যাদি রাখিবার ভাণ্ডার চালু রাখার জন্য ব্যয় ইত্যাদি বিতরণ ব্যয়ের অন্তর্গত।

Disutility—অনুপযোগিতা : ভোগ্য দ্রব্য হইতে প্রাপ্ত উপযোগে পূর্ণ সন্তুষ্টি পাওয়ার পর ভোগকারীর নিকট উহার অধিকার অনাবশ্যক হইয়া পরে। এমত অবস্থায় উপনীত হইতে পারে যাহাতে ভোগকারীর ভোগ্যদ্রব্যের কোন আবশ্যক ত নাই-ই বরং তাহা তাহার যথেষ্ট অসুবিধা সৃষ্টি করিতে পারে। যে অবস্থায় পৌঁছিলে অসুবিধা সৃষ্টি হইবে সেই অবস্থাকেই অনুপযোগিতার অবস্থা কহে।

Diversification—(১) বিভিন্ন রকমের শিল্প স্থাপন (২) বিভিন্ন রকমের শেয়ারে বিনিয়োগ : (১) দেশের অর্থনীতি যাহাতে স্বয়ং সম্পূর্ণ হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে নানাবিধ শিল্পগঠন ও স্থাপনকে বুঝায়।

শিল্প সংরক্ষণের পক্ষপাতী অর্থনীতিবিদগণ সংরক্ষণের আওতায় বিভিন্ন রকমের শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা থাকে বলিয়া সংরক্ষণ নীতির একটি বিশেষ সুফল দাবী করেন।

(২) মোট বিনিয়োগযোগ্য অর্থ একটি মাত্র শিল্পে বা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করিলে ঝুঁকি যত বেশী তাহার চেয়ে ঐ অর্থ অনেকগুলি শিল্পে বা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করিলে ঝুঁকি অনেক কম। কাজেই হুসিয়ারী বিনিয়োগকারী একই শিল্পের শেয়ার ক্রয় করিয়া সমস্ত অর্থ একটি প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ না করিয়া অনেকগুলি শিল্পের শেয়ারে বিনিয়োগ করিয়া থাকেন। ইহাকেই বিভিন্ন রকমের শেয়ারে বিনিয়োগ কহে।

Dividend—লাভাংশ : মোট বিভাজীয় লাভের যে অংশ শেয়ার মালিকদের বা অংশীদারদের মধ্যে তাহাদের অধিকৃত শেয়ারের অংশ অনুপাতে বিতরণ করা হয় তাহাই লাভাংশ। লাভাংশ বলিতে অংশীদারদের নিয়োজিত মূলধনের উপর যে আয় হয় তাহাও বুঝায়। লাভাংশ প্রকৃতপক্ষে মূলধনের উপর সুদের মতই।

Dividend Equalization Fund—লাভাংশ সমকারী তহবিল : প্রত্যেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সুনাম লাভাংশ বিতরণের হারের উপর নির্ভর করে। সুতরাং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যাহাতে প্রতি বৎসর মোটামুটি এক নির্দ্দিষ্ট হারে লাভাংশ দিতে পারে তাহার চেষ্টা করিয়া থাকে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি যখন বেশী লাভ করে তখন সমস্ত লাভই লাভাংশ হিসাবে বিতরণ করে না, বরং এক অংশ লাভাংশ সঞ্চিতি তহবিলে জমা রাখিয়া দেয়, যাহাতে ব্যবসায়ের দুর্দিনে অর্থাৎ যখন লাভের পরিমাণ কমিয়া যায় তখন ঐ সঞ্চিতি তহবিল হইতে অর্থ নিয়া পূর্ব পূর্ব বৎসরের মতই লাভাংশ বিতরণ করিতে সমর্থ হয়। সমহারে লাভাংশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে যে তহবিল গঠন করা হয় তাহাই লাভাংশ সমকারী তহবিল। ইহাকে লাভাংশ সঞ্চিতি তহবিলও কহে (Dividend Reserve Account দ্রষ্টব্য)।

Dividend Mandate—লাভাংশ আজ্ঞাপত্র : শেয়ার মালিক বা অংশীদার তাহার শেয়ারের উপর প্রাপ্য লাভাংশ তাহার ব্যাঙ্কে সরাসরি জমা দিবার জন্য যৌথ সংঘের বা কোম্পানীর উপর যে আজ্ঞাপত্র বা আদেশপত্র দেয় তাহাকে লাভাংশ আজ্ঞাপত্র কহে।

Dividend Reserve Account—লাভাংশ সঞ্চিতি তহবিল : Dividend Equalization Fund দ্রষ্টব্য।

Dividend Warrant—লাভাংশ পত্র : কোম্পানী বা যৌথ সংঘ কোম্পানীর ব্যাঙ্ককে উহাতে গচ্ছিত অর্থ হইতে শেয়ার মালিকদের নির্দ্দিষ্ট অর্থ লাভাংশ হিসাবে দেওয়ার যে নির্দ্দেশপত্র দেয় তাহাই লাভাংশপত্র। লাভাংশ-পত্র শেয়ার মালিকের হাতেই দেওয়া হয়। শেয়ার মালিক উহা আদিষ্ট ব্যাঙ্কে জমা দিলে ব্যাঙ্ক লাভাংশ পরিমাণ অর্থ দিয়া থাকে।

Divisional Bond—বিভাগীয় পাট্টা বা তমসুক : যে ঋণপত্রের পিছনে রেল কোম্পানীর জমি আংশিক বন্ধক থাকে তাহাকেই বিভাগীয় পাট্টা বা তমসুক কহে।

Division of labour—শ্রম বিভাগ : উৎপাদন ব্যবস্থা যতই পরোক্ষ (Indirect) আকার ধারণ করে, অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থা যতই যন্ত্র নির্ভর হয়, ততই শ্রম বিভাগের আবশ্যকতা বাড়ে। শ্রম বিভাগ বলিতে এমন পরোক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থা বুঝায় যে কোন মাল তৈয়ার করিতে বিভিন্ন স্তর অথবা ধাপ বিভিন্ন শ্রমিকের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অর্থাৎ গোটা দ্রব্যটির ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি তৈয়ার করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রমিক নিযুক্ত করা হয়। যে শ্রমিক যে অংশ তৈয়ার করার জন্য নিযুক্ত হইয়াছে সে মাত্র সেই অংশের জন্যই দায়ী। বহুল উৎপাদন ব্যবস্থা কখনই শ্রম বিভাগ ব্যতীত সাফল্য লাভ করিতে পারিত না। শ্রম বিভাগের গুণাবলীর মধ্যে শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি ; উদ্ভাবনীর ইচ্ছা ; উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি ; ও সময়ের অপচয় রোধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রম বিভাগের ঐ সকল গুণ থাকা সত্ত্বেও উহার কতকগুলি দোষ দেখা যায়—যেমন, কাজে এক ঘেয়েমি ; কাজ খুব সহজ হইলে উদ্ভাবনী শক্তি ব্যাহত হয় ; কাজের সমন্বয়ে বাধা সৃষ্টি করে ; এবং স্নায়ুর উপর যথেষ্ট চাপ পরে।

Dock—পোতাঙ্গন : অপ্রাকৃতিক উপায়ে এমন একটি স্থান তৈয়ারি করা হয় যেখানে জাহাজ মেরামত করা হয় ; যেখানে জাহাজে মাল তোলা হয় ; যেখানে জাহাজ হইতে মাল নামান (খালাস করা হয় ;) অথবা পুনরায় যাত্রা করা পর্য্যন্ত যেখানে জাহাজ নোঙরাবদ্ধ থাকে। এই প্রকার স্থানকেই পোতাঙ্গন কহে।

Dock Dues—পোতাঙ্গনের মাশুল ; পোতাঙ্গনের গুদারা :

পোতাঙ্গনে ভিড়িবার সময়ে অথবা পোতাঙ্গন ছাড়িয়া যাওয়ার সময়ে জাহাজের উপর যে মাশুল দাবী করা হয় তাহাই পোতাঙ্গনের মাশুল। পোতাঙ্গন জাহাজ আগম নির্গমের উপযোগী অবস্থায় রাখার জন্য মেরামত বাবদ ও অন্যান্য ব্যয় মিটাইবাব জন্যই এই প্রকার আয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

Dock and Town Dues—পোতাঙ্গন ও নগর মাশুল: এই মাশুল কেবলমাত্র লিভারপুল পোতাঙ্গনের বেলাতেই প্রযোজ্য। ইহাতে লিভারপুল সহরে যে দ্রব্য আমদানী করা হয় অথবা লিভারপুল সহর হইতে যে দ্রব্য রপ্তানি করা হয় প্রায় সকল দ্রব্যের উপরই মাশুল বা শুল্ক বসান হয়। জাহাজ পোতাঙ্গনে বন্ধ না থাকিলেও এই মাশুল দিতে হয়। অর্থাৎ লিভারপুল বন্দরের মাধ্যমে ব্যবসা করিলেই এই মাশুল দিতে হয়। সেই জন্যই পোতাঙ্গন ও নগর মাশুল নাম দেওয়া হইয়াছে।

Dockets—সারাংশ: (১) মক্কেলের চলতি হিসাব হইতে আমানত হিসাবে জমা স্থানান্তর করিতে ব্যাঙ্ক যে চিরকুট ব্যবহার করে তাহাকে বুঝায়।

(২) বড় বড় চিঠির সারাংশ লিপিবদ্ধ করাকেও বুঝায়—ইহাতে চিঠির নম্বর, পাওয়ার তারিখ, লেখক, বিষয় বস্তুর চুম্বক ; কোন তারিখে জবাব দেওয়া হয় ; ইত্যাদি সংক্ষিপ্তভাবে লেখা থাকে। ভবিষ্যতে কোনরূপ উল্লেখ আবশ্যক হইলে আসল চিঠি বাহির না করিয়া সারাংশ হইতে যাবতীয় সংবাদ পাওয়া যায় বলিয়াই এই ব্যবস্থা প্রায় প্রত্যেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানই গ্রহণ করিয়া থাকে।

Dock Warrants—পোতাঙ্গনের আজ্ঞাপত্র: জাহাজের অধ্যক্ষ যেমন জাহাজে মাল তোলার পর মালের বিশদ বিবরণ দিয়া বহনপত্র দেয়, যাহা মাল প্রাপ্তির রসিদ হিসাবেই ব্যবহার করা হয়—পোতাঙ্গনের গুদামের অধিকর্তা গুদামে রক্ষিত মালেরও অনুরূপ রসিদ দেয়। তাহাকে পোতাঙ্গনের আজ্ঞাপত্র কহে। বহন পত্রে পিছন সহি করিয়া যেমন জাহাজের মালের মালিকানা সত্ব হস্তান্তর করা যায়, তেমনি পোতাঙ্গনের আজ্ঞাপত্রে পিছন সহি করিয়াও গুদামজাত মাল হস্তান্তর করা যায়। যাহার নামে পিছন সহি করা হয় সে অথবা তাহার কোন আদিষ্ট ব্যক্তি ঐ পোতাঙ্গনের আজ্ঞাপত্র উপস্থাপিত করিলেই গুদামের অধিকর্তা মাল খালাস দিতে বাধ্য। কাজেই এই আজ্ঞাপত্রও পিছনসহি করিয়া হস্তান্তর যোগ্য।

Documentary Bill—সদলিল হুণ্ডি: হুণ্ডির সাহিত যখন বহনপত্র,

বীমাপত্র,, চালান, একত্র করিয়া চালান প্রাপকের নিকট পাঠান হয় তখন সেই হুণ্ডিকে সদলিল হুণ্ডি কহে। এই সমস্ত দলিল না হইলে চালান প্রাপক জাহাজ হইতে মাল খালাস করিতে পারে না। এই প্রকার হুণ্ডির সহিত উল্লিখিত দলিল বাদেও আবশ্যক হইলে উদ্ভব প্রমাণপত্র (Certificate of Origin) অথবা বাণিজ্য দূত-প্রমাণিত চালানও (Consular Invoice) জুড়িয়া দেওয়া হয়। এই সকল হুণ্ডি দুই রকমের হইতে পারে (১) স্বীকৃতি সাপেক্ষ দলিল—(D/A i. e. Documents against Acceptance) অর্থাৎ হুণ্ডি সাকরণ করিলেই আবশ্যকীয় দলিল হস্তান্তর করা হয়; (২) আদায় সাপেক্ষ দলিল (D/P i. e. Documents against Payments) অর্থাৎ হুণ্ডিতে লিখিত অর্থ শোধ করিলেই ঐ সকল দলিল হস্তান্তর করা হয়।

Documentary Credits—প্রত্যয়পত্রী ঋণ: প্রত্যয়পত্রী ঋণে আমদানীকারক বিদেশস্থ তাহার ব্যাঙ্কের উপর রপ্তানি কারকের হুণ্ডির মূল্য পরিশোধ করার নির্দ্দেশ দেয়—ইহার দুইটি সর্ত্ত আছে:—(১) হুণ্ডির মূল্য নির্দ্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক; (২) হুণ্ডির সহিত মাল খালাস করার জন্য আবশ্যকীয় দলিলাদি যুক্ত থাকা প্রয়োজন:—যেমন বহন পত্র, বীমাপত্র ইত্যাদি। যে ব্যাঙ্ক প্রত্যয় পত্র দিয়া থাকে সে আবশ্যক বোধ করিলে আমদানীকারক ও রপ্তানি কারককে যথেষ্ট সময় দিয়া প্রত্যয় পত্র (Letter of Credit) নাকচ করিতে পারে। এখানে বলা উচিত নিশ্চিত প্রত্যয়পত্রে (Confirmed Letter of Credit) ব্যাঙ্ক সাকরণ করে আর প্রমাণ পত্রী প্রত্যয়পত্র (Documentary Credit) আমদানীকারক নিজে সাকরণ করে। নিশ্চিত প্রত্যয়পত্র অস্বীকৃতি (Dishonour) হইলে রপ্তানি কারকের কোন দায়িত্ব থাকে না—সমস্ত দায়িত্বই সাকরণকারী ব্যাঙ্কের, আর প্রমাণী প্রত্যয়পত্রে রপ্তানিকারক হুণ্ডি পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত দায়মুক্ত হয় না।

Documents of Title—স্বত্বপ্রমাণী পত্র: যে দলিল দ্বারা কাহারও সম্পদে অধিকার প্রমাণীকৃত হয় তাহাকেই স্বত্বপ্রমাণী পত্র কহে।

Dollar Area—ডলার অঞ্চল: বৈদিশিক বাণিজ্যে আদান প্রদানের সমতা নিরূপণ করিতে ব্যবহৃত হয়। ডলার অঞ্চল বলিতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র; উহার উপনিবেশগুলি, বা শাসিত রাজ্য সকল, এবং যে সকল দেশের গ্রেট ব্রিটেনে সঞ্চিত ষ্টার্লিং ডলারে পরিবর্ত্তনযোগ্য সেই সকল দেশকে বুঝায়। শেষোক্ত দেশগুলি বলিতে, বোলিভিয়া, কলাম্বিয়া,

কষ্টারিকা, কিউবা, ডোমিনিকান রিপাবলিক, ইকুয়েডর, গটেমালা, হাইতি, হনডুরাস, মেক্সিকো, নাইকারাগুয়া, পানামা, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, স্যালভেডর ও ভেনেজুয়েলা বুঝায়।

Dollar Gap—ডলার ঘাটতি : কোন দেশের ডলার অঞ্চলকে দেয় ও ডলার অঞ্চল হইতে প্রাপ্য অর্থের পার্থক্যকে ডলার ঘাটতি কহে। অর্থাৎ ডলার অঞ্চলের সহিত দেশের আদান-প্রদানের সমতা প্রতিকূল হইলেই ডলার ঘাটতি হয়।

Domesday Book—জরিপী চিঠা : ইংলণ্ডের রাজা প্রথম উইলিয়ম ১০৮৬ খৃঃ এই চিঠা প্রণয়ণ করান। গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে যে সকল সহর বা প্রদেশ আছে উহার কর দেওয়ার ক্ষমতা নির্ধারণ করার জন্যই এই জরিপী চিঠা তৈয়ার করান হইয়াছিল। ইহা হইতে প্রজাস্বত্ব (Land Tenure) ও শুল্ক বিষয়ক তথ্যাদি পাওয়া যায়।

Domestic Bill—অন্তর্দেশীয় হুণ্ডি : যে হুণ্ডি কোন দেশের মধ্যেই ব্যবসা হইতে উদ্ভূত ও দেশের মধ্যেই পরিশোধনীয় তাহাকে অন্তর্দেশীয় হুণ্ডি কহে। (Inland Bill দ্রষ্টব্য)। ইহার বিপরীতই বহির্দেশীয় হুণ্ডি (Foreign Bill দ্রষ্টব্য)। উাহাতে এক দেশের ব্যবসায়ী অন্য এক দেশের ব্যবসায়ীর নিকট হুণ্ডি প্রেরণ করে এবং এক দেশের ব্যবসায়ী অন্য কোন দেশের ব্যবসায়ীকে হুণ্ডির অর্থ পরিশোধ করে। কলিকাতার কোন ব্যবসায়ী বোম্বাইয়ের কোন ব্যবসায়ীর উপর হুণ্ডি লিখলে উহা অন্তর্দেশীয় হুণ্ডি আর কলিকাতার কোন ব্যবসায়ী আমেরিকা অথবা ভারতের বাহিরের কোন ব্যবসায়ীর উপর হুণ্ডি লিখিলে উহা বহির্দেশীয় হুণ্ডি।

Domestic System of Industry—পারিবারিক উৎপাদন ব্যবস্থা : শিল্প বিপ্লবের পূর্বে যে উৎপাদন ব্যবস্থা চালু ছিল তাহাকে পারিবারিক উৎপাদন ব্যবস্থা বলা হইত। শিল্প বিপ্লবের ফলে কারখানা ব্যবস্থায় উৎপাদন আরম্ভ হয়। ইহার পূর্বে পারিবারিক উৎপাদন ব্যবস্থাই বলবৎ ছিল। পারিবারিক উৎপাদন ব্যবস্থা বলিতে গৃহস্বামী নিজেই তাহার পরিবারস্থ সকল লোকের সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির শিল্প চালাইত। বাহিরের কোন শ্রমিক নিয়োগ করিত না। আর পারিবারিক উৎপাদন ব্যবস্থা পরিপূরক বৃত্তি (Supplementary occupation) হিসাবেই গ্রহণ করা হইত। মুখ্য বৃত্তি ছিল কৃষি; কুটির শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া আয়

পরিপূরণ করা হইত। এক একটি অঞ্চল যাহাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই পারিবারিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে সর্বদা উৎসাহ দেওয়া হইত। ভারতবর্ষে কৃষিই প্রধান বৃত্তি বলিয়া এখনও আমাদের দেশে পারিবারিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিলোপ হয় নাই। তাঁতী, কামার, কুমার প্রভৃতি যে সকল সম্প্রদায় এখনও বর্তমান তাহাদের উৎপাদন ব্যবস্থা পারিবারিক।

Domicile—আবাস: স্থায়ীরূপে যে জায়গায় বসবাস করে তাহাই ব্যক্তির বাসভূমি।

Domiciled Bill—আবাসিক হুণ্ডি: সাকরণী কোথায় হুণ্ডি পরিশোধ করা হইবে তাহা সাকরণ করার সময় হুণ্ডিতে উল্লেখ করিয়া দিলে সেই হুণ্ডিকে আবাসিক হুণ্ডি বলে। এই হুণ্ডি সাকরণীকারীর স্থায়ী বাসস্থান অথবা স্থায়ী ব্যবসাস্থলে পরিশোধ করা হয় না।

Dominion Register—উপনিবেশ পঞ্জী: গ্রেট বৃটেনে রেজিষ্ট্রীকৃত কোন যৌথ সংঘ বৃটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশগুলিতে শাখা অফিস রাখিলে, সেই উপনিবেশগুলির কোনও নাগরিক শেয়ার বা অংশ পত্র কিনিয়া থাকিলে তাহাদের ফিরিস্তি উপনিবেশ অফিসে যে পঞ্জীতে রাখা হয় তাহাই উপনিবেশ পঞ্জী।

Donated Stock—খয়রাতি ষ্টক বা শেয়ার: ষ্টক বা শেয়ারের মালিক যাহাতে কোম্পানী বা যৌথ সংঘ নগদান মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে তাহার জন্য নিজের অংশপত্র কোম্পানীকে পুনরায় বিক্রয় করার অধিকার দিয়া সমর্পণ করিলে সেই ষ্টক বা শেয়ারকে খয়রাতী ষ্টক বা শেয়ার কহে।

Dormant Balance—নিষ্ক্রিয় তহবিল: ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ তোলা না হইলে এবং পুনরায় সেই হিসাবে কোনও অর্থ জমা না দিলে সেই গচ্ছিত অর্থকে নিষ্ক্রিয় তহবিল কহে। ইহাতে একই পরিমাণ অর্থ জের টানা হয়।

Dormant Partner—নিষ্ক্রিয় অংশীদার: অংশীদারী ব্যবসায়ে যে অংশীদার সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে না, এবং যাহার নাম অংশীদার হিসাবে দেখান হয় না সেই অংশীদারই নিষ্ক্রিয় অংশীদার। এই অংশীদারও মূলধন যোগায়। সক্রিয় অংশীদারদের মতই নিষ্ক্রিয় অংশীদারের দায়িত্ব অসীম।

Double Account—দোকড় হিসাব : এই প্রকার হিসাব রক্ষণে মূলধনী হিসাব ও রাজস্ববিষয়ক হিসাব পৃথক পৃথক রাখা হয়। মূলধনী হিসাবে (Capital Account) শেয়ার, ষ্টক, ঋণপত্র (Debenture) বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যায় এবং ঐ অর্থ হইতে মূলধনী সম্পদ ক্রয় করিতে যাহা ব্যয় করা হয় তাহা দেখান হয়। আর রাজস্ববিষয়ক হিসাবে চলতি বৎসরের আয় ও ব্যয় দেখান হয়। রেল কোম্পানী, বিদ্যুৎ কোম্পানী, বা জলসরবরাহ কোম্পানী এই প্রকার দোকড় হিসাব করিয়া থাকে।

Double Entry—দোহারা হিসাব : দোহারা হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি। ব্যবসায়ে লেনদেনে দুইটি পক্ষ থাকে। এক পক্ষ দাতা আর এক পক্ষ গ্রহীতা। দোহরা হিসাবরক্ষণ নিয়মে প্রত্যেকটি লেনদেন একই সময় দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের হিসাবে প্রবিষ্টি করা হয়। কোন লেনদেনে যে দাতা তাহার হিসাবে জমা (Credit) বা পাওনা লেখা হয় আর যে গ্রহীতা তাহার হিসাবে খরচ বা দেনা (Debit) লেখা হয়। প্রত্যেকটি লেনদেনের এই দ্বিবিধ ফল যখন একই সময় দেখান হয় তখন তাহাকে দোহরা হিসাব কহে। এই নিয়মে যখন প্রত্যেকটি লেনদেনেরই জমা ও খরচ দেখান হয় তখন জমার মোট খরচের মোটের সমান হইবে। (Single Entry দ্রষ্টব্য)।

Double Insurance—দোকর বীমা : একই দ্রব্য যখন একাধিক বীমাকারীর সহিত বীমা করা হয় তখন সেই বীমাকে দোকর বীমা কহে। যে কয়জন বীমাকারীর সহিত বীমা করা হয় প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক বীমাপত্র বা পলিসি দেয়। যখন বীমাকৃত দ্রব্যের কোন ক্ষতি হয় তখন যে কোন একজন বীমাকারীর নিকট হইতে দ্রব্যের ন্যায্য ক্ষতি পর্যন্ত আদায় করিতে পারে কিন্তু একই দ্রব্যের জন্য সকল বীমাকারীর নিকট হইতে সম্পূর্ণ বীমাকৃত অর্থ আদায় করিতে পারে না। কারণ এই প্রকার বীমায় দ্রব্যের প্রকৃত মূল্যের অনেক বেশী মূল্যের বীমা করা হয়। কোনও একজন বীমাকারীর নিকট হইতে আদায় করিলেও মোট ক্ষতির মূল্য সেই বীমাকারীর অন্য সকল বীমাকারীর নিকট হইতে বীমা মূল্যের হারাহারি মত আদায় করিয়া থাকে।

Double Option—ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষমতা : শেয়ার বাজারে কোন

ক্রেতা শেয়ার দালালের সহিত এরূপ চুক্তি করিতে পারে যে ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট মূল্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয় করিবে। (Call of more দ্রষ্টব্য)।

Double Budget—দোসরা আয় ব্যয়ের হিসাব: বাজেট বলিতে ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব এবং ঐ ব্যয় মিটাইতে সম্ভাব্য আয়ের উপায়কে বুঝায়। দোসরা আয় ব্যয় হিসাবে মূলধনী আয় ব্যয় হিসাব, রাজস্ব আয় ব্যয় হিসাব হইতে পৃথক করিয়া তৈয়ার করা হয়। একটি আয় ব্যয় হিসাবে মূলধনী আয় অর্থাৎ মূলধন সম্পদ হস্তান্তর করিয়া অথবা শেয়ার বা ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ ও ঐ মূলধন হইতে মূলধনী ব্যয় যেমন দীর্ঘ দীন স্থায়ী কোন দ্রব্যাদি ক্রয় করা দেখান হয়। আরেকটিতে কেবলমাত্র রাজস্ব আয় ও পুনর্পৌঃনিক ব্যয় দেখান হয়। অনেক দেশেই ইদানীং এই নিয়মে আয় ব্যয়ের হিসাব তৈয়ার করা হইতেছে। বিশেষতঃ যে সকল দেশে সরকার উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতেছে। মূলধনী আয় ব্যয়ের হিসাব, রাজস্ব হিসাব হইতে পৃথক না করিলে মূলধনী খরচার জন্য দেশবাসীদের উপর করের চাপ পরে খুবই বেশী। মূলধনী ব্যয় ঋণ করিয়াই করা উচিত এবং সেজন্য ঋণ কি ভাবে সংগ্রহ হইয়াছে এবং উহা পরিশোধের জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা পৃথক হিসাবেই দেখান উচিত।

Double Standard—দ্বিধাতুমান: (Bimetallism দ্রষ্টব্য)

Double Taxation—দোকর কর: একই রাজস্ব সময়ের মধ্যে একই দ্রব্যের উপর দুইবার কর দিতে হইলে তাহাকে দোকর কর কহে। একই কর প্রাধিকারী যখন একই দ্রব্যের উপর দুইবার কর আরোপ করে অথবা দুই কর প্রাধিকারী যখন একই দ্রব্যের উপর কর আরোপ করে তখনই দেখা যায় দোকর কর। কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার উভয়ই যদি কাহারও আয়ের উপর আয়কর বসান তবে তাহা দোকর কর। ইহা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বলবৎ। আবার কেন্দ্রীয় সরকার কোম্পানীর আয়ের উপর আয়কর বা লাভকর বসাইলেন। লাভাংশ বিতরণের পর যে সকল অংশপত্রের মালিক লাভাংশ পাইয়াছে তাহাদের আয়ের উপর যে আয়কর দিতে হয় তাহা হইতে ঐ লাভাংশের উপর দেয় কর বাদ না দিলে উহাও দোকর কর হইল। প্রায় প্রত্যেক দেশেই এই নিয়ম বলবৎ। কোন

এক রাজ্যে সম্পত্তি আছে কিন্তু উহার মালিক অন্য এক রাজ্যে বসবাস করে। এখন যে রাজ্যে সম্পত্তির অবস্থিতি সেই রাজ্য সরকার যদি সম্পত্তির উপর উহার স্থিতির জন্য কর আরোপ করে আর অধিকারী যে রাজ্যে বসবাস করে, সেই রাজ্যসরকার যদি অধিকারীর উপর ঐ রাজ্যের নাগরিক বলিয়া কর আরোপ করে তবে তাহাও দোকর কর।

Doubtful Debts Reserve—সন্দেহজনক ঋণ সংচিতি : (Bad Debts Reserve দ্রষ্টব্য)।

Douceur—উৎকোচ : অন্যের উপকারের জন্য নিজের প্রভাব বা শক্তি ব্যবহারের জন্য যে উপহার বা পারিতোষিক দেওয়া বা নেওয়া হয় তাহাকে উৎকোচ কহে।

Douglas Credit Scheme : ডগলাস ঋণ পরিকল্পনা। Social Credit দ্রষ্টব্য।

Down Period : যে সময়ে কারখানা মেরামতাদি কাজের জন্য বন্ধ থাকে সেই সময়কে বুঝায়।

Draft : এই শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহার হয়।

(১) ব্যাঙ্ক যখন উহার কোন শাখা অফিসে কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট অর্থ প্রদান করিতে আদেশ দেয়—সেই আদেশ পত্রকে বুঝায়। ইহাকে ব্যাঙ্কের হুণ্ডিও (Bankers Draft দ্রষ্টব্য) কহে।

(২) যে কোনও বিনিময়পত্র। পাওনাদার হুণ্ডি তৈয়ার করিয়া দেনাদারের নিকট সাকরণ করার জন্য পাঠান। পাওনাদারকে অথবা তাহার কোন আদিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে এক নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট অর্থ দেওয়ার আদেশ থাকে। এই বিনিময় পত্র পিছনসহি করিয়াই হস্তান্তর করা যায়। (Bill of Exchange দ্রষ্টব্য)।

(৩) কোন কিছুর খসড়া বা পাণ্ডুলেখ্য বা মুসাবিদাকেও বুঝায়।

(৪) কোন দলিলের অনুলিপি (First Copy) অর্থে ব্যবহার করা হয়।

(৫) জাহাজের তলদেশের যত অংশ জলের নীচে থাকে তাহা বুঝাইতে ব্যবহার করা হয়। জাহাজ যত বেশী ভারী হইবে উহার তলদেশ তত বেশী জলে নিমগ্ন থাকিবে।

(৬) ওজনে ধরাট। কোন দ্রব্যের মোট ওজন হইতে করতা (Tare)

অর্থাৎ পাত্রের ওজন বাদ দেওয়ার পরও ধুলা বালি, ঝাড়তি, চুয়ান ইত্যাদি বাবদ যে পরিমাণ বাদ দেওয়া হয় তাহাকে বুঝায়।

(৭) এক বারে বাটখারায় যত পরিমাণ ওজন করা হয়। অর্থাৎ কোন কিছুর বহন ক্ষমতা।

(৮) মৎস্যজীবিদের নিকটে ইহার অর্থ এক ক্ষেপে যত ওজনের মাছ পাওয়া যায়।

Drain of Bullion—সোনা রূপা শোষণ হওয়া : স্বর্ণ মান বা রৌপ্যমান মুদ্রাব্যবস্থায় দেশের মূল্যমান ধাতু যদি এমনভাবে নিঃশেষ হইতে থাকে অর্থাৎ বিদেশে চলিয়া যাইতে থাকে যাহার ফলে অদূর ভবিষ্যতে বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য আবশ্যকীয় স্বর্ণ বা রৌপ্যের ঘাটতি পরিবে তখন তাহাকে সোনা রূপা শোষণ হওয়া কহে।

Drawback—ফেরত শুল্ক : শুল্কাধীন আমদানীকৃত মালের যে অংশ দেশাভ্যন্তরে ব্যবহার হয় না এবং বিদেশে পুনর্প্তানি হয় তাহার উপর প্রদত্ত শুল্ক ফেরত দেওয়ার রীতি আছে। ইহাই ফেরৎ শুল্ক। অনেক সময় নিজ দেশের উৎপাদিত দ্রব্যের উপর অন্তঃশুল্ক (Excise Duty) দেওয়া হয়। অন্তঃশুল্ক দেওয়া হইয়াছে এমন কোন দ্রব্য রপ্তানী করা হইলে তাহার উপর প্রদত্ত অন্তঃশুল্কও ফেরৎ পাওয়া যায়। ইহাও ফেরৎ শুল্ক। (Customs Warrant দ্রষ্টব্য)।

Drawee—হুণ্ডিগ্রাহক : যাহার নামে হুণ্ডি লেখা হয় তাহাকে বুঝায়। প্রায় সবক্ষেত্রেই ঋণীর উপর হুণ্ডি লেখা হয়। এই পক্ষই হুণ্ডি সাকরণ করে বলিয়া উহাকে সাকরণীও কহে। (Acceptor দ্রষ্টব্য)।

Drawer—হুণ্ডি প্রেরক : যে হুণ্ডি তৈয়ার করে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই পাওনাদার হুণ্ডি তৈয়ার করে।

Drawee in case of need—প্রয়োজন হইলে হুণ্ডিগ্রাহক : বহির্দেশীয় বিনিময়-পত্রে প্রায়ই দেখা যায় যে প্রকৃত হুণ্ডিগ্রাহক ব্যতীত অপর আরেক জনের নাম যোগ করিয়া দেওয়া হয় যাহার নাম 'প্রয়োজন হইলে হুণ্ডিগ্রাহক' বলিয়া উল্লেখ করা থাকে। প্রয়োজন হইলে হুণ্ডি-গ্রাহক প্রকৃত হুণ্ডিগ্রাহকের দেশস্থিত হুণ্ডিকর্ত্তার কোন প্রতিনিধি—তবে প্রায় ক্ষেত্রেই ঐ দেশে হুণ্ডিকর্ত্তার ব্যাঙ্কের নামই প্রয়োজন হইলে হুণ্ডি-গ্রাহক বলিয়া হুণ্ডিকর্ত্তা উল্লেখ করে। যদি হুণ্ডি-গ্রাহক হুণ্ডি সাকরণ

করিতে অস্বীকার করে অথবা সাকরণ করিয়া নির্দিষ্ট দিনে শোধ করিতে অপারগ হয় তবে 'আবশ্যক হইলে হুণ্ডিগ্রাহক' হুণ্ডি সাকরণ করিবে অথবা হুণ্ডির অর্থ পরিশোধ করিবে। হুণ্ডিগ্রাহকের সম্মান রক্ষার জন্যই এই উপায় গ্রহণ করা হয়। (Case of Need দ্রষ্টব্য)।

Drawing Account—টাকা তোলার হিসাব : ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ব্যবসা হইতে ব্যবসার মালিক বা অংশীদার অর্থ তুলিয়া নিলে উহা যে হিসাবে লেখা বা প্রবিষ্টি করা হয় সেই হিসাবকে বুঝায়।

Drawing Rights—Intra-European Payments Agreement দ্রষ্টব্য।

Drawn Bond—উদ্ধার করা ঋণ পত্র ; ফেরৎ নেওয়া ঋণ পত্র : যে সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ঋণ পত্র বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করে তাহারা বৎসরের নির্দিষ্ট সময় অন্তর (ধরা যাউক তিন মাস অন্তর) কিছু কিছু ঋণপত্র শোধ করিয়া দেয়। শোধ করার উদ্দেশ্যে ঋণপত্র ফেরত নিলে সেই সকল ঋণপত্রকে ফেরত নেওয়া বা উদ্ধার করা ঋণপত্র কহে। যে সকল ঋণপত্র এইভাবে ফেরৎ নেওয়া হয় উহার উপর আর সুদ দিতে হয় না।

Drayage—মাল টানার মাশুল : এক জায়গা হইতে আরেক জায়গায় মাল বহন করার জন্য গাড়ীর মাশুল বা ভাড়া। এই সকল গাড়ী অনেকটা ঠেলা গাড়ীর মত।

Drug in the Market—কম চাহিদাযুক্ত দ্রব্য ; বাজারে যে দ্রব্যের ক্রেতা খুব কম : অবিক্রীত মজুত মালকে বুঝায়। তবে বাজারে যোগান যদি এমন বেশী হয় যে দ্রব্যের চাহিদা আদৌ অনুভব করা যায় না তবে তাহা বুঝাইতেই ইহার প্রয়োগ হয়।

Drummer—ফেরিওয়ালা : যে বিক্রেতা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ব্যবসাদারের জন্য ক্রেতা সংগ্রহ করে তাহাকে ফেরিওয়ালা কহে। Drummer নাম দেওয়ার কারণ এই যে এই প্রকার বিক্রেতা নিজের আগমনবার্ত্তা কোন বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে ঘোষণা করে।

Dry Dock—শুষ্ক পোতাঙ্গণ : যে পোতাঙ্গণে জোয়ারের সময় প্রচুর জল জমা হয় এবং ভাটার সময় জল নামিয়া শুষ্ক হইয়া যায় তাহাকে শুষ্ক পোতাঙ্গণ কহে। এই সকল পোতাঙ্গণে জাহাজ মেরামত করা হয়। যখন জোয়ার আসে তখন জাহাজ পোতাঙ্গণে আনা হয়। জাহাজ পোতাঙ্গণে

প্রবেশ করিলে অঙ্গণের জলদ্বার (Sluice Gate) বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। আবার ভাটার সময় জলদ্বার খুলিয়া দিয়া জোয়ারের জল বাহির করিয়া দেওয়া হয়।

Dry Dole—শুষ্ক দ্রব্য দান করা ; খয়রাত দেওয়া : শুষ্ক খাদ্য দ্রব্য যেমন চাউল ডাইল ইত্যাদি খয়রাত দেওয়াকে বুঝায়। যেমন পূর্ববঙ্গ হইতে আগত আশ্রয় প্রার্থীদের চাউল ডাইল খয়রাত দেওয়া হইতেছে।

Dry Farming—শুষ্ক কৃষি : মরুপ্রায় অঞ্চলে কৃষি ব্যবস্থাকে শুষ্ক কৃষি কহে। কিছু পরিমাণ জল বা জমির আর্দ্রতা না থাকিলে কোনরকমেই কৃষি সম্ভব নহে। তাই শুষ্ক কৃষিতে জল সেচ ব্যবস্থার সাহায্যে জমি আর্দ্র অথবা সরস করা হয়। যে সকল অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থাও সম্ভব নয় সেই সকল অঞ্চলে জমি ধুলায় পরিণত করা হয়। তাহার পর জমি খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করা হয়। ঐ ধুলা মাটিই যতটুকু সম্ভব প্রাকৃতিক আর্দ্রতা ধরিয়া রাখে। ঐ আর্দ্রতার সাহায্যে যে সব কৃষি দ্রব্য উৎপাদন করা যায় তাহার মধ্যে আলু, কপি, ইত্যাদি প্রধান। তবে শুষ্ক কৃষি ব্যবস্থায় যদি সেচ ব্যবস্থা থাকে তবে প্রতি বৎসর চাষ করা হয় অন্যথায় ১ বৎসর বা ২ বৎসর অন্তর জমি চাষ করা হয়।

Dry Goods—শুষ্ক পণ্য : শুষ্ক পণ্য বলিতে তামাক, সিগার বা চুরুট, সিগারেট, রং. মশলা. চা, কফি ইত্যাদি বুঝায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শুষ্ক পণ্য বলিতে বস্ত্রাদি, সুতী, পশম ও রেশম জাতীয় দ্রব্যকেও বুঝায়।

Dry Ration—শুষ্ক রসদ : দূর দেশে ভ্রমণ কালে যে সকল শুষ্ক খাদ্য দ্রব্য সঙ্গে বহন করা হয় যেমন পাউরুটি, আলুসিদ্ধ, ডিমসিদ্ধ, সন্দেশ ইত্যাদি তাহার নামই শুষ্ক রসদ।

Dry Salter : লবণাক্ত শুষ্ক মাছ, মাংস, ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য বিক্রেতাকে বুঝায়। তবে অনেকে ঔষধ, শুষ্ক রং ইত্যাদি বিক্রেতাকে বুঝাইতেও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

Dual Pay System—দ্বিবিধ মজুরীর নিয়ম : অনেক যানবাহন প্রতিষ্ঠান এই নিয়মে উহার কর্ম্মচারীদের মজুরী বা বেতন দিয়া থাকে। ইহাতে কোন কর্ম্মচারী দৈনিক যত ঘণ্টা কাজ করে, প্রতি ঘণ্টায় নির্দ্দিষ্ট মজুরী হারে কত মজুরী হয় তাহা হিসাব করে। আবার ঐ কর্ম্মচারী যে গাড়ীর সহিত সংশ্লিষ্ট উহা দৈনিক যত মাইল ঘুরিয়াছে, মাইল প্রতি এক

নির্দ্দিষ্ট মজুরীর হারে তাহার কত মজুরী হয় তাহাও হিসাব করে। যে হিসাবে কর্ম্মচারীর পাওনা অধিক হয় সেই হিসাবে মজুরী দেওয়া হয়।

Dues—দেয়ঃ সরকারী অথবা সমগোত্রীয় যেমন শায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির কোন সম্পদ ব্যবহার করার জন্য যে ভাড়া দিতে হয় তাহাকে বুঝায়।

Dummy Incorporators—অপ্রকৃত সংস্থাপকঃ কোন যৌথ প্রতিষ্ঠান কার্য্যকরী অবস্থায় আনিতে প্রারম্ভিক কার্য্য সম্পাদন করার জন্য যে ২।৩ জন কর্ম্মকর্ত্তার আবশ্যক হয় তাহাদেরই অপ্রাকৃত সংস্থাপক বলে। এই নিয়মে ইহারাই প্রথম পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য। পরে যখন যৌথ প্রতিষ্ঠান আইনত পঞ্জীভূত হইয়া কাজ করিতে আরম্ভ করে তখন ইহারা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে এবং প্রকৃত অংশীদারদের হাতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছাড়িয়া দেয়।

Dumping—বিদেশে সস্তায় মাল বিক্রয় করাঃ কোন দ্রব্য বিদেশের বাজারে উৎপাদন খরচের কম মূল্যে বিক্রয় করাকে এবং সেই দ্রব্যই স্বদেশের বাজারে অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করার নাম Dumping। এই প্রকার বিক্রয়ে যে দেশের ব্যবসায়ী এই পন্থা অনুসরণ করে সেই দেশের সরকারের সমর্থন থাকে। বিদেশের বাজারে কম মূল্যে বিক্রয় করিয়া সেই দেশের শিল্প নষ্ট করা এবং একচেটিয়া ব্যবসা স্থাপন করা ইহার একটি প্রধান উদ্দেশ্য। তবে অনেক সময়ে কোন একচেটিয়া ব্যবসায়ের মালিক নিজের দেশের বাজারে যাহাতে তাহার দ্রব্যের মূল্য অতিরিক্ত পরিয়া না যায় তাহার জন্যও এই পথ অবলম্বন করিতে পারে। তাহার শিল্পে উৎপাদন যদি খুব বেশী হয় এবং গড় পরতা উৎপাদনের খরচ যদি খুব কম হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে হয় বিদেশে অধিক দ্রব্য বিক্রয় করিয়া স্বদেশে যোগান সঙ্কোচ করা অথবা উৎপাদনের পরিমাণ কমাইয়া যোগান সঙ্কোচ করা ২টির যে কোন একটি পন্থা গ্রহণ করা অপরিহার্য্য। নতুবা ঐ দ্রব্যের মূল্য স্বদেশে ক্রমাগত কমিতে কমিতে এমন এক অবস্থায় আসিতে পারে যখন ব্যবসায়ী লোকসান ব্যতীত ঐ দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবে না।

Dunnange—জাহাজে মালের ক্ষতি নিবৃত্তির জন্য ব্যবহৃত দ্রব্যঃ জাহাজের মাল যাহাতে নষ্ট না হয় তাহার জন্য যে সকল দ্রব্যাদি ব্যবহার করা হয়। যেমন সমুদ্রে ঢেউএর জন্য যাহাতে মাল স্থানচ্যুত না হয় তাহার

জন্য ভিন্ন ভিন্ন মালের মধ্যবর্ত্তী ফাঁকা জায়গায় নারিকেল জাতীয় বা কোন ছোট ছোট দ্রব্যাদি পুরিয়া দিয়া মাল ঠাসিয়া রাখা; মালের উপর চট, মাদুর দিয়া ঢাকিয়া রাখা যাহাতে উপরের ওজনের জন্য নীচের দ্রব্য নষ্ট না হয়; এই প্রকার যে সকল দ্রব্যাদির সাহায্যে মাল অটুট অবস্থায় রাখা হয় সেই দ্রব্যকে বুঝাইতে ব্যবহার করা হয়।

Duopoly—দ্বিবিক্রেতা প্রতিযোগিতা: দুইজন মাত্র উৎপাদক একই দ্রব্য অথবা প্রায় একই দ্রব্য-যাহাতে একটি অপরটির পরিবর্ত্ত হিসাবে নয় পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার হয়—এমতদ্রব্য উৎপাদনের অধিকারী তখন তাহাকে দ্বিবিক্রেতা প্রতিযোগিতা কহে। ইহাও এক প্রকারের একচেটিয়া ব্যবসা। কারণ দু'য়ের যুক্ত উৎপাদন ব্যতীত অনুরূপ দ্রব্য পাওয়ার উপায় নাই। ইহারা দুই জনে মিলিয়া যে নীতি অবলম্বন করিবে তাহাই ঐ দ্রব্যের মূল্য, বিলি ইত্যাদি নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। ইহাকে আংশিক এক-চেটিয়া ব্যবসা বলা চলে। যখন দুইজন উৎপাদক বর্ত্তমান তখন প্রতিযোগিতা আছে ইহা অনস্বীকার্য্য, কিন্তু এই প্রতিযোগিতা আদৌ প্রতিযোগিতা নহে বলিয়া ইহাকে অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা Imperfect Competition দ্রষ্টব্য কহে। (Oligolpoly দ্রষ্টব্য)

Duodecimals—দ্বাদশমিক: দশমিক হিসাবে যেমন দশের অনুপাতে গণনা করা হয়, তেমনি দ্বাদশমিক হিসাবে দ্বাদশ বা বারকে অনুপাত ধরিয়া গণনা করা হয়। ইহা দালান কোঠা প্রস্তুতকারকগণই ব্যবহার করিয়া থাকে।

Duodecimo—দ্বাদশ পৃষ্ঠাত্মক: দ্বাদশ পৃষ্ঠার কোন পুস্তিকা। অথবা কোন একখণ্ড কাগজ ভাজ করিয়া ১২ পৃষ্ঠা করা গেলে তাহাকে দ্বাদশ পৃষ্ঠাত্মক কহে। ব্যবসায়ীগণ চলতি কথায় ১২ MO বলে।

Duplicate—নকল; অনুলিপি: কোন মূল দলিল বা লিখিত বস্তুর নকলকে বুঝায়।

Dutch Auction—ডাচ নিলাম বিক্রয়: এই নিলাম বিক্রয়ে বিক্রেতা আরম্ভে খুব চড়া দাম ডাকে। তারপর ডাককারী (Bidder) দ্রব্য বিক্রয় হওয়া পর্য্যন্ত ক্রমশঃ কম মূল্য ডাকিয়া থাকে। যে সর্ব নিম্ন মূল্য ডাকা হয় সেই মূল্যেই দ্রব্য বিক্রয় হয়।

Duty—কর; মাশুল: আমদানী শুল্ক; রপ্তানি শুল্ক; অন্তঃশুল্ক বা আবগারী শুল্ক, অথবা রাজস্ব বাড়াইবার জন্য পণ্যের উপর যে কোন কর

সরকার কর্তৃক আরোপিত হইলে তাহাকে মাশুল বা কর কহে। স্থূল, পণ্যের উপর যে কোন কর বা মাশুল বসাইলেই তাহাকে বুঝায়।

Duty Paid Price—সমাশুল মূল্য: ব্যবসায়ী দ্রব্যের মূল্য দাবী করার সময় যদি দ্রব্যের মূল্যের সহিত দেয় মাশুলও যোগ করিয়া দেয় তবে সেই প্রকার মূল্যকে সমাশুল মূল্য কহে।

Disability Benefits—অপারগ উপকার: অনেক দেশই সামাজিক নিরাপত্তার জন্য আইন প্রণয়ন করিয়াছে। সামাজিক বীমা আইন প্রণয়ন করিয়া সামাজিক নিরাপত্তা বজায় রাখা হয়। এই নিরাপত্তা আইনে কোন শ্রমিক দুর্ঘটনা, অসুস্থতা অথবা অন্য কোন কারণে কাজ করিতে স্থায়ী-ভাবে অপারগ হইলে নিয়োগকর্ত্তা যে মাসোহারা দেয় তাহাকে অপারগ উপকার কহে। ভারতবর্ষেও Workmen's Compensation Act অনুসারে শ্রমিক কার্য্যকালে দুর্ঘটনায় পড়িয়া কর্ম্মক্ষমতা নষ্ট করিলে তাহাকে মাসোহারা অথবা বৃত্তি বা এককালীন ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

D/A: Documents on Acceptance—দায় স্বীকারে ছাড় দলিল: হুণ্ডি সাকরণ করিলেই দলিলাদি হস্তান্তরযোগ্য হইলে তাহাকে দায় স্বীকারে ছাড় দলিল কহে। (Documentary Bills দ্রষ্টব্য)

D/P: Documents on Payment—আদায় সাপেক্ষ দলিল: হুণ্ডিতে লিখিত অর্থ পরিশোধ করিলে দলিলাদি হস্তান্তরযোগ্য বলিয়া উল্লেখ থাকিলে তাহাকে আদায় সাপেক্ষ দলিল কহে। Documentary Bills দ্রষ্টব্য)।

E

E. & O. E. : Errors and Omissions Excepted—ভুলচুক বাদে : যদিও আইনতঃ ইহার কোন মূল্য নাই তথাপি চালান পত্র, বিল অথবা অনুরূপ দলিলাদি লিখিয়া সবশেষে এই শব্দ সমষ্টি যোগ করা হয়।

Earmarked Gold—পৃথক-কৃত স্বর্ণ : এক দেশের অর্জিত স্বর্ণ নিজ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা না রাখিয়া অন্য কোন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা রাখিলে তাহাকে পৃথক-কৃত স্বর্ণ বলে। যে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে ঐ স্বর্ণ গচ্ছিত রাখা হয় সেই দেশের মুদ্রা প্রচলন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই স্বর্ণ ব্যবহার করা হয় না। এই স্বর্ণ যে দেশ অর্জন করিয়াছে এবং যাহার নিজ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা রাখা উচিত ছিল সেই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই এই স্বর্ণ কিভাবে ব্যবহৃত হইবে তাহা স্থির করে।

Earned Income—অর্জিত আয় : শ্রমের বিনিময় অথবা ব্যবসায়ে ফল স্বরূপ যাহা পাওয়া যায় তাহাই অর্জিত আয়। (Unearned Income দ্রষ্টব্য)।

Earned Surplus—অর্জিত উদ্‌বৃত্ত : ব্যবসায়ের সাধারণ নিয়মে লাভের যে অংশ লাভাংশ হিসাবে বিতরণ অথবা বিলি করা হয় না তাহাই অর্জিত উদ্‌বৃত্ত।

Earnest or Earnest Money—বায়না ; অগ্রিম মূল্য : ক্রয় বিক্রয়ের মৌখিক চুক্তি বলবৎ করার জন্য ক্রেতা বিক্রেতার নিকট ক্রয় মূল্যের যে অংশ নগদ অথবা কোন সম্পদে বায়না স্বরূপ জমা রাখে তাহা বুঝাইতেই ব্যবহার করা হয়। ক্রেতার কোন ক্রুটি না পাইয়াও বিক্রেতা মৌখিক চুক্তিভঙ্গ করিলে বায়নার অর্থ ফেরৎ দিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে ক্রেতা চুক্তিভঙ্গ করিলে বায়নার মূল্য বাজেয়াপ্ত হয়। (Handsel দ্রষ্টব্য)।

Earning Asset—রাজস্ব প্রদায়ী সম্পদ ; আয় প্রদায়ী সম্পদ : (১) যে সকল সম্পদ হইতে ব্যবসায়ের আয় হয় তাহাকে বুঝায়। (২) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে সকল বিনিয়োগ অর্থাৎ প্রদত্ত ঋণ হইতে সুদ পায় সেই সব বিনিয়োগকে বুঝায়—যেমন পুনর্বাট্টাকৃত হুণ্ডি।

Earning Capacity Standard—রাজস্ব প্রদায়ী মান : এই নিয়ম প্রয়োগ করিয়া কোন নিগম অথবা শায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানের মূলধনী সম্পদের পরিমাণ বাহির করা হয়। (Capitalised Valuc Standard দ্রষ্টব্য)।

Earnings of Management—পরিচালনার মজুরী : প্রাচীনপন্থী অর্থ-বিজ্ঞানীগণ বিশেষতঃ Mill যে সকল উপাদান লইয়া মুনাফা গঠিত তাহা তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন। (১) সুদ.—মূলধনের উপর দেয় সুদ ; (২) ঝুকির বীমা মূল্য, অথবা ঝুকির মূল্য, এবং (৩) পরিদর্শন মূল্য। আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ তৃতীয় উপাদানকেই পরিচালনার মজুরী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাহারা মুনাফার অস্তিত্বকে এইভাবে সমর্থন করিয়াছেন যে পরিচালনার দক্ষতার উপর ব্যবসায়ের লাভ বাড়ে বা কমে। কাজেই পরিচালনার মজুরী লাভের একটি উপাদান। ইহা ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন ব্যবস্থায়ই প্রযোজ্য।

Easement—পরভূমিতে অধিকার : অন্যের স্থাবর সম্পত্তিতে কোন প্রকার অধিকার পাওয়া—যাহার ফলে সেই সম্পত্তি দখলে আনা যায় তাহাকে পরভূমিতে অধিকার কহে।

Ecclesiastical Corporation—ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নিগম : ধর্ম্মপালন ও প্রচার বিষয়ক যে যৌথ কোম্পানী বা নিগম তাহাকেই বুঝায়। এই সকল নিগম মুনাফার উদ্দেশ্যে গঠিত নয় বলিয়া উহারা কোম্পানী বা যৌথ সংঘের আইনের অনেক বিধি-নিষেধ হইতে মুক্ত থাকিতে পারে। এই প্রকার নিগম সর্ব্বত্রই ধর্ম্মযাজকদের দ্বারা পরিচালিত এবং অংশীদার ধর্ম্মযাজক। ভারতীয় কোম্পানী আইনে এই সকল নিগম বা যৌথ সংস্থাকে পঞ্জীভুক্ত (Registered) হইতে হয়। (Elemosynary Corporation দ্রষ্টব্য)।

Economitrics : অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত বিচার ও প্রসারের জন্য অর্থ নৈতিক কার্য্যকলাপের পরিমাপ করাকে বুঝায়।

Economic—অর্থ সম্বন্ধীয় কার্য্য ; মিতব্যয়ী : মনুষ্য ভোগোপযোগী দ্রব্য অথবা শ্রম উৎপাদনের জন্য যে কোন প্রকার কার্য্যকে অর্থ-সম্বন্ধীয় কার্য্য কহে। বিশেষ অর্থে প্রয়োগ—কোন দ্রব্য সর্বাধিক ফলোৎপাদক উপায়ে এবং চলতি কারিগরী বুদ্ধি প্রয়োগে উৎপাদন করিলে তাহাকেও মিতব্যয়িতার সহিত উৎপাদন বলা হয়। কোনওরূপ ব্যয় বৃদ্ধি রোধ করিলেই তাহাকে মিতব্যয় কহে। অপচয় রোধ করিয়া দ্রব্যের ফলপ্রসূ ব্যবহারকেও বুঝায়।

E.S.C. : Economic & Social Council—অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ : রাষ্ট্র সংঘের একটি বিশেষ সংস্থা। এই সংস্থা রাষ্ট্র সংঘের অর্থনৈতিক, মনুষ্য-সেবা, শিক্ষা বিষয়ক কর্তব্যাবলী সম্পাদন করে! এই সংস্থা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ও অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত রাষ্ট্র সংঘের কর্ত্তব্যের সমন্বয় ঘটায়।

E. C. E. : Economic Commission for Europe : রাষ্ট্র সংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা কর্তৃক ১৯৪৭ সালে জেনেভা বৈঠকে স্থাপিত প্রতিষ্ঠান। এই সংস্থা (কমিশনের) রাষ্ট্র সংঘের সদস্য ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে লইয়া গঠিত। যুদ্ধোত্তর ইউরোপের অর্থনৈতিক কার্য্যের প্রসার ও অর্থনৈতিক কাঠামো দৃঢ়তর করার জন্য আবশ্যকীয় উপায় উদ্ভাবন ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা এই সংস্থার কার্য্যাবলী। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির নিজেদের মধ্যে ও উহাদের সহিত পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্র সকলের অর্থ নৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখা ও প্রসার করাও এই সংস্থার উদ্দেশ্য।

E. C. A. : Economic Co-opertion Administration : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের একটি শাখা। এই শাখাটি ১৯৪৮ সালের Economic Assistance Act অনুসারে স্থাপিত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের যে সকল রাষ্ট্রকে ১৯৪৮ হইতে ১৯৫৩ পর্য্যন্ত আর্থিক সাহায্য করিয়াছে, ঐ অর্থের প্রয়োগ তদারক করা এবং Organisation for European Economic Co-operation ইউরোপের রাষ্ট্র সকলের অর্থ নৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য যে সকল পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিবে তাহা পর্য্যালোচনা করা এই শাখাটির কর্ত্তব্য।

Economic Determinism—অর্থ নৈতিক নির্দ্দেশবাদ : সামাজিক ক্রম-বিবর্ত্তন একমাত্র অর্থ নৈতিক কার্য্যকলাপেরই ফল—এই মতবাদকেই অর্থ নৈতিক নির্দেশবাদ কহে।

Economic Friction—অর্থনৈতিক সংঘাত : অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তে পরিবর্ত্তন সর্বদাই অনায়াসে এবং বিনা প্রতিবন্ধকেই সংঘটিত হয়। কিন্তু বাস্তব জগতে ইহা সর্বদা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। অর্থনৈতিক সমাজে নমনীয়তা এবং স্বয়ংক্রিয়তা অভাবের জন্য অনেক সময়ে উন্নতি ব্যাহত হয়। কোন সামাজিক রাজনৈতিক অথবা মনস্তত্ব বিষয়ক বাধার ফলে অর্থনৈতিক কার্য্যের স্বাভাবিক গতিরোধ হইলেই তাহাকে অর্থনৈতিক সংঘাত কহে। রীতি-নীতি, কুসংস্কার ইত্যাদি এই প্রকার সংঘাত সৃষ্টি করিয়া থাকে।

Economic Good—দ্রব্য : মানুষের অভাব পূরণ করিতে সক্ষম এমন কোন বস্তুকেই অর্থনীতিতে দ্রব্য বলা হয়। যাহা কিছু মানুষের নিজস্ব (অন্ত-র্নিহিত) নহে, বিক্রয়যোগ্য এবং চাহিদার তুলনায় যাহার সরবরাহ অপ্রচুর তাহাই দ্রব্য। অর্থনৈতিক দ্রব্য বাস্তব (Material) ও অবাস্তব (Non material) দুই ভাগে ভাগ করা যায়। অবাস্তব দ্রব্য বলিতে কেবলমাত্র সেবা (Services) বা শ্রম বুঝায়। (Goods দ্রষ্টব্য)।

Economic Harmonies—অর্থনৈতিক সমন্বয় : যে অবস্থায় ব্যক্তির নিজ স্বার্থের জন্য কৃত কার্য্যকলাপের ফলে সামগ্রিক সামাজিক উন্নতি হয়—সেই অবস্থাকে অর্থনৈতিক সমন্বয় কহে। Adam Smith এই অবস্থাকে অতিপ্রাকৃতিক (Supernatural) বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রত্যেক মানুষ নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও এক অদৃশ্য শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া সাধারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে। এই সাধারণ উদ্দেশ্যই হইতেছে "উন্নতি বা উন্নয়ন"। সকলেরই যখন উন্নতি বিধান হয় তখন তাহাকেই সামাজিক উন্নতি বলা হয়। অনেক অর্থনীতিবিদদের মতে ব্যক্তিগত উন্নতি ও সামাজিক উন্নতি পরস্পর বিরোধী। সুতরাং সামাজিক উন্নতির জন্য ব্যক্তি স্বাধীনতা কিয়ৎ পরিমাণে খর্ব করা আবশ্যক এবং অনেক ধন-তান্ত্রিকরাষ্ট্রে ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর কিয়ৎ পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা হইতেছে।

Economic History—অর্থনৈতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক দৃষ্টি-ভঙ্গী দিয়া এবং ঐতিহাসিক পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া অর্থনীতির তত্ত্ব আলোচনা ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকে অর্থনৈতিক ইতিহাস কহে।

Economic Imperialism—অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ : আধিপত্য ও সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করিয়া অন্য দেশ হইতে স্বদেশের শিল্পে আবশ্যকীয়

কাচামাল সস্তায় সংগ্রহ করা; অন্য দেশে স্বদেশের শিল্পজ দ্রব্যের বাজার প্রস্তুত করা অর্থাৎ বিদেশে তাহাদের নিজের দেশের শিল্পজ দ্রব্য প্রতিযোগিতায় হটাইয়া দেওয়া; বিদেশে লাভজনক বিনিয়োগের সুযোগ অন্বেষণ করা; ইত্যাদি অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের ফল। অন্য দেশের অর্থনীতিকে প্রাথমিক বা কৃষিজ দ্রব্যের উপর দাঁড় করান এবং সেই সকল দেশকে শিল্পজ দ্রব্যের জন্য নিজ দেশের উপর নির্ভরশীল করা অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য। কৃষি সম্প্রসারণের সম্ভাবনা যেখানে কম, কিন্তু শিল্পায়নের সুযোগ যেখানে অধিক সেই সকল দেশ অন্য দেশের শিল্প পঙ্গু করিয়া নিজ দেশের শিল্পের উন্নতিসাধন করা অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের সাধনা। তবে রাজনৈতিক অধিকার না থাকিলে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ কখনই ফলপ্রসূ হয় না। বৃটিশ সরকার প্রায় দুই শতাব্দী ভারতবর্ষ ও উপনিবেশগুলিতে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ নীতি গ্রহণ করিয়া সাফল্যলাভ করিয়াছিল কারণ বৃটিশ সরকার ঐ সকল দেশে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব লাভ করিয়াছিল।

Economic Interpretation of History—**ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা:** সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রম বিকাশের ইতিহাস একমাত্র অর্থনীতিদ্বারাই ব্যাখ্যা করা চলে এই মতবাদকে ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা কহে। এই মতবাদে বিশ্বাসীগণ অর্থনৈতিক লাভ লোকসানের অভিপ্রায় প্রসূত কার্য্যকলাপকেই সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্ত্তনের মূল কারণ বলিয়া প্রচার করেন। বিবর্ত্তনের অন্য কারণ সকল এই মতবাদ অস্বীকার করে না।

Economic Independence—**অর্থনৈতিক স্বাধীনতা; অর্থনৈতিক স্বয়ংপূর্ণতা:** ইহাতে এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সূচনা করে যাহাতে কোন রাষ্ট্রের নাগরিকদের আবশ্যকীয় ভোগ্যবস্তু সেই রাষ্ট্রের মধ্যেই উৎপাদিত হয়। অর্থাৎ সেই রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে আমদানীর আবশ্যক হয় না। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অধিকার করিতে হইলে দরকার (১) বিস্তৃত ভূখণ্ড যাহাতে আবশ্যকীয় খাদ্য দ্রব্য ও শিল্পে আবশ্যকীয় কৃষিজ কাচামাল উৎপাদন করা যায়, (২) ঐ ভূখণ্ডে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খনিজ দ্রব্য থাকা, (৩) শিল্প বহুমুখী হওয়া। (Economic Self-sufficiency দ্রষ্টব্য)

Economic Law--**অর্থনৈতিক সূত্র:** একাধিক অর্থনৈতিক

অবস্থার মধ্যে এক অবিচল অপরিবর্ত্তনীয় সম্বন্ধ আছে ধরিয়া নিয়া অর্থ-নৈতিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা হইলে উহাকে অর্থনৈতিক সূত্র কহে। কতক-ক্ষেত্রে ইহা সত্য বটে তবে বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে এক স্থির সম্বন্ধ থাকে না এবং নানাপ্রকার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে ঐ সম্বন্ধ অবিচলও থাকেনা। চাহিদা ও সরবরাহ তত্ত্ব সবক্ষেত্রেই যে এক ফল দিবে একথা কেহই স্বীকার করে না।

Economic Liberalism—অর্থনৈতিক উদারনীতি : Classical School ও Individualistic School দ্রষ্টব্য।

Economic Man—আর্থিক মানুষ ; আর্থিক বিচার সম্পন্ন মানুষ : আর্থিক মানুষ এক কাল্পনিক ব্যক্তি যাহার সকল কার্য্যের পিছনে আর্থিক লাভের অভিপ্রায় বলবৎ থাকে। প্রাচীন পন্থী অর্থনীতিবিদগণ এই প্রকার এক ব্যক্তি কল্পনায় দাঁড় করাইয়া অর্থনীতির সূত্রাবলী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই প্রকার কোনও ব্যক্তি বাস্তব জগতে বিরল বলিয়া ঐতি-হাসিক অর্থনীতিবিদগণ আর্থিক ব্যক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

Economic Nationalisim—অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ : অর্থ-নৈতিক স্বয়ংপূর্ণতা লাভ করার জন্য যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন ও প্রয়োগ করা হয় তাহাই অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ ইঙ্গিত করে। আমদানী রহিত, রপ্তানি প্রসার, বহুমুখী শিল্পায়ন, খাদ্যে স্বয়ংপূর্ণতা ইত্যাদি। অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ অথবা স্বয়ংপূর্ণতাবাদ উগ্র আকার ধারণ করিলে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ স্পৃহা জাতির মধ্যে জাগরিত হয়। (Economic Independence দ্রষ্টব্য)

Economic Planning—অর্থনৈতিক পরিকল্পনা : অধুনা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কথাটির ব্যবহার খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। দেশে কি দ্রব্য কত পরিমাণে এবং কি উপায়ে উৎপাদন করা হইবে তাহা দেশের সরকার নিয়ন্ত্রণ করিলেই তাহাকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কহে। ধনতান্ত্রিক সমাজে ধ্বংসাত্মক মন্দাবস্থার গতি প্রতিরোধ করার জন্য সরকার যে সকল পন্থা অবলম্বন করেন তাহাকেও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কহে। তবে ধনতান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সীমাবদ্ধ। বেকার সমস্যা দূর করার জন্য সরকারী পথঘাট তৈয়ার করা এবং অনুরূপ কার্য্য দ্বারা ব্যক্তিগত আয় বাড়ানই ধনতান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

Economic Rent—আর্থিক খাজনা: Rent দ্রষ্টব্য।

Economics—অর্থ বিদ্যা: সমাজ বিজ্ঞানের যে অংশ মানুষের অভাব পূরণ করিতে সক্ষম এমত দ্রব্যের উৎপাদন ও ভোগ ব্যবস্থা আলোচনা করে তাহাকে অর্থ বিদ্যা কহে। অর্থ বিদ্যার বিষয়বস্তু নিয়া যথেষ্ট মত ভেদ দেখা গিয়াছে। অধ্যাপক মার্শাল অর্থ বিদ্যা সাধারণ জীবন যাত্রার প্রয়োজনে কর্ম্মরত মানব জীবনের আলোচনাই বুঝিয়াছেন। পেনসন—মানুষের সম্পদ আহরণ ও ভোগ সম্পর্কীয় সমস্ত কার্য্যকলাপের আলোচনাই অর্থ বিদ্যার বিষয়বস্তু বলিয়া সংজ্ঞা দিয়াছেন। অধ্যাপক রবিন্‌সনের মতে অর্থ বিদ্যা এমন এক বিজ্ঞান যাহা পাঠ করিলে দুষ্প্রাপ্য বস্তু ও তাহার বহুমুখী বা বিকল্প ব্যবহারের সহিত মানুষের কর্ম্ম পদ্ধতির সম্বন্ধ বাহির করিয়া এক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

Economic Sanctions—আর্থিক অবরোধ: কোন যৌথ সিদ্ধান্ত কৃতকার্য্যতার সহিত প্রয়োগ করিতে অথবা কোন আন্তর্জাতিক আইন বলবৎ করার জন্য অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিরোধ সৃষ্টি করিয়া কোনও পন্থা অবলম্বন করাকে অর্থনৈতিক বা আর্থিক অবরোধ কহে। কোন দেশকে আক্রমণাত্মক কার্য্য হইতে বিরত হইতে বাধ্য করানই আর্থিক অবরোধের উদ্দেশ্য। আর্থিক অবরোধ বলিতে সর্ব্বপ্রকার আর্থিক সম্পর্কচ্ছেদ বুঝায়। লীগ্ অব্ নেশনস্‌সের চুক্তিপত্রে ১৬ ধারা দ্বারা সদস্য দেশগুলিকে অর্থ নৈতিক অবরোধ গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ইটালি ইথিয়োপিয়াকে আক্রমণ করিলে লীগ্ অব্ নেশনস্ ইটালির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা করিয়াছিল কিন্তু সাফল্য লাভ করে নাই। রাষ্ট্র সংঘ উহার সনদের ৪১ অনুচ্ছেদেও অনুরূপ পদ্ধতি গ্রহণের অধিকার মানিয়া নিয়াছে।

Economic Self-Sufficiency—আর্থিক স্বয়ংপূর্ণতা: (Economic Independence দ্রষ্টব্য)।

Economic System—অর্থ নৈতিক কাঠামো: দেশের সম্পদের মালিকানা স্বত্ব, সম্পদের ভোগব্যবস্থা, উৎপাদন পদ্ধতি, অর্থ নৈতিকক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বুঝাইতে এই কথাটির প্রয়োগ করা হয়।

Economic Union—আর্থিক সংঘ: কতিপয় দেশ একই প্রকার আর্থিক নীতি গ্রহণের চুক্তি করিয়া একত্রিত হইলে তাহাকে আর্থিক সংঘ

কহে। একই প্রকার কর পদ্ধতি, মুদ্রা ব্যবস্থা, রাজস্ব পদ্ধতি, বাণিজ্য শুল্ক প্রয়োগনীতি, অথবা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলে তাহাকে একই প্রকার আর্থিক নীতি বলে।

Economic Warfare—আর্থিক যুদ্ধাবস্থা: যুদ্ধকালে শত্রুকে বিব্রত করার জন্য নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সামরিক দ্রব্যের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা, যেমন সামরিক দ্রব্যের অধিকাংশ ক্রয় করিয়া নেওয়া, নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সহিত শত্রু রাষ্ট্রের বাণিজ্য সংকোচ করার উদ্দেশ্যে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের উপর সরাসরি বা পরোক্ষ চাপ দেওয়া, অথবা শত্রু রাষ্ট্রে যাহাতে অত্যাবশ্যক ও সামরিক দ্রব্যাদি প্রবেশ করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে শত্রু দেশ অবরোধ করিয়া রাখা এই সকল কার্য্যকেই আর্থিক যুদ্ধাবস্থা কহে।

Economist--অর্থনীতিবিদ ; অর্থনীতিবিশারদ: অর্থশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিশালী ব্যক্তিকে অর্থনীতিবিদ কহে। আর্থিক তত্ত্ব আলোচনা ও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সক্ষম ব্যক্তিকে অর্থ-নীতিবিদ বা অর্থনীতিবিশারদ কহে।

Economy—মিতব্যয়িত আর্থিক অবস্থা: অর্থবিত্থায় আর্থিক অবস্থা বলিতে দেশের উৎপাদন ও রাজস্বের কাঠামোকে বুঝায়। অপচয় না করিয়া দ্রব্যের ব্যবহার ও ভোগকেও বুঝায়।

Economy of Abundance—আর্থিক প্রাচুর্য্য: (১) আর্থিক প্রাচুর্য্য বলিতে সমাজের চলতি মূল্যস্তরের তুলনায় ক্রয় ক্ষমতার প্রাচুর্য্যকে বুঝায়। ক্রয় ক্ষমতার প্রাচুর্য্য থাকিলে কোন দেশের উৎপাদন-উপাদান সকলের সর্ব্বাধিক ব্যবহার হয়। কাজেই যে অবস্থায় উপাদান অব্যবহৃত থাকে না সেই অবস্থাকে বুঝায়। (২) আর্থিক প্রাচুর্য্য বলিতে অনেকে যে অবস্থায় সমস্ত অভাব পূরণ হয় তাহাও বুঝিয়া থাকে। এই অবস্থায় উপনীত হওয়া কখনই সম্ভব নয়। উহা এক কাল্পনিক অবস্থা। সমস্ত অভাব পূরণ হইলে আর্থিক কার্য্য কলাপ বন্ধ হইয়া এক স্থির অথবা নিশ্চল অবস্থার উদ্ভব হয়।

Economy of Scarcity—আর্থিক অভাব ; আর্থিক দুষ্প্রাপ্যতা: চলতি মূল্যস্তরে সমাজের ক্রয় ক্ষমতা যদি এমন অপ্রচুর হয় যে ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন পূর্ণোত্থমে চলিতে পারে না তবে তাহাকে আর্থিক অভাব বা দুষ্প্রাপ্যতা কহে। অনেক সময়ে আর্থিক দুষ্প্রাপ্যতা বলিতে দ্রব্যের অনটনকেও বুঝায়। অর্থাৎ পুরাপুরিভাবে অভাব পূরণ না হওয়াকেই বুঝায়।

Educational Tariff—পরীক্ষামূলক শুল্ক: সদ্যজাত অথবা অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর শিল্পকে সংরক্ষণের জন্য যে আমদানী শুল্ক বসান হয় তাহাকে পরীক্ষামূলক শুল্ক কহে। যতদিন পর্য্যন্ত সংরক্ষিত শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্য বৈদেশিক দ্রব্যের সহিত মূল্যে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে না পারে ততদিনই এই প্রকার সংরক্ষণ শুল্ক বলবৎ থাকে।

Effective Demand—কার্য্যকরী চাহিদা: ভোগের ইচ্ছা বা স্পৃহা যখন ক্রয়ক্ষমতা দ্বারা সমর্থিত হয় অর্থাৎ ভোগের ইচ্ছা ও ভোগদ্রব্য ক্রয় করার ক্ষমতা উভয়ই বিদ্যমান থাকিলে তাহাকে কার্য্যকরী চাহিদা কহে। অর্থনীতিতে চাহিদা বলিতে কার্য্যকরী চাহিদাকেই বুঝায়।

Efficiency Engineer—নৈপুণ্য বিশারদ: শিল্পে উৎপাদন ও তত্ত্বাবধান পদ্ধতি বিশ্লেষণ করাই যাহার পেশা তাহাকে নৈপুণ্য বিশারদ কহে। উৎপাদনে অপচয় বন্ধ করা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করার উপায় উদ্ভাবন ও প্রয়োগই এই পেশার কর্ত্তব্য।

Elastic Demand—স্থিতিস্থাপক চাহিদা: মূল্য পরিবর্ত্তনের তুলনায় চাহিদার পরিমাণ অধিক বাড়িলে সেই চাহিদাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা কহে। প্রতিটি দ্রব্য ২৲ টাকা বাজার দরে ১০০টির চাহিদা ছিল, উহার মূল্য যখন ১ টাঃ ৫০ নঃ পঃ নামিয়া আসিল তখন উহার চাহিদা হইল ২৫০টির। এইরূপ চাহিদাকেই স্থিতিস্থাপক চাহিদা কহে। প্রথমে ঐ দ্রব্যটির জন্য ব্যয় হইত ২০০৲ টাকা, মূল্য কমার ফলে মোট ব্যয় হইতেছে ৩৭৫৲ টাকা। সংখ্যার দিক এবং অর্থব্যয়ের পরিমাণের দিক উভয় দিক হইতেই যে হারে মূল্য কমিয়াছে, ভোগের পরিমাণ সেই অনুপাতে অনেক বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। অনুরূপভাবে কোন দ্রব্যের মূল্য বাড়িলে, যে হারে মূল্য বাড়ে অনুপাতে চাহিদা বেশী কমিয়া গেলে তাহাকেও স্থিতিস্থাপক চাহিদা কহে। বিলাস দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক (Demand Elastic, Demand Inelastic দ্রষ্টব্য)।

Elasticity of Demand—চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা: Elastic Demand দ্রষ্টব্য।

Elastic Money—স্থিতিস্থাপক অর্থ: দেশের সাধারণ অবস্থা অনুযায়ী অর্থের পরিমাণ বাড়ান বা কমান গেলে তাহাকে স্থিতিস্থাপক অর্থ কহে।

Elastic Supply—স্থিতিস্থাপক যোগান: মূল্যের অল্প পরিবর্ত্তনে

যোগান তুলনায় অধিক বাড়িলে বা কমিলে তাহাকে স্থিতিস্থাপক যোগান কহে। Supply দ্রষ্টব্য।

Eleemosynary Corporation—খয়রাতী নিগম: যে সকল নিগম বা যৌথ সংঘ দান, খয়রাত ও দাতব্য কার্য্য করে তাহাকে খয়রাতী নিগম কহে। Ecclessiastical Corporation দ্রষ্টব্য।

Embargo—নিষেধাজ্ঞা বাণিজ্যাবরোধ: (১) ব্যবসা অথবা জাহাজাদির উপর যে কোন প্রকার সরকারী নিষেধাজ্ঞাকে বুঝাইতে এই কথাটির প্রয়োগ করা হয়।

(২) কোন দেশের কোন বন্দর হইতে জাহাজ নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বহির্গমন করিতে না দেওয়াকেও বুঝায়। এই প্রকার নিষেধাজ্ঞা সরকার জারী করে। যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকিলেই এই প্রকার নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ বাধিলে ঐ সকল জাহাজ পণ্য সহ বাজেয়াপ্ত করা হয়।

(৩) শান্তির সময় বা স্থিরাবস্থায় অন্য কোন দেশের উপর রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক চাপ দেওয়ার জন্য আমদানী বা রপ্তানি শুল্ক বসানও বাণিজ্যাবরোধের একটি উপায়।

(৪) আইনে ব্যবহৃত অর্থে প্রকৃত মালিকের বিরুদ্ধে আইনতঃ রুদ্ধকারী সাপেক্ষ সম্পত্তি বা সম্পদ স্থানান্তর করার নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইলে তাহাকেও বুঝায়।

(৫) কোন পরিবহন কোম্পানী ধর্ম্মঘট অথবা যান বাহন চলাচলে অসুবিধার জন্য মাল বহন করিতে অস্বীকার করিলে তাহা বুঝাইতেও অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

Embezzlement—তহবিল তছরূপ, অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে ব্যবহার করা: অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে ব্যবহার করা বা ভোগ করাকে বুঝায়—যেমন কোন কর্ম্মচারী তাহার নিয়োগকর্ত্তার পক্ষে কোন অর্থ আদায় করিয়া তাহা আত্মসাৎ করিলে তাহাকে তহবিল তছরূপ বলে। চুরি আর তহবিল তছরূপ এক নহে। চুরিতে অন্যের অধিকারে যে দ্রব্য আছে তাহা অপহরণ করা বুঝায় আর তহবিল তছরূপে নিজের অধিকারে অপরের সম্পত্তি থাকিলে তাহা প্রকৃত মালিকের বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করাকে বুঝায়।

Eminent Domain—উচ্চাধিকার: উচ্চাধিকার বলিতে সরকারের বা আরক্ষণ (Police) বিভাগের জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য কাহারও

ব্যক্তিগত সম্পত্তি ন্যায্য খেসারত দিয়া অধিকার করার ক্ষমতাকে বুঝায়।

Emoluments—পরিলাভ, বেতন, পারিশ্রমিক: শ্রমসেবা গ্রহণ করার জন্য যে মূল্য দিতে হয় উহাকেই পরিলাভ, পারিশ্রমিক বা বেতন বলে। শ্রমসেবা বলিতে শারীরিক ও মানসিক উভয় শ্রমকেই বুঝায়।

Empire Free Trade—সাম্রাজ্য অবাধ বাণিজ্য: বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে রাজ্যসকলকে নিয়া একটি শুল্ক সংঘ গঠন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীন রাজ্য সকলের পরস্পরের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বহির্ভূত দেশ হইতে সাম্রাজ্যের কোন রাজ্যে আমদানীকৃত দ্রব্যের উপর শুল্ক আরোপ ইহাই সাম্রাজ্য অবাধ বাণিজ্যের উদ্দেশ্য। ইহারই সারাংশ অটোয়া চুক্তিতে গ্রহণ করা হয়। Ottawa Agreement, Imperial Peference, Empire Preference দ্রষ্টব্য।

Empire Preference—সাম্রাজ্য পক্ষপাত: ১৯৩২ খৃঃ কানাডার রাজধানী অটোয়াতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যসকলের অর্থসচিবগণ মিলিত হইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক উন্নতির জন্য যে সকল নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল সাম্রাজ্য পক্ষপাত। এই নিয়মে বৃটিশ সাম্রাজ্যের এক রাজ্য হইতে অন্য কোন রাজ্যে দ্রব্য আমদানী করিলে আমদানী শুল্কের হার অনুরূপ দ্রব্য সাম্রাজ্য বহির্ভূত কোন দেশ হইতে আমদানী করিলে আমদানী শুল্কের হারের চেয়ে কম হইবে। এই পক্ষপাতমূলক আমদানী শুল্ক বসাইয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজ্যগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়তঃ ইহার ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলিতে শিল্পায়নের যথেষ্ট সুযোগ হইবে বলিয়া সম্মেলন মনে করিয়াছিল। (Preference Schemes, Ottawa Agreement, Imperial Preference, Commercial Federation দ্রষ্টব্য)।

Employers Association—মালিক সংঘ: সমগোত্রীয় অথবা একই স্বার্থের খাতিরে যখন শিল্প মালিকগণ সংঘবদ্ধ হয় তখন সেই সংঘকে মালিক সংঘ কহে। স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সংঘের মালিকগণ একই নীতি অনুসরণ করেন। একই প্রকার শ্রমিক-নীতি অথবা উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া একই স্বার্থ ফলপ্রসূ করার জন্য মালিকসংঘ গঠিত হয়।

Employers' Liability Insurance—মালিকের দায় বীমা : শিল্পের মালিক দুর্ঘটনা প্রভৃতি ক্ষতিপূরণের জন্য বীমা গ্রহণ করিলে সেই প্রকার বীমাকে মালিকের দায় বীমা কহে।

Employment—নিয়োগ : কোনও পেশা, ব্যবসা, বাণিজ্য বা বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকিলেই তাহাকে নিয়োগ কহে।

Emporium—ভাণ্ডার : যে স্থানে নানাবিধ পণ্য বিক্রয় হয় তাহাকেই ভাণ্ডার কহে।

Enclosures—ঘেরা, বন্দী : গ্রেট বৃটেনের প্রজাসত্ব আইনে স্যাক্সন নর্মান যুগে জায়গীরগণ সামরিক ও অনুরূপ কার্য্যের মজুরী হিসাবে সামন্ত রাজাদের নিকট হইতে কিছু কিছু জমি জায়গীর হিসাবে পাইত। ঐ সকল জমিকে চাকরাণ জমি বলা হইত। চাকরাণ জমিতে বিনা মাশুলে (মাগনা) মেষ, গবাদি পশু চরাইবার অধিকার জায়গীরদের দেওয়া হইত। কালক্রমে সামন্তরাজগণ এই সকল চাকরাণ জমি নিজেদের মেষ, গবাদি চরাইবার জন্য ঘেরাই দেওয়ার ব্যবস্থা করিল এবং জায়গীরদের যে অধিকার দেওয়া ছিল তাহা হরণ করিল। চাকরাণ জমি ঘের দেওয়ার নিয়ম হইতেই "ঘের, বন্দী" কথার উৎপত্তি। ইহাতে জায়গীরদের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা দিয়াছিল তাহারই পরিসমাপ্তি হইল ১৫৪৯ খৃঃ কেট্ বিপ্লবে।

Endorse—পিছন সহি করা : বিনিময়পত্র, প্রত্যয় পত্র, চেক, বহন পত্র ইত্যাদির পিছনে মালিকের সহি করাকে পিছন সহি করা বলে। পিছন সহি দ্বারাই এই সকল দলিল হস্তান্তর যোগ্য হয়।

Endorsee—স্বত্ব গ্রহীতা ; যাহার অনুকূলে পিছন সহি করা হয় : যাহাকে বিনিময়পত্র, চেক ইত্যাদি হস্তান্তর করা হয় সেই ব্যক্তিকে স্বত্ব গ্রহীতা বলে। বিনিময়পত্রাদিতে যে স্বত্ব বা অধিকার থাকে তাহা পিছন সহি করিয়া স্বত্বগ্রহীতাকে অর্পণ করা হয়। ইহাতে স্বত্বগ্রহীতা মূল মালিকের মতই পুনরায় পিছন সহি করিয়া হস্তান্তর করিতে পারে। মূল মালিকের মত দলিলে লিখিত অর্থ শোধ হওয়া পর্য্যন্তই তাহারও দায় থাকে।

Endorse a Bill—বিল বা বিনিময়পত্রে পিছন সহি করা : বিনিময়পত্রের বা অনুরূপ কোনও দলিলের পিছনে নিজ নাম সহি করাকে বুঝায়। পিছন সহি করিয়া দলিলাদি হস্তান্তর করিলে পিছন সহিকারীর দায় হুণ্ডিকারকের অনুরূপ :—অর্থাৎ হুণ্ডি গ্রাহক হুণ্ডির মূল্য

পরিশোধ না করিলে পিছন সহিকারী পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকে।

Endorsement—পিছন সহি : দলিলাদির পিছনে নিয়মানুসার স্বত্ববানের (Holder in due course) নিজের নাম সহি করাকে পিছন সহি কহে। কোনও আদিষ্ট দলিলে যেমন আদিষ্ট চেকে পিছন সহি করিয়া না দিলে উহার মূল্য আদায় করা যায় না।

Endorser—পিছন সহিকারী ; স্বত্বদাতা : বিনিময় পত্রাদিতে যে ব্যক্তি পিছনে সহি করিয়া অন্যের অনুকূলে হস্তান্তর করে তাহাকে পিছন-সহিকারী বা স্বত্বদাতা বলে।

Endowment - মেয়াদী ; বৃত্তি : (১) বীমা ব্যবসায়ে বীমা গ্রহীতা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য (১০। ৫ বৎসর) চাঁদা (Premium) দেওয়ার চুক্তি করিলে ঐ নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত বীমা গ্রহীতা জীবিত থাকিলে মেয়াদ অন্তে বীমা পরিমাণ অর্থ বীমাকারীর নিকট হইতে পায়। মেয়াদী বীমা পত্র জীবন বীমাতেই ব্যবহার হয়। বীমা গ্রহীতা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মারা গেলেও বীমার স্বত্বগ্রহীতা বা বীমা গ্রহীতার মনোনীত ব্যক্তি বীমাকৃত অর্থ পাইয়া থাকে।

(২) স্বত্ব ত্যাগ করিয়া জনহিতকর কার্য্যে কোন কিছু দান করিলে তাহাকেও বুঝায়।

End Product—পরিণত দ্রব্য : কতকগুলি অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া কোনও দ্রব্য পরিণত অবস্থায় মানুষের অভাব মোচনের জন্য ব্যবহার উপযোগী হইলে তাহাকে পরিণত দ্রব্য কহে। যেমন কাচা তুলা অনেকগুলি স্তর পার হইয়া কাপড়ে পরিণত হয়। কাপড় তখন মানুষের অভাব মোচন করিতে সক্ষম। কাজেই কাপড় একটি পরিণত দ্রব্য। শিল্পজাত দ্রব্য বুঝাইতেই পরিণত দ্রব্য কথাটি প্রয়োগ হয়।

Enfaced paper : ভারত সরকারের এক প্রকার প্রত্যর্থপত্র। এই প্রত্যর্থপত্র গ্রেট বৃটেনে চলতি আছে। ইহার উপর পাওনা সুদ প্রত্যর্থপত্র ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডে উপস্থাপিত করিলে পাওয়া যায় এইরূপ নির্দেশ থাকে বটে তবে সুদ "ভারতে দেয়" হুণ্ডিতে শোধ করা হয়। ভারতবর্ষে অর্থ পাঠাইতে হয় এরূপ ব্যবসায়ী ঐ হুণ্ডি ক্রয় করিয়া ভারতের ঋণ শোধ করে।

Engel's Law—এঞ্জেল সূত্র : জার্ম্মাণ অর্থনীতিবিদ এঞ্জেল এই

সূত্র প্রচার করিয়াছেন বলিয়া ইহাকে এঞ্জেল সূত্র কহে। তাঁহার মতে যে পরিবারের আয় যত কম সেই পরিবারের খাদ্য দ্রব্যে ব্যয়ের পরিমাণ তত বেশী। কাজেই পরিবারের আয়ের কত অংশ খাদ্য দ্রব্যে ব্যয় হয় তাহাই জীবন যাত্রার মান নিরূপণ করে। এঞ্জেল সূত্র ধরিয়া পরিবারের অন্য খরচের ধারাও নির্দ্ধারণ করা হয়।

English Mortgage : বন্ধকী ব্যবসায়ে এক প্রকার লেন-দেন। ইহাতে বন্ধক-দাতা কোন নির্দিষ্ট দিনে বন্ধকের অর্থ পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়া বন্ধকী সম্পত্তি বন্ধক গ্রহীতাকে হস্তান্তর করে, কিন্তু চুক্তি অনুসারে বন্ধকের অর্থ নির্দিষ্ট তারিখের পরেও পরিশোধ করিলে বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকদাতাকে বন্ধকী সম্পত্তি ফিরাইয়া দিতে বাধ্য থাকে।

Entail—ভূমি সম্পত্তির স্বত্ব নিয়ন্ত্রণ : ভূমি সম্পত্তির অধিকার নিয়ন্ত্রণ করার এক প্রকার পদ্ধতি। কোনও ব্যক্তিকে জীবনকালে মাত্র ভূমি সম্পত্তি ভোগাধিকার দানের নিয়মকে বুঝায়। যাহাকে ভূমি সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার দেওয়া হয় সে ঐ ভূমি সম্পত্তি বিক্রয় দ্বারা অথবা ইচ্ছাপত্র (Will) দ্বারা হস্তান্তর করিতে পারে না। কিন্তু পর্য্যায়ক্রমে যাহার অধিকার আসন্ন, ভোগকর্ত্তার মৃত্যুর পর ঐ সম্পত্তি তাহার অধিকারে আসে।

Entered—হাজিরা লিখান : জাহাজী ব্যবসায়ে ব্যবহৃত শব্দ। জাহাজ কোন বন্দরে প্রবেশ করিলে অথবা বন্দর ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হইলে শুল্ক আফিসে হাজিরা লিখাইতে হয়। বাহির হইতে মাল নিয়া আসিলে হাজিরা লিখাইবার পর শুল্ক অফিস হইতে মাল খালাস করিবার অনুমতি দেয়। এবং বিদেশে মাল নিয়া রওনা হইতে প্রস্তুত হইয়াও অনুরূপভাবে প্রবিষ্ট করাইয়া (হাজিরা লিখাইয়া) মাল ভর্ত্তি করার অনুমতি নিতে হয়।

Entrepot—মধ্যবর্ত্তী গঞ্জ ; গুদাম : এক দেশ হইতে অন্য এক দেশে বহন করার কালে কোন মধ্যবর্ত্তী বন্দরে সাময়িকভাবে মাল গুদামজাত করিলে ঐ মধ্যবর্ত্তী বন্দরকে বা গুদামকে বুঝায়। যতদিন কোন পরিবহনের ব্যবস্থা না হয় ততদিন মাল ঐ মধ্যবর্ত্তী গঞ্জে বা গুদামেই থাকে। ফরাসী দেশে শুল্কাধীন গুদাম আর মধ্যবর্ত্তী গুদাম (Bonded Warehouse ও Entrepot) একই অর্থে ব্যবহার করা হয়।

Entrepot Trade—পুনর্রপ্তানী ব্যবসা : পুনরায় রপ্তানী করার

উদ্দেশ্যে কোন মাল আমদানী করাকে বুঝায়। অথবা আমদানীকৃত মাল রপ্তানী করাকেও বুঝায়। (Re-Export দ্রষ্টব্য)।

Entrepreneur—উদ্যোক্তা : শিল্প ব্যবস্থায় যে ব্যক্তি সংস্থাপকের ও ব্যবস্থাপনার কাজ করে এবং ব্যবসায়ের ঝুঁকি গ্রহণ করে তাহাকে উদ্যোক্তা কহে।

Entry—প্রবিষ্টি : বিদেশ হইতে মাল আমদানী করিলে আমদানীকারককে আমদানীকৃত দ্রব্যের বিস্তারিত বিবরণ দিয়া শুল্ক কার্য্যালয়ে এক ঘোষণা পত্র দাখিল করিতে হয়। ঐ ঘোষণাপত্রকেই প্রবিষ্টি কহে। শুল্ক প্রাধিকার ঐ ঘোষণা পত্রের সাহায্যে জাহাজের মাল পরীক্ষা করেন। আমদানীকৃত দ্রব্য শুল্কাধীন না হইলে তাহাকে করমুক্ত (Free) প্রবিষ্টি কহে ; আর দ্রব্য শুল্কাধীন হইলে তাহাকে "মুখ্য প্রবেশন" (Prime Entry) কহে। স্বদেশে ব্যবহারের জন্য আমদানী দ্রব্য শুল্কাধীন হইলে শুল্ক তৎক্ষণাৎ পরিশোধ করার নিয়ম তবে শুল্ক প্রদান সাপেক্ষ উহা শুল্কাধীন গুদামে রাখা যাইতে পারে। মাল খালাসের পূর্ব্বে যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে প্রকৃত শুল্কের কম শুল্ক দেওয়া হইয়াছে তাহা হইলে পরিপূরক প্রবিষ্টি (Supplementary Entry) তৈয়ার করিতে হয়।

Entry for Warehousing—গুদামজাত করার জন্য প্রবিষ্টি : শুল্কাধীন পণ্য শুল্কাধীন গুদামে রাখার আবশ্যক হইলে শুল্ক আফিস হইতে একখানা দলিলের নকসা দেওয়া হয়। ইহা আমদানীকারক পূরণ করিয়া দেয়। ইহাতে আমদানীকৃত দ্রব্যের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া থাকে। এই প্রবিষ্টির সাহায্যে আমদানীকারক জাহাজ হইতে শুল্কাধীন গুদামে মাল প্রেরণ করিয়া থাকে।

Entry Outwards—বহির্মুখী প্রবেশন : বিদেশে রপ্তানির জন্য মাল জাহাজে তোলার পূর্ব্বেই শুল্ক কার্য্যালয় হইতে মাল তোলার অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়। ইহাকে বহির্মুখী প্রবেশ বা হাজিরা লিখন কহে। শুল্ক অফিস ঐ দ্রব্য শুল্কাধীন হইলে শুল্ক দেওয়া হইয়াছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলে এবং ঐ দ্রব্য শুল্কমুক্ত হইলে উহা যে রপ্তানিযোগ্য তাহার প্রমাণপত্র পরীক্ষা করিয়া মাল জাহাজে তোলার অনুমতি দেয়।

Equalisation Fee—সমকারী কর : কোন পরিকল্পনা হইতে উপকৃতদের উপর কর আরোপ করিয়া যাহারা কোনরূপ উপকার বা সেবা

পায় নাই তাহাদের মধ্যে আদায়ীকৃত কর বণ্টন করিয়া দিলে ঐ প্রকার করকে সমকারী কর কহে।

Equalisation Account : (Exchange Equalisation Account দ্রষ্টব্য)।

Equalisation of Assessment—কর নির্দ্ধারণে সমকারী নীতি : কোন অঞ্চলে স্থাবর সম্পত্তির করভার যাহাতে ন্যায্যভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া যায় তাহার জন্য স্থাবর সম্পত্তির নির্ধারিত মূল্যের সমন্বয় করাকে কর নির্ধারণে সমকারী নীতি কহে।

Equation of Exchange—বিনিময়ের সমতা : Quantity Theory of Money ; Fisher's Equation দ্রষ্টব্য।

Equilibrium—সাম্যাবস্থা : অর্থনীতিতে ঘন ঘন ব্যবহৃত শব্দ। যখন দুইটি অবস্থা এমন সমভাবে অবস্থান করে যে অন্য কোন শক্তি অথবা ঘটনা উহাদের সাম্যবস্থা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না তখন সেই অবস্থাকে বুঝাইতেই এই কথাটির প্রয়োগ করা হয়। উহা ব্যহবারিক ও ফলিত উভয় প্রকার অর্থবিদ্যায়ই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। মোট যোগান যদি মোট চাহিদার সমান হয় তাহা হইলে মূল্য সাম্যাবস্থায় থাকে। আবার বাণিজ্যের আদান-প্রদান সমভাবাপন্ন হইবে তখনই যখন বিদেশীদের নিকট হইতে মোট পাওনা বিদেশীদের নিকট মোট ঋণের সমান হইবে।

Equitable Asset—ন্যায়ানুকূল সম্পদ : কার্য্যনির্ব্বাহক অথবা অছির পরিচালনাধীন যে সম্পত্তি কেবল মাত্র বিচারালয়ের অনুমতি নিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে ব্যবহার করা যায় সেই সম্পদকেই ন্যায়ানুকূল সম্পদ কহে।

Equitable Lien—ন্যায়ানুকূল পূর্ব্বস্বত্ব : কোন সম্পদ অথবা সম্পত্তি বিশেষ নিয়মে ব্যবহার করার অধিকার থাকিলে তাহাকেই ন্যায়ানুকূল পূর্ব্বস্বত্ব কহে। যেমন অংশীদারী ব্যবসায়ে ন্যায়ানুকূল পূর্ব্বস্বত্ব দ্বারা ব্যবসা নষ্ট হইলে বা ভাঙ্গিয়া গেলে আদায়ীকৃত সম্পদ হইতে সর্ব্বপ্রথম ব্যবসায়ের ঋন পরিশোধ করাকে বুঝায়। ঋণ পরিশোধ করিয়া কিছু উদ্‌বৃত্ত থাকিলে তাহাই অংশীদারগণের মধ্যে চুক্তিমত বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়।

Equitable Mortgage—ন্যায়ানুকূল বন্ধক : ঋণের জামানত হিসাবে কোন সম্পত্তির অধিকারপত্র বা স্বত্ব প্রমাণপত্র পাওনাদার অথবা

তাহার প্রতিনিধির নিকট জমা রাখিলে অধিকার পত্রে লিখিত সম্পত্তি বন্ধকের সামিল হয়। ঋণের জন্য সম্পত্তি বন্ধক রাখার যে ফল স্বত্ব প্রমাণপত্র বন্ধক রাখারও সেই ফল। অধিকারপত্র বা স্বত্ব প্রমাণপত্র বন্ধক গ্রহীতার নিকট জমা রাখিলেই হয় না। ঐ স্বত্ব প্রমাণপত্রে লিখিত সম্পত্তি বন্ধক হিসাবে গণ্য করার ইচ্ছাও থাকা আবশ্যক। ভারতবর্ষে কেবলমাত্র কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ নগরী ৩টিতেই ন্যায়ানুকূল বন্ধকের প্রচলন আছে।

Equity—শাশ্বত সম্পদ : সম্পদের মোট মূল্য হইতে পূর্ব্বস্বত্ব বাবদ দেয় অর্থ বাদ দিলে যে নীট মূল্য পাওনা হয় তাহাই শাশ্বত সম্পদ। যৌথ সংঘ বা নিগমের সাধারণ শেয়ার বা অংশপত্রকে (Ordinary Shares) শাশ্বত সম্পদ বলা যায়। কারণ যৌথ সংঘের অন্য সকল প্রকার ঋণ পরিশোধ হওয়ার পর যাহা থাকে তাহাই সাধারণ শেয়ারের মূল্য। ভারতবর্ষে ১৯৫৬ সনের নূতন কোম্পানী আইনে বা যৌথ সংঘ আইনে সাধারণ অংশপত্রের (Ordinary Shares) শাশ্বত অংশপত্র (Equity Shares) নাম দেওয়া হইয়াছে। তবে বিলম্বিত শেয়ার (Deferred Shares) অথবা প্রবর্ত্তক শেয়ার (Founders' Shares) কোম্পানী কর্তৃক বিক্রী করা হইয়া থাকিলে উহাই শাশ্বত শেয়ার হয়। ভারতের ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনে বিলম্বিত শেয়ার বা প্রবর্ত্তক শেয়ার বিক্রয় করার অধিকার রহিত করা হইয়াছে।

Equity of Redemption—পরিশোধ করার ন্যায়াধিকার : বন্ধকের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে কোন সময় বন্ধকদাতা ইচ্ছা করিলেই বন্ধকের অর্থ ও সুদ পরিশোধ করিয়া বন্ধকী সম্পত্তি খালাস বা নির্দায় করিতে পারে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও বন্ধকদাতার বন্ধক-গ্রহীতাকে ৬ মাসের সময় দিয়া, ঋণের আসল, সুদ ও বন্ধক গ্রহীতার বন্ধকী সম্পত্তির উপর অন্যান্য ব্যয় পরিশোধ করিয়া বন্ধক দায়মুক্ত করার অধিকার থাকে। বন্ধকের সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও বন্ধকী সম্পত্তি খালাস করার অধিকারই পরিশোধ করার ন্যায়াধিকার।

কিন্তু বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকী সম্পত্তি যদি একাদিক্রমে ১২ বৎসর ভোগ দখল করিয়া থাকে তবে বন্ধকদাতা সম্পত্তি খালাস করার অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। তবে বন্ধকদাতা যদি বন্ধক গ্রহীতাকে ১২ বৎসরের মধ্যে কোন সুদ না দিয়া থাকে এবং বন্ধক গ্রহীতাকে সম্পত্তিতে ১২ বৎসরের মধ্যে দখল না দিয়া থাকে তবে ঐ সম্পত্তি দায়মুক্ত বা বন্ধকমুক্ত থাকে।

Equity Shares শাশ্বত শেয়ার : Equity দ্রষ্টব্য।

Equity Trading—ন্যায্য ব্যবসা; যথাযথ ব্যবসা : কর্জ্জী অর্থ খাটাইয়া যে হারে মুনাফা পাওয়া যায় তাহার চেয়ে কর্জের সুদের হার কম হইলে সেই প্রকার ব্যবসাকে ন্যায্য ব্যবসা কহে। এক ব্যক্তি শতকরা ৪৲ টাকা সুদ হারে অর্থ কর্জ্জ করিয়া সেই অর্থ শতকরা ৬৲ টাকা সুদের ঋণ পত্রে লগ্নী করিল। তাহাতে শতকরা ২৲ টাকা আয় বাড়িল। এই প্রকার ব্যবসাকে যথাযথ বা ন্যায্য ব্যবসা কহে।

Escalator Clause : খাজনা বা ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইনে পাট্টাদারের কতকগুলি আইনসঙ্গত কারণে খাজনা বা ভাড়া বাড়াইবার অধিকার থাকে। ঐ অধিকার যখন পাট্টায় উল্লেখ করা হয় তখন তাহাকে Escalator অনুচ্ছেদ কহে। কাজেই যে কোন চুক্তিতে ভাড়া, খাজনা ইত্যাদির হার বাড়াইবার অধিকারের উল্লেখ থাকিলেই তাহাকে বুঝায়।

Escape Clause—পরিত্রাণ সর্ত : শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে চুক্তিপত্রের ১টি সর্ত। এই প্রকার সর্ত জুড়িয়া দিলে শ্রমিক শ্রমিক-সংঘের সদস্য হিসাবে শ্রমিক সংঘের সহিত কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারে কিন্তু ঐ চুক্তি কার্য্যকরী করার পূর্বেই শ্রমিককে সংঘের সদস্যপদ হইতে ইস্তাফা দিতে হয়। শ্রমিক-মালিক চুক্তির দিন হইতে শ্রমিকের সদস্য পদ অধিকার করার দিনের ব্যবধান ১৫ দিনের অনতিরিক্ত না হইলেই এই সর্ত কার্য্যকরী হয়।

Escrow : অবশ্য পালনীয় কোন কর্ত্তব্য সম্পাদন করার উপর যখন চুক্তির কার্য্যকারিতা নির্ভর করে তখন সেই চুক্তি বুঝাইতে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। তবে ইহা কেবলমাত্র সম্পত্তি হস্তান্তরের বেলায়ই প্রয়োগ হয়। কোনও এক ব্যক্তি দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তির হস্তে তৃতীয় এক ব্যক্তিকে হস্তান্তর করার জন্য কোন সম্পত্তি গচ্ছিত রাখিলে তাহা বুঝাইতে এই কথাটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু যে ব্যক্তির নিকট সম্পত্তি হস্তান্তর করা হইবে সে যদি পূর্বচুক্তিকৃত কোনও কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে তবেই সম্পত্তি হস্তান্তর করা হইবে নচেৎ নহে। এই প্রকার সর্তকেই Escrow দ্বারা বুঝায়।

Essential Industry—সমর-শিল্প : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই কথাটি প্রথম ব্যবহার করা হয়। ইহাতে যে সকল শিল্প সমর সজ্জা বা সামরিক দ্রব্যাদি উৎপাদন করে তাহাদের বুঝায়।

Essential Oils—নির্য্যাস তৈল ; সামরিক তৈল : (১) গাছপালার পাতা ও সুগন্ধি পুষ্পের নির্য্যাস হইতে যে তৈল নিষ্কাষণ করা হয় তাহাকে নির্য্যাস তৈল কহে।

(২) অনেকে পেট্রোলকেও বুঝাইয়া থাকে। কারণ যুদ্ধ পরিচালনায় পেট্রোলের আবশ্যকতা খুবই অধিক বলিয়া ইহাকে সামরিক তৈল কহে।

Establishment Charges—পরোক্ষ পরতা ; আনুসঙ্গিক ব্যয় ; সংস্থার ব্যয় : (১) একক উৎপাদন ব্যয় নির্দ্ধারণ করিতে যে সকল ব্যয় আনুসঙ্গিক হিসাবে ধরা হয় অর্থাৎ দ্রব্য উৎপাদনে সরাসরি ভাবে যে কাচামাল ও শ্রম নিয়োগ করা হয়, তাহা ব্যতীত অন্য সকল ব্যয়ই পরোক্ষ পরতা বা আনুসঙ্গিক ব্যয়।

(২) যে কোনও প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারী ও শ্রমিকদের বেতনকেই সংস্থা-ব্যয় কহে।

Estate—সম্পত্তি : চলতি কথায় স্থাবর সম্পত্তিকেই বুঝায়, আরও স্থূলভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও সম্পদকে বুঝায়।

Estate Duty, Estate Tax—সম্পত্তি কর : Death Duty দ্রষ্টব্য।

Estimate—অনুমান ; প্রক্কালন : কোন দ্রব্যের উৎপাদন খরচ অথবা কোন প্রকার ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব করাকেই প্রক্কালন কহে। আবার কোন যোগানদার বা বিক্রেতা দ্রব্যের মোট মূল্যের যে আনুমানিক হিসাব দেয় তাহাকেও বুঝায়।

Estoppel—প্রতিবন্ধ, অঙ্গীকার : ইহা আইন আদালতে ব্যবহৃত একটি শব্দ। ইহার অর্থ এই যে যদি কোন ব্যক্তির কাজ অথবা কোন প্রকার বর্ণনার ফলে কোন সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ হইয়া থাকে এবং ঐ সত্যাসত্যের উপর নির্ভর করিয়া অন্য কেহ কোন কাজ করিতে পারে, এই ধারণা তাহার নিজের মনে থাকে, তাহা হইলে যাহার কার্য্যের বা বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া কাজ করা হইয়াছে সে কখনও ঐ সত্যাসত্যের দায়িত্ব হইতে মুক্ত হয় না। উদাহরণ—একটী অংশীদারী ব্যবসায়ে ক অংশীদার নহেন। কিন্তু তিনি জানেন যে ঐ ব্যবসায়টি বাজারে তাহারও অংশ আছে এই কথা প্রচার করিয়া তাহার সুনামের বলে বাজার হইতে ধারে মাল ক্রয় করে। কিন্তু ক কখনও ইহার প্রতিবাদ করেন নাই। ঐ ব্যবসা যদি দেউলিয়া হয় তাহা হইলে ক'য়ের

দায়িত্ব অন্য সকল অংশীদারদের মতই অসীম অর্থাৎ অন্য সকল অংশীদারদের মত সেও ব্যবসায়ের সমস্ত দায় মিটাইতে বাধ্য। তাহার প্রতিবাদ না করার ফলেই বাজারে সকলের মনে এই ধারণা হইয়াছে যে সেও একজন অংশীদার।

European Payments Union (E. P. U.)—ইউরোপীয় প্রদান সংঘ: ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে আন্তঃ-ইউরোপীয় প্রদান চুক্তির (Intra-European Payment Agreement) কতকগুলি সর্ত্ত পরিবর্ত্তন করিয়া এই সংঘ গঠন করা হইয়াছে। ইউরোপীয় আর্থিক সমবায় সংঘের (Organisation for European Economic Co-operation) সদস্য দেশগুলির মধ্যে অর্থ আদান প্রদানের এক পদ্ধতি হিসাবে এই সংঘ গঠন করা হইয়াছে। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের হাতে এই সংঘের হিসাব পরিচালনার ভার ন্যস্ত। এই সংঘের উদ্দেশ্য আন্তঃ-ইউরোপীয় প্রদান চুক্তিরই অনুরূপ কিন্তু এই সংঘের সদস্যদের চলতি হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সম্পূর্ণই অন্য মুদ্রায় পরিবর্ত্তন করার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। এই সংঘের তহবিলে সকল সদস্যদেরই এক বরাদ্দ ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোন বৎসরে কোন সদস্যের বৈদেশিক আদান প্রদানের সমতায় যে অতিরিক্ত বৈদেশিক মুদ্রা জমা হইবে উহা হইতে একাংশ ঐ সদস্য তুলিয়া নিতে পারে বাকী অংশ অন্যান্য সদস্যদের ধার দিতে হয়। আবার যদি ঘাটতি হয় তাহা হইলেও ঘাটতির একাংশ নগদ স্বর্ণ জমা দিয়া পূরণ করিবে বাকী অংশ ঐ তহবিল হইতে অথবা অনুকূল সমতা সম্পন্ন সদস্যের নিকট হইতে ধার পাইতে পারে। কি পরিমাণ ধার দিতে হইবে বা নিতে পারিবে তাহা সদস্য দেশকে তহবিলের অর্থের যে অংশ বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহার শতকরা এক নির্দিষ্ট হারে স্থির হইবে। এই সংঘের তহবিলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ সাহায্যেরও একাংশ আছে। এই তহবিল হইতে সদস্য নয় এমন কোন দেশকেও উহার সাময়িক ও অনির্দিষ্ট কারণ উদ্ভূত অসুবিধা দূর করার জন্য ঋণ দিতে পারে। এই সংঘ দ্বারা সদস্য দেশগুলির মুদ্রার নম্যতা বজায় রাখা হয় অথবা অনমনীয়তা দূরীভূত করা হয়। যাহাতে মুদ্রামান মোটামুটি স্থির থাকে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ব্যবস্থা অবলম্বন করাই এই সংঘের কর্ত্তব্য।

European Recovery Programme—ইউরোপীয় পুনর্বাসন পরিকল্পনা: ইহাই মার্শাল পরিকল্পনা বলিয়া জ্ঞাত। ১৯৪৭ সালে জুন মাসে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাকালে তৎকালীন রাষ্ট্রসচিব

George Marshall প্রথম এই নির্ধণ্টের আবশ্যকতা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেন, পরে ইহাই যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস আইন প্রণয়ন করিয়া কার্য্যকরী করে। ইহার উদ্দেশ্য রাজনৈতিক মতবাদ নির্বিশেষে ইউরোপের সকল রাষ্ট্রকে যুদ্ধোত্তরকালে শিল্প ও আর্থিক পুনর্বাসন ও উন্নতির জন্য আর্থিক সাহায্য করা। এই সাহায্য ঋণ ও খয়রাতী এই দুই রকমেরই হইতে পারে। যে দেশ এই সাহায্য পাইতে ইচ্ছুক তাহাকে আগেই সম্ভাব্য সাহায্যের এক অনুমানিক হিসাব বা প্রকালন তৈয়ার করিতে হয়। সাহায্য কি উপায়ে ব্যয়িত হইবে তাহার পূর্ব্বাভাষ দিয়া এক বিবরণ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিকট দাখিল করিতে হয়। এই পরিকল্পনায় ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির সহিত অন্যান্য রাষ্ট্রের আর্থিক ও বাণিজ্যিক বাধা বিপত্তি দূর করিয়া সুসম্বদ্ধ উপায়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ নির্বিশেষে উন্নতির চেষ্টা করা হইতেছে। (Marshall Plan দ্রষ্টব্য)।

Even—সমান: শেয়ার বাজারে পশ্চাৎ মিটাইবার দক্ষিণা না দিয়া (Backwardation) বা হর্জ্জানা (Contango) না দিয়াও যে জের টাকা (Carry over) হয় তাহাকে সমান জের টাকা (Even Carryover) কহে। সেই অর্থেই ইহার প্রয়োগ করা হয়।

Ex-all—সর্ব্বাধিকার শূন্য: শেয়ার অথবা ষ্টক বাজারে লাভ্যাংশ আধিদেয় (Bonus) বা বোনাস ; অথবা পুনরায় শেয়ার ক্রয়ের অধিকার শূন্য যে সকল শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয় সেই শেয়ার বা অংশপত্রকে সর্ব্বাধিকারশূন্য কহে। এই প্রকার শেয়ারে কেবলমাত্র শেয়ার বিক্রয় করিয়া বা ফেরত দিয়া যে অর্থ পাওয়া যায় তাহার অতিরিক্ত কিছু পাওয়া যায় না। তবে অধিহারে বিক্রয় হইলে অধিহার শেয়ার বিক্রেতারই প্রাপ্য।

Exceeds Arrangement—ব্যবস্থাতিরিক্ত: মক্কেল ব্যাঙ্কের সহিত জমার অতিরিক্ত অর্থ তোলার (Overdraft) ব্যবস্থা বা চুক্তি করিলে উহার সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া লেখা থাকে। কোন মক্কেল নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী অর্থের চেক দিলে ব্যাঙ্ক ঐ চেকের অর্থ পরিশোধ না করিয়া চেক ফেরত দিয়া থাকে। ফেরত দেওয়ার সময়ে কি কারণে চেক ফেরত দেওয়া হইল তাহা লিখিতে হয়। এইসব ক্ষেত্রে "ব্যবস্থাতিরিক্ত" এই কথা লিখিয়া চেক জমাকারীর নিকট ফেরত দেওয়া হয়। ইহা ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের দিক হইতে সমর্থনযোগ্য নহে। কারণ ইহা দ্বারা চেক প্রদানকারীর আর্থিক

অবস্থা যে ভাল নহে তাহা অন্যে জানিতে সক্ষম হয়। গোপনীয়তা (Secrecy) ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে প্রধান ও প্রথম অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

Excess Condemnation—আবশ্যকাতিরিক্ত উচ্চাধিকার; প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাধিকার: (১) জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য যে পরিমাণ সম্পত্তি প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত কোন ব্যক্তিগত স্থাবর সম্পত্তি জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উচ্চাধিকার (Emincnt Domain) প্রয়োগ করিয়া অধিকার করিলে তাহাকে বুঝায়। আবার যখন ঐ প্রকার সম্পত্তি অধিকারের আশু প্রয়োজন বা আদৌ প্রয়োজন নাই তখন উচ্চধিকার বলে অধিকার করিলে তাহাকেও প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাধিকার কহে।

Excess Policy—অতিরিক্ত বীমাপত্র: বীমাকারী অথবা অবলেখক (Underwriter) যে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে তাহার পূর্ণ অথবা আংশিক দায় যদি পুনরায় অন্য কোন বীমাকারী অথবা অবলেখকের নিকট বীমা করে তখন দ্বিতীয় বীমাকারী যে বীমাপত্র দেয় সেই বীমাপত্রকে অতিরিক্ত বীমাপত্র কহে।

Excess Profit Tax—অতিরিক্ত মুনাফা কর: চাহিদা বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত মুনাফা করিতে সক্ষম হইলে ব্যবসায়ীর উপর স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত মুনাফার উপর যে কর বসান হয় তাহাই অতিরিক্ত মুনাফা কর। এই প্রকার কর যুদ্ধের সময়ই বেশী প্রযোজ্য। এই কর দ্বারা ব্যবসায়ীর মুনাফার পরিমাণ কমান হয়। ভারতবর্ষে ২য় মহাযুদ্ধের সময় এই কর বসান হইয়াছিল। স্বাভাবিক সময়েও অনেক রাষ্ট্র এই প্রকার কর বসাইয়া থাকে। তখন আদায়ীকৃত মূলধনের উপর শতকরা এক নির্দিষ্ট হারে স্বাভাবিক মুনাফা ধরা হয়। যদি ব্যবসায়ীর মুনাফা নির্দিষ্ট হারের অতিরিক্ত হয় তাহা হইলে ঐ অতিরিক্ত মুনাফার উপর কর আরোপ করা হয়। ইহা অনেক সময়ে সরকারের ঘরে এক সঞ্চিতি খাতে জমা রাখা হয় এবং ব্যবসায়ের মূলধন বাড়ানর আবশ্যক হইলে ঐ সঞ্চিতি হইতে অর্থ ঋণ স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে।

Excess Reserves—অতিরিক্ত সঞ্চিতি: সকল ব্যাঙ্ককেই জামানতের এক নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঘরে জমা রাখিতে হয় এবং এক নির্দিষ্ট অংশ নগদান হাতে রাখিতে হয়। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা বা সঞ্চিতি অথবা নগদান জমা বা সঞ্চিতি আইনানুগ নিম্নতম পরিমাণের অতিরিক্ত হয় তবে তাহাকে অতিরিক্ত সঞ্চিতি কহে।

Exchange—বিনিময় ; বিনিময় কেন্দ্র : (১) যে জায়গায় কোন দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় হয়, সেই জায়গাকে বুঝায় ; যেমন ষ্টক বাজার, বা ষ্টক বিনিময় কেন্দ্র—কাচামাল বিনিময় কেন্দ্র (Produce Exchange)

(২) কোন কিছুর বদলে কিছু দেওয়া বা নেওয়াকেও বিনিময় বলে। অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয়কেই বিনিময় কহে।

(৩) যে উপায়ে দূরবর্ত্তী স্থানে নগদ অর্থ না পাঠাইয়াও ঋণ শোধ করা চলে—যেমন বিনিময়পত্র, (Bill of Exchange), প্রত্যর্থপত্র (Pomissory Note), চেক (Cheque) ইত্যাদি। (Bill of Exchange দ্রষ্টব্য)

(৪) অর্থ শাস্ত্রের যে অংশ বিনিময়ের মাধ্যম কত সহজ ও কার্য্যকরী করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করে তাহাকেও বিনিময় বলে। বিনিময়ের মাধ্যম বলিতে মুদ্রা ব্যবস্থাকেই বুঝায়। মুদ্রা ব্যবস্থায় ব্যাঙ্ক বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের কার্য্যাবলীও ধরা হয়। কাজেই মুদ্রার রকম, মুদ্রা প্রচলন, নিয়ন্ত্রণ সকলই অর্থশাস্ত্রে বিনিময় বলিয়া ধরা হয়।

Exchange as per Endorsement—পিছন সহি করিয়া বিনিময় : প্রায় সকল বিনিময়পত্রই পিছন সহি করিয়া হস্তান্তর করা হয় কিন্তু এই প্রকার পিছন সহি করিয়া যে বিনিময়পত্র হস্তান্তরিত হয় তাহাতে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যে মুদ্রা বিনিময়ের হারে রপ্তানি কারকের বা পাওনাদারের যাহাতে লোকসান না হয় সেই জন্য পাওনাদার এই প্রকার বিনিময়পত্র বা হুণ্ডি প্রেরণ করে। ইহাতে মুদ্রা বিনিময়ের হারের লাভ-লোকসান সকলই দেনাদারের। এই প্রকার বিনিময় গ্রেট বৃটেনেই চালু ছিল কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে যখন মুদ্রা বিনিময়ের হার দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতেছিল তখন হইতে এই প্রকার বিনিময় পত্রের প্রচলন ক্রমশঃ সঙ্কোচ হইয়া আসিতেছে। এই প্রকার বিনিময়পত্র নিম্নরূপ :

গ্রেট বৃটেনের এক রপ্তানিকারক ভারতীয় কোন আমদানীকারকের উপর টাকার পরিবর্ত্তে ষ্টার্লিং মূল্যে হুণ্ডি প্রস্তুত করিল। যদিও ভারতীয় দেনাদারের টাকায়ই মূল্য শোধ করার কথা। এই ষ্টার্লিং মূল্যের হুণ্ডিতে পিছন সহি বিনিময় (Exchange as per Endorsement) এই কথাটি রপ্তানিকারক লিখিয়া দিবেন। এই হুণ্ডি সাকরণ হইলে রপ্তানিকারক ইংলণ্ডে কোন ব্যাঙ্কের নিকট ঐ হুণ্ডি বাট্টা বাদে বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে।

যখন বাট্টা দিয়া ভাঙ্গাইবে তখন ব্যাঙ্ক টাকা ও ষ্টার্লিং-এর বিনিময় হার বসাইয়া দিবে। রপ্তানিকারক মাত্র সহি করিয়া দিবে।

পিছন সহির নমুনা :

Pay A B Co. or order at the rate of Exchange of .... for one £ 1 Sterling.

ব্যাঙ্ক শূন্য স্থানে বিনিময়ের হার বসাইয়া দিবে। বিনিময়ের হার বসাইতে সেই দিনের হুণ্ডি আদায়ের হার ধরা হইবে। (B. C. Rate)

Exchange at a Discount—উনহারে বিনিময় : বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ে ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের মুদ্রা মান সমান। ১০০ ভারতীয় টাকার পরিবর্ত্তে ১০০ পাকিস্তানী মুদ্রা ইহাই সরকারী মুদ্রা বিনিময়ের হার। কিন্তু বর্ত্তমানে বে-সরকারী বাজারে (Free Market) ১০০ ভারতীয় মুদ্রার বদলে ১৫০ পাকিস্তানী মুদ্রা পাওয়া যায়। কাজেই পাকিস্তানী মুদ্রা উনহারে বিক্রয় হইতেছে। সুতরাং উনহারে বিনিময় বলিতে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ে সরকারী বিনিময়ের হারের চেয়ে বেসরকারী বাজারে যে মুদ্রা অধিক দিতে হয় অথবা অধিক পাওয়া যায় সেই মুদ্রাকেই উনহারে বিনিমেয় মুদ্রা কহে।

Exchange at a Premium—অধিহারে বিনিময় : এমন এক সময় ছিল যখন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সরকারী মুদ্রা বিনিময় হার ছিল ১৪০ ভারতীয় মুদ্রার বদলে ১০০ পাকিস্তানী মুদ্রা। কিন্তু বে-সরকারী বাজারে ১২০ ভারতীয় মুদ্রার বদলে ১০০ পাকিস্তানী মুদ্রা পাওয়া যাইত। কাজেই ভারতীয় মুদ্রা অধিহারে বিনিময় হইত। সরকারী মুদ্রা বিনিময় হারের তুলনায় কম মূল্য দিয়া বেসরকারী বাজারে অপর মুদ্রা সম পরিমাণেই ক্রয় করা যাইলে তাহাকে অধিহারে বিনিমেয় মুদ্রা বা অধিহারে বিনিময় কহে।

Exchange Control—বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ : বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ে সরকারী নিয়ন্ত্রণকে বুঝায়। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে এই নিয়ন্ত্রণ কার্য্যকরী করা হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যে আদান প্রদানের সমতা যখন ক্রমাগত প্রতিকূল হয় যাহার ফলে মুদ্রার বিনিময় হার অথবা মান ক্রমাগত কমিতে থাকে তখন সরকার এই প্রকার নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিতে বাধ্য হয়। নিয়ন্ত্রণের ফলে দেশ রপ্তানি করিয়া যে বৈদেশিক মুদ্রা আয়

করিবে তাহা সমস্তই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ক্রয় করিয়া লইবে। ঐ বৈদেশিক মুদ্রা তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিদেশ হইতে আমদানীকৃত মূল্য শোধ করিতে এবং বিদেশীদের অন্যান্য পাওনা শোধ করিতে ব্যবহার করে। আমদানী কারক এবং অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আমদানীমূল্য অথবা বেসরকারী দেনা পরিশোধ করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট দরখাস্ত করিয়া আগে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া তবে আমদানী করিবে। ভারতবর্ষে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ১৯৩৯ সাল হইতেই বলবৎ আছে। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য দপ্তর মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপন দ্বারা জানাইয়া দেয় কি কি উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মুদ্রা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ক্রয় করিতে পারা যাইবে এবং কত পরিমাণে পাওয়া যাইবে। পৃথিবীতে প্রায় প্রত্যেক দেশই বর্ত্তমানে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করিয়াছে। তবে যে সমস্ত দেশের বৈদেশিক আদান প্রদান সমতায় প্রতিকূল অবস্থার আশঙ্কা নাই তাহারা এখনও এই প্রকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাই। এই প্রকার রাষ্ট্রের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

Exchange Equalisation Fund—বিনিময় হার সমকারী কোষ বা তহবিল : বৈদেশিক বাণিজ্যে আদান প্রদান সমতা প্রতিকূল হইলে মুদ্রার বিনিময় হারও প্রতিকূল হয়। মুদ্রার বিনিময় হার প্রতিকূল হইলে উহার যে একীভূত ফল দেখা দেয় তাহাতে দ্রুতগতিতে বিনিময় হার কমিয়া যাইতে থাকে। দেশের আর্থিক সুস্থতার একটি লক্ষণ হইতেছে মুদ্রার বিনিময় হারের স্থিরতা। কাজেই দেশের আর্থিক অবস্থা যাহাতে বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে দুর্দশাগ্রস্ত না হয় সেজন্য সরকারের পক্ষে মুদ্রার বিনিময় হারের স্থিরতা বজায় রাখা কর্ত্তব্য। গ্রেট বৃটেনেই সর্ব প্রথম মুদ্রার বিনিময় হার স্থির রাখার জন্য একটি তহবিল গঠন করা হয়। ১৯৩১ সালে স্বর্ণ-মান ত্যাগ করার পরই গ্রেট বৃটেন এই তহবিল গঠন করে। এই তহবিলে বৈদেশিক মুদ্রা ও সরকারী হুণ্ডি বা ঋণপত্র জমা দিয়া কার্য্যকরী মূলধন সংগ্রহ করা হয়। যখনই মুদ্রার বিনিময় হার প্রতিকূল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় তখনই এই তহবিল হইতে স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়িয়া দিয়া, অথবা এই তহবিলই বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া মুদ্রার বিনিময় হার স্থির রাখে। রাজস্ব বিভাগের পক্ষে ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড এই তহবিলের কার্য্য করে।

Exchange Restriction—বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ : বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয়ে সকল রকম সরকারী নিয়ন্ত্রণকেই বুঝায়। Exchange Control দ্রষ্টব্য।

Exchange Stabilisation Fund—বিনিময় হার স্থিতিকারক তহবিল : গ্রেট বৃটেনে যে উদ্দেশ্যে Exchange Equalisation Fund গঠন করা হইয়াছিল সেই একই উদ্দেশ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে Exchange Stabilisation Fund তৈয়ার হইয়াছিল ১৯৩৪ খৃঃ। ডলারের মূল্য হ্রাস করার ফলে যে লাভ হইয়াছিল উহা এই তহবিলে জমা দিয়া এই তহবিলের কার্য আরম্ভ করা হইয়াছিল। বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় করিয়া ডলারের মূল্য স্থির রাখাই এই তহবিলের কর্তব্য।

Exchange Bills—সরকারী হুণ্ডি : গ্রেট বৃটেনে প্রচলিত সরকারী হুণ্ডির নাম। ইহা প্রথম ১৬৯০ খৃঃ বাজারে ছাড়া হয়। যদিও ইহার মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ করা হইত তথাপি ইহার মুখ্য কার্য্য ছিল বাজারে মুদ্রার পরিমাণ বাড়ান কারণ এই হুণ্ডি ব্যাঙ্কের নোটের মতই অতি সহজে হস্তান্তর হইত। Exchequer Bonds (সরকারী ঋণ পত্র) ১৮৭০ খৃঃ হইতে সরকারী হুণ্ডির স্থলাভিষিক্ত হয়।

Exchequer Bonds—সরকারী ঋণপত্র : এই ঋণ পত্রও গ্রেট বৃটেনে প্রচলিত। ইহার মিয়াদ ৬ বৎসরের অনধিক। ইহাতে নির্দিষ্ট হারে সুদ দেওয়া হয় এবং মিয়াদ অন্তে সমহারে পরিশোধনীয়। এই ঋণ পত্র দ্বারা বৃটিশ সরকার স্বল্প মিয়াদী (Unfunded) ঋণ সংগ্রহ করিয়া থাকে।

Excise Duty—(১) অন্তশুল্ক (২) আবগারী শুল্ক : (১) অন্তশুল্ক বলিতে স্বদেশে প্রস্তুত কোন দ্রব্যের উৎপাদনের উপর করকে বুঝায়। (Ad valorem Duty দ্রষ্টব্য)। অনেক সময়ে শিল্পের সংরক্ষণের পরিমাণ কিয়ৎ পরিমাণে নাকচ করার জন্যও এই প্রকার শুল্ক বসান হয়। এই প্রকার অন্তশুল্ককে (Countervailing Excise Duty দ্রষ্টব্য) ক্ষতিপূরক শুল্ক কহে। ভারতবর্ষে অন্তশুল্ক কেন্দ্রীয় সরকারের আয়।

(২) আবগারী শুল্ক বলিতে মদ্যাদি জাতীয় মাদক দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয়ের উপর করকে বুঝায়। ভারতবর্ষে আবগারী শুল্ক রাজ্য সরকারের আয়। তবে আবগারী শুল্কের মধ্যে অহিফেনের উপর যে কর আদায় হয় তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য।

Excise Men—অন্তশুল্ক বা আবগারী শুল্ক আদায়কারী কর্মচারী, আমলা অথবা অধিনায়ককে বুঝায়।

Excise Tax—Excise Duty দ্রষ্টব্য।

Ex Coupon—**কুপন বিযুক্ত**: যে অংশ পত্রে সুদ বা লাভাংশের অধিকার যুক্ত কুপন সংযোজন করা হয় না সেই অংশপত্রকে "কুপন বিযুক্ত" কহে।

Ex Dividend—**লাভাংশ রহিত**: প্রাপ্ত বা প্রাপ্য লাভাংশের অধিকার যখন নূতন শেয়ার ক্রেতাকে দেওয়া হয় না তখন সেই শেয়ারকে লাভাংশ রহিত শেয়ার বলা হয়। (Cum Dividend দ্রষ্টব্য)।

Ex-Drawing—**পরিশোধে লাভাংশ রহিত**: আসন্ন পরিশোধযোগ্য শেয়ার বিক্রয় করা হইলে, পরিশোধকালীন কোন লাভ যেমন অধিহারে পরিশোধ, ক্রেতাকে দেওয়া না হইলে সেই প্রকার অংশপত্রকে বুঝায়।

Executor—**নির্বাহক**: ইচ্ছাপত্র প্রস্তুতকারী উইল বা ইচ্ছাপত্রে তাহার ইচ্ছা কার্য্যকরী করার জন্য যাহার নাম উল্লেখ করেন তাহাকেই নির্বাহক কহে। নির্বাহক ও পরিচালকের (Administrator) মধ্যে পার্থক্য এই যে নির্বাহক ইচ্ছাপত্র প্রস্তুতকারী কর্তৃক নিযুক্ত হন আর পরিচালক ইচ্ছাপত্রে কোন নির্বাহকের নাম উল্লেখ না থাকিলে ইচ্ছাপত্র কার্য্যকরী করার জন্য আদালত কর্তৃক নিযুক্ত হন।

Ex-new—**নূতন বিলি রহিত**: অনেক সময়ে যৌথ প্রতিষ্ঠানের সুনামের জন্য যৌথ প্রতিষ্ঠানের অংশপত্রের চাহিদা বাড়িয়া যায়। যৌথ প্রতিষ্ঠান অনেক সময়ে মূলধন বাড়াইতে ইচ্ছা করিলে বাজারে নূতন করিয়া শেয়ার বিক্রয়ের চেষ্টা না করিয়া পুরাতন অংশীদারদের (Shareholder) মধ্যে নূতন শেয়ার বিলি করার ব্যবস্থা করে। যদি প্রতিষ্ঠানের সুনাম খুব বেশী হয় অথবা প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ নিরাপদ হয় তাহা হইলে পুরাতন অংশীদার হিসাবে নূতন শেয়ার পাওয়ার অধিকার অনেকেই ছাড়িয়া দিতে রাজী থাকে না। সাময়িক অসুবিধার জন্য পুরাতন শেয়ার বিক্রি করিতে পারে অথবা শেয়ার যদি বাজারে অধিহারে বিক্রয় করার সুযোগ থাকে তাহা হইলেও বিক্রয় করিতে পারে। ইহাতেও নূতন বিলির অধিকার নিজে রাখিয়া দিয়া শেয়ার বিক্রয় করিলে তাহাকে নূতন বিলি রহিত শেয়ার বিক্রয় কহে। ইহাকে Ex Right ও কহে। উহা দ্রষ্টব্য।

Exhaustion of the Soil—জমির ক্ষয়ঃ পুনঃপুনঃ চাষ করার ফলে জমির নিজস্ব উর্ব্বরা শক্তির ক্ষয়কে বুঝায়। বর্ত্তমানে জমির ক্ষয় নিবারণের জন্য শস্যের পরিবর্ত্তন, অপ্রাকৃত সার বিতরণ করা হয়। পূর্বে ক্ষয় নিবারণের উদ্দেশ্যে জমি মাঝে মাঝে অকর্ষিত রাখা হইত।

Ex Interest—সুদ রহিতঃ যে সুদ পাওনা হইয়াছে অথবা পাওনা হইবে সেই সুদের অধিকার ছাড়িয়া না দিয়া যদি ঋণপত্র বিক্রয় হয় তবে সেই ঋণপত্রকে সুদ রহিত ঋণ পত্র কহে।

Ex Party—একতরফাঃ বিচারাধীনে কোন মামলায় প্রতিবাদীর অবর্ত্তমানে বিচারালয় যদি কোন ডিক্রী বা রুবকারি দেয় তবে তাহাকে একতরফা বিচার কহে। কোন বিরোধে প্রতিবাদীর নাম উল্লেখ না থাকিলে তাহাকেও একতরফা কহে।

Ex Officio—পদাধিকার বলে; পদহেতুঃ কোন পদের অধিকারীকে সেই পদের অধিকারী হওয়ার জন্যই অন্য কোন কাজ করার অধিকার দেওয়া হইলে সেই অধিকারকে "পদাধিকার বলে" কহে।

Ex-Right—Ex new দ্রষ্টব্য।

Ex-Ship—ব্যবসায়ে ব্যবহার করা হয়। ইহার অর্থ এই যে জাহাজ হইতেই মাল বিক্রয় হইবে। মাল নেওয়ার খরচ ক্রেতার। জাহাজ হইতে মাল নামাইয়া দিলেই বিক্রেতার দায়িত্ব শেষ হয়।

Expected to Rank—দেউলিয়া হইলে যে ঋণ স্বীকৃত হইতে পারে সেই ঋণকেই বুঝায়।

Explicit Interest—Loan Interest দ্রষ্টব্য।

Explicit Rent—স্থির খাজনাঃ প্রজা বা ভাড়াটিয়া ও জমির মালিকের মধ্যে যে নিশ্চিত খাজনা দেওয়ার চুক্তি সম্পাদন হয় সেই প্রকার খাজনাকেই স্থির খাজনা কহে।

Export—রপ্তানিঃ বিদেশে মাল প্রেরণ। তবে বিশেষ অর্থে মাত্র জাহাজে বিদেশে মাল প্রেরণেকে বুঝায়।

Export Bounty—রপ্তানি সাহায্যঃ দেশের কোন শিল্পের উন্নতি করার জন্য অথবা দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়াইবার উদ্দেশ্যে রপ্তানি দ্রব্যের উপর সরকারী আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইলে (Bounty দ্রষ্টব্য) তাহাকে রপ্তানি সাহায্য বলে। বিদেশের বাজারে যাহাতে

প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে সেই জন্যই ব্যয়ের একাংশ আর্থিক সাহায্য হিসাবে সরকার বহন করে। কেবলমাত্র যে পরিমাণ রপ্তানি করা হয় সেই পরিমাণ দ্রব্যের উপরই সাহায্য দেওয়া হয়।

Export License—রপ্তানি অনুজ্ঞা: বৈদেশিক বাণিজ্যে অবাধ বাণিজ্য এখন আর প্রায়ই দেখা যায় না। যে দ্রব্য রপ্তানি করা হইবে উহা যে নিষিদ্ধ দ্রব্য নহে এবং যে পরিমাণে রপ্তানি করা যাইতে পারে তাহার প্রমাণপত্র স্বরূপ সরকারী অনুজ্ঞাকে রপ্তানি অনুজ্ঞা কহে। এই অনুজ্ঞাপত্র না হইলে রপ্তানিকারক রপ্তানি করার অধিকার পায় না।

Export List—রপ্তানির ফিরিস্তি:—পরিসংখ্যান সংগ্রহের জন্য শুল্ক অফিস হইতে বর্ণানুক্রমিক রপ্তানি দ্রব্যের শ্রেণী বিভাগ করিয়া যে ফিরিস্তি তৈয়ার হয় তাহাকেই রপ্তানির ফিরিস্তি কহে। ফিরিস্তির পরিশিষ্টে কোন্ দ্রব্য কোন্ শ্রেণীভুক্ত তাহা দেখান হয়।

Export of Capital—মূলধন রপ্তানি: এক দেশের নাগরিক অন্য দেশের ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ করিলে অথবা এক দেশের নাগরিক অন্য দেশের ঋণ পত্রাদি ক্রয় করিয়া লগ্নী করিলে তাহাকে মূলধন রপ্তানি কহে।

Export Promotion Committee—রপ্তানি প্রসার কমিটি: ১৯৪৯ সালে ভারত সরকার ভারতের রপ্তানি কি করিয়া বাড়ান যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সুপারিশ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটির আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে রপ্তানি বীমার যুক্তিযুক্ততাই ছিল প্রধান। এই কমিটি রপ্তানি মূল্য বীমাকরণের পক্ষপাতী ছিলনা বরং উৎপাদন ব্যবস্থা উন্নততর করিয়া উৎকৃষ্ট কাচামাল ব্যবহার করিয়া, বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতি-বিধান করিয়া যাহাতে রপ্তানি মূল্য কমাইয়া রপ্তানি বাড়ান যায় সে বিষয়ে উৎপাদকদের সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করিয়াছিল।

১৯৫৭ সালে একই উদ্দেশ্যে সরকার আর একটি কমিটি বসাইল। ঐ কমিটির সুপারিশ ছিল যে গ্রেট-বৃটেন, ফ্রান্স, কানাডা প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশের মত ভারতেও এমন একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক যাহা রপ্তানি মূল্য বীমা করিবে। যে সকল বেসরকারী বীমা প্রতিষ্ঠান আছে উহারা অনেক প্রকার ঝুকি বীমা করেনা। রপ্তানি করার পর গন্তব্যস্থলে জাহাজ পৌঁছিবার পূর্বে সেই দেশে আমদানী সম্বন্ধে কোন নিষেধাজ্ঞা জারী হইলে, রপ্তানি করার পর যুদ্ধ বাধিলে ইত্যাদির জন্য রপ্তানি কারকের রপ্তানি মূল্য

আদায়ে অসুবিধা হইলে অথবা রপ্তানি মূল্য আদায় করিতে না পারিলে রপ্তানি কারকের যে লোকসান হইবে তাহা বীমা করার মত কোনও প্রতিষ্ঠান নাই। দ্বিতীয় কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করিয়া ভারত সরকার Export Risks Insurance Corporation of India (Private) Ltd. নামে একটি ঘরোয়া সসীম দায়িত্ব সংস্থা স্থাপন করিয়াছে। Export Risks Insurance Corporation of India (Private) Ltd. দ্রষ্টব্য।

Export Risks Insurance Corporation of India (Private) Ltd.—দ্বিতীয় রপ্তানি প্রসার কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী বা ঘরোয়া দায়সীমাবদ্ধ সংস্থা। রপ্তানির পরিমাণ বাড়াইবার উদ্দেশ্যেই বিশেষতঃ ধারে রপ্তানির পরিমাণ বাড়াইবার জন্য এই প্রতিষ্ঠান রপ্তানি মূল্য পরিশোধের প্রতিশ্রুতিতে বীমা করিবে। রপ্তানি মূল্য আদায়ে অসুবিধা হইলে অথবা রপ্তানি মূল্য অনাদায়যোগ্য হইলে অথবা যে কোন কারণে রপ্তানিকারকের লোকসান হইলে সেই লোকসান বা ক্ষতিপূরণের জন্য এই প্রতিষ্ঠান বীমা করে। বেসরকারী বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি এই সকল সম্ভাব্য লোকসান বা ক্ষতি পূরণের জন্য বীমা করেনা বলিয়াই এই বিশেষ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হইয়াছে। Export Promotion Committee দ্রষ্টব্য।

Expropriation—স্বত্ব বিচ্যুতি :—Eminent Domain দ্রষ্টব্য। ব্যক্তিগত সম্পত্তি খেসারত বা ক্ষতিপূরণ দিয়া সরকারের অধিকার করার ক্ষমতাকে স্বত্ব বিচ্যুতি কহে। তবে ইচ্ছা করিলে সরকার ক্ষতিপূরণ না দিয়াও ব্যক্তিগত সম্পত্তি দখল করিতে পারে। বেশীর ভাগ সময়েই ক্ষতি পূরণ দেওয়া হয় না।

Export Surplus—রপ্তানি উদ্বৃত্ত : Balance of Trade দ্রষ্টব্য। রপ্তানির মূল্য আমদানী মূল্যের অধিক হইলে যে উদ্বৃত্ত থাকে তাহাকে রপ্তানি উদ্বৃত্ত কহে।

Extended—বর্দ্ধিত (ঋণ) : দেনা পরিশোধ করার নির্দিষ্ট সময়ের পরও অতিরিক্ত সময় দেওয়া হইলে ঐ প্রকার দেনাকে বুঝায়। ব্যবসায়ের ঋণের পরিমাণ চলতি সম্পদের তুলনায় অনেক বেশী হইলে তাহাকে অতিবর্দ্ধিত (Over extended) ঋণ কহে।

Extended Bond—বিলম্বিত ঋণ-পত্র : যে ঋণ পত্র পরিশোধের

তারিখ বা মেয়াদ ঋণ দাতাদের সম্মতিক্রমে অনিশ্চিত কালের জন্য স্থগিত রাখা হয় সেই ঋণপত্রকে বিলম্বিত ঋণ পত্র কহে।

Extension Bond—রেল কোম্পানী রেল লাইন বর্দ্ধিত করিয়া নূতন অধিকৃত জমি বন্ধক রাখিয়া ঋণ সংগ্রহ করিলে যে ঋণপত্র দেয় তাহাকে বুঝায়।

Extensive Cultivation, Extensive Agriculture—ব্যাপক চাষ : দেশে খাদ্য দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে অথবা শিল্পে ব্যবহারোপযোগী কৃষিজ পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে যদি নূতন জমি চাষ করার সুযোগ থাকে তবে সেই কৃষি ব্যবস্থাকে ব্যাপক চাষ কহে। (Intensive Cultivation দ্রষ্টব্য।) ব্যাপক চাষ নূতন দেশগুলিতে, যেখানে জন বসতি অপেক্ষাকৃত অল্প দিনের সেই সকল দেশেই সম্ভব। অথবা যে সকল দেশে জন সংখ্যার তুলনায় চাষোপযোগী জমির পরিমাণ অধিক সে সকল দেশেও ব্যাপক চাষ সম্ভব। ব্যাপক চাষ বলিতে আবার পুরাতন বা আদিম পদ্ধতি অনুযায়ী চাষ ব্যবস্থাকেও বুঝায়।

External Reserves—বহির্সঞ্চয় তহবিল : যে দেনা এখনও শোধ হয় নাই, সম্ভাব্য দেনা, আনুমানিক অশোধ্য ও সন্দেহ জনক ঋণ; সম্ভাব্য ব্যয়; ইত্যাদি পুরণের জন্য চলতি আয় হইতে যে বিশেষ বিশেষ সঞ্চিতি বা সঞ্চয় তহবিল গঠন করা হয় সেই সমস্ত সঞ্চয় তহবিলকে বহির্সঞ্চয় তহবিল কহে।

External National Debt—বৈদেশিক জাতীয় ঋণ : জাতীয় ঋণের যে অংশ অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকগণের নিকট হইতে গ্রহণ করা হয় তাহাই বৈদেশিক জাতীয় ঋণ। বৈদেশিক জাতীয় ঋণে সুদ ও আসল ঋণ দাতার অর্থাৎ পাওনাদারের দেশে চলতি মুদ্রায়ই পরিশোধ করার নিয়ম।

Extra-Ordinary Resolution—বিশেষ প্রস্তাব, বিশেষ সংকল্প : Special Resolution দ্রষ্টব্য।

Extended Protest—বিলম্বিত প্রতিবাদ : জাহাজের অধ্যক্ষ প্রতিকূল আবহাওয়া অথবা কোন প্রতিকূল অবস্থার জন্য জাহাজে মালের ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া কোন লেখ্য প্রামাণিকের (Notary Public) নিকট প্রতিবাদ জানাইলে তাহাকে বিলম্বিত প্রতিবাদ কহে। প্রতিবাদ লেখ্য প্রমাণী করার (noting) জন্য জাহাজের অধ্যক্ষকে জাহাজের দৈনিক অবস্থার এক বিবরণী লেখ্য প্রামাণিকের নিকট দাখিল করিতে হয়।

Ex Warehouse—গুদাম হইতেঃ কোন মাল "গুদাম হইতে" বলিয়া বিক্রয় হইলে ক্রেতাকে গুদাম হইতে গন্তব্যস্থলে বহন করার বাহনের ব্যবস্থা করিতে হয়। যদি বিক্রেতা বাহনের ব্যবস্থা করে তাহা হইলে ক্রেতাকে গুদাম হইতে গন্তব্য স্থল পর্য্যন্ত বহনের মাশুল দিতে হয়। "গুদাম হইতে" বলিয়া যে দ্রব্য বিক্রয় করা হয় তাহা গুদাম ঘর হইতেই পাওয়া যাইবে তাহাও বুঝায়।

Exchange Banks—বিনিময় ব্যাঙ্কঃ যে সমস্ত ব্যাঙ্কের প্রধান কার্য্যই বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় করা সেই সমস্ত ব্যাঙ্কই বিনিময় ব্যাঙ্ক। বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসারে ইহারা যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে।

Economic Mobilisation—আর্থিক যোজনঃ বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণ করবার জন্য দেশের আর্থিক সম্পদের পূর্ণ প্রয়োগকে বুঝায়। যুদ্ধ কালে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সমস্ত সম্পদ সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা হইলে তাহাকে আর্থিক যোজন কহে।

Expeditor—দ্রুত কারক: শিল্পে যে ব্যক্তির কাজ নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আবশ্যকীয় কাচামাল যোগানের ব্যবস্থা করা এবং পূর্ব নির্দ্ধারিত সময় সূচী অনুসারে মাল সরবরাহের ব্যবস্থা করা, সেই ব্যক্তিকে বুঝাইতে ব্যবহার করা হয়।

Expendable—নিঃশেষ উপযোগীঃ যে দ্রব্য সাধারণ ভাবে ব্যবহার করিয়া নিঃশেষ করা যায় অর্থাৎ যাহার কোন রদ্দী মূল্য থাকে না তাহার নাম নিঃশেষ উপযোগী দ্রব্য। বিশেষ করিয়া তরল বস্তুর বেলায়ই ইহার প্রয়োগ করা হয়।

Extractive Industry—নিষ্কর্ষকারী শিল্প: (১) যে শিল্প ভূগর্ভ অথবা জলগর্ভ হইতে কোন দ্রব্য উত্তোলন করে এবং যাহা সরাসরি ব্যবহার করা চলে যেমন কয়লা, প্রবাল, এই সকল শিল্পকে নিষ্কর্ষকারী শিল্প কহে। এই সকল শিল্প প্রাকৃতিক সম্পদ শূন্যীকরণের কাজ করে বলিয়াই এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

(২) যে সকল শিল্প কোন দ্রব্যের নির্য্যাস বা সারভাগ ব্যবহার করে তাহাকেও বুঝায় যেমন রং শিল্প।

Effects not cleared—অনাদায়ঃ চেক অস্বীকৃত হইলে যে ব্যাঙ্কে চেক আদায়ের জন্য জমা দেওয়া হয় সেই ব্যাঙ্ক জমাকারীকে "অনাদায়" এই

কথা লিখিয়া চেকখানা ফেরত পাঠায়। চেক লেখকের সহি না মিলিলে, যথাযথভাবে চেক না লেখা হইলে, ব্যাঙ্কে চেক লেখকের অর্থের অপ্রচুর হইলে চেক অনাদায় বলিয়া ফেরত দেওয়া হয়।

F

Fabian Socialism—ফেবিয় সমাজবাদ : সমাজতন্ত্রের একরূপ। ফেবিয় সমাজতন্ত্রে যাহারা বিশ্বাস করেন তাহাদের মতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে শ্রেণী বিপ্লবের কোন আবশ্যক নাই। সংস্কারের মাধ্যমে যে ক্রমবিকাশ হয় তদ্বারা ধনতান্ত্রিক সমাজে সমাজতান্ত্রিক উপায়ে উৎপাদন ও বিতরণ পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করা সম্ভব। বিপ্লবই মার্কসীয় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে আর ক্রমবিকাশ বা বিবর্ত্তনই ফেবিয় সমাজবাদীদের মতে একমাত্র উপায়। বিপ্লবের নামে শ্রেণীবিদ্বেষ দেখা যাইতে পারে, সংস্কারের মধ্য দিয়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় শ্রমিক মালিক সংঘাতের পরিবর্ত্তে সহযোগিতাই দেখা দিবে। কাজেই ফেবিয় সমাজবাদীগণ শ্রমিকদের মধ্যে এক নব ভাবের সঞ্চার করিতে চাহেন। সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কখনই সম্ভব নয় বলিয়া যাহারা বিশ্বাস করেন সেই সমস্ত রাজনীতি ও অর্থনীতিবিদ ফেবিয় সমাজবাদকে কাল্পনিক (Utopian) সমাজতন্ত্র বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। রবার্ট আওয়েন এই মতবাদের প্রবর্ত্তক ছিলেন। জর্জ বার্ণাড শ, ওয়েব দম্পতি, প্রমুখ অনেক বড় বড় চিন্তাশীল রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক নেতা Fabian Societyর সদস্য। ভাববাদী বলিয়া এই Society এখনও জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই।

Face Value—আঙ্কিক মূল্য : মুদ্রা, নোট, শেয়ার, ঋণপত্র ইত্যাদির উপর অঙ্কিত মূল্যকে বুঝায়। ইহার সহিত বাজার দরের কোন সম্পর্ক নাই। নানা কারণে এই সকল দ্রব্যের বাজার দর আঙ্কিক বা অঙ্কিত মূল্য হইতে কম বা বেশী হইতে পারে।

Factor—প্রতিনিধি : মূল ব্যবসায়ীর প্রতিনিধি হিসাবে যে কাজ

করে তাহাকেই ব্যবসায়ে প্রতিনিধি কহে। প্রতিনিধি হিসাবে মালিকের পক্ষে পণ্য ক্রয় বিক্রয় করাই তাহার কাজ। যে দ্রব্য বা পণ্য তাহার নিজ অধিকারে থাকে সে তাহাই বিক্রয় করিতে পারে। প্রতিনিধির কতকগুলি অলিখিত অধিকার থাকে :—

(১) নিজ নামে ব্যবসা করা—অর্থাৎ মালিককে উহ্য রাখিয়া নিজ নামে পণ্য ক্রয় বিক্রয় করার অধিকার; (২) মালিকের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করিয়া যে কোন সময়ে ও যে কোন স্থানে দ্রব্য বিক্রয় করার অধিকার; (৩) চলতি ধারের নিয়মে ধারে বিক্রয় করার অধিকার; (৪) নিজ নামে মালিকের পক্ষে অর্থ গ্রহণ করার অধিকার। প্রতিনিধিকে যে দস্তুরি বা মজুরী দেওয়া হয় তাহাকে প্রতিনিধির পারিশ্রমিক (Factorage) কহে।

Factorage—প্রতিনিধির পারিশ্রমিক : Factor দ্রষ্টব্য।

Factors of Production—উৎপাদনের উপাদান : পণ্য উৎপাদনে যে সমস্ত দ্রব্যের সঞ্চয় দরকার সেই সমস্ত দ্রব্যকেই উৎপাদনের উপাদান কহে। উপাদান ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়—(১) শ্রমিক—কায়িক অথবা মানসিক; (২) মূলধন—অতীতের সঞ্চয়। মূলধন বলিতে যন্ত্রপাতি ইত্যাদিকে ধরা হয়; (৩) জমি ও কাচা মাল—ইহাতে প্রাকৃতিক দানকে বুঝায়। অনেকের মতে সংগঠনও—(অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঐ তিনটি উপাদানের সমন্বয় ঘটাইয়া উৎপাদনে সহায়তা করে তাহার পরিশ্রম) একটি উপাদান।

Factory Acts—কারখানা আইন : শ্রমিকদের চাকুরীর অবস্থা উন্নয়নের জন্য, অথবা শ্রমিকদের মজুরী, কাজের সময় নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি বিষয়ক আইন সকলই কারখানা আইন বলিয়া জ্ঞাত। কারখানা আইনে যে বিশেষ বিশেষ অনুবিধি থাকে তাহার মধ্যে—(১) শ্রমিকদের ন্যূনতম বয়স নির্দ্ধারণ; (২) বিশেষ বিশেষ শিল্পে স্ত্রীলোক শ্রমিক নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ; (৩) কাজের সময় বাধিয়া দেওয়া; (৪) কারখানা আইনের অনুবিধি যথাযথভাবে শিল্পে প্রয়োগ হয় কিনা তাহা পরিদর্শন করার অধিকার, ইত্যাদি প্রধান।

Factory System of Production—কারখানা পদ্ধতিতে উৎপাদন : পারিবারিক উৎপাদন ব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়া কারখানা পদ্ধতিতে উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন শিল্প বিপ্লবের একটি অনিবার্য্য ফল। কারখানা পদ্ধতিতে উৎপাদন বলিতে কোন শিল্পের সমস্ত শ্রমিকের একই

দালান অথবা ঘরে কাজ করাকে বুঝায়। ইহাতে শুধু একস্থানে জড় হইয়া কাজ করায়ই বুঝায় না ; শ্রমিকদের যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদনও বুঝায় এবং সে যন্ত্রপাতি মালিক যোগায়। যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন হয় বলিয়া বহুল উৎপাদনই কারখানায় উৎপাদনের রীতি। কারখানা পদ্ধতিতে উৎপাদনে বহুল উৎপাদন বুঝায়। ইহাতে যে শ্রমিক কার্য্য করে তাহার কারখানায় বা উৎপাদন ব্যবস্থায় মালিকানা স্বত্ব থাকে না। ভাড়াটিয়া শ্রমিক নিয়া কাজ করাই কারখানা উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য।

Faculty Principle of Taxation : Ability to Pay দ্রষ্টব্য।

Facultative Endorsement—স্বত্বত্যাগী পিছনসহি : পিছন সহিকারী কোন প্রকার অধিকার ত্যাগ করিয়া পিছন সহি করিলে তাহাকে স্বত্বত্যাগী পিছন সহি কহে। কোন চেক অস্বীকৃতি হইলে পিছনসহিকারীকে যে বিজ্ঞপ্তি (Notice) দিতে হয় অনেক সময়ে পিছন সহিকারী লিখিয়া দেয় যে এই প্রকার বিজ্ঞপ্তির আবশ্যক নাই। এই প্রকার পিছন সহিকে স্বত্বত্যাগী পিছনসহি কহে।

Failure—অক্ষমতা : পাওনাদরদের সহিত সভায় মিলিত হইয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া পর্য্যন্ত এবং ব্যবসায়ের হিসাব পরীক্ষা করিয়া প্রকৃত আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা পর্য্যন্ত কোন ব্যবসায়ী অর্থ প্রদান স্থগিত রাখিলে তাহাকে অক্ষমতা কহে।

Fair Return—ন্যায্য আগম : লগ্নীকৃত মূলধন খাটাইয়া ন্যায্য পাওনা বা আগমকে বুঝায়। ব্যবসায়ী দ্রব্যের মূল্য অথবা সেবার মাশুল নির্দ্ধারণে এই নিয়মের প্রয়োগ করিয়া থাকে। অর্থাৎ যে মূলধন খাটান হয় তাহাতে ন্যায্য পাওনা ও আগম কি হইতে পারে তাহা দ্বারাই দ্রব্যের বা সেবার মূল্য স্থির করা হয়। চলতি কথায় আমরা বুঝি যে একই রকম অবস্থায় অনুরূপ আর কয়েকটি শিল্প বা ব্যবসা যে হারে মুনাফা করে তাহাই ন্যায্য আগম।

Fair Trade—ন্যায় বাণিজ্য : বৈদেশিক বাণিজ্যে অনুকল্প (Quid Pro Quo) বাণিজ্য নীতি প্রয়োগকে ন্যায় বাণিজ্য কহে। যে দেশ আমদানীর উপর সংরক্ষণ শুল্ক বসায় না অর্থাৎ অবাধ বাণিজ্য মানিয়া চলে সেই দেশের সহিত অবাধ বাণিজ্য চালাইলে ; আর যে দেশ সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করে সেই দেশ হইতে আমদানীকৃত দ্রব্যের উপর আমদানী শুল্ক বসাইলে, উহাকে ন্যায় বাণিজ্যের উদাহরণ বলা যায়। বৈদেশিক বাণিজ্যে যে দেশ যেমন নীতি

অনুসরণ করিবে সেই দেশের সহিত তেমন নীতি গ্রহণ করাই ন্যায় বাণিজ্য।

Falling Rate of Profit Theory—ক্রমহ্রাসমান মুনাফা সিদ্ধান্ত : Declining marginal efficiency of capital দ্রষ্টব্য।

Family Industry—পারিবারিক শিল্প : Domestic Industry দ্রষ্টব্য।

Fascism—ফ্যাসিবাদ : ফ্যাসিবাদকে অনেকে উগ্র জাতীয়তাবাদ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যদি এই সংজ্ঞা নির্ভুল হয় তাহা হইলে ফ্যাসিবাদে উগ্র জাতীয়তাবাদের ফলস্বরূপ অপরের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার হরণ বুঝায়। ফ্যাসিবাদে উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব থাকে কিন্তু সরকার এমত ভাবে উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করে যাহাতে ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পরে। শিল্পের ব্যবস্থাপনা ও মূলধন প্রয়োগ সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন। ফ্যাসিবাদে সংঘ গঠন করিয়া যৌথ সওদা করার অধিকার শ্রমিকদের থাকেনা। শ্রমিকদের উন্নতি বিষয়ক যথাকর্ত্তব্য রাষ্ট্রই অগ্রণী হইয়া করিয়া থাকে।

রাজনীতি ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদও একনায়কত্ব মানিয়া নিয়াছে।

Fathom—ছয় ফুটে এক ফ্যাদম। জলের, খনির গভীরতা অথবা দড়ি দড়ার দৈর্ঘ্য পরিমাপ করিতে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

Favourable Balance of Trade—অনুকূল বাণিজ্য উদবৃত্ত : Balance of Trade দ্রষ্টব্য।

Favourable State of Exchange—অনুকূল বৈদেশিক মুদ্রাবস্থা : স্বর্ণমান বিশিষ্ট একাধিক দেশের মধ্যে বহির্বাণিজ্য চলিলে মুদ্রা মান অনুকূল হইয়া স্বর্ণ আগম নির্গমদরের (Specie points) ঊর্দ্ধে উঠিলে তাহাকে অনুকূল বৈদেশিক মুদ্রাবস্থা কহে। অনুকূল বৈদেশিক মুদ্রাবস্থায় বিদেশ হইতে দেশে স্বর্ণ আমদানী হয়।

Featherbedding—সপক্ষক : শ্রমিক সংঘের আইনে সহজে চাকুরী পাওয়া অথবা একই কাজের জন্য বহু শ্রমিক নিয়োগ করার বিধি অন্তর্ভুক্ত হইলে তাহাকে সপক্ষক কহে। এই বিধি লিপিবদ্ধ থাকিলেও ইহা কার্য্যকরী হয় না। ইহার ব্যবহার করা হয় শ্রমিক সম্পর্ক স্থির করিতে।

Federal Aid—কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তা : যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য (State) সরকারকে কোন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য যে আর্থিক সাহায্য দিয়া থাকে তাহাকে বুঝায়। সাহায্যের পরিমাণ পরিকল্পনা মূল্যের একাংশ অথবা পুরাপুরিও হইতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন না করিলে পরিকল্পনা কার্য্যকরী হয় না। "ভারতবর্ষে" এই প্রকার আর্থিক সাহায্যকে Central Aid কহে।

Federal Reserve System—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা এই নামে পরিচিত। অন্যান্য দেশে একটি মাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আছে কিন্তু আমেরিকাতে একটি মাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দ্বারা ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ হয় না। সেখানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে Federal Reserve Act 1913, অনুসারে ১২টি অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেকটি অঞ্চলে ১টি করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আছে। ১২টি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেরই (Federal Reserve Bank) সম্মিলিত নাম কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক পদ্ধতি। ১২টি ব্যাঙ্কের কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ এবং সমন্বয় করার জন্য ১টি কেন্দ্রীয় পর্ষদ আছে, উহার নাম Federal Reserve Board। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত ব্যাঙ্কই Federal Reserve System এর সদস্য নহে, তবে যে সকল ব্যাঙ্কে দেশের অধিকাংশ সঞ্চয় জমা থাকে সেই সকল ব্যাঙ্কই উহার সদস্য। সদস্য ব্যাঙ্কগুলির (Member Banks) অবস্থা অন্যান্য দেশের তালিকাভুক্ত (Scheduled) ব্যাঙ্কগুলির অনুরূপ।

Fee—দেয় ; মাশুল : (১) কোন সেবা বা কার্য্যের বদলে যে পারিশ্রমিক বা মূল্য দেওয়া হয় তাহাকে বুঝায়।

(২) সামন্ত তন্ত্রে, জায়গীরদারদের সামরিক সেবার পরিবর্ত্তে জমি বিলি করার যে প্রথা ছিল উহাকেই বুঝাইত।

Fee Simple : মালিকের পূর্ণ আয়ত্বে নির্দ্দায়ী ও দ্বন্দ্বহীন জমিকে বুঝাইতে ব্যবহার হয়।

Fee Tail : বংশানুক্রমিক ভাবে ভোগ করার উপযুক্ত জমিকে বুঝায়।

Feme Sole—নির্দায় স্ত্রীলোক, স্বাধীন স্ত্রীলোক : কুমারী অথবা বিধবা, যাহার ভরণপোষণের ভার অপর কাহাকেও গ্রহণ করিতে হয় না তাহাকেই নির্দায় স্ত্রীলোক বা স্বাধীন স্ত্রীলোক কহে।

Fellow Servant Doctrine—সমস্রোতীয় : ব্যবহারিক নিয়মে

বা প্রথা সম্মত অলিখিত নিয়মে (Common Law) একজন শ্রমিকের কার্য্য আরেকজন শ্রমিকের দুর্ঘটনার কারণ হইলে মালিক শ্রমিককে ক্ষতি-পূরণ করায় দায়িত্ব হইতে রেহাই পায়। অথবা ইহা প্রমাণ না হইলে মালিক ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব হইতে রেহাই পায় না।

Feudal System—সামন্ত প্রথা : মধ্যযুগের ইউরোপে এক প্রকার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থাকে বুঝায়। সামন্ত প্রথায় অর্থনৈতিক কার্য্য কলাপ কৃষি ভিত্তিক ছিল। সামন্ত রাজগণ নিজেদের জমি চাষ আবাদ করিতে ভাড়াটিয়া কৃষি শ্রমিক নিয়োগ করিতেন। ঐ সকল কৃষি শ্রমিকের নিজস্ব কোন স্বাধীনতা ছিল না। কৃষি শ্রমিকগণ তাহাদের শ্রমের বদলে জীবিকা, বাসস্থান পাইত। অনেকেই সামন্ত প্রথা ফরাসী বিপ্লবের কারণ বলিয়া মনে করেন। শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় এবং ধীরে ধীরে সামন্ত প্রথা বিলোপ পায়।

Fiat—হুকুম : আদালত কর্তৃক প্রচারিত হুকুমকেই বুঝায়।

Fiat Money—সরকারী হুকুমতী কাগজী মুদ্রা; গচ্ছিত হীন কাগজী মুদ্রা : কোন মূল্যবান ধাতু যেমন স্বর্ণ বা রৌপ্য জমা না রাখিয়া যে কাগজী মুদ্রা ছাপা হয় তাহাই হুকুমতী কাগজী মুদ্রা। এই প্রকার কাগজী মুদ্রা অপরিবর্ত্তনীয়। কারণ ইহার সমমূল্যের কোন ধাতু মুদ্রা ছাপাইবার প্রাধিকারের ঘরে বা টাকশালে জমা থাকে না। অপরিবর্ত্তনীয় হইলেও ইহা বৈধ মুদ্রা। (Fiduciary Money দ্রষ্টব্য)

Fictitious Assets—কাল্পনিক সম্পদ : যে সম্পদ বিক্রয় উপযোগী নহে। অর্থাৎ যাহার লিখিত মূল্য দেখান হইলেও প্রকৃত পক্ষে যাহা ব্যবসায়ের সম্পদ নহে, এবং যে সম্পদ দ্বারা ব্যবসায়ের দায় শোধ করা যায় না তাহাই কাল্পনিক সম্পদ। বিলম্বিত খরচ যেমন যৌথ সংঘের প্রারম্ভিক ব্যয়; লোকসান মূলধন হইতে বাদ না দিয়া যদি উদ্বৃত্ত পত্রে সম্পদ হিসাবে দেখান হয় তাহা হইলে উহাকে কাল্পনিক সম্পদ বলা হয়। অনেকের মতে ব্যবসায়ের সুনাম (Goodwill) কাল্পনিক সম্পদ। (Goodwill; Preliminary Expenses দ্রষ্টব্য)।

Fictitious Bill—অপ্রাকৃত হুণ্ডি : উপযোচক হুণ্ডিকে অপ্রাকৃত হুণ্ডি কহে। দ্রব্য বিনিময়ের ফলে এই হুণ্ডির উদ্ভব হয় না বলিয়াই ইহাকে অপ্রাকৃত হুণ্ডি বলে। (Accommodation Bill দ্রষ্টব্য)।

Fictitious Payee—কাল্পনিক প্রাপক : বিনিময় পত্র বা হুণ্ডিতে প্রাপক হিসাবে যদি এমন এক ব্যক্তির নাম লিখা হয় যে প্রকৃত প্রাপক নহে, অথবা যাহাকে প্রকৃত পক্ষে হুণ্ডি দাতার অর্থ প্রদান করার ইচ্ছাও নাই তবে সেই প্রকার প্রাপককে কাল্পনিক প্রাপক কহে। এই প্রকার হুণ্ডি অদিষ্ট হুণ্ডি না হইয়া বাহক হুণ্ডি হয়।

Fidelity Bond—অসাধুতাজনিত ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকার পত্র : ইহা এক প্রকার ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকার পত্র। ইহাতে এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া তহবিল তছরূপ করিলে তৃতীয় এক ব্যক্তি তছরূপের ক্ষতি পূরণ করার অঙ্গীকার দেয়। ক খ প্রতিষ্ঠানের খাজাঞ্চী। ক এর বিশ্বস্ততার জামিন স্বরূপ গ খ প্রতিষ্ঠানের সহিত এরূপ অঙ্গীকারবদ্ধ হইল যে ক যদি তহবিল তছরূপ করে তাহা হইলে গ উহা পূরণ করিবে। এই অঙ্গীকারের মেয়াদ কর্ম্মচারীর কার্য্যের প্রকৃতি বদল হইলে অথবা কর্ম্মচারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে শেষ হয়। কর্ম্মচারীর সম্মুখে তহবিল তছরূপের সমস্ত পথ অথবা প্রলোভনের পথ উন্মুক্ত রাখিলে মালিক ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারে না। মালিককে ন্যায্য সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়, তাহার পরও তাহার ক্ষতি হইলে সেই ক্ষতিপূরণ করিতেই এই অঙ্গীকারকারী বাধ্য।

Fidelity Insurance—অসাধুতাজনিত ক্ষতি পূরণের বীমা : Fidelity Bond এই প্রকার বীমার নিদর্শন। মালিক কর্ম্মচারীর অসাধু কার্য্যের ফলে লোকসানের সম্ভাবনা থাকিলে সেই লোকসান বীমা করিলে তাহাকে অসাধুতাজনিত ক্ষতি পূরণ বীমা কহে। ইহাকে Suretyship Insuranceও কহে উহা দ্রষ্টব্য।

Fiduciary—প্রত্যয়ী, বিশ্বাসাশ্রিত : যাহার উপর বিশ্বাস করিয়া কোন সম্পত্তি রক্ষণের ভার ন্যস্ত করা হয় তাহাকে প্রত্যয়ী বা বিশ্বাসাশ্রিত বলে। অছি অথবা নাবালকের অভিভাবক প্রত্যয়ী বা বিশ্বাসাশ্রিত ।

Fiduciary Issue—প্রত্যয়ী মুদ্রা : বিশ্বাসাশ্রিত বা প্রত্যয়ী মুদ্রা। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মূল্যবান ধাতু—স্বর্ণ বা রৌপ্য জমা না রাখিয়া সরকারী হুণ্ডী বা প্রত্যয় পত্র জমা রাখিয়া যে কাগজী মুদ্রা ছাপায় উহাই প্রত্যয়ী মুদ্রা। এই সকল কাগজী মুদ্রা অপরিবর্ত্তনীয় কিন্তু ইহাও বৈধ মুদ্রা। সরকারী ঋণ পত্রে বা হুণ্ডিতে জনসাধারণের বিশ্বাস থাকিলেই এই প্রকার কাগজী

মুদ্রা বৈধ মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষের মুদ্রা ব্যবস্থায় ৪০০ কোটি মূল্যের কাগজী মুদ্রার জন্য সর্বদাই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে স্বর্ণ বা খুব উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বৈদেশিক ঋণপত্র (যেমন Sterling Securities) জমা রাখিতে হয়। উহার উর্দ্ধে যে কাগজী মুদ্রা ছাপা হয় তাহাই প্রত্যয়ী মুদ্রা। (Fiduciary note issue, Fiduciary money দ্রষ্টব্য)।

Fiduciary Loan—বিশ্বাসাশ্রিত ঋণ; প্রত্যয়ী ঋণ: ঋণ গ্রহীতার সম্মান অথবা ঋণ গ্রহণ ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়াই যে ঋণ দেওয়া হয় সেই ঋণকে প্রত্যয়ী ঋণ কহে। এই প্রকার ঋণের জন্য কোনও জামানত থাকে না বলিয়াই ইহাকে প্রত্যয়ী ঋণ কহে।

Fiduciary Money—প্রত্যয়ী মুদ্রা: Fiduciary Issue দ্রষ্টব্য।

Fiduciary Note—প্রত্যয়ী কাগজী মুদ্রা: Fiduciary Issue দ্রষ্টব্য।

Fiduciary Standard—প্রত্যয়ী মান: মুদ্রা ব্যবস্থায় সমস্ত মুদ্রাই যদি অপরিবর্ত্তনীয় কাগজী মুদ্রা হয় (অর্থাৎ কাগজী মুদ্রার বদলে টাকশাল হইতে কোন মূল্যবান ধাতু পাওয়া না যায়) তবে তাহাকে প্রত্যয়ী মান কহে। আবার কাগজী মুদ্রা না হইয়া ধাতব মুদ্রা ও প্রত্যয়ী মুদ্রা হইতে পারে। যখন ধাতব মুদ্রার যে মূল্য অঙ্কিত থাকে মুদ্রায় উহার সম পরিমাণ ধাতু থাকে না তখন সেই ধাতব মুদ্রাও প্রত্যয়ী মুদ্রা। অথবা ধাতব মুদ্রায় অঙ্কিত মূল্য মুদ্রায় ধাতুর পরিমাণ নিরপেক্ষ হয় তবে সেই ধাতব মুদ্রাও প্রত্যয়ী মানমুদ্রা। ইহার যে কোনও প্রকার হইলে সেই মুদ্রা মানকে প্রত্যয়ী মান কহে।

Fief—জায়গীর: সামরিক কার্য্যে সাহায্যের পরিবর্ত্তে যে জমি দেওয়া হয় তাহাই জায়গীর। সামন্ততন্ত্রে জায়গীরদারদের যে জমি বিলি করা হইত উহা হইতেই এই কথাটির উদ্ভব। তদবধি উপরওয়ালাকে কোন রূপ সেবা করিলে সেবার মূল্য হিসাবে যে জমি পাওয়া যায় বা দেওয়া হয় তাহাই জায়গীর বলিয়া জ্ঞাত।

Figure Code—আঙ্কিক গূঢ়লেখ: বৈদেশিক বাণিজ্যে অথবা বৈদেশিক দূত কর্তৃক সংবাদ আদান প্রদানে গূঢ় লেখ্যের এক ধারা। ইহাতে সংখ্যা সমষ্টি দ্বারা এক একটি বাক্য বা শব্দ সমষ্টি বা বাক্যাংশ প্রকাশ করা হয়। সেই হেতু ইহার নাম আঙ্কিক গূঢ়লেখ।

File—ফাইল : কোন বাক্স অথবা অনুরূপ কোন আধারে দলিল পত্রাদি ক্রমিকানুক্রমিক ভাবে রাখার উপায় থাকিলে সেই বাক্স বা তদনুরূপ কোন বস্তুকে ফাইল কহে।

Finance—অর্থবিষয়ক : অর্থ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক বিজ্ঞানকে বুঝায়।

Finance Bill—অর্থ বিধেয়ক : রাজস্ব সচিব নিম্ন সভায় (ভারতবর্ষে লোকসভায়; ইংলণ্ডে সাধারণ সভায় ইত্যাদি)—যেখানে দ্বিকক্ষ আইন সভা আছে—অথবা আইন সভায় জাতীয় ব্যয় ও আয় সম্বন্ধে যে বিল উপস্থাপিত করেন উহাই অর্থ বিধেয়ক। এই বিধেয়কে সম্ভাব্য ব্যয় পূরণের জন্য কর ধারা কিভাবে সমন্বয় করা হইবে তাহার ইঙ্গিত দেওয়া হয়।

Finance Companies—অর্থ সরবরাহকারী যৌথ সংঘ : যে সকল ব্যাঙ্ক শিল্পে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ, লগ্নী বা বিনিয়োগ করে তাহাই অর্থ সরবরাহকারী যৌথ সংঘ। ইহারা নিজস্ব আদায়ীকৃত মূলধন ব্যতীত সাধারণের মধ্যে শেয়ার বিক্রয় করিয়াও অথবা ঋণ পত্র বিক্রয় করিয়াও অর্থ সংগ্রহ করে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক শিল্পের দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ যোগান দিতে পারে না বলিয়াই এই সকল প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা দিন দিন অনুভূত হইতেছে। (Investment Banks দ্রষ্টব্য)

Financier—অর্থ ব্যাবস্থাপক, পুঁজিপতি : ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য যে মূলধন সংগ্রহ করে, যে মলধন যোগায়, অথবা যাহার উপর কোন নিগমের তহবিল ব্যবস্থাপনার ভার ন্যস্ত থাকে তাহাকে অর্থ ব্যাবস্থাপক বলে।

Financial Crisis—আর্থিক সংকট : টাকার বাজারে অর্থাৎ দীর্ঘ মেয়াদী ও স্বল্প মেয়াদী ঋণের বাজারে স্বল্প স্থায়ী অসুবিধাকেই আর্থিক সংকট কহে। দীর্ঘ মেয়াদী ও স্বল্প মেয়াদী উভয় প্রকার ঋণের যোগান সংকুচিত হইলে আর্থিক সংকট অবস্থা দেখা দিয়াছে বলা যায়। ইহাতে শিল্প সংকটের মত অর্থনীতির সমস্ত বিভাগ বিপর্য্যস্ত হয় না। কেবলমাত্র ব্যাঙ্ক, লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান ও তদসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি এবং যাহাদের ব্যবসা লগ্নী করা তাহারাই অসুবিধায় সম্মুখীন হয়। অর্থ জোগানে সাময়িক অসুবিধাকেই আর্থিক সংকট কহে।

Financial House—যৌথসংঘ সংস্থাপক : যৌথসংঘ সংস্থাপনে সাহায্যকারী একপ্রকার বিশেষ প্রতিষ্ঠান। এই সকল প্রতিষ্ঠান যৌথসংঘ

সংস্থাপনার ভার গ্রহণ করে। ইহারা সরাসরি ভাবে নিজেদের দ্বারা সংস্থাপিত যৌথসংঘের মূলধন যোগায় না তবে এই সকল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংস্থাপিত যৌথসংঘের শেয়ার ইহারা অবলেখন করে। ইহারা অবলেখন করিলে বাজারে শেয়ার বিক্রয়ের সুবিধা হয়।

Financial Statement—অর্থ বিষয়ক বিবরণী : ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বৎসরান্তে উহার আর্থিক অবস্থা বর্ণনা করিয়া সম্পদ ও দায়ের যে বিবরণ পত্র তৈয়ার করে উহাই অর্থ বিষয়ক বিবরণী। উহাকে অবশ্য উদ্বৃত্ত পত্রও (Balance Sheet) কহে। Balance Sheet দ্রষ্টব্য।

Fine Gold—Fineness of Gold দ্রষ্টব্য।

Fineness of Gold—স্বর্ণের বিশুদ্ধতা : স্বর্ণ মুদ্রায় বিশুদ্ধ স্বর্ণ ও শংকর বা খাদের অনুপাত দ্বারাই স্বর্ণের বিশুদ্ধতা নিরূপণ করা হয়। উভয়ের অনুপাত আইন করিয়া বাধিয়া দেওয়া হয়। আইনতঃ স্বর্ণ মুদ্রায় $\frac{11}{12}$ অংশ খাঁটি বা বিশুদ্ধ স্বর্ণ থাকে আর $\frac{1}{12}$ অংশ থাকে খাদ। ইহাকে $\frac{11}{12}$ বিশুদ্ধ এই হিসাবেও বর্ণনা করা হয়। (Fine gold দ্রষ্টব্য)

Fine Paper—First Class Paper দ্রষ্টব্য।

Fink—শ্রমিক গুপ্তচর : শ্রমিক সংঘের যে সদস্য শ্রমিক সংঘের কার্য্য কলাপের সংবাদ মালিকের নিকট গোপনে বহন করে সেই শ্রমিক গুপ্তচর। ধরা পড়িলে এই প্রকার শ্রমিককে সংঘ হইতে বহিষ্কার করা হয়।

Fire Insurance—অগ্নি বীমা : বার্ষিক দেয় চাঁদার পরিবর্ত্তে আগুন লাগিয়া ক্ষতি হইলে সেই ক্ষতি পূরণ করার অঙ্গীকার বা চুক্তিকেই অগ্নি বীমা কহে।

Fire Policy—অগ্নি বীমা পত্র : অগ্নি বীমার চুক্তি পত্রকে বুঝায়।

Firm—কারবারী সংস্থা : একাধিক লোকের মালিকানায়, পরিচালনায় অথবা একাধিক লোকের নামে যে ব্যবসা বা কারবারী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা তাহারই নাম কারবারী সংস্থা।

Firm Offer—পাকাপাকি প্রস্তাব : নির্দ্দিষ্ট মূল্যে কোন নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তি ক্রয়ের অবিচল প্রস্তাবকে পাকাপাকি প্রস্তাব কহে। ক্রেতা এই প্রকার চুক্তি ভঙ্গ করিলে চুক্তি ভঙ্গ আইনে দায়ী হয়।

First Class Paper—প্রথম শ্রেণীর দলিল : হুণ্ডি, বিনিময় পত্র, প্রত্যর্থ পত্র বা অনুরূপ যে সকল দলিলে খুব খ্যাত ব্যবসায়ীদের নাম সংযুক্ত

থাকে, অর্থাৎ হুণ্ডি কারক, হুণ্ডি গ্রহীতা বা পিছন সহিকারী হিসাবে উহারা কোন প্রকার দায়াবদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়। শেয়ার ষ্টক বা অর্থের বাজারে উহাকেই প্রথম শ্রেণীর দলিল কহে। এই দলিল সহজেই ভাঙ্গান যায় বলিয়া উহার চাহিদা বেশী। সরকারী হুণ্ডি বা ঋণ পত্রও এই পর্য্যায় পড়ে।

First Cost—Direct Cost দ্রষ্টব্য।

First Hand—প্রথম পক্ষ : পাইকার, আমদানী কারক অথবা প্রস্তুত কারকের নিকট হইতে সরাসরি কোন দ্রব্য কিনিলেই তাহাকে প্রথম পক্ষ ক্রয় কহে। কোন মধ্যগের সাহায্য ব্যতিরেকে দ্রব্য বিনিময় হইলেই তাহাকে প্রথম পক্ষ বিনিময় বলে।

Fiscal Monopoly—রাজস্ব বিষয়ক একচেটিয়া ব্যবসা : রাজস্ব অর্থাৎ সরকারী আয়ের জন্য সরকার কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার নিলে তাহাকে রাজস্ব বিষয়ক একচেটিয়া ব্যবসা কহে। এই প্রকার একচেটিয়া ব্যবসা হইতে যে মুনাফা হয় তাহা জনসাধারণের সুখ সুবিধার জন্য ব্যয় করা হয়।

Fiscal Policy—রাজস্ব নীতি : সরকারী ব্যয়ের জন্য আয়ের বা রাজস্ব আদায়ের নিয়মাবলীকে রাজস্ব নীতি বলে। প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ করের কোনটা কোন সময়ে বসান উচিত, কি ভাবে কর আরোপ করিলে কর দাতাদের উপর কর-ভার কম হইবে, কর-ভার কি উপায়ে ন্যায্যভাবে বিতরণ করা সম্ভব, আমদানী ও রপ্তানি শুল্ক বসান উচিত কিনা, কি প্রকার পণ্যের উপর আমদানী ও রপ্তানি শুল্ক বসান উচিত ইত্যাদিই রাজস্ব নীতির বিষয়।

Fiscal Year—রাজস্ব বর্ষ : সরকারী অর্থ বিষয়ক বর্ষ। ১লা এপ্রিল হইতে পরবর্ত্তী বৎসরের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত একটি রাজস্ব বর্ষ।

Fittage—দস্তুরি বা দালালি : Brokerage, Commission দ্রষ্টব্য। কোন কোন ব্যবসায়ে Brokerage বা Commission এর পরিবর্ত্তে Fittage কথাটির ব্যবহার দেখা যায়।

Fitter—কয়লা ব্যবসায়ে কয়লা খনির ব্যাবস্থাপক (Manager) অথবা বিক্রেতা, অথবা কয়লা জাহাজে ভর্ত্তি করার দায়িত্ব যাহার উপর ন্যস্ত থাকে, তাহাকে বুঝায়।

Fixed Account—স্থির হিসাব, স্থায়ী হিসাব: Deposit দ্রষ্টব্য। ব্যাঙ্কে দীর্ঘ সময়ের জন্য যে হিসাবে আমানত রাখা হয় উহাকেই স্থায়ী বা স্থির হিসাব বলে। এই প্রকার হিসাব হইতে আমানত তুলিতে হইলে ব্যাঙ্ককে সময় দিয়া বিজ্ঞপ্তি বা নোটিশ দিতে হয়।

Fixed Asset—স্থায়ী সম্পদ: যে সম্পদ বহুদিন যাবত ব্যবহার করার সম্ভাবনা থাকে তাহাকেই স্থায়ী সম্পদ কহে। যেমন যন্ত্রাপতি, দালান, জমি ইত্যাদি।

Fixed Capital—স্থায়ী মূলধন: স্থায়ী মূলধন বলিতে স্থায়ী সম্পদও বুঝায়। তবে সম্পদ ও মূলধন বাণিজ্যে একই অর্থে ব্যবহার হইলেও হিসাব রক্ষণে একই দ্রব্যের ২টি নাম দেওয়া হইয়াছে। ব্যবসায়ের মোট সম্পদের পরিমাণ মোট দেনার পরিমাণের সমান। ইহাই উদ্বৃত্ত পত্রে প্রমাণ হয়। কাজেই উদ্বৃত্ত পত্রের স্থায়ী সম্পদই স্থায়ী মূলধন। স্থায়ী মূলধন বলিতে স্থায়ী সম্পদ ক্রয়ের জন্য যে দায় ব্যবসা গ্রহণ করে তাহাকেও বুঝায়। অথবা যে স্থায়ী সম্পদ হইতে ব্যবসায়ের আয় হইতে পারে যেমন দালান ভাড়া দিলে ভাড়া পাওয়া যায় তাহাই স্থায়ী মূলধন।

Fixed Charges—(১) স্থির ব্যয়। (২) নিশ্চিত বন্ধক: (১) লাভ লোকসান নির্বিশেষে ব্যবসায়ের যে ব্যয় পর পর দিতেই হয় যেমন বাড়ী ভাড়া, সরকারী কর, পৌর কর, কর্ম্মচারীর বেতন, ডাক মাশুল ইত্যাদি ইহাই স্থির ব্যয়।

(২) কোন নির্দ্দিষ্ট সম্পদ বন্ধক রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করিলে ঐ সম্পদের উপর বন্ধক গ্রহীতার নিশ্চিত অধিকার থাকে। উহাকেও বুঝায়।

Fixed Cost—স্থির ব্যয়: উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ার বা হ্রাস পাওয়ার সাথে যে সকল ব্যয় কমে না তাহাই স্থির ব্যয়। যেমন ঋণীকৃত মূলধনের উপর সুদ, অগ্নি বীমার চাঁদা ইত্যাদি। ইহাকে পরতা বা আনুসঙ্গিক ব্যয় কহে। Indirect cost ; Overhead দ্রষ্টব্য।

Fixed Trust—নির্দ্দিষ্ট শেয়ারে লগ্নীকারী সংঘ: এক প্রকার লগ্নী বা বিনিয়োগকারী যৌথসংঘ। কতিপয় নির্দ্দিষ্ট শেয়ারে বা ঋণ পত্রে অর্থ লগ্নী বা বিনিয়োগ করা এই সকল সংঘের কার্য্য। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বা ঋণ পত্রে বিনিয়োগ করাই যখন এই সকল প্রতিষ্ঠানের কার্য্য তখন এই সকল যৌথ সংঘের শেয়ার মালিকদের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার

বা ঋণ পত্র বিলি করা হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠান ছোট ছোট বিনিয়োগ কারীদের সঞ্চয় ও বিনিয়োগে সহায়তা করে। কারণ বহুমুখী বিনিয়োগ বলিয়া বিনিয়োগের ঝুঁকিও ছড়াইয়া দেওয়া যায়। ইহা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে।

Fixed Fiduciary Reserve System—স্থির প্রত্যয়ী সঞ্চয় নীতি : মুদ্রা ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে কাগজী মুদ্রা ছাপায় তাহাতে মোট কাগজী মুদ্রার একাংশের জন্য টাকশালে মূল্যবান ধাতু গচ্ছিত থাকে বাকী অংশের জন্য কোন প্রকার মূল্যবান ধাতু গচ্ছিত রাখা হয় না। কিন্তু মোট কাগজী মুদ্রার কত অংশ বা শতকরা কত ভাগের জন্য কোনও প্রকার মূল্যবান ধাতু জমা রাখা হয় না তাহা সরকার আইন করিয়া স্থির করিয়া দেয়। সুতরাং এই প্রকার মুদ্রা ব্যবস্থায় মোট কাগজী মুদ্রার একাংশ প্রত্যয়ী। এই প্রকার মুদ্রা ব্যবস্থাকে স্থির প্রত্যয়ী সঞ্চয় নীতি কহে। ইংলণ্ডে ও ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থা এই নিয়মের উপর ভিত্তি করিয়া আছে। (Fiduciary Issue দ্রষ্টব্য)।

Fixed Liability—অপেক্ষা কৃত দীর্ঘ মেয়াদী দায় বা ঋণ : যে ঋণ বা দায় ঋণ করার তারিখ হইতে অথবা দায় উদ্ভূত হওয়ার এক বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিতে হয় না তাহাই অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ মেয়াদী দায়। (Long term Liability দ্রষ্টব্য)।

Fixed Oils—পিসিত তৈল : কোন দ্রব্য পিসিয়া তৈল উৎপাদন করা হইলে তাহাকে পিষিত তৈল বলে। যেমন জলপাইর তৈল, তিসি তৈল।

Flat Cost—Direct Cost দ্রষ্টব্য।

Flag Discrimination—নিশান পক্ষপাত : জাহাজের মাশুল অথবা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বিষয়ে বিভিন্ন দেশের উপর তারতম্যমূলক বা পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থাকে নিশান পক্ষপাত কহে।

Flash Point—প্রজ্জ্বালক অবস্থা : পেট্রোল বা কেরোসিন তৈল যে উত্তাপে প্রজ্জ্বলনের অব্যবহিত পূর্বে ধুম্র উদ্গীরন করে সেই উত্তাপমাত্রাকে প্রজ্জ্বালক অবস্থা কহে। ইহার অব্যবহিত পরেই অগ্নিকাণ্ড ঘটিবার পূর্ণ সম্ভাবনা। এই উত্তাপ তাপমান যন্ত্র দ্বারা পরিমাপ করা হয়।

Flexible Tariff—নম্য শুল্ক ব্যবস্থা : সাময়িক কোন অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব হইলে নিজের দেশের ও বহিরাগত দ্রব্যের মধ্যে প্রতিযোগিতার

অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখা দিলে যদি শুল্ক অফিসের প্রাধিকারী, কর্ম্মচারী অথবা কোন কমিশনের উপর বিচার বিবেক প্রয়োগ করিয়া শুল্কের হার পরিবর্ত্তন করার অথবা নূতন ভাবে কোন শুল্ক আদায় করার অধিকার দেওয়া থাকে তবে সেই শুল্ক ব্যবস্থাকে নম্য শুল্ক ব্যবস্থা কহে।

Floaters: যে সকল বাহক জামানত পত্রের বদলে Bank of England ধার দিতে রাজী থাকে সেই সকল জামানত পত্রকে বুঝায়। বৃটিশ ও ভারত সরকারের ঋণপত্র, সরকারী হুণ্ডি এই পর্য্যায়ের।

Floating Assets—চল সম্পত্তি: Circulating Asset দ্রষ্টব্য।

Floating Capital—চলতি মূলধন: চলতি মূলধন বলিতে ব্যবসা চালাইতে আবশ্যকীয় নগদান অর্থকে বুঝায়। নগদান অর্থের মধ্যে যে সমস্ত বিনিয়োগ আবশ্যক হইলেই নগদান অর্থে পরিণত করা যায় তাহাও ধরা হয়।

Floating Charges—চলতি সম্পদ বন্ধক; চলসম্পত্তি বন্ধক: বন্ধক দাতা চলসম্পত্তি (Floating Assets) বন্ধক রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করিলে সেই বন্ধককে বুঝায়। ব্যবসায়ে মজুত বিক্রয়োপযোগী মাল বন্ধক রাখিলে তাহাকে চলতি সম্পদ বা চলসম্পত্তি বন্ধক বলা যায়।

Floating Debt—চলতি ঋণ: জাতীয় ঋণের যে অংশ স্বল্প মেয়াদী তাহাই চলতি ঋণ। যাহা সম্বৎসরের মধ্যেই শোধ করিতে হয় তাহাই চলতি ঋণ। উপায় উপকরণ ঋণ (Ways & Means Advances), সরকারী হুণ্ডি ইত্যাদি চলতি ঋণের অন্তর্গত। (Unfunded Debt দ্রষ্টব্য)।

Floating Mortgage—চলতি বন্ধক: যে জামানত অথবা বন্ধক ব্যবসায়ের সকল প্রকার সম্পদের উপরই প্রয়োগ করা যায় তাহাকেই চলতি বন্ধক বলে। ইহাতে চলতি সম্পদ কি স্থায়ী সম্পদ উভয় প্রকার সম্পদই ঋণ শোধের জন্য বন্ধক রাখা হয়, কিন্তু কোন্ সম্পদটি কোন বিশেষ ঋণের জামানত হিসাবে বন্ধক রাখা হয় তাহার উল্লেখ থাকে না।

Floating Policy: এক রকম অগ্নিবীমা পত্র। এই রকম অগ্নিবীমায় যে মালবীমা করা হয় উহা একই স্থানে গচ্ছিত থাকে না। একাধিক জায়গায় ভাগে ভাগে গচ্ছিত থাকে। কিন্তু সমস্ত অংশই একখানা বীমা পত্র দ্বারা সংরক্ষিত হয়। কোন এক অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে উহার পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করা হইবে কিম্বা আংশিক ক্ষতিপূরণ করা হইবে তাহা মোট সম্পত্তির বেশী কি কম মূল্যের জন্য বীমা করা হইয়াছে তাহা দ্বারা ঠিক করা হইবে।

Floatsam—জাহাজ ডুবি মাল : জাহাজ জলমগ্ন হইলে যে মাল ভাসিয়া উঠে তাহাকেই জাহাজ ডুবি মাল কহে। উহা যদি এক বৎসরে ও এক দিনের মধ্যে দাবী করা না হয় তবে উহা যে রাষ্ট্রের অংশে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায় সেই রাষ্ট্রের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা হয়।

Floor to Floor Time : ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানে চলতি কথা। ইহাতে কোন কাঁচামাল ভাণ্ডার হইতে গ্রহণ করিয়া পুনরায় কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করার জন্য আংশিক শিল্পায়ন করিয়া ফেরত দেওয়া পর্য্যন্ত যে সময়ের আবশ্যক হয় সেই সময়কে বুঝায়।

Florin—ফ্লোরিন : ইংলণ্ডের ২ শিলিং মূল্যের মুদ্রাকে ফ্লোরিন কহে।

Floor Trader—ষ্টক বাজারের পঞ্জীভূত সদস্য। ইনি নিজের নামেই শেয়ার বা ষ্টক ক্রয় বিক্রয় করিতে পারেন। সকল প্রকার ক্রয় বিক্রয়ই ষ্টক বাজারের চতুঃসীমানায় করার অধিকার ইঁহার আছে। ইঁহার নিজের নামে ক্রয় বিক্রয়ের অধিকারের সঙ্গে ষ্টক বা শেয়ারের দালালি কারবারের অধিকারও থাকে।

Fluctuation—উঠানামা : কোন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাসকে বুঝায়। মূল্য হ্রাস বৃদ্ধি কিছু দিনের জন্য স্থায়ী হইলেই তাহাকে উঠানামা কহে।

Fluid Saving—নগদ সঞ্চয় : যে সঞ্চয় বিনিয়োগ করা হয় নাই বা ব্যয় করা হয় নাই এবং যে কোনও মুহূর্ত্তে পুনরায় ব্যয় করা যায় তাহাই নগদ মজুত সঞ্চয়।

Flying Kites—উপযোজক বা সুপারিশী হুণ্ডি। (Accommodation Bill দ্রষ্টব্য)।

Folio—পাতা : (১) হিসাব রক্ষণে একটি হিসাবের ২টি ভাগ খরচ ও জমা একই পাতায় লেখা হয়। কাজেই যে পাতায় কোন এক নির্দ্দিষ্ট হিসাবের জমা খরচ লেখা হয় সেই পাতাকে বুঝায়। (২) এক খণ্ড কাগজ ভাজ করিয়া ২ ভাগ করিলে সেই কাগজ খণ্ডকেও বুঝায় (৩) আইন ব্যবসায়ে ৭২টি শব্দ সমষ্টিকে বুঝায়।

Foolscap—১৭ ইঞ্চি লম্বা এবং ১৩½ ইঞ্চি চওড়া কাগজ। জল দাগ দিয়া বোকার টুপি ও ঘণ্টা অঙ্কিত ছিল বলিয়া এই কাগজের নাম বোকার

টুপি (Foolscap)। Cromwell বোকার টুপির দাগের (mark) স্থলে রাজকীয় তলোয়ারের দাগ প্রবর্ত্তন করেন। তথাপি উপরি উক্ত পরিমাণের কাগজকেই ফুলস্ক্যাপ কাগজ বলে।

Food & Agricultural Organisation (F. A. O.)—খাদ্য ও কৃষি সংস্থা : রাষ্ট্র সংঘের অন্তর্গত ১টি সংস্থা। এই সংস্থার কার্য্য পৃথিবী ব্যাপী উন্নততর খাদ্য ব্যবহার, জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন; গ্রামীণ জন সংখ্যার বসবাসের ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, উন্নততর উপায়ে খাদ্য ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টা করা। কৃষিজ ব্যতীত মৎস্য চাষ, সামুদ্রিক প্রাণীর ব্যবহার ও উৎপাদন; প্রাথমিক বনজ সম্পদ উৎপাদন, বন সংরক্ষণ ইত্যাদিও এই সংস্থার কার্য্য। ইহার প্রধান কার্য্যালয় ওয়াশিংটন।

Forced Loan—জবরদস্ত ঋণ; বাধ্যতামূলক ঋণ : উপায়ান্তর না পাইয়া যে ঋণ গ্রহণ অথবা প্রদান করা হয় তাহাই জবরদস্ত ঋণ। ঋণ পরিশোধের দিন ঋণ পরিশোধ করার মত অর্থের সংস্থান না থাকিলে পরিশোধের মিয়াদ বাড়াইয়া ঐ ঋণ চলতি রাখিলে তাহাকেও জবরদস্ত ঋণ কহে। ব্যাঙ্কে অর্থ জমা নাই কিন্তু চেক দিয়া দেওয়া হইয়াছে, ব্যাঙ্ক সেই চেক ভাঙ্গাইয়া দিলে তাহাকেও জবরদস্ত ঋণ কহে। এই প্রকার ঋণ ব্যাঙ্ক পরে নিয়মানুগ (Formal) ঋণে পরিণত করিয়া লয়।

Force Majeure—মানুষের শক্তি দ্বারা যাহা প্রতিরোধ করা যায় না, যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহাকে বুঝায়। যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াও যে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা যায় না তাহা। দৈব দুর্বিপাক জনিত দুর্ঘটনা ও ক্ষতি।

Forced Sale—জবরদস্ত বিক্রয় : পাওনাদারের কার্য্যের ফল হিসাবে কোনও বাধ্যতামূলক বিক্রয়কে জবরদস্ত বিক্রয় কহে। বন্ধক ঋণে বন্ধকদাতা বন্ধকের মিয়াদ অন্তেও ঋণ শোধ না করিলে আদালতের সাহায্যে বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকী জমি বিক্রয় করিতে পারে। এই প্রকার বিক্রয়ই জবরদস্ত বিক্রয়।

Forced Saving—জবরদস্ত সঞ্চয় : দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির অনুপাতে ব্যক্তিগত আয় না বাড়িলেই সমাজে জবরদস্ত সঞ্চয় হয়। যাহাদের আয় মোটামুটি স্থির তাহারা বাধ্য হইয়া কম দ্রব্য ভোগ করে। অর্থাৎ ভোগ্যবস্তু বা সেবায় ব্যয়ের পরিমাণ কমাইয়া দেয়। জোর করিয়া ব্যয় কমাইতে হয় বলিয়া ইহাকে জবরদস্ত সঞ্চয় কহে। পূর্বসেবা বেতন প্রাপক; উত্তর বেতন প্রাপক, বার্ষিক বৃত্তিভোগী এই সকল ব্যক্তিগণই জবরদস্ত সঞ্চয় করিতে বাধ্য হয়।

Foreclose—বরবাদ জারি : বন্ধকী আইনে বন্ধক দাতার বন্ধকী সম্পত্তি দায়মুক্ত করার অধিকার সর্বদাই থাকে। কিন্তু বন্ধকদাতা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেও ঋণ শোধ না করিলে বন্ধক গ্রহীতা আদালতের সাহায্যে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ঋণ আদায় করিতে পারে এবং বন্ধকদাতাকে তাহার সম্পত্তির স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে পারে। এই অধিকারের প্রয়োগকেই বলা হয় বরবাদ জারি।

Fore Date—আগাম তারিখ : নির্দিষ্ট দিনের আগের কোন তারিখ বসানকে আগাম তারিখ কহে।

Foreign Bill—বিদেশী হুণ্ডি : বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত হুণ্ডিকে বিদেশী হুণ্ডি বলে। দুই দেশের দুই ব্যবসায়ীর মধ্যে বেচা কেনা হইলে যে হুণ্ডির উদ্ভব হয় তাহাই বিদেশী হুণ্ডি।

Foreign Exchange—বৈদেশিক বিনিময়; বৈদেশিক মুদ্রা : (১) এক দেশের মুদ্রার পরিবর্ত্তে অপর দেশের মুদ্রা সংগ্রহকে মুদ্রা বিনিময় বলে। দুই দেশের মধ্যে মুদ্রা বিনিময়ের উপায়কেও বুঝায়। (২) অপর কোনও দেশের মুদ্রাকেও বুঝায়।

Foreign General Average—বৈদেশিক সাধারণ গড় : সামুদ্রিক বীমায় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্দ্ধারণে গৃহীত একটি পদ্ধতি। বীমাকৃত দ্রব্য দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বীমাকারী সাধারণ গড় (General Average) নিয়মে ক্ষতিপূরণ করিলে অনেক সময় এই নিয়ম গ্রহণ করা হয়। এই নিয়মে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য বিদেশে ক্ষতির যে বিবরণ দেওয়া হয় তাহাকে ভিত্তি করিয়াই নিজ দেশে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হয়।

Foreign Money Order—বিদেশী মণি অর্ডার : ডাক বিভাগের মারফতে বিদেশে অল্প পরিমাণ অর্থ পাঠাইবার উপায়কে বিদেশী মণিঅর্ডার কহে।

Foreign Telegram—বিদেশী তার বার্ত্তা : সমুদ্র দ্বারা বিভাজিত এক দেশ হইতে অন্য দেশে তারযোগে সংবাদ আদান প্রদানকে বিদেশী তারবার্ত্তা কহে।

Foreign Trade—বৈদেশিক বাণিজ্য : বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে মালের আদান প্রদানকে অর্থাৎ আমদানী রপ্তানিকে বৈদেশিক বাণিজ্য কহে।

Forfeited Shares—বাজেয়াপ্ত অংশপত্র : যৌথ সংঘের শেয়ারের মালিক সংঘের পরিমেল নিয়ম অনুযায়ী শেয়ারের অংশপত্রের মূল্য তলব দেওয়ার পর পরিশোধ না করিলে যৌথ সংঘ আইনতঃ তাহাকে যে শেয়ার বা অংশ পত্র বিক্রয় করিয়াছে তাহা বাজেয়াপ্ত করিতে পারে। শেয়ার বা অংশ পত্র বাজেয়াপ্ত করিলে ঐ বাজেয়াপ্ত শেয়ারের মূল্যের যে অংশ শেয়ার মালিক শোধ করিয়াছে তাহাও বাজেয়াপ্ত হয়। বাজেয়াপ্ত অংশ পত্র শেয়ার যৌথ প্রতিষ্ঠান পুনরায় বিক্রয় করিতে পারে। অংশ পত্র বা শেয়ার বাজেয়াপ্ত হইলেই শেয়ার মালিকের দায়িত্ব শেষ হয় না। বাজেয়াপ্ত শেয়ার বিক্রয় করিয়া শেয়ারের আঙ্কিক মূল্য আদায় হইলেই বাজেয়াপ্ত অংশ পত্রের মালিকের দায়িত্ব শেষ হয়।

Forestalling—ফড়েমি : অদূর ভবিষ্যতে কোন কর প্রয়োগের সম্ভাবনা থাকিলে কর ভার এড়াইবার জন্য অর্থনৈতিক কার্য্যের গতি বাড়াইলে তাহাকে ফড়েমি বলে। আমদানী শুল্ক বাড়িবার অথবা নূতন আমদানী শুল্ক বসাইবার প্রস্তাব অথবা আলাপ অলোচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে আমদানী করিলে তাহাকে ফড়েমি বলা যাইতে পারে। এই মত অবস্থায় সরকারের উচিত যেদিন আমদানী শুল্ক বাড়াইবার অথবা নূতন শুল্ক বসাইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে সেইদিন হইতেই নূতন শুল্ক আদায় করা। প্রস্তাব আইনে পরিণত হইতে যথেষ্ট বিলম্ব হইলেও এই ভাবে কর আদায় করিলে আমদানীকারক শুল্ক এড়াইতে পারে না।

Forgery—জালকরণ, জালিয়াতি : অন্যের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে অসাধু উপায়ে কোন দলিলাদি তৈয়ার করা বা দলিলে কোন অংশের পরিবর্ত্তন করাই জালকরণ বা জালিয়াতি। অন্যের সহির অনুরূপ সহি করিয়া কোন দলিল সম্পাদন জালিয়াতির উদাহরণ।

Formation Expenses—গঠন ব্যয়, প্রারম্ভিক ব্যয় : যৌথ সংঘ বিধিবদ্ধ উপায়ে সত্তা লাভ করিতে হইলে পঞ্জীভূত হওয়ার মাশুল, অনুষ্ঠান পত্র, শেয়ারের আবেদন পত্র; পরিমেল নিয়মাবলী, স্মারক লিপি ইত্যাদি ছাপাইবার খরচ; পরিমেল নিয়মাবলী স্মারক লিপি তৈয়ার করার জন্য কৌসুলীর ফি বা দেয়; প্রচারের জন্য ব্যয় ইত্যাদিকে এক যোগে সংবহন বা গঠন ব্যয় কহে। ইহা বিলম্বিত রাজস্ব ব্যয় (Deferred Revenue Expenditure দ্রষ্টব্য)। যতদিন ইহার মূল্য ক্রমে ক্রমে

আয় হইতে শোধ করা না হয় ততদিন উদ্বৃত্ত পত্রে সম্পদের ঘরে দেখান হয়।

Forms of Business Organisation—ব্যবসায় সংগঠনের রূপ : যে নানাবিধ আকারে ব্যবসায় সংগঠন করা যায় উহাই ব্যবসা সংগঠনের রূপ। যেমন—মালিকানা (Proprietorship দ্রষ্টব্য); অংশীদারী (Partnership দ্রষ্টব্য); যৌথ সংঘ (Company দ্রষ্টব্য)।

Form Letter—ছাচ পত্র, মামুলী পত্র : ব্যবসা সম্বন্ধীয় কোন অনুসন্ধানের জবাবে যে মামুলী উত্তর দিতে হয় ; তাহাই মামুলী পত্র।

Form of Application—দরখাস্তের প্রপত্র : যৌথ সংঘের শেয়ার বা অংশ পত্র ক্রয় করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে যে প্রপত্রে দরখাস্ত করিতে হয় তাহাই দরখাস্তের প্রপত্র। কি প্রকারের অংশ পত্র ; অংশপত্রের সংখ্যা এই সকল বিবরণ দিয়া দরখাস্ত করার জন্য প্রপত্র যৌথ সংঘই সরবরাহ করে।

Form Utility--আকৃতি উপযোগ : কোন দ্রব্যের আকৃতির পরিবর্ত্তন হইলে সেই দ্রব্য মানুষের নূতন কোন অভাব পূরণ করিতে সমর্থ হইলে যে দ্রব্য নূতন অভাব পূরণ করিতে সক্ষম হয় তাহাকে আকৃতি উপযোগ কহে। কাষ্ঠ হইতে টেবিল উৎপাদন হইলে টেবিলের আকৃতি উপযোগ হইয়াছে বলা হয়।

For Money—নগদান : শেয়ার বাজারে ক্রীত শেয়ারের মূল্য যদি ক্রয়ের সময়েই দিতে হয় তাহা বুঝাইতেই এই কথাটির প্রয়োগ করা হয়।

For the Account—হিসাবে : শেয়ার বাজারে শেয়ারের ক্রয় মূল্য নগদে পরিশোধ না করিয়া পরবর্ত্তী হিসাব নিকাশ দিন পর্য্যন্ত হিসাবে লিখিয়া রাখা হইলে তাহাকে হিসাবে লেনদেন কহে।

Fortifynig—শক্তি বৃদ্ধি করান : মদ্য অথবা অনুরূপ কোনও তরল মাদক পদার্থের শক্তি বাড়াইবার উদ্দেশ্যে অনেক রকম মদ্যের বা বা অনুরূপ তরল মাদক দ্রব্যের মিশ্রণ করণকে বুঝাইতে মদ্য ব্যবসায়ীগণ বা ঔষধ ব্যবসায়ীগণ এই কথাটি প্রয়োগ করেন।

Forward Exchange—অগ্রিম বিনিময় : ভবিষ্যতে এক নির্দ্দিষ্ট দিনে বিলি দেওয়ার চুক্তি করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়ে বিক্রয়ের চুক্তিকে অগ্রিম বিনিময় কহে। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার দ্রুত উঠানামা করিলে আমদানী কারক রপ্তানি কারক কাহারও যাহাতে লোকসান না হয়

তাহার জন্য চলতি বিনিময় হারে অগ্রিম বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় করা হয়। যে তারিখে এইরূপ ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি হয় এবং যে দিন মূল্য পরিশোধ করিতে হয় ইহার অন্তবর্তী সময়ে বিনিময় হার পরিবর্তন জনিত লোকসান অগ্রিম বিনিময় দ্বারা বন্ধ করা হয়।

Forwarding—মাল প্রেরণ ঃ প্রতিশব্দ মাল প্রেরণ বটে, কিন্তু ব্যবসায়ে এক জন অপর এক জনের পক্ষে মাল প্রেরণ করিলে তাহাকে বুঝায়।

Forwarding Agents—মাল প্রেরণকারী দালাল ঃ যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অপরের পক্ষে মাল প্রেরণ করে, জাহাজ হইতে বা রেল হইতে আমদানীকৃত মাল খালাস করে অথবা কাহারও পক্ষে মাল সংগ্রহ করিয়া দেয় তাহাকে মাল প্রেরণকারী দালাল হহে।

Foward Rate—Spot Rate দ্রষ্টব্য।

Foul—দুষ্ট ঃ Clean, Dirty—দ্রষ্টব্য।

Foul Bill of Health—দুষ্ট স্বাস্থ্য পত্র ঃ Bill of Health দ্রষ্টব্য।

Foul Bill of Lading—Foul, Clean দ্রষ্টব্য।

Founders' Shares—সংস্থাপকের অংশ ঃ সংস্থাপনার মূল্য হিসাবে, অথবা সংস্থাপন খরচ বহন করার দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য অথবা সংস্থাপন কার্য্যে অংশ গ্রহণ করার মজুরী হিসাবে যে অংশ পত্র বা শেয়ার বিলি করা হয় তাহাই সংস্থাপকের অংশ। সংস্থাপকের অংশ পত্রে বা শেয়ারে অন্য সকল প্রকার অংশ পত্র বা শেয়ারে লভ্যাংশ বিতরণের পর বিভাজিত লাভাংশের যে অংশ বাকী থাকে তাহা বিলি করা হয়। (Deferred Shares দ্রষ্টব্য)।

Franc—ফ্রাঙ্ক ঃ ফরাসী দেশের প্রচলিত মান মুদ্রাকে ফ্রাঙ্ক কহে।

Franchise—(১) রাজদত্ত বিশেষ অধিকার (২) ফাউ ঃ— (১) সরকার কাহাকেও কোন কাজ করার একচ্ছত্র অধিকার দিলে তাহাকে রাজদত্ত বিশেষ অধিকার কহে। সরকার যদি বেঙ্গল বাস সিণ্ডিকেটকেই কলিকাতা সহরে বাস চালাইবার অধিকার দেয় তবে তাহাকে রাজদত্ত বিশেষ অধিকার বলা যায়।

(২) সামুদ্রিক বীমায় অবলেখক মালের প্রকৃত মূল্যের কম মূল্যে বীমা করিলে প্রকৃত মূল্য ও বীমা মূল্যের অন্তরকেই বীমা পত্রে ফাউ বলে। ফাউ বা অতিরিক্ত মালের ক্ষতি মালিকের নিজেকেই বহন করিতে হয়।

Fractional Certificate—আংশিক শেয়ার প্রমাণপত্র : কোম্পানী পুনর্গঠন ও পুনঃসংগঠন করিতে অনেক সময়েই উহার মূলধনের পরিমাণ ও প্রকার পরিবর্ত্তন করিতে হয়। এই সময়ে চলতি শেয়ার বাতিল করিয়া নূতন করিয়া শেয়ারের মূল্য নির্দ্ধারণ করা হয়! ধরা যাউক একটি যৌথ সংঘের পুনর্গঠনের পূর্ব্বে প্রতিটি শেয়ারের বা অংশ পত্রের আঙ্কিক মূল্য ছিল ১০০৲ টাকা। পুনর্গঠনের ফলে প্রতিটি শেয়ারের আঙ্কিক মূল্য করা হইল ১০০০৲ টাকা। এক ব্যক্তির পুনর্গঠনের পূর্ব্বে ১৫০০৲ টাকা মূল্যের শেয়ার বা অংশ পত্র ক্রয় করা ছিল। পুনর্গঠনের ফলে তাহাকে ১ খানা পূর্ণ শেয়ারে ১০০০৲ টাকা মূল্যের আর এক খানা শেয়ার প্রমাণ পত্র ৫০০৲ টাকা মূল্যের দেওয়া হইল। ইহা শেয়ারের মূল্য আঙ্কিক মূল্যের কম বলিয়া ৫০০৲ টাকার জন্য তাহাকে যে অংশ পত্র দেওয়া হইল উহা আংশিক শেয়ার প্রমাণ পত্র। ঐ ব্যক্তির এখন ২টি উপায় আছে। সে ইচ্ছা করিলে ঐ আংশিক শেয়ার পত্র খানা বিক্রয় করিতে পারে অথবা ঐ রকম আরেক খানা আংশিক শেয়ার বা অংশ পত্র ক্রয় করিয়া একখানা পূর্ণ শেয়ার সংগ্রহ করিতে পারে। ঐ দুই খানা আংশিক শেয়ার বা অংশ পত্র সংঘের ঘরে জমা দিলে একখানা পূর্ণ শেয়ার দেওয়া হয়।

Franchise Tax—বিশেষ অধিকার কর : কোন বিশেষ অধিকার দেওয়া হইলে ঐ জন্য যে কর দিতে হয় তাহাই বিশেষাধিকার কর। বিদ্যুৎ সরবরাহ করার অধিকার যে প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয় সেই প্রতিষ্ঠানকে যদি কোনও কর দিতে হয় তবে তাহাকে বিশেষাধিকার কর বলা যায়।

Franco—সরব্যয় সহিত দ্রব্য মূল্য : বিক্রেতা ক্রেতার নিকট দ্রব্যের মূল্য উদ্ধৃত করিতে ব্যবহার করে। ইহাতে বিক্রেতার ঘর হইতে ক্রেতার ঘরে পৌছাইবার সমস্ত ব্যয় ধরিয়া মূল্য উদ্ধৃত করা হয়। দ্রব্যের মূল্য ; রপ্তানি শুল্ক, আমদানী শুল্ক, বাহকের মাশুল, জাহাজের মাশুল, বীমার চাঁদা, ইত্যাদি সকল যোগ করিয়া দ্রব্য মূল্য উদ্ধৃত করা হয়। ইহাকে নিশুল্ক যোগানও কহে। (Free Delivery, Rendu, দ্রষ্টব্য)

Frank—Franking machine দ্রষ্টব্য।

Franking Machine—ডাক মাশুল বা মুদ্রাঙ্কণ যন্ত্র : অগ্রিম ডাক মাশুল জমা দেওয়া হইলে ডাক বিভাগ হইতে যে পরিমাণ মাশুল

জমা দেওয়া হয় সেই পরিমাণ ডাক মাশুলে যতগুলি চিঠি ইত্যাদি পাঠান যায় তাহা বিনা মাশুলেই গ্রহণ করে। ডাক মাশুলের বদলে যে ছাপ বা মুদ্রাঙ্কণ দেওয়া হয় তাহাকে বিনা মাশুলে পত্র প্রেরণের অধিকার (Frank) কহে। যে যন্ত্র দ্বারা ঐ ছাপ বা মুদ্রাঙ্কণ করা হয় তাহাকে ডাক মাশুল মুদ্রাঙ্কণ যন্ত্র কহে।

Fraudulent Preference—**প্রতারণামূলক অগ্রাধিকার :** কোন ঋণগ্রহণকারী (বিশেষতঃ যে পরে দেউলিয়া হইয়াছে) সকল ঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইয়া কোনও এক বিশেষ পাওনাদারের ঋণ শোধ করার জন্য তাহাকে কোন সম্পত্তির অগ্রাধিকার দিয়া দলিল সম্পাদন করিলে ঐ প্রকার অগ্রাধিকারকে প্রতারণামূলক অগ্রাধিকার কহে। শুধু দলিল সম্পাদন না করিয়া, কোন সম্পত্তির প্রকৃত হস্তান্তর করণও ইহা দ্বারা বুঝায়। ভারতীয় দেউলিয়া আইনে এই রকম অগ্রাধিকার বেআইনী ও আদালত কর্তৃক অগ্রাহ্য।

Free Alongside Ship (F. A. S.)—মূল্য উদ্ধৃত করিতে ব্যবহার হয়। জাহাজ হইতে নামান পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যয় ধরিয়া বিক্রেতা যে মূল্য উদ্ধৃত করে সেই মূল্যকে জাহাজ হইতে নামান পর্য্যন্ত মূল্য কহে। জাহাজ হইতে ক্রেতার ঘরে তুলিবার সমস্ত ব্যয়ই ক্রেতাকে বহন করিতে হয়।

Free Capital Goods—একাধিক কার্য্যে যে মূলধনী দ্রব্য ব্যবহার করা যায় তাহাকেই স্বাধীন মূলধনী দ্রব্য কহে। দালান স্বাধীন মূলধনী দ্রব্যের একটি উদাহরণ।

Free Coinage—**অবাধ টঙ্কন, অবাধ মুদ্রা ঢালাই :**—স্বর্ণমান মুদ্রা ব্যবস্থায় যে কোন লোকই এক নির্দ্দিষ্ট হারে স্বর্ণ পিণ্ডের পরিবর্ত্তে টাকশাল হইতে স্বর্ণ মুদ্রা পাইতে পারে। অবশ্য ইহাতে সরকারের মুদ্রা প্রস্তুত করার জন্য মাশুল গ্রহণ করার অধিকার নষ্ট হয় না।

Free Competition—**অবাধ প্রতিযোগিতা :** Competition দ্রষ্টব্য।

Freedom of Contract—**চুক্তির স্বাধীনতা :** নিজের স্বার্থের অনুকূলে চুক্তি করার স্বাধীনতাকে চুক্তির স্বাধীনতা কহে (Capitalism দ্রষ্টব্য)।

Free Enterprise—**স্বাধীন উদ্যোগ, স্বাধীন ব্যবসা :** (Capitalism দ্রষ্টব্য)।

Free Entry—অবাধ বা করমুক্ত প্রবিষ্টি। (Entry দ্রষ্টব্য)।

Free Goods—**প্রাকৃতিক দ্রব্য :** সম্পদের সরবরাহ বা যোগান অফুরন্ত এবং যাহা উৎপাদনে ব্যক্তিগত পরিশ্রম করিতে হয় না অথবা কোন মূলধন যোগাইতে হয় না তাহাই প্রাকৃতিক সম্পদ। ইহা প্রকৃতির দান। অর্থনীতিতে ইহাকে সম্পদ বলা হয় না। ইহার ব্যবহারিক মূল্য (Value in Use) প্রচুর কিন্তু ইহার বিনিময় মূল্য (Value in Exchange) নাই। যেমন নদীর জল, রৌদ্র। তবে প্রাকৃতিক দ্রব্যও বিশেষ ক্ষেত্রে সম্পদে পরিণত হইতে পারে যেমন মরুভূমিতে জল। এবং তখন প্রাকৃতিক সম্পদেরও অর্থনৈতিক সম্পদের মত ব্যবহারিক মূল্য ও বিনিময় মূল্য দুইই থাকে।

Free List—**অবাধ আমদানী তালিকা :** বিনা শুল্কে অথবা বিনা প্রতিবন্ধকতায় দেশে আমদানী উপযোগী দ্রব্যের তালিকাকে অবাধ আমদানী তালিকা কহে। এই তালিকা সরকার মাঝে মাঝে প্রকাশ করে। শুল্ক ব্যবস্থা এমন জটিল হইতে পারে যে এই প্রকার তালিকা না থাকিলে আমদানীকারকের পক্ষে বিশেষ অসুবিধার কারণ হয়।

Free Market—**অবাধ ক্রয় বিক্রয় :** ক্রয় বিক্রয়েব উপর কোনরূপ বাধা নিষেধ না থাকিলে তাহাকে অবাধ ক্রয় বিক্রয় কহে। মূল্য নিয়ন্ত্রণ, ক্রয় বিক্রয়ের উচ্চতম পরিমাণ, ক্রয় বিক্রয়ে অনুজ্ঞা (License) ইত্যাদি কোনরূপ বাধা নিষেধ না থাকিলেই উহাকে অবাধ ক্রয় বিক্রয় কহে।

Free of All Average F. A. A.—যে বীমায় পূর্ণ লোকসান হইলেই ক্ষতি পূরণ করার অঙ্গীকার থাকে সেই বীমা পত্রকে বুঝায়। সাধারণ ও বিশেষ গড়পড়তা লোকসান এই প্রকার বীমা দ্বারা সংরক্ষিত হয় না।

Free of Particular Average : F. P. A.. (Free of all average দ্রষ্টব্য।

Free of Capture & Seizure : F. C. S.—**গ্রেপ্তার ও দখলবাদে :** জাহাজ গ্রেপ্তার অথবা জাহাজস্থ মাল দখল করিলে অবলেখক ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব গ্রহণের অস্বীকার করিয়া বীমা করিলে সেই বীমাপত্রে গ্রেপ্তার দখল বাদে লেখা থাকে। এই প্রকার বীমা পত্রকে গ্রেপ্তার ও দখলবাদে বীমা

পত্র বলে। এই রকম গ্রেপ্তার বা মাল দখল যুদ্ধকালেই করা হয়। যুদ্ধ সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকার করিলে বীমাকারী এই প্রকার বীমাপত্র দেয়।

Free on Board : F. O. B.—নির্দ্ধারিত স্থান পর্য্যন্ত বিনা মাশুলে : জাহাজে তুলিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যয় বিক্রেতা বহন করিয়া জাহাজে মাল তুলিয়া দিলেই বিক্রেতার দায়িত্ব শেষ হয় এবং ক্রেতার দায়িত্ব আরম্ভ হয়। জাহাজে তোলার পর জাহাজের মাশুল, বীমার চাঁদা, বা অন্যান্য আনুসঙ্গিক ব্যয় সকলই ক্রেতাকে দিতে হয়। এই প্রকার মাল প্রেরণকে নির্দ্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত বিনা মাশুলে প্রেরণ বলে।

Free on Board and Trimmed : জাহাজে ব্যবহারোপযোগী কয়লা (Bunker Coal) ব্যবসায়ে কয়লা বিক্রেতা জাহাজে তুলিয়া গুছাইয়া রাখার সমস্ত ব্যয় ধরিয়া কয়লার মূল্য দাবী করিলে এই কথাটির প্রয়োগ করা করা হয়।

Free on Rail (F. O. R.) : জাহাজে মাল না পাঠাইয়া রেলগাড়ীতে মাল পাঠাইলে, রেলগাড়ীতে মাল তুলিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যয়ই বিক্রেতা বহন করিয়া মাল রেলে তুলিয়া দেওয়ার পর ক্রেতা ঘরে মাল তুলিয়া নেওয়া পর্য্যন্ত সবস্ত ব্যয়ই ক্রেতাকে বহন করিতে হয়। ইহা F. O. B. অনুরূপ। তবে F. O. B. কথাটি জাহাজে মাল প্রেরণের সময় এবং F. O. R. রেলযোগে মাল প্রেরণের সময় ব্যবহার করা হয়।

Free over Side : জাহাজের পাশে মাল খালাসের জায়গায় মাল নামাইয়া দেওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যয় সমেত যে মূল্য বিক্রেতা দাবী করে তাহাকেই বুঝায়।

Free on Wagon : রেলের মাল বহনের গাড়ীতে মাল তুলিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যয় ধরিয়া যে মূল্য দাবী করা হয় তাহাকে বুঝায়।

Free Port—অবাধ বন্দর ; স্বাধীন বন্দর : যে বন্দরে মাল আমদানী রপ্তানিতে কোন শুল্ক দিতে হয় না। হংকং একটি স্বাধীন বন্দর।

বিদেশ হইতে পুনর্রপ্তানির জন্য আমদানী মাল মজুত রাখার জন্য বন্দরের যে স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহাকে বুঝায়। যেখানে মাল মজুত রাখিলে কোন রূপ আমদানী শুল্ক দিতে হয় না সেই জায়গাকেও বুঝায়। উহাকে অনেকে আবার বৈদেশিক বাণিজ্য অঞ্চল (Foreign Trade Zone দ্রষ্টব্য) কহে।

Free Silver : (Free Coinage দ্রষ্টব্য) রৌপ্য মুদ্রা প্রচলন ব্যবস্থায়

রৌপ্য পিণ্ডের পরিবর্ত্তে টাকশাল হইতে রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গেলে তাহাকে অবাধ রৌপ্য কহে।

Free Trade—অবাধ বাণিজ্য: যে বৈদেশিক বাণিজ্যে সরকার কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ প্রথা প্রবর্ত্তন করে না তাহাই অবাধ বাণিজ্য। আমদানী বা রপ্তানি শুল্ক বসান না হইলেই তাহাকে অবাধ বাণিজ্য কহে। ইহা সংরক্ষণ নীতির বিপরীত। (Protection দ্রষ্টব্য)। অবাধ বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করিয়াও রাজস্বের জন্য আমদানী শুল্ক বসাইবার অধিকার রাষ্ট্রের থাকে। ভারতবর্ষে সংরক্ষণমূলক শুল্ক বসাইবার পূর্বেও বিদেশ হইতে আমদানীকৃত সুতী দ্রব্যের উপর রাজস্বের জন্য আমদানী শুল্ক ছিল।

Free Hold—নিষ্কর ভূমি ; লাখেরাজ জমি: স্বাধীন ব্যক্তি (Free man) সামন্তদের সামরিক সাহায্যের পরিবর্ত্তে যে জমি পায় উহার কোনও কর বা খাজনা দিতে হয় না বলিয়া উহাকে নিষ্কর ভূমি কহে। এই জমি তাহার বিক্রয়ের অধিকার থাকে। সামন্ত প্রথার বিলোপের পর নিষ্কর জমির প্রথাও উঠিয়া গিয়াছে।

Freight—মালের ভাড়া ; মাশুল: এক স্থান হইতে অন্য এক স্থানে মাল প্রেরণ করার জন্য যে ভাড়া দিতে হয় তাহাকেই বুঝায়। অনেক সময়ে এই শব্দটি দ্বারা মালকেও বুঝায়।

Freight Prorata—হারাহারি মাশুল ; হারাহারি মালের ভাড়া: গন্তব্য স্থলে পৌছিবার পূর্বে অন্য কোন বন্দরে মাল খালাস দিলে ভাড়া দেওয়ার পুরাতন চুক্তি বাতিল হইয়া এক নূতন চুক্তি সম্পাদিত হয়। মাল প্রেরক অথবা জাহাজ ভাড়াকারী যদি এই ব্যবস্থা মানিয়া নেয় তবে যত পথ জাহাজ মাল বহন করিয়াছে তাহার জন্য মাশুল দিতে হয়। প্রথম চুক্তিতে যত পথ মাল বহন করার কথা ছিল তাহার সহিত প্রকৃত যত পথ মাল বহন করা হইয়াছে উহার যে অনুপাত ; প্রথম চুক্তিতে দেয় মাশুলের সহিত প্রকৃত দেয় মাশুলের অনুপাতও অনুরূপ হইবে। ইহাই হারাহারি মাশুল।

Freighter: নৌভাটককে বুঝায়। (Charterer দ্রষ্টব্য)

Freight Forward: মাল বহনের মাশুল গন্তব্য স্থলে মাল পৌছিলে দিতে হইলে তাহাকে বুঝায়।

Freight Note—মাশুলের চিঠা: জাহাজী ব্যবসায়ে জাহাজের প্রতিনিধি অথবা মাল প্রেরণের জন্য মাল সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান মাল প্রেরকের

নিকট মালের মাশুল বাবদ কত পাওনা তাহার হিসাব দেখাইয়া যে বিবরণ বা চিঠা দেয় তাহাই মাশুলের চিঠা।

Freight Release—মাল খালাসের নির্দেশ : গন্তব্য স্থলে পৌছিলে ভাড়া আদায় নিয়মে (Freight forward) মাল পাঠান হইলে নৌ-পরিবহন নিযুক্তক জাহাজের অধ্যক্ষকে মাশুল দেওয়া হইয়াছে এইরূপ লিখিয়া মাল খালাস দিবার যে নির্দ্দেশ দেয় তাহাকে বুঝায়। এইরূপ নির্দ্দেশ বহন পত্রে পিছন সহি করিয়াই দেওয়ার নিয়ম।

Freindly Societies—মিত্র সমিতি : এক প্রকার শ্রমিক সংঘ। শ্রমিকগণ নিজেদের উন্নতি বিধানের জন্য এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পারিক সহায়তা করার জন্য যে সংঘ গঠন করে সেই সংঘকে মিত্র সমিতি কহে। কয়েকটি বিশেষ সাহায্য করার জন্য এই প্রকার স্বয়ং সাহায্য প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। সদস্যদের অসুস্থতায়, বৃদ্ধ বয়সে, বৈধব্য অবস্থায়, অথবা অনুরূপ অবস্থায় আর্থিক সাহায্য করাই এই সমিতির কার্য্য। ইহাদের কার্য্যকলাপ অনেকটা সমবায় সমিতির মতই। সামগ্রিক সামাজিক বীমা যে সকল দেশে প্রবর্ত্তন হয় নাই সেই সকল দেশে শ্রমিকগণ নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি ও অর্থ সাহায্য দ্বারা সরকারের দায়িত্ব অনেকটা লাঘব করিতে পারে। ইহারা সদস্যদের নিকট হইতে চাঁদা গ্রহণ করিয়া সমিতির আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহ করে।

Frictional Unemployment—সাময়িক বেকার অবস্থা : কর্ম্ম সক্ষম ব্যক্তি শ্রমিকের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও কর্ম্ম সংস্থান করিতে অসমর্থ হইলে তাহাকে সাময়িক বেকার অবস্থা কহে। শ্রমিকের দক্ষতা কার্য্যের উপযোগী না হইলে অথবা যে স্থানে শ্রমিকের প্রকৃত চাহিদা সে স্থানে যাইতে না পারিলেই অথবা এমন অবস্থা যাহাতে শ্রমিকের সহিত সম্ভাব্য মালিকের যোগাযোগ স্থাপনে অসুবিধা হইলে যে কর্ম্মসংস্থানের অভাব দেখা যায় তাহাই সাময়িক বেকার অবস্থা।

Frozen—আবদ্ধ : ব্যবসায়ের সম্পদের যে অংশ, অথবা পুরাপুরি যে সম্পদ অতি সহজে হস্তান্তর করিয়া বা বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা যায় না অথবা যাহা হস্তান্তর করিলে লোকসান স্বীকার করিতে হয় সেই প্রকার সম্পদকেই আবদ্ধ সম্পদ কহে।

Frustration Claúse—বিফলতা অনুচ্ছেদ : সামুদ্রিক বীমায়

ব্যবহৃত হয়। কোন বিশেষ উদ্যোগের লোকসান সংরক্ষণ করিয়া বীমাপত্র গ্রহণ করার পর সেই উদ্যোগ কার্য্যকরী না হইলে বীমাকারীর দায়িত্ব থাকিবে এইরূপ অনুচ্ছেদ বীমাপত্রে সন্নিবেশিত করিলে তাহাকে বিফলতা অনুচ্ছেদ কহে।

Full Employment—পূর্ণ নিয়োগ: বেকার লোকের তুলনায় যদি চাকুরীর খালি পদের পরিমাণ বেশী থাকে তবে তাহাকেই পূর্ণ নিয়োগ কহে। এই অবস্থায় যে একজনও বেকার থাকিবেনা তাহা নহে। শিল্পোন্নতি ও কারিগরী পদ্ধতি যতই উন্নত হউক না কেন কিছু পরিমাণ লোক সব সময়েই বেকার থাকিবে, কারণ শিল্পোন্নতির সঙ্গে নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া উঠে, পুরাতন শিল্পের বিলোপ পায়, এক শিল্প হইতে অন্য শিল্পে চলিয়া যাওয়ার সুবিধা অসুবিধা দেখা দেয়। এই সকল কারণে বেকার শিল্প শ্রমিক ও শ্রমিকদের চাহিদার সমন্বয়ে যে সময়ের ব্যবধান থাকে তাহাতে সর্বদাই কিছু পরিমাণ লোক বেকার থাকে। (Frictional Unemployment দ্রষ্টব্য)। বিশ্ববিশ্রুত অর্থনীতিবিদ বেভারিজ গ্রেট বৃটেনের বেকার সমস্যা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে শতকরা ৩ জন বেকার পর্য্যন্ত অর্থনৈতিক অবস্থাকে পূর্ণ নিয়োগের অবস্থা বলা যায়। ইহাকেই তিনি (3 per cent unemployment rate) বেকার হারের পরিমাণ শতকরা ৩ বলিয়াছেন। বেকার হার বলিতে কর্ম্মক্ষম লোকের তুলনায় চেষ্টা থাকিলেও যাহারা চাকুরী সংগ্রহ করিতে পারেনা তাহার অনুপাতকে বুঝায়। যে অবস্থায় বেকারের হার শতকরা ৩এর নীচে, তাহাকে বেভারিজ "পূর্ণ-উর্দ্ধ নিয়োগ" (Over Full Employment) অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর প্রায় প্রত্যেক শিল্পোন্নত দেশেই বিশেষতঃ যে সকল দেশে শিল্প পুনর্বাসনের সমস্যা দেখা দিয়াছে 'পূর্ণোর্দ্ধ' নিয়োগ অবস্থা দৃষ্ট হয়। এই অবস্থায় দ্রব্যমূল্য জনিত মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা থাকে বলিয়া কোন শিল্পোন্নত দেশই অদ্যাবধি মুদ্রাস্ফীতির গতিরোধ করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষের অবস্থা অবশ্য অনুরূপ নহে। ভারতবর্ষে মুদ্রাস্ফীতির গতি যে এখনও অপ্রতিহত রহিয়াছে তাহার কারণ যে সকল উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার জন্য যে মূলধন ব্যয় হইতেছে উহা এখনও ফলপ্রসূ হয় নাই। ফলপ্রসূ হইলে দ্রব্য মূল্য কমিবার সম্ভাবনা দেখা দিবে এবং মূল্যান্তর সমভাবাপন্ন হইবে।

Frictional unemployment ; Over full employment ; Unemployment দ্রষ্টব্য।

Functional Distribution—বৃত্তিভিত্তিক বিভাজন : Distribution দ্রষ্টব্য।

Functional Organisation—বৃত্তিভিত্তিক সংগঠন : এক প্রকার সংগঠন নিয়ম। এই নিয়মে কোন প্রতিষ্ঠানে একই প্রকার কাজ যে সকল ব্যক্তি করে তাহাদের অথবা একই প্রকার কাজ যে সকল বিভাগের হাতে থাকে তাহাদের পরিচালনার ভার একই ব্যক্তির উপর ন্যস্ত থাকে। এইভাবে কার্য্যের প্রকার হিসাবে সমস্ত শ্রমিক ও বিভাগকে ভাগ করিয়া এক একটি কার্য্যের তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার ভার এক এক জনের উপর দেওয়া হইলে তাহাকে বৃত্তিভিত্তিক সংগঠন কহে। কিন্তু সর্বময় কর্তৃত্ব থাকে সর্বময় ব্যবস্থাপকের হাতে। Frederick Taylor বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনার (scientific management) নীতি প্রবর্ত্তন করার ফলেই সংগঠনে এই পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে

Line Organisation, Line & Staff Organisation, Military Line Organisation দ্রষ্টব্য।

Functions of Money—অর্থের প্রকার্য্য : অর্থের কার্য্য : অর্থের কার্য্য তাহাই যাহা অর্থ সম্পাদন করে (Money is what money does) এইরূপে অর্থের কার্য্য বর্ণনা করা হইয়াছে। অর্থের জন্যই কেহ অর্থ চায় না। যে যে উদ্দেশ্য সম্পাদন করার জন্য মানুষ অর্থ চায় তাহাই অর্থের কার্য্য নিরূপণ করে। সেই দিক দিয়া অর্থের ৪টি কার্য্য দেখা যায় : (১) বিনিময়ের মাধ্যম (Medium of Exchange) যাহার সাহায্যে সমস্ত দ্রব্য ও সেবা বিনিময় করা যায় ; অর্থের বদলে কোন দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করা যায় আবার দ্রব্য বা সেবা দিয়া অর্থ গ্রহণ করাও যায় ; (২) মূল্যের পরিমাপ : (Measure of value) দ্রব্য বিনিময়ের (Barter) যে সকল অসুবিধা দেখা গিয়াছে তাহার জন্যই অর্থকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। কাজেই দ্রব্য বা সেবা বিনিময়ে কতটুকু দ্রব্যের জন্য বা কি পরিমাণ সেবার জন্য কত অর্থ পাওয়া যাইবে বা দিতে হইবে তাহা স্থির না হইলে বিনিময় হইতে পারেনা। কাজেই অর্থদ্বারা বিনিময়ের মূল্য পরিমাপ করা যায়— ১৲ টাকার বদলে ১ সের চাউল বলিলে চাউলের মূল্যের পরিমাপ অর্থে করা

হইল। ইহাতে যে কেহ চাউল কিনিতে বা বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক ঐ একই পরিমাপ ব্যবহার করিবে; (৩) বিলম্বিত প্রদানের মান (standard for deferred payment) সমাজে ঋণ আদান প্রদান অথবা ঋণের উপর ভিত্তি করিয়া ব্যবসা চলিতেছে। কাজেই আজ কিছু অর্থ ধার করিলাম উহাই আবার ভবিষ্যতে শোধ করিতে হইবে। অর্থের এক মূল্য ধরিয়া ঋণ করা হইলে ঐ মূল্যেই আবার অর্থ শোধ করা যায়। ধারে ক্রয় বিক্রয়েও অনুরূপ ভাবে অর্থের পরিমাপ অনুসারে ভবিষ্যতে মূল্য শোধ করা সম্ভব। (৪) মূল্যের সঞ্চয় (store of value): ধারে ক্রয় বিক্রয় বা বিনিময় কখনই অর্থ ব্যতীত সম্ভব নহে। কাজেই ভবিষ্যতে প্রতিশ্রুতি মত ঋণ শোধ করার জন্য অর্থ সঞ্চয় আবশ্যক। সঞ্চয় কখনই সম্ভব হয়না যদি সেই সঞ্চয়ের এক মূল্য নির্দ্ধারিত না থাকে। ১০০৲ টাকা জমা রাখিয়া ১০ বৎসরে পরেও ১০০৲ টাকা উত্তোলন করা যায় কারণ যাহা জমা রাখা হইয়াছিল উহাতে যে ধাতু আছে বা ধাতু না থাকিলেও উহার মূল্য ১০০৲ টাকা। মূল্যের সঞ্চয় সম্ভব না হইলে কখনই ঋণ ব্যবস্থার প্রচলন সম্ভব হইত না।

Fund—তহবিল: নগদ অর্থ অথবা কোন সম্পদ বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য পৃথক করিয়া রাখিলে তাহাকে তহবিল কহে। কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার হইবে তাহা তহবিলের নামকরণ দ্বারা নির্দ্ধারণ করা হয়। খয়রাত তহবিল (Endowment Fund) ইহা খয়রাতের জন্যই ব্যয়িত হয়, তবে খয়রাতি তহবিলে আসল ব্যয় করা হয়না কেবলমাত্র সুদই ব্যয় করা হয়। উত্তর সেবা বেতন তহবিল (Pension Fund) পেন্সন বা উত্তর সেবার বেতন হিসাবে যে তহবিলের অর্থ ব্যয় করা বা ব্যবহার করা হইবে।

Funded Debt—দীর্ঘমেয়াদী ঋণ; চিরস্থায়ী ঋণ: জাতীয় ঋণের যে অংশ দীর্ঘমেয়াদী অথবা চিরস্থায়ী তাহাকে বুঝায়। ইহা প্রায়ই পরিশোধ করা হয়না তবে চিরস্থায়ী ব দীর্ঘমেয়াদী ঋণের পরিমাণ কমাইতে চাহিলে সরকার শেয়ার বা ষ্টক বাজার হইতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণপত্র ক্রয় করিয়া নেয়। পূর্বে (Funded Debt) তহবিল ঋণ বলিতে জাতীয় ঋণের যে অংশের সুদ দেওয়ার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট কর আদায় করিয়া তহবিল গঠন করা হইত সেই অংশকে বুঝাইত। দীর্ঘমেয়াদী বা চিরস্থায়ী ঋণ প্রায়ই কোন প্রতিভূতি বা জামানত দ্বারা সংরক্ষিত থাকে।

Funding System—দীর্ঘমেয়াদীকরণ: গ্রেট বৃটেনের জাতীয়

ঋণ গ্রহণে একই পদ্ধতি অনুসৃত হয়। ইহাতে স্বল্পমেয়াদী ঋণপত্রের বদলে চিরস্থায়ী অথবা দীর্ঘমেয়াদী ঋণের দায় স্বীকার করে।

Funk Money—পলাতক অর্থ: দুই দেশের মধ্যে উদবৃত্ত অর্থ ও মূলধনী সম্পদের গতি বুঝাইতে ব্যবহার হয়। যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকিলে; মুদ্রা মান হ্রাসের সম্ভাবনা থাকিলে, উদবৃত্ত অর্থ বাজেয়াপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে অথবা অন্য কোন দেশে অতিরিক্ত সুদে অর্থ বিনিয়োগের বা লগ্নীর সুযোগ পাইলে; অথবা অন্য কোন দেশে অর্থ খাটাইলে উহার নিরাপত্তা সম্বন্ধে সন্দিহান হইলে এক দেশ হইতে উদবৃত্ত প্রাপ্য বা মূলধন অপসারণকে বুঝায়। বর্তমানে প্রায় সকল দেশেই বৈদেশিক মুদ্রা আদান প্রদান সরকার নিয়ন্ত্রণ করে। কাজেই নিয়ন্ত্রণের হাত এড়াইয়া অর্থ অপসারণ করিতে যথেষ্ট অসুবিধা আছে বলিয়া পলাতক অর্থের পরিমাণ ক্রমশই কমিয়া যাইতেছে। Fugitive Money; Hot Money দ্রষ্টব্য।

Furlong—২২০ গজে ১ ফার্লং; ১ মাইলের এক অষ্টমাংশ; ৮ ফার্লং-এ ১ মাইল।

Future Goods—ভাবী পণ্য: ক্রেতার সহিত বিক্রয়ের চুক্তি করার পর যে দ্রব্য উৎপাদন করা হয় তাহাকে ভাবী পণ্য কহে।

Futures—ভাবী কেনাবেচা: ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট দিনে বিলি দেওয়ার চুক্তিতে ক্রয় বিক্রয়কে ভাবী কেনাবেচা কহে। যে সকল ব্যবসায় কাঁচা মালের মূল্যের উপর প্রধানতঃ মুনাফার পরিমাণ নির্ভর করে; অথবা কাঁচা মালের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য শিল্পের উৎপাদন স্থগিত থাকিতে পারে সেই সকল শিল্পের পরিচালকগণ কাঁচা মালের মূল্যের উঠানামাজনিত লোকসান বন্ধ করার জন্য অথবা নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের জন্য অনেক সময়ে অগ্রিম ক্রয়ের চুক্তি করিয়া থাকে। ইহাতে যে দ্রব্য ক্রয় করা হইতেছে তাহা চাক্ষুষ না দেখিয়া কেবলমাত্র এক নির্দিষ্ট মূল্যে, এক নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য সরবরাহের বা বিলির চুক্তি করা হয়। ভাবী কেনাবেচা বলিতে প্রধানতঃ কাঁচা মাল কেনাবেচাই বুঝায়। ইহার পদ্ধতিও ষ্টক বা শেয়ার কেনাবেচার মতই। হিসাবে ক্রয় বিক্রয় করাই ইহার নিয়ম। ভবিষ্যতে বিলি দেওয়া চুক্তিতে ষ্টক বা শেয়ার কেনাবেচাও বুঝায়। ভাবী কেনাবেচাকে অনেকে জুয়া (gambling) বলিয়াই ধরিয়া নিয়াছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভাবী কেনা বেচায় যাহারা লিপ্ত তাহারা মূল্য স্থির রাখিতে সাহায্য করে কারণ তাহারা

ভবিষ্যত সম্বন্ধে যে ঝুঁকি নিতেছে সেই ঝুঁকির ফলে যাহাতে তাহাদের লোকসান না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই দ্রব্যের মূল্য স্থির করে। আর উহাতে সরবরাহেরও একটা স্থিরতা থাকে। (Hedging দ্রষ্টব্য)।

(২) ভবিষ্যতে কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে বিলি দেওয়ার চুক্তি করিয়া যে বৈদেশিক মুদ্রার কেনাবেচা হয় তাহাকেও ভাবী কেনাবেচা কহে। Forward Exchange দ্রষ্টব্য)।

Flight of the dollar—ডলারের পলায়ন: মুদ্রাস্ফীতি জনিত অথবা মুদ্রামূল্য হ্রাসজনিত লোকসান এড়াইবার জন্য ডলারের দ্বারা অন্য কোন দেশের প্রত্যর্থ পত্র বা ঋণপত্র ক্রয় করা হইলে তাহাকে ডলারের পলায়ন কহে। যে দেশের মুদ্রামান স্থির ও মুদ্রাস্ফীতি জনিত লোকসানের সম্ভাবনা নাই সেই দেশের প্রত্যর্থ পত্র বা ঋণপত্র ক্রয় করিয়াই অর্জ্জিত ডলার প্রয়োগ করা হয়। ইহাকেই ডলারের পলায়ন কহে। ১লা সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষ যখন মুদ্রা মূল্য হ্রাস করিল, তখন অনেকে অর্থনীতিবিদ মুদ্রাহ্রাসনীতির সমালোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে মুদ্রামূল্য হ্রাস নীতি কার্য্যকরী করিতে হইলে আমেরিকাতে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করিতে পারিলে বাণিজ্য উদ্‌বৃত্ত অনুকূল হইবে। এবং সেই উদ্‌বৃত্ত ডলার দ্বারা যে সকল দেশের মুদ্রামান হ্রাস করা হয় নাই সেই সমস্ত দেশে বিনিয়োগ করিলে, অথবা সেই সকল দেশ হইতে অর্জ্জিত ডলারের সাহায্যে দ্রব্য ক্রয় করিলেই লাভ হইবে। ইহাকে ডলার পলায়ন বলা যায়।

G

Gain Sharing—লাভ বণ্টন : শ্রমিকদের মজুরী দেওয়ার এক নিয়ম। ইহাতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে শ্রমিক কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের উদবৃত্ত অংশের বাবদ দেয় মজুরীর একাংশ শ্রমিককে অধিদেয় হিসাবে দেওয়া হয়। কাজেই শ্রমিক দ্রব্যের গুণাগুণের বৈষম্য না ঘটাইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপাদনের পরিমাণ বড়াইতে পারিলে, নির্দ্দিষ্ট মজুরীর উপরও মজুরী পায়। এই নিয়মে মজুরী দিতে ৩টি মান (Standard) স্থির করার দরকার—(১) মান কার্য্য (Standard job) ; (২) মান সময় (Standard Time) (৩) মান দক্ষতা (মান শ্রমিক) Standard Labour : নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপাদন করিতে না পারিলেও শ্রমিক কোন দ্রব্য উৎপাদনে প্রকৃত যত সময় কার্য্য করিয়াছে তত সময়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট হারে মজুরী পাইবে। ইহাকে (Bonus system of wage payment) অধিদেয় মজুরী দেওয়ার নিয়মও বলা হয়। (Bonus দ্রষ্টব্য)।

Gambling—জুয়া : ব্যবসায়ে এই কথাটি বিশেষ করিয়া ষ্টক, শেয়ার অথবা পণ্যের বাজারেই ব্যবহার হয়। যাহারা রাতারাতি বড়লোক হওয়ার উদ্দেশ্যে ষ্টক, শেয়ার বা পণ্যের চাহিদা যোগানের অসমতা ঘটাইয়া মূল্যের উঠা নামা ঘটায় তাহাদেরই জুয়ারী (Gamblars) কহে। আর ঐরূপ মূল্য উঠা নামার জন্য যে কার্য্য করা হয় তাহাকে জুয়া বলে। অনেকে ফাটকাবাজ বা ঝুকিদারী কাজ (Speculation) ও জুয়া (Gambling) সমার্থবোধক মনে করেন। কিন্তু তাহা সত্য নহে। ঝুকিদার (Speculator) সম্ভাব্য যোগান ও চাহিদার সমন্বয় ঘটাইতে সাহায্য করে। কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় যাহাতে মূল্যস্তর দ্রুত পরিবর্ত্তন না হয় তাহার জন্য ঝুকিদারের দূরদর্শিতা দেখা যায়, জুয়ারীর সে দূরদর্শিতা কখনই থাকে না। অবশ্য ঝুঁকিদারের কাজ যে

কখনও জুয়ারীর অনুরূপ হইবে না তাহা বলা যায় না কারণ ঝুকিদারের বাজারের অথবা অর্থনৈতিক অবস্থার জ্ঞান যদি অসম্পূর্ণ হয় তবে সে লাভের উদ্দেশ্যে এমন ভাবে ক্রয় বিক্রয় করিতে প্রয়াসী হইবে যাহাতে বাজারের সাম্যভাব নষ্ট হয়।

Gaming Policy—বীমাহিত শূন্য বীমাপত্র : যে বীমায় বীমা-গৃহীতার কোন বীমাযোগ্য হিত বা স্বার্থ নাই সেই বীমায় যে বীমাপত্র দেওয়া হয় তাহাকে বীমাহিতশূন্য বীমাপত্র কহে। এই প্রকার বীমার চুক্তি নৌ-বীমা বা অগ্নিবীমায় দেখা যায়, কিন্তু ইহা বে আইনী।

Garnishee : আদালত প্রকৃত দেনাদারের স্থলে যাহাকে দেনাদার বলিয়া ঘোষণা করেন ; যাহার নিকট প্রকৃত দেনাদারের কোন সম্পদ গচ্ছিত থাকে ; অথবা যে প্রকৃত দেনাদারের নিকট ঋণী। আদালত কাহাকেও Garnishee বলিয়া ঘোষণা করিলে প্রকৃত দেনাদারের দেনা তাহাকেই শোধ করিতে বাধ্য করা হয়।

Garnishee Order : কাহারও নিকট দেনাদারের অর্থ জমা থাকিলে অথবা দেনাদারের পাওনা থাকিলে, সেই অর্থ আদালত হইতে ক্রোক দিয়া যে হুকুম জারী করা হয় তাহা। এই প্রকার হুকুম দেনাদারের নিকট ঋণী অথবা যাহার নিকট দেনাদারের অর্থ জমা রহিয়াছে তাহার উপরই জারী করা হয়। আদালত হইতে যাহার অনুকুলে এই আদেশ জারী করা হয় তাহাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও ঐ অর্থ প্রদান করার ক্ষমতা নাই। পাওনাদারের পাওনার অতিরিক্ত অর্থও যদি দেনাদারের হিসাবে জমা থাকে তাহা হইলেও সমস্ত অর্থ ই ক্রোক দেওয়া হয়।

Garnishment : যে বিজ্ঞাপন দ্বারা দেনাদারের অন্যের নিকট গচ্ছিত অর্থ ক্রোক দেওয়া হয় তাহাকে বুঝায়।

Gauzer : শুল্ক অফিসের যে প্রাধিকার তরল পদার্থ রাখিবার পাত্রের বহন ক্ষমতা পরিমাপ করেন। পাত্রের বহন ক্ষমতা পরিমাপ করিয়া পাত্রস্থ তরল পদার্থের উপর দেয় শুল্কের পরিমাণ অথবা হার নির্দ্ধারণ করা হয়।

Gazette—গেজেট ; ঘোষণাপত্র : আদালত হইতে অথবা কোন সরকারী বিভাগ হইতে মামলা, সরকারী চাকুরী, পদোন্নতি, কোন আইনের প্রয়োগ ইত্যাদি ঘোষণা করিয়া যে বিজ্ঞপ্তি বাহির করা হয় তাহাকে ঘোষণাপত্র কহে।

Geared Capital—সংলগ্ন মূলধন : সাধারণ ও বিলম্বিত শেয়ারের তুলনায় অগ্রাধিকার শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া অনুপাতে বেশী মূলধন সংগ্রহ করা হয় তবে সেই মূলধনের আকার ও প্রকারকে সংলগ্ন মূলধন কহে। ৫০,০০০ টাকা আদায়ীকৃত মূলধনের মধ্যে ৩০,০০০ টাকা ঋণপত্র ও অগ্রাধিকার শেয়ার বিক্রয় করিয়া আদায় করা হইল এবং সাধারণ ও বিলম্বিত শেয়ার বিক্রয় করিয়া আদায় করা হইল ২০,০০০ টাকা। এই প্রকার মূলধনকে বুঝায়।

General Acceptance—সাধারণ স্বীকৃতি ; সাধারণ সাকরণ : হুণ্ডি কারক যে ভাবেই হুণ্ডি প্রস্তুত করুক, তাহাতে যদি হুণ্ডি গ্রাহক সাকরণ করে তাহাকে সাধারণ স্বীকৃতি কহে। হুণ্ডিতে কেবলমাত্র সহি করিয়া স্বীকার (Accepted) লিখিলেই তাহা সাধারণ স্বীকৃতি বা সাকরণ হয়। (Acceptance দ্রষ্টব্য)।

General Agreement on Trade & Tariff : International Trade Agreement দ্রষ্টব্য।

General Average : Average দ্রষ্টব্য।

General Crossing—সাধারণ রেখাঙ্কণ : চেকে কেবলমাত্র দুইটি সমান্তরাল সরলরেখার মধ্যে এণ্ড কোং লিখিয়া অথবা শুধুমাত্র দুইটি সমান্তরাল সরল রেখাদ্বারা রেখাঙ্কণ করিলে সেইরূপ রেখাঙ্কণকে সাধারণ রেখাঙ্কণ কহে। (Cheque দ্রষ্টব্য)।

General Endorsement—সাধারণ পিছনসহি : চেক অথবা বিনিময়পত্র বা হুণ্ডির পিছনে কেবলমাত্র সহি করিয়া হস্তান্তর করিলে সেই প্রকার পিছনসহিকে সাধারণ পিছনসহি কহে।

General Lien—সাধারণ পূর্ব্ব স্বত্ব : পাওনা আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত দেনাদারের কোন সম্পদ বা সম্পত্তি আটক করার অধিকার। ইহা পাওনাদারের দখলে থাকে—এই পূর্ব্ব স্বত্ব কোন চুক্তির ফলে অথবা রীতির ফল হইতে উদ্ভূত হইতে পারে। ব্যাঙ্কে জমা অর্থের উপর ব্যাঙ্কের পাওনার জন্য উহার পূর্বস্বত্ব থাকে।

General Strike—সাধারণ ধর্ম্মঘট, সাধারণ হরতাল : একই সময় শিল্পে কর্ম্ম বিরতিকে বুঝায়। কোন অঞ্চলে সর্ব প্রকার কর্ম্ম বিরতি বুঝায়। অনেক সময়েই সরকারকে কোন কার্য্য করিতে বাধ্য করাইতে সাধারণ ধর্ম্মঘট বা হরতাল করা হয়।

General Tariffs—সাধারণ শুল্ক: কোন রূপ প্রভেদমূলক বা পক্ষপাতমূলক নীতি প্রয়োগ না করিয়া শুল্কাধীন দ্রব্যের উপর একই হারে শুল্ক প্রয়োগ করা হইলে তাহাকে সাধারণ শুল্ক কহে। ইহাকে এক শুল্কনীতি (Single Schedule Tariff দ্রষ্টব্য অথবা Unilinear Tariff দ্রষ্টব্য) কহে।

Genetic Industry—প্রাণী শিল্প: যে শিল্প কোন প্রাণী উৎপাদন করে। কৃষি প্রাণী শিল্প, মৎস্য শিল্প, অথবা পশু প্রতিপালন ও প্রাণী শিল্প।

Geneva Trade Conference—General Agreement on Tarifffs & Trade; International Trade Organisation, Havana Conference দ্রষ্টব্য। ১৯৪৭ সালে জেনেভা সম্মেলনে ২৩টি দেশ মিলিত হইয়া বৈষম্যমূলক বা পক্ষপাতমূলক শুল্ক পরিহার করিয়া আমদানীর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ পরিহার করিয়া অথবা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যে সকল বাধা বিপত্তি আছে তাহা দূর করিয়া বাণিজ্য সম্প্রসারণের উপায় উদ্ভাবন করে। ইহার পর হাভানা সম্মেলনে হাভানা সনদের দ্বারা ঐ উদ্দেশ্য সংরক্ষিত করার চেষ্টা হয়। তারও পর ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্র সংঘের অধীন এক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা (International Trade Organisation) নামে একটি বিশেষ সংস্থা স্থাপিত হয়। আলোচনায় অংশ গ্রহণকারী দেশগুলির নিজ নিজ রাষ্ট্রের অনুসমর্থনের জন্য সুপারিশ করে। কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটবৃটেন হাভানা সনদ সমর্থন করে নাই। উহা ব্যতীত ৫৩টি রাষ্ট্র ঐ সনদ অনুসমর্থন করিয়াছে।

Gentleman's Agreement—ভদ্রলোকের চুক্তি: দুই বা ততোধিক শিল্পের মধ্যে মূল্য নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ, বাজার বিভাজন ইত্যাদি পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া মুনাফার পরিমাণ বাড়ানর জন্য অনুপচারিক বা অলিখিত বা মৌখিক চুক্তিকে ভদ্রলোকের চুক্তি কহে। ইহার কার্য্যকারিতা শিল্পগুলির মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাবের উপর নির্ভর করে। আইনতঃ স্বীকার না করিলেও সরকার এই প্রকার চুক্তিকে বেআইনী বলিয়াও গণ্য করে না। (Pool দ্রষ্টব্য)

Guild—সংঘ: মধ্যযুগে সমব্যবসায়ীদের সংঘকে Gild বা Guild বলিত। ইহা দুই প্রকারের হইত। Merchant Guild ব্যবসায়ী সংঘ, আর Craft Guild কারীগরী সংঘ। ব্যবসায়ী সংঘ পারস্পরিক স্বার্থরক্ষার্থে

সাহায্য প্রদানকারী সংঘ। কোন সহরে বা নগরীতে ব্যবসায়ীগণ মিলিত হইয়া নিজেদের স্বার্থরক্ষার্থে দলবদ্ধভাবে একই নীতি অনুসরণ করিবে। ব্যবসায়ী সংঘ ও কারিগরী সংঘ বর্ত্তমান শ্রম বা শিল্প সংঘের পূর্ববর্ত্তী বলিলে ভুল হইবে না।

Gill—গিল : ১ গ্যালনের ৩২ ভাগের ১ ভাগ অথবা ১ পাইটের এক চতুর্থাংশ।

Gift Tax—দান কর, খয়রাত কর : ইহা এক প্রকার মূলধন কর। স্থাবর সম্পত্তি দান করিলে সেই সম্পত্তির উপর দেয় কর। দানকরে সর্ব্বোচ্চ কত মূল্যের সম্পত্তি দান করিতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করা থাকে। যে সম্পত্তি দান বা খয়রাত করা হয় উহার মূল্য নির্দ্ধারিত সর্ব্বোচ্চ মূল্যের অধিক হইলে সেই সম্পত্তির উপর কর দিতে হয়। (Estate Duty, Death Duty দ্রষ্টব্য)।

Gilt Edged Security—সর্ব্বোত্তম ঋণপত্র, প্রথম শ্রেণীর ঋণপত্র, সর্বসমান ঋণপত্র : যে ঋণ পত্রের মূল্য কখনই আঙ্কিক মূল্যের চেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না তাহাকে সর্বোত্তম ঋণপত্র কহে। ইহাতে ক্রেতার ঝুকি আদৌ নাই বলিলেই চলে। সরকারী হুণ্ডি বা ঋণ পত্র এই পর্য্যায়ের।

Giver-on—হর্জানা দায়ক : শেয়ার ক্রয় করিয়া যে নির্দ্দিষ্ট দিনে মূল্য পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইয়া পরবর্ত্তী কোন দিন পর্য্যন্ত জের টানিয়া রাখার জন্য হর্জানা বা সুদ দেয় সেই হর্জানা দায়ক। (Contango দ্রষ্টব্য)।

Glut—প্রাচুর্য্য : প্রাচুর্য্য বলিতে চাহিদার তুলনায় দ্রব্যের সরবরাহ যখন অনেক বেশী তাহাকে বুঝায়। দ্রব্যের সরবরাহ যদি এমন প্রচুর হয় যে উৎপাদন ব্যয়েরও কম মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করিতে হয় তবে তাহাকেই প্রকৃত প্রাচুর্য্য বলা হয়।

Going Value—চলতি মূল্য : অর্থনৈতিক অবস্থার কোন পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই এইরূপ অনুমান করিয়া সম্পদের (বিশেষতঃ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের) যে মূল্য নির্দ্ধারণ করা হয় তাহা বুঝাইতে ব্যবহার করা হয়। কারিগরী উন্নতি, যুদ্ধ, বিপ্লব, অথবা আকস্মিক অর্থনৈতিক নীতির পরিবর্ত্তন হইলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। ঐরূপ কোন সম্ভাবনার অনুপস্থিতি অনুমান করিয়া দ্রব্যের বা সম্পদের মূল্য নির্দ্ধারণ করিলে ঐ প্রকার নির্দ্ধারিত মূল্যকেই চলতি মূল্য কহে।

Gold Bloc—স্বর্ণ জোট : ১৯৩১ সালে গ্রেট-বৃটেন, কমনওয়েলথ দেশসমূহ এবং স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশসমূহ ও কতিপয় দক্ষিণ আমেরিকা দেশ স্বর্ণমান পরিহার করার পরও যে সকল দেশে স্বর্ণমান মুদ্রা ব্যবস্থা চালু ছিল সেই সকল দেশকে বুঝাইত।

Gold Bond—স্বর্ণ ঋণপত্র : যে ঋণপত্র কেবলমাত্র স্বর্ণ দ্বারাই পরিশোধ করিতে হয় তাহাই স্বর্ণ ঋণপত্র। কাগজী মুদ্রা, রৌপ্য মুদ্রা অথবা অন্য ঋণ পত্র দ্বারা এই প্রকার ঋণ পত্র শোধ করা যায় না।

Gold Bullion Standard—স্বর্ণ পিণ্ডমান : কোন দেশের মুদ্রা ব্যবস্থার এক রূপ। ইহাতে কাগজী মুদ্রা প্রচলন থাকে কিন্তু কাগজী মুদ্রার পরিবর্তে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এক নির্দ্দিষ্ট হারে স্বর্ণ মুদ্রা দিতে বাধ্য থাকে। আবার কেহ স্বর্ণ মুদ্রার বদলে কাগজী মুদ্রা চাহিলে তাহাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দিতে বাধ্য থাকে। তবে ইহাতে এক নির্দ্দিষ্ট সর্বনিম্ন পরিমাণ স্থির করিয়া দেওয়া হয় যাহার কম পরিমাণ স্বর্ণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ক্রয় করিতে বাধ্য থাকে না। ইংলণ্ডে যতদিন এই মুদ্রা ব্যবস্থা ছিল ততদিন স্বর্ণ ক্রয়ের সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছিল ৪০০ আউন্স। (Gold Standard দ্রষ্টব্য)।

Gold Circulation Standard—স্বর্ণ প্রচলন মান : (Gold Standard দ্রষ্টব্য)

Gold Currency Standard—স্বর্ণ প্রচলন মান : (Gold Standard দ্রষ্টব্য)

Gold Exchange Standard—স্বর্ণ বিনিময় মান : কোন দেশের অন্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে গচ্ছিত স্বর্ণ অথবা স্বর্ণ সমতুল্য কোন প্রথম শ্রেণীর ঋণ পত্রের জামানত পরিমাণ এক নির্দিষ্ট মুদ্রা বিনিময় হারে নিজ দেশে কাগজী মুদ্রা ছাপাইবার অধিকার থাকে তবে সেই দেশের মুদ্রা ব্যবস্থাকে স্বর্ণ বিনিময় মান কহে। ইহাতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে স্বর্ণ জমা না রাখিয়াও মুদ্রার পরিমাণ বাড়ান যায়। এই প্রথায় যে কোনো স্বর্ণমান মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলিত সেই দেশের মুদ্রার সহিত এক স্থির বিনিময় হারে নিজের দেশের মুদ্রা ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই ব্যবস্থার আরেকটি সুবিধা এই যে যে দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা স্বর্ণমানে নহে সেই দেশ অপর দেশটির (স্বর্ণমান দেশটির) সহিত বৈদেশিক বাণিজ্যের আদান প্রদান সমতায় প্রতিকূল উদ্বৃত্ত অর্থাৎ দেনা, নির্দিষ্ট মুদ্রা বিনিময় হারে বিনিময় পত্র বা হুণ্ডি দিয়া পরিশোধ করিতে পারে।

ভারতবর্ষ বহুদিন যাবত স্বর্ণ বিনিময় মানে মুদ্রা ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিল। ভারতবর্ষের মুদ্রার বিনিময় মূল্য বৃটিশ ষ্টার্লিং এর সহিত এক নির্দিষ্ট হারে (১ টাকা=১ শিঃ ৬ পেঃ) বজায় রাখিয়াছিল। ইহাতে এক দেশ হইতে আরেক দেশে প্রতিকুল বাণিজ্য উদ্বৃত্তের জন্য নগদ স্বর্ণ রপ্তানি করিতে হয় না। এই ব্যবস্থার সর্বাধিক ত্রুটি এই যে যে দেশের মুদ্রার সহিত নির্দিষ্ট হারে বিনিময় হার স্থির করা হয় সেই দেশের অর্থনৈতিক অসাম্য অপর দেশেও প্রতিফলিত হয়। গ্রেট বৃটেন ১৯৩১ সালে স্বর্ণমান প্রথা বাতিল করার পর ভারতবর্ষও স্বর্ণ বিনিময় মান ত্যাগ করিয়াছে।

Gold Points—স্বর্ণ আগম নিগম দর: দুইটি দেশের মুদ্রা ব্যবস্থাই যদি স্বর্ণ মানের হয় তাহা হইলে দুই দেশের মধ্যে বিনিময়ের হার দুই দেশের মুদ্রার প্রকৃত স্বর্ণের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। মুদ্রায় প্রকৃত স্বর্ণ কত থাকিবে উহা নিজ নিজ দেশের সরকার স্বাধীন ভাবে স্থির করে। ১ বৃটিশ ষ্টার্লিংএ ১১৩·০০১৬ গ্রেণ স্বর্ণ আছে, আর ১ ডলারে ২৩·২২ গ্রেণ স্বর্ণ আছে। তাহা হইলে উভয় দেশের মধ্যে বিনিময় হার ১ ষ্টার্লিং...৪·৮৬৬৫ ডলার (১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বৃটেন স্বর্ণমান পরিহার করার অব্যবহিত পূর্বে)। ইহাকে বলা হয়—(Mint Par of Exchange) টাকশাল দর। এখন আমেরিকা ও গ্রেট বৃটেনের সহিত বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত খতিয়ান করিয়া দেখা গেল যে গ্রেট বৃটেন আমেরিকার নিকট ৪৮৬৬৫ ডলার ঋণী। উল্লিখিত বিনিময় হারে তাহাকে আমেরিকাতে ১১৩৩০ গ্রেণ স্বর্ণ পাঠাইতে হইবে। তাহাতে যে বহন খরচ ও বীমা খরচ ইত্যাদি দিতে হইবে তাহার মোট হইবে আরও ৫ ষ্টার্লিং। তাহা হইলে বাণিজ্যের দেনা শোধ করিতে গ্রেট বৃটেন ১০০০৫ ষ্টার্লিং ব্যয় করিতে হয়। এখন বাজারে যদি ৪৮৬৬৫ ডলারের বিনিময় পত্র ১০০০৫ ষ্টার্লিং এর কম মূল্যে কিনিতে পারা যায় তাহা হইলে বৃটেন স্বর্ণ না পাঠাইয়া বিনিময় পত্র পাঠাইবে। কিন্তু যদি ১০০০৫ ষ্টার্লিং এর অধিক মূল্য দিয়া ৪৮৬৬৫ ডলারের বিনিময় পত্র কিনিতে হয় তবে স্বর্ণই পাঠাইবে। এই দুইটি বিন্দুর মধ্যেই বিনিময় হার ঘুরিতে থাকে। যে অবস্থায় স্বর্ণ রপ্তানি করা লাভজনক সে অবস্থাকে Export point—রপ্তানি বিন্দু কহে। আর যে অবস্থায় স্বর্ণ আমদানী করা লাভজনক অর্থাৎ যখন স্বর্ণ রপ্তানি না করিয়া বিনিময় পত্রই কেনা লাভজনক সেই অবস্থাকে (Import Point) আমদানী বিন্দুর। এই দুই বিন্দুকে স্বর্ণ

আদান-প্রদান দর কহে। কারণ ইহা দ্বারাই স্বর্ণ রপ্তানি লাভজনক না বিনিময় পত্র দ্বারা শোধ করা লাভজনক তাহা স্থির হয়। (Point Par of Exchange, Specie Points দ্রষ্টব্য)।

Gold Premium--স্বর্ণ অধিহার : কাগজী মুদ্রা আইনতঃ নির্দ্দিষ্ট হারে স্বর্ণ মুদ্রায় পরিবর্ত্তনযোগ্য হইলেও কাগজী মুদ্রার বদলে নির্দিষ্ট হারের কম স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেলে স্বর্ণ অধিহারে বিক্রয় হয় বুঝায়। নির্দ্দিষ্ট হার ও প্রকৃত মূল্যের ব্যবধানই অধিহার। উদাহরণ ১ ষ্টার্লিং এর কাগজী মুদ্রা বদলে যদি ১ ষ্টার্লিং এর স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া না যায় তবে স্বর্ণের অধিহার আছে বুঝা যায়।

Gold Standard—স্বর্ণ মান : প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আন্ত-র্জাতিক বিনিময় ব্যবস্থা স্বর্ণমানের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। কোন দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা প্রকৃত স্বর্ণমান বিশিষ্ট হইতে হইলে ৩টি প্রধান সর্ত পূরণ করিতে হয় :

(১) নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাটি স্বর্ণ বিশিষ্ট এক নির্দিষ্ট ওজনের মুদ্রার সহিত উহার মুদ্রা প্রতিষ্ঠিত থাকিবে ;

(২) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নির্দিষ্ট মূল্যে স্বর্ণ ক্রয় করিতে ও বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকিবে ;

(৩) অবাধ স্বর্ণ আমদানী রপ্তানি বা আগম নিগম।

গ্রেট বৃটেন বৃটিশ কমনওয়েলথ সমূহ, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি দেশ ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে স্বর্ণমান পরিহার করিয়াছে।

(Gold Exchange Standard, Gold Bullion Standard দ্রষ্টব্য)।

Gold Using Country—স্বর্ণ ব্যবহারী দেশ : স্বর্ণ মান বিশিষ্ট দেশগুলিকে বুঝাইত।

Good—দ্রব্য : Economic Good দ্রষ্টব্য।

Goods in Bond—Bonded Goods দ্রষ্টব্য।

Good Merchantable Quality & Condition : ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তিতে এই প্রকার বিশেষ অনুচ্ছেদ যুক্ত করিতে দেখা যায়। ইহার অর্থ এই যে, যে দ্রব্য বিক্রয় করা হইবে উহার গুণ বাজারে অনুরূপ চলতি দ্রব্যের

গুণের চেয়ে কম নয় এবং উহার অবস্থাও বাজারে ক্রয়-বিক্রয় উপযোগী দ্রব্যের চেয়ে খারাপ নহে।

Goodwill—খ্যাতি ; সুনাম : সুনাম বা সুখ্যাতি ব্যবসায়ের বা কোন পেশাধারী ব্যক্তির নিজস্ব ও অন্তর্নিহিত সম্পদ। ইহা ক্রয় বিক্রয়োপযোগী দ্রব্যের মত বস্তুগত (Material) নহে বলিয়া ইহার কোন আলোচনা আবশ্যক আছে বলিয়া অনেকেই মনে করেন না। তবে ব্যবহারিক জগতে ইহার যথেষ্ট মূল্য দেয় বলিয়া ব্যবসায়ীগণ ইহাকে একটি সম্পদ বলিয়া ধরিয়া নিয়াছেন। ইহা যেন কোন ব্যক্তির গুপ্ত লুক্কায়িত ধন (Hidden Treasure)। আবশ্যক হইলে সেই ধন সর্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করা হয়। সুনাম বা সুখ্যাতি এমন একটি গুণ যে গুণটির অধিকারী হইলে ক্রেতা সর্বদাই অন্য ব্যবসায়ীকে বাদ দিয়া উহার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে প্রয়াসী হয় এবং একবার সম্পর্ক স্থাপন করিলে সে সম্পর্কছেদ করে না। কাজেই সুখ্যাতি বলিতে যে গুণের অধিকারী হইলে পুরাতন ক্রেতা বা মক্কেলকে আকৃষ্ট করা যায় এবং নূতন ক্রেতার পরিমাণ বাড়ান যায় সেই গুণকেই বুঝায়। যদি ব্যবসায়ে পুরাতন ক্রেতা অথবা কোন পেশাদারের যেমন উকিলের নিকট, পুরাতন মক্কেল পুনঃ পুনঃ আসে এবং নূতন ক্রেতা বা মক্কেলের সংখ্যা বাড়িয়া যায় তাহা হইলে ব্যবসায়ের বা পেশাদারীর সুনাম বা খ্যাতি আছে বলা যায়। কোন ব্যবসায়ের আয় বৃদ্ধিতে এই গুণটি বিশেষ সাহায্য করে বলিয়া ইহাকেও অন্যান্য মূলধনী সম্পদের মতই দেখা হয় এবং সেই জন্য ব্যবসায়ের উদ্বৃত্ত পত্রে সম্পদ হিসাবে দেখান হয়। যেহেতু এই গুণটি অন্তর্নিহিত, নিজস্ব ও গুপ্ত, সেই জন্য ব্যবসায় যত বেশী পুরাতন, উহার সুখ্যাতির পরিমাণ ততই কম হিসাবে সবসাধারণের গোচর করা হয়। খুব বনেদী ঘরের সমস্ত সম্পদ যেমন লোক সমক্ষে প্রকাশ করে না, তেমনি খুব পুরাতন ব্যবসায়ীও উহার সুখ্যাতির পূর্ণ মূল্য উদ্বৃত্ত পত্রে প্রকাশ করে না। তবে ব্যবসায় বা পেশাদারী প্রতিষ্ঠানে, নূতন কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা পেশাদারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট ব্যবসায় বিক্রয়ের সময়ে এই গুপ্তধনের যথাযথ মূল্য আদায় করে। স্থূল সুনাম বা সুখ্যাতি বলিতে সেই জিনিষই বুঝায় যাহা আশানুরূপ লাভের চেয়ে অতিরিক্ত লাভ করিতে সাহায্য করে।

Grace Period—রেয়াত কাল ; অনুগ্রহ মেয়াদ : Days of Grace দ্রষ্টব্য।

Graded Tax—পর্য্যায়িত কর: স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহ এক প্রকার কর আরোপ করে। ইহাতে জমির নিজস্ব মূল্যের উপর বর্দ্ধিত হারে কর বসান হয় এবং উন্নীত জমির উপর কম হারে কর বসান হয়। কর বসাইতে খালি জমির মূল্য উন্নীত জমির মূল্যের তুলনায় কম ধরা হয়, অথবা একই পরিমাণ খালি জমির উপর অনেক বেশী হারে কর বসান হয় এবং উন্নীত জমির উপর কম হারে কর বসান হয়। যাহাতে জমির মালিকগণ নিজ নিজ জমির উন্নতি নিজেরাই করেন সেই উদ্দেশ্যেই এ প্রকার পর্য্যায়িত কর বসান হয়। বিভিন্ন পর্য্যায়ের জন্য বিভিন্ন হারে কর বসান হয়।

Grade Labeling—পর্য্যায় টিকেট: Grading দ্রষ্টব্য।

Grading—পর্য্যায়করণ: ব্যবসায়ে অনেক সময়েই দ্রব্য চাক্ষুষ পরীক্ষা না করিয়া বা নমুনা না দেখিয়া কেবলমাত্র পর্য্যায়ের ইঙ্গিতের সাহায্যে ক্রয় বিক্রয় হয়। এই প্রকার ক্রয় বিক্রয় এইজন্য সম্ভব হয় যখন কোন দ্রব্য ইহার ভিন্ন ভিন্ন রকম অনুসারে পর্য্যায়ে ভাগ করা হয়। কোন একটি ইঙ্গিত বা সূচীতে বা নামে কেবলমাত্র ঐ দ্রব্যের একটি নির্দ্দিষ্ট প্রকারের সকল দ্রব্যকেই বুঝায়। এই উপায়েই কৃষি-পণ্য-বাজারে (Produce Exchange-এ) ক্রয় বিক্রয় হয়। ঐ সূচী বা নাম ধরিয়া উহার ক্রয় বিক্রয় মূল্য ঘোষণা করা হয়। যদি মুসা ৮ গম ৫৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হয় বলা হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে গমের একটি বিশেষ ভাগ বা পর্য্যায় যাহার মূল্য প্রতি মণ ৫৲ টাকা।

Graduated Tax—ক্রমবর্দ্ধমান কর: Progressive Taxation দ্রষ্টব্য। Ability to pay দ্রষ্টব্য।

Grant—আর্থিক সহায়তা: Subsidy দ্রষ্টব্য।

Gratuitous Coinage—নিঃশুল্ক মুদ্রাঙ্কণ: মুদ্রা ব্যবস্থা যদি স্বর্ণ মানে হয় আর স্বর্ণ-পিণ্ড টাকশালে জমা দিলে কোনরূপ মাশুল দাবী না করিয়া স্বর্ণপিণ্ডে যত স্বর্ণ মুদ্রা তৈয়ার হয় সেই পরিমাণ স্বর্ণ মুদ্রা তৈয়ার করিয়া দেয় তবে তাহাকে নিঃশুল্ক বা মুফত মুদ্রাঙ্কন কহে। (Free Coinage দ্রষ্টব্য)।

Graving—জাহাজের তলদেশ পরিষ্কার করাকে বুঝায়।

Graving Yard—যে শুল্ক পোতাঙ্গনে জাহাজের তলদেশ পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহার হয় অথবা যে শুল্ক পোতাঙ্গনে জাহাজের তলদেশ পরিষ্কার করা হয় তাহাকে বুঝায়। (Dry Dock দ্রষ্টব্য)।

Grave Yard Shift—কবর বদলা : দিবসের ২৪ ঘণ্টাই যদি কোন শিল্পে কার্য্য করা হয় তাহা হইলে ঐ সময়কে ৩ ভাগে ভাগ করিলে এক একটি ভাগকে বদলা (shift) কহে। কারণ শিল্প ও কারখানা আইনে কোন শ্রমিক দৈনিক ৮ ঘণ্টার অধিক সাধারণতঃ কাজ করিতে পারে না। ৩টি বদলা—ভোর ৮ হইতে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা ; অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা হইতে মধ্যরাত্রি ১২ ঘটিকা (ইহাকে 0 ঘটিকা কহে); রাত্রি ১২ ঘটিকা হইতে পরদিবস ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত। যে বদলা রাত্রি ১২ ঘটিকা হইতে পরদিবস ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত চলে তাহাকেই কবর বদলা বলা হয়। কবরে যেমন নিস্তব্ধতা বিরাজ করে ঐ সময়েও তেমনি নিস্তব্ধতা বিরাজ করে বলিয়াই বোধ হয় ঐরূপ নামকরণ।

Gray Market—ধূসর বাজার : দুষ্প্রাপ্য বা অপ্রচুর দ্রব্য যে স্থানে ক্রয় বিক্রয় হয় তাহাকে বুঝায়। ইহাতে বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দ্রব্য বিলি দিতে হয়। ধূসর বাজারের ব্যবসায়ীগণ ভবিষ্যৎ চাহিদার ঝুঁকি নিয়া ব্যবসা করে। কালো বাজার বা চোরা কারবারের (Black market) সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, চোরা কারবারী আইন বিরুদ্ধ ও আইনতঃ দণ্ডনীয় আর ধূসর বাজার আইনানুগ।

Great Circle Sailing— বৃহৎ বৃত্ত পরিক্রমা : পৃথিবীর কেন্দ্র স্থানকে কেন্দ্র করিয়া একটি বৃত্ত ধরিলে, ঐ বৃত্তের যে কোন বৃত্তাংশের সীমা-বিন্দুস্থ দুইটির মধ্যে যখন জাহাজ যাতায়াত করে তখন তাহাকে বৃহৎ বৃত্ত পরিক্রমা কহে। উহার মধ্যে যে পথের দূরত্ব সর্বন্যূন সেই পথে জাহাজ চলাচল করিলে তাহাকেই প্রধানতঃ বৃহৎ বৃত্ত পরিক্রমা কহে।

Greenbacks— সবুজ পশ্চাতী কাগজ : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৬২ খৃঃ অন্তর্বিপ্লবের সময় সর্ব্ব প্রথম এই নামধেয় প্রত্যয়ী অপরিবর্ত্তনীয় কাগজী মুদ্রা প্রচলন করে। পরে আরও দুইবার এই প্রত্যয়ী মুদ্রা বাজারে প্রচলন করা হয়। এই কাগজী মুদ্রা প্রচলনের কিছুদিন পর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এমন মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিল যাহার ফলে মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা খুবই দ্রুত হ্রাস পাইতে লাগিল। ফলে যুক্তরাষ্ট্র সরকার যখন এই মুদ্রা পরিবর্ত্তন যোগ্য করার প্রস্তাব করিল তখন কংগ্রেসে এমন বিরুদ্ধতা ও প্রবল প্রতিবাদ দেখা দিল যে শেষ পর্য্যন্ত সরকার এই মুদ্রা পরিবর্ত্তন যোগ্য করার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হয়। তবে এই মুদ্রা বৈধ মুদ্রা হিসাবেই বাজারে

প্রচলিত ছিল। যেহেতু ইহাকে পরিবর্ত্তন যোগ্য করায় প্রবল প্রতিবাদ হইয়াছিল সেই হেতু ক্রমে ক্রমে এই কাগজী মুদ্রা বাজারে ঊনহারে বিনিময় হইতে আরম্ভ হইল। ১৮৭৯ খৃঃ হইতে ইহা অব্যবহার্য্য হইল।

Gresham's Law—গ্রেশাম সূত্র: স্যার টমাস গ্রেশাম ছিলেন সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা। তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই সূত্রটি প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া তাহার নামানুসারেই এই সূত্রটির নামকরণ হইয়াছে। তাহার সূত্র অনুসারে খারাপ বা হীন মুদ্রা ভাল মুদ্রাকে বাজার হইতে তাড়াইয়া দেয়; "Bad money drives Good money out of circulation". সূত্রটির বিশ্লেষণ নিম্নরূপ:—

কোন দেশে দ্বিধাতুমান প্রচলন থাকিলে যে ধাতুর নিহিত মূল্য কম তাহা যে ধাতুর নিহিত মূল্য বেশী তাহাকে বাজারে প্রচলন হইতে অপসারণ করে এবং উহা দেশবাসী কেবলমাত্র পিণ্ডাকারে ব্যবহার করে। তিনি ইহার ৩টি উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—(১) স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় মুদ্রাই যদি বাজারে বৈধ মুদ্রা হয় তাহা হইলে বিদেশের ঋণ শোধ করিতে স্বর্ণই ব্যবহার করা হইবে। ইহা হইল স্বর্ণের রপ্তানি; (২) যদি তুলনায় স্বর্ণের অন্তর্নিহিত মূল্য আঙ্কিক মূল্যের অধিক হয় তাহা হইলে উহা গলাইয়া পিণ্ডাকারে রক্ষা করা লাভজনক। যেমন—স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময় হার ১ঃ ৪। বাজারে যদি ১ স্বর্ণ মুদ্রা ৫ রৌপ্য মুদ্রায় ক্রয় বিক্রয় হয় তাহা হইলে স্বর্ণ মুদ্রাটি গলাইয়া যে স্বর্ণ পাওয়া গেল তাহা হইতে ৪ রৌপ্য মুদ্রায় যতটুকু স্বর্ণ পাওয়া যায় তাহা বিক্রয় করিয়া ৪ রৌপ্য মুদ্রা নিয়া বাকী স্বর্ণ পিণ্ডাকারে বা অলঙ্কারাকারে সঞ্চয় করিল; (৩) স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা পাশাপাশি চালু থাকিলে কেহই স্বর্ণ মুদ্রাটি আগে হস্তান্তর করিবেন না, প্রথম রৌপ্য মুদ্রাটি হস্তান্তর করিবেন এবং স্বর্ণ মুদ্রাটি রাখিয়া দিবেন।

দ্বিধাতুমান না হইয়া এক ধাতুমান হইলেও এই নীতির প্রয়োগ থাকে। ইহা মনুষ্য চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। দুইটি রৌপ্য মুদ্রার মধ্যে যেটি সদ্য টাকশাল হইতে বাহির হইয়াছে আর যেটি বহুবার হস্তান্তর হওয়ার ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে উহার মধ্যে দ্বিতীয়টি আগে হস্তচ্যুত করা হয়। তবে এই সূত্র কার্য্যকরী হয় না যদি দেশে অর্থের চাহিদার পরিমাণ উভয় মুদ্রার মোট যোগানের সমান হয়। অর্থাৎ যদি চাহিদার অতিরিক্ত অর্থ না থাকে তবে ইহা কার্য্যকরী হয় না।

Grinding Money—কোন ব্যবসায়ে বা বৃত্তিতে ধারাল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে হয় এবং নিজের যন্ত্রপাতি দিয়াই যদি কারিগরী বা শ্রমিক কাজ করে সেই শ্রমিক কর্ম্ম ত্যাগ করার সময় তাহাকে যন্ত্রপাতি ধারাল করার জন্য এবং যন্ত্রের মরিচা ইত্যাদি দূর করার জন্য যে ব্যয় হয় তাহা বহন করার জন্য যদি কোন অর্থ দেওয়া হয় তবে তাহাকে বুঝাইতে কথাটির প্রয়োগ হয়।

Gross—(১) দ্রব্যের মূল্য বা ওজন হইতে কিছু বাদ দেওয়া না হইলেই তাহাকে মোট মূল্য বা মোট ওজন কহে।

(২) ১৪৪টিতে ১ গ্রোস্। যেমন—দিয়াশলাই, পেন্সিল।

Gross Income—**মোট আয়ঃ** প্রতি ব্যবসায়েই খরচের শ্রেণী বিভাগ হয়—যেমন ক্রয়ের খরচ; বিক্রয়ের খরচ; ব্যবসায়ের আনুষঙ্গিক ব্যয়; চলতি ব্যয় ইত্যাদি। মোট আয় বলিতে ব্যবসায়ের মোট বিক্রয়ের অর্থ মূল্য হইতে ক্রয়ের মূল্য বা উৎপাদনের মূল্য বাদ দিলে যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহাকেই বুঝায়: এই মোট আয় হইতে অন্য সকল প্রকার খরচ বা ব্যয় বাদ দিয়া নীট বা শুদ্ধ আয় বাহির করা হয়।

Gross Interest—**মোট সুদ ঃ** মূলধন, এখানে অবশ্য ঋণকৃত মূলধনই বুঝায়, ব্যবহার করার জন্য যে মূল্য দিতে হয় তাহাই মোট সুদ। অনেক অর্থনীতিবিদ সুদকে দুইটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন—মোট সুদ (Gross Interest) ও নীট বা শুদ্ধ সুদ (Net বা Pure Interest)। সুদ দিয়া মূলধন সংগ্রহ করিয়া ব্যবসা চালাইলে যে ঝুঁকি নেওয়া হয় উহারও এক আর্থিক মূল্য ধরা হয়। আবার ঋণ সংগ্রহ ও শোধ ইত্যাদিতে পরিচালনের এক আর্থিক মূল্য ধরা হয়। ঐ সকল অর্থনীতিবিদের মতে মোট সুদ হইতে ঝুঁকি ও ঋণ সংক্রান্ত পরিচালনের ব্যয় বাদ দিলে যাহা পাওয়া যায় তাহাই নীট বা শুদ্ধ সুদ। এক ব্যক্তি তাহার ব্যবসায়ের জন্য শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে ১০০০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করিল। ঐ ৫৲ টাকাই মোট সুদ। এখন উহা হইতে শতকরা ১৲ টাকা ঝুঁকি বাবদ ও ১৲ টাকা পরিচালন ব্যয় হিসাবে ধরা হয় তাহা হইলে নীট বা শুদ্ধ সুদ ৩৲ টাকা। ইহা এক সিদ্ধান্ত মাত্র। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ বড় দেখা যায় না। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সকল সুদই নীট বা শুদ্ধ সুদ। (Net Interest ও Pure Interest দ্রষ্টব্য)।

Gross National Debt—**মোট জাতীয় ঋণঃ** জাতীয় ঋণ বাদ

এখনও শোধ হয় নাই এবং সরকারী বিভাগগুলির অছি, জামানত ও পরিপূরক নিধি বা শোধ নিধির যোগফলকেই মোট জাতীয় ঋণ কহে।

Gross National Expenditure – মোট জাতীয় ব্যয়ঃ Gross National Product দ্রষ্টব্য।

Gross National Income—মোট জাতীয় আয়ঃ এক বৎসরের মধ্যে দ্রব্য উৎপাদন করিয়া, সেবা করিয়া এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের নীট বা শুদ্ধ উদ্‌বৃত্ত (যাহা পাওয়া যায়) উহার যোগফলই মোট জাতীয় আয়। ইহাকে মোট জাতীয় উৎপাদনও (Gross National Product দ্রষ্টব্য) কহে। মোট জাতীয় আয় নির্দ্ধারণে ৩টি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

(১) উৎপাদনে উপাদান ব্যয় ভিত্তিক জাতীয় আয়—(National Income at Factor Cost): মজুরী, বেতন, সুদ, খাজনা, অর্থাৎ উৎপাদনে যে ৩টি প্রধান উপাদান, জমি, মজুর ও মূলধন উহার মূল্য; পরিচালকের আয় এবং সঞ্চিত মুনাফা যাহা বিতরণ বা বিলি করা হয় নাই, এবং ব্যবসায়ের (বিশেষতঃ যৌথ প্রতিষ্ঠানের) কর বাদ না দিয়া যে মুনাফা, এই সকলের সমষ্টিই মোট জাতীয় আয়।

(২) বাজার দরে মোট জাতীয় আয়। (Gross National Income at market prices): প্রথমোক্ত উপায়ে জাতীয় আয় নিরূপণ করিয়া উহার সহিত পরোক্ষ কর যোগ করিয়া তাহা হইতে সরকারী আর্থিক সাহায্য বাদ দিয়া এই উপায়ে মোট জাতীয় আয় বাহির করা হয়।

(৩) মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product): প্রথম অথবা দ্বিতীয় (অর্থাৎ উৎপাদনে উপাদান ব্যয় ভিত্তিক জাতীয় আয় অথবা বাজার দরে জাতীয় আয়) ইহার যে কোন উপায়ে—জাতীয় আয় নিরূপণ করিয়া উহার সহিত যন্ত্রপাতি, ও অন্যান্য মূলধনী সম্পত্তির ক্ষয় ক্ষতি ও চালু রাখার জন্য যে এলাউয়েন্‌স্ বা বাদ দেওয়া হয় উহার যোগ ফলই মোট জাতীয় আয়।

ইহাকে Gross National Product ও বলা হয়, কারণ এই সমস্তের যোগফল মোট জাতীয় উৎপাদনের মূল্য।

Gross Profit—মোট মুনাফাঃ অর্থনীতিতে ও ব্যবসায়ে পৃথক পৃথক অর্থে ব্যবহার হয়।

(১) অর্থনীতিতে কোন ব্যবসায়ের উৎপাদিত অর্থ হইতে খাজনা,

মজুরী ও সুদ শোধ করিয়া যাহা পরিচালকের পাওনা তাহাই মুনাফা, বা মোট মুনাফা বা প্রকৃত মুনাফা। অর্থাৎ, উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য হইতে পরিচালকের প্রাপ্য পরিচালন বা সংগঠন মূল্য বাবদ যে অংশ থাকে উহা ব্যবস্থাপনার মজুরীর মধ্যে ধরা হয়।

(২) ব্যবসাক্ষেত্রে মোট বিক্রয় মূল্য হইতে মোট ক্রয় মূল্য বা উৎপাদন মূল্য বাদ দিলে যাহা বাকী থাকে তাহাই মোট মুনাফা।

মোট মুনাফা হইতে ক্রয় মূল্য বাদে অন্যান্য ব্যয় বাদ দিলে যাহা বাকী থাকে তাহাই শুদ্ধ মুনাফা। (Net Profit দ্রষ্টব্য)

অর্থনীতি ও ব্যবসায় উভয় ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক আয়ের অতিরিক্ত আয় হইলেই তাহাকে আকস্মিক লাভ বা মুনাফা (Windfall Profit) কহে। অর্থনীতিবিদদের মতে আকস্মিক মুনাফার হার অধিক হইলে ব্যবসায়ী ব্যবসায় দ্রুত প্রসার লাভ করে।

Gross Value—মোট মূল্য : মোট মূল্য বলিতে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলে উহার জন্য প্রজা যে ন্যায্য মূল্য দিতে পারে, প্রজা যে সরকারী কর, হার বহন করে এবং মালিক ন্যায্য খাজনা আয় করার জন্য যে অবস্থায় সম্পত্তি থাকা উচিত তাহার জন্য আবশ্যকীয় ব্যয়ভার বহন করে তবে উহার যোগফলকে মোট মূল্য কহে। অর্থাৎ যে দর দিয়া কোন সম্পত্তি কিনিতে ইচ্ছুক, + সরকারী করও হার + সম্পত্তি ভাল দরে বিক্রয়ের উপযুক্ত রাখার ব্যয় = মোট মূল্য।

Gross Weight - মোট ওজন : পাত্রের ওজন ও পাত্রস্থ দ্রব্যের ওজনের যোগফলই মোট ওজন।

Groundage - নোঙর করার মাশুল : অনেক বন্দরে জাহাজ ভিড়িতে হইলে মাশুল দিতে হয়—সেই মাশুল।

Ground Rent—জমির খাজনা : জমি পাট্টা বা ইজারা নিলে পাট্টা গ্রহীতা ঐ জমির উপর ইমারত তৈয়ার বা জমির উন্নতি সাধন করার অধিকার লাভ করে। জমির মালিকানা স্বত্ব কিন্তু ইজারাদার বা পাট্টাদারেরই থাকে। যদিও ঐ শূন্য জমির বার্ষিক খাজনা কয়েক বৎসরের (বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ৯৯ বৎসরের) খাজনা একসঙ্গে দেওয়া হয় তবুও প্রতি বৎসর ঐ ইজারার মূল্য হইতে বার্ষিক খাজনা বাদ দেওয়া হয়। (Deferred Revenue Expenditure দ্রষ্টব্য)। বার্ষিক খাজনার চুক্তিতেও ইজারা নেওয়া যায়।

এখন ঐ শূন্য জমির জন্য যে বার্ষিক খাজনা দিতে হয় উহাই জমির খাজনা। ইহা সর্ত্তানুযায়ী খাজনা এবং আর্থিক খাজনা (Economic Rent, Rent দ্রষ্টব্য) হইতে পৃথক। ইজারা গ্রহীতা ইমারত তৈয়ার করিয়া উহা ভাড়া দিয়া অনেক বেশী খাজনা আদায় করিতে পারে।

Group Banking—শ্রেণীবদ্ধ ব্যাঙ্ক প্রথা : (Chain Banking দ্রষ্টব্য)।

Group Insurance—সংঘ বীমা ; সম্মিলিত বীমা : সাধারণতঃ চিকিৎসকের পরীক্ষা ব্যতীত কোন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক অথবা কর্ম্মচারীর জীবন বীমা করা হইলে তাহাকে সম্মিলিত বীমা কহে। বীমার চাঁদা শ্রমিক বা কর্ম্মচারীর পদ নিরপেক্ষ একই হারে দিতে হয় এবং এক যোগে এক অঙ্কে সকল বীমা গ্রহীতাকে বীমার চাঁদা দিতে হয়। কিন্তু প্রত্যেক বীমা গ্রহীতার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন বীমা পত্র বা পলিসি দেওয়া হয়। এক জনের মৃত্যুতে সকলের বীমাপত্রের মিয়াদ শেষ হয় না। ভারতীয় লাইফ ইনসিওরেন্স করপোরেশন Salary Savings Scheme দ্বারা সংঘ বীমা প্রবর্ত্তন করিয়াছে। উহাতে কোন প্রতিষ্ঠানের অন্ততঃ ২৫ জন কর্ম্মচারী বা শ্রমিক না হইলে সংঘ বীমা হয় না।

Guarantee—গ্যারান্টি, প্রত্যাভূতি, জমানত : প্রত্যক্ষ বা প্রাথমিক দেনাদার ঋণ শোধ না করিলে, অথবা প্রতিশ্রুতিদাতা প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করিলে তাহার পক্ষে অন্য কেহ ঋণ শোধের অথবা প্রতিশ্রুতি পূরণ করার প্রতিশ্রুতি দিলে তাহাকে প্রত্যাভূতি কহে। যে প্রত্যাভূতি দেয় বা জমানত স্বরূপ কাজ করে তাহাকে জামানতদার কহে (Guarantor) কহে। Guarantor দ্রষ্টব্য।

Guarantee Fund—প্রতিশ্রুতি তহবিল, জিম্মা তহবিল, গ্যারান্টি তহবিল : প্রতি বৎসর মুনাফা হইতে অংশ পৃথক করিয়া আকস্মিক বা অস্বাভাবিক লোকসান পূরণ করার জন্য যে তহবিল গঠন করা হয় সেই তহবিল। (Dividend Equalisation Fund, Reserves দ্রষ্টব্য)।

Guarantee Pay—গ্যারান্টি মজুরী : কোন প্রতিষ্ঠানে মজুরী প্রদানের চলতি নিয়ম যদি সময়ানুসার হয় (Time Rate) ধরা যাউক সাপ্তাহিক ৭৲ টাকা। কিন্তু কোন মজুরকে ৬৲ টাকা ফুরণ মজুরীতে (Piece Wages) নিযুক্ত করা হইল। যে কাজ ফুরণে ৬৲ টাকায় স্থির

হইল তাহাই ঐ শ্রমিক ১ সপ্তাহে করিতে পারে। তাহা হইলে ফুরণে ৬৲ টাকা ও সময়ানুসারে ৭৲ টাকা দেওয়া হয়। সময়ানুসার মজুরীর পরিমাণ ফুরণ মজুরীর পরিমাণের বেশী হইলে দুয়ের ব্যবধানই উদাহরণ অনুসারে ১৲ টাকা—গ্যারান্টি মজুরী।

Guarantee Society—জমানত সমিতি : যে সমিতি চাঁদার পরিবর্তে কর্ম্মচারী অথবা কোন বিশ্বস্ত লোক তহবিল তছরূপ করিলে ক্ষতি পূরণ করিতে প্রতিশ্রুতি দেয় সেই সমিতি। (Fidelity Bond দ্রষ্টব্য)।

Guaranteed Bond—জমানতী ঋণপত্র, গ্যারান্টি দায়িত্বযুক্ত ঋণপত্র : প্রকৃত ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের বা যৌথ সংঘের ঋণপত্রের আসল সুদ পরিশোধের জামানত স্বরূপ, গ্যারান্টি স্বরূপ অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা যৌথ সংঘ যে ঋণপত্র দেয়। প্রকৃত ঋণগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ঋণপত্রের আসল ও সুদ শোধ না করিলে জমানত-প্রতিষ্ঠানকে শোধ করিতে হয়।

Guaranteed Stock—গ্যারান্টিযুক্ত ষ্টক : যৌথ সংঘের ঋণপত্র ষ্টকের উপর দেয় সুদ বা শেয়ার ষ্টকের উপর নির্দ্দিষ্ট লভ্যাংশের প্রতিশ্রুতি থাকিলে উহাকে গ্যারান্টিযুক্ত বা জামানতী ষ্টক কহে। এই প্রতিশ্রুতি প্রকৃত ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান অথবা প্রকৃত শেয়ার বিক্রেতা ব্যতীত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান দিয়া থাকে। আসল ঋণ গ্রহণকারী বা শেয়ার বিক্রেতা নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ বা লাভাংশ না দিলে জামানতদাতা বা গ্যারান্টি দাতাকে উহা পরিশোধ করিতে হয়। ভারতের রেল কোম্পানী যখন প্রথম রেল স্থাপন করিয়াছিল তখন ভারত সরকার রেল কোম্পানীর শেয়ারের উপর নির্দ্দিষ্ট হারে লাভাংশের ও ঐ জন্য যে ঋণ করা হইয়াছিল তাহার উপর নির্দ্দিষ্ট হারে সুদের গ্যারান্টি (বা প্রত্যাভূতি বা জামানত) দিয়াছিল।

Guaranteed Wage Plan—স্থির মজুরী নিয়ম : শ্রমিককে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য অথবা নির্দ্দিষ্ট মজুরীতে কার্য্যে নিয়োগ করিলে তাহাকে স্থির মজুরী নিয়ম কহে। অনেকে ইহাকে সংকুচিত অর্থে ব্যবহার করিয়াছে। তাহাদের মতে বৎসরের অন্ততঃ ৩ মাসকাল কোন শ্রমিককে কার্য্যে বহাল রাখিবেই অথবা ৩ মাসের পূর্ব্বে ছাটাই করিলেও ৩ মাসের মজুরী দিবেই—এইরূপ চুক্তি করিয়া শ্রমিক নিয়োগ নিয়মকে স্থির মজুরী নিয়ম বা প্রথা কহে।

Guarantor—জামানত, গ্যারাণ্টি দাতা : Guarantee দ্রষ্টব্য।

Guard Book—রক্ষি বহি : যে বহিতে অথবা মলাটের মধ্যে

চালান, রসিদ অথবা প্রমাণক (ভাউচার) পর পর রাখা হয় সেই বহি বা মলাট। সাদা কাগজের উপর আঁটা দিয়া চালান, রসিদ বা প্রমাণক আটিয়া রাখাই রীতি।

Guild—সংঘ : Gild দ্রষ্টব্য।

Guild Socialism—শ্রেণীগত সমাজতন্ত্র ; বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গ্রেট বৃটেনে বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ G. D. H. Cole ও এক সম্প্রদায়ের বৃটিশ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই মতবাদ প্রচার করেন। তাহাদের মতে শিল্পে শ্রমের বিভাগ অনুসারে শ্রমিকগণ নিজেদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া কতকগুলি সংঘ গঠন করিবে। প্রত্যেক শিল্পে বা এক অঞ্চলের মধ্যে সমস্ত শিল্পগুলি কতকগুলি সংঘ গঠন করিবে। তাহাদের বলা হইবে স্থানীয় সংঘ (Local Guilds)। স্থানীয় সংঘ গুলির হাতেই অঞ্চলের উৎপাদন পদ্ধতির মালিকানা স্বত্ব থাকিবে। স্থানীয় সংঘ গুলি একত্র হইয়া যুক্ত রাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে সংঘ কংগ্রেস (Guild Congress) গঠন করিবে। সংঘ কংগ্রেস সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া সমস্ত শিল্পে উৎপাদন পদ্ধতি পরিচালনা করার নিয়ম কানুন তৈয়ার করিবে। সংঘ কংগ্রেস চলতি আইন আইন সভার পরিপূরক হিসাবে কাজ করিবে, অর্থাৎ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের আইনসভার সহিত সহযোগিতা করিয়া আইনসভার শক্তি বৃদ্ধি করিয়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবে।

Guinea—গিনি : গ্রেট বৃটেনে এক সময়ে প্রচলিত স্বর্ণ মুদ্রা ছিল। আফ্রিকার গিনি দেশের স্বর্ণ হইতে উহা প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়াই উহার ঐ নাম। এখনও পেশাদারের দেয় মজুরী ; চাঁদা ইত্যাদি গ্রেট বৃটেনে গিনিতেই হিসাব করা হয়। ইহার কারণ এই যে ঐ মজুরী বা চাঁদাব মূল্য পাউণ্ড, শিলিং এর লেনদেনেব ঊর্দ্ধে। ২১ শিলিংএ ১ গিনি।

Guniea Pig—Guinea Pig এর অর্থ ব্রেজিলের ইন্দুর ; ভারতবর্ষে শূকর ছানা। তবে ব্যবহারে ইহার বিশেষ প্রয়োগ শ্লেষাত্মক, বিদ্রূপাত্মক ও ঘৃণাত্মক। ব্যবসায় জ্ঞান রহিত কোন নামজাদা ব্যক্তি যদি শুধু হাজিবার মজুরী (Attendance fees) বা অনুরূপ কোন দেয় পাওয়ার জন্য পরিচালক হিসাবে নিজের নাম ব্যবহার করিতে অনুমতি দেয় তবে সেই পরিচালককে Guinea Pig Director কহে।

H

Harber Desher : হর কছম বিক্রেতা।

Half Commission Man—অর্দ্ধ-দস্তুরি লোক : ফাটকা বাজারে ব্যবহার হয়। ষ্টকের আড়তদার বা দালাল নয় এমন কোন ব্যক্তি যে নিজের নামে শেয়ার বা ষ্টক ক্রয় বিক্রয় করে না, কিন্তু সম্ভাব্য ক্রেতা ও ষ্টকের দালাল অথবা আড়তদারের সহিত যোগ সাধন ঘটায় সে-ই অর্দ্ধ দস্তুরি লোক। তাহাকে অর্দ্ধ দস্তুরি লোক বলা হয় তাহার কারণ এই যে ক্রেতা ও দালালের মধ্যে যোগ সাধনের মাশুল হিসাবে সে দালালের দস্তুরির অর্দ্ধাংশ পায়।

Hall Marker—বিশুদ্ধতার চিহ্ন : কোন স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্রব্যের উপর উহার বিশুদ্ধতা প্রমাণ করার জন্য প্রস্তুত কারক যে ছাপ দেয়।

Hammered—দেউলিয়া ঘোষিত : ষ্টক বাজারে, ফাটকা বাজারে কোন দালাল বা সদস্য যখন শেয়ার দিতে অসমর্থ হয় এবং তাহাকে হর্জানা দিয়া জের টানার সুযোগও দেওয়া হয় না তখন তাহার নাম উল্লেখ করিয়া ষ্টক বাজারের সর্ব্বাধিনায়ক অথবা তাহার সহকারী এবং দুইজন সদস্য একটি মুদগড় দিয়া মঞ্চের উপর ৩ বার আঘাত করে। আঘাত করার নাম দেউলিয়া ঘোষণা করণ (Hammering দ্রষ্টব্য) আর যাহার নাম উল্লেখ করিয়া ঘোষণা করা হয় তাহাকে দেউলিয়া ঘোষিত কহে। শেয়ার বাজারে লেন-দেন করার সম্পর্কেই মাত্র তাহাকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়। কারণ উহার আর্থিক সচ্ছলতা সম্বন্ধে দালালদের বা সদস্যদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় বলিয়াই তাহাকে হর্জানা দিয়া জের টানার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা হয়।

Handsel—বায়না, দাদন ; অগ্রিম মূল্য : (Earnest Money দ্রষ্টব্য)।

Handicraft Economy—হস্তশিল্প অর্থনীতি; কারিগরী অর্থনীতিঃ সহর প্রতিষ্ঠার প্রসার লাভ করিলে চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে কারিগরী অর্থনীতির উদ্ভব হয়। কারিগরী অর্থনীতিতে কারিগরগণ নিজেদের দক্ষতা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন কুটির শিল্প স্থাপন করে। পারিবারিক অর্থনীতিতে যেমন কেবল মাত্র পরিবারের সদস্যগণই দ্রব্য উৎপাদনে সাহায্য করিত এবং পারিবারিক কুটির শিল্প আয় পরিপূরণের জন্যই প্রতিষ্ঠা করা হইত, ইহাতে কুটির শিল্প আয় পরিপূরণের জন্য নহে, শিল্পই তাহাদের একমাত্র জীবিকা। ইহাতে কারিগরের পরিবার বাদেও বাহিরের শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। ইহাতে ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদন নীতিতে উৎপাদন হয় না। পারিবারিক অর্থনীতি হইতে কারখানা অর্থনীতির মধ্যবর্ত্তী ধাপ এই কারিগরী অর্থনীতি।

Harbour—পোতাশ্রয়ঃ যে নির্বাত স্থানে জাহাজ নোঙর করিতে পারে। পোতাশ্রয়ের আংশিক আবদ্ধ স্থান আর পোতাঙ্গন সর্ব্বদিকেই আবদ্ধ।

Harbour Dues—পোতাশ্রয়ের মাশুলঃ পোতাশ্রয়ে জাহাজ নোঙর করিবার অধিকার পাইতে হইলে যে মাশুল পোতাশ্রয় অধিকারকে দিতে হয় তাহা।

Harbour Master—পোতাধ্যক্ষঃ পোতাশ্রয়ের সর্ব্বাধিনায়ক সরকারী কর্ম্মচারী।

Hard Currency—দুর্লভ বৈদেশিক মুদ্রাঃ দুর্লভ বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাখ্যা অনেকের মনেই পরিষ্কার নহে। তবে ইহাতে বৈদেশিক বাণিজ্যে আদান প্রদানের সমতায় চলতি হিসাবে (Current account on Balance of Payments) যে দেশের অনুকূল উদবৃত্ত থাকে সেই দেশের মুদ্রার চাহিদা বাড়িয়া যায়। কাজেই যে সকল দেশ যে দেশের বাণিজ্য আদান প্রদান সমতার চলতি হিসাবে প্রতিকূল উদবৃত্ত দেশের তুলনায় অনুকূল উদবৃত্ত দেশের মুদ্রাকে দুর্লভ বলিয়া অভিহিত করা হয়। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে যুক্তরাষ্ট্রের ডলারকে দুর্লভ বৈদেশিক মুদ্রা বলা হয়। কারণ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সহিত অন্যান্য অনেক দেশের বাণিজ্য আদান প্রদান সমতায় প্রতি বৎসরই চলতি হিসাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উদবৃত্ত অনুকূল ছিল এবং ডলারের চাহিদাও প্রতিকূল উদবৃত্ত দেশগুলির নিকট এখনও যথেষ্ট অধিক।

Harmonies of Economics—Economic Harmony দ্রষ্টব্য।

Harder & Easier—উচ্চ নীচ : ফাটকা বাজারে বা ষ্টক বাজারে পূর্ব্বের তুলনায় মূল্যের ঊর্দ্ধ গতি বুঝাইতে Harder এবং নিম্ন গতি বুঝাইতে Easier ব্যবহার হয়।

Hatch Way—জাহাজের খোলের দরজা : জাহাজের খোলে (Hold) প্রবেশ করার পথ।

Haulage—ফিরাণ মাশুল : রেলপথ, খাল, পোতাশ্রয় ইত্যাদির ব্যবহার করার জন্য অনেক সময়ে মাশুল দাবী করে। ঐ মাশুলকে বুঝায়। আবার দুই স্থানের ভিতর খালি মালটানার গাড়ী চলাচলের জন্য যে অতিরিক্ত মাশুল দিতে হইলে তাহাও বুঝায়। মাল সমেত গাড়ী যাতায়াত করিলে মাল তোলা ও নামানর ব্যয় এই মাশুলের মধ্যে ধরা হয় না।

Havana Conference—Geneva Trade Conference দ্রষ্টব্য।

Haven—নির্ব্বাত স্থান, জাহাজের আশ্রয় স্থান : সমুদ্রের খাড়ি অথবা নদীর মোহানায় যে স্থানে জাহাজ নিরাপদে ভিড়িতে অথবা নোঙর করিতে পারে।

Head Tax—মাথা পিছু কর : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কোন বন্দরে বৈদেশিক নাগরিক বসবাসের জন্য অপেক্ষা করিলে তাহাকে যে কর দিতে হয় তাহাই মাথা পিছু কর।

Health Insurance—স্বাস্থ্য বীমা : অসুস্থতা নিবন্ধন কেহ স্থায়ীভাবে অথবা সাময়িক ভাবে কর্ম্ম ক্ষমতা হারাইলে আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়া যে বীমা করা হয় তাহাই স্বাস্থ্য বীমা। ব্যাপক সামাজিক বীমা যে সকল রাষ্ট্রে প্রবর্ত্তন হয় নাই সে সকল রাষ্ট্রের অনেক জায়গায়ই জীবন বীমাগুলি এই প্রকার বীমা করিয়া থাকে। অনেক রাষ্ট্রে সরকার বাধ্যতা মূলক বেকার বীমা ও দুর্ঘটনা বীমার প্রবর্ত্তন করিয়াছে।

Heavies—Heavy Stock দ্রষ্টব্য।

Heavy Stock—যে সকল রেলপথে খুব বেশী মাল ও আরোহী চলাচল করে সেই রেলপথগুলির শেয়ার বা ষ্টক বুঝাইতে কথাটির প্রয়োগ হয়।

Hedging—লোকসান বন্ধ করার জন্য ক্রয় বিক্রয় : ভবিষ্যতে বিলি দিবার প্রতিশ্রুতিতে বিক্রয়ের চুক্তি করাকেই প্রকৃতপক্ষে লোকসান বন্ধ করার জন্য বিক্রয় কহে। কাঁচামাল কিনিয়া ইহা পাকা দ্রব্যে পরিণত

করিয়া বাজারে বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করার মধ্যে বাজারে দ্রব্যের মূল্য কমিবার সম্ভাবনা থাকিলেও এই পন্থা ব্যবসায়ী অবলম্বন করে। উদাহরণ— একজন কাপড়ের মিলের মালিক ১০৲ টাকা গাঁট দরে কাঁচা তুলা কিনিল। ঐ কাঁচা তুলা দ্বারা কাপড় ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে তাহার আরও ৩ মাস সময় লাগিবে; এখন এই ৩ মাসের মধ্যে কাপড়ের মূল্য কমিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে কাপড় বিক্রয়ে যে লোকসান হইবে উহা সংরক্ষণ করার জন্য সে কাঁচা তুলা ক্রয় করিয়া সাথে সাথেই সম পরিমাণ তুলা একই দরে বিক্রয় করার চুক্তি করিল। যদি ৩ মাস পর প্রকৃতই কাপড়ের মূল্য কমিয়া যায় তাহা হইলে মিল মালিকের লোকসান হইবে। কিন্তু সে যে তুলা বিক্রয়ের চুক্তি করিয়াছিল সেই তুলারও দর কমিয়া ৮৲ টাকা হইয়াছে। কারণ কাপড়ের দাম কমিলে কাপড় উৎপাদনের জন্য কাঁচা মালের দামও নিশ্চয়ই কমিবে। কম দরে (৮৲ টাকা গাইট দরে) তুলা বাজার হইতে ক্রয় করিয়া পূর্বের চুক্তি মত বেশী দরে (১০৲ টাকা গাইট দরে) বিক্রয়ের লোকসান তুলা বিক্রয়ের লাভ দ্বারা পূরণ করিল। ইহাই লোকসান বন্ধ করার জন্য বিক্রয়। (Futures দ্রষ্টব্য।)

Hedonistic Principle—সুখবাদঃ যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ মত বাদে বিশ্বাসীদের Hedonist বলা হয়। এই মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণকে পরিশ্রম বিমুখ বলা হয়। ইহারা অতি অল্প পরিশ্রমে ধর্ম ও সম্পদের অধিকারী হইতে চাহে। কিন্তু বিনা চেষ্টা বা পরিশ্রমে উহা সম্ভব নহে বলিয়া তাহারাও কার্য্য অনিচ্ছাজনক হইলেও সর্ব প্রকার পরিশ্রম করিয়া ব্যক্তিগত সুখ সম্পদ আহরণ করিতে চাহে। তবে যে সমস্ত কার্যে অল্প আয়াসে অধিক আয়ের সম্ভাবনা বেশী সেই সকল কার্য্যের দিকেই ইহাদের দৃষ্টি বেশী।

Heritable Bonds—অধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পাট্টা বা তমসূকঃ ঋণের আসল সুদ পরিশোধের প্রত্যাভূতি বা জামীন হিসাবে ঋণ পত্র বা পাট্টার সহিত ঋণ গ্রহীতার অন্য কোনও দখলী জমির দলিল অতিরিক্ত জামানত দিলে, এই প্রকার তমসুককে অধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তমসুক বা পাট্টা বলে। আসল বা সুদ অথবা সুদাসল পরিশোধ না করিলে জমির দলিলের সাহায্যে জমির দখল বা অধিকার লইতে পারে এবং জমি দখল করিয়া ঋণ শোধ জমা করা যাইতে পারে।

Hidden Reserve—লুক্কায়িত সঞ্চিতিঃ Secret Reserve দ্রষ্টব্য।

Hidden Tax—লুক্কায়িত কর : যে সকল দ্রব্যের উপর পরোক্ষ কর বসান হয়, তাহা দ্রব্য ভোগকারীকেই বহন করিতে হয়। দ্রব্যের মূল্যের সহিত কর যুক্ত হইয়া বিক্রয় মূল্য স্থির হইয়া থাকে। ক্রেতা ক্রয় মূল্যের কত অংশ কর তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারে না বলিয়া ইহাকে লুক্কায়িত কর কহে। ভোগ বিরতির দ্বারা এই কর এড়ান যায়। (Compulsory Saving দ্রষ্টব্য)।

High Seas—মুক্ত সমুদ্র : আন্তর্জ্জাতিক আইনে সমুদ্রোপকূলস্থ সমস্ত দেশেরই নিজ নিজ উপকূল হইতে ৩ মাইল পর্য্যন্ত স্থান জুড়িয়া নিজ সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া নেওয়া হইয়াছে। তটরেখা হইতে ৩ মাইলের পর সমুদ্রে সকলেরই জাহাজ চলাচলের অবাধ অধিকার থাকে। ৩ মাইল সীমা রেখায় বাহিরের অংশই মুক্ত সমুদ্র।

Higgling of the Market—বাজারের দর কষা কষি : Adam Smith সর্ব্ব প্রথম এই কথা সমষ্টি ব্যবহার করেন। দর কষা কষির জন্যই বাজারে মালের দাম খুব বেশী উঠিতে পারে না আবার খুব নীচেও নামিয়া যায় না। সমভাব মূল্যস্তর দরকষাকষির ফল। ইহাতে বহু বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা ও বহু ক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা বুঝায়। এই প্রতিযোগিতার ফলেই মূল্যস্তর সমভাবাপন্ন হয়। বিক্রেতার সর্ব নিম্ন দাম স্থির করা থাকে যাহার কম মূল্যে সে বিক্রয় করিতে নারাজ Sellers minimum আর বিক্রেতার সর্ব্ব উর্দ্ধ মূল্য স্থির করা আছে যাহার বেশী মূল্যে সে ক্রয় করিবেনা Buyers minimum। দর কষাকষির ফলে ঐ দুই প্রান্তের মধ্যবর্ত্তী এক জায়গায় উভয় পক্ষেই ক্রয় বিক্রয়ে রাজী হয়। উহাকেই Equilibrium price সাম্য মূল্য কহে। (Price দ্রষ্টব্য)।

Hire Purchase—ঠিকা সওদা ভাড়া সওদা : ভাড়া সওদাও এক প্রকার ক্রয়। ইহাতে বিক্রেতা ক্রেতাকে কোনও দ্রব্যের মূল্য দীর্ঘক্ষণ ব্যাপী কিস্তিবন্দীতে শোধকরার সুযোগ দেয়। যত দিনের কিস্তিবন্দীর সুযোগ দেওয়া হয় প্রকৃত মূল্যের উপর চক্র বৃদ্ধি সুদ হারে সুদ ধরা হয়। বিক্রয় মূল্য প্রকৃত মূল্য ও সুদের যোগের সমান। এই প্রকার ক্রয় বিক্রয়ের বৈশিষ্ট্য এই যে—যতদিন কিস্তি বন্দী মত মূল্য সম্পূর্ণ শোধ না হয় ততদিন ক্রেতা যাহাকে ভাড়াকারী ও বলে Hirer দ্রব্য ভোগ করার অধিকার পায় বটে, কিন্তু দ্রব্যের মালিকানা স্বত্ব পায় না।

চুক্তি অনুসারে কিস্তির অর্থ পরিশোধ না করিলে বিক্রেতা দ্রব্য ফেরতও লইতে পারে, আর ক্রেতাও শেষ কিস্তি পরিশোধের পূর্বে যে কোন সময়ে ইচ্ছা করিলে ফেরত দিতে পারে। ফেরত দিলে অবশ্য যত দিন কিস্তির অর্থ দেওয়া হইয়াছে তাহা ফেরত পাওয়া যায় না। কিস্তি বন্দিতে ক্রয়ের সহিত ঠিকা বা ভাড়া সওদার পার্থক্য এই যে কিস্তিবন্দী ক্রয়ে Instalment purchase ক্রয়ের চুক্তির পর ক্রেতার ঘরে দ্রব্য উঠান হইলে ক্রেতাই মালিক। কিস্তি অনুসারে মূল্য শোধ না করিলে বিক্রেতা দ্রব্য ফেরত লইতে পারে না তবে প্রাপ্য অর্থের জন্য আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে। Instalment purchase দ্রষ্টব্য।

Historical school—ঐতিহাসিক বিচারধারাঃ এই সম্প্রদায়ের অর্থনীতিবিদগণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলিকে ভিত্তি করিয়া অর্থনৈতিক সমস্যা পর্য্যালোচনা করেন। বর্ত্তমান অর্থনৈতিক, সমাজিক অবস্থার কার্য্য কারণ নিরূপণে ঐতিহাসিক ঘটনার বিশ্লেষণ শুধু অপরিহার্য্যই নহে, উহাই ভবিষ্যত ক্রমবিকাশের পথের ইঙ্গিতও দেয়। এই মতই ঐতিহাসিক মত বলিয়া জ্ঞাত। এই মত প্রথম জার্ম্মানীতে উদ্ভব হয়। প্রাচীনপন্থী অর্থ নীতিবিদগণের অবরোহ বিশ্লেষণের প্রতিক্রিয়া স্বরূপই এই মতের উৎপত্তি।

Hithe—ক্ষুদ্র নির্ব্বাত স্থান। Haven দ্রষ্টব্য।

Hoarding—মজুত করণঃ অদূর ভবিষ্যতে স্বাভাবিক অভাব পূরণে সমর্থ দ্রব্যের পরিমাণের অধিক পরিমাণে সঞ্চয় করাকে বুঝায়। লোহার সিন্দুকে অর্থ সঞ্চয় করিলে তাহাকে মজুত করণ কহে। অনুরূপ ভাবে অদূর ভবিষ্যতে কোন পরিবারে যে পরিমাণ খাদ্য দ্রব্যের আবশ্যক হইতে পারে তাহার অধিক সঞ্চয় করিলে তাহাকেও মজুত করণ কহে।

Hold—জাহাজের খোলঃ মাল বহন করিবার জন্য জাহাজের পাটাতনের নীচের ফাঁকা জায়গা।

Holdback Pay—আটক মাহিনা আটক মজুরীঃ শ্রমিকের কোন অপরাধের জন্য অথবা অন্য কোন কারণে নির্দ্দিষ্ট দিনে মজুরী না দিয়া স্থগিত রাখা হইলে যতদিন স্থগিত রাখা হয় তত দিন উহাকে আটক বেতন, বা আটক মজুরী বা আটক মাহিনা বলা হয়।

Holder--পণ্য রক্ষক : অধিকারী, স্বত্ববানঃ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যে ব্যক্তি বিনিময় পত্র বা হুণ্ডির অধিকারী হয়।

Holder in due course—নিয়মানুসার স্বত্ববান : হুণ্ডি বা বিনিময় পত্রের কোন ক্রটি সম্বন্ধে অজ্ঞ, প্রতিলাভ, মূল্যের বদলে ; পূর্ণ বিশ্বাসে যে কেহ হুণ্ডি চেক, বা বিনিময় পত্রের স্বত্ববান হয় তাহাকেই নিয়মানু-সারে স্বত্ববান বলা হয়। যে, (১) সরাসরি কোন বিনিময়ে পত্রের অধিকারী হইয়াছেন ; অথবা যাহার অনুকূলে কোন বিনিময় পত্র পিছন সহি করা হয়, এবং (২) বিনিময় পত্র পূর্ব্বে অস্বীকৃতি হইলে অথবা উহার মালিকানা স্বত্ব সম্বন্ধে কোন দোষ ক্রটি থাকিলে সে সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ না করিয়া পূর্ণ বিশ্বাসে যিনি গ্রহণ করেন তাহাকেই নিয়মানুসারে স্বত্ববান কহে।

নিয়মানুসার স্বত্ববানের এই প্রকার বিনিময় পত্রে স্বত্ব কেবল মাত্র জাল দস্তখত প্রমাণ হইলেই নষ্ট হয় নতুবা পূর্ণ বিশ্বাসে গ্রহণ করিলে পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য সকল দোষ ক্রটির ফলে নিয়মানুসারে স্বত্ববানের স্বত্ব নষ্ট হয় না।

Holding Company—যে যৌথ প্রতিষ্ঠান অন্য একাধিক যৌথ সংঘের শেয়ার বা অংশপত্র ক্রয় করিয়া সেই যৌথ সংঘের আর্থিক একত্রীকরণ ঘটায় তাহাকে Holding Campany অথবা অন্য যৌথ প্রতিষ্ঠানের অংশ ক্রয়কারী সংঘ কহে। যে সকল প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বা অংশপত্র ক্রয় করা হয় তাহাদের সহায়ক সংঘ বলে। সহায়ক সংঘের অর্দ্ধেকের বেশী (শতকরা ৫০ ভাগের অধিক) শেয়ার বা অংশপত্র ক্রয় করিয়া ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রন করা Holding Companyর উদ্দেশ্য। আশ্লিষ্ট পরিচালকমণ্ডলীদ্বারা (Inter-locking Directorate) অর্থাৎ একই পরিচালক সহায়ক সংঘের পরিচালক মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া সমস্ত সহায়ক সংঘের কার্য্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একই নীতি অনুসরণ করা হয়। অর্দ্ধেকের বেশী শেয়ার বা অংশ (Holding Co.) অধিকারে থাকে বলিয়া সহায়ক সংঘের সমস্ত কার্য্যে ভোটের অধিকাংশই (অর্থাৎ অর্দ্ধেকের বেশী) উহার হাতে থাকে। এবং পরিচালকমণ্ডলীতে ভোটাধিক্যে যাহা অবলম্বন বলিয়া মনে করে তাহাই করার অনুমতি পায়।

Holding the line—অগ্রসর বা অগ্রগতি প্রতিরোধ কারক : চলতি মূল্যস্তরের উর্দ্ধে যাহাতে মূল্য বাড়িতে না পারে তাহার জন্য যে সকল নীতি অনুসরণ করা হয় তাহাই অগ্রসর বা অগ্রগতি প্রতিরোধ। সর্ব্বোচ্চ মূল্য নিয়ন্ত্রণ ; ব্যাঙ্কের ঋণ বন্ধ করা ; ভোগঋণ বন্ধ, ব্যাঙ্কের সঞ্চিতি বাড়ান, এই সকল উপায়ে মূল্যের অগ্রগতি বন্ধ করা হয়।

Holding out—জোটে থাকা : অংশীদারী ব্যবসায়ে প্রয়োগ হয়। প্রকৃত অংশীদার নহে এরূপ ব্যক্তি নিজেকে অন্যের নিকট অংশীদার বলিয়া বর্ণনা করিলে অথবা তাহার কোন বর্ণনার ফলে সাধারণের মনে ঐরূপ ধারণা জন্মিলে, তাহাকে জোটে থাকা অংশীদার (Partner by Holding out) কহে। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যক্তি অংশীদার না হইলেও সে অংশীদারীর ব্যবসায়ের সমস্ত দেনা বা দায়ের জন্য অন্যান্য অংশীদারীদের মতই দায়ী, অর্থাৎ তাহার দায় অসীম।

(Estoppel দ্রষ্টব্য)

Home Charges—বিলাতের দক্ষিণা : ভারতবর্ষ যতদিন বৃটিশ শাসনাধীন ছিল ততদিন ইংলণ্ডে ভারত সচিবের অফিসের সমস্ত ব্যয় এবং ভারত সচিব ভারতবর্ষের জন্য যে চলতি ব্যয়ের দায় গ্রহণ করিতেন উহা ভারত সরকারকে ষ্টার্লিংএ শোধ করিতে হইত। ঐ সমস্ত ব্যয়কে বিলাতের দক্ষিণা বলা হইত। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর বিলাতের দক্ষিণা দিতে হয় না।

Home Consumption—স্বদেশে ভোগ : যে দেশে পণ্য বা দ্রব্য উৎপাদন হয় সেই দেশেই ভোগ হইলে তাহাকে স্বদেশে ভোগ কহে। বিদেশ হইতে ভোগ্যদ্রব্য আমদানী করিয়া পুনর্রপ্তানি না করিলে তাহাকে বৈদেশিক বাণিজ্যে 'স্বদেশে ভোগ' বলে। এমন অনেক দ্রব্য আছে যাহার আমদানী শুল্ক দেওয়া হয় কিন্তু উহার কোন অংশ পুনর্রপ্তানি করিলে তাহার উপর আমদানীশুল্ক ফেরত পাওয়া যায়। কাজেই যে অংশ স্বদেশে ভোগ করা হয় শুল্ক অফিসে তাহার বিবরণ দিতে হয়।

(Deferred Rebate : Custom Warrant দ্রষ্টব্য)।

Home Industry : Domestic System দ্রষ্টব্য।

Homestead-aid benefit Association : Building and Home Association দ্রষ্টব্য।

Home Trade—অন্তর্বাণিজ্য : দেশের মধ্যে উৎপাদিত দ্রব্য দেশের মধ্যে বিনিময় হইলেই তাহাকে অন্তর্বাণিজ্য কহে। অন্তর্বাণিজ্যে রাস্তা বা উপকূলীয় বাণিজ্যও বুঝায়। দেশের ভৌগোলিক সীমা রেখার মধ্যে দেশের উৎপাদিত দ্রব্যের ভোগ সীমাবদ্ধ রাখিয়া যে ক্রয় বিক্রয় হয় তাহাই অন্তর্বাণিজ্য।

Home use Entry—অন্তর্ভোগ প্রবিষ্টি পত্র : শুল্কাধীন পণ্যাগার হইতে দেশে ভোগ করার জন্য মাল খালাস করার অধিকার দিতে শুল্কাধিকার যে বিবরণ পত্র ব্যবহার করে Entry for Home Use দ্রষ্টব্য) তাহা। মাল আমদানী কারককে এই প্রবিষ্টি পত্র পূরণ করিয়া শুল্কাধিকারের নিকট জমা দিলে মাল খালাসের অধিকার পাওয়া যায়।

Home Value Declaration : যে দেশে দ্রব্য উৎপাদন হইয়াছে সেই দ্রব্য অন্য দেশে চালান দিবার দিন যে পরিমাণ দ্রব্য সেই দেশে বহন করা হয় তাহার বিবরণ পত্র। চালান করার দিনের পর আমদানীকারী দেশে ঐ দ্রব্য পৌঁছিতে দ্রব্যের ওজন কমিয়া যাইবে বলিয়া ঐ বিবরণ পত্রের দরকার হয়।

Home Work—স্বগৃহে কাজ : কোন শিল্প উহার কারিগরদের তাহাদের নিজেদের কোন দ্রব্য উৎপাদন বা তৈয়ার করার অধিকার দিলে সেই কার্যকে স্বগৃহে কাজ বলে। কারিগরদের আবশ্যকীয় কাঁচামাল শিল্পপতিই সরবরাহ করে আর যে দ্রব্য কারিগর তাহার বাড়ীতে তৈয়ার করে উহা শিল্পপতিদের। এই রকম কাজে ফুরণে মজুরী দেওয়া হয়।

Hong : ক্যান্টন (Canton) সহরে ইউরোপীয় শিল্প মালিকদের চীনবাসীগণ Hong বলে।

Hong Name—চীন দেশে প্রচলিত গুণসূচক চিহ্ন: গুণসূচক চিহ্ন (Brand)। চীনবাসী কোন দ্রব্যের বিশেষ গুণ বা ব্যবহার (Hong name) বুঝাইতে চীন অক্ষরে যে চিহ্ন বা নাম লিখে উহা।

Honorary—অবৈতনিক : কোনরূপ বেতন গ্রহণ না করিয়া কাজ করিলে ঐ কাজকে অবৈতনিক কাজ কহে। কোন পদের জন্য কোন বেতন দেওয়া না হইলে ঐ পদকে অবৈতনিক পদ কহে (Honorary Post) যেমন অবৈতনিক কর্মাধিকরণ (Honorary Secretary)। এইরূপ পদের অধিকারীগণও স্বেচ্ছায় এই কাজ করিতে বাধ্য থাকে।

Honororium—মানদেয় : কোন পদের জন্য বেতন না দিয়া এক নির্দিষ্ট ভাতা দেওয়া হইলে ভাতাকে মানদেয় কহে। এই প্রকার ভাতা দিয়া যে লোককে নিয়োগ করা হয়, তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করাইয়া নিজে সম্মানিত বোধ করাই ইহার উদ্দেশ্য।

Honour—স্বীকার ; স্বীকৃতি : ব্যবসায়ে ইহার অর্থ কোন ঋণ বা দায়

স্বীকার ও শোধ করা বুঝায়। হুণ্ডি গ্রাহক হুণ্ডি সাকরণ করিলে একদিকে যেমন হুণ্ডির মূল্য শোধ করার দায় স্বীকার করে অন্য দিকে তেমনি হুণ্ডি কর্তার সহির সম্মান রক্ষা করে অথবা হুণ্ডি নির্দিষ্ট দিনে পরিশোধ করিলে ইহার প্রত্যেকটিকে ব্যবসায়ে স্বীকার বা স্বীকৃতি কহে। বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে হুণ্ডি গ্রাহক হুণ্ডি সাকরণ না করিলে অন্য কেহ যদি হুণ্ডি কর্তার সম্মান রক্ষার্থে সাকরণ করে, তাহাকেও স্বীকৃতি কহে। চেক ব্যাঙ্কে জমা দিলে, চেকের মূল্য ব্যাঙ্ক শোধ করিলে তাহাকেও স্বীকৃতি কহে।

(Dishonour দ্রষ্টব্য)।

Honour Policy—সম্মানী বীমাপত্রঃ বীমাহিত প্রমাণ করিতে না পারলেও সমুদ্র যাত্রার সমস্ত ঝুঁকি বীমা করিয়া বীমাপত্র দেওয়া হয়। এই রকম বীমা পত্রকে সম্মানী বীমাপত্র কহে। বীমা ব্যবসায়ে ইহার নাম (Policy proof of Interest অথবা Full Interest admitted.) সমুদ্র যাত্রায় এই প্রকার বীমাকৃত দ্রব্য ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বীমাকারী বীমাকৃত মূল্য শোধ করে বটে কিন্তু শোধ না করিলে আদালতের সাহায্যে আদায় করা যায় না। বীমাকারী নিজের সম্মান রক্ষার জন্যই বীমাকৃত মূল্য শোধ করে সেই হেতু এই বীমাপত্রের নাম সম্মানী বীমাপত্র।

(P. P. I. বা Policy Proof of Interest দ্রষ্টব্য)।

Horizontal Combination—সমস্থিতি মিলন ; আড়া মিলনঃ একই প্রকারের কতিপয় ব্যবসায় একত্রিত হইলে তাহাকে সমস্থিতি মিলন কহে। একত্রিত হইয়া একাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক প্রতি-যোগিতা বন্ধ করিয়া মুনাফা স্থির রাখা অথবা উৎপাদন বা বিলির ব্যয় কমান ইত্যাদি উদ্দেশ্যেই মিলন হয় বটে। সমস্থিতি মিলনের ফলে একচেটিয়া ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাও সহজ হয় বলিয়া উপভোক্তা সর্ব্বদাই এই প্রকার মিলনের প্রতিবাদ করে।

Horizontal Expansion—আড়া প্রসারণ ; সমস্থিতি প্রসারণঃ উৎপাদন শক্তি বাড়াইবার উদ্দেশ্যে একই প্রকার ব্যবসায় অধিকার করিলে তাহাকে আড়া প্রসারণ কহে। সমস্থিতি মিলন ও সমস্থিতি প্রসারণ একই অর্থে ব্যবহার হয়।

Horizontal Labour Union—সমস্থিতি শ্রমিক সংঘঃ একই রকম শিল্পের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণ এক শ্রমিক সংঘ গঠন করিলে

তাহাকে সমস্থিতি শ্রমিক সংঘ বলে। বাংলাদেশের সমস্ত কাপড় কলগুলির শ্রমিকগণ একটি সংঘ গঠন করিলে তাহাকে সমস্থিতি শ্রমিক সংঘ বলা যাইতে পারে।

Hot Money : Funk Money ; Fugitive Money দ্রষ্টব্য।

House—কুঠি : অংশীদারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সমার্থবোধক ; তবে একক মালিকের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইতে অধিক প্রয়োগ হয়। ব্যাঙ্কের নিকাশীদের বুঝাইতে ব্যাঙ্ক এই শব্দটি প্রায়ই ব্যবহার করে।

House Bill—ঘরানা হুণ্ডি : একই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন শাখা থাকিলে ; এক শাখা অন্য শাখার উপর হুণ্ডি প্রস্তুত করিলে ঐ প্রকার হুণ্ডিকে ঘরানা হুণ্ডি কহে। বাজারে ইহার কদর বা মূল্য সাধারণ হুণ্ডি হইতে অনেক কম। কারণ অন্যান্য হুণ্ডিতে হুণ্ডিকারক ও হুণ্ডি গ্রাহক দুই ব্যক্তি বা দুই প্রতিষ্ঠান বলিয়া দুই দলের আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রত্যাভূতি থাকে। কিন্তু ঘরানা হুণ্ডিতে হুণ্ডিকারক ও হুণ্ডি গ্রাহক একই প্রতিষ্ঠান, তবে দুই জায়গায় স্থিত। কলিকাতায় বিটলভাই বোম্বাইএর শাখা অফিসের অধিকর্তা শ্যামলভাইর উপর হুণ্ডি প্রেরণ করিল। বিটলভাই ও শ্যামলভাই দুই ব্যক্তি হইলেও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান একটি বলিয়া শ্যামলভাই ও বিটলভাইর সহিতে দুই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা প্রতিফলিত হয় না। যদি উভয় উভয়ের উপর খুব ঘন ঘন হুণ্ডি প্রেরণ করে তবে খুব হুঁসিয়ার ঋণদাতা, উহাকে বিদ্রূপ করিয়া বা ঘৃণা করিয়া শূয়ারের মাংসের উপর শূয়ার ' (Pig upon pork) বলিয়া থাকে এবং অনেক সময়ে এই প্রকার হুণ্ডি ভাঙ্গাইতে বা বাট্টা দিয়া ঋণ সংগ্রহ করিতে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

Household System : Domestic Industry ; Family Industry দ্রষ্টব্য।

Hulk : ব্যবহার অনুপযোগী পরিত্যক্ত জাহাজ।

Hull : জাহাজের খোল।

Hundredweight—হন্দর : ৪ কোয়ার্টে অথবা ১১২ পাউণ্ডে ১ হন্দর। ২০ হন্দরে ১ টন।

Hypothecate—বন্ধক রাখা : কোন দ্রব্য জমানত বা বন্ধক হিসাবে রাখা। ঋণ গ্রহণে ঋণ পরিশোধের জমানত বা প্রত্যাভূতি (গ্যারাণ্টি) হিসাবে কোন দ্রব্য বন্ধক রাখা।

Hypothecation—বন্ধক : নিজের অধিকারে সম্পদ বা সম্পত্তি রাখিয়াও উহার উপর পূর্বস্বত্ব (Lien) স্বীকার করিয়া ঐ দ্রব্য জমানত হিসাবে রাখাকে বন্ধক কহে। সম্পদ বা সম্পত্তি বন্ধক না রাখিয়া বন্ধকী সম্পত্তিতে স্বত্বাধিকার প্রমাণকারী দলিল বন্ধক রাখিলেও তাহা বন্ধকের সমান। বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যাঙ্ক রপ্তানিকারকের অনুকূলে প্রত্যয়পত্র (Letter of Credit) দিয়া আমদানিকারককে ধার দিলে বন্ধক পত্রে (Letter of Hypothecation) সহি করাইয়া রাখা হয়। এই বন্ধকপত্র দ্বারা ব্যাঙ্কের আমদানী-কৃত দ্রব্যের উপর পূর্ব স্বত্ব রক্ষা করে। আমদানীকারক অর্থাৎ ঋণ গ্রহীতা প্রত্যয়পত্রের ঋণ শোধ না করিলে ঐ দ্রব্য বিক্রয় করিয়া উহার পাওনা আদায় করিতে পারে। ব্যাঙ্ক যে কোনরূপ ঋণ দিলেই এইরূপ বন্ধক পত্র দ্বারা উহার পূর্বস্বত্ব বজায় রাখে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে এই প্রকার বন্ধকে বন্ধকী সম্পত্তি বা সম্পদ বন্ধকদাতার অধিকারে থাকে।

Hypothetical Par of Exchange—কাল্পনিক বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার : বৈদেশিক বাণিজ্যে আদান প্রদান সমতায় দুই দেশের মধ্যে পাওনা ও দেনা সমান হইলে যে মুদ্রা বিনিময় হার হওয়া উচিত সেই মুদ্রা বিনিময় হারকে বুঝায়। উভয় দেশেরই পাওনা ও দেনা সমান হয় না বলিয়া এই প্রকার কোন বিনিময় হার কখনও হইতে পারে না বলিয়াই উহাকে কাল্পনিক বিনিময় হার বলা হয়। অনেকে ইহাকে আদর্শ বিনিময় হারও (Ideal Par of Exchange দ্রষ্টব্য) কহে। আদর্শ হইলেও ইহার কোন বাস্তব তাৎপর্য্য নাই।

Idle Money—নিষ্ক্রিয় মুদ্রা; নিষ্ক্রিয় তহবিল : ব্যাঙ্কের মোট সঞ্চিতি ও মক্কেলদের মোট জমার তুলনায় সঞ্চিতি অধিক হইলে সেই সঞ্চিতি-ঋণ না দেওয়া হইলে তাহাকে নিষ্ক্রিয় তহবিল বা নিষ্ক্রিয় মুদ্রা কহে। ঐ তহবিল হইতে খুব ঘন ঘন চেক কাটিয়া অর্থ তোলা হয় না বলিয়াও উহাকে নিষ্ক্রিয় তহবিল কহে।

Idle Time—নিষ্ক্রিয় সময় : সময়ানুসার মজুরী নিয়মে শ্রমিককে যে সময়ের মজুরী দেওয়া হয় এবং শ্রমিক প্রকৃতপক্ষে কোন কাজে যত সময় নিযুক্ত থাকে, দু'য়ের ব্যবধানই নিষ্ক্রিয় সময়। নিষ্ক্রিয় সময়ের জন্য মালিককে মজুরী দিতে হয় বটে, কিন্তু মালিক শ্রমিকের নিকট হইতে কোন কাজ পায় না। শিল্পের প্রকৃতি অনুযায়ী প্রত্যেক শিল্পকেই

শ্রমিকদের কিছু নিষ্ক্রিয় সময় মঞ্জুর করিতে হয়। সময় সকল ক্ষেত্রেই শ্রমিক গাফিলতি করিয়া সময় অপহরণ না করিলেই নিষ্ক্রিয় সময়ের জন্য মজুরী পায়। স্বাভাবিক নিষ্ক্রিয় সময় (Normal Idle Time) বলিতে কারখানায় উপস্থিত হইয়া কার্য্যে ব্যাপৃত হওয়া, অথবা বিরামের পর পুনরায় কার্য্য গ্রহণ কালকে বুঝায়। অথবা একটি কার্য্য সমাপ্ত হওয়ার পর আরেকটি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করার ব্যবধানকে বুঝায়। আবার যন্ত্রপাতি নষ্ট হইলে উহা মেরামত করিতে গৌণ হইলে অথবা গুদাম হইতে সময়মত কাঁচামাল সরবরাহ না হইলে তাহাকে অস্বাভাবিক নিষ্ক্রিয় সময় বলা হয়।

Impersonal Account—অব্যক্তিক হিসাব: হিসাব রক্ষণে যে হিসাব কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে রাখা হয় না তাহাকেই অব্যক্তিক হিসাব কহে। অব্যক্তিক হিসাব দুই ভাগে ভাগ করা হয়—বস্তুগত (Real) এবং নামধেয় (Nominal)। বস্তুগত হিসাব—যেমন যন্ত্রপাতি, দালান ইত্যাদি; আর নামধেয়—আয় ব্যয়, যাহা হইতে উপকার পাওয়া গেলে তাহা আর ফেরত দেওয়া হয় না, যে ব্যয় হয় তাহাও আর ফেরত লওয়া যায় না অথবা যে আয় ব্যয় হয় তাহার পরিবর্ত্তে কতখানি বস্তু দেওয়া হইল বা পাওয়া গেল তাহা পরিমাপ করা কঠিন—যেমন মজুরী, খাজনা, ইত্যাদি।

Illegal Strike—বেআইনী ধর্ম্মঘট: শ্রমিক সংঘ আইনে ও কারখানা আইনে কতকগুলি সর্ত্তাধীন ধর্ম্মঘট বেআইনী নহে। কিন্তু সর্ত্ত না মানিয়া কোনরূপ ধর্ম্মঘট করিলে তাহা বেআইনী ধর্ম্মঘট। ভারতবর্ষে যে কয়টি শিল্প বিরোধ আইন পাশ হইয়াছে তাহার সারার্থ এই যে আপোষ মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হইলে, ধর্ম্মঘটের কারণ যুক্তিযুক্ত হইলে মালিককে নোটিশ দিয়া ধর্ম্মঘট করা বেআইনী নহে জনসেবামূলক, জনকল্যাণকর শিল্পগুলির বেলায় ১৪ দিনের নোটিশ দেওয়া দরকার। কোন বিরোধ বিবেচনাধীন থাকা কালে ধর্ম্মঘট বেআইনী।

Immigrant Remittance—বহিরাগতদের স্বদেশে অর্থ প্রেরণ: অস্থায়ীভাবে এমন কি স্থায়ীভাবে এক দেশে বাস করিয়া স্বদেশে আত্মীয় স্বজনকে অর্থ প্রেরণ করা যায়। ঐরূপ অর্থ প্রেরণকে বহিরাগতদের স্বদেশে অর্থ প্রেরণ কহে। ইহা অদৃশ্য আমদানী। বৈদেশিক বাণিজ্যের আদান

প্রদান সমষ্টি হিসাব করিতে ইহার ফল যে দেশে অর্থ প্রেরণ করা হয় সেই দেশ হইতে দ্রব্য আমদানীর সমান।

Impact of Tax—করের ঘাতঃ কর প্রদানকারী অন্য কাহারও উপর কর ভার অপসারণ করিতে পারিলে সেই করের ঘাত প্রথম যে কর দেয় তাহার উপর পরে। যেমন আমদানীশুল্ক। আমদানীকারক আমদানী শুল্ক দেয় বটে কিন্তু সে ঐ কর আমদানী দ্রব্য উপভোক্তার নিকট হইতে আদায় করে। সুতরাং প্রথম যে কর বহন করে তাহার উপরই করের ঘাত। যে ব্যক্তি করভার অপসারণ করিতে পারে না তাহার উপরই পড়ে করের আপাত ভার (Incidence of Taxation)। প্রত্যক্ষ করে যেমন আয় করে একই ব্যক্তির উপর করের ঘাতও আপাতভারী পড়ে আর পরোক্ষ করে ঘাতভার ও আপাতভার বিভিন্ন ব্যক্তির উপর পড়ে (Incidence of a Tax দ্রষ্টব্য)।

Impair Imvestment—নিষ্ফল বিনিয়োগঃ যে বিনিয়োগে নূতন মূলধনী সম্পদ গঠন হয় না, তাহাই নিষ্ফল বিনিয়োগ। কোন ঋণপত্রের মালিকের (Holder) নিকট হইতে ঋণপত্র ক্রয় করিলে তাহা বিনিয়োগ হইল বটে কিন্তু উহা নিষ্ফল, কারণ ঐ বিনিয়োগ নূতন মূলধনী সম্পদ উৎপাদন করে না। ভোগ বাড়াইতে সাহায্য করিয়া যে ঋণ দেওয়া হয় সে ঋণও নিষ্ফল বিনিয়োগ।

Imperfect Competition—অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতাঃ বাজারে কোন বিশেষ অবস্থার জন্য অথবা কতিপয় ক্রেতা অথবা বিক্রেতা যদি মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে তাহাকে অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা কহে। আংশিক একচেটিয়া অধিকারও অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা। খুচরা ব্যবসায় সম্পূর্ণই অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা; কারণ উপভোক্তা এমন ভাবে ছড়াইয়া থাকে যাহার ফলে তাহারা কোন সময়েই জোটবন্দী হিসাবে বিক্রেতাদের কর্ম্মের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। (Duopoly, Oligopoly দ্রষ্টব্য)।

Imperial Preferenceঃ (Empire Preference দ্রষ্টব্য)।

Implicit Interest—নিহিত সুদঃ যখন সুদ নগদ দেওয়া না হইলেও উৎপাদন ব্যয় হিসাবে ধার্য হয়—তখন সেই সুদকে নিহিত সুদ কহে। ব্যবসায়ে যে মূলধন প্রযোগ করা হয় উহা কর্জী মূলধন না হইলেও উহার

উপর সুদ উৎপাদন ব্যয় হিসাবে ধরা হয় কিন্তু নগদে দেওয়া হয় না। এই সুদকে নিহিত সুদ কহে।

Implicit Rent—নিহিত খাজনা : কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যে সমস্ত সম্পদে অর্থ বিনিয়োগ করে তাহার একাংশ যদি জমিতে (বিনিয়োগ) হয় তাহা হইলে অনুরূপ জমি খাজনা দিয়া ভাড়া করিতে হইলে অথবা ঐ জমি ভাড়া দিলে যে মূল্য দিতে হয় অথবা পাওয়া যায় তাহাই ব্যবসায়ের নিহিত খাজনা। ব্যবসায়ের মোট আয়ের যে অংশ নিজস্ব জমি ব্যবহারের জন্য বলিয়া ধরা হয় তাহাই নিহিত খাজনা।

Implied Conditions—নিহিত সর্ত্ত : কোন চুক্তি পত্রে কোন সর্ত্ত পরিষ্কারভাবে লিখিত না থাকিলেও সে সর্ত্ত সম্বন্ধে চুক্তির সমস্ত পক্ষই সচেতন এবং যে সর্ত্ত সমস্ত পক্ষই আইনত মানিতে বাধ্য তাহাই নিহিত সর্ত্ত। ক্রয় বিক্রয় চুক্তিতে কোন দ্রব্য বিক্রয় বা ক্রয় যে আইনী নহে, অথবা কোন বেআইনী দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি যে আইনতঃ বলবৎ হয় না, উহা উভয় পক্ষই জানে ; কাজেই এই সর্ত্ত চুক্তিতে সন্নিবেশিত না হইলেও ঐ সর্ত্ত প্রতিপালনের উপরই ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তির প্রয়োগ নির্ভর করে। ইহাই নিহিত সর্ত্ত।

Implied Warranty - একবারে নিহিত সর্ত্ত : ক্ষতিপূরণের চুক্তি পত্র আইনত কার্য্যকরী হইতে হইলে লিখিত সর্ত্তাবলী ব্যতীতও কতকগুলি অলিখিত বা অমুক্ত সর্ত্ত থাকে, যাহা চুক্তির সকল পক্ষই মানিয়া লইতে বাধ্য। যথা—সামুদ্রিক বীমায় বীমাকৃত ক্ষতি পূরণ সম্পর্কে নিহিত বা অনুক্ত সর্ত্তগুলির মধ্যে মাল বহনের বৈধতা ও জাহাজের সমুদ্র যাত্রায় সক্ষমতা উল্লেখ যোগ্য। বীমাকৃত হইলেও নিষিদ্ধ দ্রব্য বহন করিলে অবলেখক নিষিদ্ধ দ্রব্যের ক্ষতি পূরণ করিতে বাধ্য নহে।

Import License—আমদানী অনুজ্ঞা : বৈদেশিক বাণিজ্যে কোন বিশেষ দ্রব্য কোন বিশেষ দেশ হইতে আমদানী যে আইনবিরুদ্ধ নহে তাহা প্রমাণ করিয়া শুল্ক অধিকার যে অনুমতি পত্র দেয় তাহাই আমদানী অনুজ্ঞা। অবাধ বাণিজ্যের অবর্ত্তমানে আমদানী অনুজ্ঞা না পাইলে আমদানীকারক কোন দ্রব্য ক্রয়ের জন্য রপ্তানিকারকের সহিত চুক্তি করিতে পারে না।

Import Quota—আমদানী বরাদ্দ : বৈদেশিক বাণিজ্যে আমদানী রপ্তানী যখন সরকার নিয়ন্ত্রণ করে তখন প্রত্যেক দেশের সরকার এক নির্দিষ্ট

সময়ের মধ্যে এক বৎসর হউক কিম্বা তাহার কম হউক, মোট আমদানীর পরিমাণ স্থির করিয়া দেয়। ইহাই আমদানী বরাদ্দ।

Import Surplus—Balance of Trade দ্রষ্টব্য

Impost যে কোন প্রকার করকেই বুঝায়; তবে ইহার প্রয়োগ আমদানী দ্রব্যের উপর করকেই বুঝায়।

Impost Unique—অনুপম কর: প্রকৃতিবাদী অর্থনীতিবিদ্‌গণ (Physiocrats) একমাত্র জমির উপরই কর প্রয়োগ করার পক্ষপাতী। সেই কর 'অনুপম কর'। তাহাদের মতে কৃষিকার্য্যই একমাত্র সম্পদ উৎপাদনক্ষম। জমি প্রকৃতির দান বলিয়া কোন কৃষিকার্য্য হইতে উদ্‌বৃত্ত উৎপাদন সম্পূর্ণই প্রকৃতির দান। ইহা কাহারও ব্যক্তিগত পরিশ্রম, প্রচেষ্টা বা ভোগবিরতির ফল নহে বলিয়া উদবৃত্ত সম্পূর্ণ ই রাষ্ট্রের প্রাপ্য এবং উদবৃত্ত উৎপাদন সমগ্রই রাষ্ট্রের কর হিসাবে আদায় করা উচিত।

Imprest Fund—জিম্মা তহবিল, অগ্রদত্ত তহবিল: নগদ ব্যয় মিটাইবার জন্য মোট নগদ তহবিল হইতে যে তহবিল পৃথক করিয়া রাখা হয়। এই তহবিল সাধারণত খুচরা এবং অল্প ব্যয় মিটাইতে ব্যবহার করা হয়। তহবিলের নির্দিষ্ট অর্থের যে পরিমাণ ব্যয় হয় এক নির্দিষ্ট সময়ের পর আবার ঠিক সেই পরিমাণ অর্থ তহবিলে জমা দেওয়া হয়, যাহাতে পরবর্ত্তী সময়ের প্রারম্ভে জিম্মা তহবিলে পুনরায় পূর্ব্বের অর্থই থাকে। বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে খুচরা ব্যয়ের হার খুব বেশী, সে জন্য জিম্মা তহবিল পৃথক করিয়া রাখা সুবিধা। খুচরা ব্যয় প্রদত্ত বা জিম্মা তহবিল হইতে মিটাইয়া, বাকী সমস্ত ব্যয় চেক দ্বারা মিটাইলে নগদান তহবিল এবং খাজাঞ্চীর উপর নিয়ন্ত্রণ সহজ হয় এবং তহবিল তছরূপের সুযোগও বন্ধ হয়।

Inactive Stock—নিষ্ক্রিয় ষ্টক: যে ষ্টক বাজারে খুব ঘন ঘন ক্রয় বিক্রয় হয় না।

In Ballast: জাহাজ বন্দর ত্যাগ করার সময়ে জাহাজে বহনোপযোগী কোন মাল না থাকিলে, সমুদ্রবক্ষে যাহাতে স্থির থাকিতে পারে, অর্থাৎ খালি থাকার জন্য উহার ভারসাম্য যাহাতে নষ্ট না হয়, সেই জন্য অনাবশ্যক ভারী দ্রব্যাদি বহন করে। এই প্রকার জাহাজকে বুঝায়।

In Bond—শুল্কাধীন পণ্যাগারের দ্রব্য: আমদানী শুল্ক প্রদান সাপেক্ষ আমদানী দ্রব্য শুল্কাধীন পণ্যাগারে রক্ষিত হইলে সেই দ্রব্য বা পণ্য।

In Case of need—আবশ্যক হইলে : Case of need দ্রষ্টব্য।

Incentive Taxation—প্রেরণাদায়ক কর ; উদ্দীপক কর : কোন বিশেষ করের আপাত, হার, কাঠামো পরিবর্ত্তন করিয়া ব্যবসায় বিনিয়োগ অথবা বাণিজ্যিক কার্য্যের গতিবেগ বাড়াইবার উদ্দেশ্যে নূতন কোন কর বসাইলে তাহাকে উদ্দীপক অথবা প্রেরণাদায়ক কর কহে।

Incentive Wage Payment—উদ্দীপক মজুরী ব্যবস্থা : নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক উৎপাদন করিতে পারিলে শ্রমিককে অধিদেয় অথবা উচ্চ হারে মজুরী দিলে তাহাকে উদ্দীপক মজুরী ব্যবস্থা কহে। (Bonus System দ্রষ্টব্য)।

Inchoate Instrument—আরব্ধ বিনিময় পত্র : কোন ষ্ট্যাম্পযুক্ত বিনিময়পত্র অপূর্ণ অথবা আংশিক পূরণ করিয়া হস্তান্তর করিলে সেই বিনিময়পত্রকে আরব্ধ বিনিময়পত্র কহে। এই প্রকার বিনিময়পত্রে সহিকারক বিনিময়পত্র গ্রাহককে বিনিময়পত্রে মূল্য বসাইয়া পূরণ করার অধিকার দেওয়া থাকে। তবে ষ্ট্যাম্প যত মূল্যের উপর দেওয়া হয় তাহার অতিরিক্ত হইতে পারে না। আরব্ধ বিনিময়পত্র সহিকারীর নিয়মানুসারে স্বত্ববানকে হস্তান্তর করার কালে যে দায়িত্ব ছিল সেই দায়িত্বই থাকে।

Incidence of Taxation—করের আপাতভার ; করের পশ্চাৎভার : যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে কর দেয় অর্থাৎ যে ব্যক্তি করভার স্থানান্তর বা অপসারণ করিতে পারে না তাহার উপরই করের আপাতভার বা পশ্চাৎভার পড়ে।

(Impact of Taxation দ্রষ্টব্য)।

Income—আয় : (১) অর্থনীতিতে আয় বলিতে জমির ব্যবহারের পরিবর্ত্তে ; শ্রমের পরিবর্ত্তে, মূলধন প্রয়োগের পরিবর্ত্তে যে মাশুল বা মূল্য দিতে হয় ; (২) হিসাব রক্ষণে আয় বলিতে কেবলমাত্র নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত রাজস্ব বিষয়ক আয়কেই বুঝায় না কিন্তু যে আয় ঐ সময়ের মধ্যে পাওয়ার কথা ছিল তাহাও ধরা হয়। কাজেই হিসাব রক্ষণে আয় অধিকতর ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হয়।

Inconvertible Paper—অপরিবর্ত্তন যোগ্য কাগজী মুদ্রা : যে কাগজীমুদ্রার পরিবর্ত্তে টাকশাল হইতে অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে ধাতব

মুদ্রা পাওয়া যায় না তাহাই অপরিবর্ত্তনযোগ্য কাগজী মুদ্রা। অপরিবর্ত্তন যোগ্য হইলেও ইহা বৈধ মুদ্রা। (Fiduciary, Fiat, Convertible দ্রষ্টব্য।)

Inconvertible Paper Money—Conventional Paper দ্রষ্টব্য।

Increasing Cost—ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদন ব্যয়ঃ একই অবস্থায় উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে গড়পড়তা উৎপাদন ব্যয় বাড়িলে তাহাকে ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদন ব্যয় কহে। খনিজ পদার্থ উৎপাদনে খনি যত গভীর হইতে থাকিবে, খনিজের উৎপাদন ব্যয়ও তত বাড়িবে। যে সকল শিল্পে ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদন ব্যয় দেখা যায় তাহার মধ্যে কৃষি উল্লেখযোগ্য। (Decreasing Returns দ্রষ্টব্য)।

Increasing Returns—ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদনঃ উৎপাদনে জমি বা কাঁচামাল, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন এই চারিটি উপাদানের অন্ততঃ একটি উপাদান স্থির রাখিয়া অন্য সকল উপাদান পূর্ব্বের সমপরিমাণ বাড়াইলে উৎপাদনের পরিমাণ যদি দ্বিগুণেরও অধিক হয়, তবে সেই উৎপাদনকে ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদন কহে। সেই ভাবেই যে হারে উপাদান বাড়ান হয় তাহার অধিক হারে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িলে তাহাই ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদন। তবে ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদন ক্রমবচ্ছিন্ন নিয়তকাল পর্য্যন্ত চলিতে পারে না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাই ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদন। আবার কোন উপাদান না বাড়াইয়াও সংগঠন পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিয়া উৎপাদন বাড়ান সম্ভব, তাহাও ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদন; যেমনঃ সূক্ষ্ম শ্রম বিভাগ; পাইকারী ক্রয়; ইত্যাদি।

ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদন হইলেই ক্রমহ্রাসমান ব্যয় হইবে, অর্থাৎ উৎপাদনের ব্যয়ের তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িলে গড়পড়তা উৎপাদন ব্যয় কম হইবে (Decreasing Cost দ্রষ্টব্য)।

যথা—১ম স্তর—জমি ১বিঘা, শ্রমমূল্য ১০০৲ মূলধন ১০০৲ উৎপাদন—৫০ মণ ধান্য

২য় স্তর—জমি ১ বিঘা „ ১০০৲+১০০৲ ১০০+১০০৲ „ ১২৫ „
(অপরিবর্ত্তিত)

৩য় স্তর— „ „ ১০০৲+১০০৲+১০০৲
১০০৲+১০০৲+১০০৲ „ ১৬০ মণ „

কিন্তু এইরূপ উৎপাদন বৃদ্ধি নিয়তকাল পর্য্যন্ত চলে না, ইহার পরই ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন সূত্র কার্য্যকরী হইতে আরম্ভ করে। (Law of Diminishing Returns দ্রষ্টব্য)

Indifference Curve--নিরপেক্ষ বক্ররেখা : আধুনিক অর্থনীতি বিশারদগণের মতে প্রত্যেক ব্যক্তির বিভিন্ন দ্রব্যের উপযোগ বা ভোগধারা একটি গাণিতিক বক্ররেখা দ্বারা যথাযথভাবে পরিমাপ করা যায়। প্রাচীন অর্থনীতিবিদগণের মতে দ্রব্যের মূল্যের উপর দ্রব্যের উপযোগ নির্ভর করে। এক স্থির দ্রব্যমূল্য অনুমান করিয়া প্রত্যেক দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ পরিমাপ করিতে প্রাচীনপন্থী অর্থনীতিবিদগণ প্রয়াসী ছিলেন। তাহাদের মতে প্রান্তিক উপযোগ দ্রব্যমূল্যের সমান। উপযোগ কমিলেই দ্রব্যমূল্য কমিবে ইহা কখনই সত্য নহে কারণ বাজারে ক্রেতার একজোট ভাব না থাকিলে কখনই একক ক্রেতার দ্বারা দ্রব্যমূল্য নির্দ্ধারিত বা নিয়ন্ত্রিত হয় না। কাজেই আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন যে নিরপেক্ষ বক্ররেখার সাহায্যে বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা পরিমাপ করা শুধু সম্ভব নয়, দ্রব্যের চাহিদা যথাযথ পরিমাপ করিতে ইহাই একমাত্র বৈজ্ঞানিক উপায়। নিরপেক্ষ বক্ররেখা গাণিতিক অর্থনীতি বিশারদগণ প্রয়োগ করেন! নিরপেক্ষ বক্ররেখা প্রস্তুত করিতে দুইটি পরিবর্ত্ত দ্রব্য ধরিয়া, ঐ দুইটি পরিবর্ত্ত দ্রব্যের কতকগুলি সমন্বয় ধরা হয়, এবং প্রত্যেক সমন্বয় হইতেই ভোগকারী একই পরিমাণ উপযোগ পায় বলিয়া ভোগকারী হামেশাই এই সমন্বয়ের পরিবর্ত্তন সাধন করে। যখন একাধিক সমন্বয় একটি বক্ররেখার বিভিন্ন বিন্দুতে পতিত হয় তখন ঐ বক্ররেখাকে নিরপেক্ষ বক্ররেখা কহে। নিরপেক্ষ বক্ররেখার যে যে বিন্দুতে সমন্বয় ছেদ করে সেই সেই সমন্বয় ভোগকারী পছন্দ করে এবং প্রত্যেকটি সমন্বয় হইতে সমপরিমাণ উপযোগ পায়। বিভিন্ন সমন্বয়ই বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা পরিমাপ করে। অর্থাৎ সমন্বয়ের পরিবর্ত্তনের ফলে কোন দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ বাড়ে, এবং অপর দ্রব্যাদির প্রান্তিক উপযোগ কমে। কাজেই দ্রব্যের চাহিদার কমবৃদ্ধি এই বক্ররেখার সমন্বয় পরিবর্ত্তনেরই ফল। একটি রেখা চিত্রের সাহায্যে নিরপেক্ষ বক্ররেখা বুঝিতে পারা যায়।

ক খ অক্ষরেখা ও ক গ লম্বরেখায় যথাক্রমে ধুতি ও জামার চাহিদা ধরা হউক। এখন দুইটি দ্রব্যের বিভিন্ন সমন্বয় ধরা হউক। ধুতি ও জামার নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বিভিন্ন সমন্বয় ধরা হউক যাহাতে প্রত্যেক সমন্বয় হইতেই সমান পরিমাণ উপযোগ পাওয়া যাইবে।

১০ একক ধুতি + ৫ একক জামা

৮ ,, ,, + ৭ ,, ,,

৬ ,, ,, + ৯ ,, ,,

এখন ক গ লম্বরেখায় ধুতি ও ক খ অক্ষরেখায় জামার পরিমাপ ধরা হউক। যখন ১০ একক ধুতি ও ৫ একক জামা কিনিবে তখন ধুতি হইতে ও জামা হইতে যে পরিমাণ উপযোগ পাইবে তাহা ৮ একক ধুতি ও ৭ একক জামার উপযোগের সমান হইবে। জামা ও ধুতির মূল্য একটি একটি মূল্য রেখা দ্বারা সূচিত হইবে। মূল্যরেখায় যে যে বিন্দুতে যথাক্রমে ১০ একক ধুতি + ৫ একক জামা, এবং ৮ একক ধুতি + ৭ একক জামার উপযোগ ছেদ করিবে; সেই দুইটি বিন্দু একটি বক্ররেখা দ্বারা যুক্ত করিলে ঐ বক্ররেখাই নিরপেক্ষ বক্ররেখা। এই বক্ররেখা দ্বারা ক্রমহ্রাসমান উপযোগ সূত্র নূতন করিয়া ব্যাখ্যা করা চলে। যখন ধুতির উপযোগ কমে তখন জামার উপযোগ বাড়ে। কিন্তু মোট উপযোগ সমানই থাকিয়া যায়। বিভিন্ন মূল্যে বিভিন্ন বক্ররেখা তৈয়ার করিয়া উপযোগের পরিবর্ত্তন পরিমাপ করা সম্ভব। ভিন্ন ভিন্ন সমন্বয়ের উপযোগ যদি একই মূল্য রেখায় ছেদ না করে তবে তাহা নিরপেক্ষ বক্ররেখা নহে। দ্বিতীয় মূল্য স্তরকে বা মূল্য রেখাকে যে দুইটি বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে উহা মূল্য স্তর পরিবর্ত্তন হইলে ভিন্ন সমন্বয়ের উপযোগ। এই তত্ত্বটি সর্বপ্রথম অর্থনীতিবিশারদ Edgeworth প্রচার করেন এবং ইতালীয় অর্থনীতিবিদ Pareto এই তত্ত্বটির বিশদ ব্যাখ্যা ও আলোচনা করেন। এই বক্ররেখার সাহায্যে দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ও প্রান্তিক পরিবর্ত্তন যোগ্যতা পরিমাপ করা হয়। দ্রব্যমূল্যের উপর উপযোগের যদি কোন প্রতিক্রিয়া থাকে তাহা এই প্রান্তিক পরিবর্ত্তন যোগ্যতা দ্বারাই ধরা হয়।

Indent—মাল প্রেরণের আদেশ ; সংভূতি পত্র ঃ বিদেশ হইতে কোন ব্যবসায়ী অথবা নিজস্ব প্রতিনিধির উপর নির্দ্দিষ্ট মাল পাঠাইবার আদেশ। অনেক সময়ে বিদেশ হইতে মক্কেল, বা প্রতিনিধি মাল পাঠাইবার নির্দ্দেশ দিয়া লিখিলে তাহাকেও মাল প্রেরণের আদেশ কহে।

Independent Union—স্বাধীন সংঘ ঃ যে শ্রমিক সংঘ কোন জাতীয় শ্রমিক সংঘের সহিত সম্পর্কিত নহে অর্থাৎ কোন জাতীয় শ্রমিক সংঘের অনুমোদন গ্রহণ করে নাই। অনুমোদিত শ্রমিক সংঘকে যে সংঘদ্বারা

অনুমোদিত উহার নির্দ্দেশ মানিয়া সকল কর্ম্মপন্থা স্থির করিতে হয়। আর স্বাধীন সংঘ নিজেরাই নিজেদের কর্ম্মপন্থা স্থির করে।

Index Number—সূচক সংখ্যা : পরিসংখ্যানের সাহায্যে বিভিন্ন সময়ে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন বুঝাইতে ব্যবহার হয়। সূচক সংখ্যা দ্বারা মূল্যস্তরের পরিবর্ত্তন, শিল্প ও কৃষিদ্রব্যের উৎপাদনের পরিবর্ত্তন ; ঋণপত্রের মূল্যের পরিবর্ত্তন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে কোন পরিবর্ত্তনের তুলনা করা সম্ভব। বাজারে খুচরা ও পাইকারী মূল্যস্তর ; জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান, জীবনযাত্রার ব্যয়, এই সকলের বিভিন্ন সময়ের অবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ সূচক সংখ্যা দ্বারা করা হয়। তুলনা করার জন্য একটি প্রতিনিধিমূলক বৎসরকে ভিত্তি করিয়া (Base year) উহার সূচক ১০০ ধরিয়া অন্যান্য যে সময়ের তুলনা করা হয় উহার সহিত প্রতিনিধিমূলক সূচকের পার্থক্য বাহির করিয়া অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়। ধরা যাউক ১৯৩৯ সালের তুলনায় মূল্যস্তর কত বাড়িয়াছে তাহা বাহির করিতে হইবে :

১৯৩৯—প্রতিনিধি বর্ষ।

	১৯৩৯	১৯৫৮
খাদ্যদ্রব্যের মূল্য	১০৲	৩১৲
বস্ত্র ইত্যাদি „	৭৲	২০৲
বাসস্থান „	৪৲	১২৲
অন্যান্য	২১৲	৬৩৲

১৯৩৯ সালের মূল্যস্তর ১০০। সুতরাং ১৯৫৮ সালে মূল্যস্তর ৩০০।

১৯৩৯ সালের তুলনায় মূল্যস্তর শতকরা ২০০ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

Indirect cost—পড়তা ব্যয়, আনুষঙ্গিক ব্যয় : (Fixed cost, overhead দ্রষ্টব্য)।

Indirect Labour—পরোক্ষ মজুর : যে শ্রমিক কেবলমাত্র একটি বিশেষ কাজ অথবা কাজের অংশ মাত্র উৎপাদন করার জন্য নিয়োগ করা হয় না, কিন্তু সেই শ্রমিকের শ্রম শিল্পের সমস্ত বিভাগই কিছু কিছু ভোগ করে সেই শ্রমিক অথবা মজুরকে পরোক্ষ মজুর বলে।

কোন দ্রব্যের উৎপাদন মূল্য বাহির করিতে মজুরীকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় (Costing, Direct Labour দ্রষ্টব্য)। মজুরীর যে অংশ কোন বিশেষ কাজের নহে কিন্তু শিল্পের সমস্ত বিভাগের মধ্যেই এক ন্যায্য হারে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় তাহাই পরোক্ষ মজুরী।

Indirect Taxes—পরোক্ষ কর: ফল একই হইলেও দুই ভাবে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। (১) যে করের ঘাত ও আপাতস্থান একই নয় তাহাই পরোক্ষকর। যেমন বিক্রয় কর। বিক্রয় কর ব্যবসায়ীর দেয় বটে কিন্তু ইহা ক্রেতার নিকট হইতে আদায় করে। আমদানী শুল্ক ও অন্তঃশুল্ক অনুরূপ। (Impact of Taxation, Incidence of Taxation দ্রষ্টব্য)। (২) কোন ব্যক্তি দ্রব্য অথবা সেবা ভোগ করিলে তাহার উপরই মাত্র যে কর দিতে হয় তাহা পরোক্ষ কর। তামাকসেবী ব্যতীত তামাকের কর কেহ বহন করে না। কাজেই তামাকের উপরের কর পরোক্ষ কর।

Indirect Export—পরোক্ষ রপ্তানি: উৎপাদক নিজে সরাসরি রপ্তানি না করিয়া কোন মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর মারফতে রপ্তানি করিলে সেই রপ্তানিকে পরোক্ষ রপ্তানি কহে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদক বিদেশে দ্রব্য বিক্রয় করিতে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে পারে বলিয়া রপ্তানি-ব্যবসায়ীর মারফতে রপ্তানি করিয়া থাকে।

Indirect Production—পরোক্ষ উৎপাদন: ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদনকে পরোক্ষ উৎপাদন কহে। ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অথবা সমাজ-তান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে পদ্ধতিতেই হউক, যে শিল্পে বা উৎপাদন ব্যবস্থায় যন্ত্র-পাতির ব্যবহার হয় তাহাকে পরোক্ষ উৎপাদন কহে। যন্ত্রপাতি কাহারও ভোগ্যদ্রব্যের অভাব সরাসরি পূরণ করিতে পারে না। কিন্তু ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদনে যন্ত্রপাতি সাহায্য করে বলিয়া যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদনকে পরোক্ষ উৎপাদন কহে। শিল্প বিপ্লবের পর হইতে বহুল উৎপাদন পদ্ধতি আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে পরোক্ষ উৎপাদনই সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়।

(Roundabout, Capitalistic Production দ্রষ্টব্য)।

Indirect Standard—পরোক্ষ মান: (Gold Exchange Standard দ্রষ্টব্য)।

Individualism—ব্যক্তি স্বাধীনতাবাদ: Capitalism, Free Enterprise, Private Enterprise, Laissez-fare দ্রষ্টব্য)।

Induced Consumption—উদ্দীপক ভোগ: জন কল্যাণকর কার্য্যের মারফতে সরকার বেকার সমস্যা দূর করিতে সাহায্য করে। জন-কল্যাণকর কার্য্যের ফলে অতিরিক্ত চাকুরী সংস্থান হইলে সমাজের মোট আয়

বাড়িয়া যায় এবং আয় বৃদ্ধির সঙ্গে ভোগ্য দ্রব্যের ব্যবহারও বাড়িয়া যায়। এই অতিরিক্ত ভোগ্য দ্রব্য ব্যবহারকেই উদ্দীপক ভোগ কহে।

Inductive Method - আরোহ পদ্ধতি : অর্থনৈতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও সমাধানে কতকগুলি প্রমাণীকৃত অবস্থা বিচার করিয়া এক সাধারণ সূত্র বা তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করা হইলে সেই পদ্ধতিকে আরোহ পদ্ধতি কহে। যাহারা আরোহ পদ্ধতির উপর গুরুত্ব দেন তাহাদের বস্তুবাদীও (Realist) কহে। (Deductive Method দ্রষ্টব্য)। আরোহ পদ্ধতি ভাল কি অবরোহ-পদ্ধতি ভাল তাহা বিচার করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। তবে কেবলমাত্র অবরোহ বা আরোহ পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক বিচার ও সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। উভয় পদ্ধতিই পরিপূরক হিসাবে উভয়কে সাহায্য করে।

Industrial Insurance—শিল্প বীমা : শিল্প বীমা বলিলেও ইহা কেবলমাত্র শিল্প শ্রমিকদের উপকারের জন্যই নহে। যে কোন ব্যক্তিই শিল্প বীমায় বীমা করিতে পারে। এই প্রকার বীমায় প্রতি সপ্তাহে অথবা মাসে বীমাকারী নিজস্ব আদায়কারকের সাহায্যে বীমার চাঁদা আদায় করিয়া নেয়। ইহাতে অল্প বেতনবিশিষ্ট কর্ম্মচারীদের সঞ্চয়ের সুবিধা হয় বলিয়া অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান শিল্প-বীমা ব্যবসায় করিয়া থাকে।

Industrial Bank—শিল্প ব্যাঙ্ক : শিল্প গঠনে ব্যাঙ্কের সাহায্য সর্ব্বাধিক প্রয়োজন কারণ মূলধনী সম্পদ ক্রয় করার মত আবশ্যক অর্থ শেয়ার বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করিতে না পারিলে, অথবা শিল্প সম্প্রসারণের সময়ে যথেষ্ট মূলধন সংগ্রহে অসুবিধা হইলে, শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্জ্জ করা প্রয়োজন। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সকল দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিতে অপারগ কারণ উহাদের আমানত প্রায় সম্পূর্ণই স্বল্প মেয়াদী। কাজেই দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দানের জন্য বিশেষতঃ শিল্পায়নের জন্য ইহা এক প্রকার বিশেষ ব্যাঙ্ক। এই সকল ব্যাঙ্ক শিল্পের মূলধনী সম্পদ বন্ধক রাখিয়া অথবা শিল্পের শেয়ার বা ঋণ-পত্র ক্রয় করিয়া মূলধন যোগায়। শিল্প ব্যাঙ্ক শিল্পায়নে যথেষ্ট সাহায্য করিলেও সাহায্য গ্রহীতা শিল্পগুলির ভাগ্যের সহিত শিল্প ব্যাঙ্ক গুলির ভাগ্য জড়িত। ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম শিল্প ব্যাঙ্ক গঠন করেন জামসেদজী টাটা—১৯১১ খৃঃ Peoples Industrial Bank নামে। কিন্তু অল্প কিছু দিন পরই ঐ ব্যাঙ্ক নষ্ট হইয়া যায়। শিল্পায়নের জন্য এখন সরকার-প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি বিশেষ প্রতিষ্ঠান শিল্প ব্যাঙ্কের স্থান, অধিকার ও দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে।

Industrial Crisis—শিল্প সংকট : কোনও দেশে অথবা একই সময়ে একাধিক দেশে শিল্পে মন্দা অবস্থা দেখা দিলে তাহাকে শিল্প সংকট কহে। শিল্পসংকট একাদিক্রমে বেশ কয়েক বৎসর স্থায়ী হইতে পারে অথবা অল্প সময়ও স্থায়ী হইতে পারে। শিল্প সংকটের ফলে বেকার সমস্যা, সামাজিক আয়ের পরিমাণ হ্রাস. ইত্যাদির জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সুদূর প্রসারী ফল দেখা দেয়।

Industrial Democracy—শিল্পগণতন্ত্র : নানা অর্থেই ব্যবহৃত হয়। প্রথমতঃ, শ্রমিক সংঘের পরিচালনা গণতন্ত্র পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম শিল্প গণতন্ত্র কথাটি ব্যবহার হয়। ক্রমে শিল্প মালিকদের একাধিপত্য খর্ব করিয়া শিল্পে শ্রমিকদের পরিচালনায় অংশ গ্রহণে কথাটি ব্যবহৃত হয়। যৌথ সওদা (Collective Bargaining); মুনাফায় অংশ গ্রহণ (Profit sharing); সহাংশ নীতি (Co-partnership), শ্রমিকদের অধিকার দিয়া শিল্পে গণতন্ত্র প্রবর্তন করা হইয়াছে। অনেকে আবার শিল্প গণতন্ত্র বলিতে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ (Democratic Socialism) বুঝিয়া থাকেন। যে অর্থেই ব্যবহার হউক ইহার সারার্থ এই যে শিল্পে শ্রমিকদের পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করার অধিকার দান।

Industrial Relation—শিল্পসম্বন্ধ : শিল্প বিপ্লবের এক শতাব্দীর মধ্যেই এক সম্প্রদায় অর্থনীতিবিদ এমন মত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, ধনতান্ত্রিক শিল্পব্যবস্থায় শ্রমিক কখনও ন্যায্য অধিকার পায় না এবং ন্যায্য মজুরী পায় না। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার যে সকল ত্রুটি ইঁহারা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে শ্রমিকদের শোষণের অভিযোগ সর্বপ্রধান। কাজেই ঐ সকল অর্থনীতিবিদ্ ও সমাজ সংস্কারক শিল্প বিপ্লবের গোড়া হইতেই শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে শিল্পে শ্রমিক মালিক সম্পর্ক এমন হওয়া উচিত যাহাতে শ্রমিকগণ সর্বদাই মনে করিবে যে শিল্পে তাহাদের ও মালিকের স্বার্থ পৃথক নহে। শ্রমিকের মজুরী নির্দ্ধারণে, কার্য্যের সময় নির্দ্ধারণে শ্রমিকদের অংশ গ্রহণের চেষ্টা প্রথম হইতেই চলিতেছে। শ্রমিক মালিক সম্বন্ধ বলিতে শ্রমিক মালিকের মধ্যে বিরোধ অথবা একাত্মবোধকে বুঝায়। কোন ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায়ই অদ্যাবধি আদর্শ শ্রমিক মালিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হয় নাই বলিয়া শ্রমিক বিরোধ রহিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানযুগে শিল্প যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছে এবং শিল্পের

প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক মালিক সম্পর্কও অনেক জটিল হইয়াছে বলিয়া শিল্প-সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার আবশ্যক আছে বলিয়া প্রত্যেক শিল্পোন্নত দেশেই বিশেষ পাঠ্যবিষয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

Industrial Research—শিল্প গবেষণা : শিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইবার উদ্দেশ্যে, শ্রমিকের দক্ষতা বাড়াইবার জন্য, অথবা শ্রমিক মালিক স্বার্থের উন্নতির উদ্দেশ্যে, অথবা বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য যে কোন প্রকার গবেষণা করাকেই শিল্প গবেষণা কহে।

Industrial Revolution—শিল্প বিপ্লব :—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে গৃহে উৎপাদন পদ্ধতির স্থলে কারখানায় উৎপাদন পদ্ধতির প্রবর্ত্তনই শিল্প বিপ্লব নামে অভিহিত। উৎপাদন পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল বলিয়াই উহাকে শিল্প বিপ্লব কহে। উৎপাদনে কায়িক পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রপাতির প্রয়োগও শিল্প বিপ্লবের একটি বৈশিষ্ট্য। ঐ সময়ে যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের যথেষ্ঠ প্রসার লাভ করিযাছিল বলিয়া উহাকে শিল্পবিপ্লবের যুগ (Age of Industrial Revolution) বলা হয়।

Industrial Union—শিল্প সংঘ : একই শিল্পজদ্রব্য উৎপাদনের সকল প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের লইয়া যদি একটি মাত্র শ্রমিক সংঘ গঠিত হয় তবে সেই শ্রমিক সংঘকে শিল্পসংঘ কহে। যেমন ভারতবর্ষে যতগুলি কয়লার খনি আছে উহার সকল শ্রমিক মিলিত হইয়া একটি মাত্র সংঘ গঠন করিলে তাহাকে শিল্প সংঘ বলে।

Industry—শিল্প : যে কোন প্রতিষ্ঠানে প্রচুর শ্রমিক ও প্রচুর পরিমাণে মূলধন নিয়োগ করিলে সেই প্রতিষ্ঠানকেই শিল্প কহে। কিন্তু যখন ইহা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন সেবা প্রতিষ্ঠানগুলিকেও ধরা হয় যেমন পরিবহণ। শিল্প বলিতে বাণিজ্যকে বাদ দেওয়া হয় এবং যখন ক্রয় বিক্রয় অথবা উৎপাদন ও বিলি উভয়েই একযোগে বুঝায় তখন শিল্প বাণিজ্য (Industry and Commerce) একযোগে ব্যবহার হয়। একই দ্রব্য উৎপাদন করে এমত সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকেও একযোগে শিল্প বলা হয়, যেমন লৌহ ইস্পাত শিল্প। শিল্পের বৈশিষ্ট্য : (১) বহুল উৎপাদন ; (২) প্রচুর মূলধন নিয়োগ (৩) প্রচুর শ্রমিক নিয়োগ, (৪) কারখানায় উৎপাদন। (৫) বড় বড় শিল্পে ব্যবস্থাপনা ও মালিকানার পৃথকীকরণও একটি বৈশিষ্ট্য বটে।

Industrywise Bargaining—শিল্পভিত্তিক সওদা: একই দ্রব্য উৎপাদন পদ্ধতি, একই মজুরী, একই রকম শ্রম ব্যবস্থা, ইত্যাদি প্রবর্ত্তন করার জন্য সকল প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণ সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করিলে তাহাকে শিল্পভিত্তিক সওদা কহে।

Inelastic Demand—অস্থিতিস্থাপক চাহিদা: দ্রব্যের মূল্য কমিলে ভোগের পরিমাণ তুলনায় খুব কম বাড়িলে অথবা মোটে না বাড়িলে তাহাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা কহে। নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য যেমন চাউল, ডাইল, গম, ইত্যাদির চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। Elastic Demand দ্রষ্টব্য।

Inelastic Supply—অস্থিতিস্থাপক যোগান: দ্রব্যের মূল্য কমিলে দ্রব্যের যোগান অতি অল্প বাড়িলে অথবা মোটেই না বাড়িলে সেই দ্রব্যের যোগানকে অস্থিতিস্থাপক যোগান কহে। (Supply দ্রষ্টব্য)

Infant Industry—শিশু শিল্প: যে সকল শিল্প অল্প দিন হইল স্থাপিত হইয়াছে সেই সকল শিল্পকে বুঝায়। শিশু শিল্প বলার তাৎপর্য্য এই যে এই শিল্প দীর্ঘদিন ধরিয়া যে সকল শিল্প কার্য্য করিতেছে তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারে না। এই কথাটির ব্যাপক ব্যবহার আরম্ভ হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যখন ভারতীয় শিল্প সংরক্ষণের জন্য দাবী করা হয়। ভারতের শিল্প সকলকে শিশু শিল্প বলা হয়, এই কারণে যে-ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের (১৭৬০-১৮৪০) পর অতি দ্রুত শিল্পায়নে ব্রতী হইয়া শিল্পে অগ্রসর হইয়াছিল। ঐ সকল শিল্পের সহিত তুলনায় ভারতীয় শিল্প শিশু এবং উহাদের সংরক্ষণের আবশ্যকতা প্রমাণ করার জন্যই ঐরূপ নামকরণ হইয়াছিল। কথাটি আপেক্ষিক।

Inflation—মুদ্রাস্ফীতি: মুদ্রাস্ফীতি বলিয়াই ইহাকে অভিহিত করা হয়, ইহার প্রকৃত অর্থ হইল—অতি দ্রুত এবং অসম মূল্যস্তর বৃদ্ধি। বাজারে অর্থের পরিমাণের তুলনায় দ্রব্যের যোগান কম হইলে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায়। মূল্যস্তর অতি দ্রুত উর্দ্ধগামী হইলেই তাহাকে মুদ্রাস্ফীতি কহে। দেশের মুদ্রা ব্যবস্থার উপর আস্থা হারাইলে অনেক সময়ে জনসাধারণ অর্থকে দ্রব্যে রূপান্তরিত করিতে চাহে এবং সেই জন্য দ্রব্যের চাহিদা যথেষ্ট বাড়িয়া যায় অথচ যোগান মোটেই বাড়ে না। মন্দাবস্থার পর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে

স্বাভাবিক উন্নতি দৃষ্ট হয় তখনও কিঞ্চিৎ পরিমাণে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায় কিন্তু তাহাকে মুদ্রস্ফীতি বলে না।

মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইলে একদিকে মুদ্রার প্রচলন বাড়িয়া যায় অন্যদিকে মজুরীও বৃদ্ধি পায়, কিন্তু যে হারে মূল্য বাড়ে ঠিক সম পরিমাণে মজুরী বাড়ে না। একবার মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে মুদ্রার প্রসার ও মজুরী বৃদ্ধির মধ্যে লড়াই চলিতে থাকে এবং দুষ্টচক্র (Vicious spiral) দেখা যায়। এই কারণেই মূল্য নিয়ন্ত্রণ, রেশানিং ইত্যাদি দ্বারা মূল্যস্তর বৃদ্ধি রোধ করা হয়। Deficit Financing ; Hidden Inflation দ্রষ্টব্য)।

(Deflation, Reflation. Disinflation দ্রষ্টব্য)

Inflationary Gap—মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান : কোন দেশে যে দ্রব্য ও সেবা নিয়োগ করা যায় এবং উহা নিয়োগ করিতে যে ব্যয় আবশ্যক পরিসংখ্যান সাহায্যে দুয়ে'র মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে এই কথাটি ব্যবহার হয়। মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান বলিতে বেসরকারী ও সরকারী প্রকৃত ব্যয়ের পরিমাণ এবং দেশের দ্রব্য ও সেবার পূর্ণ নিয়োগ করিতে যে অর্থ ব্যয় করা দরকার দুয়ের পার্থক্যকে বুঝায়। ইহা দ্বারা মুদ্রস্ফীতি কতটা বেশী হইয়াছে তাহা পরিমাপ করা যায়। মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান বাহির করিতে পারিলে কর, বা ঋণের মাধ্যমে সরকার মূল্যস্তর সমাবস্থায় আনিতে চেষ্টা করিতে পারে। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি আবশ্যকের তুলনায় যত বেশী হইয়াছে ঐ পরিমাণ ক্রয় ক্ষমতা বাজার হইতে কর অথবা ঋণগ্রহণ করিয়া তুলিয়া নিতে পারিলে মূল্যস্তর সমভাবাপন্ন থাকে।

Inherent Vice—নিজস্ব ত্রুটি ; নিহিত ত্রুটি : সামুদ্রিক বীমায় কোন দ্রব্যের প্রকৃতিগত কোন ত্রুটির জন্য উদ্ভূত লোকসান বীমাকারক বা অবলেখক পূরণ করিতে বাধ্য নহে। যে দ্রব্য জাহাজে চলাচল কালে স্বতই কিঞ্চিৎ পরিমাণে ক্ষয় বা ক্ষতি হয় সেই দ্রব্যের নিজস্ব ত্রুটি আছে বলিতে হয়। যেমন কৃষি দ্রব্য বিশেষতঃ ধান, গম ইত্যাদি জাহাজে একস্থান হইতে অন্য এক স্থানে পৌছিতে কিছু পরিমাণ নষ্ট হইবেই। ইহা ধান বা গমের নিজস্ব ত্রুটি বা নিহিত ত্রুটি।

Inheritance Tax—উত্তরাধিকার কর : উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের উপর উত্তরাধিকারীর কোন কর দিতে হইলে তাহাকে উত্তরাধিকার কর কহে। এই কর ক্রমবর্দ্ধমান হারে প্রয়োগ করা হয়। Death Duty, Estate Duty দ্রষ্টব্য।

Inland Bill—অন্তর্দেশীয় হুণ্ডি : Domestic Bill দ্রষ্টব্য।

Inscribed Stock—চিহ্নিত ষ্টক : যে ষ্টক বা শেয়ার ক্রয় করিলে ষ্টক বা শেয়ার প্রমাণপত্র দেওয়া হয় না সেই সকল ষ্টক বা শেয়ারকে চিহ্নিত ষ্টক বা শেয়ার কহে। এই প্রকার ষ্টক ক্রেতা দালালের সহিত ষ্টক বিক্রয়-কারী প্রতিষ্ঠানের অফিসে উপস্থিত হইয়া ষ্টক বিক্রয় বহিতে নিজের নাম সহি করিয়া শেয়ার ক্রয়ের স্বীকৃতি দেয়। ঐ বহিতে ক্রেতার নাম লিপিবদ্ধ থাকে। লাভাংশ বিলির সময় প্রতিষ্ঠান লাভাংশপত্র পাঠাইয়া দেয় এবং লাভাংশপত্র উপস্থাপিত করিয়া লাভাংশ আদায় করে। চিহ্নিত ষ্টক বিনিময়যোগ্য নহে।

Insurance—বীমা : অনেক সময়ে (Assurance) এর সমার্থ বোধক হিসাবে ব্যবহার হয়। কিন্তু বীমার চুক্তি ক্ষতিপূরণের চুক্তি আর Assurance ক্ষতিপূরণের চুক্তি নহে। জীবন বীমাকে Life Assurance কহে। কারণ জীবনহানি হউক কি না হউক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বীমার চাঁদা দিলে ঐ সময়ের পর বীমাকৃত অর্থ শোধ দিতে হয়। কিন্তু বীমায় (যেমন সামুদ্রিক বীমায়, অগ্নিবীমায়) বীমাকৃত দ্রব্যের কোনরূপ ক্ষতি না হইলে বীমাকারী কোন অর্থ দিতে বাধ্য নহে। (Assurance দ্রষ্টব্য)।

Insolvent—দেউলিয়া :—চলতি কথায় ঋণ পরিশোধ করিতে অপারগ হইলেই দেউলিয়া কথাটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে কোন ব্যাক্তির ঋণের পরিমাণ মোট সম্পদের মূল্যের অধিক হইলে তাহাকে দেউলিয়া কহে। ঋণ বলিতে তাহার নিজের পাওনা বাদ দিয়া অন্যান্য পাওনাদারদের নিকট ঋণ বুঝায়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বেলাতে নিজস্ব মূলধন ব্যতীত অন্যান্য দেনার পরিমাণ মোট সম্পদের মূল্যের অধিক হইলে সেই ব্যবসাযকে দেউলিয়া কহে।

উদ্বৃত্ত পত্র

দেনা ও দায়		সম্পদ ও সম্পত্তি	
মূলধন—	৮০,০০০্ টাকা	নগদান—	১,০০০্ টাকা
(Capital)		(Cash)	
পাওনাদার—	৫০,০০০্ „	দেনাদার—	৩৫,০০০্ „
(Creditors)		(Debtors)	
দেয় হুণ্ডি—	৩০,০০০	প্রাপ্য হুণ্ডি—	৫,০০০্ „
(Bill Payable)		(Bill Receivabl)	

লোকসান— ১,১৯,০০০৲ „
(Loss)

১,৬০,০০০৲	১,৬০,০০০৲ „

উপরের উদ্বৃত্ত পত্র হইতে দেখা যাইবে যে ব্যবসায়ের মূলধন বাদ দিলেও দায়ের পরিমাণ ৮০,০০০৲ টাকা, আর সম্পদের পরিমাণ মাত্র ৪১,০০০৲। এই ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের সম্পদ হইতে দায় ও দেনা শোধ করার কোন উপায়ই নাই, তাই এই অবস্থাকে দেউলিয়া অবস্থা কহে।

Inspecting Order—পরিদর্শন আদেশ: শুল্কাধীন পণ্যাগারে বা গুদাম ঘরে অথবা পোতাঙ্গনে রক্ষিত কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে হয় ক্রেতা নমুনা দেখিতে চাহে অথবা দ্রব্য চাক্ষুষ পরীক্ষা করিয়া কিনিতে চাহে। এই প্রকার যে সকল দ্রব্যের নমুনা দ্বারা সকল দ্রব্যের সমভাববত্তা (Uniformity) বুঝায় না অথবা যে দ্রব্য খুব ভারী ও যাহার নমুনা গ্রহণ সম্ভব নহে, সেই সকল দ্রব্য গুদামে অথবা পোতাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা করার অধিকার দিয়া দ্রব্যের মালিক গুদামের মালিক অথবা পোতাঙ্গণের উচ্চতম কর্মচারীর নিকট যে আদেশপত্র দেয় তাহাকে পরিদর্শন আদেশ কহে।

Instalment Buying—কিস্তিবন্দীতে ক্রয়: কোন দ্রব্যের মূল্য এককালে না দিয়া নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে নির্দ্দিষ্ট কিস্তিতে দিলে তাহাকে কিস্তিবন্দীতে ক্রয় কহে। ইহাতে দ্রব্যের মালিকানা স্বত্ব ক্রেতারই থাকে। (Hire purchase) ভাড়া ক্রয়ের সহিত ইহার পার্থক্য এই যে ভাড়া ক্রয়ে দ্রব্যের মালিকানা স্বত্ব ক্রেতার নহে। চুক্তিকৃত মোট মূল্য শোধ না হওয়া পর্যান্ত স্বত্ব বিক্রেতারই থাকিয়া যায় এবং চুক্তি অনুযায়ী ক্রয়মূল্য শোধ না করিলে বিক্রেতা দ্রব্য ফেরত লইতে পারে।

Institutional Economics—সমাজ সম্বন্ধীয় অর্থনীতি: সামাজিক অবস্থা মুখ্যতঃ মানুষের অর্থনৈতিককার্য্য প্রভাবান্বিত করে—এইধারায় অর্থনীতিতত্ত্ব বিশ্লেষণ ও অনুষ্ঠানকে সমাজ সম্বন্ধীয় অর্থনীতি কহে। এই মতবাদের প্রবর্ত্তক Thorstein Veblen। তাঁহার মতে সমাজে ব্যাক্তিগত সম্মানকে উচ্চমান দেওয়ার ফলে মানুষ কারিগরী দক্ষতা অর্জ্জনের চেষ্টা না করিয়া ব্যাক্তিগত সম্পাদ সংগ্রহে অধিক যত্নশীল হইয়াছে। সেই

কারণেই প্রত্যেক মানুষ সম্পত্তি সংগ্রহের ইচ্ছায় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দ্রব্যের গুণ বৃদ্ধি অথবা মূল্য হ্রাসের প্রতিরোধ করে। ভেবলেনের মতে ব্যাক্তিগত সম্পত্তিকে যতই উচ্চমানে প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে একচেটিয়া ব্যবসায় গঠন করিয়া, উৎপাদনের পরিমাণ কমাইয়া অথবা বিলি সংকোচ করিয়া অধিক মুনাফা করার স্পৃহা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে।

Instrumental Capital—ক্রিয়া সাধক মূলধন : মূলধনী দ্রব্যের সমার্থবোধক। (Capital goods দ্রষ্টব্য)

Insular Bond—ঔপনিবেশিক ঋণ পত্র : কোন উপনিবেশে ঋণ পত্র বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিলে সেই ঋণপত্রকে ঔপনিবেশিক ঋণ পত্র কহে। উপনিবেশের সংখ্যা যতই কমিয়া যাইতেছে, ঔপনিবেশিক ঋণপত্রের পরিমাণও তত হ্রাস পাইতেছে।

Insurable Interest—বীমাহিত : বীমাহিত বলিতে বীমাকৃত দ্রব্যের ক্ষতি পূরণ আদায়ের আইনতঃ অধিকার বা স্বত্বকে বুঝায়। অর্থাৎ যে দ্রব্যের সম্ভাব্য ক্ষতি পূরণের জন্য বীমা করা হয় সেই দ্রব্যে বীমা গ্রহীতার আর্থিক স্বত্ব, মালিকানা স্বত্ব অথবা হস্তান্তরের অধিকার থাকা আবশ্যক। বীমাকৃত ক্ষতি পূরণ আদায় করিতে হইলে যে সময় ক্ষতি আদায়ের সময় হইবে তখনও সেই অধিকার থাকা আবশ্যক। ইহা অবশ্য ক্ষতি পূরণের বীমা চুক্তিতেই প্রযোজ্য। জীবন বীমায় বীমা গ্রহীতার বীমা গ্রহণ কালে বীমাহিত অথবা আর্থিক স্বার্থ থাকিলেই চলে। নৌ-বীমায় পোত বন্ধক পত্রের মালিক ও জাহাজী মালের বন্ধক গ্রহীতার বিমাহিত আছে। অগ্নিবীমায় বীমাকৃত দ্রব্যের মালিক অথবা জিম্মাদার বীমা করিতে পারে। বন্ধকী দ্রব্যের উপর বন্ধক গ্রহীতার বীমাহিত থাকে। জীবন বীমায় পিতার জীবনের উপর পুত্রের, স্বামীর জীবনে স্ত্রীর বীমাহিত থাকে।

Intangible Asset—অবাস্তব সম্পদ : হিসাব রক্ষণে ব্যবহৃত হয়। যাহা কিছু ব্যবসায়ের সম্পদ হিসাবে দেখান হয় কিন্তু যাহার বাস্তবতা অনুভব করিতে পারা যায় না এবং অন্যান্য বাস্তব সম্পদ যেমন দালান, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মত ক্রয় বিক্রয় করিতে পারেনা তাহাই অবাস্তব সম্পদ। ব্যবসায়ের সুনাম (Goodwill), পেটেন্ট অধিকার (একস্ব অধিকার) Patent rights ব্যবসায়ের সম্পদ হিসাবে উদ্বৃত্ত পত্রে দেখান হয় কিন্তু

উহা বাস্তব পদার্থের মত হস্তান্তর যোগ্য নহে বলিয়া উহাকে অবাস্তব সম্পদ কহে (Goodwill দ্রষ্টব্য)।

Integration of Industry—শিল্প একত্রীকরণ : (Combination দ্রষ্টব্য)। বিভিন্ন শিল্প একে অন্যের সহায়ক বা পুরিপূরক হিসাবে দ্রব্য সরবরাহ করিলে সেই সকল শিল্পের একত্রীকরণকে বুঝায়। যেমন লৌহ ইস্পাত শিল্পে আবশ্যকীয় কাচা লৌহ, পিগ্ (শুকরাকৃতি) লৌহ, ম্যাঙ্গেনিজ কয়লা,ইত্যাদির বিভিন্ন শিল্প একত্রী করণ হইলে উহাকে খারা একত্রী করণ কহে । এইরূপ একত্রীকরণকেই (Integration of Industry) শিল্প একত্রীকরণ কহে।

Intensive Cultivation—আত্যন্তিক চাষ : জমির পরিমাণ কম হইলে অধিক যন্ত্রপাতি ও শ্রমের সাহায্যে কৃষি ব্যবস্থাকে আত্যন্তিক চাষ কহে। একই জমি বৎসরে একাধিক বার চাষ করা হইলে তাহাকেও আত্যন্তিক চাষ কহে। পুরাতন দেশগুলিতে যেখানে জন সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া মাথা পিছু জমির পরিমাণ কমিয়া যায় সেই সকল দেশে অতিরিক্ত খাদ্যের ও অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্যের চাহিদা মিটাইতে হইলে ব্যাপক চাষ (Extensive Cultivation) দ্বারা কখনই সম্ভব নয়। কাজেই পুরাতন দেশগুলিতে আত্যন্তিক চাষের প্রথা ধীরে ধীরে প্রবর্তন করা হইতেছে।

Interest—সুদ : (Gross Interest দ্রষ্টব্য)।

International Securities—আন্তর্জাতিক ঋণপত্র : যে ঋণপত্র একই সময় একাধিক দেশে বিক্রয় করা হয় সেই ঋণপত্রকে আন্তর্জাতিক ঋণপত্র কহে। আন্তর্জাতিক ঋণপত্রের মূল্য স্থির মুদ্রা বিনিময় হারে আদান প্রদান হয়।

Interest or No Interest—বীমাহিত থাকুক কি না থাকুক : সামুদ্রিক বীমা পত্রে অনেক সময়ে এইরূপ একটি অনুচ্ছেদ যোজনা করিয়া দেওয়া হয়। এই অনুচ্ছেদের বলে বীমা গ্রহীতার বীমাহিত না থাকিলেও বীমাকৃত দ্রব্যের ক্ষতি হইলে বীমাকারী অবলেখকের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারে। আইনসিদ্ধ না হইলেও এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। (Honour Policy দ্রষ্টব্য)।

Interest Warrant—সুদ পত্র : ঋণপত্রের উপর সুদ দেওয়ার সময়

হইলে ঋণগ্রাহক ঋণদাতাকে সুদ দেওয়ার যে আহ্বান পত্র দেয় তাহাকে সুদ পত্র কহে।

Interim Dividends—মধ্যকালীন লাভাংশ: চূড়ান্ত হিসাব তৈয়ার হওয়ার পূর্বেই অর্থাৎ নীট মুনাফার হিসাব নিকাশের পূর্বেই যদি লভ্যাংশ বিতরণ করা হয় তাহা হইলে তাহাকে মধ্যকালীন লভ্যাংশ কহে। আনুমানিক লাভের ভিত্তিতে অথবা পূর্ববর্ত্তী বৎসরের সঞ্চিত মুনাফা হইতে এক নির্দিষ্ট হারে মধ্যকালীন লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়। শেয়ারহোল্ডার বা অংশীদারদের সাধারণ সভা না ডাকিয়াও পরিচালকমণ্ডলীর পরিমেল নিয়মাবলীতে অধিকার থাকিলে, তাহারা নিজেরাই মধ্যকালীন লভ্যাংশ বিলি করিতে পারে।

Interlocking Directorate—পরস্পর মিলিত পরিচালক-মণ্ডলী: একই পরিচালক একাধিক যৌথ সংঘের পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য হিসাবে কার্য্য করিলে সেই সকল যৌথ সংঘের পরিচালন পদ্ধতিকে পরস্পর মিলিত পরিচালক মণ্ডলী কহে। (Holding Company) আশ্লিষ্ট যৌথ সংঘের শেয়ার ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের সহায়ক সংঘের প্রত্যেক পরিচালক মণ্ডলীতে প্রথমোক্ত সংঘের মনোনীত পরিচালক থাকে বলিয়া সহায়ক সংঘের পরিচালকমণ্ডলীকে পরস্পর মিলিত পরিচালকমণ্ডলী কহে। (Holding Company দ্রষ্টব্য)।

Intermediate Day—মধ্যবর্ত্তী দিবস: (Settlement Day দ্রষ্টব্য)।

Intermediate Goods—পরোক্ষ দ্রব্য: মধ্যবর্ত্তী দ্রব্য: যে সকল দ্রব্য ভোগকর্ত্তার অভাব সরাসরি পূরণ করিতে পারে না কিন্তু অভাব পূরণ করিতে সমর্থ দ্রব্য উৎপাদন করিতে সাহায্য করে তাহাকে মধ্যবর্ত্তী দ্রব্য কহে। যেমন যন্ত্রপাতি—মূলধনী দ্রব্যের একার্থবোধক। Capital Goods দ্রষ্টব্য।

Internal Check—আভ্যন্তরীণ হিসাব মিলান: ব্যবসায়ে হিসাব নিকাশে প্রতারণা, অসাধু উপায়ে গরমিল, তহবিল তছরূপ প্রতিরোধ করার জন্য যে উপায় অবলম্বন করা হয় তাহাকে আভ্যন্তরীণ হিসাব মিলান কহে। আভ্যন্তরীণ হিসাব মিলানে হিসাব রক্ষণের পদ্ধতি এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যাহাতে কোন প্রকার অসাধু উপায় গ্রহণে একাধিক লোকের সম্মিলিতভাবে

কাজ করা দরকার এবং কোন একজন লোক মাত্র হিসাব নিকাশে গরমিল, অথবা তহবিল তছরূপে সমর্থ হয় না।

Internal Improvement—আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন : সরকারী ব্যয়ে কোন প্রকার নূতন মূলধন দ্রব্য বা মূলধনী সেবা দ্রব্য উৎপাদন করিলে তাহাকে আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন কহে। সরকারী রাজস্ব হইতে খাল কাটা, রাস্তাঘাট, তৈয়ার ইত্যাদি ইহার উদাহরণ।

Internal (national) Debt—আভ্যন্তরীণ ঋণ : জাতীয় ঋণের যে অংশ দেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দার পাওনা তাহাকে আভ্যন্তরীণ ঋণ কহে।

Internal Revenue—আভ্যন্তরীণ রাজস্ব : বিদেশ হইতে পাওনা আয় (যেমন বিদেশে লগ্নীকৃত অর্থের সুদ, বিদেশ হইতে প্রাপ্ত ও প্রাপ্য মুনাফা ইত্যাদি এবং বহি-শুল্ক (Custom Duty) বাদ দিলে জাতীয় আয়ের যে অংশ থাকে তাহাই আভ্যন্তরীণ রাজস্ব।

International Bank for Reconstruction & Development ; (I. B. R. D.)—আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক, বা বিশ্ব ব্যাঙ্ক : যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশগুলিতে শিল্প পুনর্বাসনে ও অনুন্নত দেশগুলিতে শিল্পায়নে, সাহায্য করার জন্য ১৯৪৮ সালে ব্রেটন উডস কনফারেন্স (Bretton Woods Conferenceএ) গঠিত একটি ব্যাঙ্ক। এই ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলীর মধ্যে কেবল মাত্র শিল্প পুনর্বাসন অথবা শিল্পায়নে সাহায্য করাই নহে। সদস্য দেশগুলির সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ সুষ্ঠুরূপে ব্যবহার করার উপায় নির্দ্ধারণ করাও আইসে। এই ব্যাঙ্কটি সদস্য দেশগুলিতে বেসরকারী চেষ্টায় শিল্প গঠনেও সাহায্য করে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান অথবা কোন ব্যক্তিগত মালিকানাস্বত্বে শিল্প প্রচেষ্টায় এই ব্যাঙ্ক বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে সাহায্য করে। নিজ দেশের রাষ্ট্রের প্রত্যাভূতি থাকিলে, বিশ্ব ব্যাঙ্ক বেসরকারী ঋণের উপর নিজের জমানত দেয়। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ঋণ পাওয়া না গেলে বিশ্ব ব্যাঙ্ক নিজ তহবিল হইতেই ঋণ দেয়। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের International Monetary Fund) সদস্য না হইলে কেহ বিশ্বব্যাঙ্কের সদস্য হইতে পারেনা। International Monetary Fund দ্রষ্টব্য)

International Civil Avition Organisation—আন্তর্জাতিক

বেসরকারী উড়ো জাহাজ প্রতিষ্ঠান : নিরাপত্তা বজায় রাখিয়া, চলাচলের মাশুলের মিতব্যায়িতা বজায় রাখিয়া সকল দেশের উড়োজাহাজ ব্যবসায়ীগণ যাহাতে সমান অধিকার পাইতে পারে এবং বেসরকারী চলাচল বাড়ানর উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ সালে এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়। এই সংস্থা বেসরকারী উড়োজাহাজ চলাচল সম্বন্ধে যে নিয়মাবলী প্রস্তুত করে সদস্য দেশগুলিকে সেই নিয়মাবলী মানিয়া নিতে হয়।

International Court of Justice—আন্তর্জাতিক বিচার আদালত : রাষ্ট্র সংঘের সনদ দ্বারা গঠিত স্বাধীন আদালত। এই আদালতে সদস্য দেশ বা রাষ্ট্র হইতে ১৫ জন বিচারক আছেন। রাষ্ট্রসংঘের আইন বিষয়ক কোন বিরোধ প্রেরণ করিলে এই আদালত রাষ্ট্রসংঘকে পরামর্শ দিয়া থাকেন এবং আদালত নিজেও ঐ বিরোধের মিমাংসা করিতে পারেন। রাষ্ট্রসংঘের সকল সদস্যই আন্তর্জাতিক আদালতে বিরোধ মীমাংসা বিচারের জন্য প্রেরণ করিতে পারে। যে সকল দেশ সদস্য নহে তাহারাও ইচ্ছা করিলে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে বিচারের জন্য কোন বিরোধ উপস্থিত করিতে পারে কিন্তু কি সর্তে এই দেশগুলি আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে বিরোধ উপস্থিত করিতে পারে তাহা রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় নিরাপত্তা পরিষদ স্থির করে।

International Economics—আন্তর্জাতিক অর্থবিদ্যা : অর্থবিদ্যার যে অংশ বৈদেশিক বাণিজ্য, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়, বৈদেশিক অর্থ, এবং অনুরূপ কোন বিষয় যাহাতে একাধিক দেশ সংশ্লিষ্ট, পর্য্যালোচনা করে তাহাকে আন্তর্জাতিক অর্থবিদ্যা কহে।

International Labour Organisation - আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা : লীগ অফ্ নেশনস্যের অন্তর্ভুক্ত একটি স্বাধীন সংস্থা প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৯ খৃঃ গঠিত হয়। বর্তমানে রাষ্ট্র সংঘের অনুমোদিত। এই সংস্থা সদস্য দেশগুলির শ্রমিকের অবস্থার সামগ্রিক উন্নতি বিধানের জন্য গঠিত হয়। শ্রমিকদের কার্য্যের অবস্থা, নির্দ্দিষ্ট সময়, নিম্নতম মজুরী চাকুরীর নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা এবং বিশেষ প্রতিষেধকের বিধান দেওয়া এই সংস্থার কার্য্য।

International Monetary Fund—আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল : ব্রেটন উড্স্ সম্মেলনে (Bretton Woods Conference) গৃহীত প্রস্তাবের

ফলে ১৯৪৬ খৃঃ ওয়াশিংটনে এই তহবিলের প্রতিষ্ঠা করা হয়। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের হার স্থির রাখা; এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলির মধ্যে সুষ্ঠুভাবে ও সুপরিকল্পিত উপায়ে মুদ্রা বিনিময়ে সাহায্য করাই এই তহবিলের প্রধান কার্য্য। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে চলতি হিসাবে যাহাতে বহুমুখী মুদ্রা বিনিময়ের ব্যবস্থা (Multilateral Exchange) করা যায় তাহার উপায় উদ্ভাবনের জন্যই ইহা প্রতিষ্ঠা করা হয়। বহুমুখী মুদ্রা বিনিময়ে এক দেশের সহিত বাণিজ্য সমতার উদবৃত্ত অন্য এক দেশের বাণিজ্য সমতায় ঘাটতি পূরণের জন্য ব্যয় করা চলে। (Multilateral Trade দ্রষ্টব্য)। বৈদেশিক মুদ্রার উপর নিয়ন্ত্রণের কঠোরতা বহুমুখী মুদ্রা বিনিময়ে অনেকটা লাঘব হয় বলিয়াই এই সংস্থা এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। দেশের মধ্যে মুদ্রা বিনিময়ের হার স্থির করিতে না পারিলে আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থা যে হার স্থির করিয়া দেয় সরকারী হিসাবে তাহাই বলবত হয়। যেমন ভারতীয় মুদ্রার মান হ্রাস করার প্রায় ৬ বৎসর পর এই তহবিল উভয় দেশের মুদ্রা বিনিময় হার স্থির করিয়া দেয় যে ভারতীয় ও পাকিস্তানী মুদ্রা সমমূল্যে পরিবর্ত্তনযোগ্য। ইহা পাকিস্তান সরকারকে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও মানিয়া নিতে হইয়াছে। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রকেই এই তহবিলে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে চাঁদা জমা দিতে হয়। চাঁদাকে বরাদ্দ (Quota) কহে। এই বরাদ্দ আংশিক স্বর্ণপিণ্ডে ও আংশিক সদস্য রাষ্ট্রের নিজস্ব মুদ্রায় জমা দিতে হয়। চাঁদার বরাদ্দের উপর সদস্য রাষ্ট্রের ভোটাধিকার নির্ভর করে। সদস্য রাষ্ট্রগুলি এই তহবিল হইতে নির্দ্দিষ্ট বিনিময় মূল্যে বিদেশী মুদ্রা ক্রয় করিতে পারে, কিন্তু দুইটি বিশেষ সর্ত্তে। প্রথমতঃ চলতি হিসাবের ঘাটতি পূরণ করিতে অথবা সাময়িক অসুবিধা দূরীকরণার্থে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করা চলে, দ্বিতীয়তঃ সদস্য-রাষ্ট্র স্বাভাবিক অবস্থায় উহার বরাদ্দ চাঁদার এক চতুর্থাংশের অধিক মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করিতে পারে না।

International Stock—আন্তর্জাতিক শেয়ার বা ষ্টক: এক দেশের কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের শেয়ার পত্র অন্য কোন দেশের শেয়ার বাজারে ক্রয় বিক্রয় হইলে ঐ শেয়ার বা ষ্টককে আন্তর্জাতিক শেয়ার বা ষ্টক কহে।

International Trade—আন্তর্জাতিক বাণিজ্য: একাধিক দেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য, পণ্য ক্রয় বিক্রয়কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কহে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শেষ পর্য্যন্ত দ্রব্য বিনিময়। কারণ কোন দেশই দীর্ঘদিনব্যাপী বাণিজ্য উদবৃত্তে ঘাটতি থাকিতে পারে না। কয়েক বৎসরের হিসাব একযোগে দেখিলে দেখা যায় যে প্রত্যেক দেশের আমদানী ও রপ্তানির মূল্য পরস্পর সমান। অর্থাৎ নগদ রপ্তানি দ্বারা আমদানী মূল্য শোধ করে (Exports pay for Imports)।

International Trade Orgainsation—আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার এবং বাণিজ্যিক বাধা দূর করার জন্যই এই সংস্থা স্থাপিত হয়। এই সংস্থার সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের শতকরা ৮০ ভাগ আমদানী রপ্তানি করিয়া থাকে। কাজেই এই সংস্থা প্রকৃত কার্য্যকরী হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অশেষ উপকার সাধিত হইবে। হাভানা সম্মেলনের পূর্বেই কতিপয় রাষ্ট্র একত্র হইয়া আমদানী রপ্তানি শুল্ক রহিত অথবা আমদানী রপ্তানির উপর বিধি-নিষেধ তুলিয়া দিয়া এক চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল। উহাকে বাণিজ্য ও শুল্ক বিষয়ে সাধারণ ঐক্য বলে। (General Agreement on Trade Tariff. G. A. T. T. Geneva Conterence, Havana Conference দ্রষ্টব্য)।

International Unit—আন্তর্জাতিক একক : বিভিন্ন দেশের জীবন যাত্রার মান নির্দ্ধারণে পরিসংখ্যনবিশারদ যে সর্বদেশ সমন্বয় একক দাঁড় করান তাহা। এইরূপ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে যে প্রত্যেক সাধারণ সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে দৈনিক ৩০০০ একক খাদ্যপ্রাণ দরকার। ৩০০০ একক সকল দেশের শ্রমিকের বেলাতেই প্রযোজ্য। আন্তর্জাতিক একক নির্দ্ধারণে স্থান বিশেষের জলবায়ু, এবং প্রাকৃতিক অবস্থা বিচার করিয়া এক সমন্বয় বাহির করা হয়।

Inventory : দফাওয়ারী দ্রব্যের তালিকা। এই তালিকায় দ্রব্যের পরিমাণ ও মূল্য দেখান হয়।

Investment—বিনিয়োগ ; লগ্নী : যে দ্রব্য সরাসরি অভাব পূরণ করিতে পারে না কিন্তু যে দ্রব্য অভাব পূরণ করিতে সক্ষম তাহা উৎপাদন করিতে ব্যবহার হয়, তাহা ক্রয় করিতে অথবা তৈয়ার করিতে যে ব্যয় হয় তাহাকে অর্থবিদ্যায় বিনিয়োগ কহে। যেমন মোটরগাড়ী অভাব পূরণে সমর্থ বলিয়া উহা বিনিয়োগ নহে কিন্তু মোটরগাড়ী উৎপাদন করিতে যে যন্ত্রপাতি আবশ্যক তাহা উৎপাদন করিতে অথবা ক্রয় করিতে যে ব্যয় উহাকে বিনিয়োগ কহে।

কিন্তু চলতি কথায় যে দ্রব্য ক্রয় করিলে বহুদিন ভোগ করা যায় যেমন মোটরগাড়ী তাহার মূল্যকে বুঝায়। আবার যে দ্রব্য ক্রয় করিলে উহার আসল কোনদিন নষ্ট হইবে না বলিয়া ধরা হয় তাহাকেও বিনিয়োগ কহে। অনেকে শেয়ার এবং ষ্টক ক্রয় করিলে তাহাকে বিনিয়োগ কহে।

Investment Bank—বিনিয়োগকারী ব্যাঙ্কঃ ইহাকে ব্যাঙ্ক বলা ঠিক নহে কারণ প্রত্যেক ব্যাঙ্কই আমানত গ্রহণ করে, কিন্তু এই সকল প্রতিষ্ঠান আমানত গ্রহণ করে না। ইহাদের নিজস্ব মূলধনই থাকে প্রচুর। তদুপরি বাজারে ২৫।৩০ বৎসরের মেয়াদী ঋণপত্র বিক্রয় করিয়াও অর্থ সংগ্রহ করে। ঐ অর্থ দ্বারা শিল্প প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত জামানতে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ প্রদান করে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার, ষ্টক ক্রয়, বিক্রয় করাও বিনিয়োগকারী ব্যাঙ্কের কার্য। অনেক সময়ে বিনিয়োগকারী ব্যাঙ্ক ঋণপত্র ও শেয়ার অবলেখন করে এবং পরে বাজারে ক্রেতা সংগ্রহ করিতে পারিলে বিক্রয় করে। শিল্পে অনুন্নত দেশ ও যে সকল দেশে শিল্প ব্যাঙ্ক নাই—সেই সকল দেশে এই প্রকার প্রতিষ্ঠান শিল্পের মূলধন সংস্থানে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে। নানা প্রকার শিল্পের শেয়ার, ঋণপত্র ক্রয় করে বলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী এই প্রকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিনিয়োগ করিলে ভিন্ন ভিন্ন শেয়ারে ঝুঁকি বিতরণ করিতে পারে। এই সকল প্রতিষ্ঠান শেয়ার ও ষ্টক ক্রয় বিক্রয়ে বিশেষ পারদর্শী বলিয়া ইহার মক্কেলগণ সর্বদা পারদর্শী উপদেশ পায়, তাহার ফলে বিনিয়োগের ঝুঁকি এড়াইতে পারে। ইহাকে অনেক দেশে বিনিয়োগ ন্যাস কহে (Investment Trust দ্রষ্টব্য)।

Investment Credit—বিনিয়োগী ঋণঃ জমি, বাড়ী, যন্ত্রপাতি, অথবা স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করার জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিলে তাহাকে বিনিয়োগ ঋণ কহে। দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের সমার্থবোধক।

Investment Trust—বিনিয়োগ ন্যাস্ঃ (Investment Bank দ্রষ্টব্য)। বিনিয়োগ ন্যাস্ অনেক ক্ষেত্রে আমানত গ্রহণ করে এবং আমানতকারীর অর্থ এমনভাবে শিল্পের শেয়ার ষ্টক বা ঋণপত্রে বিনিয়োগ করে যাহাতে আমানতকারী সর্বদাই ন্যায্য মুনাফা বা আয় পায়।

Invisible Hand—অদৃশ্য হস্তঃ অর্থনীতিক্ষেত্রে Adam Smith এই কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন। Adam Smith অর্থনৈতিক সমন্বয়ের অবস্থা এইভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ স্বার্থের জন্য কাজ

করিলেও তাহাতে সমাজের সামগ্রিক উন্নতি হয়। তাহার মতে সমাজ এক অদৃশ্য হস্ত চালিত এবং সেই জন্যই ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরেও যে কাজ করা হয় তাহাতে সামাজিক উন্নতিই হয় (Economic Harmonies দ্রষ্টব্য)।

Invisible items of Trade—অদৃশ্য আমদানী রপ্তানী: যে সকল দ্রব্যের প্রকৃত আমদানী ও রপ্তানী হয় না কিন্তু বাণিজ্য উদবৃত্ত সমতা নির্দ্ধারণে যাহার মূল্য আমদানী রপ্তানীর সহিত ধরা হয় তাহাই অদৃশ্য আমদানী রপ্তানী। বিদেশে মূলধন নিয়োগ করিলে উহা হইতে যে আয় তাহা বিনিয়োগকারী দেশের পক্ষে অদৃশ্য রপ্তানী আর যে দেশে বিনিয়োগ করা হয় সেই দেশের পক্ষে অদৃশ্য আমদানী। এক দেশ হইতে অন্য দেশে পড়াশুনা করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীগণের ব্যয় যে দেশে পড়াশুনা করে উহার আয় অর্থাৎ অদৃশ্য রপ্তানী আর যে দেশের ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করিতে অপর দেশে যায় উহার ব্যয় অর্থাৎ অদৃশ্য আমদানী। বাণিজ্য সমতা নির্দ্ধারণে দৃশ্য আমদানী ও অদৃশ্য আমদানী, দৃশ্য রপ্তানী ও অদৃশ্য রপ্তানী উভয়ই ধরা হয়। কারণ বিদেশ হইতে কর্জের উপরের সুদ প্রদানেরও যে ফল, বিদেশ হইতে কোন দ্রব্য আমদানী করিলেও সেই ফল, অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই বিদেশে অর্থ প্রেরণ করিতে হয়। (Balance of Trade, Balance of Payments দ্রষ্টব্য)।

Involuntary Bankruptcy—স্বয়মুৎপন্ন দেউলিয়া: ব্যবসায়ের আর্থিক দুরবস্থা দেখা গেলে পাওনাদারগণ (একত্রে অন্ততঃ ৫০০৲ টাকা পায় এমত পাওনাদারগণ) আদালতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া ঘোষণা করার আবেদন করিলে তাহাকে স্বয়মুৎপন্ন দেউলিয়া কহে।

Iron Law of Wages—মজুরীর কঠোর নিয়ম: শ্রমিকের মজুরী নিদ্ধারণে গৃহীত একটি সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত অনুবর্ত্তীগণের মতে মজুরীর সর্ব নিম্ন হার শ্রমিকের জীবন ধারণের জন্য আবশ্যকীয় অর্থের অর্থাৎ জীবন যাত্রার ব্যয়ের সমান। উহার অধিক হইলে জন সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এবং শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এবং শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে মজুরীর হার কমিয়া আবার সর্বনিম্ন জীবনযাত্রা ব্যয়ের সমান হইবে। আর মজুরীর হার কম হইলে শ্রম সংখ্যা কমিয়া যাইবে এবং শিল্প মালিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে মজুরীর হার আবার সর্বনিম্ন হারের সমান হইবে। মজুরীর হার সর্বনিম্ন হারের অধিক হইলে সব ক্ষেত্রেই যে জন সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে তাহা নহে, কারণ অতিরিক্ত আয় জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য ও ব্যয় হইতে পারে। এই

নিয়মকে Brazen Law of wages, Subsistence Theory of wagesও কহে। উহা দ্রষ্টব্য।

Invoice—চালান পত্র: দফাওয়ারী দ্রব্যের নাম, পরিমাণ, মূল্য, ওজন ইত্যাদি বিশদ ভাবে লিখিয়া রপ্তানীকারক, অর্থাৎ বিক্রেতা অথবা চালান প্রেরক যে বিবরণী আমদানীকারক, অর্থাৎ ক্রেতা অথবা চালান গ্রাহকের নিকট পাঠায় সেই বিবরণীকে চালানপত্র কহে। চালানপত্রের সাহায্যে জাহাজ, রেল ইত্যাদি হইতে মাল খালাস করা হয়।

Irredeemable Bond—অপরিশোধনীয় ঋণপত্র: যে ঋণপত্র পরিশোধের নির্দ্দিষ্ট দিন বা তারিখ ঋণপত্রে লিখিত থাকে না তাহাই অপরিশোধণীয় ঋণপত্র। যতদিন ঋণ পরিশোধ না হয় ততদিনই ঋণপত্রে লিখিত সুদের হারে সুদ দেওয়া হয়।

Irredeemable Foreign Exchange Standard—অপরিবর্ত্তনীয় বৈদেশিক মুদ্রা মান: স্বর্ণ বিনিময় মানের (Gold Exchange Standard) সমার্থ বোধক। দ্রষ্টব্য।

Irredeemable Money—অপরিবর্ত্তনীয় মুদ্রা: Inconvertible Paper Currency দ্রষ্টব্য।

Irrevocable Letter of Credit—অপ্রতিসংহার্য্য প্রত্যয় পত্র: আমদানীকারকের অনুরোধে রপ্তানীকারকের নামে প্রত্যয় পত্র খুলিয়া ব্যাঙ্ক বিনিময় পত্র বা হুণ্ডি সাকরণের দায়িত্ব নেয়। যে প্রত্যয় পত্র খোলার পর আমদানীকারক ও রপ্তানিকারক উভয়ের সম্মতি ব্যতীত প্রত্যাহার করা যায় না তাহাকেই অপ্রতিসংহার্য্য প্রত্যয় পত্র কহে। (Letter of Credit দ্রষ্টব্য)

I. O. U.—ঋণ স্বীকার: ইহা I Owe You এর সংক্ষিপ্ত লিখন (I. O. U.)। ইহা প্রতিশ্রুতি পত্র বা প্রত্যর্থ পত্র নহে, ইহা হুণ্ডি নহে, ইহা বিনিময় পত্রের মত বিনিময়যোগ্য নহে এবং ইহা আইনতঃ স্বীকার্য্য নহে, ঋন গ্রহণের রসিদ মাত্র। ইহা ঋণদাতা ও ঋণগ্রহিতার মধ্যে ঋণ আদান প্রদানের সাক্ষ্য মাত্র।

কলিকাতা
১লা এপ্রিল ১৯৫৮

আম্বাভাই
আমি আপনার নিকট ৫০০০৲ টাকা (পাঁচহাজার টাকা) ঋণী

I. O. U. লক্ষ্মী ভাই।

ঐ ঋণ স্বীকারে যদি কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তাহা হইলে উহা প্রত্যর্থপত্র হইবে। অর্থাৎ আমি আপনার নিকট ৫০০০৲ ঋণী; ইহার পর যাহা আমি ১লা জুন শোধ করিব এই কথা লিখিত হইলেই উহাকে প্রত্যর্থপত্র বলা হইবে, এবং দেশের আইন অনুযায়ী ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

Issued Capital—বিলিকৃত মূলধন, বিলিযোগ্য মূলধন: অনুমোদিত মূলধনের যে অংশ, বিক্রয় করা অর্থাৎ বিলি করার জন্য বাজারে ছাড়া হইয়াছে তাহা। একটি যৌথ সংঘ প্রতিখানি ১০০৲ টাকা মূল্যের ১০০০ খানা শেয়ার বিক্রয়ের অনুমোদন লাভ করিয়াছে। উহা হইতে মাত্র ৫০০ খানা শেয়ার বাজারে বিক্রয়ের জন্য ঘোষণা করা হইয়াছে। সুতরাং যৌথ সংঘটির বিলিযোগ্য মূলধন ৫০০ × ১০০৲ টাকা অর্থাৎ ৫০,০০০৲ টাকা। অনেক সময় বিলিযোগ্য না বলিয়া বিলিকৃত মূলধনও বলা হয়; তখন যতগুলি শেয়ার প্রকৃতপক্ষে বিলি করা হয় উহার আঙ্কিক মূল্য বিলিকৃত মূলধন।

Issuing House: সরকারের পক্ষে, স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এবং যৌথ কারবারের পক্ষে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রতিভূপত্র এবং শেয়ার ষ্টক বিক্রয় করার কার্য্য করিলে সেই প্রতিষ্ঠানকে Issuing House কহে। এই সকল প্রতিষ্ঠান সর্বদাই নূতন প্রতিভূপত্র বিক্রয়ের যোগ্য বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেয়। যে সকল প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রতিভূপত্র বিক্রয় করে উহার অনুষ্ঠান পত্র প্রচার করার জন্য ইস্তাহার বা বিজ্ঞাপন ইহারাই বাহির করে। যে সমস্ত প্রতিভূপত্র বা শেয়ার বিক্রয় হওয়ার সম্ভাবনা কম তাহা অবলেখক দের সহিত দস্তুরি দেওয়ার চুক্তিতে বিক্রয় করে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের সুনাম প্রত্যর্থপত্রের সহিত জড়িত থাকে বলিয়া প্রত্যর্থপত্র বিক্রয় সহজ হয়।

Itemized Appropriation—দফাওয়ারী বণ্টন: (Appropriation দ্রষ্টব্য)।

J

Jason Clause—জ্যাসন অনুচ্ছেদ : বীমা ব্যবসায়ে বীমাকারীর ক্ষতি-পূরণের দায়িত্ব নিরূপনে কথাটি প্রয়োগ হয়। যথেষ্ট চেষ্টা, বিবেচনা, সাবধানতা ও যত্ন করিয়াও জাহাজের কোন প্রচ্ছন্ন খুঁৎ বা দোষ ধরিতে না পারিলে, সেই খুঁৎ বা দোষের জন্য জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বীমাগ্রহীতা এই অনুচ্ছেদের বলে বীমাকারীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারে। জাহাজ, বা জাহাজী মাল বীমায় এই অনুচ্ছেদ প্রায় প্রত্যেক বীমা গ্রহীতাই বীমাপত্রে যোজনা করিয়া তাহার স্বার্থ সংরক্ষিত করিয়া থাকে।

Jerque Note—অন্তর্নিকাশপত্র : (Clearance Inward দ্রষ্টব্য)

Jerquer : শুল্ক অফিসের যে প্রাধিকার অন্তর্নিকাশ পত্র অনুমোদন করিয়া সহি করেন তাহাকে বুঝায়—তাহার কর্তব্য আমদানী দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া শুল্কাধীন দ্রব্য যাহাতে শুল্ক ফাকি দিয়া আমদানী করা না হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা।

Jetsam—ডুবামাল : জাহাজের বিপদাশঙ্কায় জাহাজ হাল্কা করার জন্য মাল সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে যে মাল ডুবিয়া যায় তাহা। Floatsam এর বিপরীত। (Floatsam দ্রষ্টব্য)। এইরূপ মাল বীমাকৃত থাকিলে বিপদ যে প্রকৃত তাহা প্রমাণ হওয়ার পর বীমাকারী ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য থাকে।

Jettison : সমুদ্রবক্ষে জাহাজ ঝড় বাত্যা তাড়িত হইলে অথবা অনুরূপ কোন বিপদের সম্মুখীন হইলে, অনেক ক্ষেত্রে জাহাজ হাল্কা করা আবশ্যক, নতুবা ডুবিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে জাহাজের অধ্যক্ষ আইনতঃ জাহাজ রক্ষা করার জন্য জাহাজের মাল সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া জাহাজ হাল্কা করিতে পারে। এইরূপ মাল ফেলিয়া দেওয়াকে ইচ্ছাকৃত

ক্ষতি কহে। সকল স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষই হারাহারি মতে মালের ক্ষতি বহন করিতে বাধ্য থাকে। (Average দ্রষ্টব্য)।

Jetty : জাহাজ হইতে মাল নামাইতে বা জাহাজে মাল উঠাইতে অথবা আরোহীগণের উঠানামার জন্য জাহাজ ভিড়িবার মঞ্চ।

Jobber—ষ্টকের আড়তদার ; ষ্টকের দালাল : ষ্টক বাজারে ষ্টকের দালালকে বুঝাইলেও সকল ষ্টক বাজারের দালালকেই এই আখ্যা দেওয়া হয় না। দালালের কার্য্য ষ্টকের ক্রেতা বিক্রেতা সংগ্রহ করা। লণ্ডন ষ্টক বাজারে দালালদের এক স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে। লণ্ডন ষ্টক বাজারে যাহারা ব্যবসায় করে তাহাদের দুই দলে ভাগ করা হয় — Broker ও Jobber, দু'য়েরই বাংলা প্রতিশব্দ দালাল হইলেও উহাদের কার্য্য পদ্ধতিতে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। Jobber লণ্ডন ষ্টক বাজারে নিজের নামে ষ্টক ক্রয় বিক্রয় করিতে পারে এবং ষ্টকের বা শেয়ারের ডাক (Call-bid) করিতে পারে। ষ্টক বাজারের সদস্য নহে এরূপ ব্যক্তিদের সহিত সরাসরি ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি করিতে পারে না। তাহারা যে শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করে তাহা তাহাদের নিজেদের অধিকারে না থাকিলে অনেক সময়ই তাহাদের বাজারে কোনঠাসা হইতে হয়। Jobber ফাটকাবাজী বা ঝুঁকিদারীতে অধিকতর জ্ঞান সম্পন্ন বলিয়া যাহাতে ষ্টক বা শেয়ার বিক্রেতা তাহাদের দ্বারা প্রবঞ্চিত না হয় সেই জন্যই Jobber ও Broker দুই ভাগে শেয়ার ব্যবসায়ীকে ভাগ করা হইয়াছে। যে কেহ Jobber অথবা Broker এক ভাবে কাজ করিতে পারে কিন্তু 'একাধারে Jobber ও Broker হিসাবে কাজ করিতে পারে না। যেহেতু Jobberদের হাতে সর্বদাই শেয়ার মজুত থাকার নিয়ম, সেই জন্য তাহাদের ষ্টকের আড়তদার বহে। ভারতবর্ষে কোন ষ্টক বাজারে Jobber এর অনুরূপ কোন ষ্টক ব্যবসায়ী নাই। তবে বোম্বাই ষ্টক বাজারের তারানীওয়ালাদের Jobberদের সহিত একই পর্য্যায় বলিয়া অনেকে মনে করে। ইহা প্রকৃত নহে, কারণ তারানীওয়ালারা নিজেদের নামে শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করিতে পারে না, তাহারা দস্তুরি নিয়া দালালদের (Broker) জন্য ক্রেতা বিক্রেতা সংগ্রহ করে।

আমেরিকাতে যে কোন মধ্যগ পাইকার ও খুচরা ক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ সাধন করে তাহাকেই আড়তদার মধ্যগ কহে।

Jobber's Profit—ষ্টক আড়তদারের লাভ : Jobber অর্থাৎ

ষ্টকের আড়তদার ও দালাল প্রকৃত যে মূল্যে বিক্রয় করে এবং যে মূল্যে ক্রয় করে উহার ব্যবধানই তাহার লাভ।

Jobbers Turnঃ ষ্টক আড়তদার যে শেয়ার বা ষ্টকের ব্যবসায় করে উহার চলতি ক্রয় ও বিক্রয়ের মূল্য। চলতি ক্রয় বিক্রয় মূল্যের ব্যবধানই মুনাফা নহে। কারণ বাজারে চলতি মূল্যের কম বা বেশী মূল্যের সে শেয়ার ক্রয় বা বিক্রয় করিতে পারে। কাজেই লাভ প্রকৃত বিক্রয় ও ক্রয় মূল্যের পার্থক্য। (Jobbers Profit দ্রষ্টব্য।)

Job Card—ঠিকা কাজের বিবরণ পত্রঃ যে বিলপত্র হইতে ঠিকা কাজের সকল বিবরণ পাওয়া যায় তাহা। এই বিবরণ পত্রে প্রত্যেক ঠিকাকাজে কত সময় লাগিল এবং ঠিকা কাজটি কি কি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে তাহা লিখা থাকে।

Job Costing—ঠিকা কাজের হিসাব অঙ্কণঃ যে সকল দ্রব্য উৎপাদনে বহু বস্তুর সমন্বয় প্রয়োজন সেই সকল বস্তু উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রত্যেক বস্তু তৈয়ার করার পৃথক পৃথক ব্যয় বাহির করার পদ্ধতিকে ঠিকা কাজের হিসাব অঙ্কণ কহে এককই পদ্ধতিতে কোন কাজ ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভাগ করা হইলে উহার প্রত্যেক অংশের ব্যয়ও বাহির করা যায়।

Job Evaluation—ঠিকা কাজের মূল্যাঙ্কণ: Job costing দ্রষ্টব্য। ঠিকা কাজের হিসাব অঙ্কণ বুঝাইতেই ব্যবহার হয়। তবে কোন বস্তু বা দ্রব্য উৎপাদনে কি প্রকারের কারিগরী অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান আবশ্যক তাহা নির্দ্ধারণ করা বুঝাইতে ঠিকা কাজের মূল্যাঙ্কণ বুঝায়।

Job Number—ঠিকা কাজের নম্বরঃ প্রত্যেকটি ঠিকা কাজ অথবা উহার ভিন্ন ভিন্ন অংশের স্থিতি এবং উৎপাদন ব্যয় বাহির করার জন্য যে সঙ্কেত বা নম্বর দেওয়া হয় উহাকে বুঝায়। এই সঙ্কেত অথবা নম্বর উল্লেখ করিলেই উহা কোথায় কি অবস্থায় আছে এবং শেষ পর্য্যন্ত উহার উৎপাদন ব্যয় কত ইত্যাদি বাহির করা সহজ হয়।

Job Rate—ঠিকা কাজের মজুরীর হারঃ যে পূর্ব কল্পিত হারে ঠিকা কাজের মজুরী দেওয়া হয় উহাই ঠিকা কাজের মজুরী।

Joint Account—যৌথ হিসাবঃ (১) একই ব্যবসায়ে লিপ্ত একাধিক প্রতিষ্ঠান একই নামে ব্যবসায় করিলে তাহার হিসাবকে যৌথ হিসাব

কহে। এই প্রকার ব্যবসায়ে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের লাভই সকল প্রতিষ্ঠান সমান ভাগে ভাগ করিয়া নেয়।

(২) ব্যাঙ্কে একাধিক নামে একই হিসাবে, (স্বামী স্ত্রী অথবা একাধিক অংশীদার) অর্থ আদান প্রদান করিলে সেই হিসাবকে যৌথ হিসাব কহে।

Joint Agreement—যৌথ চুক্তি ঃ এই কথাটি শিল্পে ব্যবহার হয়। এক জন মাত্র শিল্প মালিকের সহিত একাধিক শ্রমিক সংঘের; অথবা একাধিক শিল্প মালিকের সহিত এক শ্রমিক সংঘের অথবা একাধিক শিল্প মালিকের সহিত একাধিক শ্রমিক সংঘের কোন চুক্তি সম্পাদিত হইলে তাহারই নাম যৌথ চুক্তি।

Joint Adventure—যৌথ ঝুঁকিদারী ব্যবসায় ঃ অংশীদারী ব্যবসায়ের মতই। কিন্তু অংশীদারী ব্যবসায়ে কারবারের একটি নাম দেওয়া হয় যদিও ঐ নাম দ্বারা অংশীদারী ব্যবসায় আইনত কোন ব্যক্তিসত্বা লাভ করে না। কিন্তু যৌথ ঝুকিদারী ব্যবসায়ে বা কারবারে ব্যবসায়ের কোন নাম থাকে না। অংশীদারী ব্যবসায় অনিশ্চিত কালের জন্য নানা রকম দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের জন্য গঠিত হইতে পারে কিন্তু যৌথ ঝুঁকিদারী কারবার মাত্র একটি বিশেষ দ্রব্যে ঝুঁকি নিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য গঠিত হয়। ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর ঐ বিশেষ দ্রব্যের বাজারের অবস্থানুযায়ী হয়ত আরেকটি দ্রব্যের ঝুঁকি নিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করা হয়। অংশীদারী ব্যবসায় যে যে অবস্থায় আইনতঃ ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে তাহার কোন একটি অবস্থা দেখা না দিলে অনিশ্চিত কালের জন্য চলিতে পারে কিন্তু যৌথ ঝুঁকিদারী ব্যবসায় বিশেষ সময়ের পর অথবা যে বিশেষ দ্রব্যটির উপর ঝুঁকি নিয়া ব্যবসা আরম্ভ হয় ঐ ঝুঁকি শেষ হইলে যৌথকারবারীগণ আবার চুক্তি করিয়া সেই দ্রব্যেরই বা অন্য কোন দ্রব্যের ঝুঁকি নিয়া পুনরায় নূতন করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারে। প্রত্যেকটি ঝুঁকি পৃথক পৃথক ভাবে দেখা হয়। ইহাকে যৌথ কারবারও কহে (Joint Venture)।

Joint and Several Liability—যৌথ ও একক দায় ঃ অংশীদারী ব্যবসায়ে অংশীদারের দায় নিরীকৃত করিতে ব্যবহার হয়। অংশীদারী ব্যবসায়ের আইনে প্রত্যেক অংশীদার ব্যবসায়ের সমস্ত দায়ের জন্য যৌথ ভাবে এবং একাকী দায়ী। অর্থাৎ অংশীদারী ব্যবসায়ের দেনার জন্য যদি ব্যবসায়ের সম্পদ অপ্রচুর হয় তবে যে কোন একজন অংশীদারের অথবা

সকল অংশীদারেরই ব্যক্তিগত সম্পদ ক্রোক দিয়া পাওনাদার পাওনা আদায় করিতে পারে। তবে সসীম অংশীদারের (Limited Partner) দায় তাহার প্রতিশ্রুত মূলধন পর্য্যন্তই সীমায়িত। (Partnership ; Limited Partnership দ্রষ্টব্য)

Joint Cost—যৌথ ব্যয়ঃ একটি দ্রব্য উৎপাদন করিতে স্বভাবত ও বাধ্যতামূলক ভাবে যদি একাধিক দ্রব্য উৎপাদন হয় তবে ঐ দ্রব্যের ও অপর আনুসঙ্গিক দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় পৃথক করিয়া বাহির করা অসম্ভব। তখন একটি দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ই যৌথ ব্যয়। তুলা উৎপাদন করিতে হইলে স্বভাবতঃই ও বাধ্যতামূলক ভাবে তুলার বিচি উৎপাদন হয়। তুলা সুতী বস্ত্রাদিতে ব্যবহার হইবে এবং বিচি দ্বারা তৈল উৎপাদন হইবে। এখন কিছু পরিমাণ তুলা উৎপাদন করিয়া যে পরিমাণ বিচি পাওয়া গেল তাহার পৃথক উৎপাদন ব্যয় বাহির করা অসম্ভব, কাজেই তুলা উৎপাদনের ব্যয়ই, তুলা ও বিচি উৎপাদনের যৌথ ব্যয়। আবার তৈল উৎপাদনের জন্য কেহ শুধু তুলার বিচি উৎপাদন করিতে চাহিলে তুলা বাদ দিয়া কেবল মাত্র বিচি উৎপাদন করা সম্ভব নয়। কাজেই এক্ষেত্রেও বিচি উৎপাদনের ব্যয়ই বিচি ও তুলা উৎপাদনের যৌথ ব্যয়। যোগানের দিক হইতে এই প্রকার দ্রব্যের যোগানকে যৌথ যোগান কহে। (Joint Supply দ্রষ্টব্য)

Joint Demand—যৌথ চাহিদা: Demand, Joint দ্রষ্টব্য।

Joint Rate—যৌথ মাশুলঃ রেলপথে মাল চলাচলে প্রয়োগ হয়। যে স্টেশন হইতে মাল চালান দেওয়া হয় আর যে স্টেশনে পৌছিবে, ঐ দুইটি স্টেশনের মধ্যে চলাচলের রেলপথ একাধিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অধিকৃত বা পরিচালিত হইলে মাল চালানকারীকে পৃথক ভাবে প্রত্যেক রেল প্রতিষ্ঠানকে মাশুল দিতে হয় না। যে মাশুল স্থির হয় উহা ঐ রেলপথের মালিক বা পরিচালক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে চুক্তি দ্বারা স্থির হয়। এইরূপ মাশুলকে যৌথ মাশুল কহে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে যৌথ মাশুল প্রয়োগ করা হয়না, সেক্ষেত্রে সমস্ত স্থানীয় মাশুলের মোট পরিমাণই দেয় মাশুল। তখন উহাকে সম্মিলিত মাশুল (Combination rate) কহে। (Combination rate দ্রষ্টব্য)।

Joint Return—যৌথ বিবরণঃ আয়কর ধার্য্য করিতে প্রয়োগ হয়।

স্বামী ও স্ত্রীর আয় একই বিবরণীতে দেখান হইলে উহাকে যৌথ বিবরণ কহে। স্বামী ও স্ত্রীর যৌথ আয়ের উপরই আয় করের হার ঠিক হয়। অনেক দেশেই এই প্রকার যৌথ বিবরণ দ্বারা স্বামীর বা স্ত্রীর আয়কর ধার্য্য হয়।

Joint Stock Company—যৌথ সংঘ; যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান: একাধিক লোক, প্রত্যেকে এক নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক অংশপত্র (Share) ক্রয় করিয়া মূলধন যোগাইতে রাজী হইয়া কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করিলে, ঐ প্রতিষ্ঠানকে যৌথ সংঘ, অথবা যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান কহে। যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য :—

(১) যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান আইনের চক্ষে একটি ব্যক্তিবিশেষ; নিজের নামে অভিযোগ করিতে পারে এবং অভিযুক্তও হইতে পারে;

(২) ইহা চিরস্থায়ী—না গুটান পর্য্যন্তই ইহা চলিবে;

(৩) ইহার শেয়ার বা অংশপত্র (Shares) হস্তান্তরযোগ্য অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে ইহার মালিকানা স্বত্ব পরিবর্ত্তন বা হস্তান্তর হয়।

যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের রকম: (১) সসীম দায়িত্ব বিশেষ; (২) অসীম দায়িত্ব বিশেষ। সসীম দায়িত্ব প্রতিষ্ঠানগুলির অংশীদারকে বা শেয়ার মালিককে যে কয়খানা শেয়ার বিলি করা হইয়াছে উহার আঙ্কিক মূল্য (Face value দ্রষ্টব্য) পর্য্যন্ত শোধ করা হইলে প্রতিষ্ঠানের কোন দায়ের জন্য তাহার আর কোন দায়িত্ব থাকে না। কিন্তু ব্যবসায় গুটাইলে, আঙ্কিক মূল্যের যে অংশ অনাদায় থাকে মাত্র সেই পরিমাণই দায়িত্ব থাকে। অসীমদায়িত্ব বিশেষ শেয়ার বা অংশপত্রের মালিকগণ প্রতিষ্ঠানের সমস্ত দায়ের জন্য একক দায়ী; তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তিও প্রতিষ্ঠানের দায়ের জন্য ক্রোক দেওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠানের পাওনাদারদের থাকে। বর্ত্তমানে অবশ্য অসীমদায় যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান এতই বিরল যে উহা নাই বলিলেও চলে।

Joint Supply—যৌথ যোগান: Joint Cost দ্রষ্টব্য।

Journey Man—ঠিকা মজুর: শিক্ষানবিশী হিসাবে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া যে নিপুণ শ্রমিক বলিয়া গণ্য হইয়াছে তাহাকে ঠিকা শ্রমিক বা মজুর বলে।

Journal—জাবেদা: ব্যবসায়ের প্রতিদিনের লেনদেন প্রথম যে বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয় তাহাকেই জাবেদা কহে। এই বহিতে দিন পরম্পরায়

সকল লেনদেন শ্রেণী বিভাগ না করিয়াই লেখা হয়; পরে শ্রেণী অনুসারে এই বহি হইতে খতিয়ানের বিভিন্ন হিসাবে লেনদেন স্থানান্তর করা হয়। এই বহিতে প্রত্যেক লেনদেনের বিশদ বিবরণ লেখা হয় আর খতিয়ানের (Ledger' হিসাবে মাত্র লেনদেনের চুম্বক লেখা হয়। ব্যবসায় আকারে বড় হইলে লেনদেনের রূপ অনুযায়ী পৃথক পৃথক জাবেদা বহি রাখা হয়। যেমন—নগদান (লেনদেন) বহিতে (Cash Book) কেবলমাত্র নগদ পাওনা ও নগদ ব্যয়ই লিপিবদ্ধ হয়; ক্রয় বহিতে (Purchases Book) কেবলমাত্র ধার ক্রয়ই সমস্ত বিবরণ সমেত লেখা হয়; বিক্রয় বহিতে (Sales Book) কেবলমাত্র ধারে বিক্রয়ই লেখা হয়। বর্ত্তমানে জাবেদা বহিগুলিকে এইভাবে পৃথক করিয়া যে সকল লেনদেন কোন বিশেষ জাবেদায় সন্নিবেশিত করা যায় না তাহাই সাধারণ জাবেদায় (Journal General or Proper) লেখা হয়-যেমন…(১) ভুল সংশোধন; (২) সমন্বয় লিখন (Adjusting Entry); (৩) যে সমস্ত লেনদেনের জন্য কোন বিশেষ জাবেদা নাই।

Judgement Creditor—ডিক্রি পাওনাদার; সনির্ণীত পাওনাদার: যে পাওনাদারের পাওনার দাবী আংশিক বা পূর্ণ আদালত কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে সেই পাওনাদার।

Judgement Debtor—ডিক্রি দেনাদার: সনির্ণীত দেনাদার— যাহাকে আদালত কর্তৃক দেনাদার বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া দেনা শোধ করার জন্য আদেশ দিয়াছে, সে সনির্ণীত দেনাদার।

Jurisdictional Strike—এলাকা নিয়ন্ত্রণ ধর্ম্মঘট: একই শিল্প প্রতিষ্ঠানে একাধিক কারিগরী সংঘ থাকিলে প্রত্যেক কারিগরী সংঘ নিজেদের কার্য্যের এলাকা সীমাবদ্ধ করার জন্য অথবা অন্য কারিগরী সংঘ যাহাতে নিজেদের এলাকায় হস্তক্ষেপ করিতে না পারে তাহার জন্য ধর্ম্মঘট করিলে সেই ধর্ম্মঘটকে এলাকা নিয়ন্ত্রণ ধর্ম্মঘট কহে। উদাহরণ—একটি ঠিকাদারী ব্যবসায় দালান কোঠা তৈয়ারের ব্যবসায় করে। ছুতার মিস্ত্রির ও গাঁথুনি মিস্ত্রির পৃথক পৃথক শ্রমিক সংঘ থাকিলে, কড়ি বরগা লাগাইবার জন্য ছুতার মিস্ত্রি নিয়োগ করিলে, গাঁথুনি মিস্ত্রিসংঘ আপত্তি করিতে পারে। কারণ কড়িবরগা লাগান তাহাদের এলাকায়। তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাহারা যদি ধর্ম্মঘট করে তবে সেই ধর্ম্মঘটই এলাকা-নিয়ন্ত্রণ-ধর্ম্মঘট।

K

Kartel :—Cartel দ্রষ্টব্য।

Key Industry—বুনিয়াদ শিল্পঃ বুনিয়াদ শিল্প বলিতে সেই শিল্পকে বুঝায় যে শিল্প রাজনৈতিক ও সামরিক কারণে অর্থনীতির উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। কোন বিশেষ শিল্পের প্রসার অর্থনীতির বুনিয়াদ গঠনে সহায্য করিলে সে শিল্পকেও বুনিয়াদ শিল্প কহে—যেমন লৌহ ও ইস্পাত শিল্প। যে কোন অর্থনীতিতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের গুরুত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারে না এবং লৌহ ইস্পাত শিল্পের প্রসারের উপর অন্যান্য শিল্পের প্রসার ও গঠন নির্ভর করে। অনেক সময়ে বুনিয়াদ শিল্প (Key Industry) ও আধারভূত (Basic) শিল্পের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে বলিয়াই মনে হয় না। আধারভূত শিল্প বলিতে সেই শিল্পকেই বুঝিতে হইবে যে শিল্প গঠনের উপর অন্য বিশেষ কোন শিল্পের উন্নতি ও প্রসার নির্ভর করে। সেই দিক দিয়া পার্থক্য খুব স্পষ্ট নহে। সার (Fertiliser) শিল্প যে কৃষি প্রধান দেশে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, কৃষির উন্নতি যে সারোৎপাদনের উপর নির্ভর করে তাহা অনস্বীকার্য্য। কাজেই সার শিল্প কৃষিপ্রধান দেশে আধারভূত শিল্প। আর লৌহ ও ইস্পাত শিল্প শিল্পপ্রধান দেশে আধারভূত।

Keynesian Economics ঃ লর্ড কেইনস্ প্রচারিত অর্থনীতির মূলতত্ত্ব। লর্ড কেইনস্ অর্থনীতিতে যে কয়টি তত্ত্বের প্রচার করিয়াছেন তাহা মূলত ধনতান্ত্রিক দেশে অর্থনীতিক্ষেত্রে স্থির অথবা নিশ্চল অবস্থা (Stagnation) প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে। তাঁহার মতে নূতন বিনিয়োগ না হওয়া ও নিশ্চল অবস্থা সমার্থবোধক। তিনি বলিয়াছেন যে সমাজের মোট সঞ্চয় যদি মোট বিনিয়োগের সমান না হয় তাহা হইলে আর্থিক সঙ্কট অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং

তাহার ফলে বেকার সমস্যা ও মুদ্রাস্ফীতি হইতে পারে। তাঁহার মতে প্রত্যেক লোকের আয়ের এক অংশ সর্বদাই সঞ্চয় করা হয়। সঞ্চয়ের এক অংশ দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ হয় এবং এক অংশ ব্যাঙ্কে নগদ সঞ্চয় হয়। ব্যাঙ্কে যে অংশ সঞ্চয় হয় উহা চেক দ্বারা যে কোন সময়েই উত্তোলন করিয়া নগদ ব্যয় করা চলে। কি পরিমাণ সঞ্চয় হইবে তাহা মানুষের ব্যয়ের ইচ্ছা বা প্রবণতার উপর নির্ভর করে। (Propensity to consume) ব্যয় প্রবণতা অধিক হইলে সঞ্চয় প্রবণতা (Propensity to save) কমিয়া যায়। এখন সঞ্চয় নগদ কি বিনিয়োগ, তাহা নির্ভর করে চলতি মুদ্রার কত অংশ নগদান ব্যয় করিবার ইচ্ছা তাহার উপর (Liquidity Peference)। লর্ড কেইনসের মতে চলতিমুদ্রার উপর ঝোঁক ও মুদ্রার পরিমাণ এই দু'য়ের প্রতিক্রিয়ার ফলে সুদের হার সাম্যাবস্থায় উপস্থিত হয়। সুদের হার আবার বিনিয়োগের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করে। (বিনিয়োগ বা পুঁজি মূলধনের প্রান্তিক উৎকর্ষতা (Marginal Efficiency of Capital) সুদের হারের সমান হইলে বিনিয়োগে লোকসান হয় না। কাজেই তাঁহার মতে তিনটি অবস্থার উপর সঞ্চয়-বিনিয়োগ-সাম্য নির্ভর করে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যদি সঞ্চয়ের ও বিনিয়োগের পরিমাণ সমান না হয় তাহা হইলেই ক্রমে ক্রমে আর্থিক নিশ্চল অবস্থার (Economic Stagnation) উদ্ভব হয় এবং ধীরে ধীরে বেকার সমস্যা দেখা যায়। বেকার সমস্যা দূর করিতে হইলে সরকার নিয়ন্ত্রিত ক্ষতিপূরক ব্যয় (Compensatory Expenditure দ্রষ্টব্য) বহন করিয়াও পূর্ণ নিয়োগ (Full Employment) অবস্থায় উপস্থিত হওয়া কাম্য। কাজেই কেইনসের তত্ত্ব প্রধানতঃ ধনতান্ত্রিক সমাজের আর্থিক দুরবস্থা দূর করার ব্যবস্থা।

Kick back : চাকুরী পাওয়ার জন্য বা চাকুরী বজায় রাখিতে মালিককে তুষ্ট করার জন্য যে অন্যায় পুরস্কার বা উৎকোচ দেওয়া হয় তাহা।

Kite : উপযোচক হুণ্ডির সমার্থ-বোধক। **Accommodation Bill** দ্রষ্টব্য।

Kite Flyer : উপযোচক হুণ্ডি কর্ত্তা বা প্রেরক : যে উপযোচক হুণ্ডি প্রেরণ করে সে।

Kat : Katni দ্রষ্টব্য।

Katni—কাতনী : এক প্রকার জুয়াখেলা ও ফাটকাবাজীর সম্মিলিত

আর্থিক ক্রিয়া। এই প্রকার জুয়া খেলায় কোন দ্রব্যের এক কাল্পনিক পরিমাণ ধরিয়া ঐ দ্রব্যের মূল্য নিয়া ফাটকাবাজী করা হয়। দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় মূল্যের ডাক হয়। তারপর এই বেআইনী ব্যাপারের তথাকথিত পরিচালকমণ্ডলী যে মূল্য স্থির করে সেই মূল্যে ক্রয়বিক্রয়ের অর্থ আদান প্রদান হয়। পরিচালক মণ্ডলী যে মূল্য স্থির করে উহাকে (Kat) কাত বলা হয়। এবং যেখানে এই প্রকার বেআইনী ক্রয় বিক্রয় হয় তাহাকে কাতনী বাজার (Katni market) কহে।

শেয়ার বা ষ্টক বাজারের ফাটকাবাজীর মত, কাতনী ফাটকাবাজীতে হর্জানা বা পশ্চাত মিটাইবার দক্ষিণা দিয়া ক্রেতা বিক্রেতা ক্রয় বিক্রয়ের জের টানিতে পারে না। ইহাতে মূল্য নগদান পরিশোধ করিতে হয়। পরিশোধের দিন পরিচালকমণ্ডলী নির্দ্ধারণ করে। সাধারণত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের একদিন স্থির করা হয়। কাতনী জুয়ার ক্রেতার বা বিক্রেতার লাভ নির্ভর করে পরিচালকমণ্ডলী যে মূল্য স্থির করে এবং যে মূল্যে ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি হয় তাহার উপর। বিক্রেতা যে মূল্যে বিক্রয়ের চুক্তি করে তাহার চেয়ে পরিচালক মণ্ডলীর নির্দ্ধারিত মূল্য অধিক হইলে দু'য়ের ব্যবধানই বিক্রেতার লাভ। সেই মতই ক্রেতা যে মূল্যে ক্রয় করার চুক্তি করে তাহার কমমূল্য পরিচালকমণ্ডলী স্থির করিলে দু'য়ের ব্যবধানই ক্রেতার লাভ। এইরূপ ফাটকাবাজী ধ্বংসাত্মক বলিয়া ইহা বেআইনী।

Katni Market—কাতনী বাজার: Katni দ্রষ্টব্য।

L

Labour—শ্রম : উৎপাদনের চারিটি উপাদানের একটি। কায়িক, মানসিক যে কোনও প্রকার শ্রমকেই অর্থনীতিতে এক পর্য্যায় ধরা হয়। Productive Labour, Unproductive Labour দ্রষ্টব্য।

Labour Grade—শ্রমের শ্রেণী বিভাগ : কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে বিভিন্ন প্রকার শ্রমিকের আবশ্যক হইলে, প্রত্যেক শ্রেণীর শ্রমিকের কি কি গুণ, অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া শ্রমিকদের গুণ ও অভিজ্ঞতা অনুসারে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক শ্রেণীর মজুরীর হার পৃথক। একটি কাজে যদি তিনটি শ্রেণীর শ্রমিক আবশ্যক হয় তাহা হইলে দ্রব্য উৎপাদনের প্রত্যক্ষ ব্যয় ধরিতে প্রত্যক্ষ মজুরী কত পরিল তাহা সহজেই বাহির করা সম্ভব। ঠিকা কাজের মূল্য উদ্ধৃতি করিতে অথবা মূল্যাঙ্কণ করিতে পরোক্ষ মজুরীর অংশ বাহির করা দরকার বলিয়াই শ্রমিকের শ্রেণী বিভাগ করা হয়।

Labour Piracy—শ্রমিক হরণ : কোন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিককে অধিক বেতন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়া অন্য শিল্পে নিয়োগ করিলে তাহাকে শ্রমিক হরণ বলে। যে সকল শ্রমিক খুব নিপুণ ও দক্ষ এবং সচরাচর যে যে প্রকার শ্রমিক নিয়োগ করা সম্ভব নয় তাহাদের বেলাতেই শ্রমিক হরণ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। প্রতিযোগী কোন শিল্পে শ্রমিকের যোগান সাময়িক-ভাবে বন্ধ করিয়া উহাকে বিপদের সম্মুখীন করিতে এই প্রকার নীতি অনেক সময়ে নেওয়া হইয়া থাকে।

Labour Relations—শ্রমিক সম্পর্ক : Industrial Relation দ্রষ্টব্য।

Labour Saving Device—Labour Saving Machinery দ্রষ্টব্য।

Labour Saving Machinery—শ্রম সঞ্চয়ের উপায়ঃ শিল্পে অথবা কোনও প্রতিষ্ঠানে যে সকল কাজ শ্রমিকদের কায়িক পরিশ্রম দ্বারা করিতে হয় সেখানে শ্রমিকের পরিবর্ত্তে কোনও যন্ত্র দ্বারা সেই কাজ করা সম্ভব হইলে উহাকে শ্রম সঞ্চয়ের উপায় কহে। যন্ত্র চালাইবার ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ যন্ত্রের অভাবে শ্রমিকের মজুরীর চেয়ে কম বলিয়াই শ্রম সঞ্চয়ের উপায় বর্ত্তমান যুগে প্রায় সর্বত্রই গ্রহণ করা হয়। ইহাতে শুধু খরচই কম হয় না পরন্তু সময়ও কম লাগে এবং কাজের একভাবতাও (Uniformity) বজায় থাকে। পাঁচ জন নকলকারক না রাখিয়া একটি টাইপরাইটার কিনিলে এবং একজন লোক নিয়োগ করিলে খরচও কম হয় এবং একই সময় ৫ কপি ছাপা হইলে ৫ কপিই একইরূপ হয়।

Labour Theory of Value শ্রম মূল্য তত্ত্বঃ এই তত্ত্বের প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে যে কোন দ্রব্যের মূল্য সেই দ্রব্য উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রমিকের শ্রমের পরিমাণের সমান। অর্থাৎ যে পরিমাণ শ্রম কোন দ্রব্য উৎপাদনে ব্যয় হয় তাহাই সেই দ্রব্যের মূল্য। এই তত্ত্বে মূল্য নির্দ্ধারণে দ্রব্যের উপযোগ যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে তাহা অস্বীকার করা হয় না কিন্তু কোন দ্রব্যের যে মূল্য আছে তাহা শ্রম ব্যয়েরই ফল,—কোন দ্রব্য উৎপাদনে শ্রম ব্যয় না হইলে সে দ্রব্যের মূল্য নাই—কাজেই শ্রমের মূল্যই কোন আর্থিক দ্রব্যকে মূল্য দেয়। এই তত্ত্বে শ্রমের মজুরী দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করে না। মজুরী কম দিলে দ্রব্যের মূল্য কম ধরা হয় কিন্তু তাহা দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য নহে। প্রকৃত মূল্য প্রকৃত শ্রমের সমান। (Surplus Labour and Value Theory দ্রষ্টব্য)। কোন দ্রব্যের মূল্য সম্পূর্ণই শ্রমিক পায় না, প্রকৃত মূল্যের চেয়ে যত কম পায় তাহাই মালিকের মুনাফা। Surplus Value দ্রষ্টব্য।

Labour Turnover—শ্রমিক আবর্ত্তন : কোন শিল্পে এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যত শ্রমিক গড়পড়তা কাজ করে উহার শতকের হিসাবে কত জন শ্রমিক ঐ সময়ের মধ্যে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যায় এবং কত জন শ্রমিক ঐ শূন্য স্থান পূরণ করিতে নিয়োগ করা হয় উহাই শ্রমিক আবর্তন।

Labour Union—শ্রমিক সংঘঃ শ্রমিকদের নিয়া গঠিত সংঘ। সংঘ অন্য কোন উচ্চতর সংঘের অনুমোদিত হইতে পারে, নাও হইতে পারে। শ্রমিক সংঘের অস্তিত্ব সকল শিল্প প্রধান দেশেই স্বীকৃত হইয়াছে। যৌথ

সওদা ও যৌথ স্বার্থের জন্যই শ্রমিক সংঘ গঠিত হয়। সংঘ সম্মিলিতভাবে মালিকের নিকট হইতে ন্যায্য অধিকারসমূহ আদায় করার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকে।

Laches—অবহেলা ; গাফিলতি : আইনে প্রয়োগ হয়। যে অবহেলা ও বিলম্বের ফলে নিজের স্বার্থ হানি ঘটিতে পারে তাহাই আইনে অবহেলা বা গাফিলতি বলিয়া ধরা হয়। যেমন পাওনাদার তিন বৎসর অন্তে পাওনার জন্য নালিশ না করিলে ঐ পাওনা তামাদি হয়। নালিশ না করিলে উহা পাওনাদারের অবহেলা বা গাফিলতি এবং উহার জন্য পাওনা তামাদি হইলে উহা বিলম্বের ফল।

Lagan—(Ligan দ্রষ্টব্য)

Laissezfaire—অবাধ নীতি, স্বাধীনতা : কথাটির উদ্ভব হয় ফরাসীদেশে।(Laissez faire Laissez paseer) সর্ব বিষয়ে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হউক। এই কথা হইতেই অবাধনীতির প্রয়োগ আরম্ভ হয়। সর্ব বিষয়ে মানুষ বাধামুক্ত থাকিলেই সমাজের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল,—কারণ অবাধ স্বাধীনতায় মানুষের সকল গুণের প্রকাশ পায়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপাদন, সকলই বাধামুক্ত থাকিলে আথিক উন্নতি সর্বাধিক হয় ইহাই এই মতাবলম্বীগণ মনে করেন। বৈদেশিক বাণিজ্যে অবাধ নীতি প্রয়োগ করার সুপারিশ করেন Adam Smith। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধনীতি প্রয়োগের কিছু দিনের মধ্যে অনেক দোষ ত্রুটি দেখা গেলে ধীরে ধীরে প্রত্যেক দেশের সরকারই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিয়া আইন প্রণয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছে। এখন ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায়ও উৎপাদনে অংশ গ্রহণকারী সকল পক্ষের স্বার্থের খাতিরে সরকার যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

Lame Duck : ষ্টক বাজারে প্রচলিত—গালি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কোন ষ্টক বিক্রেতা ষ্টক বিক্রয়ের চুক্তি করিয়া নির্দ্ধারিত দিবসে ষ্টক বিলি দিতে না পারিলে এবং পশ্চাত মিটাইবার দক্ষিণা দিয়া জের টানিবার অধিকার না পাইলে তাহাকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই প্রকার ব্যক্তিকেই বুঝায়। কোন ক্রেতাও যদি ক্রীত ষ্টকের মূল্য দিতে অপারগ হয় এবং হর্জানা দিয়া জের টানার অধিকার না পায় তবে তাহাকেও বুঝায়। (Hammered দ্রষ্টব্য)

Land : অর্থনীতিতে উৎপাদনের যে চারিটি উপাদান ধরা হয় তাহার মধ্যে জমি অন্যতম প্রধান উপাদান। সঙ্কীর্ণ অর্থে জমি বলিতে চাষোপযোগী ও বাসোপযোগী জমিই বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে জমি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হয়। জমি বলিতে অর্থনীতিবিদগণ সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদকেই বুঝেন। যে সম্পদ উৎপাদনে মানুষের শ্রম নিয়োগ করিতে হয়না তাহাই জমি। সেদিক দিয়া যে সকল সম্পদ প্রাকৃতিক দান, ভূগর্ভে সঞ্চিত জলগর্ভে নিহিত, গাছপালা, সকলই জমি। মৌলিক অবস্থায় যে সকল সম্পদ মানুষের চেষ্টা ব্যতীতই ব্যবহারোপযোগী অবস্থায় পাওয়া যায় তাহাই জমি। অনেকে ইহাকে আর্থিক দ্রব্য না বলিয়া স্বাধীন দ্রব্য (Free Goods) বলিয়া থাকে।

Landed Terms—খালাস ব্যয় মূল্য : মূল্য উদ্ধৃতিতে যদি গন্তব্য বন্দরে মাল নামাইয়া দেওয়া পর্য্যন্ত সকল খরচ ধরিয়া মূল্য উদ্ধৃতি করা হয় তবে সেই মূল্যকে খালাস ব্যয় মূল্য কহে।

Landing Accounts—খালাস হিসাব : পোত অধিকার যে হিসাবে পোতাঙ্গণে আমদানীকৃত সমস্ত দ্রব্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে সেই হিসাবকে খালাস হিসাব কহে। এই হিসাবে কোন জাহাজে, কি কি মাল, কত ওজন, নমুনা, প্রবিষ্টির তারিখ ইত্যাদি সমস্তই লেখা থাকে। এইরূপ হিসাব মালের মালিককে পোত অধিকার পাঠাইয়া দেয়।

Landing Book—খালাস বহি : খালাস বহিতে পোত অধিকার আমদানীকৃত সমস্ত দ্রব্যের মোট ওজন, নীট ওজন, কি অবস্থায় দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে, এই সমস্ত লিখিয়া রাখে। খালাস বহি হইতে খালাস হিসাব তৈয়ার করা হয়।

Landing Order—খালাসের আদেশ : শুল্ক অফিস হইতে জাহাজের অধ্যক্ষকে মাল নামাইয়া দেওয়ার অধিকার দিয়া যে আদেশপত্র দেয় তাহাই খালাসের আদেশ। আমদানীকারক প্রবিষ্টি লিখন করিলে, আমদানী শুল্ক প্রদান করিলে শুল্ক অফিস হইতে এই আদেশ পত্র দেওয়া হয়। জাহাজ হইতে মাল নামান হইলে শুল্ক অফিসের কোন কর্ম্মচারী (Landing Officer) এই আদেশপত্রে সহি করিয়া দেয়। সহি করার অর্থ এই যে প্রবিষ্টি পত্রে মালের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহার সহিত প্রকৃত মালের সম্পূর্ণ মিল আছে।

Landing Weight—খালাসকালীন ওজন: জাহাজ হইতে মাল নামান হইলে উহার ওজন নেওয়া হয়। জাহাজ হইতে যে মাল নামান হইল উহার প্রকৃত ওজন এবং যখন জাহাজে মাল তোলা হইয়াছিল তখন উহার কত ওজন ছিল তাহা পৃথক পৃথক ভাবে দেখা উচিত। কারণ মাল আমদানীতে কত ওজনের মাল নষ্ট হইয়াছে, চুরি হইয়াছে, কিম্বা অন্য কোন প্রকারে ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে তাহা বাহির করিতে হইলে খালাসকালীন ওজন এবং জাহাজে ভর্ত্তি করার সময়ের ওজন দেখা দরকার।

Land Value Tax—জমি মূল্যকর: ইহা এক প্রকার মূলধন-লাভ কর। কোন জমির অনুপার্জ্জিত মূল্য বৃদ্ধি হইলে অনুপার্জ্জিত মূল্য বৃদ্ধির সম্পূর্ণ অথবা অংশের উপর কর প্রয়োগ করিলে তাহাকে জমি মূল্য কর বলে। জমির মালিক জমিতে কোন উৎকর্ষ বিধান না করিলেও যদি জমির মূল্য বৃদ্ধি হয় এবং যদি সেই বর্দ্ধিত মূল্যের উপর কর প্রয়োগ করা হয় তবে তাহাই জমি মুল্য কর। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সরকারী প্রচেষ্টায় রাস্তা ঘাট ইত্যাদি তৈয়ার হওয়ার জন্য জমির মূল্য বাড়িতে পারে—ইহাই অনুপার্জ্জিত মূল্য বৃদ্ধি। মূলধন লাভ করের সহিত জমি মূল্য করের পার্থক্য এই যে মূলধন লাভ কর জমি বিক্রয় হইলেই প্রযোজ্য আর জমি মূল্যকর জমি বিক্রয় না হইলেও জমির অনুপার্জ্জিত মূল্য বৃদ্ধি হইলে উহার উপর কর বসান হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে জমির মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া জমি মূল্য করের হার স্থির করা হয়।

Landing Officer— শুল্ক অফিসের একজন কর্ম্মচারী। এই কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য হইল শুল্কাধীন দ্রব্য জাহাজ হইতে নামান হইলে ওজনকরা, পরিমাপ করা, আবশ্যক হইলে চাখিয়া দেখা এবং একটি বিবরণী দাখিল করা যাহাতে শুল্কাধিকার ঐ দ্রব্য সম্বন্ধে যথাযথ সংবাদ পাইতে পারে। রপ্তানী দ্রব্যের ব্যাপারেও এই কর্ম্মচারীর দায়িত্ব আছে; আইনানুগ এবং সরকার নির্দ্ধারিত উপায়ে রপ্তানী হইয়াছে ইহার প্রমাণ হিসাবেই এই কর্ম্মচারীর স্বাক্ষরিত পত্র আবশ্যক।

Large Scale Production—বহুল উৎপাদন: শিল্প বিপ্লবের শুরু হইতে সমস্ত শিল্পেই যন্ত্রপাতির ব্যবহার, শ্রম বিভাগ, ইত্যাদির মাধ্যমে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি সর্বজনিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বহুল উৎপাদন

বুঝাইতে বর্ত্তমানে যন্ত্রপাতির ব্যবহার, কারখানা নিয়মে উৎপাদন, শ্রম বিভাগ ইত্যাদিই বুঝায়। (Mass Production দ্রষ্টব্য)।

Latin Monetary Union—লাটিন মুদ্রা সংঘ : ফরাসী, ইটালি, বেলজিয়ম, ও সুইজারল্যাণ্ড একত্র হইয়া ১৮৬৫ খৃঃ নিজ নিজ দেশের মুদ্রার আঙ্কিক ও নিহিত মূল্যের সমতা রক্ষার জন্য একটি সংঘ গঠন করে। ঐ সকল দেশে ঐ সময়ে প্রচলিত রৌপ্য মুদ্রার আঙ্কিক মূল্য উহার নিহিত মুদ্রার চেয়ে কম ছিল বলিয়া 'গ্রেশাম সূত্র' অনুযায়ী মুদ্রা বাজার হইতে অন্তর্হিত হইতেছিল। এই সংঘ গঠন করিয়া সংঘের দেশগুলি নিজেদের মুদ্রার রৌপ্যের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া আঙ্কিক ও নিহিত মূল্যের সমতা বজায় রাখিয়াছিল। ১৯২৬ খৃঃ ঐ সংঘ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়।

Lateral Combination—প্রান্তিক একত্রী করণ : একটি দ্রব্য উৎপাদনে সহায়ক বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন শিল্পে উৎপাদিত হইলে, যখন ঐ বিভিন্ন শিল্পের একত্রীকরণ হয় তখন তাহাকে প্রান্তিক একত্রী করণ বলে। রবার শিল্পের উপর যানবাহন শিল্প ও বিশেষতঃ মোটর, লরি ইত্যাদি নির্ভর করে। মোটর লরি ইত্যাদির বিভিন্ন অংশ উৎপাদনকারী শিল্পগুলি রবার শিল্পের সহিত একত্রিত হইলে উহাই প্রান্তিক একত্রী করণের একটি উদাহরণ। অনেকে খাড়া একত্রীকরণ (Vertical Combination) ও প্রান্তিক একত্রীকরণ একই অর্থে ব্যবহার করে কিন্তু খাড়া একত্রীকরণে মূল শিল্পে মাত্র যে সকল দ্রব্য বিশেষ আবশ্যক তাহা উৎপাদনকারী শিল্পেরই একত্রীকরণ বুঝায়।

Law Merchant—বাণিজ্য আইন : বাণিজ্য বিষয়ক সকল আইন কানুনকে বুঝায়। বাণিজ্য আইন ব্যবহারিক আইন হইতেই উদ্ভূত হয় কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ সকল ব্যবহারিক আইনগুলি আইনসভার মাধ্যমে সরকারী অনুমোদন পাইয়াছে।

Law of Diminishing Returns—ক্রমহ্রাসমান নিয়ম : (Diminishing Returns দ্রষ্টব্য)।

Law of Supply and Demand—যোগান ও চাহিদা নিয়ম : অর্থনীতির একটি মূলতত্ত্ব। যোগান ও চাহিদার মধ্যে এক সুসম সম্পর্কই সকল দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করে। এই নিয়মে যোগান পক্ষে যোগানের পরিমাণ, চাহিদা পূরণের জন্য দ্রব্য উৎপাদনে যত সময় লাগে, উৎপাদনে

কষ্ট সহিষ্ণুতা, এবং উৎপাদন ব্যয় এই কয়টি সর্তের উপর যোগান মূল্য নির্ভর করে এবং চাহিদা পক্ষে, চাহিদার পরিমাণ, অভাবের প্রবলতা এবং ক্রয় ক্ষমতা চাহিদা মূল্য নির্দ্ধারণ করে। যোগান ও চাহিদার পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে মূল্য স্থির হয়। (Elasticity of Demand দ্রষ্টব্য)।

Lawful Money—নিয়মানুগ মুদ্রা :—যে মুদ্রা সর্বজনগ্রাহ্য এবং বৈধ বলিয়া সরকার কর্তৃক প্রচলিত। (Legal Tender দ্রষ্টব্য)।

Lay Days--স্থিতিকাল ; নিশ্চিত দিন : জাহাজে মাল আমদানী রপ্তানীতে ব্যবহার হয়। জাহাজে মাল উঠাইবার এবং নামাইবার জন্য যে কয়দিন সময় দেওয়া হয় উহাই স্থিতিকাল। আমদানীকারক অথবা রপ্তানী কারকের সহিত নৌভাটকের অথবা মাল উঠান নামানকারী প্রতিষ্ঠানের নিশ্চিত দিন বা সময়ের মধ্যে জাহাজে মাল উঠাইবার অথবা জাহাজ হইতে মাল নামাইবার চুক্তি থাকে।

নিশ্চিত দিনের মধ্যে মাল জাহাজে উঠান না হইলে অথবা জাহাজ হইতে মাল নামান না হইলে প্রত্যেক অতিরিক্ত দিনের জন্য পোত প্রাধিকার জরিমানা আরোপ করে। জাহাজে মাল তোলার আদেশ পাওয়ার পর এবং জাহাজ হইতে মাল নামাইবার আদেশ পাওয়ার পর হইতে নিশ্চিত কাল আরম্ভ হয়।

Lay Corporation—ধর্ম্ম নিরপেক্ষ নিগম : মুনাফা করার উদ্দেশ্যে গঠিত যে কোনও নিগমকেই ধর্ম্ম নিরপেক্ষ নিগম কহে।

Lazaretto— কুষ্ঠিশালা : কোন বন্দরে সংক্রামক রোগ দেখা গিয়াছে অথবা সংক্রামক রোগের সম্ভাবনা ছিল এরূপ কোন বন্দর হইতে অন্য কোন বন্দরে জাহাজ পৌছিলে, জাহাজের মাল বন্দরে পৌছিবার পূর্বে ঐ মালের সংক্রামক শক্তি রহিত করা দরকার। ঐ জাহাজের যাত্রীগণও যাহাতে সংক্রামক রোগ ছড়াইতে না পারে সেইজন্য প্রত্যেক বন্দরেই মাল ও যাত্রীগণকে নিঃসংক্রামক করার ব্যবস্থা থাকে। যে জায়গায় নিঃসংক্রামক করা হয় তাহাকে কুষ্ঠিশালা বলে। প্রত্যেক বন্দরেই কুষ্ঠিশালা আছে।

Leakage--ঘাটতি : সুরাসার অথবা অনুরূপ কোন তরল পদার্থ আমদানী রপ্তানী কালে কিছু পরিমাণ উবিয়া যায়, চুয়াইয়া যায়। কাজেই আমদানী কারক অথবা রপ্তানীকারক আমদানী রপ্তানীর উপর আমদানী

শুল্ক বা রপ্তানী শুল্ক দেওয়ার জন্য এক নির্দ্দিষ্ট হারে স্বাভাবিক ঘাট্‌তি বাদ পায়। ইহাকেই ঘাটতি কহে।

Lease—ইজারা বা পাট্টা : জমির বা বাড়ীঘরের বা কোনরূপ স্থাবর সম্পত্তির এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ভোগ করার অধিকার গ্রহণ করিলে তাহাকে ইজারা বা পাট্টা কহে। পাট্টার মেয়াদ পাট্টা গ্রহীতার জীবনকাল অবধি অথবা এক নির্দ্দিষ্ট সময় অবধি থাকে।

যে দলিল দ্বারা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ভোগাধিকার আদান প্রদান হয় সেই দলিলকেও বুঝায়।

Leasehold—ইজারা জমি : যে জমি অথবা সম্পত্তি ইজারা নেওয়া হয় তাহা।

Ledger—খতিয়ান : ব্যবসায়ে যে বহিতে অন্যান্য প্রাথমিক বা জাবেদা হইতে প্রত্যেক হিসাবে লেনদেনের সংক্ষিপ্তসার লেখা হয়। ইহাই ব্যবসায়ের প্রধান বহি।

Legacy—দায় ; উত্তরদান : ইচ্ছাপত্রের দ্বারা সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে তাহাকে উত্তরদান কহে।

Legacy Duty—উত্তরদান কর : Death Duty দ্রষ্টব্য।

Legal Tender money—বৈধ মুদ্রা : যে কোন মুদ্রা সর্বজন গ্রাহ্য এবং ঋণ প্রতিশোধে পাওনাদার কর্তৃক গৃহীত উহাই বৈধ মুদ্রা। বৈধ মুদ্রা তিন প্রকারের হইতে পারে। (১) একক বৈধ মুদ্রা (Single Legal Tender) যদি মাত্র এক প্রকারের মুদ্রাদ্বারাই সমস্ত লেনদেন সম্পাদন করিতে হয় তবে তাহাকে একক বৈধ মুদ্রা কহে। অর্থাৎ একমাত্র মান মুদ্রাই যদি প্রচলিত থাকে তবে সেই মুদ্রা ব্যবস্থাকে একক বৈধ মুদ্রা ব্যবস্থা বলে। (২) বহু বৈধ মুদ্রা (Multiple Legal Tender) একাধিক মুদ্রায় যেমন পয়সা অথবা টাকা দ্বারা যদি অনির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দেনা শোধ করা যায় তবে তাহাকে বহু বৈধ মুদ্রা কহে। ইহাতে মান মুদ্রা অথবা সূচক মুদ্রা যে কোন মুদ্রা দ্বারাই অনির্দ্দিষ্ট ঋণ শোধ করা যায়। (৩) বিমিশ্র বৈধ মুদ্রা (Composite Legal Tender) ইহাতে মান মুদ্রা ও সূচক মুদ্রা উভয়ই বৈধ মুদ্রা। কিন্তু সূচক মুদ্রা দ্বারা মাত্র নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ শোধ করা যায়।

Legal Asset—আইনানুগ সম্পত্তি : তত্ত্বাবধায়কের তত্ত্বাবধানে যে সম্পত্তি থাকে উহা দ্বারা তত্ত্বাবধায়কের ঋণ শোধ করার অধিকার থাকিলে

তাহাকে আইনানুগ সম্পত্তি বলে। ন্যায়ানুগ সম্পত্তি তত্ত্বাবধায়ক ঋণ শোধ করার জন্য ব্যবহার করিতে পারে না। ন্যায়ানুগ ও আইনানুগ সম্পত্তির মধ্যে এই পার্থক্য।

Legal Interest—**আইনানুগ সুদ :** ঋণ দান ও গ্রহণে সুদের হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া উল্লেখ না থাকিলে সরকার নির্দ্ধারিত সুদের হারে ঋণ গ্রহীতাকে সুদ দিতে হয়। উহাকেই আইনানুগ সুদ বলে। ভারতবর্ষে অংশীদারী আইনে কোন অংশীদার ব্যবসায়ে অর্থ কর্জ্জ দিলে সুদের হার উল্লিখিত না থাকিলে শতকরা ৬৲ টাকা হারে সুদ পায়। ইহাই আইনানুগ সুদ।

Legal Reserves—**আইনানুগ সঞ্চিতি ; বাধ্যতামূলক সঞ্চিতি :** Bank Reserves দ্রষ্টব্য।

Letter of Allotment—**বিলি পত্র :** যৌথ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করিবার ইচ্ছায় দরখস্ত করিলে যদি দরখস্তকারীর নিকট শেয়ার বিক্রয় সাব্যস্ত হয় তবে বিলিপত্র দ্বারা প্রতিষ্ঠান জানাইয়া দেয়। বিলিপত্রে দরখস্ত কারীকে কতখানি শেয়ার দেওয়া হইল তাহার সংখ্যা উল্লেখ করা হয়।

Letter of Application—**শেয়ার ক্রয়ের দরখাস্ত :** বিনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে যদি কেহ কোন যৌথ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া যৌথ প্রতিষ্ঠানের নিকট তাহাকে শেয়ার বিক্রয় করার জন্য আবেদন জানায় তবে তাহাকে শেয়ার ক্রয়ের দরখস্ত বা আবেদন বলে। আবেদন পত্রের জবাবে যৌথ প্রতিষ্ঠান হয় বিলিপত্র (Letter of allotment) নতুবা প্রত্যাখ্যান পত্র (Letter of Regret) পাঠায়।

Letter of Continuity—**অবিচ্ছিন্ন অধিকার পত্র :** ব্যাঙ্ক যখন কোন মক্কেলকে জমানত রাখিয়া ঋণ দেয় তখন ঋণ গ্রহীতার নিকট হইতে এই প্রকার অবিচ্ছিন্ন অধিকার দাবী করিয়া থাকে। সাধারণত এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ঐ সময়ের মধ্যে ঋণ গ্রহীতা মঞ্জুরী সম্পূর্ণ অর্থ তুলিয়া নাও নিতে পারে। ঐ সময়ের মধ্যে কখনও যদি ঋণ গ্রহীতার হিসাবে দেনার অতিরিক্ত অর্থও জমা থাকে তাহা হইলেও ব্যাঙ্কের যাহাতে জমানতের (জমানতী সম্পত্তির) উপর অধিকার অব্যাহত থাকে সেই উদ্দেশ্যেই এই অধিকার পত্র আবশ্যক।

Letter of Credit—**প্রত্যয় পত্র :** বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রত্যয়

পত্রের বিশেষ প্রয়োজন আছে। রপ্তানীকারক আমদানীকারকের আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল না থাকিলে, অথবা আমদানীকারক সম্পূর্ণ নূতন হইলে রপ্তানিকারক যাহাতে তাহার রপ্তানী মূল্য সম্পূর্ণ আদায় করিতে পারে তাহার এক উপায় এই প্রত্যয়পত্র। আমদানীকারকের দেশে রপ্তানী কারকের পরিচিত ব্যাঙ্ক অথবা তাহার কোন প্রতিনিধি প্রত্যয় পত্র দিয়া রপ্তানী মূল্য শোধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে। আমদানীকারক রপ্তানীকারকের নির্দ্ধারিত ব্যাঙ্কে অথবা তাহার প্রতিনিধির নিকট আমদানীর মূল্য জমা দিলে অথবা উহার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে, ঐ ব্যাঙ্ক অথবা রপ্তানীকারকের প্রতিনিধি রপ্তানীকারকের নিকট প্রত্যয় পত্র পাঠায়। প্রত্যয় পত্র সহিকারী ব্যাঙ্ক অথবা প্রতিনিধি রপ্তানী মূল্যের জন্য হুণ্ডি সাকরণ বা গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকে। কিন্তু রপ্তানী কারককেও হুণ্ডির সহিত বহনপত্র, চালান ইত্যাদি সমস্ত দলিলযুক্ত করিয়া দিতে হয়, যাহাতে ক্রেতা প্রত্যয় পত্রের মূল্য শোধ করিতে অপারগ হইলে, প্রত্যয়পত্রের দাতা ইচ্ছা করিলে আমদানী দ্রব্য তাহার নিজের অধিকারে রাখিতে পারে।

প্রত্যয় পত্র দুই প্রকারের হইতে পারে— (১) অপ্রতিসংহার্য্য বা অবিচল (Confirmed অথবা Irrevocable): ইহাতে আমদানীকারক ও রপ্তানী কারকের মত না নিয়া প্রত্যয়পত্র প্রত্যাহার করা যায় না; (২) প্রতিহার্য্য প্রত্যয়পত্র (Unconfirmed or Revocable) ইহাতে মাল এবং হুণ্ডি আসিয়া পৌছিবার পূর্বে যে কোন সময় প্রত্যয়পত্র প্রত্যাহার করার অধিকার থাকে।

Letter of Hypothecation—বন্ধক পত্র; রেহন নামা: ব্যাঙ্ক আমদানীকারককে বহনপত্র, চালান, বীমাপত্র এই সকল দলিলের বিরুদ্ধে ঋণ দিলে ব্যাঙ্ক আমদানী দ্রব্যের উপর পূর্বস্বত্ব রাখে, কারণ ঋণ-গ্রহীতা অর্থাৎ আমদানীকারক ঋণের অর্থ শোধ করিতে অপারগ হইলে, আমদানীকৃত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করার অধিকার ব্যাঙ্কের থাকে। আমদানীকৃত দ্রব্য বন্ধক রাখিয়া যে চুক্তি করা হয় উহাই বন্ধকপত্র বা রেহন নামা। পূর্বস্বত্ব রক্ষিত হয় বলিয়া ইহাকে পূর্বস্বত্ব পত্রও কহে। Letter of Lien দ্রষ্টব্য।)

Letter of Indemnity—ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকার পত্র: (১) রপ্তানীকারক আমদানীকারককে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়া যে পত্র

দেয় তাহাকে ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকার পত্র বলে। অথবা কোন দ্রব্য উৎপাদক ব্যবসায়ীকে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়াও এই রকম অঙ্গীকার পত্র দিতে পারে। রপ্তানীকৃত মাল ভালমত বাক্সবন্দী বা পেটি করিয়া না পাঠাইলে তজ্জনিত কোন ক্ষতি হইলে ক্ষতি পূরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। অথবা যে কয়টি পেটি বা বাক্স জাহাজে পাঠান হয় সে সম্বন্ধে রপ্তানী কারকের বিবৃতির সহিত জাহাজের নাবিকের বিবৃতির মিল না হইলে উহা যাহাতে বহন পত্রে লিখিত না হয় তাহার জন্যও পৃথকভাবে ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকারপত্র দেওয়া হয়।

২। অনেক সময়ে ব্যাঙ্কের মারফতে অর্থ তুলিবার জন্য চেক জমা দিলে চেকে কোন সাধারণ ত্রুটি থাকিলেও ব্যাঙ্ক ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকার পত্রে সহি করাইয়া চেকের লিখিত অর্থ চেক জমাকারীকে দিয়া থাকে, অবশ্য যদি চেক জমাদাতা ব্যাঙ্কের মক্কেল হয় এবং তাহার আর্থিক অবস্থার উপর ব্যাঙ্কের যথেষ্ট বিশ্বাস থাকে।

Letter of Indication—নির্দেশ পত্র : গস্তীপ্রত্যয়পত্রে উল্লিখিত প্রাপক বিদেশে ভ্রমণকালীন তাহার ব্যক্তিসত্তা প্রমাণ করার জন্য যে নির্দ্দেশপত্র আবশ্যক হয় তাহাকে বুঝায়। ব্যক্তিসত্তা প্রমাণপত্র সর্বদাই প্রাপককে সঙ্গে বহন করিতে হয় নচেত বিদেশে গস্তীপ্রত্যয়পত্র ভাঙ্গাইতে পারে না।

Letter of Licence—অধিকার পত্র : ঋণ শোধে অসমর্থ ব্যবসায়ীকে পাওনাদারের দেনা শোধ না করিয়াও নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত ব্যবসায় চালাইবার অধিকার দিয়া পাওনাদার যে পত্র দেয় উহাই অধিকারপত্র। অসমর্থ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কোন আইনসঙ্গত মামলা মোকদ্দমাও ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাওনাদার আদালতে উপস্থিত করে না।

Letter of Lien—বন্ধক পত্র; পূর্বস্বত্ব পত্র : Letter of Hypothecation দ্রষ্টব্য।

Letter of Marque : বেসরকারী ব্যক্তিগত জাহাজী কোম্পানীকে যুদ্ধকালে শত্রুদেশের জাহাজ আক্রমণ করা অথবা শত্রুদেশের জাহাজের মাল ক্রোক করার অধিকার দিয়া সরকার পক্ষ হইতে যে লাইসেন্স বা অধিকারপত্র দেওয়া হয় তাহা।

Letter of Regret—শেয়ার অস্বীকৃতিপত্র : শেয়ার ক্রয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আবেদন করিলে, কোম্পানী যদি আবেদনকারীর নিকট

শেয়ার বিক্রয় করিতে রাজী না থাকে, অথবা বিক্রয় করার মত কোন শেয়ার না থাকে তাহা হইলে কোম্পানী আবেদনকারীর নিকট শেয়ার বিলির অস্বীকৃতি পত্র পাঠায়। Letter of Regretএ ঐ প্রকার অস্বীকৃতিই মাত্র বুঝায়।

Letter of Renunciation—স্বত্ব ত্যাগ পত্র : কোম্পানী বা যৌথ প্রতিষ্ঠান অনেক সময়ে মূলধন বাড়াইবার জন্য বাজারে শেয়ার বিক্রয় না করিয়া উহার অংশীদার বা সদস্যদের মধ্যে শেয়ার বিক্রয় করিয়া থাকে। যখন ঐ প্রকার নূতন শেয়ার বিলি করা হয় তখন শেয়ার পত্রের সহিত স্বত্বত্যাগ পত্রও যোজনা করিয়া দেওয়া হয়। যদি অংশীদার বা সদস্য শেয়ার কিনিতে রাজী না থাক তবে ঐ স্বত্ব ত্যাগ পত্রে সহি করিয়া দেয়। (Cum new , Cum all দ্রষ্টব্য)। স্বত্বত্যাগ পত্র সাধারণত অংশীদার বা সদস্য তাহার মনোনীত কোন এক অথবা একাধিক ব্যাক্তির অনুকূলেই দিয়া থাকে।

Letter of Administration—ব্যবস্থাপনার অধিকারপত্র : ইচ্ছাপত্র সম্পাদন না করিয়া কেহ মারা গেলে তাহার সম্পত্তি তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনার জন্য আদালত প্রায়ই মৃতব্যাক্তির কোন নিকট আত্মীয়কে ব্যবস্থাপক নিয়োগ করেন। ঐ নিয়োগপত্রই ব্যবস্থাপনার অধিকার পত্র। কিন্তু সরকার নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক বা ব্যবস্থাপক ব্যবস্থাপনায় কোনরূপ তাচ্ছিল্য দর্শাইলে অন্য কোন স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিও ব্যবস্থাপক নিযুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করিতে পারে।

Letters Patent—কৃতিসত্ব অধিকার ; একস্ব অধিকার : নূতন উদ্ভাবিত বা আবিষ্কৃত কোন দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একই নামে যাহাতে অন্য কেহ উৎপাদন করিতে না পারে এবং ঐ দ্রব্যের যাহাতে নকল না হয় তজ্জন্য সরকার এক অধিকার পত্র দেয়। এই অধিকার পত্র দ্বারা আবিষ্কারক নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা পায় এবং একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার ভোগ করিতে পারে।

Levant Trade—ইটালির পূর্বদিকে অবস্থিত ভূমধ্যসাগরীয় উপকুল বন্দর বা উপকুল স্থানগুলির সহিত ব্যবসায়কে **Levant trade** বলে।

Level of Living—জীবন যাত্রার স্তর : জীবন যাত্রার স্তর বলিতে কোন ব্যক্তির অথবা কোন সম্প্রদায়ের প্রকৃত আর্থিক অবস্থাকে বুঝায়।

Liability—দেনা ; দায় : অপর কাহাকেও যাহা শোধ করিতে হইবে ;

অন্যের নিকট ঋণ তাহা। ব্যবসায়ের উদ্বৃত্ত পত্রে মূলধন দায় খাতে কেন দেখান হয়, সে বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ জাগে। ব্যবসায়ী নিজে যে মূলধন নিয়োগ করে উহা ব্যবসায়ীর পাওনা সন্দেহ নাই কিন্তু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসায়ী হইতে পৃথক দেখিলে ব্যবসায়ের সম্পদ হইতে ব্যবসায়ীর মূলধন শোধ করিতে হয় এবং সেই জন্য মূলধন ব্যবসায়ের দেনা। আবার দোহরা হিসাব রক্ষণে প্রত্যেক লেনদেনের ২টি ভাগ জমা ও খরচ; পাওনা ও দেনা, একই সময় লিপিবদ্ধ করিতে হয়। যখন মূলধন নিয়োগ করা হয় তখন মূলধন খাতে পাওনা রাখিয়া, নগদান বাবদে দেনা দেখান হয়। অথবা মূলধন হিসাব পাওনাদার ও নগদান হিসাব দেনাদার। কাজেই যত দিন মূলধন তুলিয়া নেওয়া না হয় ততদিন মূলধন দায় হিসাবে দেখান হয়।

Liberal School—Classical School দ্রষ্টব্য।

Liberalisation of Trade—ব্যবসায় প্রসারণ: আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অনেক সময়ে সরকার অনেক প্রকার নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিয়া থাকে অথবা প্রয়োগ করিতে বাধ্য হয়। আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক বসান, অথবা বরাদ্দ নির্দ্ধারণ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক আদান প্রদান সমতা বজায় রাখার জন্য, প্রয়োগ করিয়া বাণিজ্য সংকোচ করার আবশ্যক হইতে পারে। যে কোন উপায় অবলম্বন করিলে, অর্থাৎ শুল্কের হার কমান, শুল্ক তুলিয়া দেওয়া অথবা বরাদ্দের পরিমাণ বাড়ান অথবা বরাদ্দ নিয়ন্ত্রণের নিয়ম তুলিয়া দিলে তাহাকে ব্যবসায় প্রসারণ বলে।

Lien—পূর্বস্বত্ব: আর্থিক দায় মিটান সাপেক্ষ অথবা কোন সর্ত্ত পরিপূরণ সাপেক্ষ অন্যের কোন সম্পত্তি আটক রাখার অথবা অন্য কোন সর্ত-পূরণ স্থগিত রাখার অধিকারকে পূর্বস্বত্ব কহে। যেমন জাহাজে মাল পাঠাইলে মাল প্রেরক অথবা মালের মালিক যতক্ষণ মালবহনের ভাড়া শোধ না করে ততক্ষণ জাহাজ মাল খালাস না দিয়া আটক রাখিতে পারে। ইহাই জাহাজের মালিকের পূর্বস্বত্ব।

Life Estate—জীবন স্বত্ব: কাহারও জীবিতকাল পর্য্যন্ত কোন সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার থাকিলে সেই সম্পদকে জীবন স্বত্ব বলে।

Lifo: শেষ আগমন ও প্রথম বহির্গমন Last in first out এর সংক্ষিপ্ত প্রয়োগ। হিসাব রক্ষণে ব্যবহার হয়। এই নিয়মে কোন দ্রব্যের একক মূল্য এবং একক মুনাফা বাহির করিতে হইলে যে কাচা মাল

সর্বশেষ ক্রয় করা হয় সেই মূল্যকে অথবা সর্বশেষ দ্রব্যটির উৎপাদন খরচকে একক ক্রয় মূল্য অথবা উৎপাদন ব্যয় ধরিয়া সমস্ত দ্রব্যের মোট বিক্রয় মূল্য স্থির করা হয়।

Limited Liability—সসীম দায়, সীমাবদ্ধ দায়ঃ যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দুই রকমের হইতে পারে—অসীম দায়, সীমাবদ্ধ দায়। সীমাবদ্ধ দায় বলিতে শেয়ার ক্রেতাদের দায় যত সংখ্যক শেয়ার বিলি করা হয় উহার আংকিক মূল্য পর্য্যন্তই সীমাবদ্ধ। কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে শেয়ারের আংকিক মূল্যের যে অংশ পরিশোধ করা হয় নাই, সেই দিনে শেয়ার মালিকের দায় মাত্র ততটুকুই। শেয়ারের মূল্য পুরাপুরি শোধ হইলে শেয়ার মালিকের আর কোন দায় থাকেনা। এক ব্যাক্তি একটি যৌথ প্রতিষ্ঠানে ১০খানা শেয়ার ক্রয় করিল—প্রত্যেক শেয়ারের মূল্য ১০০৲ টাকা। ঐ ব্যাক্তির দায় ১০০০৲ টাকা। উহা হইতে সে যদি ৮০০৲ শত টাকা শোধ করিয়া থাকে তবে তাহার দায় মাত্র ২০০৲। আর ১০০০৲ টাকা শোধ হইয়া থাকিলে তাহার দায় শূন্য। সীমাবদ্ধ দায়ের সুবিধা এই যে ব্যবসায় গুটাইলে শেয়ার মালিককে ব্যবসায়ের দায়ের জন্য শেয়ারের বাকী মূল্যের অতিরিক্ত কোন অর্থ দিতে হয় না এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দায়ের জন্য তাহার ব্যাক্তিগত সম্পত্তি ক্রোক দেওয়া চলে না। Unlimited Liability দ্রষ্টব্য।

Limited Partnership—সসীম অংশীদারী ব্যবসায়ঃ অংশীদারী ব্যবসায়ে অংশীদারদের ব্যাক্তিগত দায় অসীম। ব্যবসায়ের দায়ের জন্য অংশীদারদের ব্যক্তিগত সম্পদ ও সম্পত্তিও ক্রোক দেওয়া আইনসিদ্ধ। ইহাতে নিষ্ক্রিয় অংশীদার অনেক সময়ে অনেক অসুবিধায় পড়ে বিশেষতঃ সক্রিয় অংশীদার যদি সৎ না হয়। কাজেই গ্রেটবৃটেনে ১৯০৭খৃঃ আইন করিয়া সসীম অংশীদারী ব্যবসা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহাতে সকল অংশীদারেরই দায় সীমাবদ্ধ নহে। অন্ততঃ এক জন অংশীদারও থাকিবে যাহার দায় অসীম অর্থাৎ সে নিজে ব্যবসায়ের সমস্ত দায় ও দেনার জন্য দায়ী। যাহাদের পুঁজি আছে অথচ ব্যবসাদারী বুদ্ধি নাই তাহাদের অর্থ যাহাতে নির্বিঘ্নে ব্যবসায়ে নিয়োগ করা যায় এবং যাহাতে তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয় সেই জন্যই এইরূপ আইন করা হইয়াছে। Partnership দ্রষ্টব্য।

Limited Assigns—সংরক্ষিত স্বত্বনিয়োগঃ কয়লাখনির অথবা যে কোন প্রকার খনির স্বত্ব নিয়োগে প্রয়োগ হয়। জমির অথবা খনির

ইজারা গ্রহীতা কাহাকে বা কাহাদের স্বত্বনিয়োগ করিতে পারিবে তাহা যদি ইজারাদার নিজেই স্থির করিয়া জমি ইজারা দেওয়ার চুক্তি করে তবে ঐরূপ স্বত্ব নিয়োগকে সংরক্ষিত স্বত্ব নিয়োগ কহে। ইহাতে ইজারা গ্রহীতা ইজারা দাতার মনোনীত ব্যাক্তি ব্যতীত কাহাকেও স্বত্ব নিয়োগ করিতে পারেনা।

Limited and Reduced—সীমাবদ্ধ ও ন্যূনীকৃত : অনেক সময়ে যৌথ প্রতিষ্ঠানের নামের সংগে "সীমাবদ্ধ ও ন্যূনীকৃত" যোগ করিয়া দিতে দেখা যায়। ইহার অর্থ এই যে যৌথ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার মালিকদের দায় সীমাবদ্ধ এবং উহার মূলধন পুর্বে যাহা ছিল তাহা হইতে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যে সকল প্রধান কারণে মূলধন ন্যূনীকরণ হয়—(১) যখন ব্যবসায়ের সকল মূলধন লাভজনকভাবে বিনিয়োগ করা যায় না অর্থাৎ অনাবশ্যক মূলধন জমা হয়; (২) যখন ব্যবসায়ের লোকসান রাশিকৃত হয় তখন। লোকসান রাশিকৃত হইলে উহা যদিও সম্পদ খাতে দেখান হয় কিন্তু ঐ লোকসান পূরণের যখন আর কোন আশা থাকে না তখন লোকসানের সমান মূল্যের মূলধন কমাইয়া দেওয়া হয়। (৩) অপ্রাকৃত সম্পদ আদায়ের অযোগ্য হইলে যেমন সুনামের মূল্য যদি খুব বেশী ধরা হয়, উহার প্রকৃত মূল্যে আনায়ন করার জন্যও মূলধন কমাইয়া দেওয়া হয়। কারণ সুনাম সম্পদের উপর মূলধনের দায় রহিয়াছে।

মূলধন ন্যূনী করণের পন্থা—(১) যদি প্রচুর মূলধন জমা হয় এবং নগদান অর্থ প্রচুর থাকে তবে নগদ অর্থ শোধ করিয়া শেয়ারের মূল্য কমাইয়া পুরাতন শেয়ারের বদলে নূতন শেয়ার বিলি করা হয়। (২) যদি লোকসান রাশিকৃত হয় তখন লোকসান উঠাইয়া দেওয়ার জন্যও সমপরিমাণ মূলধন কমাইয়া দেওয়া হয়। (৩) অনুরূপ ভাবেই আদায়ের অযোগ্য অপ্রাকৃত সম্পদের মূল্য কমাইয়া আদায়ের যোগ্য মূল্যে আনিয়া সমপরিমাণ মূলধন কমাইয়া দেওয়া হয় (৪) যদি মূলধন নিয়োগের সম্ভাবনা সঙ্কুচিত হয় তাহা হইলে শেয়ার অনাদায়ী অংশ আদায় না করিয়া পুরাতন শেয়ারের পরিবর্ত্তে আদায়ীকৃত মূলধন পরিমাণ মূল্যের নূতন শেয়ার বিলি করিয়া দেওয়া হয়। ১০৲ মূল্যের শেয়ারের ৮৲ টাকা পর্য্যন্ত আদায় করা হইয়াছে। প্রতি শেয়ারে বাকী ২৲ টাকা আদায় না করিয়া ১০৲ টাকা মূল্যের পুরাতন শেয়ারের স্থলে ৮৲ টাকা মূল্যের নূতন শেয়ার দিতে পারে।

Line Organisation—সরল রৈখিক সংগঠন : ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বিশেষত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার সর্ব ক্ষমতা একই ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত থাকিলে সেই প্রকার সংগঠনকে সরল রৈখিক সংগঠন বলে। সর্বময় ব্যবস্থাপক শিল্প পরিচালনার জন্য বিভাগীয় ব্যাবস্থাপকের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করিয়া থাকে। বিভাগীয় ব্যবস্থাপক সরাসরি সর্বময় ব্যবস্থাপকের নিকট তাহার সমস্ত কার্য্যের জন্য জবাবদিহি করিয়া থাকে। এই প্রকার সংগঠনে পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার দায়িত্ব সর্বময় পরিচালকের হাতেই ন্যস্ত থাকে। ইহাকে যুদ্ধকল্প সংগঠনও বলে (Military Line Organisation)। কিন্তু এই কথাটির তাৎপর্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কারণ সৈন্য বিভাগও ক্রমশঃ বিভাগীয় ভিত্তিতে সংগঠিত হইতেছে। Functional Organisation ; Line & Staff Organisation দ্রষ্টব্য।

Line and Staff Organisation—সরলরৈখিক ও দপ্তর সংগঠন: শিল্প প্রতিষ্ঠান খুব প্রসার লাভ করিলে মুষ্টিমেয় কার্য্য নির্ব্বাহকের পক্ষে শিল্প পরিচালনা কঠিন হয় বলিয়া প্রত্যেক বিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহকদের সহকারী নিযুক্ত করা হয়। সহকারীদের কর্ত্তব্য বিভাগের পরিকল্পনা গঠন করা; এবং পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য আবশ্যকীয় উপদেশ দেওয়া। কাজেই এই সকল সহকারী উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করে। বিভাগীয় শ্রমিকদের উপর নিয়ন্ত্রণ কার্য্য নির্ব্বাহকদের হাতেই থাকে। এবং তাহারা সহকারী উপদেষ্টা ও শ্রমিকদের মধ্যে সদ্ভাব ও সমন্বয় বজায় রাখিয়া উৎপাদন অব্যাহত রাখিতে সাহায্য করে। শিল্প প্রতিষ্ঠান খুব বেশী প্রসার লাভ করিলে সহকারীদের দপ্তরও বাড়াইতে হয় এবং ফলে প্রত্যেক সহকারীর নিজস্ব একটি দপ্তর খোলা হয়। এই প্রকার সংগঠনকে সরলরৈখিক ও দপ্তর সংগঠন কহে। Line Organisation, Functional Organisation, Line & Functional Staff Orgainsation দ্রষ্টব্য।

Line and Functional Staff Organisation : Functional Organisation দ্রষ্টব্য

Limping Standard—বৈকল্পিক মুদ্রামান : বৈকল্পিক মুদ্রামানে নামত দ্বিধাতুমানই বুঝায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা স্বর্ণমানের এক রকমফের। প্রকৃত স্বর্ণমান বজায় রাখা সম্ভব না হইলে অনেক সময় সরকার স্বর্ণ মুদ্রা ও রৌপ্য

মুদ্রা উভয়কেই বৈধ মুদ্রা বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে কিন্তু রৌপ্য মুদ্রা স্বর্ণ মুদ্রার সহিত এক নির্দ্দিষ্ট হারে বিনিময় হয়। দ্বিধাতুমানে যেমন স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা সহজ ও অবাধ পরিবর্ত্তনযোগ্য বৈকল্পিক মুদ্রামানে তাহা নহে। অর্থাৎ রৌপ্যমুদ্রার পরিবর্ত্তে স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া সরকারের পক্ষে বাধ্যতামূলক নহে।

Liquid Asset—অতিসহজে বিক্রয় উপযোগী সম্পদ; নগদ পুঁজি: ব্যবসায়ের যে সম্পদ বিনা লোকসানে এবং বিনা কষ্টে বিক্রয় করা যায় তাহাই নগদ পুঁজি অথবা নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য সম্পদ।

Liquidation—কারবার গুটান; অবসায়ন: কোম্পানী আইনে পঞ্জীভূত ও রেজিষ্ট্রীকৃত যৌথ প্রতিষ্ঠান কারবার গুটাইলে তাহাকেই কারবার গুটান বলে। অবশ্য চলতি কথায় যে কোন ব্যবসায় কারবার বন্ধ করিলে তাহাকেও কারবার গুটান কহে। কারবার গুটাইলে প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একজন অবসায়ক নিযুক্ত করা হয়---যে ব্যবসায়ের পাওনা আদায় করিয়া পাওনাদারদের দেনা শোধ করে।

Liquidated Damage—স্থিরীকৃত ক্ষতি: চুক্তিতে আবদ্ধ কোন এক পক্ষ চুক্তি ভঙ্গ করার জন্য অপরপক্ষের কোন ক্ষতি হইলে যখন ক্ষতির আর্থিক মূল্য উভয় পক্ষের মধ্যে স্থির হয়, (যাহা চুক্তিভঙ্গকারী শোধ করিতে বাধ্য থাকে), তখন ঐ স্থিরীকৃত ক্ষতির মূল্যকে স্থিরীকৃত ক্ষতি কহে।

Liquidity Preference—নগদ অর্থের প্রবণতা: বিশেষ ব্যক্তি তাহার আয়ের কত অংশ নগদান জমাইবে অর্থাৎ ব্যাঙ্কে জমা রাখিবে যাহা যে কোন মুহুর্ত্তেই নগদান অর্থে পরিবর্ত্তন করিতে পারে তাহাকেই তাহার নগদ অর্থের প্রবণতা বলে। স্থায়ী ও মূলধন সম্পদে বিনিয়োগ না করিয়া যে আয়ের যে অংশ সঞ্চয় করা হয় তাহাকেই বিশ্ববিশ্রুত অর্থনীতিবিদ্ লর্ড কেইনস (Lord Keynes) নগদ অর্থ সঞ্চয়ের প্রবণতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে নগদ অর্থ সঞ্চয়ের প্রবণতা ও মুদ্রার পরিমাণ সুদের হার স্থির করে। মুদ্রার পরিমাণ ও নগদ অর্থ সঞ্চয়ের প্রবণতা বাড়িতে থাকিলে সুদের হার কমে। বিপরীত ক্ষেত্রে সুদের হার বাড়ে।

Listed Security—লিষ্টিভুক্ত বা তপশীলভুক্ত ঋণ পত্র বা প্রতিভু পত্র:—ষ্টক ও শেয়ার বাজারে বিক্রয়ের জন্য যে সকল ঋণ পত্র ষ্টক বাজারের অধিকর্ত্তার অনুমোদন লাভ করিয়াছে এবং যে সকল ঋণ পত্র বা প্রতিভূ পত্র শেয়ার বাজারে ক্রয় বিক্রয় উপযোগী শেয়ারের তপশীলভুক্ত

বা লিষ্টি ভুক্ত হইয়াছে তাহাই লিষ্টি ভুক্ত ঋণ পত্র।

List Price—তপশীল মূল্য বা প্রকাশিত মূল্য : দস্তুরি, বাট্টা, ছুট, বাদ, কমি, বাদ না দিয়া দ্রব্যের যে মূল্য প্রকাশিত করা হয় তাহাই তপশীল বা প্রকাশিত মূল্য :

Livery Company—পোষাক নির্দ্দেশক : পুরতন কারিগরী সংঘ হইতে, বিশেষ প্রকারের কতকগুলি যৌথ প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এইরকম প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীদের এক একটি বিশেষ পোষাক আছে যাহা দ্বারা তাহাদের নিযুক্তক প্রতিষ্ঠান ধরা যায়। সেইজন্য ইহাদের পোষাক নির্দেশক সংঘ কহে। যেমন লণ্ডন সহরের Merchant Tailor, Grocers।

Livery man—পোষাক নির্দ্দেশক সংঘের কর্ম্মচারী। এইরূপ সংঘকে বিশেষ কোন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার দেওয়া হইলে উহার কর্ম্মচারীগণ ঐ সকল অধিকার ভোগ করিতে পারে।

Living Wage—নিম্নতম মজুরী : Minimum wage দ্রষ্টব্য।

Lloyds' : সামুদ্রিক বা নৌ বীমাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। লণ্ডনে লয়েড্ এডওয়ার্ডের কফি হাউসের আড্ডায় কতিপয় ভদ্রলোক সামুদ্রিক বীমা-ব্যবসায় সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করিয়া ১৬৮৮ খৃঃ একটি সামুদ্রিক বীমা কোম্পানী গঠন করেন। ইহাই পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম সামুদ্রিক বীমা সংঘ। তদবধি এই সংঘ সামুদ্রিক বীমাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দখল করিয়া আছে। ইহারা সামুদ্রিক বীমায় অবলেখকের কার্য ব্যতীতও জাহাজ সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যাদি এবং সংবাদাদি প্রকাশ করিয়া থাকে। মুখ্যত সামুদ্রিক বীমা হইলেও ইহা জীবন বীমা ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার বীমাই করিয়া আছে।

Lloyd's Register of Shipping : জাহাজের সমুদ্র গমনোপযোগিতা, মেরামতী অবস্থা, এবং অন্যান্য বিষয় পরীক্ষা করিয়া জাহাজের অবস্থা অনুযায়ী বৃটিশ জাহাজগুলিকে শ্রেণী বিভাগ করার জন্য একটি সংস্থা।

Lloyds Policy—লয়েড সামুদ্রিক বীমা প্রতিষ্ঠানের বীমা পত্র।

Loanable funds theory of Interest—ঋণ তহবিল সুদের নিয়ম : ঋণের চাহিদা ও ঋণের যোগানের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে সুদের হার স্থির হয় ইহাই এই নিয়মের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই নিয়মে ঋণের চাহিদা

ঋণ প্রদান উপযোগী অর্থের পরিমাণের অধিক হইলে সুদ বাড়ে এবং কম হইলে কমে।

Loan Shark—সুদখোরঃ অত্যন্ত চড়া হারে যে সকল মহাজন অনুজ্ঞাপত্র না লইয়া মহাজনী ব্যবসায় করে তাহারাই সুদখোর। কথাটি অবজ্ঞাসূচক।

Loan Capital—ঋণীকৃত মূলধনঃ শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ না করিয়া ঋণ করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিলে তাহাকে ঋণীকৃত মূলধন বলে। মোট মূলধনের যে অংশ ঋণ করিয়া সংগ্রহ করা হয় তাহাই ঋণীকৃত মূলধন।

Local Acceptance—স্থান নির্দ্দেশক সাকরণঃ বিনিময়পত্র সাকরণ করার সময় কোন স্থানে বিনিময়পত্রে লিখিত অর্থ শোধ করা হইবে সাকরণী তাহা উল্লেখ করিয়া দিলে ঐ বিনিময় পত্রকে স্থান নির্দেশক সাকরণ কহে। স্থান উল্লেখ করা থাকিলে ঐ স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও সেই বিনিময় পত্র শোধ হইতে পারে না।

Local Option—স্থানীয় অভিরুচি ; স্থানীয় মর্জ্জিঃ অনেকে মনে করেন যে মদ্য ব্যবসায় আঞ্চলিক ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত অর্থাৎ কোন অঞ্চলের বাসিন্দাগণই স্থির করিবে কি ভাবে মদ্য ব্যবসায় নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। এই নীতিকেই স্থানীয় অভিরুচি বা মর্জ্জি বলে।

Localisation of Industries—শিল্প কেন্দ্রীকরণঃ একই প্রকারের শিল্প এক স্থানে বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠিত হইলে উহাকে শিল্পকেন্দ্রীকরণ বলে। যে সকল কারণে শিল্প কেন্দ্রীভূত হয়—(১) কাচা মালের সহজলভ্যতা। (২) শক্তির সহজলভ্যতা; (৩) অনুকূল আবহাওয়া (৪) যানবাহনের ও যাতায়াতের সুবিধা, (৫) সরকারী সাহায্যে সর্বপ্রথম কোন স্থানে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাকে পরবর্ত্তীগণের অনুসরণের ইচ্ছা; (৬) প্রচুর বেকার শ্রমিক থাকিলে কম মজুরীতে শ্রমিক সংগ্রহের সুবিধা ; (৭) অন্য শিল্পের উপজাত দ্রব্য কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করার সুযোগ ; (৮) বাজারের সন্নিকটবর্ত্তিতা; (৯) বাজার ও পোতাশ্রয়ের নিকটবর্ত্তিতা; (১০) ব্যাঙ্ক ইত্যাদির নিকট হইতে সহজে ঋণ সংগ্রহের সুবিধা ; (১১) স্থানের সুনাম। শিল্প একই অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হইলে ধীরে ধীরে ঐ সকল সুবিধার বেশীর

ভাগ অন্তর্হিত হয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে বর্ত্তমানে শিল্প বিকেন্দ্রীকরণের দিকে সকল দেশেই প্রচেষ্টা চলিতেছে। Decentralisation দ্রষ্টব্য।

Lockers Orders—রক্ষকের চিঠা : শুল্কাধীন পণ্যাগার হইতে কোন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করিতে হইলে শুল্কাধীন পণ্যাগার রক্ষক দ্রব্যের যে বিবরণী দেয় উহাই রক্ষকের চিঠা।

Local Rate—স্থানীয় হার : একই রেলপথের উপরস্থিত দুইটি স্থানের মধ্যে মাল বহন করার জন্য যে হিসাবে মালের ভাড়া আদায় করা হয় তাহাকে স্থানীয় হার কহে।

Lock Out—শিল্পে মালিক শ্রমিক বিরোধ দেখা দিলে শ্রমিকদের উপর আর্থিক চাপ দিয়া তাহাদের মীমাংসার পথে আনার উদ্দেশ্যে মালিক অনেক সময় শিল্প বন্ধ করিয়া দেয়। এইভাবে শিল্প বন্ধ করাকেই লক আউট কহে।

Loco—মূল্য উদ্ধৃতিতে এই শব্দটি ব্যবহার হয়। ইহাতে বিক্রেতা তাহার গুদাম ঘর হইতে বিক্রয়ের মূল্য উদ্ধৃতি করে। বিক্রেতার গুদাম ঘর হইতে ক্রেতা যে স্থানে ইচ্ছা দ্রব্য নিতে পারে এবং নেওয়ার সমস্ত খরচ ক্রেতার। Ex-Warehouse দ্রষ্টব্য।

Log Book—জাহাজের অধ্যক্ষ জাহাজের দৈনিকগতি, হাওয়ার গতি আবহাওয়ার অবস্থা এবং জাহাজ বিষয়ক অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয় যে বহিতে দৈনিক লিপিবদ্ধ করে তাহাকে Log Book বলে।

Lombard Street—লোম্বার্ড ষ্ট্রীট বলিতে লণ্ডনের স্বল্পমিয়াদী ঋণের বাজারকে বুঝায়। লণ্ডনের প্রথম ব্যাঙ্ক ব্যাবসায়ী লোম্বার্ডি হইতে আগমন করে বলিয়া তাহাকে লোম্বার্ড বলা হইত। পরবর্ত্তী সমস্ত মহাজন ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদেরও লোম্বার্ড বলা হয়। এই রাস্তায় লণ্ডনের বিশিষ্ট ব্যাঙ্কগুলি স্থিত বলিয়া এই রাস্তার নাম লণ্ডনের স্বল্পমিয়াদী ঋণের বাজারের সমার্থবোধক হইয়াছে।

London Acceptance Credit : সাধারণ ব্যাঙ্কের ধারের এক ব্যতিক্রম। যে ব্যাঙ্ক প্রত্যয়পত্র দেয় সেই ব্যাঙ্ক বিনিময়পত্র বা হুণ্ডি সাকরণ না করিয়া উহার লণ্ডনস্থ প্রতিনিধি সহি করে এবং পরে ঐ হুণ্ডি রপ্তানী কারকের নিকট পাঠাইয়া দেয়। লণ্ডনস্থ ব্যাঙ্ক বিদেশস্থ ক্রেতার পক্ষে ইংরেজ বিক্রেতার নামে এই প্রকার সাকরণী ঋণপত্র দিয়া থাকে। বৃটিশ রপ্তানী-

কারকের ব্যবসায়ের সুনাম খুব সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে বিদেশস্থ ক্রেতা তাহার ব্যাঙ্ককে ব্যাঙ্কের লণ্ডনস্থ প্রতিনিধির অফিসে সাকরণী ঋণপত্র খুলিতে নির্দেশ দেয়। প্রত্যয়পত্রে লিখিত 'অর্থ' অবশ্য বিদেশস্থ ক্রেতা তাহার দেশেই জমা দেয়। চালানী ব্যবসায়ে ইহার প্রয়োগ দেখা যায় সর্বাধিক।

Long : আমেরিকাতে বাজারের তেজী ভাব (Bull) বলিতে Long কথাটি ব্যবহার হয়। যাহারা উচ্চদরের আশায় যথেষ্ট শেয়ার ধরিয়া রাখে তাহাদের আমেরিকাতে Bulls না বলিয়া "Long of Stock" বলে।

Long dated Bill—দীর্ঘ মেয়াদী হুণ্ডি বা বিনিময়পত্র : সাধারণ হুণ্ডির মেয়াদ দর্শনান্তর ৯০ দিন পর্য্যন্ত থাকে। কিন্তু যে সকল হুণ্ডির মেয়াদ দর্শনান্তর ৬ মাস বা ৯ মাস থাকে তাহাকে দীর্ঘ-মেয়াদী হুণ্ডি বা বিনিময়পত্র বলে।

Long Dated Paper : Long dated Bill এর সমার্থবোধক।

Long Dozen : ১২টার পরিবর্তে ১৩টাতে যাহার ডজন গণনা করা হয় তাহাকে বুঝায়।

Long Exchange : Long Rate দ্রষ্টব্য।

Long Rate : দীর্ঘ হার : যে সকল বৈদেশিক হুণ্ডির অন্ততঃ ৩ মাস মেয়াদ আছে সেই সকল হুণ্ডির ক্রয় মূল্যকে দীর্ঘহার কহে।

Long Room : শুল্ক অফিসের যে ঘরে সাধারণের লেনদেন হয়।

Long Term Liability : Fixed Liability দ্রষ্টব্য।

Loose Tools or Loose Plants—স্থানান্তরযোগ্য যন্ত্রপাতি : কোন যন্ত্রপাতি কারখানায় স্থির ভাবে না বসাইয়া, উৎপাদনের প্রয়োজন অনুযায়ী কারখানার মধ্যে স্থানান্তর করা হইলে উহাকে স্থানান্তরযোগ্য যন্ত্রপাতি বলে ।

Loss Leader—লোকসানী নেতা : মোট বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইবার উদ্দেশ্যে ও ক্রেতাদের আকর্ষণ করার জন্য কোন খুচরা ব্যবসায়ী বিশেষ একটি দ্রব্য ক্রয়মূল্যের কমে বিক্রয় করিলে সেই দ্রব্যকে লোকসানী নেতা কহে।

Lost or Not Lost : সামুদ্রিক বীমার ক্ষতিপূরণের একটি নিয়ম। ইহাতে বীমাগ্রহণের পূর্বেই যদি জাহাজ ডুবিয়া গিয়া অথবা অন্যভাবে জাহাজের মালের ক্ষতি হইয়াও থাকে তাহা হইলেও অবলেখক বা বীমাকারী ক্ষতি-

পূরণ দিতে স্বীকৃত থাকে। অবশ্য বীমা গ্রহণের পূর্বেই যে জাহাজ বা মালের কোন ক্ষতি হইয়াছে সে বিষয়ে বীমা গ্রহীতা অবহিত নয় ইহা প্রমাণ হওয়া দরকার।

Lot—সংহতি : নিলামে বিক্রয়ের জন্য কোন দ্রব্য যখন ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভাগ করা হয় তখন প্রত্যেক অংশকে সংহতি কহে।

অনেকগুলি শেয়ার যদি কয়েকটি অংশে ভাগ করা হয় তবে উহার প্রত্যেক অংশকেও সংহতি কহে। যেমন ১০০০ খানা শেয়ার ২৫টা ভাগ করা হইলে প্রত্যেক ভাগকে একটি সংহতি।

Lot Money—সংহতি মূল্য : নিলাম বিক্রেতাকে এক একটি সংহতি বা অংশ বিক্রয়ের জন্য যে দস্তরি দিতে হয় তাহাকে সংহতি মূল্য কহে। কিন্তু শেয়ার বাজারে প্রত্যেক সংহতি ক্রয় করিয়া দেওয়ার জন্য ক্রেতা দালালকে যে দস্তরি দেয় তাহাকে সংহতি মূল্য কহে।

Lucrative Capital—লাভজনক মূলধন : মূলধনের যে অংশ স্বল্পমিয়াদী ঋণপত্র, ষ্টক, বন্ধকপত্র ইত্যাদিতে নিয়োগ করা হয় তাহাকে লাভজনক মূলধন কহে।

Luddite : ইংলণ্ডে যে সম্প্রদায়ের শ্রমিকগণ শ্রম সঞ্চয় পদ্ধতি বা উপায় প্রবর্তনে বাধা দিয়াছিল তাহাদের লুডাইট কহে। ইহারা শ্রমসঞ্চয় পদ্ধতি প্রযোগ হইলে বেকার সমস্যা দেখা দিবে মনে করিয়াই উহাতে বাধা দিয়াছিল। অনেক ক্ষেত্রে উহারা বল প্রয়োগ করিয়া শ্রমসঞ্চয় পদ্ধতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে। জনৈক Ned Lud এই সম্প্রদায়ের অধিনায়ক ছিল বলিয়া তাহার নাম হইতেই সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছে।

Lump Sum Appropriation—থোক বরাদ্দ : কি কি উদ্দেশ্যে ব্যয় হইবে তাহা পূর্বেই নির্দ্ধারণ না করিয়া, আইন সভায় পাশ করিয়া সরকারী বিভাগ হইতে অর্থ বরাদ্দ করিলে তাহাকে মোট বরাদ্দ কহে।

Lump Sum Freight—থোক মাশুল : জাহাজ ভাড়াকারী অথবা রেল ভাড়াকারী মালের পরিমাণ নিরপেক্ষ যে মাশুল জাহাজে অথবা রেলের মালিককে দিতে প্রতিশ্রুতি থাকে উহাই থোক মাশুল। এমন কি ভাড়ার চুক্তি করিয়া মাল না পাঠাইলেও এই ভাড়া দিতে হয়।

Luxury Tax—বাবুগিরি কর : যে সকল দ্রব্য জীবন যাত্রায় অপরিহার্য্য নহে এবং যাহা সাধারণতঃ উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হয় সেই দ্রব্যের

উপর কর বসাইলে উহাকে বাবুগিরি কর কহে। বাবুগিরি করের হার সাধারণত খুবই উচ্চ হয় কারণ যাহারা এই সকল দ্রব্য ভোগ করে তাহাদের কর প্রদান ক্ষমতা অনেক বেশী।

Law of Market—বাজারের রীতি: উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিশারদ Say এই মত প্রচার করিয়াছিলেন যে যোগানই চাহিদা সৃষ্টি করিবে 'Supply will create its own demand' তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় যে বাজারে কখনও অধিক উৎপাদন হইতে পারে না। কারণ কখনও মানুষের সমস্ত অভাব পূরণ হয় না।

M

Macroeconomics : জন সমষ্টির কার্য্যকলাপ, অথবা দ্রব্য সমষ্টি আলোচনা করিয়া কোন অর্থনৈতিক তত্ত্ব নিরূপণ করার চেষ্টা করা হইলে তাহাকে বিশাল অর্থতত্ত্ব বলে। ইহাতে সমষ্টিগত ভাবে ভোগকারীর বা উৎপাদকের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিয়া একটি অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এবং একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়। Microeconomics দ্রষ্টব্য।

Made bill : যে সকল হুণ্ডি অথবা বিনিময়পত্র হুণ্ডিকারক ও গ্রহীতা ব্যতীতও কোন তৃতীয় পক্ষের নাম পিছন সহিকারক হিসাবে উল্লেখ করা থাকে তাহাকে বুঝায়।

Make-work-fallacy : অর্থনীতিক্ষেত্রে অনেকের এইরূপ ভ্রান্ত-ধারণা আছে যে ইচ্ছাকৃতই হউক কি অনিচ্ছাকৃতই হউক, সম্পদ ধ্বংস অথবা অলাভজনক শ্রম ব্যবহার অর্থনৈতিক উন্নতিতে সহায়ক। ইহাদের মতে সম্পদ ধ্বংস হইলে পুনরায় সম্পদ উৎপাদন করার জন্য শ্রমিকের নিয়োগকাল বৰ্দ্ধিত হয় অথবা নূতন শ্রমিক নিয়োগ হয়। অলাভজনক শ্রমিক নিয়োগের ফলে শ্রমিকের সংখ্যা লাগে বেশী কাজেই বেকার সমস্যা দূরীভূত হয় এবং মোট সামাজিক আয় বাড়ে। সাময়িকভাবে ইহা সত্য হইলেও দীর্ঘ দিনের অবস্থা বিচার করিলে ইহা ভুল বলিয়া প্রমাণিত হয়। বাজারে নিয়োজিত শ্রমিক "মন্থর গতি" (Go slow) পন্থা অবলম্বন করিয়া কিছুদিনের জন্য তাহাদের বৃত্তির সময় বাড়াইতে পারে কিন্তু দীর্ঘদিন এই ভাবে চলিলে উৎপাদন খরচ যে বাড়িয়া যাইতেছে তাহা শীঘ্রই উপলব্ধি করা যাইবে। ফলে মালিকপক্ষ হইতে এমন পন্থা গ্রহণ করিতে পারে যাহাতে তৎক্ষণাৎ বেকারত্ব দেখা না দিলেও ধীরে ধীরে বেকার সমস্যা দেখা যাইবেই।

Making a market—বাজার গঠন : কোন নূতন দ্রব্যের বিশেষতঃ কোন নূতন সংঘের শেয়ারের চাহিদা তৈয়ার করার উদ্দেশ্যে কাল্পনিক বা ফালতু ক্রয়ের যুক্তিকে বাজার গঠন করা বলে। ফালতু ক্রয়ের ফলে সাধারণের মনে শেয়ারের চাহিদা সম্বন্ধে এক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত জনসাধারণ শেয়ার কিনিতে প্রবৃত্ত হয়।

Making up Day : শেয়ার বাজারে হিসাব নিকাশের প্রথম দিন। Cantango day দ্রষ্টব্য।

Making up Price—নিকাশ মূল্য : শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ে যে মূল্যে ক্রয় বিক্রয়ের হিসাব বন্ধ ও জের খোলা হয় সেই মূল্যকে নিকাশ মূল্য কহে। নিকাশ মূল্যে ক্রয় ব্যাপারে শেয়ারের ক্রয়মূল্যের সহিত হর্জানা যোগ করিয়া স্থির করা হয় আর বিক্রয়ে বিক্রয়মূল্য হইতে পশ্চাত মিটাইবার দক্ষিণা বাদ দিয়া ধরা হয়। এই মূল্যেই ষ্টক বাজারের নিকাশী ঘরের মাধ্যমে ষ্টক বা শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের হিসাব মিটান হয়।

Malfeasance : বেআইনী কাজ করা হইলে আইনে এই শব্দটি ব্যবহার হয়।

Malthusian theory of Population—ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব : অর্থনীতিবিশারদ ম্যালথাসের মতে জনসংখ্যা খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের হারের চেয়ে অনেক দ্রুত বাড়ে। তাঁহার মতে জনসংখ্যা বাড়ে বর্গবৃদ্ধি হারে (Geometrical progression) যেমন ৩, ৯, ২৭, ইত্যাদি আর খাদ্য দ্রব্য বাড়ে গাণিতিক বৃদ্ধি হারে যেমন ৩, ৬, ৯, ১২, ১৫, ১৮ ইত্যাদি। কাজেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের কোন সামঞ্জস্য থাকে না। ফলে খাদ্য দ্রব্যের ঘাটতি অবশ্যম্ভাবী। ম্যালথাসের মতে মানুষ নিজ চেষ্টায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ না করিলে প্রাকৃতিক উপায়ে, যুদ্ধ মহামারী ইত্যাদি জনসংখ্যা ধ্বংস পাইবে এবং জনসংখ্যা ও খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে এক সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

Managed Currency—নিয়ন্ত্রিত মুদ্রাব্যবস্থা : মুদ্রাব্যবস্থা কোন বিশেষ ধাতুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া দেশের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া মুদ্রা ব্যবস্থার প্রাধিক্যর যে কোন উপায়ে মুদ্রা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করিলে সেই মুদ্রা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত মুদ্রা ব্যবস্থা কহে। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন

করার জন্যই মুদ্রা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যেমন মূল্য স্থিরীকরণের জন্য, অথবা যুদ্ধাদি চালাইবার জন্য ইত্যাদি। স্বর্ণ ও রৌপ্যমান মুদ্রাব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় সমভাব প্রতিষ্ঠা হয় কিন্তু উহার অবর্তমানে স্বয়ংক্রিয় সমভাব প্রতিষ্ঠা হয় না। কাজেই মুদ্রাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। নিয়ন্ত্রিত মুদ্রা ব্যবস্থায় কাগজীমুদ্রা অপরিবর্তনীয়।

Management—ব্যবস্থাপনা : উৎপাদনের উপাদান হিসাবে গণ্য হয়। জমি (কাচামাল), শ্রমিক ও মূলধনের সমন্বয় করিয়া মিতব্যয়িতার সহিত উৎপাদন, ব্যবসায়ের ঝুঁকি গ্রহণ ব্যবস্থাপনার কাজ।

Management Stock—Deferred (Stock) Shares, Founders' Shares দ্রষ্টব্য।

Managing Director—ব্যাবস্থাপক পরিচালক : যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিমেল বন্ধে ম্যানেজিং ডিরেকটার বা ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করার সর্ত থাকিলে পরিচালকমণ্ডলী তাহাদের নিজেদের মধ্যে হইতে একজনকে উক্ত পদে নির্বাচিত করে। ব্যবসায় পরিচালনার সমস্ত ভারই তখন ব্যবস্থাপক পরিচালকের উপর ন্যস্ত থাকে।

Manchester School—ম্যাঞ্চেষ্টার সম্প্রদায় : (Classical School) দ্রষ্টব্য। প্রাচীনপন্থীদের ম্যাঞ্চেষ্টার সম্প্রদায়ও বলা হয়।

Mandat—Assignat দ্রষ্টব্য।

Manifest—ঘোষণাপত্র : জাহাজের মালিক, মালিকের প্রতিনিধি অথবা মাল সংগ্রহের দালালকে বিদেশে মাল পাঠাইবার সময় জাহাজের সমস্ত মালের এক বিশদ বিবরণ দেওয়া দরকার। ইহাকে ঘোষণাপত্র কহে। এই ঘোষণাপত্র জাহাজের মালিককে গন্তব্যস্থলে তাহার প্রতিনিধির নিকট পাঠাইতে হয়। ইহা না পাইলে মাল খালাস করিতে অসুবিধা হয় কারণ এই ঘোষণাপত্র দ্বারাই গন্তব্যস্থলে জাহাজের মালিকের প্রতিনিধি সকল দ্রব্য সনাক্ত ও পরীক্ষা করিয়া থাকে। ইহার একটি অনুলিপি বন্দর ত্যাগ করার ৬ দিনের মধ্যে শুল্ক অফিসে জমা দিতে হয়।

Manufacture—শিল্পজ : এই শব্দটির প্রথম প্রয়োগ ছিল কায়িক পরিশ্রমে উৎপাদন করা। বর্তমানে কাঁচামাল যন্ত্রের সাহায্যে এক নূতন দ্রব্যে রূপান্তরিত হইলে তাহাকে শিল্পজ বা পাকামাল বলে অর্থাৎ কারখানায় উৎপাদিত কোনো দ্রব্যকেই শিল্পজ বা পাকা মাল বলে।

Margin--উপান্ত ; সীমা : শেয়ার বাজারে ঝুঁকিদার বা ফাটকাবাজ দালালের মারফত ক্রয় বিক্রয় করাইলে কি মূল্যে ক্রয় বা বিক্রয় করিতে হইবে তাহার সর্ব্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্য উল্লেখ করিয়া দেয়। সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন মূল্য কত বেশী উঠিতে পারে এবং কত কম নামিতে পারে তাহার উল্লেখ করা থাকিলে উহাকে সীমা বা উপান্ত কহে। (Cover দ্রষ্টব্য)

Marginal Cost—প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় : এক একক উৎপাদন বাড়াইলে সেই এক এককের উৎপাদন ব্যয়কে প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় কহে। শিল্পে ১০০০ একক দ্রব্য উৎপাদন হইত। প্রতিটি দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় ৫৲ টাকা। এখন ১ একক বেশী উৎপাদন করিতে সেই এককের উৎপাদন ব্যয় ৬৲ টাকা হইলে উহার উৎপাদন ব্যয়কেই প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় কহে। প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় প্রান্তিক আয় (Marginal Revenue দ্রষ্টব্য) হইতে যতক্ষণ কম থাকে ততক্ষণই শিল্প মালিক উৎপাদন বাড়াইতে থাকিবে। কিন্তু প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় প্রান্তিক আয়ের অধিক হইলে, মালিক উৎপাদন সংকোচ করিয়া আয় বাড়াইয়া থাকে।

Man-land Ratio—মানুষ ও জমির হার অনুপাত : কোন সময়ে কোন স্থানে জনসংখ্যার সহিত প্রাকৃতিক সম্পদ, কারিগরী উন্নতির প্রসার এবং জীবনযাত্রার স্তরের এক গাণিতিক অনুপাত প্রতিষ্ঠা করিলে তাহাকে মানুষ ও জমির অনুপাত বলে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ থাকে, কারিগরী প্রসার যতক্ষণ অব্যাহত থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জনসংখ্যা বাড়িলেও জীবন যাত্রার মান বাড়ে! কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদ ক্ষয় হওয়ার; কারিগরী প্রসার ব্যাহত হওয়ার পরও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে জীবনযাত্রার মান কমিতে থাকে।

Marginal Buyer—প্রান্তিক ক্রেতা : চলতি মূল্যে যে ক্রেতা কোন দ্রব্য ক্রয় করিতেছিল, মূল্য বাড়াইলে সেই ক্রেতাই যদি ক্রয় বন্ধ করে তাহা হইলে সেই ক্রেতাকে প্রান্তিক ক্রেতা কহে।

Marginal Desirability— প্রান্তিক উপযোগিতা : Marginal Utility দ্রষ্টব্য।

Marginal Efficiency of Capital — মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদিকা শক্তি : অতিরিক্ত মূলধন নিয়োগ করিলে সেই অতিরিক্ত

মূলধন হইতে যে অতিরিক্ত মুনাফা আশা করা হয় উহাকেই মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদিকা শক্তি বলে। কারণ যে হারে মুনাফা আশা করা হয়, নিয়োজিত মূলধন হইতে তাহার কম মুনাফা পাইলে বিনিয়োগের প্রেরণা নষ্ট হয়। মূলধন ঋণ করিতে যে হারে সুদ দিতে হইবে মুনাফার হার যদি উহার কম হয় তাহা হইলে শিল্পমালিক বিনিয়োগ বাড়াইবে না। এই সূত্রটি লর্ড কেইন্‌সের মতে নিয়োগ নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদিকা শক্তি যতক্ষণ মুনাফার হারের সমান হইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত মালিক শ্রমিক নিয়োগ করিবে এবং যন্ত্রপাতির ব্যবহারের প্রসার করিবে। কিন্তু মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদিকা শক্তি মুনাফার কম হইলে মালিক মূলধন দ্রব্যে বিনিয়োগ কমাইবে এবং ফলে বেকারের সংখ্যা বাড়িতে থাকিবে।

Marginal Land—প্রান্তিক জমি ; যে জমির উৎপাদিত দ্রব্য চলতি বাজার দরে বিক্রয় করিলে উৎপাদন ব্যয় মাত্র পাওয়া যায় তাহাকে প্রান্তিক জমি বলে। প্রান্তিক জমিতে উৎপাদন ব্যয় এবং শস্য বিক্রয় করিয়া যে মূল্য পাওয়া যায় উভয়েই সমান, কোন উদ্বৃত্ত থাকে না। ইহাকে Margin of Profitable Cultivationও বলে।

Marginal Producer—প্রান্তিক উৎপাদক : যে উৎপাদক তাহার উৎপাদন চলতি বাজার দরে বিক্রয় করিয়া মাত্র উৎপাদন ব্যয় সংগ্রহ করিতে পারে সেই উৎপাদকই প্রান্তিক উৎপাদক। উৎপাদন ব্যয়ে তাহার নিজস্ব পারিশ্রমিক ধরা হয় কিন্তু আকস্মিক লাভ (Windfall profit) থাকে না। সাম্য বাজারে উৎপাদন ব্যয় ও উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য পরস্পর সমান হয়।

Marginal Product—প্রান্তিক উৎপাদন ; প্রান্তিক দ্রব্য : উৎপাদনে যে সমস্ত উপাদান আছে উহার যে কোন একটি উপাদানের নিয়োগ বাড়াইয়া যে অতিরিক্ত উৎপাদন পাওয়া যায় তাহাই প্রান্তিক উৎপাদন। একটি বা একাধিক উপাদান বাড়াইয়া অপর উপাদান সকল অপরিবর্ত্তিত রাখিলেই যে বাড়তি উৎপাদন পাওয়া যায় তাহাই প্রান্তিক উৎপাদন। উদাহরণ একখণ্ড জমিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম, মূলধন নিয়োগ করিলে ১০ মণ শস্য উৎপন্ন হয়। সকল উপাদান অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া মূলধনের পরিমাণ বাড়ান হইল। ফলে ১৫ মণ শস্য পাওয়া গেল।

বর্ত্তমান উৎপাদন ১৫ মণ ও বিগত উৎপাদন ১০ মণ, দুয়ের ব্যবধান ৫ মণই প্রান্তিক উৎপাদন। প্রান্তিক উৎপাদন বিক্রয় করিয়া যে অতিরিক্ত মূলধন নিয়োগ করা হইয়াছিল তাহা আদায় করা গেলে উৎপাদক আরও মূলধন নিয়োগ করিতে চাহিবে।

Marginal Productivity—প্রান্তিক উৎপাদিকা শক্তিঃ পরিবর্ত্তনীয় উপাদান সকলের যে কোন একটির নিয়োগ বাড়াইলে যে অতিরিক্ত উৎপাদন পাওয়া যায় তাহাই ঐ উপাদানটির প্রান্তিক উৎপাদিকা শক্তি।

Marginal Productivity theory of wages—প্রান্তিক উৎপাদিকা শক্তি মজুরী তত্ত্বঃ এই নিয়মে শ্রমিকের মজুরীর হার প্রান্তিক উৎপাদন হইতে যাহা পাওয়া যাইবে তাহার সমান হইবে—ইহাই প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়। অর্থাৎ একজন শ্রমিক নিয়োগ না করিলে যে পরিমাণ আয় কম হইবে, সেই শ্রমিক নিয়োগ করিলে তাহার উৎপাদন হইতে যদি সেই পরিমাণ আয় পাওয়া যায় তাহা হইলে একজন অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করা লাভজনক এবং একজন শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। সুতরাং শ্রমিকটিকে নিয়োগ না করিলে যাহা কম পাওয়া যাইবে উহাই তাহার মজুরী। তাহাকে প্রান্তিক শ্রমিক বলা হয়। এই তত্ত্বে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা আছে, শ্রমিকদের মধ্যে পূর্ণ গতিশীলতা বর্ত্তমান এবং প্রত্যেকটি বিশেষ বৃত্তিতে পূর্ণ নিয়োগ আছে। যদি এই ৩টি অবস্থা বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে প্রান্তিক শ্রমিকের মজুরীই অন্য সকল শ্রমিকের মজুরীর হার নির্দ্ধারণ করিবে। প্রান্তিক শ্রমিকের উৎপাদনের মূল্য হইতে তাহার মজুরীর হার বেশী হইলে মালিক প্রান্তিক শ্রমিক নিয়োগে বিরত থাকিবে, আর যতক্ষণ প্রত্যেকটি প্রান্তিক শ্রমিকের উৎপাদনের মূল্য শ্রমিকের মজুরীর চেয়ে অধিক হইবে ততক্ষণই শ্রমিক নিয়োগ বাড়ান হয়। একটি শিল্পে ৫০ জন শ্রমিক কাজ করে, যদি ১ জন শ্রমিক অতিরিক্ত নিয়োগ করা হয় তাহা হইলে সেই অতিরিক্ত শ্রমিকের উৎপাদন হইতে ৫৲ টাকা পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু তাহাকে নিয়োগ না করিলে ৫৲ টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা নষ্ট হয়। কাজেই ঐ শ্রমিকটিকে নিয়োগ করা হইবে কিনা তাহা নির্ভর করিবে ঐ শ্রমিকের মজুরীর হারের উপর। তাহার মজুরীর হার যদি ৫৲ টাকার অধিক হয় তাহা হইলে তাহাকে নিয়োগ করা লাভজনক ত নহেই বরং নিয়োগকারীর লোকসান।

কাজেই তাহার মজুরী ঐ ৫৲ টাকার সমান হইবে। মজুরী ৫৲ টাকার কম হইলে শ্রমিকের চাহিদা বাড়িবে এবং মজুরীর হার বাড়িয়া ৫৲ টাকার সমান হইবে।

Marginal Propensity to Consume—প্রান্তিক ভোগস্পৃহা : গাণিতিক অর্থবিদ্যা বিশারদগণ আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করিতে আয় ও ব্যয়ের মধ্যে এক গাণিতিক অনুপাতের সন্ধান করেন। কাহারও নিয়োজ্য আয় (Disposable Income দ্রষ্টব্য) বৃদ্ধি পাইলে বাড়তি আয়ের যে অংশ অতিরিক্ত ভোগ্য দ্রব্য ব্যবহারে ব্যয়িত হয়; দু'য়ের অনুপাতই প্রান্তিক ভোগস্পৃহা। কাহারও নিয়োজ্য আয়=মোট আয় বিয়োগ (প্রত্যক্ষকর+ সরকারী পাওনা)=১৫০৲ টাকা। নিয়োজ্য আয় বাড়িয়া ১৭৫৲ টাকা হইলে এখন বাড়তি নিয়োজ্য আয় (২৫৲ টাকা) হইতে ১০৲ টাকা অতিরিক্ত ভোগ্যদ্রব্যে ব্যবহার করা হইলে, বাড়তি নিয়োজ্য আয় ২৫ ও ভোগ্য দ্রব্যে বাড়তি ব্যয়ের পরিমাণ ১০ ; দু'য়ের অনুপাতই প্রান্তিক ভোগস্পৃহা। শতকরা হিসাবে অনুপাত গণনা করিলে ৪০। কাজেই প্রান্তিক ভোগস্পৃহা যত বাড়ে, দ্রব্য উৎপাদন এবং নিয়োগ ক্রমশই বাড়ে।

Marginal Revenue—প্রান্তিক আয় : অতিরিক্ত এক একক দ্রব্য বিক্রয় করিয়া মোট আয় যে পরিমাণ বাড়ান যায় তাহাই প্রান্তিক আয়। ১০ একক দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ৪০৲ টাকা পাওয়া গেল এবং ১১ একক বিক্রয় করিয়া পাওয়া গেল ৪৩৲ টাকা। এক একক অতিরিক্ত বিক্রয়ের ফলে ৩৲ টাকা প্রান্তিক আয় বাড়িল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রান্তিক আয় প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা অধিক থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত একচেটিয়া উৎপাদক উৎপাদন বাড়াইবে কিন্তু যখন প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় সমান হইবে তারপর আর একচেটিয়া কারবারী উৎপাদন বাড়াইবে না। একচেটিয়া ব্যবসায়ে প্রান্তিক আয়ের হিসাব দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করিতে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে।

Marginal Seller—প্রান্তিক বিক্রেতা : এক নির্দিষ্ট চলতি মূল্য হইতে মূল্য কমাইলে যে বিক্রেতা দ্রব্য বিক্রয় করিতে নারাজ হয় সেই বিক্রেতাকে প্রান্তিক বিক্রেতা কহে।

Marginal Utility—প্রান্তিক উপযোগ : একটি দ্রব্য একাধিক একক ভোগ করিলে যে এককটি হইতে সবচেয়ে কম (সর্বনিম্ন) উপযোগ বা

সন্তুষ্টি পাওয়া যাইবে সেইটির উপযোগই প্রান্তিক উপযোগ। এক ব্যক্তি একটি একটি করিয়া ৫টি কমলা লেবু ক্রয় করিল। উহার মধ্যে পঞ্চম কমলা লেবুটি হইতে সে সবচেয়ে কম উপযোগ পাইবে কারণ ক্রমহ্রাসমান উপযোগতত্ত্বে (Diminishing Utility দ্রষ্টব্য) একথা স্বীকৃত হইয়াছে যে কোন বিশেষ সময়ে কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ বাড়াইতে থাকিলে প্রত্যেকটি অতিরিক্ত দ্রব্যের সন্তুষ্টি বা উপযোগ ক্রমশঃ হ্রাস পায়। কাজেই যে ক্ষেত্রে ক্রেতার উপভোগ সর্বনিম্ন সেইটিই প্রান্তিক উপযোগ। মোট উপযোগ (Total Utility দ্রষ্টব্য) যখন বাড়ে প্রান্তিক উপযোগ তখন কমিতে থাকে। মোট উপযোগ যখন সর্বাধিক প্রান্তিক উপযোগ তখন সর্বনিম্ন। প্রান্তিক উপযোগ কি হারে কমে তাহা ব্যক্তি বিশেষের মানসিক অবস্থা ও দ্রব্যের বিশেষ গুণাগুণের উপর নির্ভর করে।

Marginal Utility School—প্রান্তিক উপযোগ সম্প্রদায়—এই সম্প্রদায়ের অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে ক্রেতা দ্রব্যের জন্য কি মূল্য দিতে রাজী হইবে তাহা দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগ দ্বারা নিরূপিত হইবে। এই সম্প্রদায়ের মতে যেহেতু এক নির্দিষ্ট সময়ে দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশঃ হ্রাস পায় সেহেতু ক্রেতা একই সময় একই দ্রব্যের একাধিক একক ক্রয় করিলে ক্রমশঃ কম মূল্য দিতে চাহিবে। এই সম্প্রদায়কে অষ্ট্রিয় সম্প্রদায়ও (Austrian School) বলে—কারণ অষ্ট্রিয়াতেই এই তত্ত্বের সর্বাধিক আলোচনা হয়।

Marginal Letter of Credit—সপ্রান্ত প্রত্যয়পত্র: প্রত্যয় পত্রের সহিত হুণ্ডি কিভাবে লিখা হইবে এবং কিভাবে সাকরণ করা হইবে তাহার নমুনা যুক্ত করিয়া দিলে সেই প্রত্যয়পত্রকে সপ্রান্ত প্রত্যয়পত্র কহে। সপ্রান্ত প্রত্যয়পত্র বলার তাৎপর্য্য এই যে প্রত্যয়পত্রের এক অংশেই হুণ্ডি লিখনের ও সাকরণের নমুনা দেওয়া হয়। যে ব্যাঙ্ক এই সকল প্রত্যয়পত্র হস্তান্তর ও সম্প্রদান করে তাহাদের সর্বদাই সচেতন থাকা কর্ত্তব্য যে হুণ্ডি লিখন ও সারকরণ নমুনা অনুযায়ীই হইয়াছে। নমুনা অনুযায়ী হুণ্ডি লিখন ও সাকরণ না হইলে ব্যাঙ্ক প্রত্যয়পত্র হস্তান্তর করিলে তাহা নিজের দায়িত্বেই করিয়া থাকে।

Marine Insurance—সামুদ্রিক বীমা: সামুদ্রিক বীমা এক প্রকার ক্ষতিপূরণের চুক্তি। ইহাতে অবলেখক (Underwriter) অথবা বীমাদাতা

(Insurer) বীমা গ্রাহককে (Insured) সমুদ্র পথে জাহাজ চলাচল কালে জাহাজের কোনরূপ ক্ষতি হইলে তাহা পূরণ করিতে প্রতিশ্রুত থাকে। আবার জাহাজের মালিক না হইয়া জাহাজে মাল প্রেরকের সহিত বীমাকারী বা অবলেখকের চুক্তি হইয়া জাহাজের মালের কোন ক্ষতি হইলে মালের মালিককে সেই ক্ষতি পূরণ করিতে বাধ্য থাকে। সামুদ্রিক বীমা অনেক প্রকারের হইতে পারে—যেমন নির্দ্ধারিত মূল্যের বীমাপত্র (Valued Policy) ইহাতে বীমাকৃত দ্রব্যের মূল্য উভয় পক্ষের মধ্যে নির্দ্ধারিত হইয়া বীমাপত্রে উল্লিখিত থাকে। যাত্রা বীমাপত্র (Voyage Policy) ইহাতে এক জায়গা হইতে অপর এক জায়গায় পৌছান পর্য্যন্ত কোন ক্ষতি হইলে সেই ক্ষতি পূরণের প্রতিশ্রুতি থাকে। ক্ষতিপূরণের মূল্য গড়পড়তা নিয়মে (Average দ্রষ্টব্য) স্থির করা হয়; সময়-নিরূপিত বীমাপত্র (Time Policy) ইহাতে এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বীমাদাতার দায় সীমাবদ্ধ থাকে। সামুদ্রিক বীমায় ক্ষতিপূরণের পদ্ধতিতে গড়পড়তা (Average) বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য।

Maritime Law—সমুদ্রবিষয়ক আইন, সামুদ্রিক আইন, সিন্ধু বিধি: বাণিজ্যিক ও শিল্প আইনের যে অংশ বন্দর, পোতাশ্রয়, জাহাজ, নাবিক, আলোকস্তম্ভ ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করে তাহাকে সমুদ্রবিষয়ক আইন বলে।

Maritime Heir—সমুদ্রবিষয়ক পূর্ব্বস্বত্ব: পোতবন্ধক গ্রহীতা (Bottomry Bond Holder) তাহার দেয় ঋণ, নাবিক এবং জাহাজের অন্যান্য মজুর তাহাদের মজুরী না পাইলে আইনতঃ জাহাজ অথবা জাহাজের মাল বিক্রয় করিতে পারে। জাহাজ বা মাল বিক্রয় করার অধিকার পূর্ব্বস্বত্ব দ্বারা সংরক্ষিত থাকে।

Marked Cheque—নির্দ্দিষ্ট চেক; রেখাঙ্কিত চেক: প্রতিশ্রুত চেক,; প্রমাণিত চেক: চেক প্রমাণিত বা রেখাঙ্কিত হইলে সেই চেক নগদ অর্থেরই সমান। যে ব্যাঙ্কের উপর চেক কাটা হয় সেই ব্যাঙ্ক ঐ চেকের উপর প্রমাণীকরণ করে। প্রমাণীকরণের অর্থ এই যে যখন চেক কাটা হইয়াছিল তখন চেকদাতার হিসাবে ব্যাঙ্কে অর্থ জমা ছিল। কোন চেক প্রমাণীকৃত হইলে ঐ পরিমাণ অর্থ চেকদাতার হিসাবে যাহাতে সর্ব্বদাই জমা থাকে ব্যাঙ্ক সে দিকে দৃষ্টি রাখিবে, কারণ প্রমাণীকৃত চেক যখনই ব্যাঙ্কে ভাঙ্গাইবার জন্য উপস্থিত করা হয় ব্যাঙ্ককে তখনই সেই চেক ভাঙ্গাইয়া দিতে

হয়। প্রমাণীকরণদ্বারা ব্যাঙ্ক চেক শোধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে। (Certified Cheque দ্রষ্টব্য)

Market Transfer—Certified Transfer দ্রষ্টব্য।

Market—বাজার : বাজার বলিতে সাধারণত সেই জায়গাকেই বুঝায় যেখানে বিক্রয়োপযোগী পণ্যাদি একত্রিত হয় এবং ক্রয় বিক্রয় হয়। কিন্তু অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিষয়ের আলোচনায় বাজার বলিতে কোন বিশেষ স্থানকেই বুঝায় না। একটি এলাকায় যে কোন একস্থানে ক্রেতা এবং বিক্রেতা সরাসরি পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে অথবা মধ্যগদের মাধ্যমে চাহিদা যোগানের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া যদি কোন একটি দ্রব্যের একটি মূল্য স্থির করে এবং সেই মূল্য ঐ এলাকাভুক্ত সমস্ত স্থানেই যদি বলবৎ হয় তবে ঐ এলাকাকে বাজার কহে। অধ্যাপক বেনহাম্ বাজারকে এই ভাবেই ব্যখ্যা করিয়াছেন। আরও বিশ্লেষণ করিলে এই দাঁড়ায় যে দ্রব্য দৈহিক উপস্থিত না থাকিলেও সেই দ্রব্যের বাজার (market) আছে—এক্ষেত্রে দ্রব্যের বাজার বলিতে দ্রব্যের চাহিদা এবং যোগানকেই বুঝায়। অনেক সময় আমরা বলিয়া থাকি যে অমুক দ্রব্যটির বাজার খুব চড়া (High) অর্থাৎ বাজারে চাহিদার তুলনায় যোগান অনেক কম এবং মূল্য খুব উচ্চ। কাজেই বাজার বলিতে কোন দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের অবস্থাই বুঝায়।

Market Overt—প্রত্যক্ষ বাজার : যে স্থানে দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য সজ্জিত করা হয় সেই জায়গাই প্রত্যক্ষ বাজার। বিক্রেতার বিক্রয়ের অধিকার আইনতঃ দুষ্ট থাকিলেও ক্রেতা সে বিষয়ে অজ্ঞ থাকিয়া যদি প্রত্যক্ষ বাজারে দ্রব্য ক্রয় করে তবে সেই দ্রব্যে ক্রেতার স্বত্বাধিকার অটুট থাকে।

Market Price বাজার দর : বাজার দর বলিতে চলতি দরকেই বুঝায়—তবে অর্থনীতিতে চলতি দর ও স্বাভাবিক দরের মধ্যে একটা পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। এক নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদিত সমস্ত দ্রব্যই যে দরে বিক্রয় হইতে পারে সেই দরকে স্বাভাবিক দর বলে (Normal Price)। কিন্তু যদি কোন কারণে চাহিদা কমিয়া যায়, ফলে দ্রব্যের দরও কমিয়া যায় তাহা হইলে সে সময়ের যে দর তাহাই হয় বাজার দর। বাজার দর ও স্বাভাবিক দর শেষ পর্য্যন্ত সমান হইতে বাধ্য। কারণ চাহিদা কমিয়া যাওয়ার জন্য দর কমিয়া গেলে উৎপাদক উৎপাদন সঙ্কোচ করিয়া পুনরায় দর বাড়াইয়া স্বাভাবিক দরের সমান করিতে পারে। কাজেই চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে

যে সাম্যদর স্থির হয় তাহাই বাজার দর। অর্থাৎ যে দরে ক্রেতা যে পরিমাণ ক্রয় করিতে ইচ্ছুক বিক্রেতাও সেই পরিমাণ বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক সেই দরই বাজার দর।

যোগান		মূল্য		চাহিদা
১০০০		১০৲		২০০
৮০০		৮৲		৪০০
৬০০	বাজার	৬৲	দর	৬০০
৪০০		৪৲		৮০০
২০০		২৲		১০০০

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে সর্বোচ্চ দরে যখন বিক্রেতা সর্বোচ্চ পরিমাণ বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক ক্রেতার চাহিদা তখন সর্বনিম্ন। এইরূপে মূল্য কমার সংগে বিক্রেতার বিক্রয়েচ্ছু পরিমাণ হ্রাস ও ক্রেতার ক্রয়েচ্ছুর পরিমাণ বৃদ্ধি। একটি দরে উভয়ই সমানসংখ্যক ক্রয় বিক্রয় করিতে রাজী। সেই দরই বাজার দর। (Market Price দ্রষ্টব্য)।

Market Rate of Discount—বাজারে বাট্টার হার:—যে হারে হুণ্ডির দালাল এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীগণ হুণ্ডি বাট্টা দিয়া ভাঙ্গাইয়া দেয় তাহাই বাজারে চলতি বাট্টার হার। বাজারে বাট্টার হার অনেক সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক নির্দ্ধারিত বাট্টার হার বা ব্যাঙ্কের হার অপেক্ষা কম হয়। কারণ বাজারে ব্যাঙ্ক এবং হুণ্ডির দালালের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকে বলিয়া বাট্টার হার ব্যাঙ্কের হারের চেয়ে কম হয় কিন্তু ব্যাঙ্কের হার প্রযোজ্য হয় তখনই যখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে হুণ্ডি ভাঙ্গাইয়া ঋণ গ্রহণ করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক শেষ সম্বল ঋণদাতা (Lender of last resort) বলিয়াই ব্যাঙ্কের হার সাধারণতঃ বাজার বাট্টার হারের অধিক হয়।

Marking—মূল্য নিরূপণ: ষ্টক বাজারে এগার ঘটিকা হইতে তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত যে মূল্যে কোন বিশেষ শেয়ার বা ষ্টক ক্রয় বিক্রয় হয় সেই দর লিপিবদ্ধ করা হয়। উহাকেই মূল্য নিরূপণ কহে।

Marshall Plan: European Recovery Plan দ্রষ্টব্য।

Mass Production—বহুল উৎপাদন: Large Scale Production দ্রষ্টব্য।

Master Porter—প্রধান বাহক: পোতাঙ্গন প্রাধিকারের অনুজ্ঞা

প্রাপ্ত যে ব্যক্তি জাহাজে বহনের উদ্দেশ্যে আনীত দ্রব্যাদি গ্রহণ করা, ওজন করা এবং শ্রেণী-বিভাগ করার কার্য্য করে সেই প্রধান বাহক। জাহাজে বাহিত মাল খালাস করিবার কালেও মাল ওজনাদির দায়িত্ব প্রধান বাহকের উপর থাকে।

Matched Order—চটকদারী আদেশ: ফাটকাবাজ যখন বহু দালালের নিকট শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের আদেশ দেয় তখন সেই আদেশকে চটক-দারী আদেশ কহে। কারণ এই প্রকার ক্রয় বিক্রয় বস্তুতঃ চাহিদা প্রসূত নহে, বরং এক অপ্রাকৃত বাজারের অবস্থা স্থাপন করার উদ্দেশ্যেই শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের আদেশ অনেকজন দালালের উপর ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

Material Cost—কাঁচামালের ব্যয়—শিল্পজ উৎপাদনে উৎপাদন-ব্যয়ের যে অংশ কাঁচামাল খরিদ ইত্যাদিতে ব্যয় হয় তাহাই কাঁচামালের ব্যয়। Material Expenseও বলে। উহা দ্রষ্টব্য।

Material Control—কাঁচামাল নিয়ন্ত্রণ: কাঁচামাল নিয়ন্ত্রণ বলিতে কাঁচামাল ক্রয়, গুদামজাত করণ, এবং কাঁচামালের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে বিলি ব্যবস্থা ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিয়ন্ত্রণ করাই বুঝায়। অপচয়, কাঁচামাল তছরুপের পন্থা রোধ করার জন্যই কাঁচামাল নিয়ন্ত্রণের বিশেষ আবশ্যক।

Material Expense—Material Cost দ্রষ্টব্য।

Material Transfer Note—কাঁচামাল স্থানান্তর চিঠা—এক কাজ বা বিভাগ হইতে অন্য কাজ বা বিভাগে কাঁচামাল স্থানান্তর করা হইলে উহা যে চিঠায় লিখা হয় সেই চিঠাকে বুঝায়।

Mates Receipt—জাহাজী মালের রসিদ: জাহাজের মালিক জাহাজে বহন করার জন্য প্রাপ্ত মালের যে রসিদ দেয় সেই রসিদ। এই রসিদ জমা দিলে বহন পত্র পাওয়া যায়। জাহাজী মালের রসিদ মালের মালিকানা স্বত্বের দৃষ্টত প্রমাণ।

Maturity—কালপূর্ণ: হুণ্ডি, বিনিময় পত্র অথবা ঐ প্রকার পরিবর্ত্তনযোগ্য দলিল মেয়াদ অন্তে পরিশোধ করার নির্দ্দিষ্ট দিনকে কালপূর্ণ দিবস কহে।

Mathematical Economics—গাণিতিক অর্থশাস্ত্র: অর্থশাস্ত্রের তত্ত্ব সকল ও উহার আলোচনা যখন অঙ্ক শাস্ত্রের সঙ্কেতদ্বারা প্রকাশ করা হয় তখন তাহাকে গাণিতিক অর্থশাস্ত্র বলে। অর্থনৈতিক তত্ত্ব সকলকে

বৈজ্ঞানিক সত্যতায় প্রতিষ্ঠা করার জন্যই অঙ্ক শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করা হয়।

Mature Economy—পূর্ণাংগ অর্থনীতিঃ অর্থনীতি বিশারদগণ কোন জাতির আর্থিক অবস্থা বুঝাইতে অনেক সময়ে এই কথাটির প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পূর্ণাংগ অর্থনীতি বলিতে জন্মের হার হ্রাস, মূলধনী সম্পদ উৎপাদন; জাতীয় আয়ের অংশ বিনিয়োগের অনুপাত ক্রমশ হ্রাস, এবং অনুপাতে জাতীয় আয়ের অধিক অংশ ভোগ্য দ্রব্যে ব্যয়, এই ৩টি অবস্থাকে বুঝায়।

Maundy Money—গ্রেট বৃটেন ব্যতীত অন্য কোথাও এই মুদ্রা দেখা যায় না এবং গ্রেট বৃটেনেও ইহা বাজারে চলতি নহে এবং আইনানুগ মুদ্রাও নহে। গুড ফ্রাইডের (Good Friday) পূর্বের বৃহস্পতিবার ইংলণ্ডের অধিশ্বর সকল ভিক্ষুকদের ভিক্ষা দেওয়ার জন্য টাকশাল হইতে চার পেনি, তিন পেনি, দুই পেনি ও এক পেনি মূল্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রৌপ্য মুদ্রা তৈয়ার করান। গুড-ফ্রাইডের পূর্বেও বৃহস্পতিবার যীশুখৃষ্ট এক নূতন অনুশাসন (Commandment) দিয়াছিলেন বলিয়া ঐ বৃহস্পতিবারকে Maundy Thursday কহে। যে অনুশাসনটি দিয়াছিলেন তাহা হইল—"ye love one another" পরস্পরকে ভালবাস।

Maximum Hour Legislation—সর্বাধিক ঘণ্টা আইনঃ—প্রত্যেক দেশরই শিল্প শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও দক্ষতা বজায় রাখার জন্য নানা প্রকার আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। শ্রমিক আইন সকল আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার নির্দেশিত নিয়মাবলী অনুসারেই তৈয়ার করা হয়। ভারতবর্ষে শিল্প শ্রমিকদের সর্বোচ্চ কাজের ঘণ্টা সাপ্তাহিক ৪৪, দৈনিক ৮। ইহা ১৯৪৭ সালের কারখানা আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে।

Mackenna Duties—ম্যাককেনা শুল্কঃ গ্রেট বৃটেনে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ম্যাককেনা আমদানী শুল্ক বসান হয়। ১৯১৫ খৃঃ এই শুল্ক বসান হয় এবং ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত বলবৎ ছিল। ১৯৩৮ খৃঃ এই শুল্কটি সাধারণ শুল্কের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যুদ্ধকালে যাহাতে বৈদেশিক মুদ্রা অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানীতে ব্যয় না হয় সেই উদ্দেশ্যেই এই শুল্ক বসান হইয়াছিল। মোটর গাড়ী, ঘড়ি, বাদ্য যন্ত্রাদির উপর শতকরা ৩৩⅓ হারে মুল্যানুসার কর বসান হয় —তবে সাম্রাজ্যপক্ষপাতমুলক করের নিয়মও সংগে সংগে প্রযোজ্য ছিল। ১৯২৬ সালে যানবাহনের জন্য ও বাণিজ্য প্রসারের জন্য যে সকল গাড়ীর প্রয়োজন উহার উপরও এই কর আরোপ করা হয় এবং ১৯২৫ খৃঃ মোটরের টায়ারও

ম্যাককেনা শুল্কের আওতায় আনা হয়।

Mediation—মধ্যস্থতা: শিল্প বিরোধে যাহাতে বিবাদমান দল আপোষ মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারে সেই জন্য অনেক সময় সরকারী নির্দ্দেশে কোন বোর্ড অথবা মণ্ডলীর সন্মুখে বিবাদের বিষয় উপস্থিত করা হয়। মধ্যস্থতার মাধ্যমে আপোষ মীমাংসা করাকেই Mediation বলে।

Measurement Account—অপবর্ত্তন হিসাব, পরিমাপ হিসাব: জাহাজে বাক্সবন্দি মাল পাঠাইলে উহাতে কি হারে মাশুল দাবী করা হইবে, তাহা বাক্সের স্থান পরিমিতির অনুসারে স্থির করা হয়। প্রত্যেকটি বাক্সের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, খাড়া মাপিয়া উহার ধারণ ক্ষমতা বাহির করা হয়; তারপরে মালের প্রকৃতি (হাল্কা কি ভারী) অনুযায়ী মাশুল দাবী করা হয়। যে হিসাব বহিতে বাক্সের পরিমাপ লিখা হয় তাহাকে অপবর্ত্তন বা পরিমাপ হিসাব কহে।

Memorandum of Association—স্মারক লিপি:—প্রত্যেক যৌথ কারবারকেই বাধ্যতামূলক পঞ্জীভূত হইতে হয়। পঞ্জীভূত হইতে হইলে একটি স্মারকলিপি দাখিল করিতে হয়। স্মারকলিপিতে কারবারের নাম, রেজেষ্ট্রীকৃত অফিস, উদ্দেশ্যাবলী, প্রথম উদ্যোক্তাদের বা শেয়ার ক্রেতাদের নাম ঠিকানা, প্রস্তাবিত মূলধনের পরিমাণ দিতে হয়। সসীম যৌথ কারবারের বেলাতে স্মারক-লিপিতে পরিষ্কার ভাবে লিখিতে হয় যে শেয়ার মালিকের দায় সীমাবদ্ধ।

Memorandum of Deposit—গচ্ছিত স্মারক: ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে ব্যবহার হয়। ঋণী বা খাতক ঋণ গ্রহণ করিলে ঋণের জমানত হিসাবে প্রতিভূ পত্রাদি জমা রাখিয়া যে দলিল সম্পাদন করিয়া দেয় তাহাকে গচ্ছিত স্মারক কহে। আবশ্যক হইলে যাহাতে ঐ সকল প্রতিভূ পত্র ব্যাঙ্ক বিক্রয় করিতে পারে সে জন্য আইনত অবশ্য করণীয় কর্তব্য সম্পাদন করার চুক্তিও গচ্ছিত স্মারকে থাকে।

Memorandum of Satisfaction—পরিশোধ স্মারক: কোন যৌথ কারবারীর আইনত সাব্যস্ত ঋণ পরিশোধের সাক্ষ্য নিদর্শন উপস্থিত করিলে যৌথ কারবারের পঞ্জীকারক পঞ্জীতে পরিশোধের সত্যতা লিখিয়া রাখে; উহাকে পরিশোধ স্মারক বলে। কারবারীর নিরাপত্তার জন্য পরিশোধ

স্মারকের নকল রাখা আবশ্যক।

Mercantilism—বণিকবাদ : ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে এক অর্থনৈতিক মতবাদের প্রচার হয়—যে মতবাদের সারাংশ হইল, দেশের অর্থনৈতিক কার্য্যাবলী সর্বদা রপ্তানী উদবৃত্তের উদ্দেশ্যেই নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিৎ। রপ্তানী উদবৃত্তের ফলে প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে স্বর্ণ আমদানী হইবে এবং তাহাই জাতির আর্থিক উন্নতির একমাত্র উপায়। বিভিন্ন দেশের আর্থিক উন্নতি দেশের অভ্যন্তরে স্বর্ণের পরিমাণদ্বারা পরিমাপ করা হয়। বণিকবাদে স্বর্ণই একমাত্র মূল্যবান সম্পদ। মধ্যযুগের আর্থিক অবস্থা বিচার করিলে বণিকবাদকে সমর্থন করার যথেষ্ট কারণ পাওয়া যায়। ঐ যুগে ব্যাঙ্ক ও ঋণ ব্যবস্থা প্রসার লাভ করে নাই বলিয়া যুদ্ধ বিগ্রহে সর্বদাই ভাড়াটে যোদ্ধাদের ব্যবহার করা হইত এবং তাহাদের প্রাপ্য স্বর্ণ দ্বারা পরিশোধ করা হইত।

Mercantile School—বণিকবাদ সম্প্রদায় : বণিকবাদে বিশ্বাসী অর্থনীতিবিদদের বণিকবাদ সম্প্রদায় বলে। ইঁহাদের মতে যে শ্রমিক রপ্তানী দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত নহে তাহারা অনুৎপাদক শ্রমিক (Unproductive Labour) এবং রপ্তানী দ্রব্য উৎপাদনরত শ্রমিকই মাত্র উৎপাদক শ্রমিক (Productive Labour)। ইঁহারা অবাধ রপ্তানী কিন্তু শুল্কাধীন আমদানীর পক্ষপাতী। রপ্তানীর প্রসার ও আমদানীর সংকোচই ইঁহাদের মূল লক্ষ্য।

Merchant Guild—বণিক সংঘ : বণিক সংঘও মধ্যযুগেই ছিল। এক একটি সহরে বা নগরীতে সমস্ত বণিক একটি সংঘে সম্মিলিত হইয়া সেই সহরে একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিত। অনেক সময়ে এই সকল সংঘ পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত একত্রবদ্ধ হইয়া একটি ব্যবসায় গঠন করিত। এক এক প্রকার ব্যবসায়ের এক একটি বণিক সংঘ ছিল।

Merchant Man—বণিজ্য জাহাজ : যে জাহাজ সমুদ্র পথে মাল ও যাত্রী বহন করে সেই জাহাজ। সামরিক জাহাজের (Man of War) বিপরীতার্থক।

Merger—বিলয়ন : এক যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান অন্য এক বা একাধিক যৌথ প্রতিষ্ঠানের সমস্ত শেয়ার ক্রয় করিয়া যাহাদের শেয়ার ক্রয় করা হয় সেই প্রতিষ্ঠানগুলির স্বত্ত্বা লোপ করিয়া দিলে তাহাকে

বিলয়ন বলে। ইহা (Amalgamation) একত্রীকরণের অর্থেও প্রয়োগ হয়। Amalgamation দ্রষ্টব্য।

Merit Rating—গুণ বিশ্লেষণ : শ্রমিকের পদোন্নতি, বেতনবৃদ্ধি ইত্যাদি সুষ্ঠু উপায়ে প্রবর্তন করার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে শিল্প মালিক প্রত্যেক শ্রমিকের দক্ষতা ও গুণাবলীর বিশ্লেষণ করিয়া থাকে। যাহাতে প্রকৃতই দক্ষ শ্রমিক তাহার দক্ষতা অনুযায়ী মজুরী বৃদ্ধি বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাইতে পারে তদুদ্দেশ্যেই গুণ বিশ্লেষণ করা হয়। আবার সাময়িক ভাবে যন্ত্রপাতি অকেজো হইলে কাহাদের ছাটাই করা কর্তব্য তাহাও গুণ বিশ্লেষণ দ্বারা স্থির করা হয়।

Metayage—ভাগচাষী প্রথা : ভূমি প্রথার একটি রূপ। এই প্রকার ভূমি প্রথায় জমি হইতে উৎপাদিত শস্য জমির মালিক ও চাষী এক নির্দিষ্ট হারে ভাগ করিয়া নেয়। ভাগচাষী প্রথায় চাষী জমির খাজনা নগদ অর্থে পরিশোধ না করিয়া শস্যের ভাগ দিয়া শোধ করে। এই প্রথার সুবিধা এই যে উভয় পক্ষই শস্যের উৎপাদন বাড়াইতে সচেষ্ট থাকে। মালিক চাষীকে সর্ববিধ সুযোগ দিয়া শস্য উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে উৎসাহিত করে। ইহাতে জমিতে উভয়েরই স্বার্থ স্বীকৃত হয়। প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শস্য সমান অংশে ভাগ করিয়া নেওয়ার রীতি। তেভাগা আন্দোলনের ফলে অনেক ক্ষেত্রে চাষী দুইতৃতীয়াংশ এবং জমির মালিক একতৃতীয়াংশ এই হারেও ভাগ করা হয়। তেভাগা আন্দোলন সাফল্য লাভ করে নাই বলিয়া ইহা সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজ্য হয় নাই।

Microeconomics—অনুসিদ্ধান্তিক অর্থনীতি : অর্থনীতিতে এক একটি বিশেষ দ্রব্যের চাহিদা, যোগান, উৎপাদন পদ্ধতি, বিলি ব্যবস্থা ইত্যাদি অথবা এক একটি ব্যক্তির বিশেষ দ্রব্যের চাহিদা, ক্রয় ক্ষমতা, আয়, কর প্রদান ক্ষমতা, জীবনযাত্রার পদ্ধতি ইত্যাদি পৃথক পৃথক ভাবে পর্য্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়া একটি অর্থ নৈতিক তত্ত্বে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা হইলে উহাকে অনুসিদ্ধান্তিক অর্থনীতি বলে। ইহাতে বিশেষ হইতে সাধারণে উপনীত হয়। Macroeconomics দ্রষ্টব্য।

Middleman—মধ্যগ : যে ব্যবসায়ী ক্রেতা ও বিক্রেতা, অথবা উৎপাদক ও ভোগকর্তার মধ্যে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করে তাহাকে মধ্যগ বলে। উৎপাদন ও বিলি ব্যবস্থা যতই পরোক্ষ ও জটিল হইতেছে মধ্যগের

প্রয়োজনীয়তাও তত বেশী উপলব্ধি করা যায়। ব্যবসায় বাণিজ্য প্রসারে ইহাদের যথেষ্ট অবদান আছে। আর্থিক সম্প্রসারণ ইহারাই ঘটাইয়া থাকে। মধ্যগ একাধারে উৎপাদকদের চাহিদার মোটামুটি রূপ জানাইয়া উৎপাদনে সাহায্য করে অন্যদিকে ভোগকারীদের সম্মুখে দ্রব্য উপস্থিত করিয়া ভোগে সাহায্য করে। অর্থাৎ মধ্যগই উৎপাদকের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া ভোগকারীর নিকট বিক্রয় করে।

Minimum Rate—সর্বনিম্নহার : সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান সকল উহাদের সেবার পরিবর্তে যাহার কম আর মাশুল দাবী করিতে পারে না তাহাই সর্বনিম্নহার। প্রায় প্রত্যেক সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সর্বনিম্ন হার সরকার আইন করিয়া স্থির করিয়া দেয়।

Minimum Wage—নিম্নতম মজুরী : প্রায় প্রত্যেক শিল্পপ্রধান দেশেই শিল্প শ্রমিকের স্বাস্থ্য, দক্ষতা ও নিম্নতম জীবনযাত্রা বজায় রাখিতে সক্ষম এরূপ মজুরী যাহাতে শিল্পমালিক দেয় সেজন্য আইন প্রণয়ণ করা হইয়াছে। ভারতবর্ষে ১৯৪৮ সালে নিম্নতম মজুরী আইন পাশ হইয়াছে। সর্বনিম্ন মজুরী নির্দ্ধারণে শ্রমিকের কার্য্যের প্রকৃতি, শিল্পের মজুরী প্রদানের ক্ষমতা, বাজার দর, মূল্যস্তর ইত্যাদি বিষয় বিশদভাবে বিবেচনা করা হয়। মূল্যস্তর বৃদ্ধি বা হ্রাসের সহিত নিম্নতম মজুরীও বাড়ান বা কমান হয়। নিম্নতম মজুরী হিসাব করিতে অধিকাল (Overtime) পাওনা, অধিদেয় (Bonus) ইত্যাদি ধরা হয় না।

Mintage—টঙ্কণ মাশুল : ধাতুপিণ্ড হইতে মুদ্রা তৈয়ার করিতে টাকশাল যে মাশুল দাবী করে, তাহাই টঙ্কণমাশুল। স্বর্ণমান বা রৌপ্যমান বা দ্বিধাতুমান মুদ্রা ব্যবস্থায় সরকার স্থির করিয়া দেয় টঙ্কণমাশুল কি হইবে। বর্ত্তমানে কাগজী মুদ্রা প্রচলিত হওয়ার জন্য প্রায় সকল দেশ হইতে অবাধ টঙ্কণ রীতি উঠিয়া গিয়াছে এবং টঙ্কণ মাশুলেরও আর কোন স্থান নাই।

Minimum Subscription—নিম্নতম চাঁদা : যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মণ্ডলী কারবার আরম্ভ করিতে যে নিম্নতম অর্থ একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করে এবং শেয়ার বিক্রয় করিয়া ঐ নিম্নতম অর্থ সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে তাহাই নিম্নতম চাঁদা। নিম্নতম চাঁদার পরিমাণ, কারবারে যে সম্পদ ক্রয় করিয়াছে উহার মূল্য, প্রারম্ভিক ব্যয়, অবলেখকের দস্তুরি, ঐ সকল কারণে ঋণ শোধ, এবং নিম্নতম কার্য্যকরী সক্রিয় মূলধনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠানলিপি

(Prospectus) ছাপাইবার কালে নিম্নতম চাঁদার পরিমাণ প্রায়ই উল্লেখ করিয়া দেয়। ১৯৫৬ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইনে অনুষ্ঠানপত্রে নিম্নতম চাঁদার পরিমাণ উল্লেখ থাকিলে, অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশের ১২০ দিনের মধ্যে যদি নিম্নতম চাঁদা পরিমাণ শেয়ার ক্রয়ের দরখস্ত না পাওয়া যায় তাহা হইলে কারবার সমস্ত প্রাপ্ত অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকে। পরিচালক মণ্ডলীকে ১২০ দিনের পর আরও ১০ দিন সময় দেওয়া হয় এবং ঐ সময়ের জন্য শতকরা ৬৲ টাকা হারে সুদ দিতে হয়।

Mint par of Exchange—টাকশালী দর : দুই দেশের মুদ্রা ব্যবস্থাই যদি স্বর্ণমানে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে উভয় দেশের মুদ্রা বিনিময় হার উভয় দেশের মুদ্রার প্রকৃত স্বর্ণ-নিহিতির উপর নির্ভর করিলেই তাহাকে টাকশালী বিনিময় দর কহে। প্রত্যেক দেশের মুদ্রায় কতটুকু বিশুদ্ধ স্বর্ণ থাকিবে তাহা সেই দেশের সরকার নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়। দুই দেশের মুদ্রার প্রত্যেকের মুদ্রায় যে পরিমাণ বিশুদ্ধ স্বর্ণ থাকে অপর দেশের মুদ্রায় স্বর্ণ নিহিতির সহিত তাহার অনুপাত বাহির করিয়া বিনিময় হার স্থির করা হয়। টাকশালী দর স্বর্ণমান মুদ্রা ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে দেখা যায় না। এক দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা স্বর্ণমানের উপর এবং অপর দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা অপরিবর্ত্তনীয় কাগজী মুদ্রা, এমত দুই দেশের মধ্যে টাকশালী দরে বিনিময় হার স্থির হয় না। উদাহরণ একটি বৃটিশ ষ্টার্লিংএ যে পরিমাণ বিশুদ্ধ স্বর্ণ থাকে ২৫·১২টি ফরাসী ফ্রাঙ্কেও ঠিক সেই পরিমাণ বিশুদ্ধ স্বর্ণ পাওয়া যায়। কাজেই দুই দেশের মধ্যে বিনিময় হার ১ পাউণ্ড ষ্টার্লি=২৫·২২ ফরাসী ফ্রাঙ্ক। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এইরূপ বিনিময় হার খুব কদাচিত কার্য্যকরী হয়, কারণ বৈদেশিক বাণিজ্যের আদান প্রদান সমতা অনুকূল হইলে সেই দেশের মুদ্রার চাহিদা অপর দেশে বেশী হইবে এবং বিনিময় হার ঐ দেশের অনুকূলে আসিবে অর্থাৎ অপর দেশটির মুদ্রা উনহারে বিনিময় হইবে। টাকশালী বিনিময় দর স্থির থাকিতে পারে তখনই যখন উভয় দেশের আদান প্রদানের মূল্য পরস্পর সমান।

Mint Price of Gold—স্বর্ণের টাকশাল দর : যে মূল্যে টাকশাল সাধারণের নিকট হইতে স্বর্ণ ক্রয় করিতে রাজী থাকে উহাই স্বর্ণের টাকশাল-দর। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই স্বর্ণ ক্রয় মূল্য স্থির করিয়া দেয়।

Mint Ratio—টাকশালী অনুপাত : মুদ্রা ব্যবস্থা দ্বিধাতুমান হইলে, কি হারে একটি মুদ্রা অপর মুদ্রায় পরিবর্ত্তন হইবে তাহা সরকার কর্ত্তৃক স্থির

করিয়া দেওয়া হয়। ঐ হার অনুপাতই টাকশালী অনুপাত। অনুপাত স্থির করিতে উভয় মুদ্রার নিহিত ধাতুর পরিমাণ স্থির করিয়া, উভয় ধাতুর বাজার দর অনুসারে কয়টি রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্ত্তে কয়টি স্বর্ণমুদ্রা দিলে উভয়ই সমপরিমাণ স্বর্ণ পাইতে পারে, তাহাই অনুপাত স্থির করে।

Mixed Economy—মিশ্র অর্থনীতি : যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় পদ্ধতিই পরস্পর পরিপূরক হিসাবে দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য কার্য্য করে সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে মিশ্র অর্থনীতি বলে। মিশ্র অর্থনীতিতে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতির স্বাধীনতা ও সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকারী নিয়ন্ত্রণ উভয়ের সমন্বয় দেখা যায়। ভারতীয় অর্থনীতির বর্ত্তমান রূপই মিশ্র অর্থনীতি। মিশ্র অর্থনীতিদ্বারা ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করা সহজ।

Mixed Company—মালিকানা যৌথ কারবারী সংঘ (Proprietory Company) দ্রষ্টব্য। এই প্রকার যৌথ কারবারী সংঘ বীমা ব্যবসায় দেখা যায়।

Mixed Policy—মিশ্র বীমাপত্র : একই সামুদ্রিক বা নৌ বীমা পত্রে নির্দ্দিষ্ট সময় ও এক নির্দ্দিষ্ট যাত্রার জন্য বীমা করা হইলে ঐ বীমাপত্রকে মিশ্র বীমাপত্র বলে।

Mixed Standard—মিশ্রমান : মুদ্রা ব্যবস্থা ধাতুমান ও কাগজী মুদ্রা মান, উভয় মানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাকে মিশ্রমান বলে। ধাতু মান বলিতে এখানে দ্বিধাতুমানই বুঝায়, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে এক নির্দ্দিষ্ট অনুপাত এবং কাগজী মুদ্রা স্বর্ণ অথবা রৌপ্য যে কোন মুদ্রায় পরিবর্ত্তনযোগ্য হইলে সেই মুদ্রা ব্যবস্থাকে মিশ্রমান বলে। মিশ্রমানকে অপর কথায় পরিবর্ত্তনীয়মান বলে। মিশ্রমান মুদ্রাব্যবস্থায় ঋণ যে কোন মানমুদ্রায়ই পরিশোধ করা যায়।

Mock Auction—সাজোয়া নিলাম : নিলামে বিক্রয় করার সময় নিলাম বিক্রেতা নিজের নিযুক্তীয় ব্যাক্তিদেয় দ্বারা গোপনে দর ডাক করাইয়া মূল্য বাড়াইবার চেষ্টা করিলে ঐ প্রকার নিলাম বিক্রয়কে সাজোয়া নিলাম বিক্রয় বলে।

Modified Union Shop—সংশোধিত সংঘ দোকান : শ্রমিক মালিক বিরোধ মীমাংসার পরও সংঘের সদস্যদের অবস্থা অপরিবর্তিত

থাকে কিন্তু নূতন শ্রমিক যাহারা বিরোধের পর নিযুক্ত হয়, তাহাদের সংঘের সদস্য পদ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়। এই প্রকার শ্রমিক সংঘের নিজস্ব যদি কোন দোকান বা পণ্যাগার থাকে তবে তাহাকে সংশোধিক সংঘ দোকান বা পণ্যাগার বলে।

Money—অর্থ : অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম। ঋণ পরিশোধ করিতে এক জনের নিকট হইতে আরেক জনের নিকট হস্তান্তর যোগ্য হইলে এবং যাহা দ্রব্যের বিনিময় গ্রহণ করা হয়; আবার যাহার বিনিময়ে দ্রব্য অধিকার করা যায় তাহাই অর্থ। অর্থ বলিতে কেবল মাত্র বৈধ অর্থকেই বুঝায়। যাহা সর্বজনগ্রাহ্য তাহাই বৈধ অর্থ। এই ভাবে বিচার করিলে কেবল মাত্র রৌপ্য, স্বর্ণ বা কাগজী মুদ্রাই অর্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। বর্ত্তমান কালে ব্যবসায়ের এক বিরাট অংশ ঋণের উপর ভিত্তি করিয়া আছে। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঋণের পরিমাণও বাড়িয়া যাইতেছে। যদি অর্থ বলিতে কেবল মাত্র রৌপ্য, স্বর্ণমুদ্রা বা কাগজী মুদ্রাকেই ধরা হয়, তাহা হইলে চেকের সাহায্য যে আদান প্রদান হয় তাহার আর্থিক মূল্য বাদ পড়িয়া যায়। সুতরাং যদিও চেক বৈধ মুদ্রা নহে, কারণ চেক গ্রহণ বাধ্যতামূলক নহে, তথাপি দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে চেক বৈধ মুদ্রার কাজ করে ও মর্য্যাদা পাইয়া থাকে। (Functions of Money দ্রষ্টব্য)।

Money Market—স্বল্প মিয়াদী ঋণের বাজার : স্বল্প মিয়াদী ঋণ আদান প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সকলকেই স্বল্পমিয়াদী ঋণের বাজার বলা হয়। স্বল্পমিয়াদী ঋণ বলিতে হুণ্ডি বা বিনিময় পত্র বাট্টাকরণও বুঝায়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, সাকরণী ঘর, বাট্টা ঘর ইত্যাদির কার্য্য স্বল্পমিয়াদী ঋণ দান ও গ্রহণ। সুতরাং ইহাদেরই সম্মিলিত নাম বলা যায় স্বল্পমিয়াদী ঋণের বাজার।

Money Wages—নাম মজুরী : শ্রমিককে যে বেতন বা পরিশ্রমিক দেওয়া হয় তাহাই নাম মজুরী। উহা দ্বারা কি পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা সম্ভব তাহা বিচার করা হয় না। যাহাকে মাসিক ১০০৲ টাকা বেতন দেওয়া হয় উহা তাহার নগদ মজুরী। কিন্তু উহা দ্বারা যে দ্রব্যাদি ক্রয় করা যায় তাহা তাহার আসল মজুরী। শ্রমিকের আর্থিক উন্নতি অবনতি নাম মজুরী দিয়া পরিমাপ করা যায় না। নাম মজুরীর তুলনায় মূল্যস্তর যদি বেশী হয় তাহা হইলে নাম মজুরী বেশী হইলেও আসল মজুরী

কম। (Real Wage দ্রষ্টব্য)

Monometallism—এক ধাতুমান মুদ্রা ব্যবস্থা : দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা যদি একটি ধাতুর উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তাহাকে "এক ধাতু মান মুদ্রা ব্যবস্থা বলে। এইরূপ মুদ্রা ব্যবস্থায় যে ধাতুর উপর মুদ্রা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই ধাতুর মূল্যের হিসাবে প্রতি মুদ্রার আঙ্কিকমূল্য ও নিহিত মূল্য সমান রাখা হয়। এক ধাতুমান মুদ্রা ব্যবস্থায় টাকশালে ধাতু জমা দিলে ধাতুর পরিবর্ত্তে এক নির্দ্দিষ্ট হারে মুদ্রা পাওয়া যায়। Bimetallism, Gold Standard দ্রষ্টব্য।

Monopoly—একচেটিয়া ব্যাবসায় : যদি কোন দ্রব্যের যোগান একটি মাত্র অথবা খুব অল্প সংখ্যক ব্যাক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় তবে সেই ব্যক্তির অথবা ঐ অল্প সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়ে এক চেটিয়া অধিকার আছে বলা হয়। অথাৎ বাজারে অধিক সংখ্যক বিক্রেতার অভাব দেখা দিলে অথবা কতিপয় বিক্রেতার কার্য্যের ফলে যোগান নিয়ন্ত্রিত হইলে তাহাকে একচেটিয়া ব্যবসায় বলে। একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠায় বর্ত্তমান সময়ে একত্রীকরণ বা একত্রীকৃত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে। অথবা এই কথা বলিলেই বোধ হয় সত্য বলা হইবে যে, যে সকল কারণে ব্যবসায়ে একত্রীকরণ দেখা যায় তন্মধ্যে একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা একটি।

Monopoly Price -এক চেটিয়া মূল্য : একচেটিয়া ব্যবসায়ে যোগান প্রতিযোগিতায় স্থিরীকৃত হয় না বলিয়া মূল্যও যোগানদার নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। মূল্য এমন ভাবে স্থির করা হয় যাহাতে খুব উচ্চ মূল্যের জন্য চাহিদা কমিয়া না যায় আবার খুব অধিক চাহিদার সম্ভাবনায় মূল্য খুব নিম্নেও নামান হয় না। একচেটিয়া ব্যবসাদার এমন ভাবে তাহার উৎপাদন ও মূল্য স্থির করিবে যাহাতে তাহার মুনাফা হয় সর্ব্বাধিক। মূল্য উচ্চ রাখিয়া কম বিক্রয় হইলেও একচেটিয়া ব্যবসাদারের লাভ অধিক হইবে মনে হইলে, সে মূল্য কমাইয়া অধিক বিক্রয় না করিয়া উচ্চ মূল্যে কম বিক্রয় করিবার জন্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিবে। তবে মূল্য সর্ব্বোচ্চ কত হইবে তাহা নির্ভর করে অন্য কতকগুলি অবস্থার উপর। যেমন মূল্য খুব উচ্চ হইলে পরিবর্ত্ত দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহারের সম্ভাবনা থাকিলে অথবা একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা

করিয়া মূল্য খুব উচ্চে স্থির করিলে ভোগকারী যথেষ্ট অসুবিধা হয় এবং আবশ্যকবোধে সরকার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে অথবা একচেটিয়া ব্যবসায় বেআইনী বলিয়াও ঘোষণা করিতে পারে। কাজেই ভোগকারীর স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মূল্য এমতভাবে স্থির করিবে যাহাতে মুনাফা হইবে সর্বাধিক।

Monopsony—ক্রেতার একচেটিয়া অধিকার : Buyers' monopoly দ্রষ্টব্য।

Moratorium—বাণিজ্যিক লেনদেন বিরতি : খুব অস্বাভাবিক অবস্থায় সরকার সাময়িকভাবে বাণিজ্যিক লেনদেন বিরতি করার আদেশ দিলে উহাকে বাণিজ্যিক লেনদেন বিরতি কহে। যেমন ব্যাঙ্কের আথিক সংকটের সূচনা দেখা দিলে সরকার অনেক সময়ে ব্যাঙ্ককে জমা গ্রহণে ও আমানত টাকা ফেরত দিবার অধিকার বন্ধ করিয়া দিতে পারে। উহাকেই বাণিজ্যিক লেনদেন বিরতি বলে।

Mortgage by Conditional Sale—বন্ধক বিক্রয় : বিক্রয় হইলেও ইহা সাধারণ বিক্রয়ের মত নহে। বন্ধকদাতা সম্পত্তি বন্ধক দেওয়ার সময় এরূপ চুক্তি করে যে যদি নির্দিষ্ট দিনে বন্ধকী মূল্য পরিশোধ না করে তবে সম্পত্তি বন্ধক গ্রহীতার হইবে, কিন্তু যদি বন্ধকীমূল্য পরিশোধ করা হয় তবে ঐ সম্পত্তির মালিক বন্ধকদাতাই থাকিবে। এইরূপ চুক্তিতে কোন দ্রব্য বিক্রয় করা হইলে তাহাকে বন্ধক বিক্রয় কহে।

Most Favoured Nation Theory—দুইরাষ্ট্রের মধ্যে এমত বাণিজ্যিক চুক্তি হয় যে ভবিষ্যতে কোন তৃতীয় রাষ্ট্রকে বাণিজ্য বিষয়ে যে সকল সুবিধা দেওয়া হইবে সেই সকল সুবিধাও দুই রাষ্ট্র পরস্পরকে ভোগ করিতে দিবে, তবে সেই চুক্তিকে বুঝায়। এই নীতি প্রয়োগ হয় আমদানী রপ্তানী, বা আমদানী শুল্ক রপ্তানী শুল্কের হার স্থির করিতে। ইহাও এক প্রকার পক্ষপাতমূলক বৈদেশিক বাণিজ্যনীতি।

Multilateral—বহুবিনিময়ক : বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতিটি দুইটি রাষ্ট্র নিজেদের আদান-প্রদানের সমতার ঘাটতি নগদ স্বর্ণ দ্বারা পরিশোধ না করিয়া তৃতীয় কোন রাষ্ট্রের আদান-প্রদান সমতার সহিত সমীকরণের সুযোগ পাওয়া গেলে সেইরূপ বহির্বাণিজ্যকে বহুবিনিময়ক বলে। যেমন, ভারত দেশ ও আরব দেশের মধ্যে বাণিজ্যে ভারত ঋণী কিন্তু মিশর ও ভারতের সহিত বাণিজ্যে মিশর দেশ ঋণী। এখন ভারত নগদ স্বর্ণ না দিয়া, মিশর দেশের

নিকট হইতে পাওনা অর্থ আরব দেশের মুদ্রায় পরিবর্ত্তন করিয়া আরব দেশের ঋণ শোধ করিল। বহু বিনিময়ক বাণিজ্যে সকল মুদ্রাই স্বর্ণে পরিবর্ত্তন যোগ্য অথবা প্রত্যেক দেশের মুদ্রাই অন্য সকল দেশের মুদ্রার সহিত পরিবর্ত্তন যোগ্য।

Multiple Currency System—বহুমুখী বিনিময় ব্যবস্থা: মুদ্রার বিনিময় হার একটি মাত্র ধাতুর (স্বর্ণ বা রৌপ্যের) সহিত সমীকৃত না হইয়া প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিনিময় হার স্থির করিলে সেই প্রকার বিনিময় ব্যবস্থাকে বহুমুখী বিনিময় ব্যবস্থা বলে।

Multiple Expansion of Credit—বহুগুণীত ঋণ প্রথা: একটি ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া অন্য ব্যাঙ্কে জমা রাখিলে সেই জমা বা গচ্ছিত অর্থই পুনরায় দ্বিতীয় ব্যাঙ্কের ঋণের অনুপাত হিসাবে ব্যবহার হয় এবং দ্বিতীয় ব্যাঙ্কটি ঐ জমার ভিত্তিতে ঋণের পরিমাণ বাড়াইতে পারে। দ্বিতীয় ব্যাঙ্কটি যে ঋণ মঞ্জুর করিল উহা অপর একটী ব্যাঙ্কে জমা রাখিলে সেই ব্যাঙ্কের ঋণ দান ক্ষমতা বাড়িয়া যায় এবং তৃতীয় ব্যাঙ্কটি ঋণ বাড়াইতে পারে, ইহাকেই বহু গুণীত ঋণ প্রসার বলে।

Multiple Shop—বহুবিপণি: ব্যবসায়ে মধ্যগের উপস্থিতি অনেকেই পছন্দ করে না কারণ মধ্যগের উপস্থিতির ফলে ভোগকারীকে মূল্য বেশী দিতে হয়। কাজেই উৎপাদক নিজেই একাধারে পাইকারী ও খুচরা উভয় প্রকার ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে পারে। ইহাতে উৎপাদক নিজের তত্ত্বাবধানে বহু সংখ্যক দোকান খুলিয়া উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করার ব্যবস্থা করে। বহু বিপণি ব্যবস্থায় যে সকল দ্রব্যের গুণ সমভাবাপন্ন সেই সকল দ্রব্যই সহজে বিক্রয় হয়। এই ব্যবস্থায় উৎপাদন থাকে কেন্দ্রীভূত কিন্তু বিলি বা বিক্রয় হয় বিকেন্দ্রীভূত। বহুবিপণির একটি উদাহরণ বার্ম্মা শেল অয়েল কোং।

Multiple Tariff System—বহুগুণীত শুল্ক ব্যবস্থা: একই শুল্ক-হার সকল দেশের উপর প্রযোজ্য না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশের দ্রব্যের উপর ভিন্ন ভিন্ন হারে আমদানী রপ্তানী শুল্ক প্রয়োগ হইলে ঐ শুল্ক ব্যবস্থাকে বহুগুণীত শুল্ক ব্যবস্থা কহে।

Multiplier Effect—গুণক ফল: অর্থনীতেতে গুণক বলিতে প্রারম্ভিক নিয়োগ বৃদ্ধির ফলে ক্রমশঃ যে নিয়োগ বৃদ্ধি হয় উহাকেই গুণক ফল

বলে। একজন শ্রমিক নিয়োগের ফলে তাহার যে আয় বৃদ্ধি হয় তাহা যে সকল ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয় হইবে সেই সকল দ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়া যায়। চাহিদা বৃদ্ধির ফলে যে সকল শিল্প ঐ দ্রব্য উৎপাদন করে তাহাতে শ্রমিকের নিয়োগ বাড়িয়া যায় এবং ফলে পুনরায় শ্রমিকের আয় বাড়ে এবং দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে এইভাবে ক্রমশঃ নিয়োগ ও উৎপাদন, বাড়িতে থাকে এবং আর্থিক সমৃদ্ধিও বাড়ে। আর্থিক সমৃদ্ধি ও নিয়োগের বৃদ্ধি পরিমাপ করিতে গাণিতিক অর্থনীতিবিশারদগণ গুণক ফল হিসাব করেন। এই পদ্ধতিতে হিসাব করিয়া অর্থনীতিবিশারদগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে গ্রেট-বৃটেনে ১৯৩৮ সালের আর্থিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একজন শ্রমিক নিয়োগের ফলে অপর আর একজন শ্রমিক নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। সুতরাং ঐ সময়ে গ্রেট বৃটেনের আর্থিক ক্ষেত্রে গুণকফল ছিল ২।

Municipal Trading—কোন সহর বা নগরের বিশেষ কোন ব্যবসায় যখন সেই সহর বা নগরের পৌরসভা কর্তৃক অধিকৃত বা নিয়ন্ত্রিত হয় তখন সেই প্রকার ব্যবসায়কে পৌর ব্যবসায় কহে। জনকল্যাণকর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বেলাতেই পৌর ব্যবসায়ের কথা উঠে। যেমন জল সরবরাহ, গ্যাস বিলি ইত্যাদি।

Mutual Company—পারস্পরিক যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান—যে সকল যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করা হয় না এবং ব্যবসায়ের লাভাংশ উহার মক্কেলদের মধ্যে লেনদেনের মূল্যের অনুপাতে বিলি করিয়া দেওয়া হয়, সেই সকল যৌথ প্রতিষ্ঠানকে পারস্পরিক যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কহে। মিউচ্যুয়াল লাইফ ইনসিওরেন্স, মিউচ্যুয়াল সেভিংস ব্যাঙ্ক এই প্রকার যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ।

Mutualsim—পারস্পরিকত্বঃ অর্থনীতিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই তত্ত্বটি বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়। এই তত্ত্বের প্রথম প্রচারক ছিলেন Proudhon। অর্থবিজ্ঞানী Proudhon এর মতে কোন প্রকার অনুপার্জ্জিত আয় থাকা উচিত নহে এবং খাজনা, সুদ ও মুনাফা এই তিন রকমের আয়ই অনুপার্জ্জিত আয়। যাহারা খাজনা, সুদ ও মুনাফা পায় এবং উহাই যাহাদের একমাত্র আয় তাহারা, Proudhon এর মতে,

সামাজিক পরগাছা। তাঁহার মতে পারস্পরিক সমতায় সেবা পাওয়ার এবং সেবা দেওয়ার পরিমাণ সমান হইবে।

Man Power Control—জনশক্তি নিয়ন্ত্রণ: কোন জাতীয় উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য—যেমন যুদ্ধ সম্ভারাদি উৎপাদন ইত্যাদিতে, নিয়োগোপযুক্ত জনসংখ্যার বিভিন্ন শিল্পে নিয়োগ সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইলে তাহাকে জনশক্তি নিয়ন্ত্রন বলে।

Monopolistic Competition—একচেটিয়া ভাবাপন্ন প্রতি-যোগিতা: বাজারে ক্রেতা বা বিক্রেতার সংখ্যা খুব কম থাকিলে মুষ্টিমেয় ক্রেতা বা বিক্রেতার কার্যোর ফলে দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রিত হইলে তাহাকে একচেটিয়াভাবাপন্ন প্রতিযোগিতা বলে। ইহা অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার একটি উদাহরণ।

N

Name Day—টিকেট দিন : শেয়ার বা ষ্টক বাজারে দিন পর্য্যায় ক্রয় বিক্রয় সম্পাদিত হয়। নিকাশের দ্বিতীয় দিনকে টিকিট দিন কহে। এই দিনে বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। ক্রেতার নাম, কোন শেয়ার ও কতসংখ্যক এই সমস্ত তথ্য বিক্রেতাকে সরবরাহ করা হয়। এই তথ্য সকল শেয়ার দালাল যে কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় বিক্রয় হইল সেই কোম্পানীর অফিসে অথবা উহার কোন আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যাঙ্কে পাঠাইলে ক্রেতার নামে শেয়ার হস্তান্তর করার ব্যবস্থা করা হয়। Ticket Day দ্রষ্টব্য।

Named Policy—নামকৃত বীমাপত্র : সামুদ্রিক বীমায় মাল বহনকারী জাহাজের নাম বীমাপত্রে উল্লেখ করা থাকিলে সেই বীমাপত্রকে নামকৃত বীমাপত্র কহে।

Narrow Market—সংকুচিত বাজার : দ্রব্য লেনদেনের পরিমাণ যখন খুবই কম অর্থাৎ সংকুচিত থাকে তখন তাহাকে সংকুচিত বাজার বলে। ইহার প্রয়োগ অবশ্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় শেয়ার বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ে। ইহাকে Thin marketও বলে। Thin market দ্রষ্টব্য।

National Debt—জাতীয় ঋণ : চলতি আয় দ্বারা সরকার আবশ্যকীয় ব্যয় সংকুলন করিতে অসমর্থ হইয়া যে ঋণ গ্রহণ করে উহাকে জাতীয় ঋণ কহে। জাতীয় ঋণ উৎপাদনক্ষম (Productive) ও অনুৎপাদনক্ষম (Unproductive) দু'রকমের হইতে পারে। উৎপাদনক্ষম ঋণ কোন উন্নয়নমূলক কার্য্যের জন্যই করা হয়—যেমন রেলপথ স্থাপন, সেচব্যবস্থার জন্য

খাল খনন, ইত্যাদি। কিন্তু যুদ্ধকালীন যে ঋণ করা হয় উহা অনুৎপাদক। Furded Debt, Floating Debt দ্রষ্টব্য।

National Economy—জাতীয় আর্থিক অবস্থা ঃ কোন জাতির আর্থিক কার্য্যকলাপকে যৌথ ভাবে বিচার করিলে উহাকে জাতীয় আর্থিক অবস্থা কহে।

National Expenditiure—জাতীয় ব্যয় : সরকার চলতি আয় ও ঋণীকৃত অর্থ দ্বারা একটি বিশেষ সময়ের মধ্যে যে মোট ব্যয় করে উহাকেই জাতীয় ব্যয় বলে। আবার সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিগত ব্যয়ের মোট পরিমাণকেও জাতীয় ব্যয় কহে।

National Income—জাতীয় আয় : দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন হইতে প্রাপ্ত আয় এবং বহির্বাণিজ্যের নীট আয়ের যোগফলই জাতীয় আয়। জাতীয় আয় পরিমাপের তিনটি উপায় আছে—(১) উপাদান ব্যয় নিয়মে জাতীয় আয়—ইহাতে উৎপাদনে যে কয়টি উপাদান আছে, সেই সকল উপাদানের মোট আয়ের যোগফলই জাতীয় আয়। মোট আয় হইতে ট্যাক্স বা কর বাদ না দিয়াই যে আয় তাহা। সুতরাং এই নিয়মে, খাজনা, মজুরী, সুদ, মুনাফা এবং সঞ্চিত মুনাফার যোগফলই জাতীয় আয়ের সমান।

(২) চলতি বাজার দরে জাতীয় আয়—এই নিয়মে জাতীয় আয় বাহির করিতে হইলে উৎপাদন ব্যয় নিয়মে (১নং নিয়ম দ্রষ্টব্য) জাতীয় আয়ের সহিত পরোক্ষ কর বা শুল্ক বখরা করিয়া সরকারী আর্থিক সাহায্য (Subsidy) বাদ দিলে যাহা থাকে উহাই জাতীয় আয়—

(খাজনা+মজুরী + সুদ + মুনাফা + পরোক্ষ কর)—সরকারী আর্থিক সাহায্য=জাতীয় আয়।

(৩) মোট জাতীয় উৎপাদন—উৎপাদন ব্যয় অথবা চলতি বাজার দর নিয়মে জাতীয় আয়ের সহিত ক্ষয়রাতি ও পূরণ ব্যয় যোগ করিলে যাহা পাওয়া যায় তাহা।

National Revenue—জাতীয় রাজস্ব ঃ জাতীয় আয়ের (National Income) সমার্থবোধক ব্যবহার করিলে ভুল করা হইবে। কর এবং অন্যান্য উপায়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকারের যে আয় হয় উহাই জাতীয় রাজস্ব। অর্থাৎ প্রতিটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকার কর

প্রয়োগ ও বিনিয়োগ ইত্যাদি হইতে যে রাজস্ব আয় করে উহাই জাতীয় রাজস্ব।

National Wealth—জাতীয় সম্পদ : একটি নির্দিষ্ট সময়ে সমস্ত অধিবাসীর আর্থিক সম্পদকেই জাতীয় সম্পদ বলে। জাতীয় সম্পদ পরিমাপ করিতে অসুবিধা এই যে কোন অধিবাসী রাষ্ট্রের সীমারেখার বাহিরেও সম্পদ অধিকার করিতে পারে। উহাকে জাতীয় সম্পদ হিসাবে ধরা হইবে কিনা সে প্রশ্ন অনেকের মনে জাগিতে পারে। আবার রাষ্ট্রের মধ্যে বৈদেশিক-গণ অধিকৃত সম্পদ জাতীয় সম্পদের অংশ কিনা সে প্রশ্নও করা যাইতে পারে। তবে প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রই মানিয়া নিয়াছে যে উহার অধিবাসীগণের অধিকৃত সম্পদ, তাহা স্বদেশেরই হউক কিংবা আংশিক বিদেশেরই হউক, সম্পূর্ণ জাতীয় সম্পদ এবং বিদেশীয়গণ সাময়িকভাবে দেশে কোন সম্পদের অধিকারী হইলে উহা জাতীয় সম্পদ নহে।

Nationalisation—জাতীয় করণ : কোন শিল্পের মালিকানা স্বত্ব রহিত করিয়া শিল্প সরকারী ব্যবস্থাপনা ও অধিকারে আনীত হইলে উহাকে জাতীয়করণ কহে। যে সকল শিল্প এই উপায়ে জাতীয়করণ হয় তাহাদের ব্যবস্থাপনার জন্য একটি স্বাধীন সংস্থা বা নিয়ম হইলেও ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার রীতি চলিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষেও ইদানিং এই রীতি অনুসৃত হইতেছে দেখা যায়। যেমন জীবনবীমা জাতীয়করণ করিয়া একটি সংস্থা গঠন করা হইয়াছে এবং জীবনবীমা ব্যবস্থাপনার ভার ঐ সংস্থার হাতে ন্যস্ত করা হইয়াছে। অনুরূপ দেখিতে পাই উড়োজাহাজী ব্যবসায় জাতীয় করণে। ব্যক্তিগত মালিকানার স্থলে জাতীয় মালিকানাই জাতীয়-করণের উদ্দেশ্য।

Naturalisation—সংসিদ্ধিকরণ : বৈদেশিককে নাগরিক অধিকার দেওয়া হইলে তাহাকে সংসিদ্ধিকরণ কহে।

Natural Monopoly—স্বাভাবিক একচেটিয়া ব্যবসায় : স্বাভাবিক একচেটিয়া ব্যবসায় তখনই প্রতিষ্ঠা হয় যখন প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক কারণে কোন দ্রব্যের উৎপাদন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন বাংলা দেশের জলবায়ুর জন্যই পাট উৎপাদন কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। উহাকে পাটে স্বাভাবিক একচেটিয়া ব্যবসায় বলা যাইতে পারে। ইহাকে (Territorial or Geographical monopoly) কহে। আবার যে সকল

ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা পরস্পর ধ্বংশের কারণ হয় সেই সব ক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্যবসায় স্থাপন স্বাভাবিক। পরস্পর ধ্বংশাত্মক প্রতিযোগিতা জনস্বার্থের পরিপন্থী বলিয়াই প্রতিযোগিতা বন্ধ করিয়া একচেটিয়া ব্যবসায় স্থাপনে কোন দেশই আপত্তি করে না। জনকল্যানকর সেবা প্রতিষ্ঠানের যেমন বিদ্যুৎ সরবরাহ, জলসরবরাহ, ইত্যাদি, বেলায়ই এই প্রকার একচেটিয়া ব্যবসায় স্থাপিত হয় Destructive Competition, Monopoly দ্রষ্টব্য।

Natural Order—প্রাকৃতিক নিয়ম: (Laissez faire) সমস্ত অর্থনীতিবিদের মতে জড়জগতের মত মনুষ্য সমাজও কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা চালিত হয় বলিয়াই মনুষ্যসমাজের কার্যকলাপ প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত সমন্বয় রাখিয়া স্থির হয়। তাহাদের মতে স্বল্প ত্যাগ স্বীকার করিয়া সর্বাধিক সন্তুষ্টি পাওয়া গেলেই তাহাকে প্রাকৃতিক নিয়ম কহে। এবং মনুষ্য সমাজ এই উদ্দেশ্যে তাহাদের কার্য্য কলাপ নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। এই সম্প্রদায়ের অর্থনীতিবিদ্ এইরূপ নিয়ন্ত্রণকেই আর্থিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাহাদের Physiocrats (দ্রষ্টব্য) কহে।

Navicert—নৌযাত্রা পত্র: যুদ্ধকালে জাহাজকে পূর্বকল্পিত গন্তব্য স্থলে পৌঁছিতে যাত্রার জন্য যে অনুমতি পত্র দেওয়া হয় তাহাকেই নৌযাত্রা পত্র বলে।

Negotiable Documents—সম্প্রদেয় দলিল: যে সমস্ত দলিল কেবলমাত্র পিছনসহি করিয়াই উহাতে নিহিত স্বার্থ ও অধিকার হস্তান্তর করা যায়, সেই সমস্ত দলিলকে সম্প্রদেয় দলিল কহে। হস্তান্তর গ্রহীতা দলিলের কোন ত্রুটি থাকা সত্বেও যদি বিশ্বাস করিয়া এবং মূল্যের পরিবর্তে কোন সম্প্রদেয় দলিল গ্রহণ করিয়া থাকে তাহা হইলে দলিলে ত্রুটি থাকা সত্বেও গ্রহীতার অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় না। বিশ্বাস ও মূল্যের পরিবর্ত্তে গ্রহণ প্রমাণ করার দায়িত্ব থাকে দলিল গ্রহীতার উপর। বিনিময় পত্র, প্রত্যয় পত্র, চেক ইত্যাদি সম্প্রেদয় দলিলের উদাহরণ।

কোন দলিল সম্প্রদেয় কিনা তাহা যে অবস্থায় হস্তান্তর হইয়াছে তাহা বিচার করিয়া স্থির করিতে হয়। এমনকি চোরের মাধ্যমেও যদি কোন সম্প্রদেয় দলিল হস্তান্তর হয় এবং তাহা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া আদান

হয় তাহা হইলেও দলিল গ্রহীতার অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় না। আবার বিনিময় পত্র সর্ব অবস্থাতেই সম্প্রদেয় কিন্তু বহনপত্র হস্তান্তরযোগ্য হইলেও সম্প্রদেয় নহে। রেখাঙ্কিত চেকে যদি Not Negotiable লিখা থাকে তাহা হইলে ঐ চেক অসম্প্রদেয় হয়; অর্থাৎ ঐ চেকের গ্রহীতা চেকে হস্তান্তরকারীর চেয়ে বেশী অধিকার পাইতে পারে না। কেহ একটি চোরের নিকট হইতে অসম্প্রদেয় রেখাঙ্কিত চেক গ্রহণ করিলেও ঐ চেক ভাঙ্গাইতে পারে না এবং চেকের অর্থ পাইতে পারে না।

Neo-classical School: Cambridge School দ্রষ্টব্য।

Neo-classical theory of Value—নবপ্রাচীন মূল্যতত্ত্ব: এই তত্ত্বটি নবপ্রাচীনপন্থী অর্থনীতিবিদগণ প্রচার করেন। তাঁহাদের মতে কোন দ্রব্যের মূল্য দুইটি সূচীর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে একটি জায়গায় আসিয়া সমভাবাপন্ন হয়। সেই অবস্থাতেই সর্বাধিক পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় ও বিক্রয় হয়। একটি সূচী হইল চাহিদা সূচী (Demand Schedule) অপরটি যোগান সূচী (Supply Schedule)। এই দুইটি সূচী যে বিন্দুতে ছেদ করিবে উহাই মূল্যস্তর। ঐ ছেদ বিন্দুতে যে মূল্যস্তর স্থির হয় উহাকে বাজারমূল্যও বলে। Market Price দ্রষ্টব্য।

Net Advantage—নীট সুযোগ: অর্থনীতিতে অধ্যাপক মার্শাল সর্বপ্রথম এই শব্দ সমষ্টি ব্যবহার করেন। নীট সুযোগ বলিতে তিনি সেই সকল কারণকে বুঝেন যে সকল কারণে কেহ কোন বিশেষ বৃত্তিতে আকৃষ্ট হয়। ঐ প্রকার বৃত্তির জন্য যে মজুরী বা বেতন বৃদ্ধি হয় তাহা তাহার নামমাত্র মজুরী বা বেতনের সহিত যোগ করিয়া তাহা হইতে বৃত্তির বাবদ যে সকল প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহার আংকিক মূল্য এবং বৃত্তির উপযোগী পোষাক পরিচ্ছদাদি বাবদ ব্যয় বাদ দিয়া যাহা থাকে উহাই নীট সুযোগ।

Net Income—নীট আয়: হিসাব রক্ষণে ব্যবসায়ের মোট আয় হইতে ব্যয় বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে উহাই নীট আয়। উহাকে নীট মুনাফাও বলে। Net Profit দ্রষ্টব্য।

Net Interest—নীট সুদ: সুদের সংজ্ঞা হইল মূলধন ব্যবহার করার জন্য যে মূল্য দিতে হয় তাহা। কিন্তু ঋণকৃত মূলধন ব্যবহারের জন্য যে ঝুঁকি নিতে হয় এবং উহার জন্য অন্য যে সমস্ত ব্যয় বহন করিতে হয় মোট

সুদ হইতে উহা বাদ দিলে যাহা বাকী থাকে তাহাই নীট সুদ। উহাকে Pure Interestও (দ্রষ্টব্য) কহে।

Net Yield—নীট পাওনা: ঋণপত্রের উপর বার্ষিক যে সুদ পাওনা হয় তাহা হইতে ঐ ঋণপত্র অধিমূল্যে ক্রয় হইলে মিয়াদ পর্যন্ত অধিমূল্যের আংশিক হার বৎসরান্তে বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই নীট পাওনা। শতকরা ৩৲ টাকা হারে ১০০৲ টাকা মূল্যের সরকারী ঋণপত্র ১১০৲ টাকায় ক্রয়করা হইল। উহার মেয়াদ দশ বৎসর। সুতরাং ১ বৎসরে ঐ ঋণপত্রের জন্য ঋণপত্র ক্রেতার পাওনা ৩৲ টাকা কিন্তু উহা হইতে ১০৲ টাকা অধিমূল্যের $\frac{1}{10}$ অংশ অর্থাৎ ১৲ টাকা বাদ দিলে তাহার নীট পাওনা হইল ২৲ টাকা।

New Deal—বিংশ শতাব্দীর তৃতীয়দশকে যখন পৃথিবীব্যাপী মন্দা অবস্থা দেখা দিল—যাহার ফলে আর্থিক ক্ষেত্রে এক চরম অবস্থা দেখা গিয়াছিল তখন অর্থনীতির উন্নতি কল্পে ও সমৃদ্ধির সহায় করার জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কতকগুলি আইন প্রনয়ণ করিয়া নিজের হাতে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। জাতীয় অর্থনীতিকে পুনর্জীবিত করার জন্য এই সমস্ত নিয়ম প্রণয়ন করা হইয়াছিল। ইহাকেই 'ন্যু ডীল' বলে।

Night Funds—রাত্রির ঋণ: ব্যাঙ্ক দিনান্তে লেনদেন বন্ধ করার পর পরদিবস লেনদেন আরম্ভ করা পর্যন্ত কোন মক্কেলকে ঋণ দিলে সেই ঋণকে রাত্রির ঋণ বলে। এই প্রকার ঋণ কেবলমাত্র ব্যাঙ্কের বিশ্বাসী দালালদেরই দেওয়া হয় এবং পরবর্তী দিবসে লেনদেন আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই এই ঋণ শোধ করিতে হয়।

No Effects—No Funds দ্রষ্টব্য।

No Funds: ব্যাঙ্ক ব্যবসায়েই মাত্র ইহার প্রয়োগ হয়। কেহ ব্যাঙ্কের উপর একখানা চেক কাটিয়া দিল কিন্তু তাহার যে অর্থ গচ্ছিত ছিল উহা নিঃশেষ হইয়া গেলে, ঐ চেক উপস্থাপিত করা হইলে ঐ চেকের উপর "অর্থ নাই" (No Funds) এইরূপ লিখিয়া চেক জমাকারীর নিকট চেক ফেরত দেওয়া হয়। No Funds না লিখিয়া No Effects একথাও অনেক সময় লেখা হইয়া থাকে। No Effects দ্রষ্টব্য।

Nominal Account—নামধেয় হিসাব: Impersonal Account দ্রষ্টব্য।

Nominal Capital—নামমাত্র মূলধন, **অনুমোদিত মূলধন:** Authorised Capital দ্রষ্টব্য।

Nominal Partner—নামমাত্র অংশীদার: কোন অংশীদারী ব্যবসায়ের অংশীদার না হইয়াও যদি সর্বসমক্ষে কেহ নিজেকে অংশীদার বলিয়া দাঁড় করেন, সেই নামমাত্র অংশীদার। এই প্রকার অংশীদারের ব্যবসায়ের কোন স্বার্থ থাকে না অথবা ব্যবসায়ের মুনাফায়ও কোন অংশ গ্রহণ করে না, তবে ব্যবসায়ের তাহার নাম জড়িত থাকার জন্য ব্যবসায়ের সুনাম বর্দ্ধিত হইলে, সেই সুনাম যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেই জন্য সে তাহার নাম অংশীদার হিসাবে প্রয়োগ করার অধিকার দিতে পারে। এইরূপ অংশীদারের ব্যবসায়ে প্রকৃত কোন স্বার্থ না থাকিলেও ব্যবসায়ের সমস্ত ঋণের জন্যই সে সক্রিয় এবং প্রকৃত অংশীদারদের মতই দায়ী। অর্থাৎ আবশ্যক হইলে নামমাত্র অংশীদারের ব্যক্তিগত সম্পদও ব্যবসায়ের দায়ের জন্য ক্রোক দেওয়া যায়। অন্যান্য অংশীদারদের মত তাহার দায়ও অসীম।

Nominal Price—নামমাত্র মূল্য: কোন দ্রব্য খুব ঘন ঘন ক্রয় বিক্রয় না হইলে উহার যে সম্ভাব্য মূল্য ঘোষণা করা হয় তাহাই নামমাত্র মূল্য। আবার বাজার দরের সহিত সম্পর্কহীন কোন দ্রব্যের মূল্য ঘোষিত হইলে উহাকেও নামমাত্র মূল্য কহে। সে মূল্য খুব কম অথবা খুব উচ্চও হইতে পারে। অনেক সময়ে নিলাম বিক্রয়ে নিলামে বিক্রয়কারী নিজে একটি মূল্য ডাকে। ঐ মূল্যকেও নামমাত্র মূল্য কহে। কারণ প্রকৃত মূল্য নির্ধারিত হইবে ডাককারীদের ডাকের ফলে। আবার নিলাম বিক্রয়কারী নিজে যে মূল্য ডাকিবে উহার সহিত বাজার দরের কোন সম্পর্ক থাকে না। তবে অনেক সময়ে কোন দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য স্থির করিতে নামমাত্র মূল্য সহায়ক হয়।

Nominal Wage:—Money Wage দ্রষ্টব্য।

Nominal Yield—নগদ পাওনা: ঋণপত্র বা প্রত্যয়পত্রের আংকিক মূল্যের উপর যে হারে পাওনা ধরা হয় উহাই নগদ পাওনা। ১০০৲ টাকা মূল্যের একখানা ঋণপত্রে যদি শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে সুদ পাওনা হয় তবে ঐ ঋণপত্রের নগদ পাওনা ৫৲ টাকা। কিন্তু উহা হইতে যদি আয়কর বাবদে ১৲ টাকা বাদ দেওয়া হয় তবে নীট পাওনা ৪৲ টাকা। Net yield দ্রষ্টব্য।

Non Suit: বিচারাদালতের বিচারাধীন কোন মামলা স্বেচ্ছায় অথবা আদালতের নির্দেশে তুলিয়া নিলে উহাকে আইনে Non Suit বলে।

Non Competing Groups—অপ্রতিযোগী দলসকল : অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি যে সকল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া করা হয় তাহার মধ্যে একটি হইল এই যে সমান পরিশ্রম ও চেষ্টার জন্য সমান মজুরীই দেওয়া হয়। কারণ মানুষ সর্বদাই উচ্চতর মজুরীর জন্য বৃত্তি পরিবর্তন করিতে প্রয়াস পায় এবং প্রতিযোগিতা করিয়া থাকে। কিন্তু Cairns এর মতে সমাজে এমন অংশও আছে যাহারা পরস্পর প্রতিযোগিতা করে না, কারণ প্রত্যেক অংশের শিক্ষাদীক্ষা, যে আবহাওয়ায় উহারা বর্দ্ধিত হয় তাহা সকলই পৃথক, সুতরাং সমাজের ঐ সকল অংশগুলিই অপ্রতিযোগী দল।

Non-Contributory Pension—অচাঁদা উত্তরসেবা বেতন : উত্তরসেবা বেতন যখন নিয়োগকর্ত্তা একাই বহন করে তখন তাহাকে অচাঁদা উত্তরসেবা বেতন বলে।

Non Per Value Stock—মূল্যবিহীন শেয়ার : মূল্যবিহীন এ আবার কেমন কথা? শেয়ারের আংকিক মূল্য না থাকিলে উহা বিলিই বা কি প্রকারে হয়, বিক্রয়ই বা কি প্রকারে হয় এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদয় হয়। কিন্তু আমেরিকাতে এই প্রকার শেয়ার বিক্রয়ের রীতি আছে। ইহাতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নীট সম্পদের পরিমাণই উহার শেয়ার মূলধন ধরা হয়। তখন ঐ মূলধনকে বিক্রয় বা বিলিকৃত শেয়ারের সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে প্রত্যেকখানি শেয়ারের মূল্য পাওয়া যাইবে। উহাই হইবে শেয়ারের আঙ্কিক মূল্য। যে মূল্যে বাজারে ঐ শেয়ার বিক্রয় হইবে তাহা উহার প্রকৃত মূল্য। নিম্নলিখিত উদাহরণ হইতে মূল্যবিহীন শেয়ারের মূল্য নিরূপণ করা হয়। ব্যবসায়ের মোট সম্পদ ১০,০০,০০০৲ টাকা, উহার মধ্যে বাহিরের দেনা বা দায় ৫,০০,০০০৲ টাকা, তাহা হইলে মূলধন ৫,০০,০০০৲ টাকা। যদি ব্যবসায়টির শেয়ারের সংখ্যা হয় ৫০০০, তাহা হইলে প্রতিখানি শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা। এই প্রকার শেয়ারের মূল্য নির্দ্ধারণে অসুবিধা এই যে ইহার কোন নির্দ্দিষ্ট মূল্য নাই এবং ব্যবসায়ের সম্পদ ও দায়ের পরিমাণের তারতম্যের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকারের শেয়ারের মূল্যও পরিবর্তন হয়। যে বৎসর সম্পদের তুলনায় দায় কম হয় সেই বৎসর শেয়ারের মূল্যও বাড়ে। মুনাফা বিলিতেও একই নিয়ম অনুসৃত হয়। মোট বিলি উপযোগী মুনাফাকে শেয়ার সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে প্রতি শেয়ারের লাভাংশ পাওয়া যাইবে।

Non Possessory Lien—অনধিকৃত পূর্বস্বত্ব : নিজ অধিকারে না থাকিলেও কোন সম্পদে আইনত কাহারও পূর্বস্বত্ব থাকিলে উহাকে অনধিকৃত পূর্বস্বত্ব কহে। কিন্তু সেই দ্রব্য বা সম্পদ নিজ অধিকারে থাকিলে উহাকে অধিকৃত পূর্বস্বত্ব কহে।

Non Resident Account—বৈদেশিকের হিসাব, প্রবাসীর হিসাব : কোন বৈদেশিক নিজ দেশের কোন ব্যাঙ্কে অর্থ জমা রাখিলে তাহার হিসাবকে বৈদেশিকের হিসাব বলে। আবার কোন নাগরিক প্রবাসে বহুদিন বাস করিলেও তাহার হিসাবকে বৈদেশিকের হিসাবের পর্য্যায় ফেলা হয়। তবে তাহার নাম দেওয়া হয় প্রবাসীর হিসাব। এইরূপ হিসাব বিভাজনের প্রয়োজন হয় বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য।

Non-Recurring Expense—অপৌণপুণিক ব্যয় : ব্যবসায়কে যে ব্যয় নিয়মিত বহন করিতে হয় না তাহাই অপৌণপুণিক ব্যয়। মূলধন ব্যয়কে অপৌণপুণিক ব্যয় বলা হয়। কারণ অপৌণপুণিক (Recurring) ব্যয়ের মত যেমন বাড়ী ভাড়া, সুদ, শ্রমিকের মজুরী ইত্যাদি) মূলধনী ব্যয় স্থির নহে।

Normal Price—স্বাভাবিক মূল্য : কোন দ্রব্যের মূল্য দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে। একদিকে যোগানের মূল্য, পরিমাণ ও যোগান মূল্য, অপরদিকে চাহিদার উগ্রতার উপর মূল্য নির্ভর করে। যোগান মূল্য উৎপাদন ব্যয় দ্বারা স্থির হয়, তাহার কম মূল্যে বিক্রেতা বিক্রয় করিতে নারাজ, আর চাহিদার দিকে ক্রেতার ক্রয় ক্ষমতা এবং চাহিদার প্রবলতা বা উগ্রতার উপর নির্ভর করে। যখন যোগান মূল্য ও চাহিদা মূল্য সমবিন্দুতে স্থিত হয় তখন তাহাকে স্বাভাবিক মূল্য কহে। তবে বাজারে মূল্য এই স্বাভাবিক মূল্য হইতে কিঞ্চিৎ কম বেশী হইতে পারে। স্বাভাবিক মূল্য বলিতে অবশ্য এক দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বাজার দরের গড়কেই বুঝায়। আর বাজার দর বলিতে মাত্র কোন এক নির্দিষ্ট সময়ের মূল্যকেই বুঝায়।

Nostro Account—বিদেশস্থ কোন ব্যাঙ্কে অর্থ গচ্ছিত রাখিলে সেই হিসাবকে বুঝায়। এই প্রকার হিসাব এক বিশেষ পদ্ধতিতে রাখা হয়। অর্থাৎ হিসাবে দুইটি স্তম্ভ দেখান হয়। একটি স্তম্ভে সেই দেশের মুদ্রায় কত অর্থ লেনদেন হয়, অপর স্তম্ভটিতে সেই গচ্ছিতকারীর নিজ দেশের মুদ্রায় পরিবর্তন করিলে যে অঙ্ক দাঁড়ায় তাহা লেখা হয়।

Notarial Charges—নিকরাই ব্যয় : কোন বিনিময় পত্র, চেক

ইত্যাদি অস্বীকৃত হইলে অস্বীকৃতি প্রমাণকারীর (Notary Public) নিকট উহা নিকরাই বা লেখ্য প্রমাণ করিতে হয়। লেখ্য প্রমাণ বা নিকরাই করিতে হইলে যে ব্যয় বহন করিতে হয় উহাকে নিকরাই ব্যয় কহে।

Notary— লেখ্য প্রমাণকরণ : অস্বীকৃত বিনিময় পত্র কোন লেখ্য প্রামাণিকের আফিসে নিকরাই করাকে লেখ্য প্রমাণ করণ কহে। Notaria Charge, Notary Public দ্রষ্টব্য। যে বিনিময় পত্র বা দলিল অস্বীকৃত হয় উহার উপরই কি কারণে অস্বীকৃত হইল তাহা লেখা থাকে।

Notary Public—লেখ্য প্রামাণিক : রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত যে ব্যক্তির উপর বিনিময় পত্র অস্বীকৃত হইলে তাহা প্রমাণের জন্য লিখিয়া রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহাকে লেখ্য প্রামাণিক বলে। এই প্রকার লেখ্য প্রমাণের ফলে অস্বীকৃত বিনিময় পত্রের মূল্য আদায় সহজ হয়।

Not Negotiable—অসম্প্রদেয় : বিনিময়পত্র, চেক, হুণ্ডী, ইত্যাদি পূর্ণ বিশ্বাসে গ্রহণ করিলেও উহাতে নিহিত কোন ক্রুটির ফলে বিনিময়পত্র গ্রহীতা অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলে সেই প্রকার বিনিময়পত্রকে অসম্প্রদেয় বিনিময় পত্র বলে। এই প্রকার বিনিময়পত্র হস্তান্তরের যোগ্য হইলেও সব ক্ষেত্রে উহার স্বত্ব সম্প্রদান করা যায় না। যে ব্যক্তি এই প্রকার বিনিময় পত্রের আইনত মালিক সেই মাত্র স্বত্ব সম্প্রদান করিতে পারে। Not Negotiable Crossing, Crossing, Negotiable দ্রষ্টব্য।

Novation : একটি দলিলের বদলে অন্য দলিল প্রদান করিলে উহাকে Novation বলে। কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির ঋণ স্বীকার করিয়া প্রকৃত ঋণীর স্থলাভিষিক্ত হইলে তাহাকেও Novation বলে। এই প্রকার স্থলাভিষিক্ত হইতে হইলে পাওনাদার ও প্রকৃত দেনাদার উভয়েরই সম্মতি আবশ্যক। ন্যায়ত পাওনাদার তাহার স্বত্ব সর্বদাই হস্তান্তর করিতে পারে তাহাতে দেনাদারের সম্মতির আবশ্যক নাই, কিন্তু ঋণীর স্থলাভিষিক্ত হইতে হইলে পাওনাদারের সম্মতি অপরিহার্য্য।

Nuisance Tax : উৎপাত কর—করভারের তুলনায় কর আদায়ের পরিমাণ যখন খুবই স্বল্প হয় তখন সেই করকে উৎপাত কর বলে। যখন কর আদায়ের পরিমাণ দ্বারা করকে সমর্থন করা যায় না তখন তাহাকে উৎপাত কর বলে।

Nursing an Account : হিসাব সেবা—ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে প্রচলিত। ব্যাঙ্ক লোকসানের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য কোন হিসাব জিয়াইয়া রাখিলে উহাকে হিসাব সেবা বলে। অনেক সময়ে উহাকে দুষ্ট অর্থের পিছনে ভাল অর্থ ছড়ানও বুঝায়। উদাহরণ সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করা গেল। একটি ব্যাঙ্ক এক ব্যক্তির কতিপয় শেয়ার বন্ধক রাখিল। কিন্তু ঐ শেয়ারগুলি বাজারে বিক্রয় করিতে হইলে লোকসান স্বীকার করিতে হইবে এবং যে অর্থ ঋণ দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ আদায় হইবে না সুতরাং ঐ ক্ষেত্রে ঐ শেয়ারগুলি বাজারে বিক্রয় না করিয়া ব্যাঙ্ক আটক করিয়া রাখিল এবং যতদিন শেয়ারের মূল্য না বাড়ে ততদিন অপেক্ষা করিতে লাগিল। ইহাকে হিসাব সেবা বলে। এই প্রকার নানা উপায়ে ঋণীর সহিত সম্পর্ক বজায় রাখিয়া ধীরে ধীরে ঋণ আদায়ের চেষ্টা করাকেই হিসাব সেবা বলে।

O

Obsolescence—অপ্রচলনজনিত মূল্য হ্রাস : ব্যবহারজনিত ক্ষয়ক্ষতির দরুণ কোন সম্পদের মূল্য হ্রাস না হইয়া কোন দ্রব্য আবিষ্কারের ফলে পুরাতন দ্রব্য অপ্রচলনপ্রমুখ হইলে, দ্রব্যের যে মূল্য হ্রাস হয় তাহাকেই অপ্রচলনজনিত মূল্য হ্রাস বলে। কোন যন্ত্রপাতির অনুরূপ কিন্তু অধিক দক্ষতা সম্পন্ন যন্ত্রপাতি উৎপাদিত হইলে পুরাতন যন্ত্রপাতির চাহিদা ও আদর কমিয়া যায় এবং ফলে উহার মূল্যও কমিয়া যায়। এই প্রকার মূল্য হ্রাসকেই Obsolescence কহে।

Occupation Money—অধিকৃত দেশে প্রচলিত অর্থ : অধিকৃত শত্রুরাষ্ট্রে সমারিক বাহিনী যে অর্থ ব্যবহার করে উহাই অধিকৃত দেশে প্রচলিত অর্থ। এই অর্থ অপরিবর্তনযোগ্য ও হুকুমতী (fiat)। এই প্রকার অর্থ অধিকৃত দেশে প্রচলিত মান মুদ্রা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে উত্তর আফ্রিকা অধিকার করার সময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে হলুদ্রা ছাপযুক্ত ডলার ছাপাইয়াছিল এবং গ্রেট-বৃটেন যে সামরিক পাউণ্ড ষ্টার্লিং ছাপাইয়াছিল উহাই অধিকৃত দেশে প্রচলিত মুদ্রার নিদর্শন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ঐ মুদ্রা সামরিক বিভাগের ব্যয়ের খাতে দেখাইয়াছে এবং গ্রেটবৃটেন ঐ মুদ্রা বৃটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব হিসাবে দেখাইয়াছে।

Occupation Tax—বৃত্তিকর ; পেশাকর : কোন বৃত্তি বা পেশা ভুক্ত হইতে অনুজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইলে যে মাশুল দিতে হয় তাহাকেই পেশা কর কহে। আবার বিশেষ কোন পেশা বা বৃত্তির উপরও অনেক সময়ে কর বসান হয়। উহাকেও পেশা বা বৃত্তিকর কহে।

Odd-lot-broker—খুচরাশেয়ারের দালাল : যে সমস্ত শেয়ারের

দালাল ১০০ শত খানা শেয়ারের অনধিক শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি করে তাহাদের খুচরা শেয়ারের দালাল কহে।

Octroi—চুংগী: (১) ব্যবসায়ের একছত্র অধিকার প্রদানকে বুঝায়।

(২) নগরে বা সহরে বাহির হইতে আনীত দ্রব্যের উপর শুল্ক আরোপ করিলে তাহাকে চুংগী বলে। এই কর শহরে বা নগরে প্রবেশ কালেই আদায় করা হয়।

Official Assignee—নাতোয়ান: প্রত্যেক ষ্টক বা শেয়ার বাজারে চুক্তি খেলাপকারী (Defaulting) দালালের ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইন রহিয়াছে। শেয়ার বাজারের পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে দুই ব্যক্তিকে নির্বাচন করিয়া তাহাদের উপর চুক্তি খেলাপকারী দালালের ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দিয়া থাকে। ঐরূপ ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরই নাতোয়ান বলে।

Official List—মূল্যসূচী: শেয়ার বা ষ্টক বাজারের প্রাধিকার কর্তৃক ষ্টক বা শেয়ারের মূল্য ঘোষণা করিয়া অথবা কোন প্রতিষ্ঠানের ষ্টক বা শেয়ার সেই ষ্টক বাজারে কেনাবেচা হইবে তাহা ঘোষণা করিয়া যে ফিরিস্তি বা ফর্দ প্রকাশ করে তাহাকেই মূল্যসূচী বলে।

Official Receiver—সরকারী রিসিভার; প্রতিগ্রাহক: কোন দেউলিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় গুটানোর কার্য্য তদারক করার জন্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অধিকারকেই সরকারী রিসিভার কহে। সরকারী রিসিভারের কার্য দেউলিয়া ব্যবসায়ের সম্পদ আদায় করিয়া যথাসাধ্য পাওনাদারদের পাওনা শোধ করা। এই নিয়ম দেউলিয়া আইনের অন্তর্ভুক্ত। রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারালয় অর্থাৎ হাইকোর্টের উপর সরকারী রিসিভার নিযুক্ত করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকে।

Offsets to Savings—সঞ্চয় নাকচ: সঞ্চিত অর্থ নগদ আটক না রাখিয়া কোন প্রকার কার্য্যে প্রয়োগ করিলেই তাহাকে সঞ্চয় নাকচ কহে। নগদ সঞ্চিত তহবিল দ্বারা নূতন যন্ত্রপাতি কিনিলে, অথবা ব্যবসা প্রসারের সম্ভাবনায় বিক্রয়োপযোগী দ্রব্যাদি ক্রয় করিলে তাহাকে সঞ্চয় নাকচের উদাহরণ বলা হয়। নিজে সঞ্চিত অর্থ ব্যয় না করিলেও অর্থনৈতিক কার্য্যের ফলে সঞ্চয় নাকচের ফল পাওয়া যাইতে পারে—যেমন সরকারী আয় হইতে ব্যয় বেশী হইলে সরকার ঋণের পরিমাণ

বাড়াইতে বাধ্য হয়, ফলে ঐ সঞ্চিত অর্থও সরকার ঋণ করিতে পারে।

Offshore Purchases—দেশবহির্ভূত ক্রয়: নিজ দেশের বাহিরের কোন দেশ হইতে ক্রয় করিলেই তাহাকে দেশ বহির্ভূত ক্রয় বলে। ইহা একটি বিশেষ অর্থে প্রয়োগ হয়। মার্শাল সাহায্য প্রাপ্ত দেশ মার্শাল সাহায্যের ডলার দ্বারা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সীমারেখার বাহিরে কোন দ্রব্য ক্রয় করিলে উহাকে দেশ বহির্ভূত ক্রয় কহে। গ্রেটবৃটেন কানাডা হইতে যে গম ক্রয় করিত উহার মূল্য শোধ করিত মার্শাল সাহায্যের ডলার দ্বারা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য একটি আইন করিয়া এই প্রকার দেশ বহির্ভূত ক্রয় নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস পাইয়াছে। এই আইনে যে দ্রব্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে Surplus বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে সেই দ্রব্য মার্শাল সাহায্য প্রাপ্ত ডলার দ্বারা অন্য কোন দেশ হইতে ক্রয় করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

Oligopoly—স্বল্প বিক্রেতা প্রতিযোগিতা: আংশিক একচেটিয়া ব্যবসায় এবং অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার উদাহরণ। যখন যোগানদারের সংখ্যা এতই সীমাবদ্ধ থাকে যে—যে কোন একজনের যোগানের পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধির ফলে বাজারে দ্রব্যের মূল্যের বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা দিবে, তখন সেই প্রকার বাজারের অবস্থাকে স্বল্পবিক্রেতা প্রতিযোগিতা বলে। Duopoly, Monopolistic Competition দ্রষ্টব্য।

Omnibus Court:—লণ্ডনের ব্যাঙ্ক এবং ঋণ আদানপ্রদানকারী কুঠি সকল অনেক সময়ে জাহাজে মাল চালানকারীদের সত্বর অর্থ সংগ্রহ করার উপায় করিয়া দেয়। চালানী মালের উপর পূর্বস্বত্ব রক্ষা করিয়া এই ঋণ দেওয়া হয়। পূর্বস্বত্বের চুক্তির বলে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে আবশ্যক মত ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। যে সকল মালচালানকারী ব্যবসায়ীর সুনাম খুব অধিক তাহাদেরই মাত্র এই প্রকার ঋণ মঞ্জুর করা হয়।

Omnium—মোট মূল্য: ঋণের জমানত হিসাবে নানা রকমের শেয়ার গচ্ছিত রাখিলে উহার মোট মূল্যকেই বুঝায়। আবার একই প্রকার শেয়ার অনেকগুলি গচ্ছিত রাখিলে উহাকে যদি কয়েক অংশে ভাগ করা যায় তবে সমস্ত অংশগুলির মোট মূল্যকেও বুঝায়।

On Cost— মাথাপিছু পরোক্ষ ব্যয়: একক-উৎপাদন-ব্যয় বাহির

করিতে হইলে সকল প্রকার সম্ভাব্য ব্যয়ই ধরা উচিত। কোন দ্রব্য উৎপাদনে উৎপাদনের আনুমানিক পরোক্ষ ব্যয় যত একক দ্রব্য উৎপাদন হওয়া সম্ভব তাহার মাথাপিছু ভাগ করিয়া দিলেই উহাকে মাথাপিছু পরোক্ষ ব্যয় Overhead বলে। Overhead দ্রষ্টব্য।

On Demand—চাহিবামাত্র দেয়; তলবমাত্রে দেয়: যে সকল বিনিময় পত্রের মূল্য বিনিময় পত্র গ্রহীতার নিকট উপস্থিত করা মাত্রই শোধ করিতে হয় তাহাকে চাহিবা মাত্র বা তলব মাত্র বিনিময় পত্র কহে। এই প্রকার বিনিময়পত্র সাকরণ করার আবশ্যক হয় না।

One Man Company—ব্যক্তিগত যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান: যৌথ প্রতিষ্ঠান কখনই ব্যক্তিগত হইতে পারে না; তথাপি এমন যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানও আছে যাহার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবসায়ের মতই হয়। ইহা একপ্রকার দায়-সীমাবদ্ধ যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান। ইহাতে প্রকৃতপক্ষে সমস্ত শেয়ার পত্রই একজন মাত্র লোক ক্রয় করে অর্থাৎ মূলধন মূলতঃ ঐ একব্যক্তিই যোগায় এবং বাকী শেয়ার গুলি তাহারই মনোনীত কতিপয় লোকের ভিতর বিলি করিয়া দেওয়া হয় এই প্রকার ব্যবসায় কেবলমাত্র দায় সীমাবদ্ধ রাখার সুযোগ গ্রহণ করার জন্যই করা হয়। কোম্পানী বা যৌথ কারবারী আইনে এই প্রকার কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠন বেআইনি নহে বলিয়া অনেকে একাধারে দায় সীমাবদ্ধ রাখা ও ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব বজায় রাখার জন্যই এই প্রকার ব্যবসায় গঠন করে। বিখ্যাত Solomon vs. Solomon মামলায় উহাই স্বীকৃত হইয়াছে যে আইনানুগ সর্বনিম্ন সংখ্যক অংশীদার, তাহা একই পরিবারের হইলেও, নিয়া কোন যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠিত হইলে সে কারবারী প্রতিষ্ঠান আইনতঃ সকল সুযোগ সুবিধা পাইবে। সুতরাং এই উপায়ে অনেকে দায় সীমাবদ্ধ রাখিয়া মালিকানা ব্যবসায় চালাইয়া থাকে।

Open Credit—বিনাসর্তে প্রত্যয়পত্র; সর্তহীন প্রত্যয়পত্র: যে প্রত্যয়পত্রের মূল্য শোধ করার জন্য কোন সর্ত উল্লিখিত থাকে না তাহাকেই সর্তহীন প্রত্যয়পত্র বলে।

Open door policy—উন্মুক্তদ্বার নীতিঃ নিজ দেশে ব্যবসায় বাণিজ্য যে রীতিতে বা নিয়মে চলে আমদানী রপ্তানীর উপর তদতিরিক্ত কোন বিশেষ বাধা নিষেধ আরোপ না করিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যনীতি অনুসরণ

করিলেই তাহাকে উন্মুক্তদ্বারনীতি বলে। উন্মুক্ত দ্বারনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্য অবাধ বাণিজ্যেরই সমার্থবোধক হয়। তবে আমদানীর উপর কোনরূপ শুল্কাদি প্রয়োগ করিয়া আমদানী সঙ্কোচ করার চেষ্টা না হইলেই তাহাকে উন্মুক্তদ্বার নীতি বলে।

Open Market Operation—সরাসরি ক্রয়-বিক্রয়ঃ এই নীতি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করিতে প্রয়োগ করিয়া থাকে এবং কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি বুঝাইতেই ইহার ব্যবহার হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের খোলা বাজারে ক্রয় বিক্রয় বলিতে বাজার হইতে সরাসরি প্রত্যর্থপত্র ক্রয় বিক্রয়কেই বুঝায়। যখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যজারে ঋণ সংকোচ করার প্রয়োজন বোধ করে তখন বাজারে ইহার নিজের তহবিল হইতে প্রত্যর্থপত্র বিক্রয় করে। বাজারে প্রত্যর্থপত্র বিক্রয় করিয়া ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য স্বল্প মিয়াদী ঋণ প্রতিষ্ঠানের তহবিল হইতে অর্থ তুলিয়া নিয়া বাজারে ঋণ সংকোচ করিতে সমর্থ হয়। বিপরীতভাবে, যখন বাজারে ঋণের পরিমাণ বাড়ান প্রয়োজন তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য স্বল্পমিয়াদী ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট হইতে প্রত্যর্থপত্র ক্রয় করিয়া থাকে। ফলে বাজারে ঋণপোযোগী অর্থের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। কিন্তু খোলা বাজারে ক্রয়-বিক্রয় ঋণ-নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একটি অস্ত্র বিশেষ। অর্থের বাজার যদি অপূর্ণাঙ্গ থাকে তাহা হইলে এককভাবে খোলা বাজারে প্রত্যর্থপত্র ক্রয়-বিক্রয় করিয়া সন্তোষজনক ফল নাও পাইতে পারে। ঋণের প্রসার যদি মুদ্রাস্ফীতি জনিত হয় এবং মুদ্রাস্ফীতি যদি প্রবল আকারে দেখা দেয় তবে ঋণ সংকোচ করার জন্য একই সময় পুনর্বাটার হার (Bank Rate), বিচারমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ (Selective Credit Conrtol) এবং সঞ্চিত হার (Reserve Ratio) সকল কয়টি পন্থাই এক সময় অনুসরণ করার আবশ্যক হইতে পারে। খোলা বাজারে প্রত্যর্থপত্র ক্রয়বিক্রয়ের দ্বারা মন্দা অবস্থায় (Deflation) যে পরিমাণ ফল পাওয়া যায়, অর্থাৎ যখন সাধারণের মনে ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ কোন সন্দেহ জাগে তখন প্রত্যর্থপত্র বিক্রয় করিয়া ঋণ প্রসার করা যত সহজ মুদ্রাস্ফীতিকালে অথবা আর্থিক উন্নতির অবস্থায় মানুষের মনে যখন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ আশা থাকে তখন প্রত্যর্থপত্র বিক্রয় করিয়া ঋণসংকোচ করা তত সহজ নহে। গত মহাযুদ্ধের সময়ে এবং উহার পরবর্তী সময়ের

আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে খোলা বাজারে প্রত্যর্থপত্র ক্রয় বিক্রয়ের নীতি সমৃদ্ধ অবস্থায় আদৌ কার্য্যকরী নহে।

Open Policy—মূল্য অনিরূপিত বীমাপত্র: সামুদ্রিক বীমায় বীমাকৃত দ্রব্যের বিবরণ ও মূল্য উল্লেখ না করিয়া আপাতত একটি মূল্য ধরিয়া যে বীমা সংঘটিত হয় সেইরূপ বীমাপত্রকেই মূল্য অনিরূপিত বীমাপত্র বলে। যে বীমাপত্রে বীমার প্রকৃত মূল্য ও দ্রব্যের বিবরণ উল্লেখ না করিয়াও এক আনুমানিক মূল্যের বীমা করা হয় তাহাকে মুক্ত বীমাপত্র কহে। এই প্রকার বীমায় বীমাকৃত দ্রব্যের মূল্য যদি বীমামূল্যের অধিক হয় তাহা হইলে যে অংশ বীমার চাঁদায় সংরক্ষিত হয় না সেই পরিমাণ মূল্যের অতিরিক্ত বীমার চাঁদা দিয়া একখানা পরিপূরক বীমাপত্র গ্রহণ করিতে হয়। এবং যদি প্রকৃত মূল্য কম হয় তবে বীমা গ্রহীতার একখানি ঘোষণাপত্র দিতে হয় এবং বীমাকৃত মূল্য ও প্রকৃত মূল্যের হারাহারি মতে যে অতিরিক্ত বীমার চাঁদা দেওয়া হইয়াছে উহা ফেরত পায়। প্রকৃত মূল্যের অতিরিক্ত মূল্যে বীমা করা হইয়াছে বলিয়া অতিরিক্ত মূল্য অংশকে 'অধিবীমা (Over Insurance) কহে।

Opportunity Cost—সুবিধা মূল্য: অর্থনীতিতে একটি দ্রব্যের প্রান্তিক পরিবর্তন যোগ্যতার উপর দ্রব্যের চাহিদা নির্ভর করে। ব্যক্তি বিশেষের চাহিদা ও প্রতিষ্ঠানের চাহিদাও একই নিয়মের অনুবর্তী। ফলে কোন কোন শিল্প বিশেষ কোন উপাদান প্রয়োগ করিতে অন্য প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অধিক মূল্য দিতে পারে অর্থাৎ সেই প্রতিষ্ঠানের নিকট দুইটি উপাদানের মধ্যে যেটির মূল্য অধিক দিতে রাজী হয় সেইটির উপকারিতা অধিক। সুতরাং সেই প্রতিষ্ঠান ঐ উপাদানের যে মূল্য দিবে উহাই প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের নিকট 'সুযোগ মূল্য'। এবং প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলিকেও ঐ সুযোগমূল্য দিয়া ঐ উপাদানটি ব্যবহার করিতে হয়। এক সম্প্রদায়ের মজুরীকে মটরশিল্প ও লৌহশিল্প উভয় শিল্পেই নিয়োগ করা যায়; এখন লৌহ শিল্প মোটরশিল্পের চেয়ে অধিক মজুরী দিয়া ঐ সম্প্রদায়ের শ্রমিক নিয়োগ করিলে মোটর শিল্পকেও ঐ সম্প্রদায়ের শ্রমিক নিয়োগ করিতে একই মজুরী দিতে হইবে। ইহাই মোটর শিল্পের সুবিধাজনক মূল্য। ব্যক্তিগতভাবে এক ব্যক্তি একটি টুপি কিনিবে কি

একটি জামা কিনিবে উহা নির্দ্ধারণ করিবে প্রতিটি দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগিতা দ্বারা। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সে ব্যক্তি যদি টুপি ক্রয় করিতে রাজী হয় তবে জামাটিই টুপিটির সুবিধা মূল্য অর্থাৎ দুইটির মধ্যে যেটির প্রান্তিক উপযোগ অধিক তাহার সুবিধা মূল্য অপর দ্রব্যটির মূল্যের সমান। তাই সুবিধা মূল্য বলিতে যে মূল্য সর্বাধিক অনুকূল তাহাকেই বুঝায়।

Optimist School—আশাবাদী সম্প্রদায়ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে আমেরিকা ও ফরাসী দেশে এক সম্প্রদায়ের অর্থনীতিবিশারদ পূর্ববর্ত্তী অর্থনীতিবিদদের মধ্যে যাহারা চলতি অবস্থাকে দুঃখময় বলিয়া নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাদের মতবাদকে সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে চলতি অবস্থা সর্বদাই দুঃখময় নহে বরং সুখময়। তাহাদেরই বলা হয় আশাবাদী। তাহাদের মধ্যে হেনরি ক্যারে (Henry Carey) ফ্রেডারিক ব্যাসতিয়ত (Federick Bastiat) অগ্রণী। ইঁহারা ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব মানিয়া নেন নাই, আথিক খাজনা তত্ত্ব ভিত্তিহীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং সুদ পূর্বসঞ্চিত মূলধন প্রয়োগের মূল্য হিসাবে সমর্থন করিয়াছেন। ইঁহারা দেশের আথিক অবস্থার তুলনায় জনসংখ্যার চাপ অধিক বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

Optimum—কাম্যঃ কথাটি অধ্যাপক রিকার্ডোর "জনসংখ্যাতত্ত্ব" বিশ্লেষণ বিচার কালেই প্রথম প্রয়োগ আরম্ভ হয়। জনসংখ্যা ও খাদ্য দ্রব্যের পরিমাণের মধ্যে সমতা না থাকিলে অর্থাৎ জনসংখ্যা খাদ্য দ্রব্য উৎপাদনের হারের অধিক হইলে দুঃখ দুর্দশা দেখা দেয়। দেশের আথিক অবস্থার পরি-প্রেক্ষিতে জনসংখ্যা কোন পর্য্যায়ে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত তাহাই কাম্য জনসংখ্যা। অর্থাৎ দেশের আথিক অবস্থায় জন সাধারণের অবস্থা যে স্থানে সবচেয়ে অধিক সমৃদ্ধ হইবে তাহাই কাম্য জনসংখ্যা। প্রকৃত জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যা হইতে অধিক হইলে মাথাপিছু খাদ্যের পরিমাণ হইবে কম। ফলে স্বাস্থ্যহানি এবং অতিরিক্ত শ্রমসরবরাহ, মাথাপিছু স্বল্প মজুরীহার ইত্যাদি অসংগতি দেখা দিবে। কিন্তু প্রকৃত জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যা হইতে কম হইলে মাথাপিছু সম্পদের পরিমাণ বেশী হইবে এবং সমৃদ্ধ অবস্থা সূচিত হইবে। অর্থনীতিবিদগণ একটি গাণিতিক সমীকরণের সাহায্যে দেশের কাম্য জনসংখ্যা ও অধিক জনসংখ্যার ফল নির্দ্ধারণ করার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

ইহাতে কাম্য জনসংখ্যাকে প্রকৃত ও কাম্য জনসংখ্যার ব্যবধানের একটি হার হিসাবে ধরা হয়। ইহাতে জনসংখ্যার অসামঞ্জস্য ধরা পড়িবে। অসামঞ্জস্য (Maladjustment) = (প্রকৃত জনসংখ্যা—কাম্য জনসংখ্যা। ÷ কাম্য জনসংখ্যা

$M = \frac{A-0}{0}$; হার যদি প্রকৃত হয় তবে দেশে জনাধিক্যজনিত অসামঞ্জস্যের হার ধরা যাইবে কিন্তু হার অপ্রকৃত হইলে বুঝিতে হইবে যে কাম্য জনসংখ্যায় এখনও পৌঁছা যায় নাই।

Option—ইচ্ছা ; বিকল্প : শেয়ার বাজারে শেয়ার ক্রয়বিক্রয়ে প্রয়োগ হয়। ইহা প্রকৃতপক্ষেই ফাটকাবাজী। ইহাতে ভবিষ্যতে এক নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে এক নির্দিষ্ট মূল্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তিকেই বুঝায়। যে ব্যক্তি ঐ ভাবে শেয়ার বিক্রয় বা ক্রয় করিতে রাজী হইবে সে দালালের নিকট হইতে ক্রয় বা যাহার নিকট বিক্রয় করার চুক্তি করিবে তাহাকে কিছু মূল্য দিতে বাধ্য থাকে। ইহা যদি শেয়ার বিক্রয় করিবার জন্য হয় তবে তাহাকে "Put Option" কহে আর ক্রয়ের ইচ্ছা হয় তবে তাহাকে Call Option কহে এবং ক্রয় অথবা বিক্রয়ের ইচ্ছা হইলে উহাকে Double Option কহে। Put and Callও কহে। দালালকে যে মূল্য দিতে হয় উহাকে 'বিকল্প অর্থ' Option Money কহে। বিকল্প ব্যবস্থা প্রকৃত ফাটকাবাজী বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার ষ্টক একচেঞ্জ আইনের ১৯ অনুচ্ছেদে বিকল্প ব্যবস্থা বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। আমেরিকায় ইহাকে Privilege কহে। Privilege দ্রষ্টব্য।

Option Money : Option দ্রষ্টব্য।

Order Bill of Lading—পিছন সহিবহনপত্র, আদিষ্টবহনপত্র : যে বহন পত্র সরাসরি ক্রেতার নিকট পাঠান হয় না, কিন্তু অপর কেহ বহন পত্রে পিছনসহি করিলে ক্রেতা বহনপত্রের সাহায্যে দ্রব্যে মালিকানাস্বত্ব দাবী করিতে পারে তাহাকে আদিষ্ট বহন পত্র বলে। জাহাজ ভাড়াকারী নিজের নামে রপ্তানীকারকের নিকট হইতে আমদানী করে পরে সে প্রকৃত ক্রেতার অনুকূলে বহনপত্র পিছনসহি করিয়া বহনপত্রের সহিত একখানা হুণ্ডি যোজনা করিয়া ক্রেতার ব্যাঙ্কে পাঠাইয়া দেয়। ক্রেতা দ্রব্যের মূল্য শোধ করিলেই ব্যাঙ্ক বহনপত্র ও অন্যান্য দলিল ক্রেতার নিকট হস্তান্তর

করিবে। যখন রপ্তানীকারক নগদ মূল্য আদায় করিতে চাহে তখন পিছনসহি বহনপত্র বা আদিষ্ট বহনপত্র পাঠাইয়া থাকে।

Organic School—জীবতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ঃ যে সকল অর্থনীতিবিদ অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থাকে জীবতত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়াছেন তাহাদেরই জীবতাত্ত্বিক সম্প্রদায় বলে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে দার্শনিক Spencer অগ্রণী। ইঁহারা রেল চলাচল ব্যবস্থাকে জীবের শিরা উপশিরার সহিত তুলনা করিয়াছেন, ষ্টক বাজারকে জীবের হৃদয়যন্ত্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন অর্থাৎ সমাজকে ইঁহারা জীবের মতই সপ্রাণ ও গতিশীল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। জীবের মতই, কোন বিশেষ অংগের কর্ম্মক্ষমতা লোপ পাইলে যেমন জীব পঙ্গু হইয়া পড়ে, সমাজেরও কোন বিশেষ অংগ বা ব্যবস্থা অকেজো হইলে সমাজও পঙ্গু হইয়া পড়ে।

Orthodox School : Classical School দ্রষ্টব্য।

Ottawa Agreements—অটোয়া চুক্তিঃ বিচারমূলক বা পক্ষপাত-মূলক আমদানী শুল্ক প্রয়োগ নীতি গ্রেটবৃটেন ও অন্যান্য কমনওয়েলথ রাষ্ট্রসকল অটোয়া চুক্তি দ্বারাই সর্বপ্রথম কার্য্যকারী করে। এই চুক্তি সম্পাদিত হয় ১৯৩২ খৃঃ। ইহাতে গ্রেটবৃটেন এবং অন্যান্য কমনওয়েলথ রাজ্য সকল পরস্পরের নিকট হইতে আমদানী যথাসম্ভব অবাধ বা শুল্কহীন রাখিতে প্রতিশ্রুত থাকে। যদি কমনওয়েলথ রাজ্য ও কমনওয়েলথ বহিভূর্ত কোন রাজ্য হইতে একই দ্রব্য আমদানী করিতে বাধ্য হয় তবে কমনওয়েলথ রাজ্য হইতে আমদানীকৃত দ্রব্যের উপর আমদানী শুল্ক কমনওয়েলথ বহিভূর্ত দেশ হইতে অন্ততঃ শতকরা ১০ ভাগ মূল্যানুসারে কম হইবে। Imperial Preference দ্রষ্টব্য।

Over Capitalisation—অতিমূলধনকরণঃ কোন ব্যবসায়ে আয়ের অনুপাতে যে পরিমাণ মূলধন আবশ্যক, তদতিরিক্ত মূলধন নিয়োগ হইলে উহাকে অতিমূলধনকরণ কহে। যদি কোন ব্যবসায়ের আয় এমন অপর্য্যাপ্ত হয় যে মাত্র ১ লক্ষ টাকা মূলধনের উপর সুদ দিতে পারে আর সেই ব্যবসায়ের মূলধন যদি ১ লক্ষ টাকার অধিক হয় তবে এক লক্ষ টাকার অতিরিক্ত মূলধনকে অতিমূলধন কহে। অনেক সময় ব্যবসায়ের সম্পদের মূল্য ন্যায্য মূল্যের অধিক দেখান হয়। যখন সম্পদ অতিরিক্ত মূল্যে দেখান হয় তখন ঐ সম্পদের অতিরিক্ত মূল্যও মূলধন খাতে জমা করা হয় যদিও ইহার পিছনে কোন প্রকৃত

সম্পদ থাকে না। ইহাকেও অতিমূলধনকরণ বলে। ইহার অপর নাম Watered Capital (দ্রষ্টব্য)।

Over Certification—অতিপ্রমাণীকরণ : ব্যাঙ্ক উহার মক্কেলের গচ্ছিত অর্থের অতিরিক্ত অর্থের চেক প্রমাণী করিলে উহাকে অতিপ্রমাণীকরণ বলে। অনেক সময়ে মক্কেল চেক দ্বারা কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে গচ্ছিত অর্থে সংকুলন না হইলে তাহার ব্যাঙ্ককে চেক প্রমাণী করিতে অনুরোধ করিয়া থাকে এবং ব্যাঙ্ক অতিপ্রমাণী চেকের মূল্য শোধ করিতে বাধ্য থাকে। তবে মক্কেল যে দ্রব্য কিনিয়া থাকে ঐ দ্রব্য সঙ্গে সঙ্গেই অতিরিক্ত বা অনুমানিক জমানত হিসাবে বন্ধক রাখিতে বাধ্য থাকে। (Marked Cheque দ্রষ্টব্য)

Overdraft—অধিবিকর্ষ : ব্যাঙ্কে যে অর্থ জমা থাকে উহার অতিরিক্ত অর্থ ব্যাঙ্ক হইতে তুলিলে উহাকে অধি-বিকর্ষ কহে। ইহাকে ব্যাঙ্ক হইতে বিনা জমানত ঋণ বলা যায়।

Overhead—মাথাপিছু পরতা ব্যয়, আনুসঙ্গিক ব্যয় ; কোন দ্রব্য উৎপাদনে কাঁচামাল ও প্রত্যক্ষ মজুরী ব্যতীত অন্যান্য ব্যয়কেই আনুসঙ্গিক বা পরতা ব্যয় কহে। আনুসঙ্গিক ব্যয়কে উৎপাদন আনুসঙ্গিক (Production Overhead) ; বিক্রয় আনুসঙ্গিক (Selling Overhead) ঃ বিলি আনুসঙ্গিক (Distribution Overhead) ; ও পরিচালন আনুসঙ্গিক (Administration Overhead এই কয় ভাগে ভাগ করা হয়।

Over Insurance : Open Policy দ্রষ্টব্য।

Over Full Employment—পূর্ণোর্দ্ধ নিয়োগ : Full Employment দ্রষ্টব্য।

Over Production—অতি উৎপাদন : এক নিৰ্দিষ্ট মূল্যে যখন উৎপাদিত সমগ্র দ্রব্য বিক্রয় করা যায় না তখন তাহাকে অতি উৎপাদন বলে। অর্থাৎ চলতি বাজার দরে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বা যোগান বেশী হইলে তাহাকে অতি উৎপাদন কহে। অনেক সময়ে এইরূপ অবস্থায় দ্রব্যের মূল্য কমাইয়া চাহিদা বাড়াইয়া দ্রব্য বিক্রয় করার চেষ্টা হইয়া থাকে কিন্তু নূতন (কামান) মূল্য বিক্রেতার উৎপাদন দ্রব্যের সমান নাও হইতে পারে। সেক্ষেত্রে লোকসান স্বীকার করিয়া বিক্রয় করিতে হইতে পারে। অনেক অর্থনীতিবিদদের মতে বাজারে মন্দা অবস্থার সূচনা দেখা গেলেই তাহা অতি

উৎপাদনের ফল বলিয়া ধরা হয়। তাঁহারা অতি-উৎপাদনই মন্দাবস্থার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।

Over-riding Commission—অতিবর্তন দস্তুরি : নবগঠিত যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার অবলেখক সংগ্রহ করার জন্য যে দস্তুরি দেওয়া হয় উহাকে অতিবর্তন দস্তুরি কহে। Underwriting of shares দ্রষ্টব্য।

Overtime Request—অধিকাল অনুরোধ : জাহাজের মালিক অথবা গুদামের মালিক সাধারণ অফিস কালের বাহিরে শুল্ক অধিকারকে উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করিলে উহাকে অধিকাল অনুরোধ কহে। অধিকাল অনুরোধ অনুযায়ী শুল্ক অধিকার যদি উপস্থিত থাকে তবে জাহাজের মালিক অথবা গুদামের মালিককে অতিরিক্ত দস্তুরি দিতে হয়।

Overseas Investments—দেশ বহির্ভূত বিনিয়োগ : এক দেশের নাগরিক অন্য দেশের কোন ব্যবসায়ে অথবা সরকারী প্রত্যর্থ পত্র ক্রয় করিয়া অর্থ বিনিয়োগ করিলে উহাকে দেশ বহির্ভূত বিনিয়োগ বলে। আর্থিক অনুন্নত দেশগুলিতে আর্থিক সমৃদ্ধ দেশের প্রচুর বিনিয়োগ আছে। উহাই সমৃদ্ধ দেশগুলির দেশ বহির্ভূত বিনিয়োগ।

Overtrading—অতি ব্যবসায় : ব্যবসায়ের কার্য্যকরী মূলধনের অতিরিক্ত মূল্যের ক্রয় বিক্রয় হইলে তাহাকে অতি ব্যবসায় কহে। ব্যবসায়ের আকার ও প্রকৃতি অনুযায়ী যে পরিমাণ কার্য্যকরী মূলধন আবশ্যক তাহার চেয়ে কম মূলধন নিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিলে অথবা আরম্ভিক মূলধন লোকসানের জন্য কমিয়া গেলে অতিব্যবসায় অবস্থা দেখা দেয়। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রকৃত কার্য্যকরী মূলধন কম পরিলে উহা ঋণ করিয়া সংগ্রহ করা হয়। সুতরাং ঋণকৃত কার্য্যকরী মূলধন নিয়া ব্যবসায় করিতে থাকিলে উহাকে অতিব্যবসায় কহে।

Over Saving—অতি সঞ্চয় : কোন সময়ে বিনিয়োগের যে সকল সুযোগ থাকে এবং তাহাতে যে পরিমাণ সঞ্চয় দরকার, তদতিরিক্ত সঞ্চয় হইলেই তাহাকে অতিসঞ্চয় কহে। আবার সঞ্চয় বিনিয়োগ করিয়া যে দ্রব্য উৎপাদন করা হইল উহা সম্পূর্ণ যদি লাভে বিক্রয় করা না যায় তবে সে অবস্থাকেও অতিসঞ্চয় বলে।

Oversaving theory of Business Cycle—বাণিজ্য চক্রের অতিসঞ্চয় নিয়ম : সমাজে জাতীয় আয় এমন অসম ব্যবস্থায় বিলি হয়

যাহাতে এক সম্প্রদায়ের লোকের সর্বদাই অতিরিক্ত আয় হয়। সেই আয়ের যে অংশ সঞ্চয় হয় উহা যদি উৎপাদনে বিনিয়োগ করা হয় তাহা হইলে উৎপাদন ক্ষমতা যে হারে বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে উৎপাদিত দ্রব্য চিরস্থায়ীভাবে এবং লাভজনকভাবে প্রয়োগ হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। এইরূপ ক্ষেত্রে উৎপাদন সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার উর্দ্ধে চলিয়া যায়। ফলে উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাইতে থাকে, এবং শিল্পের লাভ দ্রুত কমিতে থাকে, বেকার সমস্যা দেখা দেয় এবং মন্দাবস্থা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়। এই নিয়মে যাহারা বাণিজ্য চক্রের কারণ অনুসন্ধান করেন তাহারা কেবলমাত্র মন্দাবস্থাই বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ হন। এই নিয়মে সমৃদ্ধ অবস্থা অথবা মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা বিচার করা যায় না।

Over Valued Currency—অধিমূল্য মুদ্রা : মুদ্রা বিনিময় হার দেশের আমদানী রপ্তানীর উপর নির্ভর করে। মুদ্রা বিনিময় হার নির্দিষ্ট থাকিলেও আমদানী রপ্তানীর অবস্থার উপর বিনিময় হারের অবস্থা নির্ভর করে। বৈদেশিক বাণিজ্যে যখন কোন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বৈদেশিক বাণিজ্যে সেই দেশের মুদ্রার চাহিদার অতিরিক্ত হয় তখন প্রথমোক্ত দেশের মুদ্রাকে অধিমূল্য মুদ্রা কহে। স্মরণ রাখিতে হইবে মুদ্রা বিনিময় হার যদি নির্দিষ্ট থাকে তবে এই নিয়ম প্রযোজ্য। কাজেই নির্দিষ্ট বিনিময় হারে আমদানীর পরিমাণ রপ্তানীর পরিমাণের অতিরিক্ত হইলে, দেশের মুদ্রাকে অধিমূল্য মুদ্রা বলা হয়। যখন দেশের প্রচলিত মূল্যস্তর বিদেশের মূল্যস্তরের অধিক তখনই দেশের মুদ্রাকে অধিমূল্য মুদ্রা কহে। বেশীদিন কোন দেশের মুদ্রা অধিমূল্যে বিনিময় হইতে পারে না। শীঘ্রই সেই দেশের মুদ্রামানের নূতন হার স্থির করা আবশ্যক হয় এবং স্বাভাবিক উপায়ে রপ্তানী বৃদ্ধি করিতে বিদেশে দেশের মুদ্রার চাহিদা বাড়াইতে না পারিলে মুদ্রামান হ্রাস করিয়া সমভাবাপন্ন মুদ্রা বিনিময় হার স্থির করার আবশ্যক হয়। গত মহাযুদ্ধের পর যখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রচুর পরিমাণে আমদানী করা আবশ্যক হইল তখন ভারতের মুদ্রার চাহিদা আমেরিকাতে প্রবলভাবে পড়িয়া গেল আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রার চাহিদা ভারতে প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া গেল। সুতরাং যতদিন (১৯৪৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর অবধি) যে বিনিময় হার ছিল উহাতে ভারতীয় মুদ্রা অধিমূল্যে বিনিময় হইত। ইহাতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের যথেষ্ট লোকসান

হয় বলিয়া ১৯৪৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ভারতবর্ষ মুদ্রামান হ্রাস করিল এবং নূতন হারে মুদ্রা বিনিময় আরম্ভ হইল। যতদিন ভারতবর্ষ মুদ্রামান হ্রাস করে নাই ততদিন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা ন্যূনমূল্যে বিনিময় হইত।

যখন দেশের রপ্তানী আমদানীর অতিরিক্ত তখন সেই দেশের মুদ্রার চাহিদা বহির্বাণিজ্যে বাড়িয়া যায়। নিজ দেশে মূল্যস্তর বিদেশী বাজারের মূল্যস্তরের কম হইলেই এইরূপ হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে যতদিন বিনিময় হ্রাস নির্দিষ্ট থাকে ততদিন এই মুদ্রা ন্যূন মূল্যে বিনিময় হয়। অর্থাৎ সাধারণ মূল্য নীতি কার্যকরী হইলে কোন দেশের মুদ্রার চাহিদা বাড়িয়া গেল সেই দেশের মুদ্রার মূল্য বাড়িয়া যাওয়া উচিত। নির্দিষ্ট বিনিময় হার থাকার জন্য বিনিময় হার বাড়িতে পারে না। ইহাকে ন্যূন মূল্য মুদ্রা কহে। (Undervalued Currency দ্রষ্টব্য)।

P

Pace Setter—গতি নির্দ্ধারক ; মান শ্রমিক : যে শ্রমিকের দক্ষতা ও কার্য্যের দ্রুততাই কোন দ্রব্য উৎপাদনে শ্রমিকের মজুরী ও দ্রব্য উৎপাদনে সময় নিরূপণে মান হিসাবে ধরা হয় তাহাকেই গতি নির্দ্ধারক বা মান শ্রমিক বলে। ঠিকা মজুরী হিসাব অঙ্কণে মান শ্রমিকের যে সময় লাগে সেই সময়কে মান সময় (Standard Time) ধরিয়া ঐ সময়ের জন্য এক মজুরী স্থির করা হয় তাহাকে মান মজুরী (Standard Wage) কহে। যে শ্রমিকের দক্ষতা ও কার্য্য সমাপ্ত করার সময়কে মান ধরা হয় তাহাকে মান শ্রমিক (Standard Worker or Labour) কহে। অধিদেয় (Bonus) নিয়মে মজুরীর হার স্থির করিতেও মান শ্রমিক ও মান সময় পূর্ব্বেই স্থির করা আবশ্যক। মান সময়ের পূর্ব্বেই যে শ্রমিক কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবে সে এক নির্দ্দিষ্ট নিয়মে অধিদেয় বা বোনাস পাইবে। Bonus, Standard Labour, Standard time, Standard wage দ্রষ্টব্য।

Paid up Capital—আদায়ীকৃত মূলধন : যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের বা অংশ পত্রের মূল্য এককালীন আদায় না করিয়া নির্দ্দিষ্ট কিস্তিতে আদায় করার পদ্ধতিই চলিয়া আসিয়াছে। সুতরাং যে সমস্ত শেয়ার বিক্রয় হয় উহার সম্পূর্ণ মূল্য আদায় না হইলে যে অংশ মাত্র আদায় হইয়াছে উহাকেই আদায়ীকৃত মূলধন কহে। প্রতিখানি শেয়ারের মূল্য ১০০৲ টাকা। ঐ মূল্য শতকরা ২৫ ভাগ বা ২৫৲ টাকা আবেদন পত্রের সহিত দেয় ; শতকরা ২৫ ভাগ বা ২৫৲ বিলিকালে, শতকরা ৩০ ভাগ বা ৩০৲ টাকা প্রথম তলবে (first call). বাকী অংশ শেষ তলবে (last call) দেয়। প্রতিষ্ঠান প্রথম তলব দিয়া মূলধন আদায় স্থগিত

রাখিয়াছে। প্রতি শেয়ারে ৮০৲ টাকা পর্য্যন্ত আদায় হইল। যদি প্রতিষ্ঠান ১০০০ খানা শেয়ার বিক্রয় করিয়া থাকে এবং প্রত্যেকেই যদি প্রথম তলব পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অর্থ শোধ করিয়া থাকে তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান ৮০০০০৲ টাকা আদায় করিয়াছে। এই ৮০০০০৲ টাকাই আদায়ীকৃত মূলধন। ১০০০ শেয়ারের আঙ্কিক মূল্য ১০০০০০৲ টাকা, বিলিকৃত শেয়ারের আঙ্কিক মূল্য ও আদায়ীকৃত মূলধন উভয়ের ব্যবধানকে বলা হয় সঞ্চিত মূলধন (Reserve Capital)। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান শেয়ারের মূল্যের একাংশ বিশেষ জরুরী অবস্থায় আদায় করার জন্য স্থগিত রাখে, উহাই সঞ্চিত মূলধন। Reserve Capital দ্রষ্টব্য।

Paid up Shares—আদায়ীকৃত শেয়ার: যৌথ প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের আঙ্কিক মূল্য সম্পূর্ণ আদায় হইয়া থাকিলে সেই শেয়ারকে আদায়ীকৃত শেয়ার কহে।

Panic—আতঙ্ক; ত্রাস: সাধারণ লোক যখন তাহাদের অধিকৃত শেয়ার বা ষ্টক যে মূল্যই পাওয়া যায় সেই মূল্যে বিক্রয় করার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে অথবা আস্থা হারাইয়া ব্যাঙ্ক হইতে তাহাদের জমা অর্থ তুলিতে থাকে তখন সেই অবস্থাকেই ব্যবসায় ক্ষেত্রে আতঙ্ক বা ত্রাস কহে। আতঙ্ক বা ত্রাস দেখা দেয় তখনই যখন সাধারণ লোক বা ব্যবসায়ীগণ বাণিজ্যিক সংকট উপলব্ধি করে এবং বাণিজ্যিক সংকটের জন্য ব্যবসায়ে আস্থা হারাইয়া ফেলে।

Paper Currency—কাগজী মুদ্রা: মান মুদ্রার প্রতিনিধি হিসাবে যে কাগজী মুদ্রা (নোট) সরকারী নির্দেশে ছাপান হয় উহাই কাগজী মুদ্রা। কাগজী মুদ্রাও বৈধ মুদ্রা। কাগজী মুদ্রা পরিবর্ত্তনযোগ্য (Convertible) অথবা অপরিবর্ত্তনযোগ্য (Inconvertible) দুই রকমের হইতে পারে। Convertible Currency, Inconvertible Currency দ্রষ্টব্য।

Paper Money—কাগজী অর্থ: কাগজী মুদ্রার মত ইহা বৈধ মুদ্রা নহে। কিন্তু ইহাতে গ্রহীতার দাতার উপর বিশ্বাস থাকিলে কোনরূপ দ্বিধা না করিয়াই গ্রহণ করিয়া থাকে। কাগজী অর্থে সরকারের কোনওরূপ নির্দেশ নাই বলিয়া অর্থের যে প্রধান গুণ সর্বজনগ্রাহ্যতা (General Acceptibility) তাহার অভাব দেখা যায়।

Parliamentary Companies—কানুনী যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান: যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্ম সরকার কর্তৃক কোন বিশেষ আইনের ফল

তাহাকেই কানুনী যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কহে। রেল কোম্পানী, গ্যাস সরবরাহ, জল সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়ে এই প্রকার কানুনী কোম্পানী দেখা যায়। এই সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কার্য্যাবলী সরকারী আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। Statutory Companies দ্রষ্টব্য

Participating Country—অংশভাক দেশ : মার্শাল সাহায্য প্রাপ্ত দেশকে অংশভাক্ দেশ কহে।

Partial Acceptance—আংশিক স্বীকৃতি : বিনিময় পত্র সাকরণ করার সময়ে বিনিময় পত্রে লিখিত মূল্যের কম মূল্যের জন্য সাকরণ করিলে তাহাকে আংশিক স্বীকৃতি কহে। ক খএর উপর ১০০০০৲ টাকা মূল্যের একখানা বিনিময় পত্র লিখিল। খ যদি ঐ বিনিময় পত্র ৯০০০৲ টাকার জন্য সাকরণ করে (accepted for Rs ৪০০০) এইরূপ লিখিয়া দেয় তবে ঐ সাকরণ আংশিক সাকরণ হইল।

Partial Deliveries—আংশিক বিলি : আদায় সাপেক্ষ বিলের (Documents against Payments.-DIP) মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই যদি আমদানীকারক আমদানী দ্রব্যের বিলি নিতে চাহে অথচ আমদানী কারকের বিলের পুরাপুরি মূল্য দেওয়ার সামর্থ্য থাকে না তখন ব্যাঙ্ক যে পরিমাণ অর্থ দিতে সমর্থ সেই পরিমাণ দ্রব্য বিলি দিতে রাজী থাকে। সেই আংশিক বিলি গ্রহণ করিয়া আমদানীকারক বাজারে তাহার দ্রব্য বিক্রয়ের প্রারম্ভিক অবস্থা গঠন করিতে সমর্থ হয় এবং সেই দ্রব্য বিক্রয় করিয়া পুনরায় আংশিক বিলি গ্রহণ করিতে পারে। এইরূপে আমদানীকারককে সুবিধা দেওয়ার জন্যই ব্যাঙ্ক আংশিক বিলির ব্যবস্থা করিয়া থাকে। তবে আংশিক বিলি দিলেও ব্যাঙ্ক কখনই বিনিময়পত্র লেখকের (Drawer of bill) নির্দেশ বহির্ভূত কোন কার্য্য করিতে পারে না।

Partial Deposit System—আংশিক জমানত ব্যবস্থা : যে পরিমাণ কাগজী মুদ্রা ছাপান হয় তাহার সমমূল্যের জমানত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ছাপা বিভাগে থাকা আবশ্যক। কিন্তু জমানত আংশিক মূল্যবান ধাতু যেমন স্বর্ণ বা রৌপ্য এবং আংশিক সরকারী প্রত্যর্থপত্রে রাখিলে তাহাকে আংশিক জমানত ব্যবস্থা কহে। ভারতবর্ষের কাগজী মুদ্রা ছাপাইবার ব্যবস্থাকে আংশিক জমানত ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া

এ্যাকটে কাগজী মুদ্রার শতকরা ৪০ ভাগ অথবা ৪০ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়া বাকী অংশ প্রথম শ্রেণীর সরকারী প্রত্যর্থপত্রে জমা রাখা চলে। সুতরাং এই ব্যবস্থা আংশিক জমানত ব্যবস্থা।

Participating Preference Shares—অংশভাক অগ্রাধিকার শেয়ার: সর্বপ্রকার অগ্রাধিকার শেয়ারে (Preference Shares) শেয়ার ক্রেতার এক নির্দিষ্ট হারে মুনাফার অংশ সর্বাগ্রে পাওয়ার অধিকার থাকে। কিন্তু অংশভাক্ অগ্রাধিকার শেয়ারে যে বৎসর অতিরিক্ত মুনাফা হয় সে বৎসর অগ্রাধিকার হারের পরও, সাধারণ শেয়ার অধিকারীর সহিত লাভের অংশ গ্রহণ করিতে পারে। ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনে অংশভাক অগ্রাধিকার শেয়ার বিক্রয় নিষিদ্ধ হইয়াছে।

Particular Average—বিশেষ গড়: Average Particular দ্রষ্টব্য।

Partnership—অংশীদারী ব্যবসায়: ব্যবসায় সংগঠনের একটি নিয়ম। অংশীদারী ব্যবসায়ের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। অংশীদারী ব্যবসায়ে ন্যূনপক্ষে ২ জন এবং ঊর্দ্ধে ২০ জন নিয়া কোন সাধারণ ব্যবসায় গঠিত হইতে পারে কিন্তু ব্যাঙ্ক ব্যবসায় অংশীদারী নিয়মে গঠিত হইলে ঊর্দ্ধে মাত্র ১০ জন অংশীদার হইতে পারে। অংশীদারী ব্যবসায় চুক্তি ভিত্তিক। অংশীদারদের পারস্পরিক সম্বন্ধ চুক্তি দ্বারা স্বীকৃত ও নিয়ন্ত্রিত। চুক্তি যে সর্বদা লিখিতই হইবে এরূপ কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। আর একটি বৈশিষ্ট্য যে যদিও চুক্তি ভিত্তিক তথাপি অংশীদারী ব্যবসায় অংশীদারদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস না থাকিলে কখনও সাফল্য লাভ করিতে পারে না। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য যে অংশীদারী ব্যবসায়ে অংশীদারদের দায় অসীম। অংশীদারগণ যৌথ ভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ দেনার জন্যই দায়ী। অংশীদারী ব্যবসায়ে প্রত্যেক অংশীদারই একাধারে প্রধান (Principal) এবং এজেণ্ট অর্থাৎ অংশীদার যে কাযই করুক তাহা দ্বারা নিজেকে বাদেও অন্যান্য অংশীদারদের আবদ্ধ করে। অংশীদারী ব্যবসায় কোন বিশেষ কার্য সম্বন্ধীয় হইতে পারে, অর্থাৎ সেই কার্য্য সম্পাদিত হইলে অংশীদারী ব্যবসা আপনা হইতেই ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাকে বলে (Particular Partnership)—বিশেষ অংশীদারী ব্যবসায়। কিন্তু অংশীদারী ব্যবসায় যদি কোন নির্দিষ্ট সময় অথবা

নির্দিষ্ট কার্য্যের জন্যই মাত্র না হয় তাহা হইলে তাহাকে ঐচ্ছিক অংশীদারী ব্যবসায় (Partnership at will) কহে। (Limited Partnership দ্রষ্টব্য)।

Partnership at will—Partnership দ্রষ্টব্য।

Particular Partnership—Partnership দ্রষ্টব্য।

Par Value—সমহার মূল্য ; আঙ্কিক মূল্য : যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের মূলধন শেয়ার বা অংশ পত্র বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করা হয়। সুতরাং যখন যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয় তখনই ইহার অনুমোদিত মূলধন (Authorised Capital) স্থির করা হয়। অনুমোদিত মূলধন কতগুলি শেয়ার বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করা হইবে তাহাও ঐ সময় স্থির করা হয়। কত সংখ্যক শেয়ারে অনুমোদিত মূলধন ভাগ করা হইবে তাহার কোন বৈজ্ঞানিক নিয়ম নাই। যত সংখ্যক শেয়ার বিক্রয় করিয়া অনুমোদিত মূলধন সংগ্রহ করা হইবে সেই সংখ্যা দ্বারা অনুমোদিত মূলধনকে ভাগ করিলেই প্রতিখানি শেয়ারের আঙ্কিক মূল্য পাওয়া যায়। শেয়ারের আংঙ্কিক মুল্যের কোন যোগসূত্র নাই। তবে আঙ্কিক মূল্য হইতে বাজার মূল্য কম কি বেশী তাহা ঐ যৌথ প্রতিষ্ঠানের অবস্থা সূচনা করে এবং শেয়ারের চাহিদা বাজারে কম কি বেশী তাহা বুঝা যায়। আঙ্কিক মূল্যের গুরুত্ব এতই কম যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অনেক যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান শেয়ারের কোন আঙ্কিক মূল্য স্থির না করিয়াই বিক্রয় করিয়া থাকে। এই সমস্ত শেয়ারের আঙ্কিক মূল্য প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তন হয়। কারণ ব্যবসায়ের মোট সম্পদ হইতে বাহিরের দায় বাদ দিলে যাহা থাকিবে, তাহাকে শেয়ার সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলেই শেয়ারের আঙ্কিক মূল্য পাওয়া যায়। এই প্রকার শেয়ার ক্রেতাদের পক্ষে মস্ত অসুবিধা এই যে সর্বদাই ব্যবসায়ের উদ্বৃত্তের দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

যখন সমহার অর্থে ব্যবহার হয়—আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের নিয়মাবলীতে এইরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সদস্য দেশের মুদ্রায়ে নিজ নিজ নিহিত স্বর্ণকে এক নির্দিষ্ট হর (ভাজক) হিসাবে ধরিয়া বিনিময় হার ঘোষণা করিতে হইবে। অথবা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মান মুদ্রা ডলারে ১৯৪৭ সালের ১লা জুলাই তারিখে যে পরিমাণ বিশুদ্ধ স্বর্ণ আছে বলিয়া ঘোষিত

হইয়াছে, উহাকে হর ধরিয়া নিজ মুদ্রার বিনিময় হার স্থির করিতে হইবে। ঐ নিয়মে ভারতীয় ৩·৮০৲ টাকার সমান ছিল ১ ডলার। কিন্তু ১৯৪৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ভারতীয় ৪·২০৲ টাকার সমান হইয়াছে ১ ডলার। উহাই বর্তমানে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সমহার।

Pass Book : ব্যাঙ্ক উহার মক্কেলদের অর্থ আমানত ও তোলার হিসাব যে বহিতে প্রদর্শন করে উহাই পাশ বহি। প্রত্যেক মক্কেলকেই একখানি করিয়া পাশবহি দিতে হয়।

Passing a Name—নাম দান : ষ্টক বা শেয়ার বাজারে নিকাশ দিবসে যখন বিক্রেতার নিকট প্রকৃত ক্রেতার নাম দেওয়া হয় তখন তাহাকে নামদান কহে।

Passive Trade Balance—প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত : রপ্তানী মূল্য হইতে আমদানী মূল্য অধিক হইলে তাহাকে প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত কহে। ইহাকে Unfavourable Balance of Tradeও কহে। প্রতিকূল বাণিজ্য উদবৃত্ত হইলে দেশ হইতে স্বর্ণ রপ্তানী আবশ্যক হয় এবং ক্রমাগত প্রতিকূল উদ্বৃত্ত হইলে মুদ্রা বিনিময় হারের অসঙ্গতি দেখা দেয় এবং দেশে দ্রব্যাদির মূল্য বাড়িয়া যায়। ক্রমে ২ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। প্রতিকূল উদ্বৃত্ত অবস্থা স্থায়ীভাব হইলে শেষ পর্য্যন্ত মুদ্রা মূল্য হ্রাস করা ব্যতীত বাণিজ্য সমতা রক্ষা করিতে অন্য কোন উপায় থাকে না।

Patent—পেটেণ্ট : আবিষ্কারকের স্বার্থ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সরকার আবিষ্কারককে কতিপয় বৎসর একচেটিয়া ব্যবসায় করার সুযোগ দান করিয়া থাকে। উহাকেই পেটেণ্ট অধিকার কহে। যে সময়ের জন্য পেটেণ্ট অধিকার দেওয়া হয় সেই সময়ের মধ্যে ঐ নামে, অবিকল অনুরূপ কোন দ্রব্য অন্য কেহ উৎপাদন করিতে পারে না। যদি কোনও উৎপাদনকারী আকৃতিগত সাদৃশ্য রাখিয়া প্রায় অনুরূপ নামে কোন দ্রব্য উৎপাদন করে যাহাতে লোকের উভয় দ্রব্যকেই এক দ্রব্য বলিয়া ভ্রম হইতে পারে সে ক্ষেত্রেও পেটেণ্ট অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষিত হয় এবং প্রতিযোগীর মনোভাব ঐ পেটেণ্ট অধিকার কালে পেটেণ্ট অধিকারীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করা ইহা প্রমাণিত হইলে প্রতিযোগী ব্যাক্তি আইনতঃ দণ্ডনীয়।

Paternalism—পিতৃতুল্যনীতি : সরকার "নাগরিকদের স্বার্থে

উন্নয়ন ও সংরক্ষক মূলক কোন নীতি গ্রহণ করিলে সরকারের ঐ নীতিকে পিতৃতুল্যনীতি কহে। বৃদ্ধ বয়সে নাগরিকদের আর্থিক সাহায্য দান, ব্যবসায়ীর অন্যায় আচরণ হইতে নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষা করিয়া কোন আইন প্রণয়ণ করা, বেকার সমস্যা দুর করার জন্য উপায় স্থির করা ইত্যাদি কার্য্যকলাপকেই অর্থনীতিতে পিতৃতুল্যনীতি কহে।

Pawnbroker—বন্ধকী ব্যবসায়ী: ব্যাক্তিগত সম্পত্তি অথবা মূল্যবান সম্পদ বন্ধক রাখিয়া যে ব্যবসায়ী ঋণ দান করে তাহাকে বন্ধকী ব্যবসায়ী কহে।

Payment in due Course—নিয়মানুসার প্রদান: কোন বিনিময়যোগ্য পত্র (Negotiable Instrument) ধারাবহ অবস্থায় হস্তান্তর হইলে, গ্রহীতা উহাতে কোনরূপ ত্রুটি সম্বন্ধে জ্ঞাত না থাকিয়া অথবা কোন ত্রুটির সম্ভাবনা আছে এমন সন্দেহ না করিয়া হস্তান্তরকারীর পূর্ণ স্বত্ব আছে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসে কোন বিনিময়যোগ্য পত্র গ্রহণ করিলে তাহাকে নিয়মানুসার প্রদান কহে। নিয়মানুসার প্রদানে নিম্ন সর্তাবলী পূরণ করা দরকার (১) প্রদান কালে দলিলের ধারাবহতা বজায় আছে; (২) প্রাপকের নিজের অধিকারে ঐ পত্র আছে এবং (৩) প্রাপক হস্তান্তরকারীর স্বত্ব সম্বন্ধে নিসন্দিগ্ধভাবে এবং পূর্ণ বিশ্বাসে গ্রহণ করিয়াছে।

Pay day—প্রদান দিবস; নিকাসী দিবস: ষ্টক বাজারে যে দিনে শেয়ার ক্রয় বিক্রয় নিকাশ করা হয়। এই দিনে ক্রেতা ক্রয় মূল্য শোধ করিতে এবং বিক্রেতা শেয়ার বা ষ্টক বিলি দিতে বাধ্য থাকে। ইহাকে Settlement Dayও বলে। সাধারণ ভাবে যে দিনে শ্রমিকদের মজুরী দেওয়া হয় সেই দিনকে বুঝায়।

Payment by Results—ফলানুসার প্রদান: শ্রমিককে যখন তাহার পরিশ্রমের ফল বিচার করিয়া মজুরী দেওয়া হয় তখন তাহাকে ফলানুসার প্রদান বলে। এই নিয়মে শ্রমিক যত একক দ্রব্য নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদন করিতে সমর্থ তত এককের জন্য নির্দ্দিষ্ট হারে মজুরী দেওয়া হয়। যে শ্রমিক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যত বেশী একক উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় সে ততবেশী মজুরী পায়। ইহা অবশ্য ফলানুসার প্রদানের সহজ ও সরাসরি নিয়ম। তবে ফলানুসার প্রদানে অধিদেয় মজুরী প্রদান নিয়মও আইসে। অধিদেয় মজুরী (Bonus System of

Wage Payment) নিয়মে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শ্রমিকের উৎপাদন পরিমাণের উপর মজুরীর হার নির্ভর করে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপাদন করিতে পারিলে নির্দ্দিষ্ট মজুরী পাইবে কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে সময় উদবৃত্ত করিতে পারিলে শ্রমিক বর্দ্ধিত হারে মজুরী পাইবে। যে কয়টি নিয়ম অধিদেয় মজুরীতে প্রয়োগ করা হয় তন্মধ্যে দুইটি বিশেষ প্রচলিত (১) একটি রোয়ান প্লান (Rowan Plan) ইহাতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের যে অংশ উদ্বৃত্ত করিতে পারিবে তাহার মজুরীর হার নির্দ্দিষ্ট হারের চেয়ে ঠিক সেই হারে বৃদ্ধি পাইবে। উদাহরণ এক ব্যক্তিকে ৮ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে একটি কার্য্য সমাধা করিতে বলা হইল এবং ইহাও বলা হইল যে সে যদি ৮ ঘণ্টা হইতে কম সময়ের মধ্যে কার্য্যটি সমাধা করিতে পারে তাহা হইলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের সহিত উদবৃত্ত সময়ের যে অনুপাত সেই অনুপাতে তাহার মজুরীর হার বাড়িয়া যাইবে। সে ৬ ঘণ্টায় কার্য্যটি সমাধা করিল তাহা হইলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের শতকরা ২৫ ভাগ সময় উদ্বৃত্ত হইল। সুতরাং নির্দ্দিষ্ট মজুরী যদি তাহার ঘণ্টায় ১৲ টাকা হয় তাহা হইলে নূতন মজুরীর হার হইবে ১৲ + $\frac{২৫}{১০০}$ × ১৲ = ১·২৫ নঃ পঃ

(২) দ্বিতীয় নিয়মকে Halsey নিয়ম কহে। শ্রমিক নিয়োগ কালেই বলিয়া দেওয়া হয়, অথবা শ্রমিক মালিকের সহিত দরকষাকষিতে স্থির হয় যে উদ্বৃত্ত সময়ের মজুরী শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে এক নির্দ্দিষ্ট হারে বণ্টন করা হইবে।সাধারণতঃ উদ্বৃত্ত সময়ের মজুরীর এক তৃতীয়াংশ হইতে অর্দ্ধাংশ শ্রমিককে বিলি করা হয়। পূর্বোক্ত উদাহরণে যদি উদ্বৃত্ত সময়ের মজুরীর শতকরা ৪০ ভাগ শ্রমিক পায় তাহা হইলে ২৲ টাকার $\frac{২}{৫}$ = ৮০ নঃ পঃ মজুর পাইবে। তাহা হইলে ৬ ঘণ্টার জন্য ৬৲ টাকা এবং উদবৃত্ত সময়ের জন্য= ৮০ নঃ পঃ মোট ৬ ঘণ্টা. ৮০. নঃ পঃ পাইবে। এই নিয়মে মজুরী দেওয়াকে 'অনুপ্রেরণা মজুরী প্রদান (Incentive Wage Payment) কহে। দ্রব্যের গুণ হ্রাস না করিয়া শ্রমিক যাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে দ্রব্য উৎপাদন করার দক্ষতা অর্জন করিতে পারে তৎপ্রতি সচেষ্ট থাকে।

Payment for Honour Supra Protest—নারাজ লিখন সম্মানী প্রদান: বিনিময় পত্র অস্বীকৃত বা অনাদৃত হইলে অর্থাৎ নির্দিষ্ট দিনে বিনিময়পত্রের মূল্য শোধ না করিলে এবং বিনিময়

পত্র নারাজ লিখা হইলে (Protested), বিলে লিখিত নহে এমন কোন ব্যাক্তিও বিনিময়পত্রে লিখিত সহিকারী কোন ব্যক্তির পক্ষে ঐ বিনিময় পত্রের মূল্য শোধ করিয়া বিনিময় পত্র নিয়া নিতে পারে। এই প্রকার বিনিময় পত্র শোধকে নারাজ লিখন সম্মানী প্রদান বলে।

Pegging the Exchanges—বিনিময়ের মূল্য হারবন্ধ করণ : মুদ্রার বিনিময় হার কৃত্রিম উপায়ে স্থির রাখার চেষ্টা করিলে তাহাকে বিনিময় মূল্যের হারবন্ধ বলে। বিনিময় হার সমতা তহবিলের মারফত স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় করিয়া বিনিময়ের হার স্থির রাখা হয়। এই নিয়ম হইতেই কোন দ্রব্যের নির্দিষ্ট মূল্যের সমান অথবা কাছাকাছি রাখার জন্য যে কোন কার্য্যকেই হারবন্ধ (pegging) বা অধিকীলন কহে। বিনিময়ের মূল্য হারবন্ধের প্রয়োজনীয়তা সেই সকল দেশের পক্ষেই অধিক যে দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা স্বর্ণমানে নহে। এই নিয়ম চালু করিতে হইলে যে দেশ এই নীতি অনুসরণ করিবে সেই দেশের বিদেশে স্বর্ণ তহবিল অথবা বৈদেশিক মুদ্রা তহবিল রাখা দরকার। মনে করা যাউক, আরব দেশ এই নিয়মে উহার মুদ্রা বিনিময়ে মূল্য স্থির রাখিতে চাহে। যখন মুদ্রা বিনিময় হার আরবদেশের প্রতিকূলে যাইবে অর্থাৎ আরবদেশের আমদানী রপ্তানীর চেয়ে বেশী, তখন আরবদেশের বিদেশস্থ তহবিল হইতে আরব মুদ্রার বদলে স্বর্ণ বিক্রয় করার ঘোষণা দিতে পারে। এইরূপ ঘোষণা দেওয়ার অর্থ এই যে বৈদেশিক মুদ্রার যোগান বাড়িয়া যাওয়া এবং আরব মুদ্রার চাহিদা বাড়িয়া যাওয়া। ফলে মুদ্রা বিনিময়ের হারের প্রতিকূল অবস্থা অকার্য্যকর হয়। মুদ্রা বিনিময় হার যদি আরবের অনুকূলে হয় তাহা হইলে বৈদেশিক মুদ্রা বা স্বর্ণ ক্রয় করিতে চাহিবে ফলে আরব দেশের মুদ্রার যোগান বাড়িবে এবং বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বাড়িবে এবং বিনিময় হার সমভাবাপন্ন হইবে।

Penny Bank—স্বল্পসঞ্চয়ী ব্যাঙ্ক ; পেনি ব্যাঙ্ক : ইংলণ্ডে এই প্রকার ব্যাঙ্ক দেখা যায়। এই সকল ব্যাঙ্ক প্রধানতঃ স্বল্প সঞ্চয় ব্যাঙ্ক হিসাবে কার্য্য করে এবং ইহার পরিচালনার ভার থাকে অছির হাতে, ইহাকে অছি সঞ্চয় ব্যাঙ্কও কহে। পেনি ব্যাঙ্ক বলার স্বার্থকতা এই যে, এই সকল ব্যাঙ্ক এক পেনিও জমা নেয়। পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কও অনেকটা

পেনি ব্যাঙ্কের মত কাজ করে। কারণ পোষ্টঅফিস হইতে স্বল্প সঞ্চয়ের প্রেরণা দেওয়ার জন্য অল্প আয় বিশিষ্ট লোককে এইরূপ সুবিধা দেওয়া হয় যে স্বল্প সঞ্চয়ের জন্য এক প্রকার ফরম দেয়। সেই চিঠায় বা ফরমে ১ পেনি মূল্যের স্ট্যাম্প খরিদ করিয়া আটিয়া রাখা হয়। পরে ১২ পেনি পর্য্যন্ত স্ট্যাম্প জমা হইলে ঐ ফরম খানা পোষ্ট অফিসে জমা দিলে জমাকারীর হিসাবে ১ শিলিং জমা করা হয়। ভারতবর্ষে এই প্রকার কোন ব্যাঙ্ক নাই। তবে পোস্টআফিসের জমাতে স্বল্প সঞ্চয়ের সুযোগ আছে। ভারতবর্ষের মত বিরাট অথচ গরীব দেশে মূলধন সংগ্রহে এই প্রকার স্বল্প সঞ্চয় ব্যাঙ্কের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে।

Pepper Corn Rent—ফসলী নামমাত্র খাজনা: যদিও কথাটার প্রচলন হয় মধ্যযুগে, তথাপি অদ্যাবধি ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। নাম মাত্র খাজনা যদি জমির ফসলে প্রদান করা হয় তবে তাহাকেই নামমাত্র ফসলী খাজনা কহে। মধ্যযুগে গোলমরিচে এক প্রকার খাজনা পরিশোধ করা হইত বলিয়া ইংলণ্ডে এখনও নামমাত্র ফসলী খাজনাকে Pepper Corn Rent কহে।

Perfect Competition—পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা: Competition দ্রষ্টব্য।

Perquisite—অনুলাভ: যে সম্পত্তি এক মাত্র ব্যক্তিগত ভোগ করারই অধিকার থাকে এবং যাহা উত্তরাধিকার সূত্রে অন্য কেহ পাইতে পারে না তাহাকে অনুলাভ কহে। আবার কোন ব্যক্তি বিশেষকে তাহার নির্দ্দিষ্ট মাসিক বেতনের উর্দ্ধে যদি কোন মাসোহারা দেওয়া হয় তবে তাহাকেও অনুলাভ কহে।

Per Contra—অপর দিকে: হিসাব রক্ষণে যখন একটি লেনদেনের দ্বিবিধ ফল জমা এবং খরচ একই পাতার বীপরিত দিকে দেখান হয় তখন তাহাকে "অপর দিকে" কহে। একটি দ্বিস্তম্ভ নগদান বাহির সাহায্যে কথাটির ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

দ্বিস্তম্ভ নগদান বহি

খরচ বা দেনা (Dr) **(Cr) জমা বা পাওনা**

তারিখ	বিবরণ	পাতা নম্বর	ব্যাঙ্ক	নগদ	তারিখ	বিবরণ	পাতা নম্বর	ব্যাঙ্ক	নগদ
১৯৫৭ অক্টোবর ১	নগদ	অপর দিকে	৫০০৲		১৯৫৭ অক্টোবর ১	ব্যাঙ্ক	অপর দিকে		৫০০৲

ধরা যাউক ১ অক্টোবর ১৯৫৭ সালে ব্যাঙ্কে নগদ তহবিল হইতে ৫০০৲ টাক জমা দেওয়া হইল। ইহা দোহরা হিসাব নিয়মে ব্যাঙ্কের ঘরে দেনা বা খরচ লেখা হইবে এবং নগদান ঘরে পাওনা বা জমা লিখা হইবে। এখন একই লেন দেন একই পাতার উভয় দিকে দেখান হইল। পাতার নম্বর স্তম্ভ পূরণ করিতে হইলে নগদান বহিরই একটি পাতার নম্বর দিতে হয়। ইহাতে ভবিষ্যতে ব্যাঙ্ক ও নগদান উভয় হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করার আবশ্যক হইলে পাতার নম্বর নিয়া মুস্কিল হইতে পারে। তাই পাতার নম্বর স্তম্ভে এই লেন দেন বাবদ লিখিত হইবে "অপর দিকে"। পাতার স্তম্ভে অপর দিকে দেখিলেই বুঝা যাইবে ইহা খতিয়ান বহির অন্য কোন হিসাবে লেখা নাই। এই পাতারেই অপর দিকে এই লেনদেন লিখিত আছে।

Perils of the Sea—সামুদ্রিক বিপদ : সামুদ্রিক বীমায় জাহাজ সমুদ্র পথে যে সকল বিপদের সম্মুখীন হইতে পারে তাহা উল্লেখ করিয়া বীমাকারী বীমাপত্র সম্পাদন করিয়া দেয়। সুতরাং সামুদ্রিক বীমায় এই অনুচ্ছেদ যোজনা করা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ সামুদ্রিক বিপদ অনুচ্ছেদ দ্বারা বীমাকারী তাহার দায় অনেক পরিমাণে সীমায়িত করিতে সমর্থ হয়।

Personal Account—ব্যক্তিগত হিসাব : হিসাব রক্ষণে ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের নামে যে হিসাব রাখা হয় উহাকে ব্যক্তিগত হিসাব কহে। রামের হিসাব; ইউনাইটেড্ ট্রেডার্সের হিসাব ইহা ব্যক্তিগত হিসাবের উদাহরণ।

Personal Estate—ব্যক্তিগত সম্পদ : ব্যক্তিগত সম্পদ বলিতে অন্যের নিকট হইতে পাওনা, নিজের নামে ব্যাঙ্কে জমা নগদ অর্থ, সম্পত্তি

ইত্যাদি বুঝায়। যাহার আইনতঃ মালিকও নিজে এবং যাহা নিজের অধিকারেই আছে তাহাই ব্যক্তিগত সম্পদ।

Personal Security—ব্যক্তিগত জমানত : ঋণ গ্রহণকারী অথবা তাহার পক্ষে অপর কেহ ঋণ গ্রহণ করিয়া ঋণের পরিবর্তে নিজের সম্মানকে বা সুনামকে, অর্থাৎ নিজের ব্যক্তিত্ব জমানত রাখে তাহাকে ব্যক্তিগত জমানত কহে। এই প্রকার জমানতে যে ব্যক্তি জামিন হয়, সে এক নির্দিষ্ট দিনে ঋণকৃত অর্থ পরিশোধ করিতে প্রতিশ্রুত থাকে। ঐ তারিখে ঋণ পরিশোধ করিতে অপারগ হইলে সে আইনতঃ দণ্ডনীয় বটে, কিন্তু তাহার শরীর (ব্যক্তিস্বত্বা) বিক্রয় করা যায় না বলিয়া অনেক সময়ই ঋণদাতা ব্যক্তিগত জমানতের পরিপূরক জমানত (collateral security) হিসাবে ঐ ব্যক্তির কোন সম্পদ জামানত রাখিয়া তবে ঋণ দেয়। ধরা যাউক ব্যক্তিগত জমানতের বাদেও সে তাহার বাড়ী বন্ধক রাখে তাহা হইলে নির্দিষ্ট দিনে ঋণ শোধ না করিলে বন্ধকী বাড়ী বিক্রয় করিয়া ঋণ দাতা ঋণের মূল্য আদায় করিতে পারে। বাজারে যাহার সুনাম সুপ্রতিষ্ঠিত নহে এইরূপ লোককে ব্যক্তিগত জমানতে ঋণ দেওয়া হয় না।

Personalty—ব্যক্তিগত সম্পদ : যে কোন ব্যক্তির নিজস্ব স্থাবর সম্পত্তিকেই ব্যক্তিগত সম্পদ বলে।

Per procuration—অধিকার ক্রমে : যখন কোন দলিল পত্র প্রধানের পক্ষে তাহার প্রতিনিধি বা এজেন্ট সাকরণ করে বা পিছনসহি করে, অথবা অন্য কোনও প্রকারে প্রধানের পক্ষে দলিল সম্পাদন করে তখন "অধিকার ক্রমে" এই কথা লিখিয়া পরে নিজ নাম সহি করিতে হয়। অধিকার ক্রমে (Per procuration, Per Pro) এই কথা লিখিলে বুঝিতে হইবে যে নিয়মানুসারে ও আইনতঃ সেই ব্যক্তির প্রধানের পক্ষে দলিল সম্পাদনের ক্ষমতা আছে। একখানা চেকে নিম্নরূপ পিছনসহি করা হইল।

Pay to B Co Ltd or Order
Zenith :

এই চেকখানা B এর পক্ষে তাহার ম্যানেজার C পিছনসহি করিল

Pay to D or Order
Per Pro. B Co Ltd.

Petty Cash—খুচরা নগদ: ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যয়ের জন্য যে অর্থ পৃথক করিয়া রাখা হয় তাহাকে খুচরা নগদ তহবিল কহে। ইহা সাধারণতঃ অগ্রিম (Imprest) তহবিল নিয়মে কার্য্য করে।

Petties—খুচরা ব্যয়: চালানে যে সকল অতিক্ষুদ্র খরচ পৃথক পৃথক ভাবে দেখান যায় না তাহা একত্র করিয়া খুচরা হিসাবে দেখান হয়। উহাকে খুচরা ব্যয় কহে।

Physiocrats—ভূমি প্রধানবাদী: অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশে একসম্প্রদায়ের অর্থনীতিবিদ অর্থনীতির মূলতত্ত্ব আলোচনা করিয়া এই প্রকার মত প্রচার করিয়াছেন যে অর্থনীতিক্ষেত্রে জমিই একমাত্র সম্পদ-প্রদায়ী উপাদান। তাহাদের মতে কৃষিই কেবলমাত্র নীট সম্পদ উৎপাদন করিয়া থাকে এবং কৃষির উপরই একমাত্র কর প্রয়োগ করা দরকার। কৃষি ব্যতীত অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ই নিষ্ক্রিয় কারণ তাহারা কোন সম্পদ উৎপাদন করে না কেবলমাত্র উৎপাদনের আকৃতি পরিবর্ত্তন করে। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের অর্থনীতিবিশারদগণ এই সত্যটি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই যে নূতন দ্রব্য উৎপাদনকেই মাত্র সম্পদ উৎপাদন বলা হয় না, কিন্তু উপযোগ তৈয়ারও সম্পদ উৎপাদনের সমান। যে সকল দ্রব্যের কোন ভোগ সন্তুষ্টি বা উপযোগ সৃষ্টি করার গুণ ছিল না তাহা যখন এই গুণটি অধিকার করে তখন তাহাকে নূতন সম্পদ বলা যায় এই সত্যটি তাহারা মানিয়া নেয় নাই বলিয়া ভূমি প্রধানবাদী অর্থনীতিবিদদের সিদ্ধান্ত অনেকে ভুল বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কুইসনে, গুরনে, মিরাবো, ও টারগোর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

Piece Work—ঠিকা কাজ: শ্রমিকের মজুরীর হার যখন প্রতিটি দ্রব্য উৎপাদনের উপর অথবা প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন অংশ সম্পাদনের উপর স্থির হয় তখন তাহাকে ঠিকা কাজের হার বলে। যে শ্রমিক যত সংখ্যক দ্রব্য উৎপাদন করিবে সে নির্দিষ্ট হারে তত সংখ্যক দ্রব্যের জন্য মজুরী পাইবে। (Payment by Results দ্রষ্টব্য)

Pig upon Pork—House Bill দ্রষ্টব্য।

Pilferage—লঘু চৌর্য্য: সমুদ্র পথে ব্যবসা পরিচালিত হইলে জাহাজী দলিলে এই শব্দটির প্রয়োগ হয়। একস্থান হইতে অন্যস্থানে গতিপথে জাহাজের মাল চুরি হইলে ঐ লোকসানকে চুরিজনিত লোকসান কহে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুরিকেই লঘুচৌর্য্য কহে।

Pipe Roll—গ্রেট বৃটেনে দ্বিতীয় হেনরীর রাজত্বকাল হইতে চতুর্থ উইলিয়মের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত গ্রেট বৃটেনের বিভিন্ন অংশের রাজস্ব বিষয়ক সর্বতথ্য সম্বলিত দস্তাবেজকে Pipe Roll কহে। তৎকালীন রাজস্বের অবস্থা, কৃষিজ সম্পদ ও মূল্যস্তর এবং বাজারের অবস্থার নিদর্শন ইহাতে পাওয়া যায়।

Piracy—সমুদ্রপথে ডাকাতি ও রাহাজানিকেই Piracy কহে। একটি বিশেষ অর্থেও ইহার প্রয়োগ আছে। সেটি হইল এই যে প্রতিলিপ্যধিকার (Copyright) ভঙ্গ করাকেও Piracy কহে। (Labour Piracy দ্রষ্টব্য)।

Pit—মঞ্চস্থল : বাজারের মধ্যস্থলে যে উচ্চ স্থান থাকে যাহার উপর দাঁড়াইয়া ব্যবসায়ীগণ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের সহিত সহজে কথা বলিতে পারে সেই স্থানকে বাজারের মঞ্চস্থল কহে। একই বাজার যখন বিভিন্ন দ্রব্য অনুযায়ী ভিন্ন ২ অংশে বিভক্ত হয় তখন প্রত্যেকটি অংশের জন্য একটি মঞ্চস্থল থাকে।

Place Utility—স্থান উপযোগ : কোন দ্রব্য এক স্থানে উৎপাদন হয় এবং অন্য স্থানে সেই দ্রব্য বহনোপযোগী হইলে দ্বিতীয় স্থানে সেই দ্রব্য উপযোগিতা তৈয়ার করিতে সমর্থ হয়, সুতরাং ঐ দ্রব্যের স্থান উপযোগ আছে বুঝা যায়। কোন দ্রব্য উহার উৎপাদন স্থলের বাহিরে মানুষের অভাব পুরণের জন্য স্থানান্তরযোগ্য হইলে তাহার স্থান উপযোগ আছে বলা হয়। বর্ত্তমান যুগে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে দ্রব্য বহুল পরিমাণে উৎপাদন হয়, উহা উৎপাদন স্থল হইতে অন্যান্য স্থানে অতি সহজেই বহন করা সম্ভব বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্যেরই স্থান উপযোগ আছে।

Plane of Living—জীবনযাত্রার স্তর : Level of Living দ্রষ্টব্য।

Plane Sailing—সমতল ভ্রমণ : কোন জাহাজের স্থিতি নিরীকরণ করিতে জাহাজ এক সমতল ক্ষেত্রের উপর ভ্রমণ করিতেছে এরূপ অনুমানকে সমতল ভ্রমণ কহে। (Great Circle Sailing দ্রষ্টব্য)।

Planning—পরিকল্পনা : Economic Planning দ্রষ্টব্য।

Plantation System—আবাদ : কৃষি ব্যবস্থায় এমন অনেক কৃষিদ্রব্য আছে যাহা স্বল্প পরিমাণে উৎপাদন লাভজনক'ত নয়ই বরং লোকসান ব্যতীত স্বল্প উৎপাদন সম্ভব নহে। ইহার কারণ এই যে এই সকল কৃষি-দ্রব্য উৎপাদনে প্রচুর মূলধন ও শ্রমিক নিয়োগের আবশ্যক হয়। সুতরাং যে সমস্ত কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনে প্রচুর জমি একত্রীকরণ করিয়া প্রচুর শ্রমিক নিয়োগ করা হয় সেই কৃষি ব্যবস্থাকে আবাদ কহে। প্রচুর মূলধন যখন চাষী মালিকের পক্ষে যোগান সম্ভব নহে তখনই পুঁজিদারী প্রথায় উৎপাদন আরম্ভ হয়। চা, কফি, রবার, ইক্ষু, তামাক ইত্যাদি কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনে বহুল মূলধন ও শ্রম নিয়োগ দরকার হয় বলিয়া উহাকে আবাদ কহে।

Please present again—ব্যাঙ্কে মক্কেলের অর্থ অপ্রচুর হইলে মক্কেলের দেয় চেক যখন ব্যাঙ্ক শোধ করিতে অপারগ হয় তখন "পুনরায় উপস্থাপিত করান" ইহা লিখা হয়। বিকল্পভাবে "গচ্ছিত অর্থ অপ্রচুর" এ কথাও লেখা যাইতে পারে। কিন্তু মক্কেলের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য পুনরায় উপস্থাপিত করার অনুরোধ জানান হয় এবং "অপ্রচুর অর্থ" ক্ষেত্র বিশেষ ব্যতিরেকে প্রয়োগ প্রায় হয়ই না।

Pledge—বন্ধক, রেহন : অর্থ পরিশোধের প্রতিশ্রুতির সহিত প্রতিভূতি হিসাবে কোন সম্পদ প্রাপকের নিকট গচ্ছিত রাখিলে উহাকে বন্ধক (Pledge) বলে। Mortgage শব্দেরও অর্থ বন্ধক বা রেহন। কিন্তু Mortgage বন্ধক ও Pledge বন্ধকের মধ্যে পার্থক্য এই যে Pledge বন্ধকে সম্পদ প্রাপকের নিকট হস্তান্তর করিলেও সম্পদের মালিকানাস্বত্ব বন্ধক দাতারই থাকে অর্থাৎ মালিকানা স্বত্ব থাকে বন্ধকদাতার এবং অধিকার স্বত্ব (Right of possession) থাকে বন্ধক গ্রহীতার। কিন্তু Mortgage বন্ধকে ইহার বিপরীত। অর্থাৎ, আইনতঃ মালিকানা স্বত্ব থাকে বন্ধক গ্রহীতার কিন্তু অধিকার স্বত্ব থাকে বন্ধকদাতার।

Plunger—নিমজ্জক : ঝুঁকিদারী ব্যবসায়ে ঝুঁকিদার যদি এমন ঝুঁকি গ্রহণ করে যাহার ফলে প্রচুর লাভও হইতে পারে আবার বাজারের অবস্থা সঠিক উপলব্ধি করিতে না পারার জন্য সর্বনাশাত্মক লোকসানও হইতে পারে তখন এইরূপ ঝুঁকিদারীকেই নিমজ্জক বলে।

Plutocracy—সম্পদভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা : রাজনৈতিক অর্থ-নৈতিক সমাজব্যবস্থা, যখন সম্পদশালী সম্প্রদায় দ্বারা চালিত হয় তখন

তাহাকে সম্পদ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা বলে।

Point—বাজারের দর পর্য্যালোচনা করিলে দরের ওঠানামা একটি স্থিতিদরের সহিত তুলনা করা হয়। স্থিতিদর হইতে বর্তমান দর কত কম বা বেশী হইল উহা দ্বারাই দর কত বিন্দু বৃদ্ধি বা হ্রাস তাহা বুঝান হয়। তবে দর তারতম্য পর্য্যালোচনা করিতে এক এক দেশে এক এক নিয়ম গ্রহণ করা হয়। সর্বদাই যে মানমুদ্রার তুলনায়ই দরের উঠানামা পর্য্যালোচনা করা হয় তাহা নহে। মূল্য বিন্দু বলিতে কোন দ্রব্যের একক ওজন, সের মণ ইত্যাদি ধরিয়া, মানমুদ্রার অথবা নিদর্শক মুদ্রার শতকরা হারে মূল্য কত বাড়িল বা কমিল তাহাকেই বুঝায়। একমণ চাউলের মূল্য টা ৩০'৫০ নয় পয়সা হইতে টা ৩০'৭৫ নঃ পঃ হইল। এখন যদি বলা হয় এক মূল্য বিন্দু এক টাকার ১ শতাংশ তাহা হইলে ২৫ নঃ পঃ বৃদ্ধি বলিতে অর্থনীতিবিদগণ চাউলের মূল্য ২৫ মূল্য বিন্দু অগ্রসর হইয়াছে বলিবেন। ১ টাকার $\frac{১}{১০০}$ ১' মূল্য বিন্দুঃ চাউলের মূল্য বৃদ্ধি ২৫ নঃ পঃ অর্থাৎ ২৫ মূল্য বিন্দু। Gold Points—স্বর্ণ আগম নির্গম বিন্দু দ্রষ্টব্য।

Point of Order—নিয়ম নিদর্শন প্রশ্নঃ সভার কার্য্যাবলীর ত্রুটি দর্শাইয়া কোন প্রশ্ন উপস্থিত করিলে তাহাকে নিয়ম নিদর্শন প্রশ্ন বলে। ন্যূনতম সদস্য উপস্থিত না থাকিলেও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে পরবর্ত্তী সভায় ঐ সিদ্ধান্তের যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিলে অথবা সভায় কোন সদস্য সম্বন্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য করিলেও নিয়ম নিদর্শন প্রশ্ন তোলা হয়। এই সকল প্রশ্নের বা বিতর্কের ফয়সালা সভার সভাপতিকে তৎক্ষণাৎই করিতে হয়।

Point of Ideal Proportion—আদর্শ সমন্বয় বিন্দুঃ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাফল্য বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ের উপর নির্ভর করে। কাঁচামাল শ্রমিক ও মূলধন এই তিনের সমন্বয় এরূপ সুসম হওয়া উচিত যাহাতে কোন একটি উপাদান অতিরিক্ত নিয়োগ আবার অপর একটি উপাদান প্রয়োজনের কম নিয়োগ না হয়। সুতরাং শিল্পে যখন বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ের ফলে সর্ব্বাধিক লাভ হয় তখন তাহাকে আদর্শ সমন্বয় বিন্দু কহে। অবশ্য আদর্শ সমন্বয় বিন্দু কখনই স্থির থাকিতে পারে না। অর্থ নৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের ফলে আদর্শ সমন্বয় বিন্দুর পরিবর্ত্তনও স্বাভাবিক।

Point of Indifference—নিরপেক্ষ বিন্দুঃ শিল্পে কোন একটি বিশেষ উপাদানের নিয়োগ বৃদ্ধি করিলে যে অতিরিক্ত উৎপাদন হয়, সেই

অতিরিক্ত উৎপাদনের বিক্রয় মূল্য যদি বর্দ্ধিত উপাদান নিয়োগের মূল্যের সমান হয় তখন সেই অবস্থাকে নিরপেক্ষ বিন্দু বলে। কোন শিল্প নিরপেক্ষ বিন্দুতে উপস্থিত হইলে, উপাদানের সমন্বয়ের তারতম্য ঘটাইয়া মুনাফা বা আয় বৃদ্ধি করা যায় কিনা শিল্প-মালিক তৎপ্রতি দৃষ্টি দিতে বাধ্য হয়।

Policy Proof of Interest—বীমাপত্রে বীমাহিত প্রমাণ: বীমাকৃত দ্রব্যের ক্ষতি অবলেখকের নিকট হইতে আদায় করিতে হইলে বীমাহিত প্রমাণ করা আবশ্যক। বীমাপত্রে যদি এই প্রকার অনুচ্ছেদ যোজনা করা হয় যে বীমাপত্র উপস্থিত করিলেই বীমাহিত প্রমাণিত হইবে, তাহা হইলে তাহাকে বীমাপত্রে বীমাহিত প্রমাণ কহে। বীমাপত্রে ইহার উল্লেখ থাকা দরকার এবং এই প্রকার উল্লেখ থাকিলে বীমাপত্র প্রদর্শন ব্যতীত বীমাহিত প্রমাণ করিতে অন্য কোন দলিলাদির আবশ্যক হয় না।

Political Arithmetic: অর্থশাস্ত্র বুঝাইতে গ্রেট বৃটেনে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই শব্দটির ব্যবহার হইত।

Political Economy: বহু দিন যাবৎ ইহার প্রয়োগ কেবল মাত্র উৎপাদন, ব্যবসা, ও রাজস্ব ব্যবস্থাকে বুঝাইত। কিন্তু বর্ত্তমানে অর্থশাস্ত্র বুঝাইতেই এই কথাটি ব্যবহার হইতেছে এবং Economics শব্দটি Political Economyর স্থলে ব্যবহার হইতেছে। এখন অর্থশাস্ত্রের তত্ত্বাবলী বুঝাইতে Economics কথাটির প্রয়োগ হয়। পূর্ব্বে Political Economyতে উৎপাদন, ব্যবসা, রাজস্ব ইত্যাদি বিষয়ে সরকারী নীতির বিবরণ আলোচিত হইত। বর্ত্তমানে ইহা দ্বারা উৎপাদন ইত্যাদির আলোচনাই বুঝায় না পরন্তু ইহাতে অর্থশাস্ত্রের তত্ত্বসকল আলোচিত হয়। সরকারী নীতি সেই তত্ত্ব সকলের আলোচনার ফল।

Poll Tax: Capitation tax দ্রষ্টব্য।

Polymetallism—বহুধাতু মান: কোন দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা যখন একটি বা দুইটি ধাতুর উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাহাকে বহুধাতু মান কহে। ইহাতে ন্যূনকল্পে ৩টি রকমের ধাতুমুদ্রাই মানমুদ্রা হিসাবে চলিতে থাকে। পারস্পরিক বিনিময় এক নির্দিষ্ট হারে স্থির করা হয়। সেই নির্দিষ্ট হার ধাতুর মূল্যের উপর নির্ভর করে। কোন দেশেই এই প্রকার মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলিত নাই। ইহা অর্থনীতিতে একটি আলোচ্য বিষয় বটে কিন্তু ইহার কোন প্রয়োগ নাই।

Pool—উৎপাদক সংঘ: বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একাধিক অনুরূপ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান একত্রিত হইলে তাহাকে উৎপাদক সঙ্ঘ (Pool) কহে। এই প্রকার একত্রীকরণ খুব দৃঢ় হয় না। উৎপাদক সঙ্ঘকে অনেক সময়ে ভদ্রলোকের চুক্তি বলা হয়। কারণ যদিও চুক্তিতে দণ্ড অনুচ্ছেদও থাকে তথাপি চুক্তির দলভুক্ত কোন উৎপাদক ইচ্ছা করিয়া চুক্তি ভঙ্গ করিলে সে আইনতঃ দণ্ডনীয় নহে। এবং কোন দেশেরই সরকার এই প্রকার একত্রীকরণ কখনও মানিয়া নেয় নাই। যে সকল উদ্দেশ্যে উৎপাদকসঙ্ঘ গঠিত হয় তন্মধ্যে প্রধান হইতেছে মুনাফা বৃদ্ধি করা। অতিরিক্ত মুনাফার কারণ স্বরূপ যে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ নীতি দরকার হয় তাহা (১) উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করা, অর্থাৎ উৎপাদক সঙ্ঘের কোন সদস্য কত পরিমাণ উৎপাদন করিতে পারিবে, তাহা নিজেদের মধ্যে এক চুক্তি দ্বারা স্থির হয়; (২) মূল্য নিয়ন্ত্রণ—উৎপাদক সঙ্ঘই স্থির করিয়া দিবে নিম্নতম কত মূল্যে উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করা হইবে। মূল্য নিয়ন্ত্রণে কখনও সর্বোচ্চ মূল্য স্থির করা হয় না। উৎপাদক সঙ্ঘের সদস্যগণ যাহাতে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ফলে ধ্বংসাত্মকভাবে মূল্য হ্রাস করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যেই মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। (৩) ভৌগোলিক বিভাগ স্থিরীকরণ; উৎপাদক সঙ্ঘ সদস্যদের মধ্যে এক একটি ভৌগোলিক সীমারেখা স্থির করিয়া দিতে পারে যাহাতে সেই ভৌগলিক সীমারেখায় প্রতিযোগিতা অন্তর্হিত হইয়া সঙ্ঘের একটি মাত্র সদস্যের একচেটিয়া ব্যবসা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। উপরি উল্লিখিত আলোচনা হইতে সংক্ষেপে এইটুকু পরিস্ফুট হয় যে উৎপাদকসঙ্ঘ সর্ব্বদাই সঙ্ঘেব সদস্যদের যাহাতে মুনাফা বৃদ্ধি হয় তৎপ্রতিই মাত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, ফলে সঙ্ঘ সামাজিক কর্ত্তব্যচ্যুত হইয়া পড়ে। এই কারণে কোন দেশের সরকারই উৎপাদকসঙ্ঘকে আইন সিদ্ধ বলিয়া মানিয়া নেয় নাই।

Port—বন্দর: বন্দর বলিতে সেই স্থানকে বুঝায় যে স্থানে জাহাজ নিরাপদে অবস্থান করিতে পারে। এবং দ্রব্যাদি আমদানী রপ্তানীর সমস্ত সুযোগ বর্ত্তমান থাকে। প্রত্যেক জাহাজকেই কোন না কোন বন্দরে রেজিষ্ট্রীকৃত হইতে হয়। সেই দিক হইতে বন্দরকে জাহাজের উদ্ভব স্থলও বলা যায়।

Portal to Portal Pay—ফটক হইতে ফটক মজুরী: শ্রমিককে ঘণ্টা প্রতি মজুরী দেওয়ার নিয়ম থাকিলে শ্রমিক যে সময়টুকু মাত্র কোন কার্যে

নিযুক্ত থাকে সেই সময়ের জন্যই মজুরী পায় না, কিন্তু শ্রমিক কারখানায় উপস্থিত হওয়ার সময় হইতে যে সময় পর্য্যন্ত মালিকের নির্দ্দেশধীনে থাকে সেই সম্পূর্ণ সময়েরই মজুরী সে পাইয়া থাকে। ইহা কারখানার ফটক হইতেও আরম্ভ হইতে পারে। শ্রমিককে যদি কোনও প্রমাণপত্র দাখিল করিতে হয় তাহা হইলে যে স্থানে প্রমাণপত্র দেখাইতে হয় সেই স্থানকেই ফটক ধরা হইবে। আবার শ্রমিক যদি মটর গাড়ীতে আসে, তাহা হইলে যে স্থানে মটর গাড়ী হইতে অবতরণের নির্দ্দেশ দেওয়া হয় সেই স্থানকেই ফটক বলা হয়। কয়লা খনিতে, শ্রমিকের মজুরী নির্দ্ধারণে খনির মুখকেই ফটক হিসাবে ধরা হয়।

Port Authority—বন্দর প্রাধিকার: বন্দরের পরিচালনার ভার, বন্দরের শুল্কের হার স্থির করার ভার এবং জল ও স্থল পরিবহন সমন্বয় করার ভার যে প্রাধিকার বা সংস্থা আইন সভায় বিশেষ আইন পাশ করিয়া গঠিত হয় তাহাকেই বন্দর প্রাধিকার কহে। এই সংস্থা বা প্রাধিকার আইনতঃ ব্যক্তিসত্তা লাভ করিয়া থাকে। বন্দর এলাকার উন্নয়ন বিষয়ক পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্য সমস্তই এই প্রাধিকার বা সংস্থার হাতে ন্যস্ত থাকে। কলিকাতা পোর্ট কমিশনের উপর কলিকাতা বন্দর পরিচালনার ভার ন্যস্ত।

Port of Entry—প্রবেশ বন্দর: কোন দেশে একাধিক বন্দর থাকিলে উহার মধ্যে যে বন্দরে আমদানীশুল্ক আদায় করা হইবে সেই বন্দরকেই প্রবেশ বন্দর কহে। উদাহরণ—কলিকাতার কোন ব্যবসায়ী ফরাসী দেশ হইতে রেশম দ্রব্য আমদানীর চুক্তি করিল। ঐ রেশম যদি আমদানী শুল্কাধীন হয় এবং সেই আমদানী শুল্ক বোম্বাই বন্দরে জাহাজ পৌঁছিলে দেয় হয় তবে বোম্বাই বন্দরকে প্রবেশ বন্দর বলা হইবে। যদি বোম্বাই বন্দর না হইয়া মাদ্রাজ বন্দরে শুল্ক আদায় করা হয় তবে মাদ্রাজ বন্দর হইবে প্রবেশ বন্দর।

Porterage—বহন মাশুল: পোতাঙ্গন প্রাধিকার বন্দরে শ্রমিক সংগ্রহের জন্য যে মাশুল দাবী করে উহাই বহন মাশুল। ডাক ঘর হইতে বিনামাশুলে তার সংবাদ বিলি দেওয়ার এলাকার বাহিরে কোন তার (টেলিগ্রাম) বিলি করার জন্য যে অতিরিক্ত মাশুল দাবী করে তাহাকেও বহন মাশুল কহে।

Possessory Lien—অধিকার পূর্বস্বত্ব: কোন দ্রব্যের পূর্বাধিকার

রাখিবার প্রয়োজন হইলে সেই দ্রব্য পূর্বাধিকার রক্ষাকারীর নিজ অধিকারে থাকিলে তাহাকে অধিকার পূর্ব্বাধিকার কহে। ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকী সম্পত্তিতে ব্যাঙ্কের পূর্ব্বাধিকার থাকে। ঐ বন্ধকী সম্পত্তি যদি ব্যাঙ্কের নিজ হেপাজতে থাকে তবে তাহাকে অধিকার পূর্বাধিকার কহে। কিন্তু যদি ঐ দ্রব্য সম্পদ বন্ধকদাতার অধিকারে থাকে তাহা হইলেও তাহাতে ব্যাঙ্কের পূর্বাধিকার থাকে তবে উহাকে অনধিকার পূর্বাধিকার Non-possessory Lien. কহে।

Possession Utility—স্বত্বাধিকার উপযোগ: কোন দ্রব্যের স্বত্বাধিকার পাইলে যে সন্তুষ্টি পাওয়া যায় তাহাকে স্বত্বাধিকার উপযোগ কহে। ইহাতে অধিকারীর ভোগ সন্তুষ্টি মোটেই থাকেনা কারণ সে ভোগ করার উদ্দেশ্যে দ্রব্য অধিকার করেনা। ব্যবসায়ীগণ যে দ্রব্য ক্রয় করে উহাতে ব্যবসায়ীর স্বত্বাধিকার উপযোগ থাকে কিন্তু ভোগ উপযোগ বা ভোগসন্তুষ্টি থাকে না। ব্যবসায়ী দ্রব্যের স্বত্বাধিকার পাইলেই তাহার সন্তুষ্টি। তাহারা নিজের ভোগের জন্য দ্রব্য ক্রয় করেনা পুনরায় বিক্রয় করার জন্য ক্রয় করে।

Post Audit—অন্তনিরীক্ষা: সরকারী বিভাগের ব্যয় আইন নির্দেশমত হইয়াছে কিনা তাহা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নিরীক্ষা করা হয়। উহাকেই অন্তনিরীক্ষা বলে।

Postdated—পর তারিখী: কোন দলিলের প্রয়োগ দলিল সম্পাদনের তারিখের পরবর্ত্তী কোন তারিখ হইতে আরম্ভ হইলে উহাকে পরতারিখী কহে। একখানা চেক ১।৫।৫৮ তারিখে দেওয়া হইল কিন্তু ঐ চেক পরিশোধের দিন যদি ৭।৫।৫৮ তারিখ লেখা হয় তবে তাহাকে পর তারিখী চেক বলা হইবে।

Post Entry—পর প্রবিষ্টি: জাহাজ বন্দরে উপস্থিত হইলে আমদানী কারকের আমদানী দ্রব্যের বিবরণ দিয়া একখানি প্রবিষ্টি পত্র দাখিল করিতে হয়। প্রবিষ্টিতে লিখিত দ্রব্যের উপর শুল্ক দেওয়া হয়। কিন্তু প্রবিষ্টিপত্রে লিখিত দ্রব্য হইতে আমদানীকৃত দ্রব্য অধিক হইলে যে পরিমাণ দ্রব্য প্রথম প্রবিষ্টিপত্রে লেখা হয় নাই তাহার জন্য একখানা পরিপূরক প্রবিষ্টি দাখিল করিতে হয়। উহাকে পরপ্রবিষ্টি কহে।

Post obet Bond—মৃত্যুপর পরিশোধ্য ঋণপত্র: কোন ব্যক্তির

মৃত্যুর পর কোন ঋণ পত্র পরিশোধ করা হইবে এই প্রকার চুক্তিতে কোন ঋণ পত্র দেওয়া হইলে তাহাকে মৃত্যুপর পরিশোধ্য ঋণ পত্র কহে। ঋণ গ্রহণ-কারী যে পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করে তাহার সহিত প্রাপ্য সুদ যোগ করিয়া প্রকৃত ঋণের অধিক মূল্যের এই প্রকার ঋণপত্র ঋণ দাতাকে ঋণ গ্রহীতা দিয়া থাকে। ঋণপত্রে লিখিত কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর এই ঋণ পত্র পরি শোধযোগ্য হয়। ইহার উদ্দেশ্য এই-যে ব্যক্তির নাম উল্লেখ থাকে, তাহার মৃত্যুর পর ঋণ গ্রহণকারী তাহার সম্পত্তির অধিকারী হইবে। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র সম্পত্তির অধিকারী হইবে। সুতরাং পুত্র যদি ঋণ গ্রহণ করিয়া ঋণপত্র পরিশোধের তারিখ তাহার পিতার মৃত্যুর পর বলিয়া উল্লেখ করে তবে সেই ঋণপত্রকে মৃত্যু পর পরিশোধ্য ঋণপত্র কহে।

Postulates of Economics—অর্থবিদ্যার সত্য স্বীকরণ : কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অর্থনীতির তত্ত্ব আলোচনা করিতে গেলে পূর্বেই কতিপয় সিদ্ধান্ত প্রমাণ না করিয়াও স্বীকার করিয়া লইতে হয়। এবং প্রমাণ ব্যতিরেকেও ঐ সত্যস্বীকারগুলিকে অনুমান ভিত্তি করিয়া অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলির বিশদ আলোচনা করা হয়। জমির প্রকৃতি, আবহাওয়া, সমাজ ব্যবস্থা, আইন ব্যবস্থা এই সকল অর্থবিদ্যার সত্য স্বীকরণ হিসাবে ধরা হয় এবং উহাকেই ভিত্তি করিয়া সেই সমাজ ব্যবস্থার আর্থিক তত্ত্বগুলির পর্য্যালোচনা করা হয়।

Potential Demand—সম্ভাব্য চাহিদা : ভবিষ্যতে কোন দ্রব্যের যে চাহিদা হইতে পারে উহাকেই সম্ভাব্য চাহিদা কহে। নানা উপায়ে সম্ভাব্য চাহিদাকে প্রকৃত বা কার্য্যকরী চাহিদায় Effective Demand পরিণত করা যায়; যেমন মূল্য হ্রাস, ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি উপায়ে সমাজের প্রকৃত চাহিদা সম্ভাব্য চাহিদাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে। বাজারের মন্দা অবস্থায় ঘাটতি ব্যয় নীতিতে সমাজের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ান হয় এবং সম্ভাব্য চাহিদা খুব কম বলিয়া এই উপায়ে প্রকৃত চাহিদা বাড়ান হয়; মূল্য কমাইয়া মন্দা বাজারের চেয়ে চড়া বাজারে প্রকৃত চাহিদা বাড়ান হয়। কারণ মন্দা বাজারে মূল্য যতই নিম্নগতি হইবে মন্দা অবস্থার প্রবলতা ততই বৃদ্ধি পাইবে।

Power of Attorney—আমমোক্তার নামা : কোন ব্যক্তির পক্ষে অপর কাহাকেও কোন কার্য্য করার অধিকার দান করিয়া দলিল

সম্পাদিত হইলে ঐ দলিলকে আমমোক্তারনামা কহে। আম-মোক্তারনামা দুই প্রকারের হইতে পারে। যখন প্রধানের পক্ষে প্রতিনিধির সকল কাজ করার অধিকার দেওয়া হয় তখন তাহাকে সাধারণ আমমোক্তারনামা কহে, আর যদি কোন একটি মাত্র কার্য্য সম্পাদন করার জন্য অধিকার দান করিয়া দলিল সম্পাদন করা হয় তখন তাহাকে বিশেষ আমমোক্তারনামা বলে। বিশেষ আমমোক্তারনামার মিয়াদ বিশেষ কার্য্য সম্পাদনের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হয়।

Pratique—Certificate of health দ্রষ্টব্য। স্বাস্থ্য প্রমাণপত্রকে Pratique কহে।

P. P. I. Policies—Policy proof of Interest Policies এর সংক্ষিপ্ত লিখন। Honour Policies দ্রষ্টব্য।

Pre-audit পূর্ব নিরীক্ষা : কোন সরকারী বিভাগের পরিকল্পিত ব্যয় আইনতঃ ন্যায়সিদ্ধ কিনা তাহা প্রকৃতপক্ষে ব্যয় করার পূর্বেই নিরীক্ষা করা আবশ্যক। উহাকেই পূর্ব নিরীক্ষা কহে।

Preclusive Buying—নিরোধক ক্রয় : প্রতিযোগী ক্রেতাকে ক্রয়ের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে কোন দ্রব্য সম্পূর্ণই কোন ব্যক্তি ক্রয় করিলে তাহাকে নিরোধক ক্রয় কহে। এই প্রকার ক্রয় বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থায় অথবা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই করা হয়। যেমন যুদ্ধ কালে শত্রুদেশ যাহাতে সামরিক দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে পক্ষপাতশূন্য দেশের প্রাপ্ত সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করিলে উহাকে নিরোধক ক্রয় বলা যাইতে পারে। আবার স্বাভাবিক অবস্থায় কোন ব্যবসায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা বন্ধ করিয়া একচেটিয়া ব্যবসায় স্থাপনের উদ্দেশ্যে বাজারে সমগ্র দ্রব্যই যদি একা ক্রয় করিয়া নেয় তবে তাহাকেও নিরোধক ক্রয় বলা হয়।

Predetermined Cost—পূর্ব নির্দ্ধারিত মূল্য : কোন দ্রব্যের মূল্য স্থির করিতে হইলে যে সমস্ত উপাদানে ঐ দ্রব্য উৎপাদন হয় সেই উপাদান সকলের নির্দেশক মূল্য ধরিয়া মূল্য নির্দ্ধারণ করা হয়। ইহা সাধারণতঃ মূল্য অঙ্কণেই প্রয়োগ হয়। পূর্ব নির্দ্ধারিত মূল্যই মানমূল্যে পরিণত হইতে পারে।

Preference Bonds—পূর্বাধিকার ঋণপত্র : যে সমস্ত ঋণপত্রের

উপর এক নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ দেওয়া হয় এবং সেই সুদ সাধারণ অংশীদারদের মধ্যে লাভাংশ বিতরণের পূর্বেই দিতে হয় সেই ঋণপত্রকে পূর্বাধিকার ঋণপত্র কহে। অবশ্য সকল প্রকার ঋণপত্রেই সুদের পূর্বাধিকার স্বীকৃত হয় এবং সকল ঋণপত্রই পূর্বাধিকার ঋণপত্র।

Preference Schemes—পূর্বাধিকার পরিকল্পনা: Imperial Preference দ্রষ্টব্য। সাম্রাজ্যবিচার মূলক বা তারতম্য মূলক শুল্কনীতির আলোচনাতে এই কথাটি প্রয়োগ হয়। সাম্রাজ্যবিচারমূলক শুল্ক নীতিকেই বুঝায়।

Preference Shares—পূর্বাধিকার অংশপত্র: যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অংশপত্রের মধ্যে যে অংশপত্রে সকল প্রকার অংশ পত্রের মধ্যে লাভ্যাংশ বিতরণের পূর্বেই নির্দিষ্ট হারে লাভ্যাংশ বিতরণ করিতে হয় সেই সকল অংশপত্রকে পূর্বাধিকার অংশপত্র কহে। পূর্বধিকার অংশপত্রের মধ্যে যে অংশপত্রে কোন বৎসরে কম মুনাফার জন্য মুনাফা দেওয়া না হইলেও, মুনাফার দাবী নষ্ট হয় না এবং পরবর্ত্তী বৎসরে যখন লাভাংশ বিতরণের মত অবস্থা হইবে তখন একবারে বাকী লাভাংশ সমেত লাভাংশ দিতে হয়, সেই প্রকার অংশপত্রকে সঞ্চয়ী পূর্বাধিকার অংশপত্র Cumulative Preference Shares কহে। আর যে সকল পূর্বাধিকার সঞ্চয়ী পূর্বাধিকার অংশপত্র নহে তাহা অসঞ্চয়ী পূর্বাধিকার অংশপত্র Non-cumulative Preference Shares অসঞ্চয়া পূর্বাধিকার অংশপত্রে যে বৎসর লাভাংশবিতরণ হইবে সেই বৎসরই অন্যান্য অংশপত্রের উপর লাভাংশ বিতরণের পূর্বে লাভাংশ দিতে হয়। ইহাতেও এক নির্দ্দিষ্ট হার অংশপত্র বিলি করার সময়ই উল্লেখ থাকে। Cumulative Preference Shares দ্রষ্টব্য। সঞ্চয়ী পূর্বাধিকার অংশ পত্রের রকম আছে। প্রথম পূর্বাধিকার, দ্বিতীয় পূর্বাধিকার, তৃতীয় পূর্বাধিকার এই ভাবে পূর্বাধিকার অংশপত্র বিভক্ত হইলে সর্বাগ্রে প্রথম পূর্বাধিকার অংশপত্রে, পরে দ্বিতীয় পূর্বাধিকার অংশপত্রে তার পর তৃতীয় পূর্বাধিকার অংশপত্রে লাভাংশ বিতরণ করা হয়।

Preferential Creditor—পূর্বাধিকারী পাওনাদার: ব্যবসায় গুটাইলে যে সকল পাওনাদারের পাওনা অন্য সকল পাওনাদারের পূর্বে

শোধ করিতে হয় তাহাদের পূর্বাধিকারী পাওনাদার কহে। সরকারী কর, শ্রমিকের মজুরী ইত্যাদি এই পর্য্যায়ে পড়ে।

Preferential duty—বিচারমূলক বা তারতম্যমূলক শুল্ক: Differential Duty দ্রষ্টব্য।

Preferred Stocks—সাধারণ পূর্বাধিকার অংশপত্র: ইহা সাধারণ অংশপত্রেরই এক ভাগ। ইহাকে সাধারণ পূর্বাধিকার অংশ পত্র বলা যায়। সাধারণ অংশপত্রের মধ্যে যে অংশপত্রে সাধারণ অংশপত্রে লাভাংশ বিতরণের পূর্ব্বে লাভাংশ দিতে হয় তাহাকে সাধারণ পূর্বাধিকার অংশপত্র কহে। পূর্বাধিকার অংশপত্রে, সঞ্চয়ী পূর্বাধিকার অংশপত্রে লাভাংশ বিতরণের পর সাধারণ অংশপত্রে লাভাংশ বিতরণ করা হয়। সেই সাধারণ অংশপত্রের মধ্যে সাধারণ পূর্বাধিকার অংশপত্রের উপর আগে লাভাংশ দিতে হয় বলিয়া তাহাকে সাধারণ পূর্বাধিকার অংশপত্র কহে।

Preferential Shop—বিচারমূলক দোকান: কোন শিল্পের শ্রমিক সংঘ পরিচালিত দোকান থাকিলে সেই দোকানে শ্রমিক সংঘের সদস্যদের কোন সুযোগ দান করিবার রীতি থাকিলে, যে সুযোগ অসদস্যগণ ভোগ করিতে পারেনা, তাহাকে বিচারমূলক দোকান কহে। যে সকল সুযোগ দেওয়া হয় তাহাদের মধ্যে দোকানের কর্ম্মচারী যদি সদস্য হয় তাহা হইলে শ্রমিক ছাঁটাই করা হইলে সদস্যদের সবশেষে ছাঁটাই এবং পুনর্নিয়োগের বেলাতে সদস্য শ্রমিক সর্বাগে পুনর্নিয়োগ করা; অথবা কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে অসদস্যদের সহিত তারতম্য করিয়া সদস্যদের পূর্বাধিকার দেওয়া ইত্যাদি আইসে। সুতরাং শ্রমিক সংঘ পরিচালিত দোকান বা পণ্যাগারে সদস্য ও অসদস্যদের মধ্যে কোনও তারতম্যমূলক ব্যবস্থা দেখা গেলে তাহাকে বিচারমূলক দোকান কহে।

Preliminary Expenses—গঠন ব্যয়: যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন কালে যে সকল ব্যয় বহন করিতে হয় তাহাকেই গঠন ব্যয় কহে। যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পঞ্জীভুক্ত বা রেজিষ্ট্রিকৃত হইতে হয়। পঞ্জীভুক্ত না হইলে কোন যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ব্যবসা আরম্ভ করার অধিকার পায় না। পঞ্জীভুক্ত হইতে হইলে স্মারকলিপি ও পরিমেল নিয়মবিধি বিবরণ পত্র গঠন করা, ছাপান, পঞ্জীভূত হওয়ার মাশুল বা ফি, এবং

ব্যবসায় গঠন ও কার্য্য আরম্ভ করার জন্য আনুসাঙ্গিক ব্যয় সমূহকে এক যোগে গঠন ব্যয় বলা হয়। যদিও এই ব্যয় হইতে আয়ের সম্ভাবনা নাই, তথাপি এই ব্যয়কে মূলধন খাতে ব্যয় বলা হয়। মূলধন সম্পদের মতই ইহা যতদিন সম্পূর্ণভাবে অবলোপন না হয় ততদিন উদ্বৃত্ত পত্রে সম্পদ হিসাবে দেখান হয়। হিসাবরক্ষণ বিশারদদের মতে এই ব্যয় মূলধন ব্যয় হইলেও অন্যান্য মূলধন সম্পদের মত নহে বলিয়া যত সত্বর সম্ভব গঠন ব্যয় অবলোপন করা প্রয়োজন। নতুবা ব্যবসায়ের সম্পদ উচ্চ মূল্যে দেখান হয় কারণ ইহা অপ্রকৃত সম্পদ হিসাবে দেখান হয়।

Premium : (১) নানা অর্থে ব্যবহার হয়। বীমার চাঁদাকেও প্রিমিয়াম কহে, সে ক্ষেত্রে ইহার অর্থ চাঁদা; (২) কতিপয় বৃত্তি আছে যাহার জন্য যোগ্যতা অধিকার করিতে, যাহা কোন বিদ্যালয়ে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা নাই, কিন্তু বৃত্তিকরীদের সহিত শিক্ষানবিশী হিসাবে কার্য্য করিয়া যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হয়। সেই শিক্ষানবিশীতে প্রবেশ করিতে যোগ্যতা-সম্পান্ন বৃত্তিকারীদের যে মূল্য দিতে হয় তাহাকেও প্রিমিয়াম বা শিক্ষানবিশী মূল্য কহে। যেমন, হিসাবরক্ষণ; উচ্চ আদালতের উকিল, এটর্ণি ইত্যাদি, (৩) অংশীদারী ব্যবসায়ে (Partnership) পুরাতন ব্যবসায়ে নূতন কোন অংশীদার প্রবেশ করিতে চাহিলে পুরাতন অংশীদার প্রবেশেচ্ছু অংশীদারের নিকট মূলধন ব্যতীত পুরাতন ব্যবসায়ের ফল ভোগ করার জন্য অর্থাৎ মূলধনের ঝুঁকি কম নেওয়ার জন্য মূল্য দাবী করিতে পারে। উহাকেও প্রিমিয়াম বা সুনাম মূল্য কহে।

(৪) কোন দ্রব্য আংকিক মূল্য হইতে অধিক মূল্যে ক্রয় বা বিক্রয় হইলে ক্রয় বা বিক্রয় মূল্য ও আংকিক মূল্যের ব্যবধানকে বলে অধিহার বা Premium. ইহা বিশেষতঃ যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অংশ পত্র ক্রয় বিক্রয়ে প্রয়োগ হয়।

Premium Bonus—Payment by Results দ্রষ্টব্য।

Prepaid Expenses—অগ্রিম ব্যয় : নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্বেই কোন ব্যয় করা হইলে উহাকে অগ্রিম ব্যয় কহে। হিসাব রক্ষণে অগ্রিম ব্যয় সম্পদ হিসাবে গণ্য হয়। একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ১লা জুলাই তারিখে অগ্নিবীমা করিল। বীমা নিয়মে বীমার চাঁদা অগ্রিম দেয়। বীমার চাঁদা এক বৎসরের জন্যই ১লা জুলাই দেওয়া হইল। কিন্তু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ৩১শে

ডিসেম্বর তারিখে হিসাব নিকাশ করিলে অগ্নিবীমার চাঁদার মধ্যে অর্দ্ধেক সেই বৎসরের বাকী অর্দ্ধেক পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য। সুতরাং বীমার চাঁদার বাবদে যে ব্যয় সেই বৎসর করা হইয়াছে তাহার অর্দ্ধেক এই বৎসরের বলিয়া হিসাবনিকাশ কালে বীমার চাঁদার অর্দ্ধেক ব্যয় হিসাবে দেখান হয়। বাকী অর্দ্ধেকাংশ সম্পদ হিসাবে দেখান হয়। কারণ বাকী অর্দ্ধাংশও যদি এককালে ব্যয় না হইত তাহা হইলে নগদান তহবিল, ব্যাঙ্ক তহবিল অথবা অন্যান্য কোন সম্পদের সহিত সেই অর্দ্ধেকাংশ বীমার অর্থ থাকিত। আবার যে প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে বীমাপত্র গ্রহণ করা হইয়াছে সেই প্রতিষ্ঠান পরবর্ত্তী অর্দ্ধেকাংশের বাবদ চাঁদা পাইয়াছে বটে কিন্তু ঐ জন্য কোন সেবা হিসাবনিকাশ দিবসে দেয় নাই। সুতরাং সেই প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে অর্দ্ধেকাংশ সেবা তখনও পাওনা বলিয়া অর্দ্ধেকাংশের মূল্য সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হইবে।

Prescription—দখলী স্বত্ব: বহুদিন যাবত কোন স্থাবর সম্পত্তি ভোগ করার জন্য সেই সম্পত্তিতে মালিকানা স্বত্ব স্বীকৃত হইলে উহাকে দখলীস্বত্ব কহে।

Pressure in the money market—স্বল্প মিয়াদী ঋণ বাজারে চাপ:—স্বল্প মিয়াদী ঋণ বাজারে চাপ বলিতে স্বল্প মিয়াদী ঋণ পত্রাদি ক্রয় বিক্রয়ে অসুবিধা বুঝায়। স্বল্প মিয়াদী ঋণ বাজারে যে সকল অসুবিধা দেখা যায় তন্মধ্যে বিনিময়পত্র বাট্টাকরণে অসুবিধা, সরকারী বা স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানের মত ভাল ঋণ-পত্রাদি বিক্রয়ের অসুবিধা, অথবা এমন কোন অবস্থা যে অবস্থায় উচ্চ হারে সুদ না দিলে ঋণ সংগ্রহ করা যায় না তাহাকেই স্বল্প মিয়াদী ঋণ বাজারে চাপ বুঝায়।

Previous Question—বিগত প্রশ্ন: কোন সভায় কোন বিষয়ের বিতর্ক স্থগিত রাখিতে হইলে যে প্রস্তাব আনায়ন করা হয় তাহাকেই 'বিগত প্রশ্ন' কহে। ভোটাধিক্যে প্রস্তাব গৃহীত হইলে বিতর্ক পরবর্ত্তী কোন নির্দ্দিষ্ট দিবস পর্যন্ত স্থগিত থাকে কিন্তু প্রস্তাব বাতিল হইলে সেই সভায়ই বিতর্ক গ্রহণ করিতে হয়।

Price—মূল্য: কোন দ্রব্য বিনিময়ের জন্য যে দ্রব্য সর্বজন গ্রাহ্য সেই দ্রব্যের কত পরিমাণ দিতে হইবে, তাহাকেই মূল্য কহে। দ্রব্য বিনিময়ের যুগে (Barter) বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কোন দ্রব্য ব্যবহৃত

হইত না। সমাজ বিবর্ত্তনের সংগে সংগে সেই অসুবিধা দূর হইয়া বর্ত্তমানে অর্থ (Money) বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে সকলেই গ্রহণ করিয়া নিয়াছে। ফলে কোন দ্রব্য বিনিময় করিতে "মাধ্যমের" কত অংশ, বা কত গুণ দিলে বা নিলে ঐ দ্রব্য বিনিময় হইবে উহাই ঐ দ্রব্যের মূল্য।

Price Control—মূল্য নিয়ন্ত্রণ : মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হয় সরকার কর্ত্তৃক। স্বাভাবিক অবস্থায় মূল্য নিয়ন্ত্রণের কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। স্বাভাবিক অবস্থায় বিনিময় চাহিদা ও সরবরাহ নিয়মের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে চলে এবং যে মূল্যে বিনিময় হয় উহাকে স্থিতিমূল্য কহে। কিন্তু অস্বাভাবিক অবস্থায় দ্রব্যের স্থিতিমূল্য পাওয়া দুষ্কর। বিশেষতঃ সমাজে ক্রয় ক্ষমতা বাড়িয়া গেলে সমহারে দ্রব্যের যোগান না বাড়িলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিই একমাত্র ফল। দ্রব্যমূল্য একবার বাড়িতে আরম্ভ করিলে উহার পুঞ্জীভূত ফলস্বরূপ দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বাড়িতেই থাকে এবং শেষ পর্য্যন্ত যে বিরাট মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তাহাতে কখনও স্থিতি মূল্যে পৌছান যায় না। এই অবস্থা হয় বিশেষতঃ যুদ্ধকালে অথবা উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য ঘাটতি ব্যয় নীতি গ্রহণ করিলে। এমত অবস্থায় সরকার ভোগকারীর স্বার্থরক্ষার জন্য দ্রব্যের উচ্চতম মূল্য বাঁধিয়া দিয়া থাকেন। আপাত স্বাভাবিক অবস্থায়ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের আবশ্যক হইতে পারে, যখন পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অভাবে অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা দেখা যায় তখন। যেমন দ্বিবিক্রেতা প্রতিযোগিতা বা স্বল্প বিক্রেতা প্রতিযোগিতায় যদি খুব অল্প সংখ্যক বিক্রেতা জোগান সংকোচ করিয়া মূল্য বৃদ্ধি করে তখনও উচ্চতম মূল্য স্থির করিয়া দেওয়া সরকারের কর্ত্তব্য। মন্দা বাজারে ঠিক ইহার বিপরীত নীতি গ্রহণ করার আবশ্যক হয়। তখন দ্রব্যমূল্য ক্রমশঃ কমিতে কমিতে এমন অবস্থায় আসিতে পারে যে বিনা লোকসানে বিক্রয় করা সম্ভব নয়। তখন সরকার বাঁধিয়া দেয় সর্বনিম্ন দর যাহার কম মূল্যে বিক্রয় বা ক্রয় করা নিষিদ্ধ। এ ক্ষেত্রে উৎপাদকের বা বিক্রেতার স্বার্থরক্ষার জন্যই সর্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ইহাকে Price Fixingও কহে। (Price Fixing দ্রষ্টব্য)

Price Current—মূল্য তালিকা : ব্যবসায়ীগণ তাহাদের ক্রেতাদের সুবিধার জন্য দ্রব্যের তালিকা এবং চলতি মূল্য দেখাইয়া যে তালিকা ছাপায় ও বিলি করে উহাকেই মূল্য তালিকা কহে।

Price Loco—স্থানীয় দর : ক্রেতাকে বিক্রেতার ঘর হইতে দ্রব্য কিনিবার জন্য যে মূল্য দিতে হয় তাহাই স্থানীয় দর। ইহাতে বিক্রেতার ঘর বা গুদাম হইতে নিজ ঘরে নেওয়ার সমস্ত খরচ ক্রেতাকে বহন করিতে হয়।

Price Spread—মূল্য প্রসার : যে মূল্যে কোন দ্রব্য উৎপাদন হয় এবং যে মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় হয় উভয়ের ব্যবধানকে মূল্য প্রসার কহে। মূল্য প্রসার বাহির করিতে উৎপাদনস্থল হইতে ভোগস্থলে পৌছিবার সমস্ত ব্যয় এবং মধ্যগদের মুনাফা সমস্তই ধরা হয়। Spread দ্রষ্টব্য।

Price Support—মূল্য ধারণ : কোন দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে কমিয়া গেলে সরকার অর্থ সাহায্য দিয়া উৎপাদককে লোকসানের হাত হইতে রক্ষা করার নীতি গ্রহণ করিতে পারে। আবার বাজারদর যাহাতে উৎপাদন মূল্যের নীচে নামিয়া না যায় তজ্জন্য সর্বনিম্ন দরও বাঁধিয়া দিতে পারে। আবশ্যক বোধে সরকার এক নির্দ্দিষ্ট মূল্যে দ্রব্য কিনিয়া নিয়া পরে সরকারী তত্বাবধানে বিক্রয় করাও এই নীতির মধ্যে আইসে। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার স্থির রাখার জন্য সরকার বিনিময় সমকারী তহবিলের মারফতে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়বিক্রয় ও বৈদেশিক মুদ্রার মূল্য ধারণ করেন।

Price System—মূল্য নিয়ম : ভোগকারী ভোগ্য দ্রব্যের যে মূল্য দিতে রাজী থাকে সেই মূল্য কত পরিমাণে, কি গুণ বিশিষ্ট দ্রব্য ভোগকারীর মধ্যে বিতরণ করা হইবে তাহা স্থিরীকৃত হইলে তাহাকে মূল্য নিয়ম কহে। কোন দ্রব্য কি পরিমাণে কোন ভোগকারীর মধ্যে বিতরণ হইবে তাহা ভোগকারী যে মূল্য দিতে রাজী হইবে তাহা দ্বারা নির্ধারিত হয়।

Pricing out of the market—বাজার বহির্ভূত দর : কোন দ্রব্যের মূল্য যদি এত উর্দ্ধে স্থির করা হয় যাহাতে বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে তবে তাহাকে বাজার বহির্ভূত মূল্য কহে।

Pricking note—চিহ্ন চিঠা : রপ্তানীকারক জাহাজের অধ্যক্ষকে শুল্কাধীনে গুদামজাত বা ফেরত মাশুল দ্রব্য পুর্ণরপ্তানী করার জন্য জাহাজে সেই মাল গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানাইয়া যে পত্র দেয় উহাকে চিহ্ন চিঠা কহে।

Primage—পোতাধ্যক্ষের দস্তুরি, অধি-নৌভাটক : দ্রব্য বহনের

জন্য প্রকৃত মাশুলের অতিরিক্ত যে মাশুল দাবী করা হয় উহাকে পোতাধ্যক্ষের দস্তুরি কহে। পূর্বে ইহা সমস্ত জাহাজের অধ্যক্ষকে দেওয়া হইত। বর্ত্তমানে ইহা জাহাজের মালিকই পাইয়া থাকে। কি হারে অধিনৌভাটক বা পোতাধ্যক্ষের দস্তুরি দিতে হইবে তাহা প্রত্যেকটি বন্দরের নিজস্ব ব্যবহার পদ্ধতির উপর নির্ভর করে।

Primary Money—মানমুদ্রা :—Standard Money দ্রষ্টব্য।

Prime and Average Accustomed :—প্রাথমিক ও পড়তা ব্যয় যোজিত বহন পত্রে লেখা থাকিলে বুঝিতে হইবে যে কোন জায়গা হইতে অন্য কোন জায়গায় জাহাজে মাল বহন করিতে হইলে বহন মাশুল ব্যতীত মাল খালাস করার জন্য, গুদাম ভাড়া ইত্যাদির জন্য যে অধিদেয় মাশুল গ্রহণ করা হয়। উহা প্রাথমিক মাশুলের সহিত পৃথকভাবে দেখান হয়।

Prime Cost—মুখ্য খরচ ; প্রাথমিক ব্যয় :—কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে যে সমস্ত ব্যয় হয় তাহার মধ্যে মাত্র কয়েকটি ব্যয় ধরিয়া প্রাথমিক বা মুখ্য ব্যয় বাহির করা হয়। উহা হইতেছে—প্রত্যক্ষ বা মুখ্য কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ মজুরি এবং প্রত্যক্ষ আনুসঙ্গিক ব্যয়। ইহাকে সরাসরি ব্যয়ও কহে। (Direct Cost দ্রষ্টব্য)। আমেরিকাতে ইহাকে Flat Cost বলে। Flat Cost দ্রষ্টব্য।

Prime Entry—মুখ্য লিখন :—হিসাবরক্ষণ নিয়মে লেনদেন যখন প্রথম জাবেদা বহিতে লিখা হয় তখন তাহাকে মুখ্য লিখন কহে।

Primogeniture :—উত্তরাধিকার আইনে জ্যেষ্ঠ সন্তানকে অগ্রাধিকার দান করিলে তাহাকে মুখ্য উত্তরাধিকার আইন কহে।

Priority System :—Rationing System দ্রষ্টব্য।

Prior Lien Bond--সর্ব্ব-পূর্ব্ব-স্বত্ব ঋণপত্র :—যে ঋণ পত্রের পূর্বস্বত্ব সকল পূর্বস্বত্ব ঋণপত্রের উর্দ্ধে তাহাকেই সর্ব্ব-পূর্বস্বত্ব ঋণপত্র কহে। কিন্তু কোন প্রকার পূর্বস্বত্ব ঋণপত্র বিলি করার পর এই প্রকার ঋণপত্র বিলি করা হইলে ইহার পূর্ব্বস্বত্ব নষ্ট হইয়া যায় এবং সর্ব্বশেষ যে পূর্ব্বস্বত্ব ঋণপত্র বিলি করা হইয়াছে তাহার পূর্ব্বস্বত্ব সর্ব্বাগ্রে স্বীকার করিতে হয়।

Private Arrangement—ঘরোয়া ব্যবস্থা : অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায় গুটাইবার আবশ্যক হইলে এবং দেউলিয়া অবস্থায় উপস্থিত হইলে আদালতে দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত না হইয়া পাওনাদারদের সহিত ঘরোয়া

ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে যে ঘরোয়া ব্যবস্থা চুক্তিপত্রে লিখিত সর্ত্তাবলী অনুযায়ী ব্যবসায়ী ব্যবসা চালাইতে থাকিবে। পাওনাদারগণ ঘরোয়া ব্যবস্থায় রাজী হওয়ার অনেক কারণ থাকিতে পারে তন্মধ্যে একটি হইল এই যে আদালতের মাধ্যমে দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত হইলে আদালত কর্তৃক নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাপনা করিলে যে খরচ হইবে তাহাতে পাওনাদার যে হারে পাওনার অংশ পাইবে তাহার চেয়ে ঘরোয়া ব্যবস্থায় ব্যবসায়ীর নিজের হাতে ব্যবসায় থাকিলে পাওনার হার হইবে অনেক বেশী। কি কি সর্ত্ত অনুযায়ী খাতক ব্যবসায়ী ব্যবসায় চালাইতে পারিবে তাহা একটী দলিলে লিপিবদ্ধ করিয়া সেই দলিল রেজিষ্ট্রী করা বাধ্যতামূলক।

Private Companies—ঘরোয়া যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান:— ঘরোয়া যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানও সাধারণ যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের মতই যৌথ কারবারী আইনের অন্তর্গত সমস্ত সর্ত্তাবলী মানিয়া কার্য্য করিয়া থাকে। ঘরোয়া যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের অনেক সুযোগ সুবিধা আছে। ইহা যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ধরা হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা অংশীদারী কারবারের সমান। অংশীদারী কারবারে আইনতঃ ২০ জনের অধিক অংশীদার থাকিতে পারে না, ব্যাঙ্ক ব্যবসায় মাত্র ১০জন, কিন্তু ঘরোয়া যৌথকারবারী প্রতিষ্ঠানে ৫০জন পর্য্যন্ত অংশীদার থাকিতে পারে, তাহাও কারবারের কর্মচারী বাদ দিয়া। সুতরাং ঘরোয়া কারবারী প্রতিষ্ঠানে অংশীদারী ব্যবসায় হইতে অনেক বেশী মূলধন সংগ্রহ করার সুবিধা থাকে। ঘরোয়া যৌথ কারবার দুই রকমের হইতে পারে—দায়-সীমাবদ্ধ, আবার অসীম দায়। দায়-সীমাবদ্ধ (Private Limited Company) যৌথ কারবারে অংশীদারদের দায় যে মূল্যের শেয়ার বা অংশপত্র ক্রয় করিতে রাজী সেই পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ। কিন্তু অসীম-দায় ঘরোয়া যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানে (Unlimited Private Company) অংশীদারী ব্যবসায়ের মত অংশীদারদের দায় অসীম। এই প্রকার যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের অংশপত্র সাধারণ যৌথ কারবারের অংশপত্রের মত হস্তান্তর যোগ্য বা ক্রয়-বিক্রয় যোগ্য নহে। এই প্রকার প্রতিষ্ঠানকে সাধারণ যৌথ কারবারীর মত সংবিধিবদ্ধ অধিবেশন (Statutory Meeting) করিতে হয় না অথবা অনুষ্ঠান-পত্র বা বিবরণ-পত্রও (Prospectus) প্রকাশ করিতে হয় না। পূর্ব্বে এই সকল কারবারী প্রতিষ্ঠানকে বাধ্যতামূলকভাবে উদ্বৃত্ত-পত্র দাখিল করিতে হইত না। ভারতীয় যৌথ কারবারী আইন ১৯৫৬ অনুসারে

সমস্ত ঘরোয়া যৌথ কারবারকে বৎসরান্তে যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধকের নিকট ৩ খানি উদ্বৃত্ত-পত্র বাধ্যতামূলকভাবে দাখিল করিতে হয়। ঘরোয়া যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানকেও সাধারণ যৌথ কারবারের মত নিবন্ধকের অফিসে নিবন্ধন করান বাধ্যতামূলক। এই সকল কারবার কথনও অনুষ্ঠান-পত্র প্রকাশ করিয়া সাধারণের নিকট অংশপত্র বিক্রয় করিতে পারে না।

Private Limited Company—Private Company দ্রষ্টব্য।

Private Enterprise—ঘরোয়া প্রচেষ্টা : Private Sector দ্রষ্টব্য।

Private Property—ব্যক্তিগত সম্পত্তি :—কাহারও ব্যক্তিগত অথবা কোন যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সম্পত্তি যাহাতে ব্যক্তি ব্যতীত বা সেই কারবারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কাহারও স্বত্ব থাকে না উহাই ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

Private sector—ঘরোয়া উদ্যোগ : মুনাফার উদ্দেশ্যে মালিকানা স্বত্বে যে সকল ব্যবসা করা হয় তাহাকেই ঘরোয়া উদ্যোগ কহে। তাহা একক মালিকানা, অংশীদারী বা যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান যে ভাবেই হউক না কেন। অনেক ক্ষেত্রে ঘরোয়া ব্যবসায় বা উদ্যোগ সরকারী উদ্যোগের সহিত পরিপূরক হিসাবে চলিতে পারে। Mixed Economy দ্রষ্টব্য। যে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বা ঘরোয়া ব্যবসা অধিকতর দক্ষতার সহিত করা সম্ভব এবং যাহা সরকারী নিয়ন্ত্রণে না রাখিলেও ভোগকারীর অসুবিধা হয় না বা স্বার্থ ক্ষুন্ন হয় না সেই সকল ক্ষেত্রই ঘরোয়া উদ্যোগের অধীন থাকে। বর্তমান যুগে ঘরোয়া উদ্যোগ বা কারবার ভোগকারীর স্বার্থের দিকে যথেষ্ট লক্ষ্য করে না বলিয়াই অনেক ক্ষেত্রে ঘরোয়া কারবার রাষ্ট্রায়ত্ত বা সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। Nationalisation, Mixed Economy দ্রষ্টব্য।

Privileges—Option দ্রষ্টব্য।

Pro – Per procuration দ্রষ্টব্য।

Probate—ইষ্টিপত্র প্রমাণক : ইচ্ছাপত্র বা উইল আদালতে প্রমাণীকরণ হইলে যে প্রমাণ-পত্র পাওয়া যায় তাহাকে ইষ্টিপত্র প্রমাণক কহে।

Proceeds—ফল ; নীট প্রাপ্তি : বিনিময়পত্র বা হুণ্ডি বাট্টা দিয়া ভাঙ্গাইয়া উহার আঙ্কিক মূল্য হইতে বাট্টা বাদ দিয়া যাহা নীট পাওয়া যায় তাহাকেই ফল বা নীট প্রাপ্তি কহে। মোট কর হইতে আদায়ের খরচ বাদ দিয়া যাহা নীট পাওয়া যায় তাহাকেও নীট প্রাপ্তি কহে।

Process Costing—প্রসর হিসাব অঙ্কনঃ হিসাব অঙ্কনের এক নিয়ম। যখন কোন শিল্পের একটি উৎপাদিত দ্রব্য সেই শিল্পেরই অন্য একটি দ্রব্য উৎপাদন করিতে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা হয় ; আবার একই দ্রব্য হইতে একই সময় উপজাত দ্রব্য ও মূলদ্রব্য পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন আকৃতির একই দ্রব্য মূলদ্রব্য উৎপাদন করিতে দরকার হয় তখন প্রত্যেকটি স্তর বা বিভাগের উৎপাদন ব্যয়ের উপর মূল উৎপাদনের ব্যয় নির্ভর করে। সুতরাং মূলদ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় বাহির করিতে প্রত্যেকটি স্তরের উৎপাদন ব্যয় ধরিতে হয়। ইহাকেই প্রসর হিসাব অঙ্কন কহে।

Process Effects—প্রসার ফলঃ ঘাটতি ব্যয় নীতি অনুসৃত হইলে অথবা সরকারী উন্নয়নমূলক কোন কার্য্য করার ফলে বেসরকারী ভোগকারীর ব্যয় বৃদ্ধি হইলে অথবা ঘরোয়া বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইলে তাহাকে প্রসার ফল কহে। সরকারী উন্নয়নমূলক কার্য্যের ফলে বা ঘাটতি ব্যয়ের ফলে সমাজে যে আয় বাড়ে তাহার ফলেই ভোগকারীর ভোগ দ্রব্যে ব্যয় বাড়িয়া যায় বলিয়া ইহাকে প্রসার ফল কহে।

Producers' Rent—উৎপাদকের খাজনাঃ স্বাভাবিক মূল্য বলিতে দ্রব্যের সেই মূল্যকেই বুঝায় যে মূল্য হইতেছে সমস্ত উপাদান নিয়োগের ব্যয় বা মূল্য। উপাদান সকলের মধ্যে সংগঠকও একটি উপাদান বলিয়া ধরা হয়। এখন যে মূল্যে প্রান্তিক উৎপাদক দ্রব্য বিক্রয় করিতে সমর্থ হয় অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদক যে ন্যায্য মুনাফা বা আয় তাহার উৎপাদন মূল্যে ধরিয়া নেয় উহাকেই সংগঠকের স্বাভাবিক মজুরী বা আয় ধরা হয়। দ্রব্যের মূল্য একদিকে যেমন চাহিদার তীব্রতার উপর নির্ভর করে অপর দিকে তেমনি উৎপাদন ব্যয়ের উপরও নির্ভর করে। প্রান্তিক উৎপাদকের উৎপাদন ব্যয়ই ধরা হয় উৎপাদন ব্যয়ের মাপকাঠিই। যদি কোন উৎপাদক প্রান্তিক উৎপাদকের উৎপাদন ব্যয়ের কম ব্যয়ে সেই দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে তাহা হইলে প্রান্তিক উৎপাদক হইতে তাহার আয় বা মুনাফা অধিক হইবে কারণ তাহার উৎপাদন ব্যয় প্রান্তিক উৎপাদকের উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা কম কিন্তু প্রান্তিক উৎপাদক যে মূল্যে বিক্রয় করে সেও সেই মূল্যে বিক্রয় করে। সুতরাং তাহার আয় আর প্রান্তিক উৎপাদকের আয়, দু'য়ের ব্যবধানই হইল উৎপাদকের খাজনা। ইহাকে আভাস করও (Quasi-rent) কহে।

Produce Exchange—পণ্য বিনিময় কেন্দ্রঃ—পণ্য বিনিময় কেন্দ্র

বলিতে সকল প্রকার পণ্য ক্রয়বিক্রয়ের কেন্দ্রকেই বুঝায় না। পণ্য বিনিময় কেন্দ্র বলিতে যেখানে বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা সম্মিলিত হইয়া কাঁচামাল, বিশেষতঃ কৃষিজ সম্পদের ঝুঁকিদারী ব্যবসা করে। ইহাকে কাঁচামালের ঝুঁকিদারী ব্যবসা স্থল বা কাঁচামালের ফাটকা বাজার বলা যায়। বিনিময় কেন্দ্রে কেবলমাত্র সেই সমস্ত কৃষিজ ও কাঁচামালের ফাটকাবাজীই হয় যাহার গুণ নিদর্শন বা মার্কা দ্বারা চিহ্নিত হয়। গম, ধান, পাট, রবার ইত্যাদির ফাটকাবাজী পণ্য বিনিময় ক্ষেত্রে হইয়া থাকে। যে সমস্ত দ্রব্য বা পণ্য সমভাবাপন্ন নহে তাহা পণ্য বিনিময় কেন্দ্রে বিনিময় হয় না।

Productive Co-operation—উৎপাদন সমবায়:—ধনতন্ত্রের যে সকল ত্রুটি দেখা যায় তাহার মধ্যে মালিক-শ্রমিক সংঘর্ষ একটি। মালিক-শ্রমিক সংঘর্ষের একটি কারণ কল্পিত শোষণ। মালিক শ্রমিকদের শোষণ করিয়া মুনাফা বৃদ্ধি করে ইহাই ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ। সুতরাং যে ব্যবস্থায় মূলধন সরবরাহ ধনিক শ্রেণী করিবেন না কিন্তু শ্রমিকগণ নিজেরাই আবশ্যকীয় মূলধন যোগাইবে এবং মুনাফাও তাহারাই ভোগ করিবে তাহাই সমবায় উৎপাদন ব্যবস্থা। শ্রমিকদের নিজেদের সমবায় চেষ্টায় এই সকল শিল্প চলিবে। এই প্রকার প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকগণ নিজেদের মধ্য হইতে পরিচালকমণ্ডলী নির্ব্বাচন করে এবং সেই নির্ব্বাচিত পরিচালকমণ্ডলীই উৎপাদন সমবায় পরিচালনা করিয়া থাকে।

Productive Debt—ফলপ্রসূ ঋণ:—সরকারী ঋণের যে অংশ আশু না হইলেও শেষ পর্য্যন্ত স্বয়ং শোধ্য হয় তাহাকে ফলপ্রসূ ঋণ কহে। রেলপথ নির্ম্মাণ, জলসেচ ব্যবস্থা করা, ইত্যাদির জন্য সরকারী ঋণ শেষ পর্য্যন্ত স্বয়ং শোধ্য হয়। অর্থাৎ রেলপথ অথবা সেচ ব্যবস্থা হইতে যে আয় হয় সেই আয় হইতেই সমস্ত ব্যয় মিটাইয়া ঋণ শোধ করার মত উদ্বৃত্ত থাকে। উদ্বৃত্ত আয় দ্বারা ধীরে ধীরে পরিশোধ নিধি (Sinking fund বা Debt Redemption fund) গঠন করা হয় এবং সেই পরিশোধ নিধিতেই ঐ ঋণ শোধ করার জন্য আবশ্যকীয় অর্থ সঞ্চয় হয়। (Unproductive Debt দ্রষ্টব্য)।

Productive Department—ফলপ্রসূ বিভাগ: ব্যবসায়ের যে বিভাগ মুনাফাদায়ী তাহাকে ফলপ্রসূ বিভাগ কহে। এই বিভাগ সেবা বিভাগ হইতে পৃথক। কিন্তু সেবা বিভাগ এই বিভাগের সহায়ক হিসাবে কার্য্য করিয়া থাকে।

Productive Labour—ফলপ্রসূ শ্রমিক: ঊনবিংশ শতাব্দীতে অর্থনীতি আলোচনায় অর্থনীতিবিদগণ শ্রমের দুইটি ভাগ করিয়াছিলেন যদিও সেই বিভাগ বর্তমান যুগের অর্থনীতিবিশারদগণ মানিয়া নেন্না। প্রাচীন পন্থী অর্থনীতিবিশারদদের মতে যে শ্রমিক পার্থিব বস্তু উৎপাদনে সাহায্য করে এবং পার্থিব উন্নতি বিধানে সাহায্য করে তাহারাই ফলপ্রসূ শ্রমিক। কিন্তু যাহারা পার্থিব দ্রব্য উৎপাদনে সাহায্য করে না তাহারা ফলপ্রসূ শ্রমিক নহে (Unproductive Labour)। তাহাদের মতে একজন মিস্ত্রী একটি ঘর তৈয়ার করিল সে ফলপ্রসূ শ্রমিক কিন্তু একজন শিক্ষক বা ধর্ম্মযাজক বা উকিল বা ডাক্তার ফলপ্রসূ শ্রমিক নন। আধুনিক অর্থনীতিবিশারদগণ সমস্ত শ্রমকেই ফলপ্রসূ শ্রম বা শ্রমিক বলিয়া ধরেন তবে কোন শ্রমিক প্রত্যক্ষ ফলপ্রসূ কোনো শ্রমিক গৌণ ফলপ্রসূ। পূর্ব্বের উদাহরণে মিস্ত্রি প্রত্যক্ষ ফলপ্রসূ কিন্তু একজন শিক্ষক তাহার শিক্ষার ফলে অথবা একজন ডাক্তার তাহার চিকিৎসার ফলে, শ্রমিকের দক্ষতা বাড়াইতে সাহায্য করে বলিয়া সেই শ্রমিক গৌণ ফলপ্রসূ শ্রমিক (Unproductive Labour দ্রষ্টব্য)।

Producer's Capital—উৎপাদকের মূলধন: যে সকল দ্রব্য বিশেষতঃ যন্ত্রপাতির সাহায্যে শিল্পের উৎপাদন সম্ভব হয় তাহাকেই উৎপাদকের মূলধন কহে। মূলধন সম্পদের সমার্থবোধক।

Production—উৎপাদন: মানুষের অভাব মোচনের বা পূরণের জন্য যে কোন প্রকার পার্থিব দ্রব্য উৎপাদন পদ্ধতিকেই উৎপাদন কহে। মনুষ্য অভাব পূরণের জন্য পার্থিব দ্রব্য উৎপাদন নানা কারণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। দ্রব্যের সময় উপযোগ, স্থান উপযোগ, আকার উপযোগ এবং অধিকার উপযোগ এই চারিটি কারণে দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ে বা কমে।

Production factors—উৎপাদন সূচী: যে সকল সূচীর সাহায্যে উৎপাদনের পরিমাণের হ্রাস বা বৃদ্ধি বুঝা যায় তাহাকে উৎপাদন সূচী বলে। ইহা শিল্পের আর্থিক অবস্থা বুঝাইতে পরিসংখ্যানবিশারদগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। শিল্পে কায়িক উৎপাদনের পরিমাণ, মজুরীর পরিমাণ, শ্রমিকের মাথাপিছু উৎপাদন, শ্রমিক সংখ্যা ইত্যাদি পৃথক পৃথক ভাবে উৎপাদনের সূচী হিসাবে কার্য্য করে। উৎপাদনের উপাদান (Factors of Production) ও উৎপাদন সূচী একার্থবোধক নহে।

Productivity—উৎপাদন ক্ষমতা: নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শ্রমিক যে

পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে উহাই শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা। শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা যন্ত্রপাতির অবস্থার উপর এবং কারিগরী উন্নতির সহিত জড়িত। কারিগরী উন্নতি যত বেশী প্রসার লাভ করিবে অর্থাৎ যত উন্নততম যন্ত্রপাতি তৈয়ার হইবে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতাও তত বৃদ্ধি পাইবে। শ্রমিকের শিক্ষাদীক্ষা, বাপের অবস্থার উপরও শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়। উৎপাদন ক্ষমতা বলিতে কেবলমাত্র উৎপাদনের সংখ্যাই বুঝায়। উৎপাদনের গুণের পরিবর্তন উৎপাদন ক্ষমতা দ্বারা বুঝা যায় না।

এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমি হইতে যে পরিমাণ শস্য বা দ্রব্য উৎপাদন করা যায় তাহাই সেই জমির উৎপাদন ক্ষমতা। সব জমিরই উৎকর্ষ বিধান করিলে জমির উৎপাদন ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। এবং ক্রমাগত জমি চাষ করার ফলে জমির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়।

যন্ত্রপাতির উৎপাদন ক্ষমতা বলিতে সাধারণ বা মান শ্রমিক একটি যন্ত্রের সাহায্যে এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাহা উৎপাদন করিতে পারে তাহা বুঝায়। মান শ্রমিকের অধিক দক্ষতাসম্পন্ন কোন শ্রমিক একই যন্ত্র লইয়া উৎপাদন করিলে যন্ত্রের উৎপাদন ক্ষমতাও বাড়ে।

Produce net—নীট উৎপাদন: ভূমিপ্রধানবাদী অর্থনীতি বিশারদদের মতে একমাত্র জমিই সমস্ত সম্পদের উৎস। এবং জমি হইতেই মাত্র উদ্বৃত্ত পাওয়া যায়। সুতরাং তাহারা জমির উদবৃত্তকেই নীট উৎপাদন বলিয়াছেন। তাহাদের মতে কেবলমাত্র নীট উৎপাদনের উপরই কর বসান উচিত। Physiocrats দ্রষ্টব্য। Import Unique দ্রষ্টব্য।

Profit—মুনাফা: মুনাফা কথাটি একটিমাত্র অর্থেই প্রয়োগ হয় না। সাধারণতঃ কোন ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মোট আয় হইতে মোট ব্যয় বাদ দিলে যাহা উদবৃত্ত থাকে তাহাকেই মুনাফা বলা হয়। Pure profit ও বলে। অর্থনীতি ক্ষেত্রে ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে মুনাফা ঠিক সেই অর্থে প্রয়োগ হয় না। অর্থনীতি ক্ষেত্রে মুনাফা আইনসঙ্গত কি বে-আইনী সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতানৈক্য থাকিলেও মুনাফা কাহাকে বলে যে ক্ষেত্রে তাহারা একমত। মোট পাওনা হইতে উৎপাদন ব্যয় বাদ দিলে যাহা থাকে তাহা হইতে সংগঠক বা ব্যবসায়ীর নিজ মজুরী এবং নিজ মূলধনের উপর সুদ বাদ দিয়া যাহা বাকী থাকে তাহাই মুনাফা। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে পাওনা হইতে ব্যবসায়ীর শ্রমের মজুরী এবং মূলধনের উপর সুদ বাদ দেওয়া হইয়াছে। নিজের মজুরী হিসাব করিতে

ব্যবসায়ী অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে একই কার্য্য করিলে যে মজুরী পাইত তাহাই নিজের মজুরী, এবং অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে মূলধন লগ্নী করিলে যে সুদ পাওয়া যায় তাহাই নিজ মূলধনের উপর সুদ। এই সমস্ত বাদ দিয়া যাহা থাকে তাহাই ব্যবসায়ীর ঝুঁকির মজুরী বা প্রাপ্য। এই মুনাফার পরিমাণ দ্বারাই ব্যবসায়ের ঝুঁকির পরিমাণ পরিমাপ করা হয়। হিসাবরক্ষণে মুনাফা দুই ভাগে ভাগ করা হয় মোট মুনাফা (Gross Profit) ও নীট মুনাফা (Net Profit)। ব্যবসায়ের উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয়মূল্য হইতে ক্রয়মূল্য বা উৎপাদন মূল্য বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাকেই বলা হয় মোট মুনাফা ; আর মোট মুনাফা হইতে অন্যান্য স্থির ও আনুসাঙ্গিক ব্যয় বাদ দিলে যাহা বাকী থাকে তাহাকে বলে নীট মুনাফা। (Pure Profit দ্রষ্টব্য)

Profit & Loss Account—লাভ লোকসান হিসাব : যে সংক্ষিপ্ত হিসাব দ্বারা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যবসায়ের আয় ও ব্যয় খতিয়ান করিয়া ঐ সময়ের মধ্যে ব্যবসায়ের লাভ বা লোকসান বাহির করা হয় তাহাকে লাভ-লোকসান হিসাব কহে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে সমস্ত খাতে আয় হয় তাহার মোট ফল আদায়ীকৃত ও প্রাপ্য (Accrued) এবং মোট ব্যয় (প্রকৃত যে ব্যয় করা হইয়াছে এবং যে ব্যয় ঐ সময়ের বাবদ স্থির হইয়াছে) দেখান হয়। এই হিসাব ব্যবসায়ের বৎসরান্তে তৈয়ার করা হয়।

Profit Sharing—লাভ বণ্টন : শ্রমিকের মজুরী দেওয়ার এক প্রকার নিয়ম। এই নিয়মে শ্রমিকদের মজুরী দেওয়া খুব দীর্ঘ দিন আরম্ভ হয় নাই এবং সকল দেশে সকল শিল্পেও আরম্ভ হয় নাই। ধনতান্ত্রিক শিল্প ব্যবস্থায় শ্রমিক শোষিত হয় বলিয়া শ্রমিকদের ও শ্রমিক নেতাদের অনেকে মনে করিয়া থাকে। ফলে লাভবণ্টন প্রথা দ্বারা শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ বন্ধ করিয়া শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা অপেক্ষাকৃত নূতন। এই নিয়মে শিল্পের নীট মুনাফা শ্রমিক ও মালিক এক নির্দ্দিষ্ট হারে ভাগ করিয়া নেয় অথবা নীট মুনাফার এক নির্দ্দিষ্ট অংশ শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। যাহাতে শ্রমিকগণ মনে করিতে পারে যে শিল্পে তাহাদেরও অধিকার আছে এবং ফলে তাহারা নিজেদের দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন করিয়া ব্যবসায় বা শিল্পের মুনাফার পরিমাণ বাড়াইতে পারে। আমাদের দেশে ১৯৪৬ সালে যে কমিশন বসান হইয়াছিল সেই কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ৬টি বিশেষ শিল্পে লাভ বণ্টন পদ্ধতিতে শ্রমিকের মজুরী দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তন করা হইতেছে। ইহাতে

শ্রমিক প্রতিমাসে নির্দ্দিষ্ট হারে মজুরী পাইবে এবং বৎসরান্তে হিসাব নিকাশের পর নীট মুনাফার শতকরা ৫০ ভাগ শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হইবে। এই নিয়মের বিরুদ্ধে এই প্রকার সমালোচনা করা হইয়াছে যে মুনাফা ঝুঁকির মজুরী, শ্রমিকগণ যখন মূলধন সরবরাহ করেনা এবং ব্যবসায়ের কোন ঝুঁকি নেয়না তখন তাহাদের মুনাফার অংশ গ্রহণে ন্যায্য কোন অধিকার নাই। আবার তাহারা যদি মুনাফার অংশ গ্রহণ করে তবে তাহাদের লোকসানের অংশও বহন করিতে হয়। যাহা হউক লাভ বণ্টন নিয়মে শ্রমিকদের নির্দিষ্ট মজুরীর উপর লাভের অংশ হিসাবে অধিদেয় দেওয়াই উদ্দেশ্য। ইহাতে শ্রমিকেদের মধ্যে শিল্পে একাত্মবোধ জাগে এবং ফলে শ্রমিকগণ নিজেদের দক্ষতা বাড়াইয়া শিল্পের উন্নতি বিধানে সহায়ক হয়।

Proforma Account—নমুনা হিসাব : কি পদ্ধতিতে হিসাব বখরা করা হইবে বা হিসাব দাখিল করিতে হইবে তাহা কতিপয় কাল্পনিক লেনদেন প্রবিষ্টি করিয়া নমুনা তৈয়ার করাকে নমুনা হিসাব কহে।

Proforma Invoice—নমুনা চালান : দূরদেশে অবস্থিত কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কোন মাল বা দ্রব্য ক্রয় করিতে হইলে অনেক সময়ে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট দ্রব্যের চালানের নমুনা দাবী করে। নমুনা হইতে দ্রব্য ক্রয় করিবে কিনা বা চালান গ্রহণ করিবে কিনা তাহা স্থির করিবে। নমুনা চালানে দ্রব্যের মূল্য, পাঠাইবার ব্যয়, বাটা, দস্তুরি, বিক্রয় মূল্য এই সকল বিবরণ থাকে। ইহা দ্বারা ক্রেতা বা চালানগ্রাহক দ্রব্য বিক্রয় হইতে মুনাফা করিতে পারিবে কিনা, চালান গ্রাহকের দস্তুরি আশানুরূপ কিনা এই সকল বিষয় অবহিত হইতে পারে। ইহা আমদানি রপ্তানি শুল্কের হিসাব করিতে শুল্ক অফিসেও দাখিল করিতে হয়।

Progressive Taxation—ক্রমবর্দ্ধমান কর : যে হারে আয় বৃদ্ধি পায় তাহার চেয়ে অধিক হারে বর্দ্ধিত আয়ের উপর কর বসান হইলে তাহাকে ক্রমবর্দ্ধমান কর কহে। এক ব্যক্তিকে ১০০৲ টাকা আয় থাকাকালীন শতকরা ৫৲ টাকা কর দিতে হইত। তাহার আয় শতকরা ১০৲ টাকা বাড়িল। এখন যদি প্রথম ১০০৲ টাকার উপর ৫৲ টাকা হারে কিন্তু পরবর্ত্তী আয়ের উপর শতকরা ১৫৲ টাকা হারে কর বসান হয় তবে উহাকে ক্রমবর্দ্ধমান কর কহে। Ability to pay দ্রষ্টব্য।

Progressive Wages—ক্রমবর্দ্ধমান মজুরী : শ্রমিককে সময়ানুসার

অথবা ঠিকা মজুরী নিয়মে এক নির্দ্দিষ্ট হারে মজুরী দেওয়ার রীতির সহিত যদি উৎপাদন বৃদ্ধি বা দক্ষতা বৃদ্ধির সহিত (যাহার প্রতিফলন উৎপাদনে) অতিরিক্ত মজুরী দেওয়ার নিয়ম থাকে তবে সেই নিয়মকে ক্রমবর্দ্ধমান মজুরী কহে। একজন শ্রমিক সপ্তাহে ২০৲ টাকা মজুরীতে নিযুক্ত হইল। কিন্তু সে যদি নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে তাহা হইলে তাহাকে নির্দ্দিষ্ট মজুরীর বাদে আরও কিছু মজুরী দেওয়া হইবে। ধরা যাউক সাপ্তাহিক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের পর ১০ একক উৎপাদন করিতে পারিলে ২৲ টাকা, ১৫ একক উৎপাদন করিলে ৪৲ টাকা ২০ একক উৎপাদন করিলে ৭৲ ইত্যাদি। সুতরাং যে হারে তাহার উৎপাদন বাড়িতেছে তাহার অধিক হারে তাহার মজুরী বাড়িতেছে। ইহাই ক্রমবর্দ্ধমান মজুরীর উদাহরণ।

Promissory note—প্রত্যর্থ পত্রঃ একজন আরেকজনকে অথবা তাহার আদিষ্ট কোন ব্যক্তিকে ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট তারিখে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দেওয়ার সর্ত্তহীন প্রতিশ্রুতিকেই প্রত্যর্থপত্র কহে। প্রত্যর্থপত্র হস্তান্তরযোগ্য হইলেও বিনিময়পত্রের মত ইহা সাকরন করার আবশ্যক হয় না। বিনিময়পত্রে লেখক পাওনাদার। দেনাদার উহা সাকরণ করিলে তবেই আইনতঃ পাওনা বলিয়া গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রত্যর্থপত্রের লেখক দেনাদার নিজেই। বিনিময়পত্রে ৩টি দল থাকে, লেখক, (Drawer) গ্রাহক (Acceptor) এবং মূল্যশোধকারক অর্থাৎ যাহার নিকট হইতে বিনিময়-পত্রের মূল্য আদায় করা হয়। কিন্তু প্রত্যর্থপত্রে মাত্র ২টি দলই থাকে। দেনাদার পাওনাদারকে নির্দ্দিষ্ট দিনে ঋণ পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দেয় মাত্র।

Promotor—সংস্থাপকঃ যে ব্যক্তি কোন নূতন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে তাহাকেই সংস্থাপক কহে। ব্যবসায়ের ভবিষ্যত উজ্জ্বল মনে হইলে সে নিজের সঞ্চয় ব্যবসায়ে খাটাইবার ঝুঁকি নেয় এবং অন্যকেও ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করিতে প্রবৃত্ত করে। ব্যবসায় গঠনের আনুষ্ঠানিক কার্য্যও সংস্থাপকের সম্পাদন করিতে হয়। নূতন যৌথ কারবারের শেয়ার বা অংশপত্র বিক্রয় করিতে যে সাহায্য করে বা অবলেখন করে তাহাকেও সংস্থাপক আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। কারণ সে মূলধন সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে।

Promotion Expenses—সংস্থাপক ব্যয়ঃ Preliminary Expenses দ্রষ্টব্য।

Prompt Cash—নগদ দেয় : ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তিতে যখন দ্রব্য বিলি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মূল্য দেওয়ার সর্ত্ত থাকে তখন তাহাকে নগদ দেয় কহে। বাস্তব ক্ষেত্রে দ্রব্য বিলির পর কয়েক দিন সময় দেওয়া থাকে যে সময়ের মধ্যে মূল্য শোধ করিলে তাহা নগদ শোধ বলিয়াই ধরা হয়। কত দিন অতিরিক্ত সময় দেওয়া হইবে তাহা ব্যবসায়ের ব্যবহারিক বা দস্তুরের উপর নির্ভর করে।

Propensity to Consume—ব্যয় স্পৃহা বা ভোগ স্পৃহা :— কোন ব্যক্তি তাহার আয়ের কত অংশ ভোগদ্রব্য ও সেবায় ব্যয় করিবে তাহাই তাহার ব্যয় বা ভোগস্পৃহা। দুইটি সময়ের তুলনা করিয়া কখনও আয়ের যে অংশ ভোগ দ্রব্যে ব্যয় করার জন্য রাখা হয় তাহা বাড়াইলে তখন ভোগস্পৃহা বাড়ে বুঝা যায়। ভোগস্পৃহা বাড়িলে সঞ্চয়স্পৃহা (Propensity to save) কমে এবং সঞ্চয়স্পৃহা বাড়িলে ভোগস্পৃহা কমে। Propensity to save দ্রষ্টব্য।

Propensity to Save—সঞ্চয় স্পৃহা : আয়ের যে অংশ ভোগ্য দ্রব্যে ব্যয় না করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা হয় তাহাই তাহার সঞ্চয় স্পৃহার মাপ কাঠি। Propensity to Consume দ্রষ্টব্য।

Property Tax—সম্পত্তি কর : যে কোনও প্রকার সম্পত্তির উপর কর বসান হইলে তাহাকে সম্পত্তি কর কহে। সম্পত্তি কর যখন স্থাবর সম্পত্তির উপর হয় তখন তাহাকে স্থাবর সম্পত্তি কর কহে। যেমন দালান কোঠার মূল্যের উপর কর আরোপ করা হইলে তাহাকে বুঝাইবে। কেবলমাত্র জমির মূল্যের উপর কর বসাইলে উহাকে জমি কর বলা হইবে, কিন্তু যদি জমির উন্নতিসাধনের মূল্য সমেত উন্নীত জমির উপর কর বসান হয় তবে তাহাকেও স্থাবর সম্পত্তি কর কহে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যেমন ব্যক্তির নিজস্ব অংশপত্র, ঋণপত্র ইত্যাদির উপর কর বসান হইলে তাহাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি কর বলা হয়। Real Estate Tax দ্রষ্টব্য।

Proportional Reserve System—সমানুপাতিক সঞ্চয় নিয়ম : কাগজী মুদ্রা ছাপাইতে এই নিয়মের প্রয়োগ হয়। যে পরিমাণ মূল্যের কাগজী মুদ্রা ছাপান হইবে তাহার এক শতকরা হারে মূল্যবান ধাতু, স্বর্ণ বা রৌপ্য, টাকশালে বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ছাপা বিভাগে সর্বদা জমা থাকা বাধ্যতামূলক।

Proportional Taxation—সমানুপাতিক কর: আয়কর যদি আয়ের এক নির্দিষ্ট হারে গ্রহণ করা হয় তবে তাহাকে সমানুপাতিক আয়কর কহে। শতকরা ৫৲ টাকা আয়কর আরোপ করিলে যাহার ১০০৲ টাকা আয় সে ৫৲ টাকা দিবে আর যাহার আয় ৫০০৲ টাকা সে দিবে ২৫৲ টাকা। সম অনুপাতে সকলের নিকট হইতে আয়কর আদায় করা হইলে ইহার যথেষ্ট সুবিধা আছে বটে কিন্তু যাহার আয় যত বেশী তাহার অর্থের প্রান্তিক উপাদান তত কম সুতরাং তাহার কর প্রদান ক্ষমতা বেশী। তাই বর্ত্তমানে প্রায় প্রত্যেক দেশেই ক্রমবর্দ্ধমান কর প্রথার প্রবর্ত্তন হইয়াছে এবং সমানুপাতিক কর লোপ পাইয়াছে। শুধু আয় কর নহে, যে কোন প্রকার করই যদি মূল্যের উপর এক নির্দিষ্ট হারে বসান হয় তবে তাহাকে সমানুপাতিক কর বলা হইবে। Ability to pay দ্রষ্টব্য।

Proprietory Companies:—যে যৌথ কারবারে ঋণপত্র বা পূর্ব্বাধিকার অংশপত্র বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করা হয় না কিন্তু যৌথ কারবারের অংশীদারগণ কেবলমাত্র সাধারণ অংশপত্রের অধিকারী হয় এবং কারবারের মুনাফা সমভাগে ভাগ করিয়া নেয় সেই সমস্ত যৌথ কারবারকে মালিকানা যৌথ কারবার কহে। সাধারণতঃ এই সমস্ত যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান খনিজ উত্তোলনের জন্য প্রচুর জমি ক্রয় করিয়া নেয় তবে যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের নিকট অংশে অংশে জমি বিক্রয় করে। অনেক সময়ে বীমা প্রতিষ্ঠান সকলকেও মালিকানা যৌথ কারবার বলা হয়, কারণ বীমা প্রতিষ্ঠান গুলি যে আয় করে তাহা লাভ্যাংশ হিসাবে বীমা প্রতিষ্ঠানের মালিকদের ও বীমার চাঁদাদাতাদের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে বণ্টন করিয়া দেয়। ইহাদেরও শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিতে হয় না। কারণ বীমার চাঁদাই মূলধন হিসাবে কার্য্য করে। তবে প্রত্যেক বীমা প্রতিষ্ঠানকেই আরম্ভ কালে শেয়ার বা অংশপত্র বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিতে দেখা যায়।

Prospectus—অনুষ্ঠান পত্র, বিবরণ পত্র: সকল সাধারণ যৌথ কারবারের পক্ষে অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশ করা এবং সংবদ্ধকের নিকট দাখিল করা বাধ্যতামূলক। অনুষ্ঠান পত্রে সংঘের নাম, ঠিকানা, মূলধন, উদ্দেশ্য, মূলধন আদায় করার নিয়ম, প্রারম্ভিক ব্যয়, সংঘ সসীম দায়বদ্ধ কিনা, ইত্যাদি বিবরণ থাকে। সর্বসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিতে হইলে এই সকল বিবরণ দিয়া সম্ভাব্য শেয়ার বা অংশপত্র ক্রেতাদের নিকট শেয়ার বিক্রয়ের প্রস্তাব করা

হয়। অনুষ্ঠান পত্র কেবল মাত্র সাধারণ বা জন যৌথ সংঘকেই প্রকাশ ও দাখিল করিতে হয় ঘরোয়া যৌথ সংঘকে অনুষ্ঠান পত্র দাখিল করিতে হয় না। Statement in lieu of Prospectus দ্রষ্টব্য।

Prosperity—ঋদ্ধিসত্তা ; উন্নতি : ঋদ্ধিসত্তা বুঝাইতে বাজারে দ্রব্যের প্রাচুর্য্য, উৎপাদন অব্যাহত, অর্থের প্রাচুর্য্য অর্থাৎ প্রবল ভোগস্পৃহা এবং বেকার সমস্যা আদৌ নাই বলিলেও চলে, এইমত আর্থিক অবস্থাকে বুঝায়। মন্দাভাবের বিপরীত। Depression দ্রষ্টব্য।

Protection—সংরক্ষণ : বৈদেশিক দ্রব্য স্বদেশীয় দ্রব্যের সহিত যাহাতে প্রতিযোগিতা করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে বৈদেশিক দ্রব্যের উপর যখন আমদানী শুল্ক বসান হয় তখন তাহাকে সংরক্ষণ কহে। শিল্পে অনগ্রসর দেশগুলিতে শিল্পোন্নত দেশ সকল যদি অবাধে দ্রব্য বিক্রয় করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে প্রথমোক্ত দেশে শিল্প গঠন ব্যাহত হয়। সুতরাং যে দ্রব্য দেশে উৎপাদন হইতে পারে তাহার উৎপাদন ব্যয় অধিক হইলেও যাহাতে বৈদেশিক দ্রব্য কমমূল্যে দেশবাসী ক্রয় করিয়া স্বদেশের শিল্পের কবর খনন না করে সেই জন্য বিদেশী দ্রব্য স্বদেশে আসিতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়া আমদানী শুল্ক বসানকেই সংরক্ষণ কহে। কোন শিল্পকে সংরক্ষণ দিতে হইলে স্বদেশের দ্রব্যের ও বিদেশের দ্রব্যের মূল্যের পার্থক্যেরও অতিরিক্ত হারে আমদানীশুল্ক বসাইতে হয় যাহাতে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা স্বদেশের শিল্পের অনুকূল হয়। অর্থনৈতিক জাতীয়তাবোধ ও স্বয়ং সম্পূর্ণতায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করে।

Protest—অস্বীকৃতি প্রমাণপত্র : বিনিময়পত্র গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে অথবা প্রত্যর্থপত্র উপস্থিত করিলে নির্দিষ্ট দিনে মূল্য শোধ না করিলে সেই অস্বীকৃত বা অপ্রদান স্থানীয় লেখ্য প্রামাণিকের নিকট লিখাইতে হয়। লেখ্য প্রামাণিক উহা লিপিবদ্ধ করিয়া যে প্রমাণপত্র দেয় তাহাকেই অস্বীকৃতি প্রমাণপত্র কহে। অস্বীকৃতি প্রমাণপত্রের সহিত মূল বা আদি দলিলের (বিনিময় পত্রের বা হুণ্ডির বা চেকের) অবিকল নকল দিতে হয়। এবং ঐ প্রমাণপত্র মূল দলিলে যে মূল্যের স্ট্যাম্প ছিল সেই মূল্যের স্ট্যাম্প যোজনা করিতে হয়। কবে, কোথায়, কাহার নিকট দলিল সাকরণ করার জন্য অথবা মূল্য শোধ করার জন্য উপস্থিত করা হইয়াছিল এই সকল বিবরণ দিতে হয় অন্তর্দেশীয় বিনিময় পত্র সম্মানী সাকরণ হইলেই অস্বীকৃতি প্রমাণ করাইতে হয়, আর

বহির্দেশীয় বিনিময়পত্র অস্বীকৃত বা অনাদৃত হইলেই লেখ্য প্রামাণিকের নিকট প্রমাণীকৃত করা দরকার।

Psychic Income—মানসিক আয়ঃ কোন ব্যক্তি কোন কার্য্য হইতে যে মজুরী পায় তাহার তুলনায় সেই কার্য্য হইতে মানসিক সন্তুষ্টি যদি বেশী হয় তবে তাহাকেই মানসিক আয় কহে। প্রতিকূল অবস্থায় কার্য্য করিয়া যে মজুরী ও সন্তুষ্টি পাওয়া যায় তাহা হইতে কম মজুরীতে কার্য্য করিয়া যদি মানসিক শান্তি ও সন্তুষ্টি অধিক পাওয়া যায় তবে সেই অতিরিক্ত সন্তুষ্টিকেই মানসিক আয় বলে। মানসিক আয় কখনও পরিমাণ করা যায় না, ইহা সম্পূর্ণই ব্যক্তিগত। মানসিক আয় নির্ভর করে, কি অবস্থায় কার্য্য করে, কি প্রকার কার্য্য করে এই সকল অবস্থার উপর।

Psychological Theory of the Business cycle—বাণিজ্য চক্রে মনতত্ত্ববাদঃ মানুষের মানসিক অবস্থা, আবেগ বা উচ্ছ্বাস ও অর্থনৈতিক কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে এই মতবাদে বিশ্বাসী অর্থনীতিবিশারদগণ বাণিজ্য চক্রের একটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন--মানসিক আবেগ বা উচ্ছ্বাস। ইহাদের মতে মানুষের মনে ভবিষ্যত সম্বন্ধে উন্নত অবস্থার সূচনা হইলে মানুষ অর্থ নৈতিক কার্য্য প্রসারে প্রবৃত্ত হয়, তবে সমাজের আর্থিক উন্নতি হয়। এই ঋদ্ধিমান অবস্থা চলিতে চলিতে এক সময় আসে যখন মানুষের মনে ভবিষ্যত সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়। যখনই সন্দেহের উদ্রেক তখনই আর্থিক কার্য্যকলাপ সংকোচ করিতে প্রয়াস পায়। সংকোচের পুঞ্জীভূত ফলে এক সময় দেখা দেয় সর্ব্বনাশাত্মক মন্দাবস্থা। অর্থাৎ মন্দাবস্থার অতল গহ্বর উপস্থিত হয়। যখন আর্থিক কার্য্য কলাপ উচ্চে উঠিতে আরম্ভ করে তখন তাহার পুঞ্জীভূত ফল স্বরূপ আর্থিক কার্য্য কলাপ উন্নীত হয় গগন স্পর্শী শীর্ষে। এই দুই বিন্দুতেই হয় মানসিক পরিবর্ত্তন। এবং মানসিক পরিবর্ত্তনের ফলে বাণিজ্য চক্র ঘুরিতে থাকে।

Public Consumption monopoly: সাধারণ উপভোগ একচেটিয়াঃ যে সমস্ত দ্রব্য উপভোগ করিলে সামাজিক উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতি হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী, সেই সকল দ্রব্যের যোগান বা বিক্রয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে এবং সেই সকল দ্রব্যের বিক্রয় সরকারের একচেটিয়া কারবার হয়। মগ্যাদি প্রকারের দ্রব্য হইতে যদি সরকার আয় করিতে চাহে এবং সেই উদ্দেশ্য যদি নাগরিকের উন্নতি বিধানের ইচ্ছার

সহিত যুক্ত হয় তবে তাহা শুধু উপভোগ একচেটিয়া নহে, তাহা তখন বাজার একচেটিয়াও হয়। ইহা হইতে যে বাজার আয় হইবে উহাও সরকারের একচেটিয়া।

Public Corporation—Corporation দ্রষ্টব্য।

Public Debt—সরকারী ঋণঃ সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণকেই সরকারী ঋণ কহে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার পৃথক ভাবে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু উভয়ের ঋণই মোট সরকারী ঋণ। অনেক সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণকে জাতীয় ঋণ বলিয়া থাকে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার যে ঋণ গ্রহণ করে তাহা পরিশোধের ভার নেয় সমগ্র জাতি কেবল একটি রাজ্য সরকারের অন্তর্গত নাগরিকগণ নহে।

Public Domain—যে সম্পত্তির উপর সরকারী মালিকানা স্বত্ব থাকে এবং যাহার ব্যবস্থাপনা সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে তাহাকেই সরকারী আওতা কহে আবার পুস্তকাদির প্রতিলেখাধিকার বা কোন উদ্ভাবন দ্রব্যের একস্ব বা কৃতিস্বত্বের মিয়াদ উত্তীর্ণ হইলে যে কেহই যখন উহা নিজ সম্পদ হিসাবে পুণ-র্মুদ্রণ বা পুনর্গঠন করিতে পারে তখন তাহাকে সাধারণের সম্পদ বা আওতা কহে।

Public Finance—রাজস্ব বিজ্ঞানঃ রাজস্ব বিষয়ক যে সমস্ত কার্য্য সরকার সম্পাদন করিয়া থাকে তাহাকেই রাজস্ব বিজ্ঞান কহে। অর্থ শাস্ত্রের যে অংশ পাঠ করিলে সরকারী আয় ব্যয় বিষয়ক তথ্যাদি আহরণ করা যায় তাহাকেই রাজস্ব বিজ্ঞান কহে। এই বিজ্ঞানের মধ্যে করনীতি, ঋণনীতি, মুদ্রানিয়ন্ত্রণ নীতি, করবিভাগ নীতি, আয়ব্যয় সূচক, সরকারী তত্বাবধানে ক্রয়বিক্রয় নীতি ইত্যাদি সমস্তই আসে।

Public good—সাধারণের সম্পদঃ যে সমস্ত সম্পদ সর্ব্বসাধারণে ভোগ করিতে পারে তাহাই সাধারণের সম্পদ। গড়ের মাঠ সাধারণের সম্পদ। আবার সরকার যদি খয়রাত হিসাবে কোন দ্রব্য বিলি করে তাহাকেও সাধারণের সম্পদ কহে। যদি কেহ মনে করেন—যখন মূল্য দেওয়ার প্রশ্ন নাই তখন উহা প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন রৌদ্র, তবে তিনি ভুল করিবেন, কেননা সাধারণ সম্পদ সংগ্রহ করিতে যে মূল্য দিতে হয় উহা সরকারই বহন করে এবং সে অর্থ সংগ্রহ করে সাধারণের নিকট হইতে।

Public Ownership –সরকারী মালিকানা : Public Sector দ্রষ্টব্য।

Public Company—জন সংঘ : যে সমস্ত যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে শেয়ার বা অংশপত্র বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে তাহাদের জনসংঘ কহে। Private Company দ্রষ্টব্য।

Public Liability Policy—সাধারণ দান বীমাপত্র : এক প্রকার বীমাপত্র। মালিক যদি শ্রমিকের দায়িত্ব বীমার আওতায় না আনে তা হইলে সেই শ্রমিক মালিকের কারখানায় কোন প্রকার দুর্ঘটনায় পতিত হইলে মালিককে সম্পূর্ণই দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ করিতে হয়। সেই ক্ষতি যদি সাধারণ বীমার মত বীমা প্রতিষ্ঠানে বীমা করা হয় এবং তাহার জন্য যে বীমাপত্র পাওয়া যায় তাহাকে সাধারণ দায় বীমাপত্র কহে।

Proxy—প্রতিনিধি : যে ব্যক্তি অন্য কাহারও পক্ষে ভোট দান করে তাহাকে প্রতিনিধি কহে। আবার যে দলিলের অনুবলে একজন আর একজনের প্রতিনিধি হিসাবে ভোটদান করিতে পারে তাহাকেও বুঝায়। যৌথ কারবারে পরিচালকমণ্ডলী নির্ব্বাচনে এই নিয়ম আইনতঃ মানিয়া নেওয়া হইয়াছে।

Public Reveuue—সরকারী রাজস্ব : কর ও অন্যান্য উপায়ে সরকারী আয়কেই সরকারী রাজস্ব কহে।

Public Service Commission—লোক সেবা যোগ : প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া লোক সেবা যোগ আছে। কতিপয় সদস্য লইয়া লোক সেবা যোগ গঠিত হয়। সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়। তাহাদের কার্য্যবলীর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দান, সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ ও অনুমোদন; সরকারী কর্ম্মচারীদের অপরাধ তদন্ত ও দণ্ড নির্দ্দেশ করা ইত্যাদি পড়ে। আমেরিকাতে লোকসেবা যোগ সমস্ত সরকারী সেবা প্রতিষ্ঠানের কার্য্য তদারক করে ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির মাশুল নির্দ্ধারণ করে।

Public Service Commission—সাধারণ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান : ঘরোয়া বা ব্যক্তিগত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যদি এমত কোন ব্যবসায় লিপ্ত থাকে যাহারা জনসাধারণের উন্নতির সহিত জড়িত তখন তাহাকে সাধারণ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান কহে। ইহা ঘরোয়া বা ব্যক্তিগত হইলেও যাহাতে অতিরিক্ত মুনাফার

লোভে জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কার্য্য না করে সেজন্য ইহারা প্রায়ই সরকারী নিয়ন্ত্রণে থাকে। এই সকল ঘরোয়া সেবামূলক প্রতিষ্ঠান সর্ব্বদাই ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার পাইয়া থাকে। কিন্তু সেবা বাবদ কি মাশুল দাবী করিতে পারিবে তাহা সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়। সাধারণ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ—গ্যাস সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, জল সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, টেলিফোন (দূরভাষ) ইত্যাদি। যদি আইন করিয়া এই সকল প্রতিষ্ঠানের মাশুল নিয়ন্ত্রণ করা হয় তখন উহাকে সাধারণ উপযোগ (Public Utility দ্রষ্টব্য) কহে।

Public Utility—Public Service Commission দ্রষ্টব্য।

Public Welfare—সাধারণের উন্নয়ণঃ রাষ্ট্রের নাগরিকের উন্নতি বুঝাইতেই এই কথাটির প্রয়োগ হয়।

Public Works—সরকারী নির্ম্মাণ কার্য্যঃ যে সকল বিরাট কার্য্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের একক প্রচেষ্টায় সম্ভব নহে এবং যাহা দ্বারা সর্ব্বসাধারণ উপকৃত হইবে সেই সকল কার্য্য সম্পাদনের ভার থাকে সরকারের হাতে। উহার জন্য যে নির্ম্মাণ কার্য্য চালাইতে হয় উহাই সরকারী নির্ম্মাণ কার্য্য। রাজপথ তৈয়ার, খাল খনন ; সেচ ব্যবস্থা করা ; সরকারী দালান ইত্যাদি সমস্তই সরকারী নির্মাণ কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত। উন্নয়ণমূলক কার্য্য যখন সরকারী তত্ত্বাবধানে হয় তখন তাহাকে সরকারী নির্ম্মাণ কার্য্য কহে।

Pump Primingঃ—দেশে নিয়োগ বাড়াইতে, সামাজিক আয় বাড়াইবার উদ্দেশ্যে, মন্দাবস্থায় সাধারণের ক্রয় ক্ষমতা বাড়াইতে অথবা আর্থিক কার্য্যকলাপ প্রসার করিতে যে কোন পন্থা অবলম্বন করিয়া সরকারী ব্যয় বাড়াইলেই তাহাকে বুঝায়। এই পন্থা মন্দা অবস্থায় (Depression) সরকারী নির্ম্মাণ কার্য্যের মারফত অবলম্বন করা হয়। আমেরিকাতে ঘাটতি ব্যয়ের সমার্থবোধক।

Purchasing Power Parity - ক্রয়শক্তি সমতাঃ বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়মে বিনিময়ের হার দুই দেশের মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার উপর ভিত্তি করা হইলে তাহাকে ক্রয় ক্ষমতা সমতা নীতি কহে। প্রত্যেকটি দেশের মুদ্রায় এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা যায় তাহা দ্বারা দুই দেশের মধ্যে বিনিময় হার স্থির করা হয়। যদি ভারতবর্ষে ১ বুশেল গম ১০৲ টাকায় কিনিতে পারা যায় এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১ বুশেল গম যদি ১ ডলারে ক্রয় করা যায় তাহা হইলে দুই দেশের মধ্যে বিনিময় হার হইবে ১০৲ = ১ ডলার।

ইহাতে যদি কোন দেশের মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা কমিয়া যায় অর্থাৎ দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে বিনিময় হার সেই দেশের প্রতিকূলে যাইবে; যদি আমেরিকাতে ১ বুশেল গমের মূল্য ১.৫০ সেণ্ট হয় তাহা হইলে আমেরিকা ও ভারতের মধ্যে বিনিময় হার হইবে ১৲=১.৫০ সেণ্ট। ফলে আমেরিকাতে ভারতীয় দ্রব্যের আমদানী বাড়িবে।

ক্রয়শক্তি সমতায় বিনিময় হার তখনই স্থির হয় যখন উভয় দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা 'হুকুম মানের' (Fiat standard) উপর ভিত্তি করিয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে উভয় দেশের মধ্যে বিনিময় হার মূল্য হ্রাসবৃদ্ধি জনিত অনুকূলও প্রতিকূল অবস্থায় একটি সমভাবাপন্ন অবস্থায় আসে।

এই নিয়মটি প্রথম মহাযুদ্ধের পর সুইডেনের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিশারদ গাষ্ট্যভ ক্যাসেলের নামে প্রচারিত।

Pure Competition—Competition দ্রষ্টব্য।

Pure Interest—Interest দ্রষ্টব্য।

Pure Profit—Profit দ্রষ্টব্য।

Put—বিক্রয় অধিকার ; Option দ্রষ্টব্য।

Put & Call—ক্রয় বিক্রয়ের অধিকার : Option দ্রষ্টব্য। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে 'Put & Call' না বলিয়া Spread বলে। Spread দ্রষ্টব্য।

Put of More :—কোন ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট মূল্যে নির্দ্দিষ্ট দিবসে, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক অংশ পত্র বিলি দিবার চুক্তিতে কিছু সংখ্যক শেয়ার বিক্রয় করিতে প্রতিশ্রুত থাকিয়া যদি অংশ পত্রের দ্বিগুণ বিলি দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় তখন সেই প্রকার বিক্রয়ের চুক্তিকে অধিক বা দ্বিগুণ বিক্রয়ের চুক্তি কহে।

Put Through : শেয়ার বাজারে কোন কাল্পনিক কেনাবেচা হইলে সেই লেনদেন ষ্টকবাজার যাহাতে মানিয়া নেয় তাহার জন্য ষ্টকের দালাল যদি নিজের নাম প্রয়োগ করিতে দেয় অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয়ে দালাল যে একটি দল তাহা প্রমাণ হয়, তাহা হইলে তাহাকে (Put Through) কহে ।

Point Four Program : শিল্পে অনুন্নত ও অনগ্রসর দেশসমূহে শিল্পোন্নতির জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যে উপায়ে কারিগরী শিক্ষার আদান প্রদান করিতে পারে তাহা ১৯৪০ খৃঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান তাহার এক ভাষণে ব্যাখ্যা করেন। উহাই চতুর্দফা নামে পরিচিত। অনুন্নত

ও অনগ্রসর দেশের শিল্পোন্নতির জন্য কারিগরী শিক্ষা আদান প্রদানের জন্য যে অর্থ ব্যয় হইবে তাহা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, রাষ্ট্রসংঘ এবং যে দেশগুলি এই পরিকল্পনার আওতায় আসিবে তাহারা যৌথভাবে বহন করিবে।

Pyx :—টাকশালে যে বাক্সে বিভিন্ন মুদ্রার নমুনা রাখা হয় উহা। বিভিন্ন মুদ্রার নমুনা রাখার উদ্দেশ্য এই যে ভবিষ্যতে যে মুদ্রা তৈয়ার করা হইবে তাহার ওজন ও ধাতুর বিশুদ্ধতা এই নমুনা মুদ্রার অনুরূপ হইবে। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এ নমুনা মুদ্রার ওজন ও ধাতুর বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করা হয়, যাহাতে ভবিষ্যতে যে মুদ্রা তৈয়ার হইবে তাহা একভাবাপন্ন হইতে পারে।

Q

Qualified Acceptance—সর্তাধীন স্বীকৃতি: বিনিময়পত্র সাকরণ করার সময়ে কোনরূপ সর্ত জুড়িয়া দিলে, অথবা আংশিক মূল্যে স্বীকৃতি করিলে অথবা বিশেষ কোন স্থানে বিনিময়পত্রের মূল্য শোধ করা হইবে বলিয়া উল্লেখ করিলে উহাকে সর্তাধীন স্বীকৃতি কহে।

Lloyds Bank. London :

Pay To A or order three months after date the sum of Rs. 1000/- Rupees one thousand only for value received.

Drawer A.

এখন এই বিনিময়পত্র B নিম্নলিখিত যে কোন ভাবে সারকন করিলে তাহা সর্তাধীন স্বীকৃতি বলিবে: (১) Payable if Presented through Midland Bank, (২) Accepted for Rs. 800/ only (৩) Payable at Calcutta.

Qualified Indorsement—সর্ত্তাধীন পিছনসহি: কোনও বিনিময় পত্রের পিছনসহি করার সময়ে পিছনসহিকারী বিনিময়পত্রের মূল্য পরি-শোধের দায়িত্ব হইতে মুক্তি চাহিলে, বিনিময়পত্রে সর্ত্তাধীন পিছনসহি করিতে পারেন। এই সকল ক্ষেত্রে পিছন সহিকারীর দায়িত্ব স্বত্ব নিয়োগকারীর (Assignor) দায়িত্বে পর্য্যবসিত হয়। বিনিময়পত্র দাতার উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও কোনও প্রকার সন্দেহ না করিয়া যদি বিনিময়পত্রগ্রাহক গ্রহণ করিয়া থাকে তাহা হইলে যাহাতে ভবিষ্যতে বিনিময়পত্র অনাদৃত হইলেও পিছন সহিকারীর বিনিময় পত্রের মূল্য পরিশোধের দায়িত্ব না থাকে তজ্জন্য পিছন সহিকারী সর্ত্তাধীনে পিছন সহি করিতে পারে। এইক্ষেত্রে সাধারণত: "Sans Recours"

অর্থাৎ Without Recourse to me অর্থাৎ 'দায়িত্ব রহিত' লিখিয়া পিছন সহি করা হয়। ভবিষ্যতে বিনিময় পত্র অনাদৃত হইলেও এই পিছন সহি-কারক বিনিময়পত্রের মূল্য শোধ করিতে বাধ্য থাকে না।

United Bank of India Ltd :
Pay to A or order
Rupees Two thousand only

P

Indorsement : Pay to B or order
A.
Pay to C or order
B.
Pay to D or order (Sans Recours)
C.

এই ক্ষেত্রে তৃতীয় পিছন সহিকারক C দায়িত্ব রহিত (Sans Recours) কথা জুড়িয়া তাহার দায়িত্ব সীমাবদ্ধ করিয়াছে। ভবিষ্যতে P এর অর্থ না থাকার জন্য চেক অনাদৃত হইলেও C ও D:কে এই মূল্য শোধ করিতে বাধ্য নহে।

Quantity theory of Money—অর্থের পরিমাণতত্ত্ব : এই তত্ত্বটি Fisher's Equation নামেও প্রচলিত। অধ্যাপক ফিশার দ্রব্যের মূল্যস্তর কি ভাবে পরিবর্তন হয় তাহার কারণ হিসাবে এই তত্ত্বটি প্রচার করেন। এই তত্ত্বটি দ্রব্যের মূল্য পরিবর্তন ও মুদ্রার মূল্যের পরিবর্তন যে বিপরীত হারে চলে তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছে। এই তত্ত্বটির মূলকথা এই যে অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে দেশে মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া গেলে যে পরিমাণ অর্থ বাড়িবে ঠিক সেই পরিমাণে মুদ্রার মূল্য অর্থাৎ ক্রয় ক্ষমতা কমিবে। একথা বলিলে বোধ হয় বোঝা সহজ হইবে যে দেশে যে পরিমাণ অর্থ বাড়িবে সেই হারে দ্রব্য মূল্য বাড়িবে। ফিশার একটি সমীকরণের মাধ্যমে তাহার এই তত্ত্বটি আলোচনা করিয়াছেন।

$PT = MV + M'V'$ অথবা $P = \frac{MV + M'V'}{T}$

M—Cash (নগদান অর্থ) ; V—Velocity of cash cirucula-

tion (হস্তান্তরের গতি)

M´—Bank Deposit (ব্যাঙ্কে জমা, যাহার আদান প্রদান হয় চেকের মাধ্যমে);

V´—Velocity of Bank money (চেক হস্তান্তরের গতি);

P—Price (মূল্য) ; T—Volume of Trade (দ্রব্যের পরিমাণ)।

ফিশারের মতে নগদান অর্থ (M) অথবা ব্যাঙ্কের জমা (M´) যদি বাড়ে তাহা হইলে P (মূল্য) সেই হারে বাড়িবে, তবে অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্ত্তিত থাকা চাই। দ্রব্যের মূল্য বাড়িলে, মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা কমে।

আপাতঃ দৃষ্টিতে এই তত্ত্বটি স্বতঃসিদ্ধ হিসাবেই গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সর্ব্বদাই দেখা গিয়াছে যে নগদান অর্থ ও ব্যাঙ্কের জমা বাড়িলে বা কমিলে অন্য অবস্থাগুলি অপরিবর্ত্তিত বা স্থির থাকে না। অর্থের পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধির সহিত দ্রব্যের পরিমাণ প্রচলনের গতি, এমনকি দ্রব্য সম্ভারের পরিমাণও পরিবর্ত্তন হয়। অর্থের পরিমাণ না বাড়িলেও প্রচলনের গতি (Velocity) বাড়িতে বা কমিতে পারে কারণ ব্যয় অনেকটা মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। সুতরাং মুদ্রার পরিমাণ অপরিবর্ত্তিত বা স্থির থাকিলেও গতি বৃদ্ধি বা হ্রাস হইতে পারে এবং সেজন্য মূল্যস্তর বাড়িতে বা কমিতে পারে। সুতরাং মুদ্রার মূল্য (ক্রয় ক্ষমতা) যে কেবলমাত্র মুদ্রার পরিমাণের উপরই নির্ভর করে তাহা নহে বরং পরিমাণ স্থির থাকিলেও আর্থিক ক্ষেত্রে নানা প্রকার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার জন্য মুদ্রার মূল্য হ্রাস বা বৃদ্ধি পাইতে পারে।

Quasi Monopoly—আংশিক একচেটিয়া অধিকার : যখন কোন দ্রব্যের যোগান সম্পূর্ণই একটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন তাহাকে বলে পূর্ণ একচেটিয়া অধিকার। কিন্তু যখন পূর্ণ একচেটিয়া অধিকারও নাই অথচ এমন কতকগুলি সুবিধা বিক্রেতার দেখা যায়, যে সুবিধার অংশভাগী কেহ নাই, এবং সেই জন্যই সে একচেটিয়া অধিকারের সুযোগ পায় তখন তাহাকে আংশিক একচেটিয়া অধিকার কহে। বিশেষ-নিজস্ব সুবিধা সকল যে একচেটিয়া অধিকার দেয় তন্মধ্যে কোন দ্রব্যের প্রায় সম্পূর্ণ অধিকার অথবা কোন স্থানগত সুবিধাই ধরা হয়। এই সুযোগ থাকার জন্য অন্য প্রতিযোগী ব্যবসায় অবস্থান করিতে পারে না বলিয়াই এইরূপ নামকরণ। আংশিক এক-চেটিয়া অধিকার বলা হইলেও ইহা দ্বি বিক্রেতা (Duopoly) প্রতিযোগিতা অথবা

স্বল্প বিক্রেতা প্রতিযোগিতার (Oligopoly) সহিত একার্থবোধক হিসাবে ধরিলে ভুল করা হইবে। দ্বি বিক্রেতা প্রতিযোগিতায় বা স্বল্পবিক্রেতা প্রতিযোগিতায় ব্যবসায়ী আংশিক একচেটিয়া অধিকার পায় বটে কিন্তু তার সে একচেটিয়া অধিকারের অবস্থা সৃষ্টি করে ব্যবসায়ীগণ নিজেরাই।

Quasi Partner—বনাম অংশীদার: অংশীদারী ব্যবসায়ের প্রকৃত অংশীদার না হইয়াও যে ব্যক্তি অংশীদার হিসাবে সমস্ত দায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় তাহাকে বনাম অংশীদার কহে। কোন অংশীদার অংশীদারী ব্যবসায় হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও যদি তাহার মূলধন ব্যবসায়ে থাকে এবং তাহার উপর লাভের পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধির সহিত সুদের হার হ্রাসবৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে সেই প্রকার অংশীদারকে বনাম অংশীদার কহে।

Quasi Rent—আভাষ কর: Rent অথবা খাজনা যে সকল প্রাকৃতিক সম্পদের সরবরাহ সীমাবদ্ধ বা মানুষ ইচ্ছা করিলেই বাড়াইতে পারে না, তাহার ব্যবহারের জন্যই দিতে হয়! যে সকল দ্রব্য মানুষের প্রচেষ্টায়ই তৈয়ার হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে যাহার যোগান বাড়ান সম্ভব নহে সেই সকল দ্রব্যের ব্যবহারের ফলে যে সুবিধা পাওয়া যায় তাহার মূল্যকে আভাষ কর কহে। যেমন একটি যন্ত্র উৎপাদন হইল এবং অনুরূপ একটি যন্ত্র উৎপাদন সময় সাপেক্ষ। সুতরাং ঐ যন্ত্রটির ব্যবহার হইতে ব্যবহারকারী যে সুযোগ পাইতে চাহে তাহার জন্য তাহার যে মূল্য দিতে হয় উহা যন্ত্রটির আভাষ কর। ব্যক্তির সেবা গ্রহণের জন্য যে মূল্য দিতে হয় তাহাকেও অনেকে আভাষ কর বলিয়া থাকেন। ডাক্তারের ডাক্তারীবিদ্যার ব্যবহারের জন্য রোগী তাহাকে যে দর্শনী দিয়া থাকে তাহাই আভাষ কর।

Quid Pro Quo—পারস্পরিক রিয়ায়ত: একজনের নিকট হইতে কোন প্রকার সুযোগ সুবিধা গ্রহন করিলে যদি তাহাকে অনুরূপ সুযোগ সুবিধা দান করিতে হয় তবে তাহাকে পারস্পরিক রিয়ায়ত কহে।

Quit Rent—সেবামুক্তি খাজনা: মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রে সামন্তগণের নিকট হইতে চাষী খাতক জমিস্বত্ব ভোগ করার অধিকার পাইলে সেই অধিকারের জন্য খাজনা অর্থে পরিশোধ না করিয়া সামন্তদের সেবা দ্বারা পরিশোধ করার রীতি ছিল। পরে জমির খাজনা সেবা দ্বারা শোধ না করিয়া নির্দিষ্ট হারে অর্থ দ্বারা শোধ করার প্রথা প্রবর্ত্তিত করা হয়। তদবধি এই প্রকার খাজনাকে সেবামুক্তি খাজনা কহে।

Quinquennial Valuation—পাঁচশালা মূল্য নির্দ্ধারণ : ভূমি রাজস্ব প্রথায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে জমির খাজনা নির্দ্ধারিত হইত জমির উৎপাদিকা শক্তির মূল্য নিরূপণের উপর। বেশ কিছুদিন প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর (পাঁচশালা) জমির মূল্য নির্দ্ধারণ করার রীতি ছিল এবং প্রতি পাঁচ বৎসরে একবার জমির খাজনা স্থির করা হইত এবং পাঁচবৎসর সেই খাজনা প্রযোজ্য থাকিত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর হইতে এই প্রথায় ভূমি-কর নির্দ্ধারণ প্রথা রহিত করা হয়।

১৯৩৮ সালে বীমা আইনের পর হইতে জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান সকলের সম্পদ ও দায়ের একটি পাঁচশালা মূল্য নির্দ্ধারণ প্রথা বাধ্যতামূলক হিসাবে করা হইয়াছে। প্রতি পাঁচ বৎসরে একবার জীবনবীমা সমূহের সম্পদ ও দায়ের খতিয়ান করিয়া প্রতিষ্ঠানের বীমাপত্র গ্রহীতাদের মধ্যে বোনাস বা লাভাংশ বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়।

Quorum—জনপূর্ত্তি : যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অথবা যে কোনও প্রকার প্রতিষ্ঠানের কার্য্যনির্বাহকমণ্ডলী অথবা সাধারণ অধিবেশনে ভোট দানের যোগ্যতাসম্পন্ন সদস্যদের মধ্যে যে ন্যূনতম সংখ্যা উপস্থিত না থাকিলে সভার কার্য্যাবলী চলিতে পারে না বলিয়া প্রতিষ্ঠানের উপবিধি বা নিয়মাবলীতে উল্লেখ থাকে তাহাকে বলে জনপূর্ত্তি। ন্যূনতম সদস্য সংখ্যা উপস্থিত না থাকিলে সভার অধিবেশন পরবর্ত্তী কোন দিবস পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হয়।

Quota—বরাদ্দ : আন্তর্জাতিক বা বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা অনুসারে অনেক সময়ে আমদানী রপ্তানীর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার আবশ্যক দেখা দেয়। বরাদ্দ প্রথাও ঐ প্রকার একটি নিয়ন্ত্রণ প্রথায় কোন দেশে কত পরিমাণ অথবা কত মূল্যের দ্রব্য রপ্তানী করা হইবে অথবা কোন দেশ হইতে কত পরিমাণ অথবা কত মূল্যের দ্রব্য আমদানী করা হইবে তাহা সরকার নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেয়। আবার যখন আমদানী সরকার কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় তখন সরকার আমদানীকৃত দ্রব্য কোন কোন ব্যবসায়ীর মধ্যে কি পরিমাণে বণ্টিত হইবে তাহাও স্থির করিয়া দেয়, উহাকেও বরাদ্দ কহে। বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যেই বরাদ্দ প্রথা প্রবর্ত্তন করা হয়। বরাদ্দ প্রথায় বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত থাকে সুতরাং ইহা ব্যবসায় প্রসারনীতির বিপরীত। Liberalisation of Trade দ্রষ্টব্য।

R

Racking—ছ াঁকা, পৃথকীকরণ ঃ—

(১) মদ্যাদি তরল পদার্থ ছ াঁকা ;

(২) টুটা ফাটা পাত্র হইতে নিখুঁত পাত্রে মদ্যাদি তরল পদার্থ পূরণ করা।

(৩) একটি বড় পাত্রের দ্রব্য কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাত্রে ভর্ত্তি করা ;

(৪) কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাত্রের দ্রব্য একটি বড় পাত্রে ভর্ত্তি করা।

Rack Rent—অতি উচ্চহারে খাজনা স্থির করা ঃ খাজনা বহন করার ক্ষমতার শেষ সীমায় খাজনা স্থির করিলে ঐ প্রকার খাজনা দাবী করাকে উচ্চহার খাজনা কহে। আর্থিক খাজনা জমির উৎপাদিকা শক্তির উপর নির্ভর করে। উৎপাদন দ্রব্যের মূল্য হইতে উৎপাদন ব্যয় বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে উহাই প্রকৃত খাজনা, কিন্তু খাজনা বর্ত্তমানে আর্থিক খাজনার পরিবর্ত্তে চুক্তি খাজনায়ই পর্য্যবসিত হইয়াছে, সুতরাং চাষীর খাজনা প্রদান ক্ষমতার শেষ সীমায় যদি খাজনার হার স্থির করা হয় তবে তাহাকেই বলে অতি উচ্চাহারে খাজনা স্থির করা।

Railway Advice—রেল সূচনা পত্র ঃ রেলপথে মাল পাঠান হইলে মাল যখন গন্তব্য স্থলে পৌঁছায় তখন রেল কোম্পানী মালের মালিককে মাল পৌঁছিবার সংবাদ পাঠাইয়া দেয় তাহাকে রেল সূচনা পত্র কহে। এই সূচনা-পত্রে এ কথাও লিখিত থাকে যে নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে রেলগাড়ী হইতে মাল খালাস না করিলে নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইলে অতিরিক্ত প্রত্যেক দিনের জন্য এক স্থির হারে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

Railway Clearing House—রেল নিকাশী ঘর ঃ একটি রেলপথ অপর রেলপথের নিকট কত ঋণী অথবা অন্য রেলপথের নিকট

হইতে কত পাইবে তাহা হিসাব নিকাশ করার স্থান। রেলপথ নিকাশীঘরের প্রয়োজন যখন এক রেলপথ যাত্রী চলাচলের এবং মাল আগম নিগমের জন্য অন্য রেলপথের সাহায্য গ্রহণ করে।

Rates—স্থানীয় কর: স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠান—যেমন পৌর প্রতিষ্ঠান; জেলাবোর্ড ইত্যাদি যে কর আরোপ করে উহাকেই স্থানীয় কর কহে। কর নির্দ্ধারণের নিয়ম হইতে জমি-জমার মালিক হইলে কোনও প্রকার বিশেষ সুবিধা স্বায়ত্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহের নিকট হইতে পাইলে এই প্রকার কর দিতে হয়।

Rateable Value—করদায়ী মূল্য: কোন দ্রব্যের উপর কর প্রয়োগ করিলে তাহা দ্রব্যের নীট মূল্যের উপরই ধরা হয়। সুতরাং দ্রব্যের যে মূল্যের উপর কর প্রয়োগ হয় তাহাকে কর দায়ী মূল্য কহে। দ্রব্যের মোট মূল্য হইতে (Gross Value দ্রষ্টব্য) উহার মেরামতী খরচ, রক্ষনাবেক্ষণ খরচ, বীমা খরচ, ইত্যাদি বাদ দিলে যাহা থাকে উহাই করদায়ী মূল্য।

Rate of Exchange—বিনিময় হার: বিনিময় হার বলিতে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারকেই বুঝায়। যদিও বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার সরকার স্থির করিয়া থাকে তথাপি কোন এক নির্দিষ্ট সময় বা বরাবর সরকার নির্দ্ধারিত বিনিময় হারেই যে বৈদেশিকমুদ্রা ক্রয় বিক্রয় হইবে তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার নির্ভর করে ব্যবসায়ের অবস্থার উপর, মুদ্রার মূল্যের উপর, এবং অন্যান্য যে সকল অবস্থা ব্যবসায়ের উপর পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে তাহার উপর। এই সমস্ত কারণে মুদ্রা বিনিময় হার সর্বদা স্থির থাকে না বরং নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। ব্যবসায়ের অবস্থা অনুযায়ী আমদানী রপ্তানীর অধিক হইলে বিনিময় হার হইবে প্রতিকূল অর্থাৎ সরকার নির্দ্ধারিত বিনিময় হারের চেয়ে নিজ মুদ্রা দিতে হয় বেশী।

Rationalisation of Industries—শিল্প সুসংবদ্ধকরণ: শিল্প সুসংবদ্ধ করণ বলিতে শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ান বুঝায়। শিল্পে প্রয়োজনীয় উপাদান সমূহ হইতে যাহাতে সর্বাধিক কার্য্য পাওয়া যায় তদুদ্দেশ্যে যে সকল প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয় তাহাকেই বলে সুসংবদ্ধকরণ। যে সকল উপায়ে সুসংবদ্ধ করণ কার্য্যকরী করা হয় তন্মধ্যে পুরাতন যন্ত্রপাতি বাতিল করিয়া আধুনিকতম যন্ত্রপাতির ব্যবহার; কায়িক পরিশ্রমের সংখ্যা কমাইয়া স্বয়ংক্রিয়

প্রথার প্রবর্ত্তন; আর্থিক দুর্ব্বল শিল্প সকল বলিষ্ঠ শিল্পের সহিত একত্রীকরণ; নিয়ত শিল্পের উৎপাদন ব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা এবং বৈজ্ঞানিক উৎপাদন প্রথার প্রবর্ত্তন, এই গুলিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুসংবদ্ধ করণের অপর সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে "অপচয় বন্ধ করণ"। পূর্ব্বোক্ত উপায় প্রয়োগের ফলে শিল্পের উৎপাদন দক্ষতা যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে সুসংবদ্ধ করণ অপচয় বন্ধ করণের সমার্থবোধক তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

অনেকে প্রতিযোগিতার সংকোচ সাধন করিয়া মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টাকেও সুসংবদ্ধ করণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুসম অনুপাত নিয়মে যে জায়গায় উপস্থিত হইলে মুনাফা সর্ব্বাধিক হইবে সেই জায়গায় পৌছিতে অবশ্য অবলম্বনীয় পন্থাকেও সুসংবদ্ধ করণ কহে।

Rationing of Credit—ঋণ সংভাগ: কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে সমস্ত উপায় দেশের ঋণের পরিমাণ সংকোচ সাধন করিয়া থাকে তন্মধ্যে ঋণ সংভাগ একটি। মুদ্রাস্ফীতি ঘটিলে যাহাতে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া না যায় সেই জন্যই সময় থাকিতে ঋণ সংভাগ রীতি গ্রহণ করা আবশ্যক। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পুনর্বাটা করণ একটি কর্ত্তব্য। পুনর্বাটা দ্বারা তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাহায্য করিয়া থাকে। কিন্তু ঋণপ্রসার নীতির ফলে আর্থিক অবস্থা বিপর্য্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাধ্য হয় ঋণসংভাগ প্রথা প্রয়োগ করিতে। ঋণ সংভাগ প্রয়োগ করার নিয়ম তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক-সমূহ যে সমস্ত বিনিময় পত্র বা হুণ্ডি পুনর্বাটা করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত করিবে তাহার মধ্যে যে সকল বিনিময় পত্র পুনর্বাটা করিলে জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল হইবে না সেই সকল বিনিময় পত্রই পুনর্বাটা করিবে। এই নিয়মে যে মূল্যের বিনিময় পত্র পুনর্বাটা করার জন্য উপস্থিত করা হয় তাহার আংশিক মাত্র ঋণ হিসাবে দেওয়াও একটি পন্থা।

Rationing of Foreign Exchange—বৈদেশিক মুদ্রার সংভাগ: বৈদেশিক আদান-প্রদান সমতা বজায় রাখার জন্য সরকার অনেক সময়ে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিতে বাধ্য হয়। উহাকেই বলে বৈদেশিক মুদ্রা সংভাগ। বৈদেশিক মুদ্রা সংভাগে দেশের রপ্তানী কারকদের বৈদেশিক বিনিময় পত্র সরকারের নিকট নির্দিষ্ট বিনিময় হারে স্বদেশের মুদ্রার বিনিময়ে জমা দিতে হয় এবং আমদানী কারকদের বৈদেশিক বিনিময় পত্র ক্রয় করিবার জন্য সরকারের

নিকট দরখাস্ত পেশ করিতে হয়। বৈদেশিক বিনিময় পত্র ক্রয়ের দরখাস্ত সমূহের মধ্য হইতে যে সমস্ত দরখাস্তকারী বৈদেশিক বিনিময়পত্রের বদলে এমন দ্রব্য আমদানী করিবে যাহা জাতীয় অর্থনীতির সমৃদ্ধিতে সহায়তা করিবে, সেই সকল আমদানীকারককেই মাত্র বিনিময় পত্র ক্রয়ের অধিকার দেওয়া হয়, কিন্তু যে সমস্ত আমদানী সরকারের মতে অপরিহার্য্য নহে এবং যাহা দেশের অর্থ-নীতির পরিপন্থী বলিয়া মনে করিবে সেই সমস্ত আমদানী বন্ধ করার জন্যই বৈদেশিক মুদ্রা সংভাগ করা হয়; (Exchange Control দ্রষ্টব্য)।

Rationing System—সংভাগ প্রথা: ভোগকারীদের মধ্যে দ্রব্য বিতরণ যখন সরকার নিয়ন্ত্রণ করে তখন উহাকে সংভাগ প্রথা কহে। সংভাগ প্রথা সমগ্র জাতির স্বার্থেই গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। কোনও দ্রব্যের অভাব প্রকটরূপে দেখা দিলে জাতীয় স্বার্থে দ্রব্য সংভাগ করার আবশ্যক হয়। সেই অবস্থায় উৎপাদনের অগ্রগণ্যতা নিরূপণ করিয়া কাঁচামাল বা বিশেষ জরুরী দ্রব্য উৎপাদকের মধ্যে সংভাগ করা হয় এবং তাহা জাতীয় অর্থ নৈতিক স্বার্থে ই করা হয়। জাতীয় স্বার্থে যে ভাবে সংভাগ করিলে সর্বাধিক ফল পাওয়া যায় সেইভাবেই সংভাগ করা হয়। সংভাগ বলিতে অগ্রগণ্যতা অনুসারে কাঁচামাল সংভাগ করাই বুঝায় না, ভোগকারীর মধ্যে নিত্যব্যবহার্য্য সমবণ্টনও বুঝায়। যখন নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের অভাব ঘটে তখন যাহাতে কোনও সম্প্রদায় নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের নিম্নতম পরিমাণ হইতে বঞ্চিত না হয় তদুদ্দেশ্যে নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের সমবিতরণ বা সংভাগ আবশ্যক হয়। জরুরী অবস্থায় দ্রব্যের বিশেষ অভাব ঘটিলেই সংভাগ নীতি গ্রহণ করা হয়।

Raw Materials—কাঁচামাল: যে দ্রব্য অন্য কোন দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার হইলে উহার আকৃতির পরিবর্তন হয় তাহাকে কাঁচামাল কহে। চলতি কথায় অবশ্য কাঁচামাল বলিতে প্রাকৃতিক সম্পদ যাহার সরবরাহ অপ্রচুর তাহাকেই বুঝায়, কিন্তু অর্থনীতি ও ব্যবসায়ে কাচামাল বলিতে শিল্পজ দ্রব্য অন্য কোন দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার হইলে তাহাকেও বলা হয়। যেমন লৌহ আকর কাঁচামাল. কিন্তু অ্যকরিক লৌহ দ্বারা যে ইস্পাত তৈয়ার হয় উহা শিল্পজ বা পাকামাল। ঐ ইস্পাত যখন মোটরগাড়ী বা রেলগাড়ী উৎপাদনে ব্যবহার হইবে তখন উহা হইবে কাঁচামাল।

Real Account—বাস্তব বা প্রকৃত হিসাব: হিসাব রক্ষণে সমস্ত হিসাবকে ২টিভাগে ভাগ করা হয়—ব্যক্তিগত (Personal), অব্যক্তিগত

(Impersonal)। অব্যক্তিগত হিসাবকে আবার ২ ভাগে ভাগ করা হয় বাস্তব (Real); অবাস্তব (Nominal)। যে সকল খাতে ব্যবসায়ের সম্পদের খতিয়ান করা হয় তাহাই বাস্তব হিসাব। যে বস্তুটির মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির যথার্থ ইচ্ছা করিলে প্রমাণ করা যায় তাহার নিজস্ব নামে যে হিসাব রাখা হয় তাহাই বাস্তব হিসাব। নগদান হিসাব বাস্তব হিসাব। কারণ, নগদান কত বাড়ে বা কমে তাহা নগদান তহবিল মিলাইলেই বুঝা যায়। আসবাবপত্র হিসাব—আসবাবপত্রের মূল্য বাড়িল কি কমিল তাহা একদিকে যে আসবাবপত্র একটি একটি করিয়া গণনা করিয়া কয়টি নূতন ক্রয় করা হইল, কয়টি তাহা হইতে নষ্ট হইল বর্ত্তমান মূল্য কি তাহা আসবাবপত্রের হিসাব দ্বারাই বাহির করা যায়, সুতরাং আসবাব পত্রও প্রকৃত হিসাব।

Real Estate—স্থাবর সম্পত্তি : যে সম্পত্তি স্থানান্তরযোগ্য নহে যেমন জমি, দালান, ইত্যাদি ইহাই স্থাবর সম্পত্তি। অস্থাবর বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিপরীতার্থক।

Real Estate Tax—Property Tax দ্রষ্টব্য।

Real Wage—বাস্তব মজুরী : শ্রমের বিনিময়ে যে মজুরী আয় করা হয় তাহা দ্বারা যে পরিমাণ দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করা যায় উহাই বাস্তব মজুরী। ১০০৲ টাকা আয় করিয়া তাহা দ্বারা যে সমস্ত দ্রব্য যেমন খাদ্যদ্রব্য, পরিধেয় ইত্যাদি এবং সেবা (যেমন ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ, শিক্ষা গ্রহণ,) উহাই সেই ব্যক্তির বাস্তব মজুরী। Nominal wage দ্রষ্টব্য। বাস্তব বা আসল মজুরী হিসাব কবিতে কর্ম্মের অবস্থার অসুবিধা এবং সুবিধাও বিচার করা আবশ্যক। কেবলমাত্র নাম মজুরী দ্বারা কি দ্রব্য ক্রয় করা গেল তাহা কার্য্যে ব্যক্তির মানসিক সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি, কর্ম্মের জন্য বিশেষ কোনও সুবিধা যেমন বিনা ভাতায় বাসস্থানের সংস্থান করা; অবসর, অবসর বিনোদনের সুবিধা দান, ইত্যাদি সমস্তই ধরিতে হয়। বলা বাহুল্য নাম মজুরী কম হইলেও এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা থাকিলে বলা যায় যে তাহার আসল মজুরী বেশী। তবে আসল মজুরীর হিসাব হয় মূল্যস্তরের নিরিখে। যুদ্ধাবস্থা, মন্দাবস্থা, ইত্যাদিতে মূল্যস্তর ও জীবনযাত্রা ব্যয়ের পরিমাণের উপর আসল মজুরীর পরিমাণ মূল্যস্তর বাড়িলে জীবন যাত্রার ব্যয়ভারও বাড়ে সুতরাং আসল মজুরী কমে। মূল্যস্তর কমিলে জীবনযাত্রার ব্যয় কমে সুতরাং আসল মজুরী বাড়ে।

Realisation Account—উসুল হিসাব : ব্যবসায় গুটাইলে ব্যবসায়ী

কি অর্থ আদায় বা উসুল করিল এবং তাহা দ্বারা ব্যবসায়ের ঋণ পরিশোধ করিয়া তাহার লাভ হইল কি লোকসান হইল তাহার হিসাব করার জন্য যে হিসাব তৈয়ার করা হয় তাহাকে উসুল হিসাব কহে। অংশীদারী ব্যবসায়, ভাঙ্গিয়া গেলে অথবা কোন নূতন অংশীদার গ্রহণ করিলে অথবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট অংশীদারী ব্যবসায় বিক্রয় করিলেও উসুল হিসাব তৈয়ার করা হয়।

Rebate—কমি: প্রকৃত মূল্য হইতে যে কোনও কমি, বাটা, বা ছাড় বুঝাতেই এই শব্দটির প্রয়োগ হয়। যে সকল বিষয়ে বাট্টা বা কমি দেওয়া হয় (১) মেয়াদ দিবস উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই যদি বিনিময় পত্রের মূল্য শোধ করিয়া দেয় তাহা হইলে ব্যাঙ্ক বিনিময় পত্রের মূল্যের একাংশ বাট্টা হিসাবে মঞ্জুর করে ; (২) আবার বিনিময় পত্র বাট্টা করিয়া ঋণ গ্রহণ করা হইলে মিয়াদ দিবসের পূর্বে বিলের মূল্য (ঋণ) শোধ করিয়া দিলেও ব্যাঙ্ক যে বাট্টা গ্রহণ করিয়াছে উহার হারাহারি অংশ ফেরত দেয়, উহাকে ছাড় কহে। (Bank Rebate দ্রষ্টব্য)। (৩) জাহাজী প্রতিষ্ঠানও অনেক ক্ষেত্রে এক-চেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে উহার মক্কেলদের বাট্টা বা কমি দিয়া থাকে। যাহাতে একই জাহাজী প্রতিষ্ঠানের মারফত মাল বহন করা হয় সেই উদ্দেশ্যেই এই কমি বা বাট্টা দেওয়া হয়। (Deferred Rebate System দ্রষ্টব্য।)

Receipts—রসিদ: অর্থ প্রাপ্তির নিমিত্ত লিখিত স্বীকৃতিকে রসিদ কহে। ২০৲ টাকার উর্দ্ধ মূল্যের কোন লেনদেনে প্রাপককে যে রসিদ দিতে হয় তাহাতে ১০ নয়া পয়সা মূল্যের ষ্ট্যাম্প যুক্ত করিতে হয়।

Receiver—রিসিভার, প্রতিগ্রাহক: Official Receiver দ্রষ্টব্য।

Received for Shipment Bill of Lading—বহন করার জন্য প্রাপ্ত বহনপত্র: জাহাজে মাল পাঠাইবার জন্য জাহাজী কোম্পানীর হেপাজত করিলে জাহাজী কোম্পানী মাল প্রাপ্তির রসিদ দিতে বাধ্য থাকে। ঐ বহন পত্র না পাইলে গন্তব্য স্থলে জাহাজ পৌঁছিলে আমদানীকারক মাল খালাস করিতে পারে না। বহন পত্র দুইভাগে ভাগ করা যায় (১) বহন করার জন্য মাল হেপাজত করা হইয়াছে কিন্তু জাহাজে মাল তোলা হয় নাই। সেই প্রকার বহন পত্রকেই বলা হয় বহন করার জন্য প্রাপ্ত বহনপত্র। কবে প্রকৃত পক্ষে জাহাজে মাল তোলা হইবে বা হইল

তাহার কোনও নিদর্শন এই প্রকার বহন পত্রে পাওয়া যায় না। (২) দ্বিতীয় প্রকার বহনপত্র হইতেছে যে বহনপত্র দেওয়া হয় জাহাজে মাল তোলার পর, তাহাকে বলা হয় চালানী বহনপত্র। দুই প্রকার বহনপত্রের মধ্যে ব্যবসায়ীগণ চালানী বহনপত্রই অধিক পছন্দ করে কারণ বহনপত্র পিছনসহি করিয়া হস্তান্তর করিয়া এবং বিনিময় পত্র বাট্টা করিতে প্রথম দফে বহনপত্রে যথেষ্ট অসুবিধা আছে। অনেক সময়ে বহন জন্য বহনপত্র ঘাটে জাহাজ না থাকিলেও দেওয়া হয়।

Receiving Note—গ্রহণ নির্দ্দেশঃ জাহাজে মাল প্রেরণে যে চিঠি দ্বারা মাল প্রেরণকারী জাহাজের অধ্যক্ষকে চিঠায় উল্লিখিত দ্রব্য জাহাজে গ্রহণ করিবার অনুরোধ করে সেই চিঠিই" গ্রহণ নির্দ্দেশ"।

Receiving Order—তত্ত্বাবধান আদেশঃ আদালত হইতে রিসিভার বা প্রতিগ্রাহক নিযুক্ত করিয়া দেউলিয়ার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার যে ভার দেয় তাহাকে তত্ত্বাবধান আদেশ কহে।

Reciprocity—পারস্পরিকতাঃ বৈদেশিক বাণিজ্যে এবং পরস্পর রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থির করিতে পারস্পরিকতার নিয়ম বলবৎ থাকিলে বুঝিতে হইবে যে কোন দেশ বৈদেশিক দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানীতে যে নীতি অবলম্বন করিবে, যে দেশের সহিত বাণিজ্যিক সম্বন্ধ রাখা হইবে সে দেশও অনুরূপ নীতিই অবলম্বন করিবে, অথবা কোন দেশ অপর একটি দেশ সম্বন্ধে যদি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে বা উচ্চ হারে শুল্ক বসায় তাহা হইলে সেই দেশটিও অনুরূপ ভাবে উচ্চ আমদানী শুল্ক বসাইবে এবং আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিবে। আবার কোনও দেশ বৈদেশিক বাণিজ্যে অন্য কোনও দেশকে সুযোগ দেয় বা অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ দেয় তাহা হইলে সেই দেশও অনুরূপ ভাবে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ অথবা খুব কম আমদানী শুল্কের সুবিধা দিতে পারে। বর্ত্তমানে পারস্পরিকতা ন্যায় বাণিজ্যের (Fair Trade) সমার্থবোধক হিসাবে ব্যবহার হয়।

Recession—আর্থিক প্রত্যাবর্ত্তনঃ আথিক কার্য্যকলাপের কিঞ্চিৎ মন্দাভাব দেখা দিলে সেই অবস্থাকে আর্থিক প্রত্যাবর্ত্তন কহে। ইহাতে বাণিজ্য চক্রের উপর প্রতিক্রিয়া হয় বটে কিন্তু উহাকে বাণিজ্য চক্রের একটি অবস্থা বলিয়া ধরা যায় না। কারণ প্রত্যাবর্ত্তন অবস্থা স্বল্পস্থায়ী।

Reciprocal Trade Agreement—পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তিঃ অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া কোনও দেশ অপর কোনও দেশের সহিত

বাণিজ্য চুক্তি করিলে উহাকে পারস্পরিক চুক্তি কহে। Reciprocity দ্রষ্টব্য।

Reconciliation Statement—সমাধান বিবৃতি : Bank Reconciliation Statement দ্রষ্টব্য।

Reclamation—উপযোগীকরণ : অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারোপযোগী করার নামই উপযোগীকরণ কহে। মরু অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থা দ্বারা কৃষি উপযোগী করা যাইতে পারে ; বনাঞ্চল বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা হইলে, অথবা কৃষি জমি আত্যন্তিক ক্ষয় না হইলে কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া জমি ব্যবহারোপযোগী করা এবং কৃষি দ্রব্য উৎপাদনের উপযোগী করিলে, উহাকে উপযোগীকরণ কহে। যে সকল অঞ্চল কোন প্রাকৃতিক কারণে জনশূন্য হইয়া যায় সেই সকল অঞ্চল চাষোপযোগী করা হইলে তাহাও উপযোগী করণের উদাহরণ। যে সকল উপায়ে উপযোগীকরণ হইতে পারে তাহা—নর্দ্দমা, চিকিৎসালয় রাস্তাঘাট, জঙ্গল পরিষ্কার ইত্যাদি।

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে উপযোগীকরণের অর্থ সংশোধন করণ। হিসাব নিকাশী ঘরে ভুল মূল্য লিখিত কোন চেক জমা হইলে সেই চেক সংশোধন করা না পর্য্যন্ত অনাদায়ী থাকিবে। সংশোধনকরণকে বলা হয় উপযোগীকরণ।

Reconversion—পুনরূপান্তর ; পুনর্গঠন : আর্থিক অবস্থার ৩টি পর্য্যায় একযোগে ধরিয়া পুনরূপান্তর বুঝিতে সহজ হয়। স্বাভাবিক অবস্থা হইতে আর্থিক কাঠামো যুদ্ধ অর্থনীতির উপযুক্ত করার জন্য যে সকল পন্থা অবলম্বন করা হয় উহাকে বলে রূপান্তরকরণ (Conversion) কিন্তু যুদ্ধোত্তোর কালে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থনীতি উপস্থিত হইলে অর্থনৈতিক অবস্থাকে স্বাভাবিক অবস্থার উপযুক্ত করার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করা হয় তখন তাহাকে বলে পুনরূপান্তর।

Recourse—শরণ : ব্যবসায়ক্ষেত্রে কোন দলিলে যেমন চেক, বিনিময়পত্র, হুণ্ডি ইত্যাদিতে কেহ পিছন সহি করিলে, সেই দলিল অনাদৃত বা অস্বীকৃত হইলে যদি পিছনসহিকারীর নিকট হইতে দলিলের মূল্য আদায় করার অধিকার থাকে তবে তাহাকে শরণ কহে। Without Recourse, Sans Recours দ্রষ্টব্য।

Redeemable Bond—পরিশোধ্য ঋণপত্র : ঋণপত্রের মধ্যে যে ঋণপত্র ভবিষ্যতে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা হইবে বলিয়া উল্লেখ থাকে তাহাকে পরিশোধ্য ঋণপত্র কহে। যতদিন ঋণপত্রের মূল্য পরিশোধ না

হয় ততদিন এই ঋণপত্রের উপর স্থির হারে সুদ দিতে হয়। ইহার বিপরীত ঋণপত্রের নাম অপরিশোধ্য (Irredeemable) অথবা চিরস্থায়ী (Perpetual) ঋণপত্র। Irredeemable, Perpetual Bond দ্রষ্টব্য।

Redeemable Debenture—Redeemable Bond-এর সমার্থবোধক, উহা দ্রষ্টব্য।

Redeemable Paper money—**পরিবর্তনযোগ্য কাগজীমুদ্রা:** যে কাগজীমুদ্রা টাকশালে অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বিলি (Issue) বিভাগে জমা দিলে সমমূল্যের ধাতব মুদ্রা পাওয়া যায় তাহাকে Redeemable paper money কহে। Convertible, Inconvertible, Fiat, Fiduciary Paper money দ্রষ্টব্য।

Redeemable Preference Share—**পরিশোধ্য অগ্রাধিকার অংশপত্র:**—যৌথ সংঘের পরিমেল বিধির উপধারায় যৌথ সংঘের ক্ষমতা থাকিলে যৌথ সংঘ পরিশোধ্য অগ্রাধিকার অংশপত্র বিলি করিতে পারে, এই প্রকার অংশপত্র যে কোনও সময়ে অথবা এক নির্দিষ্ট সময় অন্তে ইচ্ছা করিলে যৌথ কারবার পরিশোধ করিতে পারে। এইপ্রকার অংশপত্র পরিশোধ করার জন্য কারবার প্রতিবৎসরের লাভ হইতে একাংশ পৃথক করিয়া পরিশোধ তহবিল গঠন করিয়া থাকে। কোম্পানী আইনে পরিশোধ্য অগ্রাধিকার অংশপত্র অথবা যে কোনও প্রকার অংশপত্রের পরিশোধ কেবলমাত্র মুনাফা হইতে অথবা অংশপত্র নূতন করিয়া বিলি করিয়াই পরিশোধ করিতে পারে।

Re-discount—**পুনর্বাটা করণ:** একবার বিনিময়পত্র বাট্টা দিয়া ভাঙ্গান হইলে সেই বিনিময়পত্র পুনরায় বাট্টা করিয়া ঋণ করা হইলে তাহাকে পুনর্বাটা করণ কহে। তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক সমূহের বাট্টাকৃত বিনিময়পত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঘরে পুনর্বাট্টা করিয়া ঋণ গ্রহণের অধিকার আছে। তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক বাট্টা করিয়া কোন বিনিময়পত্র ভাঙ্গাইয়া দিয়া সেই বিনিময়পত্র পুনরায় বাট্টা করিয়া ঋণ গ্রহণ করিলে উহাকেই প্রকৃত প্রস্তাবে পুনর্বাট্টা করণ কহে। তবে যে কোনও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানই নিজে বিনিময়পত্র বাট্টা করিয়া পুনরায় সেই বিনিময়পত্রের সাহায্যে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। পুনর্বাটা দ্বারা ব্যাঙ্ক সমূহ লাভ করিতে পারে। একটি তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক শতকরা ৫৲ টাকা হারে ৩ মাসের মিয়াদী ৫০০০৲ টাকা মূল্যের একখানা বিনিময়পত্র বাট্টা

করিয়া ঋণ দিল। কিন্তু সেই বিনিময়পত্রখানা পুনরায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট শতকরা ৪৲ টাকা হারে পুনর্বাটা করিল। ইহাতে ব্যাঙ্কটি ১২=৫০ নঃ পঃ লাভ করিল। মক্কেলের নিকট সে পাইয়াছে ৬২=৫০ নঃপঃ কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে সে দিয়াছে ৫০৲ টাকা। পুনর্বাটা হারই ব্যাঙ্কের হার (Bank Rate দ্রষ্টব্য)।

Redraft—দ্বিতীয় বিনিময়পত্র : বিনিময়পত্রের অধিকারী বিনিময়পত্র অনাদৃত হইলে বিনিময়পত্রলেখক অথবা পিছনসহিকারকের উপর বিনিময়পত্রের মূল্য, সুদ এবং অন্যান্য খরচ সমেত যদি নূতন বিনিময়পত্র লিখে তবে সেই বিনিময়পত্রকে কহে দ্বিতীয় বিনিময়পত্র।

Reduced Annuity—ন্যূনীকৃত বার্ষিক বৃত্তি : বার্ষিক বৃত্তির উপর নির্দ্ধারিত সুদের হার সমান হইলে সেই বার্ষিক ন্যূনীকৃত বৃত্তিকে বার্ষিক বৃত্তি কহে।

Reduction of Capital—Limited & Reduced দ্রষ্টব্য।

Re-exchange—পুনর্বিনিময় : বিনিময় পত্রের স্বত্ববান অনাদৃত বিনিময়পত্র লেখকের উপর পুনরায় বিনিময়পত্র লিখিলে অনাদৃত হওয়ার জন্য যে সুদ ও অন্যান্য ব্যয় স্বত্ববানকে বহন করিতে হয়, তাহা যোগ করিয়া থাকে। সুতরাং নূতন বিনিময় পত্রের মূল্যের যে অংশ অনাদৃত হওয়ার ব্যয় ও সুদ বাবদ তাহাই পুনর্বিনিময়। অনেক সময়ে অনাদৃত হওয়ার জন্য যে সুদ ও ব্যয় হয় তাহা যোগ না করিয়া মূল বিনিময়পত্রের মূল্যের উপর শতকরা হারে ব্যয় লিখিয়া দেওয়া হয়। বিনিময় পত্রের মূল্য ১০০০৲। অনাদৃত হওয়ার জন্য লেখ্য প্রমাণ ব্যয় ১০৲, সুদ ধরা যাউক ১৫৲, নূতন বিনিময় পত্রের মূল্য হওয়া উচিত ১০২৫ টাকা। কিন্তু উহা না করিয়া অনাদৃত বিনিময় পত্রের মূল্যের শতকরা ৫ ভাগ যোগ করা হইল। নূতন বিনিময় পত্রের মূল্য হইবে ১০৫০ টাকা।

Reexport—পুনর্রপ্তানী : Entrepot Trade দ্রষ্টব্য।

Referee in case of need—In case of need দ্রষ্টব্য।

Refined Birth Rate—বিশুদ্ধ জন্মহার : Crude Birth Rate দ্রষ্টব্য।

Refined Death Rate—বিশুদ্ধ মৃত্যু হার : Crude Death Rate দ্রষ্টব্য।

Refer to Drawer—লেখকের নিকট ফেরত : মক্কেলের আমানত কম থাকার জন্য চেক পরিশোধ করিতে না পারিলে অনেক সময় ব্যাঙ্ক লেখকের নিকট ফেরত লিখিয়া থাকে।

Reflation—স্বল্প মুদ্রাস্ফীতি : মন্দ অবস্থার কুফল হইতে অর্থনীতিকে রেহাই দেওয়ার জন্য, বিশেষতঃ মন্দা অবস্থায় মূল্যস্তর যখন প্রবলভাবে কমিয়া যায় তখন মূল্যস্তর বাড়াইবার জন্য যে স্বল্প পরিমাণ মুদ্রা স্ফীতি করা হয় তাহাকে স্বল্প মুদ্রা স্ফীতি কহে। ইহাকে নিয়ন্ত্রিত মুদ্রাস্ফীতিও কহে। (Controlled Inflation) দ্রষ্টব্য। মুদ্রাস্ফীতি যখন প্রবল আকারে দেখা যায় তখন যদি স্বল্প পরিমাণে মুদ্রা সঙ্কোচ করা হয় তবে তাহাকে বলে স্বল্পমুদ্রা সংকোচ। স্বল্প মুদ্রা সংকোচকেও Reflation বলে। তবে Reflation কথাটির প্রয়োগ প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত মুদ্রাস্ফীতি বুঝাইতেই হয়।

Reforestation—পুনর্বনীকরণ : নির্বনীকৃত অঞ্চলে পুনরায় বন রোপন করিয়া বনীকরণ করা হইলে তাহাকে পুনর্বনীকরণ কহে। ইহাকে বনীকরণের (afforestation) সমার্থবোধক ধরিলে ভুল করা হইবে। Afforestation দ্রষ্টব্য।

Refounding—(১) ফেরত দান—প্রাপ্ত অর্থ পরিশোধ করিলে বা ফেরত দিলে তাহাকে ফেরত দান কহে। (২) পুরাতন অংশপত্র বা ঋণপত্রের পরিবর্তে নূতন অংশপত্র বা ঋণপত্র বিলি করা হইলে তাহাকেও ফেরত দান কহে। এই ক্ষেত্রে সাধারণতঃ সুদের হার কমাইয়া নূতন ঋণপত্র বিলি করা হয়। অথবা এক বিশেষ অংশপত্রের পরিবর্তে (যেমন পরিশোধ অগ্রাধিকার অংশপত্রের) পরিবর্তে সাধারণ অংশপত্র, অন্য এক প্রকার অংশপত্র বিলি করা।

Regional Division of Labour—আঞ্চলিক শ্রম বিভাগ : বিশেষ শিল্পের উপযুক্ত নিপুণ কারিগর এক বিশেষ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হইয়া বসবাস করিলে তাহাকে আঞ্চলিক শ্রম বিভাগ কহে। কৃষি শিল্পেই বিশেষ করিয়া আঞ্চলিক শ্রমিক বিভাগ প্রথা দৃষ্ট হয়। জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি, ভূমির অবস্থা ইত্যাদি আঞ্চলিক শ্রম বিভাগের কারণ। ভারতের ও পাকিস্তানের কৃষকগণ পাট উৎপাদনে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করিয়াছে বলিয়া পাট উৎপাদক কৃষি শ্রমিক ভারত ও পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। (Localisation of Labour দ্রষ্টব্য)।

Registered Bond—পঞ্জীভুক্ত ঋণপত্র : হারাইয়া যাইবার অথবা চুরি হইবার ভয়ে ঋণপত্রের স্বত্ববান সেই ঋণপত্র নিজের নামে ঋণপত্র বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের পঞ্জীতে পঞ্জীভুক্ত করাইলে ঐ ঋণপত্রকে পঞ্জীভুক্ত ঋণপত্র কহে। শেয়ার পত্র বা অংশপত্রও অনুরূপ কারণে পঞ্জীভুক্ত হয়। তখন উহাকে পঞ্জীভুক্ত অংশপত্র (Registered Shares দ্রষ্টব্য) কহে।

Registered Capital অনুমোদিত মূলধন : Capital দ্রষ্টব্য।

Registered Debenture—Registered Bonds দ্রষ্টব্য।

Registered Office of the Company—যৌথ কারবারে পঞ্জীভুক্ত কার্য্যালয় : যৌথ কারবারে বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধকের কার্য্যালয় পঞ্জীভুক্ত করিতে হয়। নিবন্ধনের জন্য যে স্মারকলিপি দাখিল করিতে হয় তাহাতে কারবারের কার্য্যালয়ের ঠিকানা দিতে হয়। কারবার আইনতঃ ব্যক্তি সত্ত্বা লাভ করে বলিয়া ব্যক্তির যেমন একটি নির্দ্দিষ্ট ঠিকানা থাকা উচিত যাহাতে তাহার বাসস্থানের হদিস পাওয়া যায় সেইরূপ ভাবে যৌথ কারবারেও একটি নির্দ্দিষ্ট ঠিকানা থাকে এবং উহা নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক।

Regressive Taxation—হ্রাসমান কর : ক্রমবর্দ্ধমান (Progressive) করের বিপরীত। হ্রাসমান করে যে দ্রব্যের উপর কর বসান হয় তাহার মূল্য বৃদ্ধির তুলনায় করের হার যদি কমে তবে তাহাকে হ্রাসমান কর কহে। একই নিয়মে আয়করের বেলাতে আয় বাড়ার সাথে সাথে আয়কর কমিলে উহাকে হ্রাসমান আয়কর বলা হয়। তবে হ্রাসমান আয়কর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। করের হার একই হইলেও অনেক রকমের কর আছে যাহার ফল হ্রাসমান। হ্রাসমান করের বৈশিষ্ট্য এই যে অল্প আয় বিশিষ্ট লোকের উপর করের চাপ পরে বেশী। বিক্রয় করকে (Sales Tax) হ্রাসমান কর বলা হয়। কারণ নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের চাহিদা গরীব ও ধনবান লোকের নিকট সমানই থাকে। কিন্তু বিক্রয় কর হিসাবে গরীব সম্প্রদায়কে আয়ের যে পরিমাণ দিতে হয়, ধনবান লোকদের তাহার চেয়ে অনেক কম দিতে হয়। শুধু বিক্রয় কর নহে, সকল প্রকার পরোক্ষ করকেই (Indirect Tax) অর্থবিত্তাবিশারদগণ হ্রাসমান কর বলিয়া থাকেন।

Regulation—অনুশাসন :—আর্থিক যে কোনও প্রকার সরকারী নিয়ন্ত্রণকে অনুশাসন কহে।

Register of Members—সদস্য পঞ্জী : প্রত্যেক সাধারণ যৌথ

কারবারে সদস্যপঞ্জী রাখা বাধ্যতামূলক। ইহাতে অংশপত্রের স্বত্ববানদের নাম, ঠিকানা, অংশপত্রের বিবরণ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয়। এই পঞ্জী সদস্যগণ দেখিতে চাহিলে, কারবার সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে বাধ্য থাকে। বার্ষিক অধিবেশনের পূর্বে এই পঞ্জী অংশীদারদের দেখান এবং পঞ্জীতে লিখিত তথ্যের সত্যতা স্বীকৃত করান বাধ্যতামূলক।

Reinsurance—পুনর্বীমা :—দায়গ্রাহক অতিরিক্ত দায় গ্রহণ করিয়া বীমা দান করিয়া থাকিলে বীমাকারী নিজের দায় বীমা করিয়া থাকে। উহাকে পুনর্বীমা কহে। অনেকে উপবীমাও বলিয়া থাকে। ইহার ফল বীমাকৃত দায় পুনবীমা করিয়া দায় গ্রাহকের সংখ্যা বাড়াইয়া প্রতিষ্ঠান বা দায়গ্রাহক প্রতি দায়ের পরিমান কমান। দায়গ্রাহকের সম্ভাব্য দায় বীমা করাই উহার উদ্দেশ্য অথবা নিজে একা সম্পুর্ণ দায় গ্রহণে অসমর্থ মনে করিলে পুনর্বীমা করাই একমাত্র পথ।

Reimbursed Credit—ভিনদেশীয় প্রত্যয় : ভিন দেশের ক্রেতার পক্ষে কোন বিদেশী বিক্রেতাকে প্রত্যয়পত্র দেওয়া হইলে তাহাকে ভিনদেশীয় প্রত্যয় বলে। ভারতীয় কোনও ব্যাঙ্ক কোনও জাপানী আমদানীকারক বা ক্রেতার পক্ষে আমেরিকার কোনও রপ্তানীকারকের বা বিক্রেতার উপরে প্রত্যয়পত্র দিলে উহাকে ভিনদেশীয় প্রত্যয়পত্র বলা যায়।

Reinstatement Clause—পুনর্বহাল বিধি : একমাত্র অগ্নিবীমায় এ রীতি প্রয়োগ হয়। এই বিধি যদি অগ্নিবীমা পত্রে উল্লেখ থাকে তাহা হইলে বীমাকারী অগ্নিজনিত ক্ষতি নগদ অর্থ দ্বারা পরিশোধ না করিয়া যে দ্রব্য অগ্নিতে নষ্ট হইয়াছে উহাই কিনিয়া দিয়া থাকে। এই প্রকার বীমায় লোভ ও শঠতা পরবশ উচ্চ ক্ষতিপূরণের দাবী বন্ধ করা যায়। অথচ যাহার ক্ষতি হয় সেও পুনরায় সুষ্ঠভাবে ব্যবসায় করার সুযোগ পায়।

Remedy—শোধন : একমাত্র টাকশালের কার্য্যাবলীতে ব্যবহার হয়। মুদ্রা টঙ্কনে মুদ্রার মান ও ওজন সেই মুদ্রার বিশুদ্ধ ধাতুর পরিমাণের মধ্যে যে তারতম্য আইনতঃ স্বীকৃত হয় তাহাই শোধন। প্রত্যেকটি মুদ্রাই সমভাবাপন্ন নাও হইতে পারে। মাপ ওজন ও মান বিশুদ্ধতার অল্প তারতম্য মানিয়া নিতে হয়। উহাই শোধন।

Remonetisation—পুনর্মুদ্রীকরণ : বিমুদ্রীকৃত মানমুদ্রা পুনরায় মানমুদ্রা হিসাবে চালু করা হইলে উহাকে পুনর্মুদ্রীকরণ কহে। ভিক্টোরিয়া

ছাপযুক্ত মুদ্রা ভারতে ১৯৪০ সাল হইতে বিমুদ্রীকৃত হইয়াছে। উহাকে যদি বর্ত্তমানে মানমুদ্রার মর্য্যাদা দেওয়া হয় তবে উহাকে পুনর্মুদ্রীকরণ বলা হইবে। আবার কোন ধাতু মানমুদ্রা তৈয়ারে ব্যবহৃত হইলে সেই ধাতুকে মানমুদ্রায় ব্যবহার বাতিল করিয়া দিয়া পুনরায় আইন করিয়া সেই ধাতুই মানমুদ্রায় ব্যবহার করিলে তাহাকেও পুনর্মুদ্রীকরণ বলা হয়।

Rendu—Franco দ্রষ্টব্য।

Rent—খাজনা: ব্যবহারিক অর্থে খাজনা বলিতে জমি, ঘরবাড়ী অথবা অন্য কোনও দ্রব্য ব্যবহার করার অধিকারের জন্য যে মূল্য দিতে হয় তাহাকেই বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে খাজনা একটি বিশেষ অর্থে প্রয়োগ হয়। উৎপাদনের একটি বিশেষ উপাদান হইতে (যে উপাদানের যোগান ইচ্ছা করিলেই বাড়ান কমান যায় না) যে উদবৃত্ত আয় হয় তাহাই খাজনা। Benham খাজনার সংজ্ঞা দিয়াছেন—"a surplus accruing to a specific factor of production the supply of which is fixed" প্রাচীনপন্থী ইংরেজ অর্থবিত্তাবিশারদগণ খাজনা বলিতে কেবলমাত্র জমি হইতে উদ্বৃত্ত আয়কেই বুঝিয়াছেন। তাহাদের মতে খাজনা "আর্থিক খাজনা Economic Rentএর সমার্থবোধক। অধ্যাপক Marshallএর মতে খাজনা জমির মৌলিক অধ্বংসী অক্ষয় ক্ষমতা ব্যবহার করার মূল্য। "Rent is the price paid for the use of original and indestructible power of the soil; ইঁহাদের মতে জমি হইতে উদ্বৃত্ত আয়ই খাজনা হিসাবে জমির মৌলিক ও অক্ষয় ক্ষমতা ব্যবহারের মূল্য। যে জমির উৎপাদন হইতে কেবলমাত্র উৎপাদন ব্যয়ই শোধ করা যায়, যে জমি কোন খাজনা দেয় না উহাকে প্রান্তিক জমি কহে। সুতরাং প্রান্তিক জমি নিষ্কর (No Rent) জমি।

ক, খ, গ এই তিনটি জমির পরিমাণ একই ধরা যাউক ১ একর। প্রত্যেকটি জমিতেই সমান পরিমাণ মূলধন ও শ্রম বিনিয়োগ করা হইল ধরা যাউক—১০০৲ টাকা। ক জমি হইতে ৫০ মণ, খ জমি হইতে ৩০ মণ এবং গ জমি হইতে ২৫ মণ শস্য উৎপাদন করা হইল। বাজারে শস্যের মূল্য যদি প্রতি মণ ৪৲ টাকা হিসাবে হয় তাহা হইলে ক জমির শস্যের বদলে পাওয়া যায় ২০০৲ শত, খ জমি হইতে ১২০৲ টাকা এবং গ জমি হইতে ১০০৲ টাকা। গ জমি হইতে কোন উদ্বৃত্ত আয় নাই বলিয়া উহা কোন খাজনা

দিবেনা। খ জমির উদ্বৃত্ত আয় ২০৲ টাকা এবং ক জমির উদ্বৃত্ত আয় ১০০৲ খ ও ক জমির খাজনা যথাক্রমে ২০৲ টাকা ও ১০০৲ টাকা।

অবশ্য খাজনা বলিতে যদি স্থির যোগান দ্রব্যের ব্যবহারের মূল্যই বুঝায় তাহা হইলে বলা যায় যে সমস্ত দ্রব্যের যোগান অল্প সময়ের মধ্যে বাড়ান কমান যায় না; সেই সমস্ত দ্রব্যের ব্যবহার মূল্যই খাজনা।

কোনও মূলধন বিনিয়োগ হইতে যে আয় হয় তাহাকেও খাজনা বা কর বলা হয়।

Rentes—ফরাসী শব্দ। সরকারী ঋণের উপর যে সুদ দেওয়া হয় উহাই ফরাসী দেশে Rentes নামে চলিত। ফরাসী দেশে সরকারী ঋণকেও Rentes বলে।

Rentiers—ফরাসী দেশে ফরাসী সরকারের ঋণপত্র অধিকারীদের Rentier কহে। অন্যত্র সমাজের যে শ্রেণীর লোক কায়িক বা মানসিক পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জন করে না তাহাকে Rentier কহে। এই সম্প্রদায়ের মুখ্য আয় কেবলমাত্র অর্থ বিনিয়োগ হইতেই হয়।

Reparations—**যুদ্ধ খেসারত:** যুদ্ধে পরাস্ত বা পরাজিত দেশের নিকট হইতে জয়ী দেশ নগদ অর্থে অথবা দ্রব্যে যে খেসারত আদায় করে উহাই যুদ্ধ খেসারত। এই কথাটির প্রথম প্রয়োগ হয় প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভার্সাই চুক্তিতে মিত্রশক্তি দ্বারা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেও সেই নীতিতে যুদ্ধ খেসারত আদায়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্ম্মাণী যুদ্ধ খেসারত দিতে বাধ্য হইয়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরও জার্ম্মানীকে যুদ্ধ খেসারত দিতে হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরের খেসারত অধিকৃত জার্ম্মানীতে চলতি উৎপাদনের একাংশ দ্বারা শোধ করিতে হয়।

Repatriation—**গৃহে ফিরাইয়া আনা; প্রত্যাবাসন:** আর্থিক ক্ষেত্রে গৃহে ফিরাইয়া আনার অর্থ অন্যদেশের ঋণ বা বিনিয়োগ উত্তোলন করিয়া স্বদেশে সেই ঋণ বা বিনিয়োগের প্রয়োগকে বুঝায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে ইংলণ্ডের নিকট বহুঋণী ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে পূর্ব-এশিয়ায় বৃটেনের যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যুদ্ধসম্ভার ক্রয় করিতে হয়েছিল ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের হিসাবে অর্থ দিয়া যুদ্ধসম্ভার ক্রয় করিত। ফলে ভারতবর্ষের পাওনা ইংলণ্ড ভারতে না পাঠাইয়া, অথবা ভারতবর্ষ ইংলণ্ডকে নগদ অর্থ না দিয়া ইংলণ্ডের দেনা কাটাকাটি করিয়া

সেই পরিমাণ অর্থ নিজের দেশে বিনিয়োগ করিত। ইহাই গৃহে ফিরাইয়া আনা।

Replacement Cost Standard—পুনর্পূরণ মূল্যরীতি : নিগমের মূলধন সম্পদের মূল্য স্থির করার এক উপায়। ইহাতে নিগমের চলতি মূলধনে দ্রব্যের যন্ত্রপাতির পরিবর্তে আধুনিকতম যন্ত্রপাতি যাহার দ্বারা একই প্রকার দ্রব্য উৎপাদন করিতে সক্ষম, ক্রয় করিতে যে অর্থ বা মূল্য দিতে হইবে উহাই চলতি মূলধনী দ্রব্যের বা যন্ত্রপাতির মূল্য।

Replacement Demand—পুনর্পূরণ চাহিদা : যন্ত্রের ব্যবহার জনিত ক্ষয় অথবা নূতন যন্ত্র উৎপাদনের জন্য পুরাতন যন্ত্র বাতিল করিয়া নূতন এবং আধুনিকতম যন্ত্র ক্রয় করার চাহিদাকে পুনর্পূরণ চাহিদা কহে।

Replevin—পরিভাষা অর্থে ব্যবহার হয়। দ্রব্যের মালিক অথবা ভাড়াগ্রহণকারীর নিকট ক্রোকী দ্রব্য ফিরাইয়া দেওয়াকে বুঝায়। এইক্ষেত্রে মাল ক্রোককারী অন্যায়ভাবে ক্রোক দিয়াছে তাহা প্রমাণিত হইলে ক্রোক-কারীকে আইনতঃ দণ্ড বিধান করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

Reporting a Vessel—জাহাজের উপস্থিতি প্রতিবেদন : (১) স্বদেশে আগমনরত জাহাজকে বিদেশ-গমনরত কোন জাহাজের অবস্থিতি (যে স্থানে উভয় জাহাজের সহিত সাক্ষাৎ হয়) প্রতিবেদন করিতে হয়। ইহা অবশ্য লয়েডস্ এর রীতি অনুযায়ী প্রচলিত। বহির্গমনরত জাহাজের নাম ও যে স্থানে দেখা গিয়াছে তাহা লয়েডস্-এ অথবা দায়গ্রাহকের নিকট দিতে হয়।

(২) জাহাজ গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হইলে জাহাজের অধ্যক্ষকে জাহাজের নাবিক এবং দ্রব্যাদি সম্বন্ধে এক বিশদ বিবরণ শুল্ক অফিসে দাখিল করিতে হয়। উহাই জাহাজের উপস্থিতি প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদন গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দিতে হয়। প্রতিবেদন জাহাজের দালাল জাহাজ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই জাহাজের ঘোষণা পত্রের (Ships Manifest) সাহায্যে তৈয়ার করিয়া রাখে। ঘোষণাপত্র যে স্থান হইতে জাহাজ প্রথম যাত্রা সুরু করে সেই স্থান হইতে ডাকযোগে জাহাজের প্রতিনিধির নিকট পাঠাইয়া দেয়। ঐ ঘোষণাপত্রের সাহায্যেই প্রতিবেদন তৈয়ার করা হয়। (Manifest দ্রষ্টব্য)।

Representative Goods—প্রতিনিধি দ্রব্য : কোন দ্রব্যের স্বত্ব

প্রমাণক হিসাবে যে দলিল বা পত্র দেওয়া হয় তাহাই প্রতিনিধি দ্রব্য। শেয়ার প্রমাণপত্র, ঋণপত্র, রেহনপত্র দ্বারা দ্রব্যের স্বত্ব প্রমাণিত হয় বলিয়া উহা প্রতিনিধি দ্রব্য। প্রতিনিধি দ্রব্য হস্তান্তর দ্বারা দ্রব্যের স্বত্ব হস্তান্তর করা যায় বলিয়া প্রতিনিধি দ্রব্য ও সম্পদ।

Representative money—প্রতিরূপ অর্থ, প্রতিনিধি অর্থ। পরিবর্ত্তনযোগ্য মুদ্রা: স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা যে মুদ্রা সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত তাহাই প্রতিরূপ অর্থ। কাগজী মুদ্রা পরিবর্ত্তন যোগ্য হইলে অর্থাৎ কাগজী মুদ্রার পরিবর্ত্তে পূর্ণ মূল্যের স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গেলে সেই কাগজী মুদ্রাকে প্রতিরূপ বা প্রতিনিধি মুদ্রা কহে। যে কোনও মুদ্রাই স্বর্ণ বা রৌপ্যে পরিবর্ত্তনযোগ্য হইলে তাহাকে প্রতিরূপ মুদ্রা বলা হয়।

Repressive Tax—নিবারক কর: কোনও করের ফলে উৎপাদন ব্যাহত হইলে সেই করকে নিবারক কর কহে। করের হার যদি খুব উচ্চ হয় যাহার ফলে উৎপাদনে উৎসাহের স্থলে অনুৎসাহ দেখা দেয় তাহা হইলে সেই করকেও নিবারক কর কহে। নিবারক করের ফলে কর হইতে আয়ের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পায়।

Reproduction Cost Standard—পুনরুৎপাদন ব্যয় রীতি: নিগম অথবা যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের মূলধন সম্পদ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে মূল্য কত তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে অনেক সময়ে এই নিয়ম গ্রহণ করা হয়। ইহাতে ঐ দিনে বিশেষ সম্পদটি উৎপাদন করিতে যে ব্যয় হইবে তাহা হইতে যতক্ষণ সেই সম্পদটি ব্যবহার করা হইয়াছে সেই সময়ের জন্য ক্ষয় ক্ষতি বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই ঐ দিনে ঐ সম্পদের মূল্য।

Repudiation—অস্বীকার করণ; অস্বীকৃতি: দায় গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাইলে অথবা ঋণ পরিশোধ করিতে অস্বীকার করিলে তাহাকে অস্বীকৃতি বা অস্বীকার করণ কহে। তবে এই কথাটি সরকার উহার ঋণ পরিশোধ করিতে অস্বীকার করিলে তাহা বুঝাইতেই ব্যবহার করা হয়।

Request Note—অনুজ্ঞা: সহজেই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে এমন কোন দ্রব্য জাহাজে আমদানী করা হইলে জাহাজের অধ্যক্ষ শুল্ক অফিসে আগমন প্রতিবেদন করার আগেই ঐ দ্রব্য খালাস করার

অনুমতিকে অনুজ্ঞা কহে। শুল্ক অফিস বা কার্য্যালয় হইতে জাহাজের অধ্যক্ষকে অনুরোধ করিয়া এই অনুজ্ঞা দেওয়া হয়।

Rerummaged—পুনরায় তন্ন তন্ন তলাস করাঃ জাহাজের মাল খালাস করার পর উহা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হয় যে কোনও নিষিদ্ধ দ্রব্য আছে কিনা। আবার যখন সেই জাহাজে রপ্তানি করার জন্য মাল পূর্ত্তি করা হয় তখন দ্বিতীয় বার তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাস করা হয়। Rerummaged বলিতে রপ্তানি দ্রব্যাদি পূর্ত্তি করার পর তন্ন তন্ন তল্লাসকে বুঝায়।

Reservative Price—সংরক্ষণ মূল্যঃ প্রকৃত প্রস্তাবে সংরক্ষণ মূল্য বলিতে বিক্রেতা যে সর্বনিম্ন মূল্যে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহাকেই বুঝায়। তবে সংরক্ষণ মূল্য দ্বারা ক্রেতা যে সর্ব্বোচ্চ মূল্য দিতে রাজী অথচ বিক্রেতা সেই সর্ব্বোচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিতে রাজী নহে, তখন সেই সর্ব্বোচ্চ মূল্যকে বুঝায়। নিলাম বিক্রয়ে বিক্রেতা যে সর্বনিম্ন দরের কমে বিক্রয় করিবে না বলিয়া ঘোষণা করে তাহাকেই বুঝায়। প্রদর্শনীতে যে সমস্ত দ্রব্য প্রদর্শন করা হয় তাহাকেও সংরক্ষণ মূল্য কহে। তবে প্রদর্শনীর দ্রব্য যদি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে না রাখা হয় তবে সংরক্ষণ মূল্য এত উচ্চ লেখা হয়, যাহাতে কোন ক্রেতাই সেই দ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছুক থাকেনা, বা ক্রেতাদের অনুৎসাহিত করার জন্যই ঐরূপ সুউচ্চ মূল্য দেখান হয়।

Reserve—সঞ্চিতিঃ নানা অর্থে এই কথাটির প্রয়োগ হয়। তবে একটি সাধারণ সংজ্ঞা হইতে সম্ভাব্য ক্ষতি বা লোকসান পূরণের প্রস্তুতি হিসাবে চলতি আয়ের একাংশ পৃথককরণ বুঝায়।

(১) যখন ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয় তখন হয় নগদান সঞ্চয় (Cash Reserve দ্রষ্টব্য) অথবা সঞ্চিতি অনুপাত (Reserve Retio দ্রষ্টব্য) দুইটির অর্থেই প্রয়োগ হয়।

(২) ব্যবসায়ের দেনাদারদের (Debtors) বেলায় দেনার যে অংশ আদায়ের সম্ভাবনা নাই তাহা সম্ভাব্য লোকসান হিসাবে ধরিয়া চলতি আয় হইতে একাংশ পৃথক করিয়া অনাদায় ঋণ সঞ্চিতি তহবিল (Bad Debts Reserve দ্রষ্টব্য) তৈয়ার করা হয়।

(৩) হিসাব রক্ষণে অবশ্য হিসাব রক্ষকগণ সঞ্চিতি বলিতে মুনাফার

যে অংশ বিভিন্ন নির্দিষ্ট তহবিলের মধ্যে বণ্টন করে তাহাকেই বুঝিয়া থাকেন।

(৪) আবার, সম্পদের প্রকৃত মূল্যের কম মূল্যে সম্পদ দর্শান হইলে প্রকৃত মূল্য ও যে মূল্য দেখান হয়, দুইয়ের ব্যবধানকে লুক্কায়িত সঞ্চয় (Hidden Reserve দ্রষ্টব্য) কহে।

Reserve Account—সঞ্চয় হিসাব: হিসাব রক্ষকগণ, যে সঞ্চয় তহবিল পৃথক ভাবে বিনিয়োগ করা হয় না তাহাকে সঞ্চয় হিসাব বলিয়া গণ্য করেন এবং সেই ভাবে লিখিয়া থাকেন।

Reserve Capital—সঞ্চয় মূলধন: Reserve Liability, Uncalled Capital দ্রষ্টব্য।

Reserve Fund—সঞ্চিতি তহবিল: ভবিষ্যতে অস্বাভাবিক লোকসান পূরণ করার জন্য চলতি আয় হইতে প্রতি বৎসর যে অংশ পৃথক করিয়া তহবিল গঠন করা হয় তাহাকেই সঞ্চিতি তহবিল কহে। হিসাব পারদর্শীদের মতে সঞ্চিতি তহবিলের অর্থ পৃথক ভাবে বিনিয়োগ করা উচিত।

Reserve Liability—সঞ্চয় দায়: Reserve Capital দ্রষ্টব্য। Uncalled Capital দ্রষ্টব্য।

বিলিকৃত শেয়ারের যে অংশ অথবা অনুমোদিত মূলধনের যে অংশ ব্যবসা গুটাইবার সময় আদায় করা হইবে বলিয়া আদায় স্থগিত রাখা হয় তাহাকেই সঞ্চয় দায় কহে। Capital দ্রষ্টব্য।

Reshipments—পুণঃপ্রেরণ; পুণঃরপ্তানি: Re export; Entrepot দ্রষ্টব্য।

Reserve ratio—সঞ্চয় অনুপাত: ব্যাঙ্কের আমানতের যে অনুপাত অথবা শতকরা যত ভাগ বাধ্যতামূলক ভাবে নগদ তহবিল রাখিতে হয় তাহাকে সঞ্চয় অনুপাত কহে। ব্যাঙ্কের ঋণের পরিমাণ সংকুচিত করার আবশ্যক মনে করিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সঞ্চয় অনুপাত বাড়াইবার নির্দ্দেশ দিয়া থাকে। সঞ্চয় অনুপাত বাড়াইয়া ঋণ সংকোচ ও সঞ্চয় অনুপাত কমাইয়া ঋণ প্রসার করিতে সাহায্য করে। সঞ্চয় অনুপাত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ন্ত্রণের একটি অস্ত্র। মুদ্রাস্ফীতি অথবা মন্দাভাব নিয়ন্ত্রণ করিতে সঞ্চয় অনুপাত বাড়ান ও কমান হয়।

Residue—উদবৃত্তাংশ : ব্যবসা দেউলিয়া হইলে উহার সম্পদ বিক্রয় করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহা দ্বারা সমস্ত পাওনাদারের পাওনা শোধ করিয়াও যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তবে তাহাকে উদবৃত্তাংশ কহে।

Reserve for Discount on Debtors—দেনাদারকে বাটা বা কমির সঞ্চয় : ভবিষ্যতে দেনাদার দেনা শোধ করার সময়ে তাহাকে বাটা বা কমি দেওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে, ঐ সম্ভাব্য বাট্টা বর্ত্তমানেই মুনাফা হইতে বাদ দিয়া রাখা হয়। লাভ-ক্ষতির হিসাবে ক্ষতি হিসাবে দেখান হয়। দেনাদারের দেনার এক শতকরা হারেই ইহা হিসাব করা হয়। তবে দেনাদারের যে অংশ অপরিশোধ্য বলিয়া ঘোষণা করা হয় তাহা বাদ দিয়া বাকী অংশ হইতে অপরিশোধ্য ঋণ সংঞ্চয় (Bad debts reseve) বাদ দিয়া যে সম্ভাব্য নীট আদায় যোগ্য ঋণ থাকে তাহার উপরই বাট্টা সঞ্চয় তৈয়ার করা হয়।

Reserve for Discount on Creditors—পাওনাদারদের বাট্টা সঞ্চয় : পাওনাদারদের পাওনার যে অংশ বাট্টা হিসাবে পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান করা হয় সেই অংশ যদিও নগদ পাওয়া যায় নাই তথাপি আয় হিসাবে ধরা হয়। ইহা যদিও সম্ভাব্য আয় তথাপি লাভ-ক্ষতির হিসাব তৈয়ারী করিবার কালে পাওনাদারদের বাট্টা সঞ্চয় লাভ হিসাবে দেখান হয়।

Respondentia—মালবন্ধকী ঋণ পত্র : জাহাজের অধ্যক্ষ জাহাজের মাল বন্ধক রাখিয়া নিজ দায়িত্বে যে ঋণ গ্রহণ করে তাহাকে মাল বন্ধকী ঋণপত্র কহে। পোতবন্ধক পত্র (Bottomry bond) দ্বারা আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহ না হইলে মাল বন্ধকী ঋণপত্র দিতে বাধ্য হয়। তবে আজকাল যান বাহন ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হওয়াতে, তার যোগে সংবাদ আদান প্রদানের ও অর্থ প্রেরণের যথেষ্ট সুযোগ আছে বলিয়া পোতবন্ধক পত্র বা মালবন্ধক পত্রের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে।

Rest—উদবৃত্ত অবিলিকৃত মুনাফা তহবিল : ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে একটি বিশেষ অর্থে প্রয়োগ হয়। মুনাফা বিলি করার পর বৎসরের পর বৎসর যে অংশ অবিলিকৃত থাকে উহা দ্বারা যে তহবিল গঠন করা হয় উহাকেই "উদবৃত্ত" কহে। ইহাকে অবিলিকৃত মুনাফা তহবিলও বলা যাইতে পারে। এই তহবিল দ্বারা ব্যাঙ্কের অস্বাভাবিক লোকসান পূরণ করা হয়, অথবা

লভ্যাংশ সমকারী তহবিল হিসাবেও ব্যবহার করা হয়। যে বৎসর ব্যাঙ্কের আয় অপ্রচুর হওয়ার জন্য লভ্যাংশের হার খুব কম হয় সেই বৎসর অবিলিকৃত মুনাফা তহবিল হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া লভ্যাংশের হার বজায় রাখা হয়।

Restraint of Trade—ব্যবসায় প্রতিবন্ধক ঃ অবাধ দ্রব্য বিনিময়ে অথবা প্রতিযোগিতা সংকুচিত করার জন্য যে কোনও প্রকার উপায় অবলম্বন করা হইলে তাহাকে ব্যবসায় প্রতিবন্ধক কহে। অথবা কোনও পন্থা অবলম্বন করার ফলে অবাধ দ্রব্য বিনিময়ে বাধা দেখা দিলে অথবা প্রতিযোগিতা সংকুচিত হইলে তাহাকে ব্যবসায় প্রতিবন্ধক বলা হয়। যে সমস্ত উপায় ব্যবসায় প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হয় তন্মধ্যে মূল্য নিয়ন্ত্রণ, একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, ব্যবসা একত্রীকরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

Restrictive Indorsement—প্রতিবন্ধযুক্ত বেচান বা নিয়ন্ত্রিত পিছনসহি ঃ বিনিময় পত্র, চেক, হুণ্ডি ইত্যাদি হস্তান্তর যোগ্য দলিল পিছন সহি কালে স্বত্ব গ্রহীতার (যাহার অনুকূলে পিছন সহি করা হয়) অবাধ পৃষ্ঠাঙ্কণ ক্ষমতা লোপ করিয়া পৃষ্ঠাঙ্কণ করা লইলে ঐ প্রকার পৃষ্ঠাঙ্কণকে প্রতিবন্ধযুক্ত বা নিয়ন্ত্রিত পৃষ্ঠাঙ্কণ কহে। তবে পৃষ্ঠাঙ্কণকারী যদি পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাঙ্কণের কোনও প্রকার নির্দ্দেশ দিয়া দেয় তাহা হইলে স্বত্ব গ্রহীতা পৃষ্ঠাঙ্কণকারীর নির্দ্দেশমত পুনরায় পৃষ্ঠাঙ্কণ করিতে পারে।

Retainer—উকিলের মাশুল : মামলা চালাইবার জন্য অথবা মামলায় প্রতিবাদী পক্ষের উকিলকে যে ফি বা মাশুল দেওয়া হয় তাহা।

Retaliatory duty—পাল্টা শুল্ক ; প্রতিশোধমূলক শুল্ক ঃ প্রভেদ মূলক বা বিচারমূলক ব্যবসানীতি অবলম্বন করার জন্য কোন দেশের রপ্তানির (অর্থাৎ নিজ দেশে আমদানীর) উপর আমদানী শুল্ক বসান হইলে তাহাকে প্রতিশোধমূলক শুল্ক কহে। অন্য কোনও দেশ হইতে আমদানীকৃত দ্রব্যের উপর কোনও সুযোগ দেওয়া হইলে যাহাতে অনুরূপ সুযোগ আদায় করা যায় সেই উদ্দেশ্যেও আমদানী শুল্ক বসান হয়। উহাকেও প্রতিশোধমূলক শুল্ক কহে। আবার কোনও দেশ বিদেশে কম মূল্যে দ্রব্য বিক্রয়ের নীতি (Dumping) অনুসরণ করিলে সেই দ্রব্যের উপর আমদানী শুল্ক বসান হইলে, অথবা নিজ দেশের দ্রব্যের উপর আমদানী শুল্ক বসান হইয়াছে বলিয়া যে দেশ আমদানী শুল্ক বসায় সেই দেশের

দ্রব্যের উপর আমদানী শুল্ক বসান হইলে তাহাকেও প্রতিশোধমূলক শুল্ক বলা হয়। ইহাকে পাল্টা শুল্কও কহে।

Revalorisation—পুনরায় মূল্য নির্দ্ধারণ: মুদ্রার পূর্ব্ব ক্রয় ক্ষমতা ফিরাইয়া আনার জন্য সরকার কর্তৃক অবলম্বিত উপায়কে পুনরায় মূল্য নির্দ্ধারণ কহে। Valorisation দ্রষ্টব্য।

Revaluation—পুনর্মান স্থিরীকরণ: দেশের মুদ্রমান হ্রাস করার পর পুনরায় পূর্ব মানে অথবা ন্যূনীকৃত মানের ঊর্দ্ধে মুদ্রা মান স্থির করা হইলে তাহাকে পুনর্মান স্থিরীকরণ কহে। বৈদেশিক বিনিময়ে চাহিদা কমাইয়া (আমদানী সংকোচ করিয়া), বৈদেশিক বিনিময়ের যোগান বাড়াইয়া (রপ্তানির পরিমাণ বাড়াইয়া); স্বদেশে দ্রব্যের মূল্যস্তর কমাইয়া (ফলে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়) অথবা অন্যও কোনও প্রকারে আর্থিক কার্য্য কলাপের মন্দাভাব আনয়ন করিয়া, যখন বহির্বাণিজ্যে মুদ্রার মান উন্নীত হয় তখন ন্যূনীকৃত মুদ্রামান পুনরায় বাড়ান হয়। ১৯৪৯ সালে যখন ভারতীয় মুদ্রার মান শতকরা ৩০ ভাগ হ্রাস করা হইয়াছিল, তখন অনেক অর্থবিদ্যাবিশারদ মনে করিয়াছিলেন যে শতকরা ৩০ ভাগ মুদ্রামান হ্রাস অত্যন্ত অধিক এবং ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য উদবৃত্তের প্রতিকুলতা খুবই বাড়িবে কারণ আমদানীকৃত দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাইবে সুতরাং ন্যূনীকৃত মুদ্রার মান পুনরায় স্থিরীকরণের সুপারিশ করিয়াছিলেন।

Retiring bill—হুণ্ডি শোধকরণ: নির্দ্ধারিত দিবসের পূর্ব্বে বা মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই যদি বিনিময়পত্র বা হুণ্ডির মূল্য শোধ করে তাহাকে হুণ্ডি শোধকরণ কহে। মিয়াদ দিবসের পূর্বে হুণ্ডি পরিশোধ করিয়া দিলে উহার উপর বাটা দেওয়া হয়। (Bank Rebate দ্রষ্টব্য)

নির্দ্ধারিত দিবসে বা মিয়াদ অন্তে নির্দ্ধারিত উপায়ে হুণ্ডি শোধ করা হইলে তাহাকেও অবশ্য হুণ্ডি শোধ কহে। নির্দ্দিষ্ট দিনে শোধ, স্বত্ব ত্যাগ (waiver) অথবা চক্রশেষ (circuity of action দ্রষ্টব্য) উপায়ও হুণ্ডির মূল্য শোধ হইতে পারে।

Return of Premium—বীমার চাঁদা ফেরত: সামুদ্রিক বীমায় বীমাকৃত দ্রব্যের প্রকৃত মূল্যের অধিক মূল্যে বীমাকৃত হইলে অতিরিক্ত

মূল্যের জন্য যে অতিরিক্ত চাঁদা দেওয়া হয় তাহা দায় গ্রাহককে ফেরত দিতে হয়। উহাকেই বীমার চাঁদা ফেরত কহে।

Returns—নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যবসায়ীর মোট বিক্রয়।

Revenue—রাজস্ব: রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যয় মিটাইবার জন্য সরকার যে কর আদায় করে উহাই রাজস্ব। পরিচালন ব্যয়ে জাতীয় ঋণের উপর দেয় সুদও ধরা হয়।

Revenue Account—রাজস্ব হিসাব; আয় ব্যয় হিসাব: যে হিসাব দ্বারা ব্যবসায়ের এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের (এক বৎসরই ধরা হয়) আয় ব্যয়ের অবস্থা দেখাইয়া নীট লাভ কি লোকসান বাহির করা হয় সেই হিসাব। ইহার এক দিকে আয় ও আরেক দিকে ব্যয় দেখান হয়। আয় যে শুধু আদায়ীকৃত তাহাই নহে যে আয় বর্ত্তিয়াছে কিন্তু এখনও আদায় হয় নাই তাহাও আয়ের মধ্যে দেখান হয়। ব্যয়ের বেলাতেও তেমনি যে ব্যয় নগদ করা হইয়াছে এবং যে ব্যয় হিসাব নিকাশ সময়ের মধ্যে শোধ করা উচিত ছিল বা ঐ সময়ের জন্য যে ব্যয় সম্পূর্ণই ব্যয় হিসাবে দেখান যায় তাহা দেখান হয়। সংবিধিবদ্ধ যৌথ সংঘের ক্ষেত্রে যে সময়ই রেলপথ বা ট্রাম পথ চালু হয় সেই তারিখেই রাজস্ব হিসাব খোলা হয়। উহাতে দৈনন্দিন আয় দেখান হয় এবং উহা হইতে মজুরী, স্থানীয় কর, শক্তি (কয়লা, কোক কয়লা, গ্যাস ইত্যাদি) মেরামতী খরচ, রেলপথ বা ট্রামপথ চালু রাখার ব্যয় ইত্যাদি সম্পূর্ণ বাদ দিয়া বাকী অংশ অংশপত্রের মালিকদের মধ্যে লভ্যাংশ হিসাবে এবং ঋণপত্রের মালিকদের সুদ হিসাবে দেওয়া হয়।

Revenue Expenditure—রাজস্ব ব্যয়: আবর্ত্তক ব্যয়: ব্যবসা চালাইবার জন্য মুনাফা হউক কি না হউক যে ব্যয় বহন করিতেই হয় তাহাকে আবর্ত্তক ব্যয় বা রাজস্ব ব্যয় কহে। যেমন খাজনা, কর্ম্মচারীর বেতন ইত্যাদি। রাজস্ব ব্যয় বলিতে ইহাও বুঝায়, যে রাজস্ব আয়ের জন্য যে ব্যয় অবশ্যই বহন করিতে হয় তাহা রাজস্ব ব্যয়। আবর্ত্তক ব্যয় বুঝাইতে (Recurring Expenditure) বুঝায়।

Revenue Receipts—রাজস্ব আয়: ব্যবসায়ী দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে যাহা আয় করে তাহাই রাজস্ব আয়। বিক্রয় হইতেই অবশ্য আয়ের

প্রধান অংশ পাওয়া যায় তাহা হইলেও ব্যবসায়ের অন্যান্য আয় যেমন বাট্টা, দস্তুরি ইত্যাদি রাজস্ব আয়।

Revenue Tariffs—রাজস্ব মাশুল : রাষ্ট্রের রাজস্ব আয় বাড়াইবার উদ্দেশ্যে যে আমদানী বা রপ্তানি শুল্ক বসান হয় তাহাকে রাজস্ব মাশুল কহে। ইহা সংরক্ষণ মাশুলের বিপরীত। রাজস্ব মাশুল হইলেও ইহার ফল আংশিকভাবে সংরক্ষণ মাশুলও হয়।

Reversion—উত্তরাধিকার : বর্তমান স্বত্ববানের মৃত্যুর পর অথবা কোনও ঘটনার পর কোন দ্রব্যের বা সম্পত্তির স্বত্ব পাওয়া গেলে তাহাকে উত্তরাধিকার কহে।

Reversionary Annuity : Survivorship Annuity দ্রষ্টব্য।

Revocable Letter of Credit—অসমর্থিত প্রত্যয় পত্র ; প্রত্যাহারযোগ্য প্রত্যয়পত্র : Letter of Credit, Unconfirmed Letter of Credit দ্রষ্টব্য।

Revolving Credit—চক্র প্রত্যয়পত্র : এই প্রকার প্রত্যয়পত্রে আমদানী কারক রপ্তানি কারকের অনুকূলে এক নির্দ্দিষ্ট মূল্য পরিমাণ প্রত্যয় পত্র দিয়া থাকে। রপ্তানিকারক ঐ নির্দ্দিষ্ট মূল্য পর্যন্ত প্রত্যয়পত্র দানকারী ব্যাঙ্কের উপর হুণ্ডি বা বিনিময়পত্র লিখিতে পারে। যখনই একখানি বিনিময়পত্র শোধ করা হইল, তার পরই আবশ্যক হইলে রপ্তানিকারক ঐ ব্যাঙ্কের উপর পুনরায় বিনিময়পত্র লিখিতে পারে। একবার মাত্র লেনদেনেই প্রত্যয়পত্রের কার্য্য শেষ হয় না। যতবার খুসী ততবারই নির্দিষ্ট মূল্য পর্যান্ত ঋণের প্রত্যাভূতি হিসাবে ঐ প্রত্যয়পত্র কার্য্য করিবে। তবে শেষ বিনিময়পত্র শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত রপ্তানিকারক পুনরায় বিনিময়পত্র লিখিতে পারে না।

Rider—সংবদ্ধ : দলিলের মূল অংশ সমাপ্তির পর পুনরায় কোন সর্ত যুক্ত করিতে হইলে ভিন্ন কাগজে সর্ত লিখিয়া মূল দলিলের সহিত যোজনা করা হইলে, অথবা কোন সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের সহিত অতিরিক্ত কোনও সিদ্ধান্ত যোগ করা হইলে তাহাকে সংবদ্ধ কহে।

Ricardian theory of Rent—রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব : আর্থিক খাজনাই অর্থবিদ্যায় রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্ব বলিয়া পরিচিত। Economic Rent, Rent দ্রষ্টব্য।

Rigging the Market—মূল্য বাড়ান ; কিম্মত বাড়ান : শেয়ার

বাজারে এই কথাটি প্রচলন আছে। কোনও বিশেষ অংশপত্রের অথবা সাধারণভাবে শেয়ার বাজারে ক্রয়বিক্রয়যোগ্য সকল প্রকার অংশপত্রের মূল্য বাড়াইয়া মুনাফা লাভ করার উদ্দেশ্যে শেয়ার বা অংশপত্রের মূল্য বাড়ান হইলে তাহাকে মূল্য বাড়ান কহে। এক বা একাধিক ষ্টক বা অংশপত্রের দালাল গোপনে যদি এমন সংখ্যক অংশপত্র বা ষ্টক ক্রয় করিয়া নেয় যাহাতে ঐ অংশপত্রের আপাততঃ যোগান প্রকৃত চাহিদা হইতে কম হয় তাহা হইলেই শেয়ার বা অংশপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। যখন অপ্রাকৃত উপায়ে দালাল মূল্য বাড়াইতে সমর্থ হইল তখন উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিয়া মুনাফা করিবে। ইহাই তাহার উদ্দেশ্য। মূল্য বাড়ান বা কিম্মত বাড়ান সাফল্য লাভ করিবে কিনা তাহা নির্ভর করিবে শেয়ার ক্রেতাদের প্রকৃত চাহিদার উপর, মূল্যবৃদ্ধির ফলে শেয়ারক্রেতাদের উপর কি মানসিক প্রতিক্রিয়া হইবে তাহার উপর এবং কতদিন শেয়ারঅধিকারী শেয়ার ধরিয়া রাখিতে পারিবে তাহার উপর। সুষ্ঠুরূপে অপ্রাকৃতক্রয় করিতে না পারিলে, শেয়ার দালাল আর্থিক সর্বনাশ ও ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে।

Rigidity of the economic system—অর্থনৈতিক কাঠামোর কঠোরতাঃ কোন দেশের আর্থিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের সংঙ্গে অর্থনৈতিক কাঠামো অর্থাৎ উৎপাদন বিতরণ ব্যবস্থা যদি সমান তালে চলিতে না পারে তাহা হইলে তাহার কারণ নিদ্ধারণ করা হয় অর্থনৈতিক কাঠামোর কঠোরতায়। যেমন, কোন দ্রব্যের চাহিদা কমিয়া গেলেও সেই দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য যে মজুরী ব্যয় হয় উহা যদি অপরিবর্ত্তীই থাকে তাহা হইলে ঐ দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকের ফলপ্রসূ নিয়োগ হয় না। অথচ সেই উচ্চ ব্যয়েই দ্রব্য উৎপাদন করিতে হয়, কিন্তু চাহিদা কম হওয়ার জন্য দ্রব্য মূল্য কমিতে পারেনা। সুতরাং এই অবস্থাকে মজুরী ও উৎপাদন ব্যয়ের কঠোরতাজনিত অসমন্বয় বলা যায়।

Ring—পুঁজিপতির যুটঃ পুজিপতিগণ সম্মিলিত হইয়া কোন দ্রব্যের মূল্য বাড়াইবার উদ্দেশ্যে দ্রব্যের সরবরাহ সংকোচ ও নিয়ন্ত্রণ করিলে সেই সম্মেলনকে পুঁজিপতির যুট কহে। সকল দ্রবের বেলাতেই এই প্রকার দেখা যায়, তবে ইহার বিশেষ প্রচলন দেখা যায় ষ্টক বাজার ও কাঁচামাল বা পণ্য বাজারে।

Risk—ঝুঁকিঃ ব্যবসায় নিয়োজিত মূলধন হইতে কি লাভ লোকসান

হইবে তাহা কেহ নিশ্চিত বলিতে পারেনা। ব্যবসায়ী অবশ্য লাভ করার উদ্দেশ্যেই মূলধন নিয়োগ করে, তথাপি লোকসানের সম্ভাবনা তিরোহিত হয় না। লোকসান হওয়ার অর্থ মূলধন নষ্ট হওয়া সুতরাং ব্যবসায়ী মূলধন বিনিয়োগ করিয়া মূলধনের ঝুঁকি গ্রহণ করে। ব্যবসায়ী যে মুনাফা পায় উহা ঝুঁকি গ্রহণেরই মূল্য।

বীমা ব্যবসায়ে ব্যবসায়ী ক্ষতি পূরণের ঝুঁকি নিয়া থাকে। যেমন অগ্নিবীমা, বীমাকৃত দ্রব্য অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে উহার ক্ষতিপূরণ করিতে হয়।

যুদ্ধ কালে কেহ যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিলে তাহার ভবিষ্যত জীবন সম্বন্ধে নিশ্চয়তা সহকারে কেহ কিছু বলিতে পারেনা সুতরাং তাহার ভবিষ্যত জীবন সম্বন্ধে সে যুদ্ধঝুঁকি গ্রহণ করিয়াছে।

কাহাকেও ঋণ দান করিলে সেই ঋণ পরিশোধ নাও হইতে পারে। সে ক্ষেত্রে ঋণদানকারী ঋণের ঝুঁকি গ্রহণ করিয়াছে।

সুতরাং ভবিষ্যতে লোকসানের সম্ভাবনা আছে এরূপ যে কোনও প্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত হইলে তাহাকে ঝুঁকি বলা হয়।

Risk Capital—ঝুঁকি মূলধন : Venture capital দ্রষ্টব্য।

Road stead—নোঙর স্থান : নদী বা সমুদ্রতটের কিঞ্চিৎ দূরে যে স্থানে জাহাজ নঙ্গর করিতে পারে সেই স্থানকে জাহাজের নোঙ্গর স্থান কহে।

Rollback—জাহাদের চাহিদা এবং যোগানের অবস্থা বিবেচনা করিয়া ভবিষ্যতে মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় সম্ভাবনা থাকিলে সরকার অগ্রিমই কোন দ্রব্যের চলতি মূল্যের কম মূল্য বাধিয়া দিলে তাহাকে কহে। বাজার দর উচ্চ কিন্তু সরকারী নিয়ন্ত্রিত মূল্য কম সুতরাং ব্যবসায়ীর যে ক্ষতি হয় উহা সরকার আর্থিক সহায়তা (Subsidy) দ্বারা পূরণ করিয়া থাকে।

Rolling stock—রেল কোম্পানী বা ট্রাম কোম্পানীর ইঞ্জিন, গাড়ী কোচ, রেল চলাচলের পথ ইত্যাদির যুক্ত নাম।

Rotating shifts—পরিবর্ত্তনীয় পালা : কোন শিল্পে ২৪ ঘণ্টাই অনবরত কার্য্য চলিতে থাকিলে, ৩টি পালায় ভাগ করা হয়। প্রত্যেক পালায় ৮ঘণ্টা করিয়া শ্রম দিতে হয়। শ্রমিকের কার্য্য বিভাগ যদি এমন ভাবে করা হয় যে প্রত্যেক শ্রমিকই পালাক্রমে প্রত্যেক পালায়ই কার্য্য করে তবে তাহাকে পরিবর্ত্তনীয় পালায় কহে। একই শ্রমিক

পালাক্রমে সকাল, দিবা এবং রাত্র বিভাগে কার্য্য করিতে বাধ্য হয়।

Round about Production—পরোক্ষ উৎপাদন: Indirect production দ্রষ্টব্য।

Roup—Sale by auction দ্রষ্টব্য।

Royalty—অধিকার শুল্ক: এই কথাটির মূল উৎপত্তি রাজকীয় অধিকার বুঝাইতে। সনদে পরিস্কার ভাবে লিখিত না থাকিলে জমির স্বত্ব কাহাকেও অর্পণ করা যাইতনা। জমি একস্বত্ব ছিল সরকারের। বর্তমানে আর সেই অর্থে ইহার ব্যবহার নাই। এখন বিশেষ কয়েকটি অধিকার পাওয়ার জন্য যে মাশুল মূল্য দিতে হয় উহাকেই অধিকার শুল্ক কহে। পুস্তক প্রণেতার পুস্তকে প্রতিলেখাধিকার সর্বস্বত্ব। প্রত্যেকখানি পুস্তক বিক্রয় হইলে মূল্যের যে অংশ পুস্তক প্রণেতাকে দিতে হয় তাহা অধিকার শুল্ক। আবার কোন দ্রব্যের একস্বত্ব বা কৃতিস্বত্ব (Patent) যাহার থাকে তাহাকে ঐ দ্রব্য ব্যবহার করার জন্য যে মাশুল দিতে হয় তাহাও অধিকার শুল্ক।

আবার খনি খনন করার অধিকার গ্রহণ করিলে খনির মালিককে উত্তোলনের উপর একর প্রতি যে মাশুল দিতে হয় উহাও অধিকার। কয়লাখনির মালিকের নিকট হইতে একটি খনি এই সর্তে ইজারা নেওয়া হইল যে প্রতিবৎসর যত টন কয়লা উত্তোলিত হইবে প্রতিবৎসরে টন প্রতি মালিককে ১৲ টাকা হারে মাশুল বা শুল্ক দিতে হইবে। উহা অধিকার শুল্কের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

Rubber study group—রবার ব্যবসায় বিশ্লেষণ সংঘ: রবার উৎপাদক ও ভোগকারী দেশ সমূহের প্রতিনিধিদের একটি বেসরকারী সংঘ বা সংস্থা গঠন হয় ১৯৪৪ খৃঃ। রবার উৎপাদন ও বিতরণের অবস্থা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহকে উপদেশ দেওয়াই এই সংঘের কর্তব্য

Rule of reason—যুক্তি নিয়ম: আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে Anti-Trust Act এর তথাকথিত নিয়মভঙ্গের বিচারে ১৯১১ খৃঃ বিচারকের নির্দ্দেশ অনুসারে এই নিয়মটি বলবৎ হয়। ইহাতে Anti-Trust আইন ভঙ্গ করা হইয়াছে কিনা তাহা বিচার করার জন্য কোন ব্যবসায়ের আকার বা স্ফীতিই মানদণ্ড হিসাবে ধরা হইবে না, তথাকথিত আইনভঙ্গকারীর উদ্দেশ্য

ব্যবসা ব্যাহত করা বা প্রতিবন্ধক স্থাপন করা ছিল কিনা (যেমন একচেটিয়া অধিকার লাভ) তাহাই বিচার করিতে হইবে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টে ১৯১১ খৃঃ American Tobacco ও Standard Oil Case এ বিচারকগণের সিদ্ধান্ত বা রায় অনুসারে এই নিয়মটি হয়। তদবধি ব্যবসায়ে সরকারের আইন ভঙ্গের পিছনে কি উদ্দেশ্য ছিল তাহার উপর গুরুত্ব দিয়া বিচার করার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়।

Rule in Clayton Case—ক্লেটন মামলায় নির্দ্ধারিত আইন: দেনাদার যখন একাধিক বার ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে তখন দেনাদার বিভিন্ন সময়ে অর্থ প্রদান করিলে তাহা কোন ঋণের বাবদে কোন অর্থ জমা করা হইবে তাহা উল্লেখ করার অধিকার দেনাদারের থাকে। কিন্তু দেনাদার অর্থ-প্রদানকালে উহা কিভাবে জমা করা হইবে (ব্যবহার সম্বন্ধে কোনও প্রকার উল্লেখ না করিলে যে ঋণটি সর্বপ্রথম গ্রহণ করা হয় তাহা শোধ করার জন্য সর্বপ্রথম যে অর্থ প্রদান করা হয় তাহাই ব্যবহার করা হইবে। খরচ খাতের বা দেনা খাতের (Debit-Side) সর্বপ্রথমদফা জমা বা পাওনা খাতের (Credit Side) সর্ব প্রথম অঙ্ক দ্বারা শোধ করা হইবে। নিম্নলিখিত উদাহরণ হইতে এই নিয়মটি বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

কোনও এক দেনাদারের হিসাবে যখন ১০০০০৲ টাকা দেনা তখন ঐ দেনার জামানত দাতার (Guarantor) মৃত্যু ঘটিল। এখন দেনাদারের হিসাবটি বন্ধ না করিয়া ব্যাঙ্ক যদি চালু রাখে তাহা হইলে জামানতদাতার মৃত্যুর পর হইতে যে অর্থ দেনাদার তাহার হিসাবে জমা দিবে তাহা ঐ ১০০০০৲ টাকা দায় শোধ করিতেই ব্যাঙ্ক ব্যবহার করিবে এবং পরবর্ত্তী যে অর্থ সে ঋণ গ্রহণ করিবে তাহা তাহার ঐ ১০০০০৲ টাকা ঋণের সহিত যোগ হইবে। জামানত দাতার মৃত্যুর পর বিভিন্ন তারিখে দেনাদার ১৫০০০৲ টাকা জমা করিল "যতদিন পর্য্যন্ত ১০০০০৲ টাকা শোধ না হইয়াছে ততদিন দেনাদারের হিসাবে এক পয়সাও জমা (Credit) বাবদ উদ্বৃত্ত ছিল না। ১৫০০০৲ টাকা হইতে ১০০০০৲ টাকা শোধ হওয়ার পর যে অংশ রহিল উহাই মক্কেলের হিসাবে জমা হিসাবে দেখান হয়।

ক্লেটন নিয়ম ব্যাঙ্ক ব্যবসায়েই অধিকতর বলবত।

কোন ব্যাঙ্ক যদি ক্লেটন নিয়ম প্রয়োগ করিতে না চাহে তাহা হইলে ব্যাঙ্কের কর্তব্য উহার মক্কেলের চলতি হিসাবে দেনা সাব্যস্ত হইলে সে হিসাব

বন্ধ করিয়া একটি নূতন চলতি হিসাব খোলা, যাহাতে পরবর্ত্তী সকল লেনদেন প্রবিষ্ট করা হইবে। এক্ষেত্রে মক্কেলের লিখিত অনুমতি নিলে ব্যাঙ্কের নিজের অবস্থা দৃঢ়তর হয়। ক্লেটন মামলার গুরুত্ব বুঝা যায় নিয়ম হিসাব অধিবিকর্ষণ হইলে অর্থাৎ জমা হইতে অধিক অর্থ উত্তোলন হইলে।

Rummaging—তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাস: জাহাজ বিদেশ হইতে আগমণ করিলে শুল্ক কার্য্যালয়ের কর্ম্মচারীগণ উহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তল্লাস করিয়া থাকে কোনও নিষিদ্ধ দ্রব্য লুক্কায়িত আছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য। আবার সেই জাহাজ যখন বিদেশে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হয় তখনও কোন নিষিদ্ধ দ্রব্য শুল্ক ফাকি দিয়া রপ্তানি করা হইয়াছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য পুনরায় তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাস করা হয়। উহাকে বলে পুনর্তল্লাস (Rerummaged দ্রষ্টব্য)।

Runaway Shop—পলায়মান ব্যবসা; অপস্রয়মান ব্যবসা: শ্রমিক আইনের প্রয়োগ হইতে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে অথবা উহার কর্ম্মচারীদের জোটবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা বন্ধ করার জন্য কোন পণ্যশালা এক স্থান হইতে অন্যস্থানে অপসারণ করা হইলে সেই পণ্যশালা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে পলায়মান পণ্যশালা বা ব্যবসা কহে।

Run on a Bank—ব্যাঙ্কে ছুট: ব্যাঙ্কে আমানত অর্থ উত্তোলন করার জন্য আমানতকারীদের আকস্মিক প্রবল দাবীকে ব্যাঙ্কে ছুট কহে। ব্যাঙ্কের অস্বচ্ছলতার ভয় বা আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইলেই ব্যাঙ্ক হইতে আমানত তোলার আকস্মিক চাহিদা দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকিলেও একই সময়ে বড় বড় আমানতকারীগণ আমানত উত্তোলনের দাবী করিলে ব্যাঙ্ক সে দাবী মিটাইতে অক্ষম হয় এবং ব্যাঙ্ক ঐ আকস্মিক চাহিদার জন্যই ব্যবসা গুটাইতে বাধ্য হয়।

Running Down Clause: সামুদ্রিক বীমায় বীমাপত্রে এই সর্ত থাকিতে পারে। এইরূপ সর্ত বীমাপত্রে থাকিলে বীমাগ্রহীতা জাহাজী ব্যবসায়ীর জাহাজের জন্য কেবল জাহাজের সহিত সংঘর্ষ হইলে, অন্য জাহাজটির যে ক্ষতি হয় তাহা যদি বীমাগ্রহীতা জাহাজী ব্যবসায়ীর জাহাজ চালকের ত্রুটির ফলে হয় তাহা হইলে বীমাগ্রহীতা জাহাজী ব্যবসায়ীকে যে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় তাহা আংশিকভাবে বীমাকারী অবলেখক বা দায়গ্রাহক দিতে প্রতিশ্রুত থাকে। ক্ষতিপূরণে জাহাজের ক্ষতি এবং মোকদ্দমা খরচ

উভয়ই ধরা হয়। এক্ষেত্রে অবলেখক বা দায়গ্রাহককে ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে কিনা তাহা নির্ভর করিবে, বীমা গ্রহীতা জাহাজী ব্যবসায়ীর জাহাজের চালক অপরাধী কিনা তাহার বিচারের উপর।

Racism—বর্ণ বৈষম্যবাদ : বর্ণবৈষম্যে বিশ্বাস করিয়া কোনও বিশেষ বর্ণের উপর বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইলে তাহাকে বর্ণবৈষম্যবাদ কহে।

Risk Capital—ঝুঁকি মূলধন তহবিল : আঞ্চলিক ভিত্তিতে সম্ভাব্য ঝুঁকি গ্রহণেচ্ছু সঞ্চয়ীদের সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়া একটি তহবিল স্থাপন করা হইলে তাহাকে ঝুঁকি মূলধন জোটকরণ কহে। ব্যক্তিগত সঞ্চয় ব্যতীত ব্যাঙ্ক অথবা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান যাহারা আমানত বিনিয়োগ করিয়া থাকে তাহাদের নিকট হইতেও তহবিলে জমা পাওয়ার চেষ্টা এই তহবিলের থাকে। ইহার সুবিধা এই যে একক ভাবে যখন কেহ সঞ্চয় বিনিয়োগের ঝুঁকি গ্রহণ করিতে সাহস পায় না তখন সমষ্টিগত ভাবে এই তহবিল ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকিতে পারে। ঝুঁকি ফলপ্রসূ না হইলে যে লোকসান হইবে তাহা এককভাবে কেহ বহন করিবেনা তহবিলের সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হইবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এই প্রকার তহবিল হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইতে পারে কারণ একদিকে যেমন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঝুঁকির পরিমাণ কম অন্যদিকে তেমনি কম ব্যক্তি। তাহাদের পক্ষে ব্যাঙ্ক অথবা অর্থ লেনদেন প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ঋণ সংগ্রহ করাও দুঃসাধ্য। ব্যবসায়ীগণ যদি এই তহবিলের ব্যবস্থাপনার ভার গ্রহণ করে তবে অল্প সুদে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণ সংগ্রহের সুবিধা হয়। আবশ্যক বোধে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে যে ঋণ দান করা হইবে তাহা পরিশোধ সম্পর্কে সরকার জামানত বা প্রত্যাভূতি দিতে পারে।

Round of Wage Increases—পর্যায় মজুরী বৃদ্ধি : কয়েকটি সময় ধরিলে উহার প্রত্যেক সময় যে মজুরী বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার এক একটি সময়ের মজুরী বৃদ্ধিকে বুঝায়। যেমন সাধারণ ভাবে দ্বিতীয় যুদ্ধ অবসানের অব্যবহিত পরে ১৯৪৬ সালে শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি হয়। উহাকে বলা যায় প্রথম পর্যায় মজুরী বৃদ্ধি। পরে ১৯৪৮ সালে একবার সাধারণ মজুরী বৃদ্ধি হয় উহাকে বলা যায় দ্বিতীয় পর্যায় মজুরী বৃদ্ধি কোন বিশেষ শিল্পে ও যদি বিভিন্ন সময়ে মজুরী বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে পৃথক

ভাবে এক একটি সময়ের মজুরী বৃদ্ধি বুঝাইতে এই কথাটি ব্যবহার করা যায়। যেমন যানবাহন শিল্পে ১৯৪৬ সালে রেল শ্রমিকগণের একবার মজুরী বৃদ্ধি হয়, ১৯৫২ সালে একবার মজুরী বৃদ্ধি হয়।

Runaway Inflation—অদমনীয় মুদ্রাস্ফীতি : যে মুদ্রাস্ফীতি দমন করা যায়না তাহাই অদমনীয় মুদ্রাস্ফীতি। ভারতবর্ষে ১৯৪২ সাল হইতে যে মুদ্রাস্ফীতি আরম্ভ হয় তাহা অদ্যাবধি নিয়ন্ত্রন করা যায় নাই। সুতরাং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হইতে যে মুদ্রাস্ফীতি আরম্ভ হয় উহা অদমনীয় মুদ্রাস্ফীতি।

S

Sabotage—অন্তর্ঘাতী কার্য্য : কোনও ব্যাপৃত উপাদানের মধ্যে একটি উপাদানের কোনও কার্য্য অবলম্বন করিবার ফলে যদি কার্য্য সম্পাদনে গৌণ হয় অথবা অন্য কোন ও উপাদান অকেজো হয় তাহাকে অন্তর্ঘাতী কার্য্য বলে। শিল্পে শ্রমিক মালিক সম্পর্কের আলোচনাতেই এই কথাটি ব্যবহার হয়। শ্রমিক অনেক সময়ে মনে করিয়া থাকে যে তাহাদের ন্যায্য অধিকার তাহারা পায় না, তখন তাহাদের তথাকথিত অভিযোগ পূরণ করার অন্য কোনও উপায় গ্রহণ না করিয়া অন্তর্ঘাতী কার্য্যে লিপ্ত হয়। যে সকল উপায়ে অন্তর্ঘাতী কার্য্য করিয়া থাকে তাহার মধ্যে উৎপাদনের সময় বৃদ্ধি ; সময় অপচয় ; গোপনে যন্ত্রপাতি সাময়িক ভাবে বিকল বা অকেজো করা ; কাঁচামাল ধ্বংস ও অপচয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেকটি উপায়েই দ্রব্যের উৎপাদন মূল্য স্বাভাবিক উৎপাদন মূল্য হইতে বৃদ্ধি পায় এবং ফলে মালিকের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা কমিয়া যায় এবং উৎপাদন লাভ জনক হয় না; অনেক সময় অন্তর্ঘাতী কার্য্য ধ্বংসাত্মক আকারেও দেখা যায়। সেক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি নষ্ট করিয়া দেওয়া কাঁচামাল উধাও হওয়া ইত্যাদি পন্থা গ্রহণ করা হয়।

Sack—৪ বুসেলে ১ স্যাক। ৮০ পাউণ্ডে এক বুশেল। ৩২০ পাউণ্ডে ১ স্যাক।

Safe Deposit Company—অনেক যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান আছে যাহারা কেবল মাত্র মূল্যবান সম্পদ দলিল পত্রাদি নিরাপদে রাখিবার এবং চৌকি দিবার ব্যবসা করে। সোনা, রূপা, জহরতাদি মূল্যবান সম্পদ অথবা মূল্যবান দলিলাদি ইহারা গচ্ছিত রাখে, বদলে যাহারা গচ্ছিত রাখে

তাহাদের নিকট হইতে ভাড়া বা মাশুল আদায় করে। প্রায় প্রত্যেক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সমূহ ব্যাঙ্ক ব্যবসার সহিত এই ব্যবসা করিয়া থাকে।

Sagging market—মূল্যহ্রাস বাজার: বাজারে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত নিম্নগামী হইলে, (কমিতে থাকিলে) সেই বাজারের অবস্থা বুঝাইতে ব্যবহার হয়। ইহাই মন্দাবস্থার সূচনা করে।

Sale by auction—নিলাম বিক্রয়: নিলাম বিক্রয়ে যখন পেশাদারী ব্যবসায়ী কোনও দ্রব্য বিক্রয়ের ঘোষণা করিয়া থাকে ক্রেতারা তখন দ্রব্যের জন্য কত মূল্য দিতে রাজী তাহার ডাক হয়। যে সর্বোচ্চ মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকে, অর্থাৎ সর্বোচ্চ ডাককারীকেই দ্রব্যটি দেওয়া হয়, অবশ্য নিলাম বিক্রেতার সংরক্ষণ মূল্য যদি সর্বোচ্চ ডাকের অধিক না হয়। কি সর্তে নিলাম বিক্রয় হইবে তাহা নিলাম দ্রব্যের গায়ে একটি তালিকায় লিখিত থাকে। নিলাম বিক্রয়ে কোন দ্রব্য ক্রয় করিলে বিক্রেতার সেই দ্রব্যের অধিকারে কোনও ত্রুটি থাকিলেও ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। Market overt, Reservation price দ্রষ্টব্য।

Sales tax—বিক্রয়কর: বিক্রয় মূল্যের উপর (প্রকৃত পক্ষে যে দ্রব্য বিক্রয় হয়) তাহার উপর যে কর আরোপ করা হয় তাহাকেই বিক্রয় কর কহে। বিক্রয় কর পরোক্ষ কর (Indirect tax) ইহাতে করের ঘাত (Impact) থাকে ক্রেতার উপর কিন্তু ক্রেতা যদি সেই দ্রব্য পুনরায় বিক্রয় করে তবে আপাত হয় দ্বিতীয় ক্রেতার উপর। একস্থানীয় বিক্রয় কর, অথবা বহুস্থানীয় বিক্রয় কর দুই-ই হইতে পারে। একস্থানীয় বিক্রয় কর মাত্র ভোগকারীর নিকট যখন দ্রব্য বিক্রয় হয় তখন অথবা যখন দ্রব্য উৎপাদকের হাত হইতে পাইকারের হাতে যায় তখনই আদায় করা হয়। কিন্তু বহুস্থানীয় বিক্রয় করে যে কয়বার দ্রব্য হস্তান্তর হয় সেই কয় বারই কর আদায় করা হয়। বহু স্থানীয় বিক্রয় করে বিক্রয়কর দ্রব্যের মূল্যের সহিত পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। বহু স্থানীয় বিক্রয় করকে আবর্তন কর (Turnover tax) বলা হয় (Transaction tax) লেনদেন কর ও কহে।

Sale warrant—বিক্রয় পরওয়ানা: বিক্রয় মূল্যের অংশ মাত্র জমা রাখিয়া বাকী অংশ পরবর্তী কোনও দিবসে পরিশোধের চুক্তিতে বিক্রয় হইলে বিক্রয় পরওয়ানা দেওয়া হয়। বিক্রয় পরওয়ানা ওজন চিঠার

(Weight note) সহিত একত্র করিয়া দেওয়া হয়। বিক্রয় পরওয়ানা দ্রব্যের পূর্ণ মুল্য শোধ না হইলেও দ্রব্যের সত্ত্বাধিকার প্রমাণক হিসাবে ব্যবহার হয়। বিক্রয় মূল্য সম্পূর্ণ শোধ হইলে বিক্রয় পরওয়ানার বদলে পাকা রসিদ দেওয়া হয়। বিক্রয় পরওয়ানা কাঁচা রসিদের কাজ করে।

Salvage নিস্তারণ: (১) সমুদ্র বক্ষে জাহাজ বিপদের সম্মুখীন হইলে জাহাজের মাল এবং যাত্রীদের উদ্ধার করার জন্য যে ব্যয় করিতে হয় উহাকে নিস্তারণ কহে। (২) যে সমস্ত দ্রব্যকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করা হয় সেই দ্রব্য সকলকে বুঝাইতেও নিস্তারণ ব্যবহার হয়।

নিস্তারকের (Salvor) নিস্তারণের উপর অগ্রাধিকার থাকে, যতক্ষণ নিস্তারণ (মাশুল) পরিশোধ করা না হয়, নিস্তারণ কৃতকার্য্য না হইলে নিস্তারক কোনও মাশুল দাবী করিতে পারেনা। আর নিস্তারক যদি জাহাজের বা অন্য কোনও প্রকার নিস্তারণের সহিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট থাকে,—যেমন কোন আমদানীকারক নিজে নিস্তারণ করিলে; অথবা অগ্নি বীমাকারক দ্রব্যে অগ্নি সংযোগ হইলে সেই দ্রব্য উদ্ধার বা নিস্তারণ করিলে—কোনও নিস্তারণ মাশুল দাবী করিতে পারেনা।

Salvage loss—নিস্তারণ লোকসান: সামুদ্রিক বীমায় কোনও সামুদ্রিক বিপদের জন্য বীমাকৃত দ্রব্য নষ্ট হইলে দায়গ্রাহক যখন ক্ষতি পূরণের পরিমাণ স্থির করে তখন বীমাকৃত মূল্য হইতে নিস্তারণ মূল্য বাদ দিয়া যে অংশ সম্পূর্ণ লোকসান হয় তাহাই ক্ষতি পূরণ করা হয়। উহাকেই বলে নিস্তারণ লোকসান।

Sampling order—নমুনা তৈরীর আদেশ: শুল্কাধীন দ্রব্য শুল্কাধীনে পণ্যাগারে অথবা শুল্ক গুদামে গচ্ছিত থাকাকালীন, দ্রব্য বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে মালের মালিক নমুনা সংগ্রহ করিতে বাধ্য হয়। মালের মালিক গুদামের মালিকের নিকট দ্রব্যের নমুনা গ্রহণ করার অধিকার না দিলে গুদামের মালিক ঐ দ্রব্য হইতে কোনও নমুনা বাহির করিতে দিতে পারেনা। ঐ আদেশ বা নির্দ্দেশকে নমুনা তৈরির আদেশ কহে।

Sanctions—অনুমোদন: আইনের আনুগত্য স্বীকার করার জন্য যে উপায় গ্রহণ করা হয় তাহাকেই অনুমোদন কহে। কোনও শাস্তিমূলক

ব্যবস্থা গ্রহণ অথবা আইন ভাঙার সম্ভাবনার পথ বন্ধ করা দ্বারা আনুগত্য স্বীকৃতি গ্রহণ করা হয়।

Sans Frais—ব্যয়হীন : বৈদেশিক বিনিময়পত্র লিখিবার কালে এই কথা লিখা থাকিতে পারে। বিনিময়পত্রলেখক যদি মনে করে যে বিনিময়পত্র অস্বীকৃত বা অনাদৃত হইবে তাহা হইলে বিনিময়পত্রলেখকের প্রতিনিধি ব্যাঙ্কের উপর লেখ্য প্রমাণ করিতে নিষেধ করিলেই এই কথা লেখা হয়। এই কথা লেখা থাকিলে প্রতিনিধি ব্যাঙ্ককে লেখ্য প্রমাণ করাইতে নিষেধ জ্ঞাপন করা হয়।

Sans Recours—দায় রহিত : "Without Recours to me" দ্রষ্টব্য।

Scarcity Value—দুষ্প্রাপ্য মূল্য : কোনও দ্রব্যের বা সেবার যোগান চাহিদা হইতে কম হইলে দ্রব্য মূল্য বাড়িবে। সুতরাং ঐ দ্রব্যের বা সেবার দুষ্প্রাপ্য মূল্য আছে বলা যায়। অর্থাৎ যে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে উহা উৎপাদন ব্যয় বাড়ার জন্য নহে। সাময়িকভাবে যোগান কমিয়া গেলে, অল্প সময়ের মধ্যে যোগান সরবরাহের সমন্বয় করা সম্ভব নয়। কিন্তু যে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের যোগান খুবই সীমাবদ্ধ উহাদের স্বাভাবিক উচ্চ মূল্যও দুষ্প্রাপ্য মূল্যজনিত, যেমন হীরকাদি। কিন্তু সাময়িক চাউলের সরবরাহ কমিয়া গেলেও যে মূল্য বৃদ্ধি হইবে উহাও দুষ্প্রাপ্য মূল্য।

Satiety—সংতৃপ্তি : কোনও একটি মুহূর্তে কাহারও দ্রব্যের পরিমাণ যতই বাড়িতে থাকে, ঐ দ্রব্য হইতে তৃপ্তি বা সন্তুষ্টির পরিমাণ ততই হ্রাস পাইতে থাকে। সন্তুষ্টির পরিমাণ হ্রাস পাইতে পাইতে এমন একটি অবস্থায় পৌঁছে যখন আর সে ব্যক্তির ঐ দ্রব্যের চাহিদা আদৌ থাকে না, অর্থাৎ অতিরিক্ত দ্রব্য হইতে সন্তুষ্টি পায় না। সুতরাং যে অবস্থায় আসিয়া আর তৃপ্তির সম্ভাবনা থাকেনা সেই অবস্থাকে সংতৃপ্তি কহে। Marginal utility দ্রষ্টব্য।

Saving—সঞ্চয় : ব্যয় স্থগিত রাখিয়া দ্রব্য বা অর্থের সঞ্চয় করিলে তাহাকে সঞ্চয় কহে। আয় হইতে যে অংশ প্রকৃত ব্যয় হয় তাহা বাদে যাহা বাকী থাকে তাহাই সঞ্চয়। অভাব পূরণোপযোগী দ্রব্যের মিতব্যয়িতার সহিত ব্যবহারকেও সঞ্চয় কহে।

Savings Bank—সঞ্চয় ব্যাঙ্ক : যে সকল ব্যাঙ্ক দীর্ঘ মিয়াদী আমানত

গ্রহণ করে এবং ঐ আমানত দীর্ঘমিয়াদী ঋণপত্রে বা ষ্টক ও শেয়ারে বিনিয়োগ করে সেই সমস্ত ব্যাঙ্ককে সঞ্চয়-ব্যাঙ্ক কহে।

Says Law : প্রাচীনপন্থী অর্থনীতিবিশারদদের মধ্যে Sayর একটি বিশেষ স্থান আছে। Sayর মতে কোনও দ্রব্যের চাহিদার অতিরিক্ত উৎপাদন সম্ভব নয় কারণ তাহার মতে দ্রব্যের পরিবর্ত্তেই দ্রব্য বিনিময় হয়। মুদ্রা বা অর্থ কেবল মাত্র বিনিময়ের মাধ্যম। দ্রব্য দ্বারা দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় হয় বলিয়াই কোনও অতিরিক্ত উৎপাদন সম্ভব নহে। তাহার মতে উৎপাদন নিজস্ব চাহিদা গঠন করে (Supply will create its own demand) এই মত অনুসারে বাজারে সর্ব্বদাই এক সমভাব (Equilibrium) বা সমতা বজায় থাকে। এই তত্ত্বানুসারে বাজারের মন্দা বা তেজী অবস্থার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কম ইত্যাদি ব্যাখ্যা করা যায় না।

Scale—শ্রমিক সংঘ কতৃক অনুসৃত নিয়মাবলী না মানিয়া যে শ্রমিক কার্য্য করে অথবা শিল্পের শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘটরত থাকিলেও যে শ্রমিক সেই শিল্পে কার্য্য করিতে থাকে তাহাকে বুঝায়।

Scrip—কাঁচাপ্রাপ্তি পত্র ; বীজক : যৌথ কারবারের অংশ পত্র, ঋণপত্র অথবা অনুরূপ কোনও দলিলের পূর্ণ মূল্য একবারে পরিশোধ করার বদলে কয়েকটি কিস্তিতে আদায়ের নিয়ম থাকিলে যত দিন পাওনা সম্পূর্ণ মূল্য শোধ না হয় ততদিন পর্য্যন্ত অংশ পত্র বা ঋণ পত্র ক্রয়ের প্রমাণক হিসাবে যে দলিল দেওয়া হয় উহাকে কাঁচাপ্রাপ্তি পত্র বলে, যেমন অংশ পত্রের কাঁচাপ্রাপ্তি পত্র। (Share scrip দ্রষ্টব্য)। ঋণ পত্রের বেলাতে বলা হয় (Debenture scrip.) যখন অংশপত্র বা ঋণপত্রের মূল্য আবেদন (Application) ; বিলি (Allotment) এবং তলব (Call) এই তিন ভাগে আদায় করা হয়, কাঁচাপ্রাপ্তি পত্র বা ঋণ পত্র ক্রেতাকে বিলির মূল্য আদায় হইলে দেওয়া হয়। যখন অংশ পত্র বা ঋণ পত্রের মূল্য সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হয় তখন কাঁচাপ্রাপ্তি পত্র কারবারের কার্য্যালয়ে জমা দিতে হয় এবং কাঁচাপ্রাপ্তি পত্রের বদলে অংশপত্র প্রমাণক বা পাকা প্রাপ্তি পত্র দেওয়া হয় উহাকে বলা হয় (Share Certificate) বা ঋণ পত্রের বেলায় (Debenture Certificate)।

Scrip Dividend—বীজক লভ্যাংশ, কাঁচাপ্রাপ্তি পত্র লভ্যাংশ : কোনও যৌথ কারবারের লভ্যাংশ নগদান শোধ না করিয়া অন্য কোনও

যৌথ কারবারের অংশ পত্র বা ঋণপত্র বিলি করিয়া শোধ করিয়া থাকিলে এই প্রকার লভ্যাংশকে কাচাপ্রাপ্তি লভ্যাংশ কহে। কাচাপ্রাপ্তি লভ্যাংশ বলা হয় এই জন্য যে, যে অংশ পত্র বা ঋণ পত্র বিলিকরা হয় উহার মূল্য আংশিক পরিশোধ করিয়া মূল যৌথ কারবার অংশ পত্র বা ঋণ পাইয়াছিল এবং ঐ কাঁচাপ্রাপ্তি পত্র লভ্যাংশ হিসাবে বিতরণ করা হইতেছে।

Seal Book—প্রত্যেক যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠাণের শীল থাকে। ঐ প্রনিষ্ঠানের প্রত্যেকটি দলিল ও চুক্তিতে শীলাঙ্কিত করা বাধ্যতামূলক। এইরূপ শীলাঙ্কিত সমস্ত দলিলের মূল বিষয় বস্তু, কোন তারিখে দলিল সম্পাদন হইল, কোন তারিখে দলিলে শীলাঙ্কণ করা হইল; শীলাঙ্কণ কালে উপস্থিত ব্যাক্তিদের নাম ঠিকানা; দলিলের পরিণতি ইত্যাদি বিশদ বিবরণ যে বহিতে রাখা হয় তাহাকে শীল বহি কহে। শীল বহির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। কারণ গুরুত্ব পূর্ণ সমস্ত দলিল এবং চুক্তির এক প্রতিলিপি ঐ শীল বহিতে পাওয়া যায়। শীল বহি লেখকের প্রত্যেকটি লেখার সঙ্গে দস্তখত করা বাধ্যতামূলক। ভবিষ্যতে কোনও দলিলের মূলবিষয় বস্তু নিয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে শীলবহি সাক্ষ্য প্রমাণক হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

Searchers—**শুল্ক অন্বেষক**ঃ শুল্ক কার্য্যালয়ের যে কর্ম্মচারীর উপর রপ্তানি দ্রব্য নিয়মানুগ হইয়াছে কিনা পরিদর্শন করার ভার এবং যে শুল্কাধীনে দ্রব্য রপ্তানি করার অনুমতি পত্র দেয় তাহাকে শুল্ক অন্বেষক কহে।

Seasonal Unemployment—**মরশুমীবেকারত্ব**ঃ Unemployment দ্রষ্টব্য।

Seasoned Security—**পরিপক্ক প্রতিভূ পত্র বা অংশপত্র**ঃ যে সমস্ত প্রতিভূ পত্র বা অংশ পত্রের উপর একাদি ক্রমে বহুদিন ভাল সুদ ও লভ্যাংশ দেওয়ার নিদশন আছে যাহার ফলে বাজারে ঐ প্রতিভূ পত্রের মূল্য স্থির থাকে, উঠানামা আকিঞ্চিৎকর সেই প্রতিভূ পত্র ও অংশপত্রকে পরিপক্ক প্রতিভূ পত্র বা অংশ পত্র কহে।

Sea Worthy—**সমুদ্রোপযোগী**ঃ সামুদ্রিক বীমার সর্ত্তাবলীর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সর্ত্ত হইল জাহাজের সমুদ্রোপযোগিতা। সমুদ্রোপযোগিতা বলিতে জাহাজ যে সমুদ্র পথে যাত্রা করার উপযোগী তাহাই বুঝায়। জাহাজ নিয়মিত মেরামত হইয়াছে, জাহাজের সমুদ্র বাত্যা, উর্ম্মি ইত্যাদি

সহ্য করার ক্ষমতা আছে; এবং জাহাজ যে পরিমাণ ওজন বহন করিতে প্রস্তুত উহা বহন করার ক্ষমতা আছে। এই সকল সর্ত পূরণ করিলেই সেই জাহাজ এবং জাহাজের মাল দায়গ্রাহক বীমা করিয়া থাকে।

Second Via—দ্বিতীয় প্রস্ত: বিনিময় পত্রের দ্বিতীয় প্রস্ত, বিনিময় পত্র যাহাতে সত্বর বিনিময় পত্র গ্রহীতার নিকট পৌঁছে তাহার জন্য, নির্দ্ধারিত পথ ব্যতীত অন্য কোনও পথে পাঠান হইলে সেই বিনিময় পত্রকে দ্বিতীয় প্রস্ত কহে। তৃতীয় প্রস্ত ঐ ভাবে পাঠান হইলে তাহাকেও তৃতীয় প্রস্ত কহে। (Third vai) দ্রষ্টব্য।

Secondary Boycott—গৌণ বয়কট: যে মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকের কোনও অভিযোগ নাই সেই মালিকের দ্বারা যাহার বিরুদ্ধে মুখ্য বয়কট নীতি গ্রহণ করা হয়, তাহার উপর চাপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বয়কট করা হইলে সেই বয়কটকে গৌন বয়কট কহে। এক শিল্পের মালিকের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিয়া শ্রমিকগণ বয়কট করিলে, সেই শিল্পের মালিকের উপর চাপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে অপর কোনও মালিককে যদি এইরূপ অনুরোধ করা হয় যে প্রথমোক্ত শিল্প মালিকের সহিত সম্পর্ক ছেদ না করিলে তাহার শিল্পের শ্রমিকগণ বয়কট করিবে তাহাকে গৌণ বয়কট কহে।

Secondary Strike — সহানুভূতিপূর্ণধর্মঘট: Sympathetic Strike দ্রষ্টব্য।

Secondary Picketing—গৌণ বা সহানুভূতিপূর্ণ পিকেটিং: যে শিল্পের মালিকের সহিত শ্রমিক সংঘের কোনও বিরোধ নাই অথচ সংশ্লিষ্ট শিল্প মালিকের সহিত সম্পর্ক আছে, সেই প্রকার শিল্পে পিকেটিং করাকে গৌণ পিকেটিং কহে।

Secret Reserve—লুক্কায়িত সঞ্চিতি: Hidden Reserve দ্রষ্টব্য।

অনিমুনাফা উদ্বৃত্ত পত্রে দর্শান না হইলেই তাহাকে লুকান সঞ্চিতি কহে। নিম্নলিখিত উপায়ে লুক্কায়িত সঞ্চিতি গঠন করা হয়:—(১) কোনও সম্পদের প্রকৃত মূল্য হইতে কম মূল্যে দেখান হইলে প্রকৃত মূল্যের ও দর্শাণ মূল্যের ব্যবধান লুক্কায়িত সঞ্চিতি। (২) অপরিশোধ্য ঋণ সঞ্চিতি, অথবা পণ্য কোনও প্রকার সম্ভাব্য লোকসান সঞ্চিতি অনুমানিক মূল্যের অতিরিক্ত মূল্যে দেখান হইলে; (৩) মূলধনব্যয় রাজস্ব ব্যয়ে দেখান হইলে, লাভের পরিমাণ

কমিয়া যায় (৪) সম্পদের মূল্য না চড়াইয়া কোনও বিশেষ সম্ভাব্য দায়ের পরিমাণ বাড়ান।

Secular Stagnation—দীর্ঘকালীন স্থিরতা: কালব্যাপী অর্থনৈতিক কার্য্য খুব নিম্নস্তরে থাকিলে উহাকে দীর্ঘকালীন স্থিরতা বা অবিচলতা কহে।

Secular Trend—দীর্ঘকালীন ধারা: অর্থনৈতিক কার্য্যে দীর্ঘকালব্যাপী একই ধারা পরিলক্ষিত হইলে, (যেমন ক্রমান্বয় ঊর্দ্ধগতি ও কার্য্যের প্রসার; অথবা ক্রমাগত নিম্নগতি ও কার্য্যের সংকোচ) সেই অর্থনৈতিক অবস্থাকে দীর্ঘকালীন ধারা কহে।

Scheduled Area: গ্রেট বৃটেনের ১৯৪৭ সালের বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় আইনে (Exchange Control Act 1947) ষ্টার্লিং এলাকাভুক্ত দেশ সমূহের একটি ফিরিস্তি বা লিষ্টি আইনের সহিত যুক্ত করা হয়। ঐ সমস্ত দেশকে তালিকাভুক্ত অঞ্চল কহে। ইহাকে ষ্টার্লিং অঞ্চল বলিলেও ভুল বলা হয় না।

Security—প্রত্যাভূতি; জামানত: যে দ্রব্য নিজের অধিকারে বা ব্যবহারে নাই এই প্রকার দ্রব্যে অধিকার দান করিয়া যে দলিল সম্পাদন করা হয় তাহাকে প্রত্যাভূতি বা জামানত কহে। ইহা ঋণ আদান প্রদানে ব্যবহার হয়। তবে ঋণীকৃত অর্থ নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ না হইলেই ঐ প্রত্যাভূতি বা জামানত ব্যবহার করিয়া জামানত দ্রব্যের অধিকার গ্রহণ করা হয়।

Secured Creditor—সংরক্ষিত পাওনাদার: পাওনাদারদের পাওনা বাবদ দেনাদার বিশেষ কোনও সম্পদ জামানত রাখিয়া দলিল সম্পাদন করিয়া দিলে সেই পাওনাদারকে সংরক্ষিত পাওনাদার কহে। ব্যবসা গুটান কালে সংরক্ষিত পাওনাদার জমানত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া তাহার পাওনা আদায় করিতে পারে এবং জমানত দ্রব্য ঋণমূল্যের অতিরিক্তমূল্যে বিক্রয় হইলে অতিরিক্ত অর্থ দেনাদারকে ফেরত দিতে হয়।

Security Capital—নিরাপদ মূলধন; নির্ঝুঁকী মূলধন: যে মূলধনের ঝুঁকি নাই বলিলেও চলে তাহাকে নিরাপদ মূলধন কহে। ইহাকে নির্ঝুকী মূলধনও বলা চলে। ঋণ মূলধনকেই নির্ঝুঁকী মূলধন বলা যায়। সেই

ঋণ-মূলধনের পরিবর্তে কোনও সম্পদ জমানত বা প্রত্যাভূতি হিসাবে থাকিলেই উহা প্রকৃতপক্ষে নিঝুঁকী মূলধন হয়।

Security Council—নিরাপত্তা পরিষদ : রাষ্ট্র সংঘের অধীন একটি বিশেষ সংস্থা। এই সংস্থার কর্তব্য পৃথিবীতে শান্তি বজায় রাখা। এই সংস্থায় ১১টী রাষ্ট্র সদস্য আছে। উহার মধ্যে ৫টী রাষ্ট্র চিরস্থায়ী সদস্য হিসাবে পরিগণিত। উহারা হইতেছে—গ্রেট বৃটেন, আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স এবং চীন সাম্রাজ্য। পৃথিবীতে শান্তি বজায় রাখার জন্য ১১টী রাষ্ট্র সদস্যের মধ্যে ৭টী রাষ্ট্র সদস্য ভোট দিলে যে কোনও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক, অবরোধ; রাজনৈতিকঅবরোধ রাষ্ট্রদূত বিনিময় বন্ধ – এই সকল পন্থা অবলম্বন করিতে পারে।

Segregated appropriation—দফাওয়ারী বণ্টন : Itermised appropriation স্থলে ব্যবহার হয়। উহা দ্রষ্টব্য। Appropriation দ্রষ্টব্য।

Seigniorage—মুদ্রাটঙ্কণ লাভ : মুদ্রা ব্যবস্থায় অবাধ টঙ্কন নিয়মের প্রচলন থাকিলে যে কেহই নির্দ্দিষ্ট পরিমান ধাতু টাকশালে জমা দিলে এক নির্দ্দিষ্ট হারে ধাতুর পরিবর্তে ধাতব মুদ্রা পাইতে পারে। কিন্তু ধাতুর পরিবর্তে মুদ্রা পাইতে হইলে ধাতু ও মুদ্রার বিনিময় হারের অতিরিক্ত কিছু মাশুল দিতে হয় তাহাই মুদ্রাটঙ্কন লাভ। আবার ধাতব মুদ্রা বিনিময় হারের অতিরিক্ত পরিমাণ ধাতু জমা দিতে হইলে যে অতিরিক্ত ধাতু পাওয়া যায় উহাও মুদ্রাটঙ্কন লাভ। অনেকের মতে প্রতীক বা নিদর্শক মুদ্রা আঙ্কিক মূল্যের অধিক মূল্যে বিক্রয় হইলে অতিরিক্ত মূল্যকেও মুদ্রাটঙ্কন লাভ কহে। Brassage দ্রষ্টব্য।

Seed oil—বীজতৈল : কোন ও বীজ হইতে যে তৈল পাওয়া যায় তাহাকে বীজ তৈলকহে। যেমন তিসি, অথবা সরিষা, হইতে যে তৈল পাওয়া যায় তাহাকে বীজ তৈল কহে।

Seizie—নিষ্কর বা লাখেরাজ ভূমির অধিকারকে বুঝায়।

Seizure Note—আটক বা বাজেয়াপ্ত পত্র : অবৈধ আমদানী বা রপ্তানী, অথবা শুল্কাধীন দ্রব্য শুল্ক না দিয়া বেআইনী ভাবে আমদানী বা রপ্তানি করা হইলে শুল্ক কর্ম্মচারীদের ঐ দ্রব্য বাজেয়াপ্ত বা আটক করার অধিকার থাকে। যদি ঐ প্রকার কোনও দ্রব্য বাজেয়াপ্ত বা আটক করা হয়

উহা যাহাতে সহজে সনাক্ত করা যায় সেই জন্য ঐ দ্রব্যের গায়ে এই চিঠা আটিয়া রাখা হয়। এই চিঠায় বাজেয়াপ্ত বা আটক করণ বিষয়ের সমস্ত তথ্য থাকে।

Self Balancing Ledgers—স্বয়ংতুলন খতিয়ান : খতিয়ানে যদি কাঁচা তুলনপত্র বা রেওয়ামিলের ব্যবস্থা থাকে তবে তাহাকে স্বয়ংতুলন খতিয়ান কহে।

Self Interest—ব্যক্তিগত স্বার্থ : প্রাচীনপন্থী অর্থনীতি বিশারদদের মতে ব্যক্তিগত স্বার্থ পরিপূরণের জন্য মানুষ অর্থ নৈতিক কর্ম্ম করিয়া থাকে। ফলে সমাজের অর্থ নৈতিক উন্নতি হয়। ব্যক্তিগত লাভ সুখ, সুবিধা, ইত্যাদিকেই অর্থনীতি ক্ষেত্রে ব্যাক্তিগত স্বার্থ বলা হয়। Hedonist দ্রষ্টব্য।

Self Sufficient Nation—স্বয়ং সম্পূর্ণ দেশ : যে দেশ আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্যই নিজে উৎপাদন করে বা করিতে সক্ষম সেই দেশকে স্বয়ং সম্পূর্ণ দেশ কহে। স্বয়ং সম্পূর্ণ দেশের পক্ষে আমদানীর আবশ্যক হয়না। স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার চেষ্টাকে দেশের পক্ষে অর্থ নৈতিক জাতীয়তাবাদ কহে। (Economic Nationalism দ্রষ্টব্য) তবে বর্ত্তমান যুগে মনুষ্যসমাজের চাহিদা এতই অধিক যে কোনও দেশের পক্ষে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া বিশেষ কষ্টকর। এবং অনেক ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার চেষ্টায় দেশকে উচ্চ উৎপাদন ব্যয়ে উৎপাদন করিতে হয়। অনেকক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিতে গেলে আপেক্ষিক সুযোগের ফল বিসর্জ্জন দিতে হয়।

Sellers' Market—বিক্রেতা অধ্যুষিত বাজার : বাজারের চাহিদা ও যোগানের অবস্থায় দ্রব্য মূল্য উচ্চ হইলেও বিক্রেতা মূল্য কমাইয়া বিক্রয় না করিয়া দ্রব্য মজুত রাখিতে ইচ্ছুক এবং ক্রেতাও উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিতে পরাম্মুখ নহে—যাহার ফলে বিক্রেতার লাভ হয়, সেই অবস্থাকে বিক্রেতার বাজার কহে। ইহার বিপরীতই হইল ক্রেতার বাজার Buyers' Market দ্রষ্টব্য।

Sellers' Surplus—বিক্রেতার উদবৃত্ত পাওনা : বিক্রেতা কোন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পায় তাহা স্বাভাবিক অবস্থায় তাহার বিক্রয় মূল্যের অধিক হইলে অর্থাৎ যে মূল্যে বিক্রেতা স্বাভাবিক অবস্থায় বিক্রয় করিতে অনিচ্ছুক হইত না, তাহা হইতে বেশী হইলে দুয়ের ব্যবধানই

বিক্রেতার উদ্বৃত্ত পাওনা। ভোগোদ্বৃত্ত (Consumers' Surplus) যেমন কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে যে মূল্য দিতে ইচ্ছুক ক্রেতা তাহার কম মূল্যে সেই দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে তাহা হইলে দুয়ের ব্যবধানই ভোগোদ্বৃত্ত। উভয় অবস্থাই কাল্পনিক মাত্র।

Sellers' Over—বিক্রেতাধিক্য: বাজারে ক্রেতার তুলনায় বিক্রেতার সংখ্যা অধিক হইলে, অথবা বিক্রেতা আছে ক্রেতা নাই, এইরূপ অবস্থা হইলে সেই বাজারকে বিক্রেতাধিক্য বাজার কহে।

Selling out—বিক্রয় শোধ: ষ্টক বা শেয়ার বাজারে ক্রেতা ক্রয়ের চুক্তি করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে ক্রয়মূল্য পরিশোধ করিয়া শেয়ার বা অংশপত্রের বিলি গ্রহণ না করিলে বিক্রেতা ইচ্ছা করিলে ঐ শেয়ার বা অংশপত্র ক্রেতার নামে বিক্রয় করিতে পারে। কিন্তু এই প্রকার বিক্রয়ের জন্য বিক্রেতাকে কোনও ব্যয় বহন করিতে হইলে উহার মূল্য ক্রেতার নিকট হইতে আদায় করিতে পারে। এই প্রকার বিক্রয়কে বিক্রয়শোধ কহে।

Selling Short—ভবিষ্যতে অংশপত্র বা শেয়ারের মূল্য কমিয়া যাইতে পারে এরূপ মনে হইলে দালালের নিজের শেয়ার বা অংশপত্র না থাকিলেও সে বিক্রয়ের চুক্তি করে, কারণ ভবিষ্যতে বিলি দেওয়ার তারিখে বিক্রেতা কম মূল্যে বাজার হইতে শেয়ার কিনিয়া বিলি দিতে পারিবে এই বিশ্বাস তাহার আছে। আবশ্যক হইলে শেয়ার বিলি দিতে হইলে অন্য দালালের নিকট হইতে ঐ শেয়ার ধার করিতেও পারে। বাজারে শেয়ারের মূল্য না কমিয়া যদি বাড়িয়া যায় তাহা হইলে বিক্রেতার লোকসান হয়; কারণ, প্রথমতঃ তাহাকে অতিরিক্ত মূল্যে শেয়ার কিনিতে হয় দ্বিতীয়তঃ ধার করিয়া যে শেয়ার বিলি দেওয়া হয় সে বাবদ ও তাহাকে কিছু ব্যয় ভার বহন করিতে হয়।

Sensitive Market—সুবেদী বাজার: বাজারের অবস্থা যদি এমন হয় যে কোনও ভাল অথবা খারাপ সংবাদ রটনা হইলেই বাজার দর খুব দ্রুত পরিবর্ত্তন হয় তবে তাহাকে সুবেদী বাজার কহে।

Sequestration—(১) বিবাদ মীমাংসা সাপেক্ষ কোনও সম্পদ বিবাদমান কোনও পক্ষের হাতে ন্যস্ত না রাখিয়া তৃতীয় কোনও পক্ষের হাতে ন্যস্ত রাখিলে তাহাকে তৃতীয় পক্ষ দখল বা Sequestration কহে;

(২) কোনও সম্পত্তি হইতে যে লাভ বা আয় হয় উহা দ্বারা যতদিন সম্পত্তির দায় শোধ না হয় ততদিন ঐ সম্পত্তি ধরিয়া রাখাকে আটক দখল কহে;

(৩) পাওনাদারদের পাওনা শোধ করার জন্য দেউলিয়ার সম্পত্তি দখলে রাখাকে ক্রোকদখল কহে।

Sequestrator—বিরোধীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার যাহার হস্তে ন্যস্ত থাকে তাহাকে ক্রোকদখলদার কহে।

Service Utility—**সেবা উপযোগ**: ব্যক্তিগত সেবা দ্বারা যে উপযোগ তৈয়ার করা হয় তাহাকে সেবা উপযোগ কহে। ডাক্তারের পরামর্শ; উকিলের পরামর্শ, শিক্ষকের শিক্ষাদান সেবা উপযোগের উদাহরণ।

Settling Day—**হিসাব চুকাইবার দিন**: ষ্টক বা শেয়ার বাজারে যে দিনে শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের চূড়ান্ত হিসাব করা হয় অর্থাৎ ক্রয় মূল্য শোধ করিয়া শেয়ারের বিলি নিতে হয় অথবা বিক্রয় মূল্য বহন করিয়া শেয়ার বিলি দিতে হয় সেই দিনকে বলে চূড়ান্ত দিবস। শেয়ার বাজারে প্রত্যেকটি লেনদেনের জন্য ৪টি নির্দ্ধারিত দিন থাকে: (১) হর্জানা বা মিটাইবার দিন। Contango; Carrying over Day দ্রষ্টব্য। (২) Ticket or Name Day দ্রষ্টব্য টিকেট দিবস। (৩) অন্তবর্ত্তী দিবস Intermediate Day দ্রষ্টব্য। (৪) চূড়ান্ত দিবস (Settlement Day দ্রষ্টব্য)। চূড়ান্ত দিবসের পরও যে ক্রয় বিক্রয় হয় উহার মূল্য শোধ বা শেয়ার বিলির দিবসকে বলে হিসাব চুকাইবার দিবস, ইহাকে Pay Dayও কহে, উহা দ্রষ্টব্য।

Set off—**উল্টা দাবী**: একটি লেনদেনে পাওনাদারের বিরুদ্ধে দেনাদার কোনও পাল্টা দাবী করিয়া পাওনাদারের পাওনা শোধ করিয়া দিলে তাহাকে পাল্টা দাবী কহে। এক্ষেত্রে পাল্টা দাবীর ফলে দেনাদার পাওনাদারের বিরুদ্ধে কোনও মূল মামলা আনায়ন করিতে পারে না।

Settling Bank—**হিসাব চুকাইবার ব্যাঙ্ক**: যে ব্যাঙ্কে সমস্ত নিকাশী ব্যাঙ্কের হিসাব থাকে এবং যে ব্যাঙ্ক নিকাশী ব্যাঙ্কদের মধ্যে পারস্পরিক দেনা পাওনা বইতে জমা বা খরচ লিখিয়া অথবা চেক দ্বারা শোধ করা হয় সেই ব্যাঙ্ককে হিসাব চুকাইবার ব্যাঙ্ক কহে।

Severance Tax: জমি অথবা জল হইতে উৎপাদিত দ্রব্যের উপর যে কর বসান হয় তাহাকে পৃথককরণ কর কহে।

Severance Wage : Dismissal Wage দ্রষ্টব্য।

Share Capital : যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের মূলধন কোনও এক ব্যক্তি বা মুষ্টিমেয় ব্যাক্তি যোগায় না। যৌথ কারবারের মূলধন সংগ্রহ করা হয় অংশপত্র বিক্রয় করিয়া। সুতরাং যে মূলধন অংশপত্র বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করা হয় তাহাকে অংশপত্র মূলধন কহে।

Share Certificate—অংশপত্র ; শেয়ারপত্র : যৌথকারবারী প্রতিষ্ঠানের মূলধন যোগানদারদের মূলধন প্রাপ্তির পর কারবার যে প্রাপ্তিপত্র দেয় উহাই অংশপত্র বা শেয়ার পত্র। ইহা দ্বারা অংশপত্র ক্রেতার ব্যবসায়ের মূলধনে অংশ, লাভাংশে অংশ প্রমাণিত হয়। অংশপত্রে ক্রেতার নাম, ঠিকানা, ক'খানা শেয়ার তাহাকে বিলি করা হইল, উহার নম্বর ; ইত্যাদি বিশদ বিবরণ থাকে। শেয়ার পত্রে কারবারের নিজস্ব সাধারণ শীলাঙ্কণ করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ শেয়ারপত্র কারবারের একটি বিশেষ দলিল। যৌথ কারবারের সমস্ত দলিলে শীলাঙ্কণ বাধ্যতামূলক।

Share Register : Register of members দ্রষ্টব্য।

Share Transfer Audit—শেয়ার হস্তান্তর নিরীক্ষা : শেয়ার বা অংশপত্র হস্তান্তর হইলে উহা নির্ভুল নিবন্ধন হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। অনেক ক্ষেত্রে অসৎ উদ্দেশ্যেও শেয়ারপত্র হস্তান্তর হয়। শেয়ার হস্তান্তর পরীক্ষা করিয়া যদি কোনও ভুল দেখা যায় ঐ ভুল সংশোধনের জন্য পুনরায় শেয়ার বা অংশপত্র হস্তান্তর করা প্রয়োজন হয়। শেয়ারপত্রের হস্তান্তর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখাকে শেয়ারপত্র নিরীক্ষা কহে।

Share Warrant—শেয়ার অধিপত্র : শেয়ার অধিপত্র শেয়ার পত্রের মতই শেয়ার মালিকদের শেয়ারের অধিকার স্বীকৃতি। কিন্তু শেয়ার-পত্র (Share Certificate) দেওয়া না হইলে শেয়ার অধিপত্র দেওয়া হয়। শেয়ার অধিপত্র দ্বারাও শেয়ার মালিক যে কয়খানা শেয়ারের মালিক তাহা স্বীকার করা হয়। বাহক-শেয়ার-অধিপত্র বিনা পিছনসহিতেই হস্তান্তরযোগ্য। শেয়ারপত্র যৌথ কারবারে নিবন্ধন করার আবশ্যক হয় না। শেয়ার-পত্রের মূল্য সম্পূর্ণ শোধ হইলেই শেয়ার অধিপত্র দেওয়া যায়। শেয়ার অধিপত্র ঘরোয়া যৌথ কারবার বিলি করিতে পারে না।

Sherman Anti-Trust Act—আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে এই

আইনটি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। (১৮৯০) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই প্রথমে ন্যাস, বা ব্যবসায় সংহতি (Trust) গঠিত হয় আর সেই দেশেই ন্যাস ব্যবসায়ের প্রবল বিরোধিতা দেখা যায়। ন্যাসের যথেষ্ট গুণ আছে সন্দেহ নাই, কারণ ইহাতে বহুল উৎপাদন ও প্রচুর মূলধন সংগ্রহ সম্ভব হয়, উৎপাদনে মিতব্যায়িতার সম্পূর্ণ সুফল পাওয়া যায়, কিন্তু ন্যাস যতই অগ্রসর হইতে থাকে, ন্যাসের পক্ষে একচেটিয়া ব্যবসায় স্থাপনও তত সহজ হয়। একচেটিয়া ব্যবসা স্থাপন অথবা ব্যবসায় প্রতিবন্ধকতা করিলে সে ন্যাসের আইনতঃ ব্যবসা করার অধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়া কর্ত্তব্য। তাই ন্যাসের দোষত্রুটি সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস সদস্য Sherman ন্যাস বিরোধী বিল আনায়ন করেন এবং উহা পাশ হওয়ার ফলে ব্যবসায়ে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা; প্রতিযোগিতায় বাধা সৃষ্টি করা, একচেটিয়া ব্যবসায় স্থাপন ইত্যাদি বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হয়। কোনও ব্যবসায়সংহতি ন্যায় বাণিজ্যে কোনও প্রকার অসুবিধা করিতেছে প্রমাণিত হইলে যে ব্যবসায় ঐ কার্য্যের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই ব্যবসায় ন্যাসের নিকট হইতে আদালত কর্ত্তৃক স্বীকৃত ক্ষতির তিনগুণ পরিমাণ অর্থ খেসারত বা ক্ষতি পূরণ আদায় করিতে পারে।

Shift—পালা: Graveyard shift, Rotating shift দ্রষ্টব্য।

Shifting of Taxation—কর নিবর্ত্তন: যে ব্যক্তির উপর কর আরোপ করা হয় সে যদি সেই করভার অন্যের উপর অপসারণ বা স্থানান্তর করিতে পারে তবে তাহাকে কর নিবর্ত্তন কহে। পরোক্ষ কর যেমন অন্তরোৎপাদন শুল্ক বা কর; বিক্রয় কর ইত্যাদি নিবর্ত্তনযোগ্য, প্রত্যক্ষকর যেমন আয়কর, অধিআয়কর নিবর্ত্তন করা যায়না। Incidence of Taxation দ্রষ্টব্য।

Ship Broker—জাহাজী দালাল: জাহাজের মালিক নিজের পক্ষে ব্যবসায় চালাইবার জন্য যে ব্যক্তিকে প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করে তাহাকে জাহাজী দালাল কহে। দালালের কর্ত্তব্য জাহাজে বহন করার জন্য মাল সংগ্রহ করা, মাল বীমাকরা, মালের ভাড়া স্থির করা, নৌভাটক তৈয়ার করা, বহনপত্র তৈয়ার করা ইত্যাদি। এই কর্ত্তব্যগুলি সম্পাদন

করার জন্য দালাল, জাহাজের মালিকের নিকট হইতে ঐ দালালের মাধ্যমে যে মূল্যের কার্য্য হয় উহার এক শতকরা হারে দস্তরি বা কমিশন পাইয়া থাকে।

Ship Canal—যে সমস্ত খাল এত প্রশস্ত যে জাহাজ চলাচল করিতে পারে তাহাকে জাহাজ যাতায়াতোপযোগী খাল কহে। সুয়েজ, পানামা, কিয়েল, ম্যাঞ্চেষ্টার খাল উহার উদাহরণ।

Shipment—নৌ প্রেষণঃ যে সমস্ত দ্রব্য জাহাজে করিয়া একস্থান হইতে অন্য কোন স্থানে প্রেরণ করা হয় উহাকে নৌপ্রেষণ কহে।

Shipped in good order & conditionঃ সাদা বা নির্দোষ বহনপত্রে (Clean Bill of Lading) চালানী মাল যে ভাল অবস্থায় চালান দেওয়া হইয়াছে তাহা লিখিতে হয়।

Shipping bill—ফেরত-শুল্ক দ্রব্যের উপর শুল্ক ফেরত আদায় করিতে হইলে শুল্ক কার্য্যালয়ের যে দলিল আবশ্যক হয় উহাই জাহাজী বিল।

Shipping Documents – নৌপ্রেষণ দলিলঃ যে সকল দলিল আমদানী রপ্তানীতে ব্যবহার হয় তাহাকে নৌপ্রেষণ দলিল কহে। উহার মধ্যে প্রধান প্রধান গুলি ঃ (১) রপ্তানী চালান (Export Invoice) (২) বহনপত্র (Bill of Lading) (৩) বাণিজ্যদূতের চালানপত্র (Consular Invoice) (৪) প্রভবলেখ (Certificate of Origin) (৫) বীমাপত্র (Insurance Policy)। উহা দ্রষ্টব্য।

Shipping Notes—মালপ্রেষণ চিঠাঃ ইহা নিশুল্ক দ্রব্য চালানে ব্যবহার হয়। গ্রহণ নির্দ্দেশক (Receiving notes) এবং জাহাজী মালের রসিদ (Mate's Receipt) ইহাদেরই বলা হয় মালপ্রেষণ চিঠা। জাহাজী মালের রসিদ জমা দিয়া বহনপত্র গ্রহণ করিতে হয়।

Shipping Ring (Conference) : জাহাজী ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে জাহাজী ব্যবসায়ী একজোট হইলে উহাকে জাহাজী ব্যবসায়ী যুট কহে। জাহাজী ব্যবসায়ী যুট গঠন করিয়া অপ্রাকৃত উপায়ে জাহাজের ভাড়া উচ্চ রাখা হয়। আবার যুটের সদস্যদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিলম্বিত রেয়াত (Deferred Rebate System দ্রষ্টব্য) এবং অন্যান্য রেয়াত বা অনুগ্রহদান নীতি গ্রহণ করিয়া থাকে। যুটের একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার জন্য যুট বহির্ভূত জাহাজী ব্যবসায়ীদের

প্রতিযোগিতা হইতে সরাইয়া দেওয়ার জন্য আবশ্যক হইলে লোকসান স্বীকার করিয়াও খুব কম ভাড়ায় মাল বহন করিয়া থাকে। পরে প্রতিযোগী জাহাজী ব্যবসায়ীগণ বাজার হইতে অপসৃত হইলে একচেটিয়া ব্যবসায় স্থাপন করিয়া মালের ভাড়া বাড়াইয়া থাকে।

Ship's Husband : জাহাজের পরিচালনার ভার যাহার উপর ন্যস্ত থাকে তাহাকেই জাহাজের অধ্যক্ষ কহে। জাহাজের অধ্যক্ষ কথাটি কেবলমাত্র বৃটিশ জাহাজী মালিকগণই নিয়োগ করিয়া থাকে।

Shipping Specification—মালপ্রেষণ বিনির্দেশ : জাহাজে যে মাল প্রেরণ করা হয় তাহার বিশদ বিবরণ শুল্ক কার্য্যালয়ে জমা দিতে হয়। উহাকেই মালপ্রেষণ বিনির্দেশ কহে।

Ship's Manifest—মালপ্রেষণ ঘোষণাপত্র : জাহাজে যে সমস্ত মাল বহন করিয়া থাকে উহার প্রত্যেকটি দ্রব্যের বিশদ বিবরণ জাহাজের দালাল এবং জাহাজের প্রধান নাবিক বা অধ্যক্ষকে সহি করিয়া দিতে হয়। ইহা অন্তর্মুখী যাত্রা বা বহির্মুখী যাত্রা উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয়। ইহাতে যে বিবরণ সমূহ থাকে তাহা :—

(১) মাল প্রেরক ও মাল গ্রহীতার নাম ;

(২) প্রত্যেকটি (বস্তা বা বাক্স) দ্রব্যের নিজস্ব চিহ্ন ;

(৩) প্রত্যেকটি বস্তা বা বাক্সের ওজন ,

(৪) বহন পত্রের অনুরূপ, মালের ভাড়ার হিসাব।

Ship's Protest : বীমাকৃত মালের ক্ষতি হইলে ক্ষতিপূরণের দাবী করিতে জাহাজের অধ্যক্ষের একটি ঘোষণা দরকার। এই ঘোষণায় জাহাজ কি অবস্থার সম্মুখীন হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইল তাহার বিবরণ থাকে। লেখ্য প্রমাণিকের (Notary Public) সম্মুখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ঘোষণা করিতে হয়। এই ঘোষণাপত্রে জাহাজের অধ্যক্ষ এবং দুইজন নাবিকের সাক্ষ্য হিসাবে সহি করিতে হয়।

Shipping Weight : জাহাজে সমস্ত মাল ভর্ত্তি হইলে মালের যে ওজন স্থিরীকৃত বলিয়া ধরা হয় তাহা।

Ship's Articles—জাহাজের পরিমেল নিয়মাবলী : জাহাজ এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাত্রা আরম্ভ করার পূর্ব্বে জাহাজের অধ্যক্ষ, নাবিক ও খালাসীদের সহিত জাহাজের মালিকের একটি চুক্তিপত্র সম্পাদিত

হয়। ঐ চুক্তিপত্রে জাহাজের নাবিক, খালাসী প্রভৃতি কি কি সর্ত্তে কার্য্য গ্রহণ করিতে রাজী হইল তাহা বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ থাকে। মজুরীর হার; জাহাজে কি কি খাদ্য দ্রব্য সরবরাহ করা হইবে; জাহাজে নাবিকগণের মধ্যে পারস্পারিক সম্বন্ধ; নাবিকগণের মর্য্যাদা; কত দিনের জন্য তাহাদের নিযুক্ত করা হয়; এবং নাবিকগণের কর্ম্মকালে অন্য কোনও আবশ্যকীয় সর্তাদি মানিতে হইলে উহা এই সমস্ত বিষয়ের বিশদ আলোচনা থাকে জাহাজের পরিমেল নিয়মাবলীতে।

Ship's Passport—জাহাজের ছাড়পত্র : নিরপেক্ষ দেশের কোনও জাহাজ যুদ্ধকালে এক বন্দর হইতে অন্য বন্দর অভিমুখে রওনা কালে জাহাজকে যে যাত্রা করার অধিকার দেওয়া হইল তাহাই এই ছাড়পত্র। জাহাজের নাম, মালের বিবরণ, ইহার নাবিকদের নাম ও ঠিকানা; জাহাজের মালিকের ও অধ্যক্ষের নাম ঠিকানা, কোন বন্দরে জাহাজ নিবন্ধন হইয়াছে; গন্তব্যস্থলের নাম, ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া জাহাজের ছাড়পত্র তৈয়ার করা হয়। ইহাকে Sea Letter'ও কহে।

Ship's Report—জাহাজের বিবৃতি : উন্মুক্ত সমুদ্র এলাকা হইতে কোনও জাহাজ গ্রেট বৃটেনের কোনও বন্দরে প্রবেশ করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নির্দ্ধারিত ফরমে নাবিককে জাহাজ সম্বন্ধীয় সকল বিবরণযুক্ত এক বিবৃতি শুল্ক অফিসে জমা দিতে হয়। জাহাজ খালি থাকিলে (In Ballast) জাহাজের নাবিক ও খালাসীদের বিবরণ দিতে হয় আর মালভর্ত্তি থাকিলে মাল ও নাবিক খালাসীদের সমস্ত বিবরণ দিতে হয়।

Ship's Store Bond : কোনও শুল্কাধীন দ্রব্য জাহাজে নাবিকদের যাত্রাপথে ব্যবহারের জন্য তোলা হইলে শুল্ক কার্য্যালয়ে একটি জাহাজসম্ভার চুক্তিপত্রে সহি করিয়া জমা দিতে হয়। নচেৎ শুল্কাধীন দ্রব্যের উপর গন্তব্য-স্থানে পৌছিলে শুল্ক দিতে হইতে পারে।

Short Bill : যে সমস্ত বিনিময় পত্রের মিয়াদ লেখার পর ১০ দিনেরও কম সেই সমস্ত বিনিময়পত্রকে বুঝায়। ইহাদের মধ্যে তলবমাত্র দেয় বিনিময়পত্র, দর্শনী হুণ্ডিও আইসে।

Short Dated Bill—স্বল্প মিয়াদী হুণ্ডি : হুণ্ডি বা বিনিময়পত্র লেখার পর অল্প দিনের মধ্যেই পরিশোধ যোগ্য হইলে তাঁহাকে স্বল্পমিয়াদী

হুণ্ডি কহে। সাধারণতঃ ৩ মাসের কম মিয়াদের হুণ্ডি বা বিনিময়পত্রকেই স্বল্প মিয়াদী হুণ্ডি বা বিনিময় পত্র কহে।

Short Exchange—স্বল্পকালীন বিনিময় হার: তলবমাত্র দেয় হুণ্ডি, দর্শনী হুণ্ডি বা ১০ দিনের কম মিয়াদী বৈদেশিক বিনিময়পত্র বা হুণ্ডি যে বিনিময় হারে ক্রয় বিক্রয় হয় তাহাকে স্বল্পকালীন বিনিময় হার কহে। ইহাকে Short Rateও কহে। উহা দ্রষ্টব্য। ইহাকে Cheque Rate, Demand Rate, অথবা Sight Rateও কহে।

Short Interest—স্বল্প বিমাহিত: সামুদ্রিক বীমায় যে মূল্যের জন্য বীমা করা হয় তাহা বীমাকৃত দ্রব্যের প্রকৃত মূল্যের অধিক হইলে যে অতিরিক্ত মূল্যের বীমা করা হয় উহাকে স্বল্প বীমাহিত কহে। দুয়ের ব্যবধান পরিমাণ মূল্যের বীমাহিত না থাকিলেও বীমাগ্রহীতা বীমাদাতার নিকট হইতে বীমামূল্য আদায় করিতে পারে।

Short Loans—স্বল্প মেয়াদী ঋণ: অতি অল্প সময়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট সুদের হারে যে ঋণ দেওয়া বা নেওয়া হয় উহাই স্বল্প মিয়াদী ঋণ। ইহাকে Short Moneyও কহে। উহা দ্রষ্টব্য।

Short Money: Short Loan দ্রষ্টব্য।

Short of Stocks: ফাটকা বাজারে মন্দীওয়ালার চুক্তিকৃত শেয়ার বা ষ্টক না থাকিলে তাহাকে শেয়ার অপূরণ কহে। এই কথাটি আমেরিকাতে ব্যবহার হয়।

Short Shipment—নাকচ মাল: কোনও বিশেষ কারণে অথবা জাহাজে স্থানাভাবের জন্য জাহাজে কোনও মাল গ্রহণ করা না হইলে উহাকে নাকচ মাল কহে।

Short Dividend: ব্যাঙ্ক অথবা যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার হস্তান্তর বৎসরের কিছুদিন স্থগিত রাখা হয়। ঐ সময়টি হইতেছে লাভাংশ বিতরণপত্র (Dividend Warrant) প্রস্তুতের সময়। ঐ সময়কে লাভাংশ বিতরণের জন্য বন্ধ বলা হয়। এই সময়ে কোনও শেয়ারপত্র হস্তান্তর নিবন্ধন করা হয় না।

Sight Bills—দর্শনী হুণ্ডি: যে বিনিময়পত্র বা হুণ্ডি উপস্থিত করা মাত্রই পরিশোধ করিতে হয় তাহাই দর্শনী হুণ্ডি।

Sight Entry: Bill of Sight দ্রষ্টব্য।

Sight Draft—দর্শনী ব্যাঙ্কের হুণ্ডী : ব্যাঙ্কের হুণ্ডির মধ্যে যে সমস্ত হুণ্ডি তলবমাত্র দেয় তাহা। Draft দ্রষ্টব্য।

Silent Partner—নিষ্ক্রিয় অংশীদার : অংশীদারী ব্যবসায়ে যে অংশীদার মূলধন যোগানে অংশ গ্রহণ করে কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ করে না তাহাকে নিষ্ক্রিয় অংশীদার কহে।

Silver Standard—রৌপ্য মান : দেশের মান মুদ্রা সম্পূর্ণই যদি রৌপ্যে তৈয়ার হয়; অথবা কাগজী মুদ্রাও যদি রৌপ্য মুদ্রায় পরিবর্ত্তন যোগ্য হয় তাহা হইলে সেই মুদ্রা ব্যবস্থাকে রৌপ্য মান কহে।

Single Entry—একহরা প্রবিষ্টি : হিসাব রক্ষণ পদ্ধতির একটি। দোহরা প্রবিষ্টির নিয়ম অনুসরণ হয় না বলিয়াই ইহাকে একহরা প্রবিষ্টি কহে। ইহাতে মাত্র দেনাদার ও পাওনাদারের ব্যক্তিগত হিসাব ও নগদান হিসাবই দোহরা হিসাবে লেখা হয় এবং ইহার পৃথক পৃথক হিসাব থাকে। আধুনিক হিসাবরক্ষণ বিশারদদের মতে একহরা প্রবিষ্টি অবৈজ্ঞানিক ও যথেষ্ট দোষসম্পন্ন, বিশেষতঃ একহরা প্রবিষ্টিতে ব্যবসায়ের প্রকৃত অবস্থা বুঝা যায় না।

Single Legal Tender System—একধাতুমান নিয়ম : ইহাতে বৈধ মান মুদ্রা মাত্র একটি ধাতু দ্বারা গঠিত হয়।

Single Tax : ভূমি প্রধানবাদীগণ (Physiocrats) ভূমির উদবৃত্তই একমাত্র কর প্রদানযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। নবভূমি-প্রধানবাদীগণের মতে ভূমি হইতে যে অনুপার্জ্জিত আয় হয় উহার সম্পূর্ণই কর হিসাবে রাষ্ট্রের পাওনা। ইহার অসুবিধা দুইটি : প্রথমতঃ ভূমির অনুপার্জ্জিত আয়ের পরিমাণ স্থির করাও কষ্টসাধ্য : দ্বিতীয়তঃ আদায়ের ব্যয়বহুলতা। সুতরাং যদিও গ্রেটবৃটেনে ১৯০৯ খৃঃ ভূমির অনুপার্জ্জিত আয়ের শতকরা ১০ ভাগ কর হিসাবে আদায়ের জন্য আইন পাশ হইয়াছে, তবুও উপরিলিখিত অসুবিধার জন্য সে আইন বাতিল করা হয়।

Single Schedule Tariff : General Tariff; Unilinear Tariff দ্রষ্টব্য।

Sinking Fund—পরিশোধ নিধি ; প্রতিপূরক নিধি : কোনও ঋণ পরিশোধ করার জন্য অথবা কোনও সম্পদ পরিপূরণ করার জন্য আবশ্যকীয় অর্থতহবিল তৈয়ার করিতে এই উপায়

অবলম্বন করা হয়। ইহাতে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রতি বৎসর সরকারী প্রত্যয়পত্রে অথবা অনুরূপ কোনও প্রথম শ্রেণীর ঋণপত্রে লগ্নি বা বিনিয়োগ করা হয়। ঋণপত্র বা প্রত্যয়পত্রের উপর যে সুদ পাওনা হয় উহাও মূল অর্থের সহিত পুনরায় বিনিয়োগ করা হয়। এই উপায়ে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর নির্দ্দিষ্ট অর্থ ঐ তহবিলে জমা হয়, যদ্বারা মূল ঋণ শোধ করা হয় অথবা যে সম্পদটি পুনর্গঠণ ও পরিপূরণ করার উদ্দেশ্যে তহবিল তৈয়ার হইয়াছিল তাহা ক্রয় করা হয়। প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানই ঋণ পরিশোধের প্রস্তুতি হিসাবে এই পন্থা অবলম্বন করে।

Sister Ship Clause : সামুদ্রিক বীমায় একই মালিকের দুইটি জাহাজের মধ্যে সংঘর্ষ হইলে জাহাজের যে ক্ষতি হয় উহা পূরণ করার জন্যও বীমাপত্র গ্রহণ করা যায়। বীমা করা না থাকিলে মালিককে তাহার নিজের নামে মামলা করিতে হয়। ইহা অসম্ভব, কারণ বাদী ও প্রতিবাদী একজনই। সুতরাং নিজ জাহাজের সহিত সংঘর্ষের ফলে জাহাজের ক্ষতি হইলে উহা বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে আদায় করা যায় যদি এই প্রকার সর্ত বীমাপত্রে উল্লেখ থাকে। সে ক্ষেত্রে জাহাজ দুটির মালিক যেন দুই জন সেইরূপ মনে করিতে হয় এবং সেই জন্যই বীমাদাতা বীমাকৃত অর্থ পরিশোধ করিতে বাধ্য হয়।

Sit down Strike—বসা হরতাল : কোনও প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীগণ হরতাল করিয়া অর্থাৎ কর্ম্মবিরতি পথ গ্রহণ করিয়াও কর্ম্মস্থল ত্যাগ না করিয়া নিজ নিজ স্থানে বসিয়া থাকিলে সেই প্রকার হরতাল বা কর্ম্মবিরতিকে বসা হরতাল কহে।

Site Value—স্থান মূল্য : কোন ব্যবসায় বা জমি বা বাড়ীর অবস্থানের হেতু (যেমন রাস্তাঘাট, রেলপথের সন্নিকটবর্তিতা, এই সব কারণ হেতু) যদি জমি বাড়ী বা ব্যবসায়ের মূল্য বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে অতিরিক্ত মূল্যকে স্থানমূল্য বলা হয়।

Skipping : শুল্ক কার্য্যালয়ে দ্রব্য পাত্রান্তর করাকে বুঝায়। দ্রব্য পাত্রান্তর করিয়া পাত্রের নিজ ওজন বা কড়তা বাহির করা হয় এবং দ্রব্যের প্রকৃত ওজনও বাহির করিয়া শুল্ক ধার্য্য করা হয়।

Sleeping Partner—নিষ্ক্রিয় অংশীদার : Silent Partner দ্রষ্টব্য।

Sliding Scale Tariff—সহচরী মান শুল্ক : দ্রব্যের মূল্য

পরিবর্ত্তনের সংগে শুল্কের হারের পরিবর্ত্তন করা হইলে তাহাকে সহচরীমান শুল্ক কহে। সহচরীমান শুল্ক মূল্যানুসার বা পরিমাণানুসার দু'ই হইতে পারে। এই নিয়মে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে করের হার কমান হয় এবং মূল্য হ্রাস পাইলে শুল্কের হার বাড়ান হয়। এই রীতি বিশেষতঃ আমদানী শুল্ক প্রয়োগে ব্যবহার হয়।

Sliding Scale Wage—সহচরী মান মজুরী : মজুরী প্রদান নিয়মেও সহচরীমান নীতি গ্রহণ করা হয়। ইহাতে জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়িলে মজুরীর হার বাড়ান হয় এবং জীবনযাত্রার ব্যয় কমিলে মজুরীর হার কমান হয়। আবার অনেক সময়ে শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য বাড়া কমার সহিতও মজুরীর হার সমন্বয় করা হয়। শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য বাড়িলে মজুরীর হার বাড়ান এবং বিক্রয় মূল্য কমিলে মজুরীর হার কমান এই নিয়মের প্রয়োগ পদ্ধতি। ইহার ত্রুটি এই যে দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য বাড়িলে যদি মজুরীর হার বাড়ান হয় তাহা হইলে শ্রমিকগণ কখনও নিজেদের দক্ষতা বাড়াইয়া দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য কমাইতে চেষ্টা করিবে না আর মালিকগণও দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য উচ্চ রাখিতে কোনও প্রকার আপত্তি করিবে না কারণ তাহাতে তাহাদের মুনাফার পরিমাণ কমিয়া যাইতে পারে। ফলে ভোগকারীগণই অসুবিধায় পড়ে এবং বাড়তি মজুরীর সম্পূর্ণ অংশই ভোগকারীকে বহন করিতে হয়।

Slip—চিঠা : বীমাপত্র বিলি সাপেক্ষ বীমা গ্রহণের স্বীকৃতি প্রমাণ করার জন্য যে পত্র দেওয়া হয় উহাকে অস্থায়ী বীমাপত্র কহে। উহাকে চিঠাও কহে। কোনও চুক্তি বা সর্ত্ত প্রমাণক হিসাবে যে অস্থায়ী দলিল বা রসিদ দেওয়া হয় উহাকেই চিঠা কহে।

Slip Book-keeping—হিসাব রক্ষণে যদি মূল বা প্রকৃত দলিলই প্রবিষ্টি হিসাবে গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ সহায়ক বহির (Subsidiary Books) সাহায্য ব্যতিরেকেই যদি মূল বহিতে মূল দলিল দৃষ্টে লেনদেন প্রবিষ্টি করা হয় তবে সেই হিসাব রক্ষণকে চিঠা হিসাব রক্ষণ নিয়ম কহে। ব্যাঙ্ক, বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ করিয়া এই নিয়ম অনুসরণ করিয়া থাকে। ব্যাঙ্কের বেলাতে জমা চিঠা ও তোলার চিঠা বা চেকের আদানপ্রদান তৎক্ষণাৎ প্রবিষ্টি না করিলে মক্কেলের হিসাবের অবস্থার প্রতি মুহূর্ত্তে যে পরিবর্ত্তন হয় তাহা বোঝা যায়না: সুতরাং

ব্যাঙ্কের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য। সহায়ক বহির মারফত লেনদেন প্রবিষ্টি করিতে যে সময়ের আবশ্যক ঐ সময়ের মধ্যে মক্কেলের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইতে পারে বলিয়াই মূল দলিল দৃষ্টে প্রবিষ্টি করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তের অবস্থা স্থির করা হয়।

Slow Asset—মন্থর গতি সম্পদ : যে সম্পদ দীর্ঘদিন অপেক্ষা না করিলে নগদান অর্থে রূপান্তর করা যায় না অথবা যে সম্পদ হস্তান্তর করিয়া নগদ অর্থ সংগ্রহ করিতে হইলে দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করিতে হয় সেই সম্পদকে মন্থরগতি সম্পদ কহে।

Slowdown Strike—মন্থরগতি কর্ম্ম বিরতি : শিল্পের কর্ম্মচারীগণ উৎপাদনের গতি ইচ্ছা করিয়া কমাইলে সেই প্রকার কার্য্যকে মন্থরগতি কর্ম্মবিরতি কহে।

Slum Clearance—বস্তি উচ্ছেদ : নগরীর বা সহরের স্বাস্থ্য উন্নতিকল্পে এবং বস্তি এলাকার লোকদের জীবনযাত্রা উন্নীত করার জন্য অত্যন্ত ঘনবসতি পূর্ণ এলাকায় পুরাতন বাস অনুপযোগী পুরাতন দালান কোঠা অথবা খোলা ঘর ইত্যাদির স্থলে আধুনিক স্বাস্থ্য সম্মত দালান কোঠা তৈয়ার করা হইলে তাহাকে বস্তি উচ্ছেদ কহে। বস্তি উচ্ছেদ কার্য্য সহর বা নগরীর পৌর প্রতিষ্ঠান করিয়া থাকে। তবে অনেক ক্ষেত্রে সেবা প্রতিষ্ঠানও বস্তি উচ্ছেদ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে পারে। বস্তি উচ্ছেদ কার্য্য হইতে যে কল্যাণকর ফল পাওয়া যায় এবং সরকার পক্ষকে যে কার্য্যের দায়িত্ব হইতে রেহাই দেওয়া হয় তজ্জন্য এই সকল প্রতিষ্ঠানকে অনেক সময়ে সরকার কর মুক্তি বা কর ভার হ্রাসের প্রতিশ্রুতি দ্বারা উৎসাহ দান করিয়া থাকে।

Smuggling—চোরাই চালান ; অপনেয়ন : কর ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে শুল্কাধীন দ্রব্য শুল্ক অফিসের অগোচরে লুকাইয়া আমদানী করাকে অপনেয়ন বা চোরাই চালান কহে। চোরাই চালান বলিতে সরকারের চক্ষে ধুলা দিয়া নিষিদ্ধ দ্রব্যের লেনদেনকেও বুঝায়।

Social Credit—সামাজিক ঋণ ; সমাজ ঋণ : একটি আর্থিক তত্ত্ব। Major C. H. Douglas এই তত্ত্বটি প্রথম ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার মতে মজুরী, বেতন ও লাভাংশ হিসাবে নাগরিকের যে আয় হয় তাহা দ্রব্য মূল্য হইতে সর্বদাই কম। কারণ উৎপাদকের দ্রব্য উৎপাদনে মজুরী,

বেতন লাভাংশ ব্যতীত অন্যান্য ব্যয়ও বহন করিতে হয় যথা—কাঁচামালের মূল্য, ব্যাঙ্কের সুদ ইত্যাদি। সুতরাং দ্রব্য মূল্য সর্বদাই মজুরী, বেতন ও লাভাংশ হিসাবে যে ব্যয় হয় তাহার চেয়ে অধিক। তিনি মনে করেন দ্রব্য মূল্যের চেয়ে আয় কম হওয়াতে সমাজে সর্ব্বদাই দ্রব্যের 'কম চাহিদা' থাকে। ফলে উৎপাদিত দ্রব্যও সম্পূর্ণ বিক্রয় হয় না এবং মানুষের অভাব অপূর্ণ থাকিয়া যায়। তাঁহার মতে যাহাতে চাহিদা পূর্ণ হইতে পারে তাহার জন্য জনসাধারণের মধ্যে এমন ধারনা আনায়ন করা উচিত যে সমাজে প্রচুর অর্থ আছে এবং দ্রব্য মূল্য ও আয়ের মধ্যে যে ব্যবধান থাকে সামাজিক ঋণ বা সমাজ ঋণ নাম দিয়া সেই পরিমান অর্থ জনসাধারণের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলে চাহিদা কম হওয়ার কোনও কারণ থাকেনা। তাহার মতে খুচরা বিক্রেতাকে ক্রয় মূলের উপর একটি নির্দ্দিষ্ট হারে বাট্টা (Discount) দিলে খুচরা বিক্রেতা ঐ পরিমাণ দ্রব্য মূল্য কমাইতে পারে অথবা সমাজের সর্বস্তরের লোকের মধ্যে লাভাংশ হিসাবে বা অধিদেয় হিসাবে সমাজ ঋণ বিতরণ করিয়াও দেওয়া যাইতে পারে। এই তত্ত্বটি আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বাণিজ্যিক মন্দা ভাব দুর করিতে যথেষ্ট সহায়ক। কিন্তু এই তত্বটির ত্রুটি এই যে Major Douglas যে বলিয়াছেন যে কাঁচামালের মূল্য, ব্যাঙ্কের সুদ ইত্যাদি আয়ের দিকে ধরা যায়না অথচ দ্রব্যের মূল্য হিসাবে উহা ধরিতেই হয় উহা সত্য নহে। কারণ যাহারা কাঁচামালের মূল্য বাবদ উৎপাদকের নিকট হইতে অর্থ পাইয়াছে উহা হইতে যাহারা কাচামাল উৎপাদনে সাহায্য করিয়াছে তাহাদের মধ্যে মজুরী, বেতন লাভাংশ হিসাবে বিতরণ করা হইয়াছে, সুতরাং উহাও সমাজের আয়ের মধ্যে ধরা হইয়াছে। এই ত্রুটি বা ভুল সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও চতুর্থ দশকে পৃথিবীব্যাপী মন্দা অবস্থা কালে এই তত্বটি আর্থিক ও সামাজিক জীবনে পৃথিবীর অনেক দেশেই যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সমাজ ঋণের ধুয়া দিয়া কানাডার আলবার্টা রাজ্যের প্রদেশিক বা বিধান সভার সাধারণ ভোট জয় হয়। ইহাকে সামাজিক ঋণ বলা হয় এই জন্য আবশ্যক হইলে এই ঘাটতি ঋণ গ্রহণ করিয়া মিটাইতে হইবে। এবং উহা সমাজের সকলকেই বহন করিতে হয়।

Social Insurance—সামাজিক বীমা : সমাজের মজুরী প্রাপ্রক শ্রেণী, ও অল্প আয়বিশিষ্ট সম্প্রদায়কে অর্থনৈতিক দুর্ঘটনা এবং ঝুঁকি

হইতে রক্ষা করাই সামাজিক বীমার উদ্দেশ্য। বেকার বীমা, দুর্ঘটনা বীমা ইত্যাদি সামাজিক বীমার উদাহরণ। সাময়িক ভাবে বেকার হইলেও, বা অসুস্থ হইলেও যাহাতে শ্রমিকের অথবা অল্প আয় বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের কোনও অসুবিধা না হয় সেই জন্যই এই বীমা করা হয়। সামাজিক বীমা প্রধানত ত্রিদলীয়। সরকার, মালিক ও শ্রমিক তিন পক্ষই এক নির্দ্দিষ্ট হারে বীমার চাঁদা দিয়া থাকে। বীমাকৃত ব্যাক্তি বা শ্রমিক বেকার হইলে অথবা কোনও রূপ দুর্ঘটনায় পতিত হইলে অথবা দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকিলে ঐ তহবিল হইতে নির্দ্দিষ্ট পরিমান অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়।

Socialism—সমাজবাদ : সমাজবাদ বলিতে এমন একটি অর্থনৈতিক সমাজ গঠনের পরিকল্পনা করা হয় যাহাতে উৎপাদনের সমস্ত উপাদান, কাচামাল, জমি, শ্রমিক, মূলধন (যন্ত্রপাতির প্রয়োগ) সমস্তই সমষ্টিগত ভাবে ব্যবস্থা ও দখল হইবে। অর্থাৎ সমাজবাদ ব্যবস্থায় উৎপাদন এবং বিতরণ উভয়ই থাকিবে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত। ব্যাক্তি স্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তি প্রচেষ্টা বন্ধ করিয়া রাষ্ট্রায়ত্বকরণই সমাজ বাদের মূলকথা। সে দিক হইতে সমাজবাদ বা সাম্যবাদ (Communism) সমার্থবোধক। পশ্চিম ইউরোপের সমাজবাদ সাম্যবাদ (Communism) হইতে পৃথক করা অসাধ্য না হইলেও বিশেষ কষ্টসাধ্য। কারণ সমাজবাদ প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তি প্রচেষ্টা পুরাপুরি নষ্ট করিতে চায় না। ব্যক্তি প্রচেষ্টা বজায় রাখিয়াও উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করাই সমাজবাদের মূলকথা। কিন্তু ব্যাক্তি প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ বিলোপ করিয়া উৎপাদন ও বিলি ব্যবস্থা রাষ্ট্রের হাতে নেওয়াই সাম্যবাদের মূলকথা। অনেক সময় (Communism) সাম্যবাদ ও সমাজবাদ একই অর্থে ব্যবহার হয়। কিন্তু সাম্যবাদ বলিতে মার্ক্সীয় সমাজবাদকেই বুঝায়।

Socialised Medicine—সরকার কর্তৃক চিকিৎসালয় খুলিয়া সরকারী তত্বাবধানে পরিচালনা করিলে তাহাকে রাষ্ট্রায়ত্ব চিকিৎসা ব্যবস্থা কহে। এই প্রকার চিকিৎসালয়ের সমস্ত ব্যয়ই সমাজকে বহন করিতে হয়। কারণ এই চিকিৎসালয়ের সমস্ত ব্যয়ই সরকার কর হিসাবে নাগরিকদের নিকট হইতে আদায় করিয়া থাকে। ইহাকে State Medicine ও কহে। উহা দ্রষ্টব্য।

Social Legislation—সমাজিক আইন : সামাজিক নিরাপত্তার

জন্য যে বহুবিধ আইন করা হয় উহারই সম্মিলিত নাম সামাজিক আইন। সামাজের সকল সম্প্রদায়ের লোকের জীবন যাত্রার অবস্থার উন্নয়ন এবং সামাজিক দুর্ঘটনার কুফল হইতে জনসাধারণকে সংরক্ষণ করার জন্যই সামাজিক আইন পাশ করা হয়। সামাজিক আইনের মধ্যে আসে বেকার বীমা, দুর্ঘটনা বীমা, অসুস্থতা বীমা, অপারগতা বীমা, এবং বৃদ্ধবয়সের উত্তর বেতন বীমা।

Social Wealth—**সামাজিক সম্পদ ; জাতীয় সম্পদ ঃ** যে সম্পদ কাহারও ব্যাক্তিগত অধিকারে থাকেনা এবং যাহার উৎপাদন কোন ব্যক্তি বিশেষের একক প্রচেষ্টায় হয়না এই প্রকার সম্পদকেই সামাজিক বা জাতীয় সম্পদ কহে। সকল প্রকার সেবামূলক সম্পদ যেমন রাস্তাঘাট, খাল, রেলপথ, ইত্যাদি সমস্তই জাতীয় সম্পদ। অনেকে জাতীয় সম্পদ কথাটি এত ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করেন যে জলবায়ু, প্রাকৃতিক দৃশ্য, প্রতিভাসম্পন্ন ব্যাক্তি সমস্তই জাতীয় সম্পদ।

Sociology—**সমাজ বিজ্ঞান ঃ** যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে সমাজ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা যায় তাহাকে সমাজ বিজ্ঞান কহে। আইন, নৈতিক অবস্থা, ধর্ম্ম, সাধারণ নীতিতত্ব ইত্যাদি সমাজ বিজ্ঞানের বিষয় বস্তু। এই বিজ্ঞান পাঠ করিলে সমাজের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করা যায়। অর্থ বিজ্ঞানও সমাজে বিজ্ঞানের অংশ। কারণ অর্থ বিজ্ঞান সমাজ বদ্ধ জীবের কর্ম্ম পন্থা নিয়ন্ত্রণ করে আবার সমাজবদ্ধ মানুষের কর্ম্মপদ্ধতি সমূহ পর্য্যালোচনা করিয়াই অর্থ নীতির তত্ত্বসমূহ স্থির করা হয়।

Soft Currency—**সুলভ মুদ্রা ঃ** সুলভ মুদ্রা বলিতে যে দেশের মুদ্রা বৈদেশিক বাজারেই সংগ্রহ করা যায় অর্থাৎ যে দেশের মুদ্রার চাহিদা বৈদেশিক বাজারে খুবই কম তাহাকে বুঝায়। বৈদেশিক বাজারে মুদ্রার চাহিদা তখনই কম হয় যখন উহার বাণিজ্য উদবৃত্ত প্রতিকূল। বাণিজ্য উদবৃত্ত প্রতিকূল হইলে সেই দেশের মুদ্রা সহজেই স্বর্ণে বা অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রায় পরিবর্ত্তন যোগ্য নহে। যে দেশের মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা খুবই দ্রূত পরিবর্ত্তন হয় তাহাকেও সুলভ মুদ্রা কহে। দুর্লভ মুদ্রার (Hard Currency) বিপরীত অর্থে ব্যবহার হয়। Hard Currency, Soft money দ্রষ্টব্য।

Soft Goods—পশম বা সুতী দ্রব্যকে বুঝায়।

Soft Money—**সুলভ মুদ্রা :** Soft Currency দ্রষ্টব্য।

Soil Conservation—ভূমি সংরক্ষণ : যে সমস্ত উপায়ে ভূমির ক্ষয় নিবারণ ও ভূমির উৎপাদিকাশক্তি স্থির রাখা যায় তাহাকে ভূমি সংরক্ষণ কহে। জমি পুনঃ পুনঃ চাষের ফলে জমির রাসায়ণিক পদার্থ ক্রমশঃ নষ্ট হয়, ঐ ক্ষয় বন্ধ করার জন্য জমিতে রাসায়ণিক দ্রব্য ব্যবহার, চাতাল গঠন, উচ্চাবচ জমি চাষ করিয়া সমতলকরণ, বনীকরণ, ইত্যাদি উপায় গ্রহণ করা হয়। ঐ সমস্ত পন্থা বা উপায়কেই একযোগে ভূমি সংরক্ষণ কহে।

Soil Erosion—ভূমি ক্ষয় : জমির উপরিভাগ বায়ু ও জল বৃষ্টির গতির ফলে নষ্ট হইলে তাহাকে ভূমি ক্ষয় কহে।

Sola—অন্তর্দেশীয় হুণ্ডি সাধারণতঃ এক প্রস্তই তৈয়ার হয়। উহাকে বুঝাইতে Sola কথাটির প্রয়োগ হয়। বহির্দেশীয় হুণ্ডি বা বিনিময় পত্রও যদি প্রস্তে তৈয়ার না হয় তাহা হইলে সেই প্রকার বহির্দেশীয় হুণ্ডি বুঝাইতেও ইহার ব্যবহার আছে। সুতরাং যে হুণ্ডি বা বিনিময় পত্র মাত্র এক প্রস্তই বাজারে চালু আছে তাহাকেই বুঝায়। ইহাকে Sole Draft ও কহে।

Sold Note—বিক্রয় পরচা : শেয়ার বাজারে শেয়ারের দালাল শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি করিয়া বিক্রেতাকে বিক্রীত শেয়ারের যে বিবরণ দেয় তাহাকে বিক্রয় পরচা কহে।

Sole Draft—Sola দ্রষ্টব্য।

Solvent—যে ব্যবসায়ের বা ব্যক্তির স্বচ্ছল আর্থিক অবস্থা তাহাকেই সংগতি সম্পন্ন কহে। ব্যবসায়ের সম্পদের মূল্য হইতে ব্যবসায়ীর নিজের পাওনা বাদ দিলে যাহা উদবৃত্ত থাকে তাহা দ্বারা যদি অন্য ঋণ শোধ করা যায় তাহা হইলে সেই অবস্থাকেই ঋণশোধক্ষম বা সংগতি সম্পন্ন কহে। নিম্নলিখিত বিবরণ পত্র হইতে ব্যবসায়ের ঋণশোধ হয় কিনা তাহা দেখান যায়।

দায়	সম্পদ
পাওনাদার—১০,০০০৲	নগদ—৫০০০৲
মূলধন—৫০,০০০৲	ব্যাঙ্কে জমা—৮০০০৲
—৬০,০০০৲	জমি ও বাড়ী—৪৯০০০৲
ব্যবসায়ের ঋণ—১০,০০০৲	—৬০,০০০৲

ব্যবসায়ের মোট আদায় যোগ্য সম্পদ ৬০,০০০৲ টাকা। উহা দ্বারা ঋণ সম্পূর্ণ শোধ করিয়াও উদবৃত্ত থাকিবে। এই ব্যবসায় ঋণশোধক্ষম।

South Sea Bubble—Bubble দ্রষ্টব্য।

Special Commerce—বিশেষ বাণিজ্য : নিজদেশে ভোগ করার জন্য দ্রব্য আমদানী করা হইলে এবং যে দ্রব্য নিজ দেশে প্রস্তুত হয় না এমত দ্রব্য আমদানী হইলে সেই আমদানী রপ্তানীকে বিশেষ বাণিজ্য কহে।

Spearhead Money : Occupation Money দ্রষ্টব্য।

Special Assessment—বিশেষ নির্ধারণ : রাজস্ব বিজ্ঞানে সরকারী ব্যয়ে কোনও জমির উন্নতি সাধন করার ফলে পার্শ্ববর্ত্তী বা সংলগ্ন জমি সমূহের মূল্য বৃদ্ধি পায়। ঐ প্রকার উন্নতির ফলে জমির মালিক যে বিশেষ সুযোগ পায় তজ্জন্য সরকারকে যে অতিরিক্ত কর দিতে হয় তাহাকে বিশেষ নির্ধারণ কহে।

Special Endorsement—বিশেষ পিছনসহি : বিশেষ কোনও নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা তাহার আদিষ্ট কোনও ব্যক্তিকে শোধ করার নির্দেশ দিয়া যে বিনিময়পত্র বা হুণ্ডি পিছনসহি করিয়া হস্তান্তর করা হয় সেই প্রকার পিছনসহিকে বিশেষ পিছন সহি কহে। "Pay to the order of P. Roy" এই প্রকার পিছনসহি করিলে উহাকে বিশেষ পিছনসহির উদাহরণ বলা যায়। কিন্তু বিনিময়পত্রে কেবলমাত্র নিজের নাম সহি করিয়া হস্তান্তর করিলে উহাকে সাদা পিছনসহি (Blank Endorsement) কহে। উহা দ্রষ্টব্য।

Special Resolution—বিশেষ মন্তব্য : সাধারণ কোনও মন্তব্য বিশেষ মন্তব্য হিসাবে গণ্য করা হইবে এই উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়া ২৮ দিনের নোটিশে যে সাধারণ অধিবেশন হইবে সেই অধিবেশনে ভোটদানের যোগ্যতা-সম্পন্ন তিন চতুর্থাংশ সদস্যের ভোটে ঐ মন্তব্য গৃহীত হইলে উহাকে বিশেষ মন্তব্য বলা হইবে। ১৯১৬ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইনের ১৮৯ ধারায় বিশেষ মন্তব্যের এই রূপ সংজ্ঞা দিয়াছে।

Specialisation of Labour—শ্রমদক্ষতা : শ্রম বিভাগের ফল হিসাবেই শ্রমিকের বিশেষজ্ঞতা আসে। কারণ শ্রমবিভাগের জন্য এক এক সম্প্রদায়ের শ্রমিক এক একটি বিশেষ দ্রব্য বা পণ্য উৎপাদনে দক্ষতা অর্জ্জন করে এবং যাহাতে বহুল উৎপাদনের সকল সুযোগ, বিশেষতঃ উৎপাদন ব্যয়

হ্রাস, পাওয়া যায় সেই জন্য সর্ব্বদাই শ্রমিকের দক্ষতা অর্জ্জনে উৎসাহ দেওয়া হয়। যান্ত্রিক উৎপাদন কখনও শ্রমবিভাগ ও শ্রমদক্ষতা না হইলে সাফল্য লাভ করিতে পারে না। অনেক সময়ে শ্রমবিভাগ (Division of labour) এবং শ্রমদক্ষতা (Specialisation of Labour) একই অর্থে ব্যবহার হয়। Division of labour দ্রষ্টব্য।

Specialised Capital Goods—বিশেষ মূলধন দ্রব্য : যে মূলধন দ্রব্য (যন্ত্রপাতি) কেবলমাত্র ১টি বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার করা যায় তাহাকে বিশেষ মূলধন দ্রব্য কহে।

Specialised Management Trust—বিশেষজ্ঞ ন্যাস : যে ন্যাস বা ব্যবসায় সংহতি কোনও একটি বিশেষ শিল্পের অংশপত্র ক্রয় করিয়া থাকে তাহাকে বিশেষজ্ঞ ন্যাস কহে।

Special Privilege Monopoly—বিশেষাধিকার একচেটিয়া ব্যবসায় : আইন প্রণয়নের ফলে কোনও ঘরোয়া যৌথ কারবারী একচেটিয়া ব্যবসায়ের সুযোগ পাইলে তাহাকে বিশেষাধিকার একচেটিয়া কারবার কহে। যেমন কোন দ্রব্যের উপর খুব উচ্চ হারে আমদানী শুল্ক বসানর ফলে দেশীয় উৎপাদকগণ ঐ দ্রব্যের একচেটিয়া অধিকার পাইতে পারে, কারণ আমদানী শুল্কের হার খুব উচ্চ হওয়ার ফলে আমদানী বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। জাহাজী ব্যবসায়ীগণ অনেকক্ষেত্রে জোটবন্ধ হইয়া বিলম্বিত রেয়াত নিয়ম বলবত রাখিয়া জোটের বহির্ভূত জাহাজী ব্যবসায়ীকে ব্যবসায় হইতে হটাইয়া দিতে সমর্থ হয়। আইন পাশ করিয়া এই প্রকার জোট ভাঙ্গিয়া না দিলে উহার পিছনে আইনের সমর্থন আছে বুঝিতে হইবে। ইহাও বিশেষাধিকার একচেটিয়া ব্যবসায়ের উদাহরণ।

Specie Points : Gold Point দ্রষ্টব্য।

Specific Duty—পরিমানুসার শুল্ক : আমদানী শুল্ক, রপ্তানী শুল্ক অথবা অন্তশুল্ক দ্রব্যের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের উপর নির্দ্দিষ্ট হারে বসান হইলে সেই শুল্ককে পরিমানুসার বা ওজনানুসার শুল্ক কহে। কত একক দ্রব্য উৎপাদন, আমদানী রপ্তানী হইবে তাহার উপর প্রতি এককে এক নির্দ্দিষ্ট হারে শুল্ক দিতে হইলে তাহাকে পরিমানানুসার বা ওজনানুসার শুল্ক কহে। ইহা মূল্যানুসার শুল্কের বিপরীত। Advalorem Duty দ্রষ্টব্য।

Specific Goods—নির্ব্বাচিত দ্রব্য : বিক্রয়ের চুক্তি কালে যে দ্রব্য বাছিয়া স্থির করা হইয়াছে সেই দ্রব্যকে নির্বাচিত দ্রব্য কহে।

Specific Guarantee—স্থির প্রত্যাভূতি : কোনও একটি বিশেষ ঋণের জন্য জমানত হইলে বা দিলে উহাকে বিশেষ প্রত্যাভূতি কহে। বিশেষ প্রত্যাভূতিতে প্রত্যাভূতিদাতার (Guarantor) দায়িত্ব সেই ঋণ শোধ হওয়ার সংগে সংগে শেষ হইয়া যায়। যেমন রমেন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক হইতে ১০০০৲ টাকা ঋণ গ্রহণের চুক্তি করিল এবং শৈলেন ঐ ঋণ পরিশোধের প্রত্যাভূতি দিল। রমেন যখনই ঐ ঋণ শোধ করিয়া দিল অমনি শৈলেনের দায়িত্ব শোধ হইল। বিরতিহীন প্রত্যাভূতির (Continuing Guarantee দ্রষ্টব্য) বিপরীত।

Specific Performance—নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদন : চুক্তি আইনে চুক্তি ভঙ্গ করার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে যখন অর্থ দ্বারা পুরাপুরি ক্ষতিপূরণ করা যায় না তখন আদালত হইতে চুক্তিমত কার্য্য সম্পাদন করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের ক্ষতিপূরণ করার নির্দ্দেশ দিতে পারে। উহাকে নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদন কহে।

Specific Policy—স্থিরমূল্য বীমাপত্র : স্থিরমূল্য বীমাপত্রে কোনও দ্রব্য একটি স্থিরমূল্যে মাত্র একটিমাত্র ঝুঁকি গ্রহণ করিয়া বীমাপত্র দেওয়া হয়। উহাতে বীমাকৃত মূল্য পরিমিত লোকসান হইলে বীমাকৃত মূল্য পর্য্যন্তই ক্ষতিপূরণ করা হয়। স্থিরমূল্য বীমাপত্রে বীমাকৃত মূল্য বীমাকৃত দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য হইতে কমও হইতে পারে এবং যে ক্ষেত্রে বীমাকৃত মূল্য পর্য্যন্তই ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারে। যেমন ৫০০০৲ টাকা মূল্যের একটি দ্রব্য ১০০০৲ টাকার অগ্নিবীমা গ্রহণ করা হইল। ঐ দ্রব্য অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট হইলে বীমা গ্রহীতা ১০০০৲ টাকাই ক্ষতিপূরণ পাইবে। এই প্রকার বীমা পত্রকে স্থিরমূল্য বীমাপত্র কহে। ইহা গড়মূল্যবীমাপত্রের বিপরীত। Average দ্রষ্টব্য।

Specific Reserve—বিশেষ সঞ্চিতি : কোনও একটি বিশেষ কারণে লোকসানের সম্ভাবনা আছে মনে হইলে উহা মিটাইবার প্রস্তুতি হিসাবে লাভ হইতে অর্থ পৃথক করিয়া কোনও সঞ্চিতি গঠন করা হইলে তাহাকে বিশেষ সঞ্চিতি কহে। যেমন অপরিশোধ্য ঋণ সঞ্চিতি (Bad Debts Reserve দ্রষ্টব্য)।

Specificity—ব্যবহার বিনির্দেশ : উৎপাদনের উপাদান সমূহের যত পরিবর্ত্ত ব্যবহার হইতে পারে উহাই উপাদান সমুহের ব্যবহার বিনির্দেশ। দ্রব্যের ব্যবহার অনুযায়ী উহার ব্যবহার বিনির্দেশের তারতম্য স্থির করা হয়। শ্রমিকের গুণানুযায়ী একটি মাত্র কার্য্যে কিম্বা বহুবিধ কার্য্যে প্রয়োগ করা হইলে শ্রমিকের ব্যবহার বিনির্দেশ স্থির কিম্বা নমনীয় তাহা বুঝা যায়। জমির ব্যবহার বিনির্দেশও অনুরূপভাবে উহার ব্যবহার পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। যে দ্রব্য একাধিক কার্য্যে প্রয়োগ করা যায় তাহাকে বহু ব্যবহার বিনি-র্দেশ দ্রব্য এবং একটি মাত্র ব্যবহারে প্রয়োগ করা হইলে তাহাকে এক ব্যবহার বিনির্দেশ দ্রব্য কহে। লৌহ গলাইবার চুল্লি এক ব্যবহার বিনির্দেশ দ্রব্য। উহা একমাত্র লৌহ গলাইবার জন্যই ব্যবহার করা হয় অন্য কার্য্যে ব্যবহার হয় না।

Specification—বিনির্দেশ : (১) দ্রব্য ক্রয় করিবার কালে ক্রেতা অথবা বিক্রয় কালে বিক্রেতা দ্রব্যের বিশদ বিবরণ দিয়া যে বিবরণ পত্র তৈয়ারী করে উহাকে বিনির্দেশ কহে।

(২) শুল্ক কার্য্যালয়ের বেলায় ইহার অর্থ-ফেরত শুল্ক দাবী। নিশুল্ক বা শুল্কহীন দ্রব্যে রপ্তানী কারক যদি কোনও রপ্তানী শুল্ক জমা দিয়া থাকে, অথবা শুল্কাধীন দ্রব্যে যে পরিমান দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে তদতিরিক্ত দ্রব্যের উপর রপ্তানী শুল্ক জমা দেওয়া হইলে অথবা ফেরত শুল্ক দ্রব্যের পুনর্রপ্তানী হইলে উহার উপর শুল্ক ফেরতের দাবী করিতে হইলে যে নির্দ্দিষ্ট প্রপত্র ব্যবহার করা হয় উহাকেও বিনির্দেশ কহে। জাহাজ কোনও বন্দর ত্যাগ করার ৬ দিনের মধ্যে ফেরতশুল্কের দাবী প্রপত্র বা বিনির্দেশ শুল্ককার্য্যালয়ে জমা দিতে হয়।

Speculation -ফাটকা : ঝুঁকিদারী ব্যবসা : ক্রয় বিক্রয়ই ব্যবসায়ীর মুনাফার উদ্দেশ্যে। এক সময়ে ক্রয় করিয়া সময়ান্তরে বিক্রয় করিয়া লাভ করার উদ্দেশ্যে ক্রয় করার অর্থ ই ঝুঁকি গ্রহণ। ইহারা ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্প উৎপাদনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে। আশু বিক্রয়ের সুযোগ তৈয়ার করিতে ঝুঁকিদারগণ যথেষ্ট সাহায্য করে; দ্বিতীয়তঃ ভবিষ্যত চাহিদার অনুমান করিয়া ঝুঁকিদারগণ ক্রয় করে বলিয়া ভবিষ্যতে বিক্রয় মূল্য কি হইতে পারে এবং সেই অনুমানিক বিক্রয় মূল্যে উৎপাদকগণের কি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা উচিত তাহা স্থির করে। সুতরাং বাজারে চাহিদা ও যোগানের সমন্বয় সাধনেও ঝুঁকিদারগণ যথেষ্ট সহায়তা করে। তৃতীয়তঃ

বাজারে দ্রব্য মূল্য খুব দ্রুত ও খুব অতিরিক্ত উঠানামাও ইহাদের কার্য্যে অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়। কারণ অদূর ভবিষ্যতে দ্রব্য মূল্য কতদূর উঠিতে বা নামিতে পারে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায় বর্ত্তমানে ইহারা কি মূল্যে ক্রয় এবং বিক্রয় করিতে রাজী আছে তাহার উপর। সুতরাং ঝুঁকিদারী ব্যবসায়ের যথেষ্ট ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইহার আবশ্যকতা আছে।

Spits—ছিচকা: শুল্ক কার্য্যালয়ে শুল্ক কর্ম্মচারীগণ গাঁটবন্দী বা জড়ান দ্রব্যের মধ্যে নিষিদ্ধ দ্রব্য অথবা শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে কোনও দ্রব্য গোপনে আমদানী রপ্তানী হয় কিনা উহা পরীক্ষা করার জন্য গাঁট অথবা জড়ান দ্রব্যের মধ্যে লৌহ বা কাষ্ঠ শলাকা প্রবেশ করাইয়া থাকে। ঐ শলাকাকে ছিচকা কহে।

Split Allotment—ভগ্ন আবণ্টন: শেয়ার ক্রেতার মধ্যে শেয়ার বা অংশ বিলি হইলে যদি কেহ উহা বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয় তবে অনেক ক্ষেত্রে যে যৌথ কারবারের অংশপত্র বা শেয়ার বিলি বা আবণ্টন করা হয় সেই কারবার শেয়ার বিক্রয়কারীকে শেয়ার ক্রেতার নামে স্বত্ব ত্যাগপত্র সহি করিয়া প্রস্তাবিত বিক্রয়ের জন্য শেয়ার কারবারে জমা দিতে বাধ্য করে। শেয়ার ও স্বত্বত্যাগ পত্র কারবারে জমা হইলে কারবার উহার বদলে ভগ্ন আবণ্টন পত্র বিলি দেয়। শেয়ার বিক্রেতা ক্রেতাকে অংশপত্রের বদলে ভগ্ন আবণ্টন পত্র দিবে। ক্রেতা ভগ্ন আবণ্টন পত্র জমা দিয়া কারবারের নিকট হইতে পুনরায় শেয়ার বা অংশ পত্রের বিলি পাইবে।

Split up—ভগ্নবিলি: যৌথ কারবারী অবিলিকৃত অংশ পত্র বিলি করিবার সময়ে কোনও অংশ পত্রের আঙ্কিক মূল্য স্থির রাখিয়া একখানা অংশপত্রের স্থলে একাধিক অংশ পত্র বিলি করিলে উহাকেই ভগ্নবিলি কহে। যেমন একটি কারবারের প্রতিখানা অংশপত্র ১০০৲ টাকা মূল্যের ১০০ খানা অংশ পত্র অবিলি কৃত ছিল। ঐ ১০০ খানা অংশপত্রকে ভাঙ্গিয়া প্রতিখানা ২৫৲ টাকা মূল্যের ৪০০ খানা অংশ পত্র বিলি করিল, ইহাকে ভগ্নবিলি বলে। ইহার ফলে ব্যবসায়ের মোট মূলধন বাড়ে না মূলধন একই থাকে কিন্তু শেয়ারের সংখ্যা বাড়ে।

Spot Rate—নগদ দর: বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয়ের দুই প্রকারের হার দেখা যায়। ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে বিলি দিবার দর এবং

ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তির পর ভবিষ্যতে বিলি দিবার দর। প্রথম প্রকার দরকে নগদ দর কহে।

Spread—প্রসার: যে মূল্য বিক্রেতা দাবী করে এবং যে মূল্য ক্রেতা দিতে রাজী হয়, দু'য়ের ব্যবধানকে ব্যবসায়ে প্রসার কহে। Price Spread দ্রষ্টব্য।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে "Put & Call" না বলিয়া Spread বলিয়া থাকে।

Stabilisation—স্থিরীকরণ: ব্যবসা বাণিজ্য অথবা অর্থনীতিক্ষেত্রে মূল্যান্তর বা আর্থিক কার্য্য কলাপের দ্রুত উঠানামা বন্ধ করার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করা হয় তাহাকে স্থিরীকরণ কহে। মূল্য স্থিরীকরণে দ্রব্যের মূল্য পরিবর্ত্তন বন্ধ করার চেষ্টাকে বুঝায়। আর্থিক স্থিরীকরণে ব্যবসায়ের বা আর্থিক কার্য্যের গতি মোটামুটি স্থির রাখার চেষ্টাকে বুঝায়। দুইটি মহাযুদ্ধের অন্তবর্ত্তীকালে স্থিরীকরণ (Stabilisation) কথাটিতে স্বর্ণের অনুপাতে নিজ নিজ দেশের মুদ্রার বিনিময় হার স্থির রাখার চেষ্টাকে বুঝাইত।

Stable Money—স্থির মুদ্রা: মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা মোটামুটি অবিচল বা স্থির থাকিলেই সেই মুদ্রাকে স্থির মুদ্রা কহে।

Staff & Line Organisation—দপ্তর ও সরলরৈখিক ব্যবস্থাপনা: Line & Staff Organisation দ্রষ্টব্য।

Stag—অনিয়মিত ব্যবসায়ী: ষ্টক বা শেয়ার বাজারে এক প্রকার ফাটকাবাজ। এই ফাটকাবাজ কোনও নূতন যৌথ কারবারের অংশ পত্র বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন বা অনুষ্ঠান পত্র বাহির হইলেই সেই কারবারের অংশ পত্র ক্রয় করিবার আবেদন জানায়। আবেদন করে বটে কিন্তু অংশ পত্র আবণ্টন হইলে সম্পূর্ণ অংশপত্র ক্রয়ের ইচ্ছা ইহার থাকে না। ইহার উদ্দেশ্য অংশপত্র অধিক হারে বিক্রয় করিয়া লাভ করা। উহাদের অংশ পত্র ক্রয়ের আবেদন করার ফলে অপ্রাকৃত চাহিদা দেখা যায়। এই প্রকার ব্যবসায়ের বিরাট দায়িত্ব এই যে অংশপত্র বিলি হওয়ার পর ও যদি ঐ অংশপত্রের প্রকৃত চাহিদা দেখা না যায় তাহা হইলে তাহাকে লোকসানে বিক্রয় করিতেও হইতে পারে। এই প্রকার ব্যবসায়ীকে ষ্টক বাজারে অনিয়মিত ব্যবসায়ী কহে।

Stale Cheque—গতমেয়াদ চেক; বাতিল চেক: চেক লেখার তারিখের পর বহু দিন অতীত হওয়ার পর সেই চেক ব্যাঙ্কে আদায়ের

জন্য উপস্থাপিত করা হইলে ব্যাঙ্ক চেক পরিশোধ করিতে অস্বীকৃত হইলে উহাকে গতমেয়াদ চেক বা বাতিল চেক কহে। আইনে চেক লেখার তারিখের পর ৬ মাস অতিবাহিত হইলে সেই চেককে গতমেয়াদ বা বাতিল চেক বলিয়া গণ্য করা হইলেও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যবহারিক রীতি বা দস্তুরি অনুসারে ৬ মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও উপস্থাপিত করিলে ব্যাঙ্ক চেকের মূল্য পরিশোধ করিতে পারে এবং ঐ চেককে গত মেয়াদ বা বাতিল চেক বলিয়া ধরা হয় না।

Stamp Duties—ষ্ট্যাম্প মাশুল: দলিলাদিতে; যেমন চুক্তিপত্র, প্রাপ্তি-রসিদ ইত্যাদিতে উহার আঙ্কিক মূল্যের উপর নির্দিষ্ট হারে ষ্ট্যাম্প জুড়িয়া দিয়া তৈয়ার করিতে হয় নচেৎ উহা আইনতঃ স্বীকৃত হয় না, উহাকেই ষ্ট্যাম্প মাশুল কহে। উহা সরকারী আয়। ভারত সরকারের রাজস্ব নিয়মে ষ্ট্যাম্প মাশুলের আয় রাজ্য সরকার বা প্রাদেশিক সরকার লইয়া থাকে।

Standard Money—মান মুদ্রা: মুদ্রা বা অর্থ যে সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পাদন করে তাহার মধ্যে একটি অথবা সর্ব প্রধান কর্ত্তব্য দ্রব্যের মূল্য নিরীকরণের উপায়। সুতরাং মুদ্রার মূল্য এবং দ্রব্য মূল্য উভয়ের মধ্যে এক নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ থাকা প্রয়োজন। মানমুদ্রা বলিতে সেই মুদ্রাকেই বুঝায় যে মুদ্রার সাহায্যে অন্যান্য দ্রব্যের বিনিময় মূল্য স্থির করা হয়। এবং নিদর্শন মুদ্রার (Token Coin) মূল্য ও মানমুদ্রার মাধ্যমে স্থির করা হয়। পরিবর্ত্তনযোগ্য মুদ্রা ব্যবস্থায় (Convertible Standard) মানমুদ্রায় এক স্থির পরিমাণ মূল্যবান ধাতু পদার্থ যেমন স্বর্ণ বা রৌপ্য থাকে। এবং যে পরিমাণে ধাতুপদার্থ মানমুদ্রায় থাকিবে তাহার বাজার মূল্য মান মুদ্রার আঙ্কিক মূল্যের সমান হইবে। সুতরাং মানমুদ্রা সেই মুদ্রা যে মুদ্রার আঙ্কিক ও নিহিত মূল্য সমান। টাকা ভারতের মানমুদ্রা। একটাকায় ৯০ গ্রেণ রৌপ্য আছে। ঐ ৯০ গ্রেণ রূপার বাজার দরও ১৲ টাকা। সুতরাং আঙ্কিক ও নিহিত মূল্য সমান। নিদর্শন মুদ্রার কত গুণ দিলে ১টি মানমুদ্রা পাওয়া যাইবে তাহাই মানমুদ্রা ও নিদর্শন মুদ্রার বিনিময় হার। নয়া পয়সা প্রবর্ত্তন হওয়ার পূর্বে পয়সা, আনি, দু'আনি, সিকি, আধুলি ছিল নিদর্শনমুদ্রা এবং মানমুদ্রার সহিত উহার বিনিময় হার ছিল যথাক্রমে ৬৪, ১৬, ৮, ৪, এবং ২। নয়াপয়সা

চালু হওয়ার পর নয়া পয়সাই এক মাত্র নিদর্শন মুদ্রা, মান মুদ্রার সহিত বিনিময় সম্বন্ধ ১ : ১০০ মান মুদ্রার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হইল যে উহার বিনিময় মূল্য মুদ্রার নিহিত ধাতু পদার্থের উপর নির্ভর করে।

Gresham's Law, Token Coin, Bad money দ্রষ্টব্য।

Standard of Living—জীবন যাত্রার মান : জীবন যাত্রার মান বলিতে সমাজের সমস্ত সম্প্রদায়ের অথবা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের পার্থিব উন্নতি (Material well being) বুঝায়, অর্থাৎ জীবন যাত্রায় বিলাস দ্রব্য এবং অপরিহার্য্য দ্রব্যের ভোগ বা ভোগ স্পৃহার পরিমান দ্বারাই জীবন যাত্রার মান সূচিত হয়। ইহা একটি অর্থনৈতিক ভাবতত্ব (Concept) মাত্র।

Standard Costs—মান মূল্য : মান মূল্য বলিতে কোন দ্রব্য স্বাভাবিক অবস্থায় এবং স্বাভাবিক পরিমাণে উৎপাদিত সমভাবাপন্ন দ্রব্যের উৎপাদন মূল্যকে বুঝায়।

Standby Control—স্থগিত নিয়ন্ত্রণ : অর্থ নৈতিক নিয়ন্ত্রণ—যেমন মূল্য নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি, আইন অনুমোদিত হইলেও উহার প্রয়োগ স্থগিত রাখা হইলে তাহাকে স্থগিত নিয়ন্ত্রণ কহে। আইনানুমোদিত নিয়ন্ত্রণ দেশের আর্থিক অবস্থা বিশদ ভাবে বিচার সাপেক্ষ। অনেক ক্ষেত্রে ইহা স্থগিত রাখা হয়। স্থগিত নিয়ন্ত্রণ দ্বারা উহাকেই বুঝায়।

Staple Trade—মুখ্য পণ্য : কোনও দেশের উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে যে গুলি প্রধান তাহাকেই সেই দেশের মুখ্য পণ্য বলা হয়। যেমন তুলা, পাট, কাপড়, চিনি, কয়লা ইত্যাদি ভারতের মুখ্য পণ্য।

State Bank—সরকার আইন পাশ করিয়া কোনও সংবিধিবদ্ধ ব্যাঙ্ক গঠন করিলে উহাকে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক কহে। সে দিক হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক। কিছু দিন পূর্বে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া জাতীয়করণের ফলে উহাও একটি রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে। উহার নামও দেওয়া হইয়াছে ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া।

State Capitalism—রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র : দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় আবশ্যকীয় মূলধনের যোগান ও প্রয়োগ যদি সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় তবে তাহাকে রাষ্ট্র-ধনতন্ত্র বাদ কহে। ধনতন্ত্র ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ দুইটি পরস্পর বিরোধী। অনেক অর্থনীতিবিদ্ সমাজবাদ বা রাষ্ট্রীয়সমাজবাদ বলিতে

রাষ্ট্র ধনতন্ত্রবাদকে বুঝেন। মূলতঃ উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হইলেই তাহাকে রাষ্ট্র ধনবাদ বা ধনতন্ত্র কহে। রাষ্ট্র ধনতন্ত্রে আংশিকভাবে মৌলিক শিল্প রাষ্ট্রীয়করণ, একচেটিয়া অধিকার লোপ করার উদ্দেশ্যে আইন পাশ করা, অথবা মূল্যস্তর উৎপাদন স্থিরী-করণের উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রণ প্রথা প্রবর্ত্তন করা ইত্যাদি বুঝায়। রাষ্ট্র কল্যাণ-মূলক কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিয়া ঘরোয়া উদ্যোগ নিয়ন্ত্রণ করিতে প্রয়াসী হইলে তাহাকে রাষ্ট্র ধনতন্ত্র কহে। ইহা দ্বারা অবশ্য রাষ্ট্র-সমাজবাদও বুঝায়। State Socialism দ্রষ্টব্য।

State Medicine—Socialised medicine দ্রষ্টব্য।

State Socialism—State Capitalism দ্রষ্টব্য।

State Use System—রাষ্ট্র ব্যবহার প্রথা : সরকারী বিভিন্ন বিভাগের ব্যবহারের জন্য দ্রব্য উৎপাদন করিতে অপরাধী-শ্রমিক নিয়োগ করা হইলে তাহাকে রাষ্ট্র ব্যবহার প্রথা কহে। অপরাধী শ্রমিক যে দ্রব্য উৎপাদন করে উহা বাজারে বিক্রয় করা হয় না।

Statism—রাষ্ট্রবাদ : অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, শিল্প জাতীয়করণ অথবা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোনও প্রথার নিয়ন্ত্রণ প্রথার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টাকে রাষ্ট্রবাদ বলা হয়। অনেক ক্ষেত্রে State Socialism, State Control, Socialism এর সমার্থবোধক। উহা দ্রষ্টব্য।

Statement of Account—হিসাবের চিঠা বা হিসাবের বিবরণ : খতিয়ানে ব্যক্তিগত হিসাবের চুম্বক বা সারাংশ-যদ্বারা কোনও এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোনও খাতকের নিকট হইতে পাওনা অথবা পাওনাদারের পাওনা বাহির করা হয় তাহাকেই হিসাবের চিঠা কহে। মাঝে মাঝে ব্যবসায়ীগণকে দেনাদার ও পাওনাদারকে হিসাবের চিঠা পাঠাইতে হয়।

Statement of Affairs—অবস্থা বিবরণ : ব্যবসায়ের সম্পদ ও দায়ের বিবরণ বা তালিকাকে অবস্থা বিবরণ কহে। ব্যবসায় গুটাইলে অথবা ব্যবসায় দেউলিয়া অবস্থায় উপনীত হইলে অবস্থা বিবরণ তৈয়ার করিতে হয়। আবার যে সমস্ত ব্যবসায় দোহরা হিসাব লিখন পদ্ধতি অনুসরণ না করিয়া একহরা লিখনে হিসাব রাখে সেখানে উদ্বৃত্তপত্র তৈয়ার হয় না কিন্তু অবস্থা বিবরণ পত্র তৈয়ার করা হয়। উদ্বৃত্ত পত্রের মত অবস্থা বিবরণ পত্রেও

একদিকে দায়ের বিবরণ ও অন্যদিকে সম্পদের বিবরণ থাকে। ইহাকে একহারা লিখন ব্যবসায়ের উদ্বৃত্ত পত্র বলা যায়।

Statement in lieu of Prospectus : অনুষ্ঠান পত্রের বদলে বিবরণ : সমস্ত যৌথ কারবারের পক্ষে শেয়ার বা অংশপত্র বিলি করার পূর্ব্বে অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশ করা বাধ্যতা মূলক। তবে কারবার ইচ্ছা করিলে অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশ না করিয়াও পারে। সেক্ষেত্রে অংশপত্র বিলির অন্ততঃ ৩ দিন পূর্ব্বে যৌথ কারবারকে নিবন্ধকের কার্য্যালয়ে একটি বিবরণ পত্র দাখিল করিতে হয়। ভারতীয় যৌথ কারবার আইন ১৯৫৬ এর ৭০ ধারা অনুযায়ী অনুষ্ঠান পত্রের প্রকাশ না করিলে বিবরণ দাখিল করা বাধ্যতা মূলক। অনুষ্ঠান পত্রে যে সমস্ত তথ্য থাকে বিবরণ পত্রেও সেই তথ্যাবলীর সারাংশ থাকে। অনুষ্ঠান পত্রে কোনও তথ্য গোপন করিলে অথবা অসত্য ঘোষণা করিলে যেমন সংস্থাপকগণ আইনতঃ অপরাধী ও দণ্ডনীয় বিবরণ পত্রেও কোনও অসত্য প্রমাণ হইলে সংস্থাপকগণ তেমনি আইনতঃ অপরাধী এবং সে অপরাধ দণ্ডনীয়। Prospectus দ্রষ্টব্য।

Station—আড্ডা বা নির্দ্দিষ্ট স্থান : শুল্ক কার্য্যালয়ের ভাষায় আড্ডা বলিতে গুদাম ঘরকে বুঝায়।

Statistics—সংখ্যাতত্ত্ব। পরিসংখ্যাণ : প্রাকৃতিক, সামাজিক অবস্থা বুঝাইবার জন্য সুষ্ঠুভাবে এবং সুশৃঙ্খলিত উপায়ে সামাজিক, ও প্রাকৃতিক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করা হইলে তাহাকে পরিসংখ্যাণ কহে। পরিসংখ্যাণের সাহায্যে প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন আলোচনা করা হয়।

Statute of Limitations—তামাদি আইন : যে আইন দ্বারা, কতদিন অথবা বৎসর ঋণ অনাদায়ী থাকিলেও পাওনাদারের দাবী নষ্ট হয় না তাহা স্থির করা হয় তাহাকে তামাদি আইন কহে। তামাদি আইনের মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই পাওনাদারকে আপোষে ঋণ আদায়ের সম্ভাবনা না থাকিলে আদালতের সাহায্য নিতে হয়। ঐ সময়ের মধ্যে মামলা সুরু না করিলে পাওনাদারের দাবী নষ্ট হয়।

Statutory Company—সংবিধিবদ্ধ যৌথকারবার : আইনসভায় বিশেষ কোনও আইন পাশ করিয়া কোনও যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠিত

হইলে সেই যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানকে সংবিধিবদ্ধ যৌথ কারবার কহে। গ্যাস কোম্পানী, রেল কোম্পানী, জলসরবরাহ কোম্পানী ইত্যাদি এই প্রকার আইন দ্বারা হয় বলিয়া ঐ সমস্ত যৌথ কারবারকে সংবিধিবদ্ধ যৌথ কারবার কহে।

Statutory Meeting—সংবিধিবদ্ধ অধিবেশন : প্রত্যেক যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলকভাবে কারবার আরম্ভের এক মাসের পর ছয় মাসের মধ্যে সদস্যদের (অংশীদারদের) একটি সাধারণ অধিবেশন হওয়া কর্তব্য। ভারতীয় যৌথ কারবার আইনের ১৬৫ বিধি দ্রষ্টব্য। এই অধিবেশনে বিলি অংশপত্রের সংখ্যা; নগদান প্রাপ্তি, পাওনা ও ব্যয়ের একটি চুম্বক, পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের নাম ঠিকানা, নিরীক্ষকের নাম ঠিকানা, অবলেখকের সহিত অথবা কোনও তৃতীয় পক্ষের সহিত ব্যবসায় আরম্ভের পর কোনও চুক্তি সম্পাদিত হইলে তাহার সারাংশ অংশীদারদের সম্মুখে পেশ করিতে হয়। সংবিধিবদ্ধ অধিবেশনের অন্ততঃ ২১ দিন পূর্বে অংশীদারদের মধ্যে উপরিলিখিত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়া একটি বিবরণ দাখিল করিতে হয়। উহাকে সংবিধিবদ্ধ বিবরণ কহে। Statutory Report দ্রষ্টব্য।

Statutory Report—সংবিধিবদ্ধ বিবরণ : Statutory Meeting দ্রষ্টব্য।

Stem : নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জাহাজে কয়লা বোঝাই করা অথবা বোঝাইর ব্যবস্থা করাকে বুঝায়।

Sterling Area—ষ্টার্লিং এলাকা : ষ্টার্লিং এলাকার অর্থ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে ষ্টার্লিং এলাকা বলিতে সেই দেশ সমূহকে (বিশেষতঃ কমনওয়েলথ্ দেশ সমূহ) বুঝাইত যাহারা তাহাদের বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চিতির হিসাব স্বর্ণে না রাখিয়া লণ্ডনে ষ্টার্লিংএর হিসাবে রাখিত। পূর্ব্বে ইহা একটি পরিষদের মত ছিল। ইহার সদস্যভুক্ত হওয়া না হওয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করিত। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের ফলে ষ্টার্লিং এলাকা বলিতে একটি নির্দ্দিষ্ট "মুদ্রা-এলাকা" বুঝাইত। ইহার বৈশিষ্ট্য এই :

(১) ষ্টার্লিং এলাকাভুক্ত দেশ সমূহের মধ্যে মুদ্রার আদান প্রদান অনিয়ন্ত্রিত।

(২) যদিও সদস্যগণ ষ্টার্লিংএ উহাদের সঞ্চিতি রাখিয়া থাকে তথাপি স্বর্ণ ও ডলার সঞ্চিতিও যুক্তরাজ্যে গচ্ছিত থাকে।

(৩) যে সমস্ত দেশের ডলার এবং স্বর্ণ সঞ্চিতি প্রয়োজনাতিরিক্ত সেই সমস্ত দেশের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া যে সমস্ত দেশের ডলার ও স্বর্ণ সঞ্চিতি খাতে ঘাটতি আছে, তাহারা ঋণ করিতে পারে।

(৪) ডলার এবং অন্যান্য দুর্লভ মুদ্রা এলাকার সহিত বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়িক সম্বন্ধে ষ্টার্লিং এলাকাভুক্ত দেশগুলি একই নীতি অনুসরণ করে। ইহাকে Sterling Blocও কহে। উহা দ্রষ্টব্য।

Sterling Balance—ষ্টার্লিং পাওনা : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে লণ্ডনের বিশেষ মর্য্যাদা থাকার জন্য পৃথিবীর অনেক দেশই তাহাদের দেশের ষ্টার্লিং সঞ্চয় যুক্তরাজ্যের ব্যাঙ্ক অথবা ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডে জমা রাখিত। উহাকে তখন ষ্টার্লিং পাওনা কহিত। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে ষ্টার্লিং পাওনা একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার হইতেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে গ্রেট বৃটেন সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত থাকার দরুণ পৃথিবীর অনেক দেশই গ্রেট বৃটেনকে নানাভাবে যুদ্ধে সাহায্য করিত। এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপে যে সমস্ত দেশ রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক দিক হইতে গ্রেট বৃটেনের উপর নির্ভরশীল ছিল তাহারা গ্রেটবৃটেনের হিসাবে যুদ্ধকালে ব্যয় নিজেদের দেশে বৃটিশ সৈনিকদের সম্পূর্ণ বহন করিত এবং যুদ্ধ সম্ভার যোগাইত। ইহার বাবদ যে মূল্য পাওনা হইয়াছিল উহা ঐ সমস্ত দেশের হিসাবে গ্রেটবৃটেনে জমা করিত। ঐ জমাই ষ্টার্লিং পাওনা। যুদ্ধের পূর্ব্বে গ্রেট বৃটেন ছিল পাওনাদার দেশ। কিন্তু যুদ্ধের ব্যয় বহন করার জন্য যে পাওনা হইল তজ্জন্য গ্রেট বৃটেন এমন একটি দেনাদার রাষ্ট্রে পরিণত হইল যে গ্রেটবৃটেনের ঋণ দাড়াইল জ্যোতি-সংখ্যায়। গ্রেটবৃটেন তাই পাওনাদারদের সহিত চুক্তি করিয়া পাওনা ষ্টার্লিংকে দুইটি পৃথক হিসাবে রাখিল—একটি অবরুদ্ধ হিসাব (Blocked Account) অপর ভাগে রাখিল চলতি হিসাবে (Current Account)। অবরুদ্ধ হিসাবে যে পাওনা রাখা হইল উহা প্রতি বৎসর পাওনাদারদের সহিত চুক্তি করিয়া, গ্রেটবৃটেনের বাণিজ্যিক আদানপ্রদানের সমতার অবস্থা বিবেচনা করিয়া, অল্প অল্প পরিশোধ করা হয়। আর চলতি হিসাবের পাওনা চলতি বৎসরের সাধারণ দেনা পাওনা শোধ করিতে প্রয়োগ করা হয়।

Sterling Bloc : Sterling Area দ্রষ্টব্য।

Stiffening Order—ভারসাম্য আদেশ : জাহাজে বহনোপযোগী মাল ভর্তি করার পূর্বে খালি জাহাজে জাহাজের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য খুব ভারী দ্রব্য বোঝাই করার আদেশকে ভারসাম্য আদেশ কহে। ভারসাম্য আদেশ শুল্ক কার্য্যালয় হইতে গ্রহণ করিতে হয়।

Stock—সম্ভার : নানা অর্থে প্রয়োগ হয় :

(১) কোনও দেশের জাতীয় ঋণকে বুঝায়।

(২) যৌথ কারবারের মূলধনকে বুঝায়। কিন্তু যখন অংশপত্র বিক্রয় করিয়া যৌথ কারবারের মুলধন সংগ্রহ বুঝায় তখন অংশপত্রের আঙ্কিক মূল্য সম্পূর্ণ হইলেই (সম্ভার) ষ্টক কথাটি ব্যবহার হয়। (সম্ভারের) ষ্টকের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে কতিপয় অংশপত্র একত্র করিয়া তাহার মূল্যকে ষ্টক (সম্ভার) কহে। সুতরাং (সম্ভার) ষ্টক একাধিক অংশপত্রে ভাগ করা যায়। পরিমেল নিয়মাবলীতে লিখিত থাকিলে অংশপত্রের মূল্য পরিশোধ হইলে সেই অংশপত্র (সম্ভারে) ষ্টকে পরিণত করা যায়।

(৩) ব্যবসায়ের অবিক্রীত পণ্যকে বুঝায়। সুতরাং ব্যবসায়ের সম্ভার দুই রকমের হইতে পারে। ব্যবসায়ের হিসাব নিকাশ করিয়া যে দিনে উদ্বৃত্তপত্র তৈয়ার করা হয় উহা সেই ব্যবসায়ের সমাপ্তি সম্ভার কিন্তু উহাই পরবর্ত্তী সময়ের প্রথমে আরম্ভিক সম্ভার হইবে।

Stock Broker—ষ্টকের দালাল : ষ্টক ক্রয় বিক্রয়ে মধ্যগ হিসাবে যে কাজ করে তাহাকে ষ্টকের দালাল কহে। ষ্টক ক্রয়েচ্ছু ব্যাক্তিদের ও বিক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করাই ষ্টকের দালালের কর্ত্তব্য। কিন্তু নিজে সরাসরি ষ্টক বাজার হইতে ষ্টক বিক্রয়ে করিতে পারেনা বলিয়া সে ষ্টক বাজারের নিবন্ধিত দালালের (Stock Jobbeer) ব্যবসায় সাহায্যও করে। ষ্টক দালাল মধ্যগ হিসাবে ক্রেতাবিক্রেতার নিকট হইতে দস্তরি বা কমিশন পাইয়া থাকে। Jobber দ্রষ্টব্য।

Stock Dividend—ষ্টক লাভাংশ : যৌথ কারবারে অবিলিকৃত লাভাংশ সঞ্চয় যখন বেশী হয়, তখন কারবার লাভাংশ নগদ শোধ না করিয়া যে পরিমাণ লাভাংশ বিতরণ সাব্যস্ত করে সেই পরিমাণ মূল্যের অংশ পত্র বা শেয়ার শেয়ার-মালিকের মধ্যে বিলি করা হয়। লাভাংশ নগদ অর্থে পরিশোধ না করিয়া ষ্টক দ্বারা পরিশোধ করার সুবিধা এই যে ইহাতে

কারবারের চলিত সম্পদ অপরিবর্ত্তিত থাকে। দায়ের মাত্র রূপ পরিবর্ত্তন হয়। সঞ্চিত লাভাংশের পরিমাণ কমিয়া যায় মূলধন হিসাবে দায় বাড়িয়া যায়।

Stock Exchange—ষ্টকের বাজার : যৌথ কারবারের অংশপত্র, ষ্টক, সরকারী অথবা সায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানের ঋণপত্র ক্রয় বিক্রয়ের স্থল। ষ্টকের বাজার প্রায় প্রত্যেক দেশেই দায়সীমাবদ্ধ ঘরোয়া কারবার। ষ্টক বাজারে ব্যবসায়ের অবস্থার প্রতিফলন হয়। ঝুঁকিদারী ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদা ষ্টক বাজারে কারবারের ষ্টকের বা শেয়ারের মূল্য অনুধাবন করিয়া বিনিয়োগ নীতি স্থির করে। ষ্টক বাজারের কার্য্যকলাপ যাহাতে দেশের পক্ষে অকল্যাণকর না হয় অর্থাৎ ষ্টক বাজার যাহাতে অবৈজ্ঞানিক ও অনিয়-মিত ব্যবসায়ী দ্বারা অধ্যুষিত না হয় তজ্জন্য ষ্টক বাজার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইন পাশ করা হইয়াছে। ষ্টক বাজারে ষ্টক ক্রয় বিক্রয়ের অধিকার প্রাপ্ত ব্যাক্তিগণ ব্যতিরেকে কেহ সেখানে ব্যবসা করিতে পারে না।

Stock Piling—যুদ্ধসম্ভার ক্রয় এবং মজুদ করাকে বুঝায়। মার্শাল পরিকল্পনা অনুযায়ী যে সমস্ত দেশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিবে সেই সমস্ত দেশে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্রয় বিক্রয়ের সুযোগ দান করিতে তাহারা অঙ্গীকারাবদ্ধ।

Stock Receipt—ষ্টকের প্রাপ্তিপত্র : ষ্টক বিক্রেতা বিক্রয় মূল্য পাইয়া ক্রেতাকে যে রসিদ দেয় উহাকে ষ্টকের প্রাপ্তি পত্র কহে। ক্রেতা এই প্রাপ্তি পত্রের বলে তাহার নিজের নামে ষ্টক নিবন্ধন করিতে পারে। ষ্টকের প্রাপ্তিপত্র নিবন্ধিত ষ্টকের বেলাতেই প্রয়োজন হয়। যে ষ্টক কেবলমাত্র পিছনসহি করিয়াই হস্তান্তরযোগ্য তাহা ক্রয় বিক্রয়ে এই রসিদের প্রয়োজন হয় না।

Stock Rights—Cum Rights দ্রষ্টব্য।

Stock Warrant—Cum Rights দ্রষ্টব্য।

Stock Exchange Clearing House—ষ্টক বাজারের নিকাশী ঘর : ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে চেক নিকাশী ঘরের মতই ষ্টক বাজারের ষ্টক নিকাশী ঘরের কার্য্য। দিনান্তে ষ্টকের দালাল নিকাশী ঘরে তাহার মারফতে ষ্টক ক্রয়ের এবং বিক্রয়ের লিষ্টি বা ফিরিস্তি দাখিল করিবে। তারপর অন্যান্য দালালগণ যে লিষ্টি দাখিল করিয়াছে উহার সহিত মিলাইয়া লইবে যে তাঁহার মারফত ষ্টক বেশী ক্রয় হইয়াছে কি বেশী বিক্রয়

হইয়াছে। অর্থাৎ তাহাকে ষ্টক দিতে হইবে কি পাইবে। তারপর পাওনা বা দেয় ষ্টক আদান প্রদান করিয়া হিসাব চুকান হয়।

Stock Taking—সম্ভারের মূল্যস্থিরী করণ : নির্দ্দিষ্ট সময়ে ব্যবসায়ী তাহার ব্যবসায়ের অবস্থা বুঝিবার জন্য অবিক্রীত মাল এবং অন্যান্য সম্পদের মূল্য স্থির করে। উহাকেই সম্ভারের মূল্য স্থিরীকরণ কহে। মূল্য স্থিরীকরণের দুইটি উপায় আছে—(১) দ্রব্যের ক্রয় মূল্য (২) দ্রব্যের চলিত বাজার দর। তবে হিসাবরক্ষণ বিশারদগণের মতে ঐ দুই পদ্ধতির মধ্যে যে পদ্ধতিতে সম্ভারের মূল্য কম দাড়াইবে সেই পদ্ধতি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কারণ চলিত বাজার যদি ক্রয় মূল্যের বেশী হয় এবং সেই মূল্য যদি ধরা হয় তাহা হইলে যে অতিরিক্ত লাভ দেখান হইল উহা কখনও আদায় নাও হইতে পারে। আবার বাজারের মূল্যস্তর যদি ক্রমশঃ নিম্নগামী হয় এবং বাজার দর ক্রয়মূল্য হইতে কম হয় তাহা হইলেও সম্ভার ক্রয় মূল্যে দেখান হইলে ভবিষ্যতে সম্ভার ক্রয় মূল্যে বিক্রয় নাও হইতে পারে। সুতরাং ব্যবসায়ের প্রকৃত অবস্থা বুঝাইতে যে মূল্য হিসাব দিবসে পাওয়া সম্ভব সেই মূল্যই দেখান কর্তব্য। কিন্তু বাজারের দর উচ্চ হইলে সেই বাড়তি মূল্যে সম্ভারমূল্যকরণ করা উচিত নহে কারণ সেই বাড়তি মূল্য ভবিষ্যতে আদায় নাও হইতে পারে।

Stock Turnover—সম্ভার আবর্ত্তন : বৎসরের মধ্যে কতবার বিক্রয়োপযোগী সম্ভার পূরণ করার আবশ্যক হয় উহাই সম্ভার আবর্তন। আবার কত সময়ের ব্যবধানে সম্ভার পূরণ করা আবশ্যক হয় তাহা দ্বারা সম্ভার আবর্তন বাহির করা যায়।

Stop—Countermand of payment দ্রষ্টব্য।

Stop for Freight—মাশুলের জন্য খালাস বন্ধ : বাহকের পূর্ব্ব স্বত্ব অধিকার প্রয়োগ করিয়া এই প্রকার আদেশপত্র দেওয়া হয়। জাহাজের মালিক অথবা দালাল মাল বহনের ভাড়া না পাইয়া থাকিলে পোতাঙ্গণ অধিকার অথবা কোনও গুদাম ঘরের মালিকের উপর মাল খালাস না দেওয়ার নির্দেশ দিলে উহাকে ভাড়ার বা মাশুলের জন্য খালাস বন্ধ বলা হয়।

Stop Order—অনগ্রসর আদেশ : এই কথাটি ষ্টক বাজারে প্রচলিত। যখন মক্কেল তাহার দালালের মারফত শেয়ার কেনা বেচা

করিয়া থাকে তখন সর্ব্বোচ্চ কি মূল্যে কোন শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করিবে তাহার নির্দেশ দিয়া থাকে। উহাই অনগ্রসর নির্দেশ।

উদাহরণ, কোন মক্কেল তাহার দালালকে ১০০৲ টাকার টাটা শেয়ার ৮৫৲ টাকা; এই কথা বলিলে বুঝিতে হইবে যে মক্কেল দালালকে ৮৫৲ টাকার নিম্ন মূল্যে বিক্রয় করিতে নিষেধ করিতেছে। তবে যদি ৮৫৲ টাকা উর্দ্ধ মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে তবে দালালকে মক্কেলের স্বার্থে উহা করিতে হইবে।

Stop Loss Order—লোকসান বন্ধ নির্দেশ : ষ্টকের বাজারে শেয়ারের মূল্য বাড়িতে থাকিলে যে সর্ব্বোচ্চ মূল্যে ক্রয় করার নির্দেশ দেওয়া হয় অথবা পড়তি বাজারে সর্ব্বনিম্ন যে দরে শেয়ার বিক্রয়ের নির্দেশ দেওয়া হয় তাহাকে লোকসান বন্ধ নির্দেশ কহে।

Stoppage in Transit—বিক্রেতা ধারে বিক্রয় করিয়া ক্রেতাকে মাল বিলি দেওয়ার জন্য পাঠাইয়া দিলেও মাল ক্রেতার নিকট পৌছিবার পূর্ব্বে ক্রেতা দেউলিয়া হইলে মাল বিলি দেওয়া বন্ধ করিতে পারে। মাল মাঝপথে থাকা কালে বাহক, জাহাজ অথবা রেল কোম্পানীর উপর মাল খালাস না দেওয়ার নির্দেশ দিয়া অথবা নিজে মাল ফেরত নিয়া মাল খালাস বন্ধ করিতে পারে। একমাত্র দেউলিয়া ক্রেতার বেলায়ই এই অধিকার প্রয়োগ করা হয়। তবে ক্রেতা যদি ইতিমধ্যে মালের স্বত্ব প্রমাণপত্র (যেমন বহনপত্র, চালান ইত্যাদি) কোন তৃতীয় পক্ষকে হস্তান্তর করিয়া থাকে অথবা কোনও তৃতীয় পক্ষকে মালের স্বত্বার্পণ করিয়া থাকে তাহা হইলে বিক্রেতা মাল খালাস বন্ধ করার অধিকার প্রয়োগ করিতে পারে না।

Straight Bill of Lading—সরাসরি বহন পত্র : মাল চালান গ্রহীতার নাম নির্দ্দেশ করিয়া যে বহনপত্র তৈয়ার করা হয় তাহাকে সরাসরি বহনপত্র কহে। সরাসরি বহনপত্র সম্প্রদেয় নহে।

Straight Letter of Credit—অপ্রতিসংহার্য্য অথবা সমর্থিত প্রত্যয়পত্র : Irrevocable Letter of Credit ; Confirmed Letter of Credit দ্রষ্টব্য।

Strategic Materials—সামরিক সম্ভার : দেশরক্ষার উপযুক্ত দ্রব্য সম্ভার উৎপাদন করিতে যে সমূহ দ্রব্য আবশ্যক তাহাকেই সামরিক সম্ভার কহে। তবে যে কোনও দ্রব্যের গুরুত্ব যখন এমন অধিক মনে হয় যে উহার যোগান

ঘাটতি পড়ার সম্ভাবনা আছে এবং নিয়ত সরবরাহের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ দ্রব্যের মজুত রাখা আবশ্যক হয়, সেই দ্রব্য সমূহও বুঝাইতে সামরিক সম্ভার কথাটির প্রয়োগ দেখা যায়।

Stretch out—সম্প্রসারণ: মজুরী বৃদ্ধি না করিয়া শ্রমিকের কার্য্যের সময় বাড়ান হইলে তাহাকে সম্প্রসারণ কহে। আবার শ্রমিকের কার্য্যবৃদ্ধির সহিত সমান অনুপাতে মজুরী না বাড়াইলে তাহাকেও সম্প্রসারণ কহে।

Straddle: আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে Put & Call (উহা দ্রষ্টব্য) না বলিয়া এই কথাটি ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু কথাটি তখনই ব্যবহার হয় যখন ক্রয় করাই হউক কি বিক্রয় করাই হউক ষ্টকের বা শেয়ারের মূল্য একই থাকে।

Strikes—হরতাল: শ্রমিক তাহাদের কার্য্যে সন্তুষ্ট না থাকিলে এবং কর্ম্ম ব্যবস্থার উন্নতি না হইলে কার্য্য করিতে অসম্মত হইয়া কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিলে তাহাকে হরতাল কহে। সে সমস্ত কারণে শ্রমিকগণ হরতাল করে তাহার মধ্যে মজুরীর হার বাড়ান এবং কার্য্যের সময় কমান এই দুইটিই প্রধান। অনেক ক্ষেত্রে কারখানার অবস্থা অস্বাস্থ্যকর হইলে অস্বাস্থ্যকর অবস্থা দূরীভূত করার জন্যও হরতাল করে। কোনও একটি বা মুষ্টিমেয় শ্রমিক কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিলেই তাহাকে হরতাল বলা হয় না। হরতাল বলা হইবে তখন যখন কোন শিল্পের বা কারখানার অধিকাংশ শ্রমিক কর্ম্ম-ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া কর্ম্ম হইতে বিরত থাকে। শিল্পবিরোধ আইনে কতিপয় সর্তাধীনে শ্রমিকদের হরতালের অধিকার মানিয়া নেওয়া হইয়াছে।

Strike Clause—হরতাল সর্ত: চুক্তি অনুসারে নির্দ্ধারিত দিবসে চুক্তি রক্ষা না হইলে চুক্তি ভঙ্গ হইয়া যায় এবং তাহার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে ক্ষতিপূরণ করিতে হয়। কিন্তু কোনও শিল্প কোনও মাল সরবরাহ করার চুক্তি করিয়া চুক্তিতে এইরূপ সর্ত জুড়িয়া দিতে পারে যে শিল্পে শ্রমিকগণ হরতাল করিলে সময়মত মাল বিলি দিতে না পারিলে হরতাল সময়ের জন্য চুক্তির মেয়াদ বাড়ান হইবে। ইহাই হরতাল সর্ত।

Strike Breaker—হরতাল ভঙ্গকারী: শিল্পে হরতাল চলিতে থাকা কালে হরতালে যোগদানকারী শ্রমিকের স্থলাভিষিক্ত করিয়া কোনও শ্রমিককে নিয়োগ করিলে সেই শ্রমিককে কহে হরতাল ভঙ্গকারী। হরতাল

ভঙ্গকারী শ্রমিককে হরতালের সময়ের জন্যই নিয়োগ করা হয়। Scale দ্রষ্টব্য।

Subpoena—নির্দ্দিষ্ট তারিখে আদালতে উপস্থিত হওয়ার পরওয়ানা : যাহার উপর এইরূপ উপস্থিতির পরওয়ানা জারী করা হয় তাহার পক্ষে নির্দ্দিষ্ট তারিখে আদালতে উপস্থিত হওয়া বাধ্যতামূলক নচেৎ আদালত অমান্য অপরাধে দণ্ডনীয়।

Subscription Price—বিলি মূল্য : নূতন ও অতিরিক্ত অংশপত্র যে স্থির মূল্যে যৌথ কারবার কর্তৃক বিক্রয়ের প্রস্তাব করা হয় উহাই বিলি মূল্য। বিলিমূল্যের সহিত অংশপত্রের বাজার মূল্যের কোনও সম্পর্ক নাই।

Subrogation—পরিবর্ত্ত অধিকার : ইহাকে পরিবর্ত্ত অধিকার নিয়ম বলা যায়। বীমাকৃত কোন দ্রব্যের ক্ষতিপূরণ করিয়া বীমাকারী বা দায়গ্রাহক সেই দ্রব্যে বীমা গ্রহীতার সমস্ত স্বত্ব বা অধিকার গ্রহণ করিলে তাহাকে পরিবর্ত্ত অধিকার কহে। পরিবর্ত্ত অধিকারে দায়গ্রাহক ক্ষতিপূরণ করিয়া বীমাকৃত দ্রব্যের অধিকার পাইলে, বীমা গ্রহীতার সেই দ্রব্যে যে স্বত্ব এবং অধিকার ছিল তাহাই পাইয়া থাকে।

Subscribed Capital—বিক্রীত মূলধন ; প্রতিশ্রুত মূলধন : যৌথ কারবার যত সংখ্যক অংশপত্র বিক্রয় করিবার জন্য বাজারে ঘোষণা করে তাহার মধ্যে যত সংখ্যক অংশপত্র ক্রয়ের জন্য আবেদনপত্র পাওয়া যায় সেই অংশপত্রের মোট আঙ্কিক মূল্যই প্রতিশ্রুত বা বিক্রীত মূলধন। কিন্তু যদি অংশপত্র বিলি করিবার কালে পরিচালকমণ্ডলী তত সংখ্যক অংশপত্রের চেয়ে কম সংখ্যক অংশপত্র বিলি করিয়া থাকে তাহা হইলে যতসংখ্যক অংশপত্র বিলি করা হয় তাহার মোট আঙ্কিক মূল্যই বিক্রীত মূলধন। যেমন একটি যৌথ কারবার প্রতিখানা ১০৲ টাকা মূল্যের ৫০০০০ অংশ পত্র বিক্রয় করিবার জন্য ঘোষণা করিল। ৫০০০০ অংশপত্রের মধ্যে ৪০০০০ অংশপত্র ক্রয়ের আবেদনপত্র পাওয়া গেল। তাহা হইলে প্রতিশ্রুত মূলধন ৪০০০০ × ১০৲ = ৪০০০০০৲ কিন্তু পরিচালকমণ্ডলী যদি মাত্র ৩০০০০ অংশপত্র বিলি করে তবে বিক্রীত মূলধন হইবে ৩০০০০ × ১০৲ = ৩০০০০০৲ টাকা।

Subsidiary Coin—Token coin দ্রষ্টব্য।

Subsidiary Company—সহায়ক যৌথ কারবার : একাধিক

শিল্প বা কারবারের ব্যবস্থাপনার ভার অন্য একটি যৌথ কারবারের হাতে ন্যস্ত করিলে, যে সমস্ত কারবারের ব্যবস্থাপনার ভার অন্য কোন যৌথ সংঘের হাতে ন্যস্ত করা হয় সেই সকল যৌথ কারবারকে সহায়ক যৌথ কারবার কহে। Holding Company দ্রষ্টব্য।

Subsidy—আর্থিক সহায়তা: পূর্বে Subsidy কথাটি অতিরিক্ত আমদানী রপ্তানী শুল্ক বসাইলে তাহা বুঝাইতে প্রয়োগ করা হইত। কিন্তু বর্তমানে এই শব্দটি কোনও প্রকার আর্থিক সহায়তা বলিতেই প্রয়োগ হয় এবং সে আর্থিক সাহায্য বা সহায়তা প্রদান করে সরকার। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। যেমন দেশের শিল্পজাত দ্রব্য বাহিরের বাজারে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে না পারিলে অর্থাৎ দ্রব্যের মূল্য অধিক হইলে, যাহাতে বৈদেশিক বাজারে সেই দ্রব্য সহজে রপ্তানী করা যায় সেই জন্য রপ্তানীকারককে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। দ্রব্যের প্রকৃত উৎপাদন মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে যাহাতে রপ্তানীকারক বাহিরের বাজারে দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে তজ্জন্য লোকসান পূরণ করিয়া সরকার আর্থিক সাহায্য দিতে পারে। উহাকে তখন রপ্তানী আর্থিক সাহায্য কহে। আবার বাজারে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য খুব বাড়িয়া গেলে অল্প আয়বিশিষ্ট নাগরিকদের মধ্যে অল্পমূল্যে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিলে ব্যবসায়ীর বা উৎপাদকের যে লোকসান হয় তাহাও সরকার পূরণ করিতে রাজী থাকিতে পারে। এক্ষেত্রে সে আর্থিক সাহায্যকে খাদ্য আর্থিক সাহায্য কহে। Grant কথাটির অর্থও আর্থিক সাহায্য। দুয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে যখন কোনও শিল্পের সমস্ত সংস্থাকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় তখন বলা হয় Subsidy আর যখন শিল্পের মধ্যে মাত্র একটি বা কয়েকটিকে অথবা বিশেষ কতিপয় সংস্থাকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় তখন তাহাকে Grant কহে। Grant দ্রষ্টব্য।

Subsistence—জীবিকা নির্বাহ: জীবন ধারণের জন্য যে নিম্নতম পরিমাণ নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের ও সেবার প্রয়োজন হয় উহাই সমষ্টিগত ভাবে জীবিকা নির্বাহ বলিয়া ব্যবহার হয়।

Subsistence Theory of Wages—Iron law of wages দ্রষ্টব্য।

Substitution, Law of—পরিবর্ত নিয়ম: কোনও একটি দ্রব্যের পরিবর্ত হিসাবে অন্য কোনও দ্রব্য ব্যবহার করা যায়। উভয়ই যদি বাজারে

ব্যবহার হইতে থাকে তাহা হইলে যে দ্রব্য পরিবর্ত্ত হিসাবে ব্যবহার হইতে পারে উহার মূল্যের চেয়ে যে দ্রব্যের পরিবর্ত্ত হিসাবে ব্যবহার হয় তাহার মূল্য অধিক হইতে পারে না। আবার ইহার অর্থ এ ভাবেও হইতে পারে যে প্রান্তিক উৎপাদনের বিক্রয় মূল্য ইহার উৎপাদন ব্যয়ের সমান হইবে। সুতরাং উদ্যোক্তা উৎপাদনের উপাদান এমন ভাবে সমন্বয় করিবে যাহাতে প্রতিটি উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্য উৎপাদানের ক্রয় মূল্যের সমান হয়। যদি কোনও উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন মূল্য উহার ক্রয় মূল্যের অধিক হয় তাহা হইলে যে লাভ হয় তাহাতে উদ্যোক্তা সেই উপাদান আরও নিয়োগ করিতে প্রয়াসী হয়। ফলে উপাদানের চাহিদা বাড়ে এবং ক্রয় মূল্যও বাড়ে এবং উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন মূল্য উপাদানের ক্রয় মূল্যের সমান হয়। একই নিয়মে ভোগকারী যে সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করিবে তাহা এমত ভাবে সমন্বয় করিবে যাহাতে প্রতিটি ভোগ্য দ্রব্যের জন্য যে মূল্য দিতে রাজী, তাহার ভোগ সন্তুষ্টির পরিমাণও সমান হয়। Margin দ্রষ্টব্য।

Sue & Labour Clause—সামুদ্রিক বীমাপত্রেই এই সর্ত থাকে। এই সর্ত থাকিলে বীমা গ্রহীতা অথবা তাহার কোনও কর্ম্মচারীর বীমাকৃত দ্রব্যের বিপদাশঙ্কা দেখা দিলে বিপদের বা ক্ষতির হাত হইতে বীমাকৃত দ্রব্য রক্ষা করার জন্য আবশ্যকীয় পন্থা অবলম্বন করার অধিকার থাকে এবং ঐ জন্য বীমা গ্রহীতা যে অর্থ ব্যয় করিতে বাধ্য হয় তাহা বীমাকারীকে বা দায় গ্রাহককে পূরণ করিতে হয়।

Subvention—Subsidy, Grant এর সমার্থবোধক। উহা দ্রষ্টব্য।

Succession Duties—Death Duties দ্রষ্টব্য।

Sumptuary Laws—ব্যয় নিয়ামক আইন: যে সকল দ্রব্যের ভোগ ব্যক্তির স্বাস্থ্যহানির কারণ হইতে পারে অথবা যে সকল দ্রব্যের ভোগ সামাজিক দিক হইতে অকল্যাণকর উহার ভোগ নিয়ন্ত্রণ করিয়া যে আইন করা হয় তাহাকেই ব্যয় নিয়ামক আইন কহে। যেমন—মাদক বর্জ্জন আইন ব্যয় নিয়ামক আইন।

Super Cargo—অধিপণ্য: জাহাজে মাল পাঠাইয়া সেই মাল গন্তব্য স্থলে পৌছিলে উহা বিক্রয়ের তদারক করার জন্য এবং ফেরত পথে স্বদেশে বিক্রয়োপযোগী দ্রব্য সংগ্রহের জন্য মালের সহিত কোন ব্যক্তিকে

পাঠান হইলে সেই ব্যক্তিকে অধিমাল বা অধিপণ্য কহে।

Superprofit—প্রকৃত মুনাফা: মালিকানা ব্যবসায়ের লাভ লোকসানের হিসাবে এই কথাটি প্রয়োগ হয়। লাভ ক্ষতি হিসাব দ্বারা ব্যবসায়ের ব্যবসাজনিত ফল পাওয়া যায়। কিন্তু লাভ ক্ষতি হিসাবে এমন অনেক খরচ থাকিতে পারে যাহার হিসাব করা হয় না কারণ ঐ বাবদে কোন নগদান ব্যয় হয় না। প্রকৃত লাভ বাহির করিতে ঐ সমস্ত ব্যয়ও ধরিতে হয়। যেমন ব্যবসায়ী নিজে ব্যবস্থাপনা করিলে ঐ বাবদে তাহার মজুরী বা বেতন লাভ ক্ষতি হিসাবে ব্যয় হিসাবে দেখান না হইলে উহা বাদ দেওয়া উচিত। সেইরূপ ভাবে ব্যবসায়ীর নিজ ঘরেই ব্যবসায় স্থিত থাকিলে কোন খাজনাও লাভ হইতে বাদ দিয়া দেখান হয় না অথচ অন্যত্র ব্যবসায় করিলে হয়ত তাহাকে ঐ ব্যবসায়ের জন্য খাজনা দিতে হইত; মূলধনের উপর সুদের হিসাব না করিলে তাহারও হিসাব করা উচিত। সুতরাং এই সমস্ত ব্যবসায়ের নিয়মিত ব্যয় বা ক্ষতি। কিন্তু যেহেতু এই সকল বাবদ নগদ অর্থ ব্যয় হয় নাই সেই জন্য ইহা লাভ ক্ষতি হিসাবে দেখানও হয় না। কাজেই ব্যবসায়ীর প্রকৃত লাভ বলিতে সেই লাভই হইবে যে লাভ ক্ষতি হিসাবে এই সমস্ত খরচও ধরা হইয়াছে।

Supplementary Cost—পরিপূরক ব্যয়: Fixed Cost দ্রষ্টব্য।

Supplementary Estimate—পরিপূরক প্রক্কালন: ব্যয়ের প্রক্কালন আইন সভায় পেশ করিলে উহার মধ্যে কিছু কিছু ব্যয়ের খাত আছে যাহার ব্যয়ের পরিমাণ আইন সভার সদস্যগণ ভোট দিয়া স্থির করিয়া থাকে। এমনও হইতে পারে যে কোনও অনিবার্য্য কারণ বশত নিশ্চিত খাতের ব্যয়ের সম্ভাবনা বাড়িতে পারে। সে ক্ষেত্রে পরিপূরক প্রক্কালন হিসাবে অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য আবার প্রক্কালন দাখিল করিতে হয়। সুতরাং মূল প্রক্কালনে সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ কম ধরা হইলে পরিপূরক প্রক্কালন উপস্থাপিত করা হয়।

Supply—যোগান: বাজারে বিক্রয়ের জন্য যে আর্থিক দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাই ঐ দ্রব্যের যোগান। কিন্তু ইহাকে সঙ্কুচিত অর্থে প্রয়োগ করিলে কোনও এক সময়ে এক নির্দিষ্ট মূল্যে যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে বিক্রেতা ইচ্ছুক থাকে তাহাকেই বুঝায়। সুতরাং যদি

বিক্রেতা ৪৲ টাকা দরে ৫০০ একক এবং ৩৲ টাকা দরে ৩০০ একক দ্রব্য বিক্রয় করিতে রাজী থাকে তাহা হইলে সেই দ্রব্যের যোগান ৪৲ টাকা দরে ৫০০ এবং ৩৲ টাকা দরে ৩০০।

আবার যোগান অনুসূচী (Supply Schedule) দ্বারা কোনও এক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দরে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ বিক্রয়ের ইচ্ছাকেও বুঝায়।

যেমন ৫৲ টাকা দরে ৫০০
৪৲ ,, ,, ৪০০
৩৲ ,, ,, ৩০০
২৲ ,, ,, ২০০
১৲ ,, ,, ১০০

উপরের অনুসূচী হইতে এক সময়ের যোগান অনুসূচী দেখা হইল। কিন্তু অন্য এক সময়ে যোগান অনুসূচী আবার পরিবর্তন হইতে পারে।

যেমন ৫৲ টাকা দরে ৬০০
৪৲ ,, ,, ৫০০
৩৲ ,, ,, ৪০০
২৲ ,, ,, ৩০০
১৲ ,, ,, ২০০

এই দুইটি অনুসূচী দ্বারা দুই সময়ের মধ্যে যোগানের অবস্থার পরিবর্তন বুঝা যায়। প্রথম সময়ের তুলনায় দ্বিতীয় অবস্থায় যোগানের পরিমাণ বাড়িয়াছে বুঝা যায়।

Composite Supply, Elastic Supply, Inelastic Supply দ্রষ্টব্য।

Supply Price—যোগান মূল্য: কোন দ্রব্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ যোগান দিবার জন্য উৎপাদনকারীগণ (উৎপাদকসমূহ) যে নিম্নতম মূল্য দাবী করে অর্থাৎ যাহার কম মূল্যে উৎপাদনের উপাদান যোগান বন্ধ হয় তাহাকেই যোগান মূল্য কহে। Marshall ইহাকে এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে কোনও দ্রব্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন করিবার জন্য উৎপাদকসমূহকে যে মূল্যে আকর্ষণ করা যায় তাহাই যোগান মূল্য। "Price required to call forth the exertion necessary for producing any given amount of a commodity" Marshall.

Surcharge—অধিভার : আয়ের উপর বা অর্থপ্রাপ্তির উপর স্বাভাবিক আয়করের উপর যে কর আরোপ করা হয় তাহাকে অধিভার কহে।

Surety—জামিন : জামিন বলিতে সেই ব্যক্তিকেই বুঝায় যে দলিল সম্পাদন করিয়া অপর কাহারও পক্ষে দেনা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেয়। দেনাদার দেনা পরিশোধ না করিলে যে ব্যক্তি দেনা পরিশোধ করার অঙ্গীকার দেয় তাহাকে জামিন কহে। আবার অপর কাহারও পক্ষে কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করার প্রতিশ্রুতি দিলে প্রতিশ্রুতি দাতাকেও জামিন কহে। Surety Bond ; Contract of Guarantee দ্রষ্টব্য।

Surety Bond—জামিন দলিল : যে দলিল দ্বারা কাহারও পক্ষে দেনা পরিশোধ করার বা কোনও কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তাহাকে জামিন দলিল কহে। Surety দ্রষ্টব্য।

Suretyship Insurance : Fidelity Insurance দ্রষ্টব্য।

Surplus—উদ্বৃত্ত : আশু অভাব মিটাইয়াও সম্পদের যাহা থাকে তাহাকে উদ্বৃত্ত কহে। ব্যবসায়ক্ষেত্রে মোট সম্পদ হইতে দায় বাদ দিলে যাহা থাকে উহাই উদ্বৃত্ত। ঐ উদ্বৃত্তকে মূলধন উদ্‌বৃত্ত কহে। মূলধন উদ্‌বৃত্তের মধ্যে যে মূলধন নিয়া ব্যবসায়ী ব্যবসা আরম্ভ করে তাহাকে আদায়ীকৃত মূলধন উদ্‌বৃত্ত কহে আর যে অংশ উপার্জ্জিত যেমন লাভাংশ, তাহাকে উপার্জ্জিত মূলধন উদ্‌বৃত্ত কহে।

Surplus Value—উদ্বৃত্ত মূল্য : Karl Marxএর মতে দ্রব্যের মূল্য শ্রমিকের পরিশ্রমের মূল্যের সমান। অর্থাৎ কোনও দ্রব্য উৎপাদনে যত মূল্যের শ্রম ব্যয় হয় উহাই সেই দ্রব্যের মূল্য। সুতরাং কোনও দ্রব্য উৎপাদনে যে মূল্য ব্যয় হয় তাহা সম্পূর্ণই শ্রমিকের পাওনা। শ্রমিক তাহার জীবনধারণের জন্য আবশ্যকীয় অর্থ মাত্র পায়, বাকী অংশ যায় ধনিক-শ্রেণীর হাতে মুনাফা হিসাবে এবং সুদ হিসাবে। যে অংশ ধনিক শ্রেণী মুনাফা হিসাবে পায় উহাই উদ্‌বৃত্ত মূল্য। তাহা হইলে উদ্‌বৃত্ত মূল্য শ্রমিকের পাওনার যে অংশ ধনিকশ্রেণী পায় তাহা। উদ্‌বৃত্ত মূল্য তত্ত্বে শ্রমিকের জীবন ধারণের জন্য দ্রব্য উৎপাদনে যে শ্রম ব্যয় তাহা শ্রমিক যে দ্রব্য উৎপাদন করে তাহার মূল্য হইতে কম। সুতরাং উভয়ের ব্যবধান শ্রমিককে বঞ্চিত করিয়া ধনিকশ্রেণী নেয়। Labour Theory of Value দ্রষ্টব্য।

Surplus Labour and Value Theory: Labour Theory of Value; Surplus Value দ্রষ্টব্য।

Surrender Value—প্রত্যর্পণ মূল্য: জীবন বীমায় বীমা গ্রহীতা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বীমা গ্রহণ করিয়া তাহার পূর্ব্বেই বীমাপত্রের স্বত্ব ত্যাগ করিয়া বা দাবী প্রত্যাহার করিয়া বীমাকারীকে বীমাপত্র ফেরত দিলে বীমাকারী যে মূল্য দিতে রাজী থাকে উহাই প্রত্যর্পণ মূল্য। প্রত্যর্পণ মূল্য বিভিন্ন বীমাকারী ভিন্ন ভিন্ন হারে স্থির করিতে পারে তবে মোটামুটি একটি নিয়ম এই যে বীমা গ্রহণের পর ৩ বৎসর নিয়মিত চাঁদা আদায় করিলে ৩ বৎসর পর প্রত্যর্পণ মূল্য হয়। মোট আদায়ীকৃত চাঁদা হইতে প্রথম বৎসরের চাঁদা বাদ দিয়া যাহা থাকে উহার শতকরা ৮০ ভাগ হইতে ৯০ ভাগ পর্য্যন্ত প্রত্যর্পণ মূল্য হইতে পারে। বীমাপত্র যত অধিকদিন চালু থাকিবে প্রত্যর্পণ মূল্যও তত অধিক হইবে। কারণ আদায়ীকৃত বীমার চাঁদার উপরই প্রত্যর্পণ মূল্যের নির্ভর করে।

Surtax—উপরি কর: আয়কর এক নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলে সীমাতিরিক্ত আয়ের উপর স্বাভাবিক আয় করের উপর যে আয় কর বসান হয় তাহাই উপরি কর। উপরি কর সর্বদাই ক্রমবর্দ্ধমান হারে বসান হয়।

Survivorship Annuity—উত্তরজীবী বার্ষিক বৃত্তি: বার্ষিক বৃত্তিপত্র গ্রহীতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে অথবা বৃত্তিপত্র গ্রহীতার ইচ্ছাপত্র অনুযায়ী কেহ বার্ষিক বৃত্তি পাইলে তাহাকে উত্তরাধিকার বা উত্তরজীবী বার্ষিক বৃত্তি কহে। ইহাকে Reversionary Annuity ও কহে। উহা দ্রষ্টব্য।

Suspense Account—নিলম্বিত হিসাব: হিসাব রক্ষণে যখন কোনও আয় অথবা ব্যয় কোনও নির্দ্দিষ্ট হিসাবে বা খাতে জমা খরচ করা যায় না, তখন সেই লেনদেন নিলম্বিত হিসাবে রাখা হয়। অনেক ক্ষেত্রে কোন খাতে ব্যয় লিখা হইবে কিম্বা জমা লিখা হইবে অথবা অসম্পূর্ণ বিবরণের জন্য প্রকৃত পক্ষে কোন খাতে উহা স্থানান্তর করা দরকার তাহা স্থির করিতে না পারিলে উহা নিলম্বিত হিসাবে রাখা হয়। উহাকে আটক হিসাবও বলা যায় কারণ যতদিন পর্য্যন্ত নিশ্চয় করিয়া বুঝা না যায় যে উহা কোন খাতে লিখিতে হইবে ততদিন উহাকে নিলম্বিত খাতে আটক

রাখা হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বার্ষিক হিসাব নিকাশের পূর্ব্বে যে কাঁচা তুলন তৈয়ার করা হয় তখন জমা ও খরচের মোট যদি সমান না হয় তাহা হইলে যে দিকে যোগফল কম সেই দিকে অপূরণ অঙ্ক বসাইয়া কাঁচা তুলন বা রেওয়া মিল তৈয়ার করা হয়। নিলম্বিত হিসাবের ঐ তুলন অঙ্কই উদবৃত্ত পত্রের দায় অথবা সম্পদ দিকে উঠিবে। উদবৃত্ত পত্রের কোন দিকে নিলম্বিত হিসাব দেখান হইবে তাহা নির্ভর করিবে নিলম্বিত হিসাব খরচ তুলন (Debit Balance) কি জমা তুলন (Credit Balance) তাহার উপর। খরচ তুলন হইলে সম্পদ দিকে এবং জমা তুলন হইলে দায় দিকে দেখান হইবে।

Suspension of Payment—আদায় নিলম্বন : ব্যবসায়ীর নিজের আর্থিক অবস্থা অস্বচ্ছল হইলে যতক্ষণ পাওনাদারদের সমস্ত পাওনা শোধ করার অবস্থায় না পৌছে ততদিন সকল প্রকার দেনা শোধ স্থগিত রাখিলে তাহাকে আদায় নিলম্বন কহে। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী এই পন্থা অবলম্বন করিয়া আশু দেউলিয়া হওয়ার হাত হইতে রেহাই পাইতে চেষ্টা করে।

Sweating Coins--মুদ্রার ধাতু শোষণ : মুদ্রার ধাতু শোষণ পদ্ধতির এখন আর কোন প্রয়োজন নাই কারণ বর্ত্তমান যুগে কাগজী মুদ্রা ধাতব মুদ্রার স্থল অধিকার করিয়াছে। যখন মূল্যবান ধাতু দ্বারা মুদ্রা তৈয়ার হইত এবং সেই মুদ্রাই মাত্র আইনানুগ ও বিনিময়যোগ্য ছিল তখন অনেকে মুদ্রা ক্ষয়ীকরণ দ্বারা লাভ করিত। ইহা যতদিন স্বর্ণ মুদ্রার অবাধ ও আইনানুগ প্রচলন ছিল তখনই গ্রহণ করা হইত। একটি থলিতে বহুসংখ্যক স্বর্ণ মুদ্রা রাখিয়া খুব জোরে ঝাঁকিতে থাকে। ফলে মুদ্রার পারস্পরিক ঘর্ষণের ফলে স্বর্ণ ক্ষয় হয়। তখন ঐ ঘষণের ফলে মুদ্রা হইতে প্রাপ্ত স্বর্ণ বিক্রয় করিয়া লাভ করা হয়। ইহাকেই মুদ্রার ধাতু শোষণ কহে।

Sweating System—শোষণ প্রথা : শ্রমিককে কম মজুরীতে নিয়োগ করার ফলে অথবা অতি দীর্ঘ সময় একটানা কাজ করিতে বাধ্য করিলে অথবা কর্ম্মস্থলের অবস্থা যদি এমন হয় যাহাতে শ্রমিকের শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক উন্নতিতে ব্যঘাত সৃষ্টি হইতে পারে তখন তাহাকে শোষণ প্রথা কহে। পৃথিবীর সর্বত্রই শিল্প শ্রমিকের স্বাস্থ্য, মানসিকবৃত্তি ও নৈতিক উন্নতির জন্য নানা প্রকার আইন পাশ করা হইয়াছে। সুতরাং শোষণ (Sweating) একদম বন্ধ না হইলেও উহার প্রচণ্ডতা যথেষ্ট

কমিয়াছে।

Symmetallism—প্রতি-ধাতুমান : মুদ্রা ব্যবস্থায় মুদ্রা যখন একাধিক মূল্যবান ধাতুর সমন্বয়ে তৈয়ার হয় তখন তাহাকে প্রতি-ধাতুমান কহে। যেমন স্বর্ণ ও রৌপ্য একত্র ব্যবহার করিয়া মুদ্রা তৈয়ার হইলে সেই মুদ্রা প্রতি-ধাতুমান মুদ্রা। আবার মুদ্রা ব্যবস্থা যদি পরিবর্ত্তন যোগ্য কাগজী মুদ্রা হয় এবং যে পরিমাণ কাগজী মুদ্রা ছাপা হয় সম মূল্যের স্বর্ণ ও রৌপ্য এক স্থির অনুপাতে যদি টাকশালে জমা রাখা হয় তাহা হইলে সেই মুদ্রা ব্যবস্থাকেও প্রতি-ধাতুমান মুদ্রা ব্যবস্থা বলা হয়। কাগজী মুদ্রা তখন এক নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে দুই প্রকার ধাতব মুদ্রায়ই পরিবর্ত্তন করা হয়।

Sympathetic strike—সহানুভূতিপূর্ণ ধর্ম্মঘট : কোনও শিল্পের শ্রমিকদের নিজ মালিকের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না থাকিলেও অন্য কোনও সংশ্লিষ্ট বা সমস্বার্থসম্পন্ন শিল্পের শ্রমিকদের দাবী আদায়ে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে ধর্ম্মঘট করিলে বা কর্ম্মবিরতি পন্থা গ্রহণ করিলে তাহাকে সহানুভূতি পূর্ণ ধর্ম্মঘট কহে। ইহাকে গৌণ ধর্ম্মঘটও (Secondary Strike দ্রষ্টব্য) কহে।

Syndicalism—শ্রমিক সংঘবাদ : অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শিল্পের উৎপাদন ব্যবস্থা, উৎপাদনের মালিকানাস্বত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ শিল্পের শ্রমিকদের হাতে ন্যস্ত করা হইলে তাহাকে শ্রমিক সংঘবাদ কহে। শ্রমিক সংঘবাদে প্রত্যেক শিল্পে একটি শ্রমিক সংঘ থাকিবে এবং সেই শ্রমিক সংঘ হইবে স্বাধীন। শিল্পের ব্যাবস্থাপনা, নীতি গ্রহণ, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি যাহা ঘরোয়া উৎপাদন ব্যবস্থায় শিল্পপতিদের হাতে ন্যস্ত থাকে, উহা সমস্তই শ্রমিক সংঘের হাতে থাকিবে। এই স্বাধীন শ্রমিক সংঘ সমূহ একত্রিত হইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সংঘ গঠন করিবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শ্রমিক সংঘ সাধারণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আবশ্যকীয় উৎপাদন ও বিতরণের পন্থা স্থির করিবে। শ্রমিক সংঘের আওতায় কখনও জবরদস্ত সরকারের স্থান নাই। শ্রমিক সংঘবাদ পুরাদস্তুর কার্য্যকরী হইলে জবরদস্ত বা শাসনকারী রাষ্ট্র বিলোপ পায়।

Syndicate—উৎপাদক সংঘ : (১) বাজারে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শিল্পের মালিকগণ (উৎপাদকগণ) সংঘবদ্ধ

হইলে তাহাকে উৎপাদক সংঘ কহে। উৎপাদক সংঘের উদ্দেশ্য মুনাফার পরিমাণ বাড়ান। মুনাফার পরিমাণ বাড়াইবার জন্য উৎপাদক হয় উৎপাদনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে নচেৎ উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে, যে মূল্যের কম মূল্যে বিক্রয় সম্ভব নয়। ইহার নাম উৎপাদক সংঘ হইলেও সংঘবদ্ধ হওয়ার ফলে যে প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়, উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের ভার থাকে সেই প্রতিষ্ঠানের হাতে। শিল্প নিজেদের উৎপাদন এই সংঘের (প্রতিষ্ঠানের) হাতে ছাড়িয়া দেয়। সংঘ উৎপাদকের পক্ষে উহা বিক্রয় করে এবং মুনাফা উৎপাদকদের মধ্যে উৎপাদনের পরিমাণ অনুপাতে বণ্টন করিয়া দেয়। সুতরাং সংঘটি বিক্রয় সংস্থা হিসাবেই কার্য্য করে। যেমন ভারতীয় শর্করা সংঘ (Indian Sugar Syndicate)। ভারতের শর্করা ব্যবসা এই সংঘ নিয়ন্ত্রিত। (২) ষ্টক বাজারে বা ফাটকা বাজারে ঝুঁকিদারী ব্যবসায়ীগণ বাজারে ষ্টক বা শেয়ারের মূল্য কমাইবার বা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হইয়া ষ্টক বা শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করিলে সেই অবস্থাকেও সংঘ বলা যায়। সংঘের ক্রয় বিক্রয়ের ফলে জনসাধারণ ষ্টক বা শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয়। এই উপায়ে অপ্রকৃত চাহিদা বা যোগানের অবস্থা সৃষ্টি করা হয় এবং ফলে সংঘ প্রচুর মুনাফা করিতে সক্ষম হয়।

T

Table A—প্রত্যেক দেশের যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের পরিমেল নিয়মাবলী (Articles of Association) কি ভাবে প্রস্তুত হইবে তাহার একটি নমুনা যৌথ কারবারী আইনের প্রথম লিষ্টি বা ফিরিস্তিতে দেওয়া থাকে। যৌথ কারবার সমূহের পরিমেল নিয়মাবলী ঐ নমুনা অনুযায়ী প্রস্তুত করিতে হয়। যৌথ কারবার নিজস্ব পরিমেল নিয়মাবলী তৈয়ার না করিয়াও নমুনা পরিমেল নিয়মাবলীর সকল দফাই মানিয়া নিতে পারে। সেক্ষেত্রে কারবার নিবন্ধন কালে ঐ রূপ ঘোষণা দিলেই কারবার নিবন্ধন হয়। নিজস্ব পরিমেল নিয়মাবলী তৈয়ার করার অবশ্যক হয় না। এই নমুনা পরিমেল নিয়মাবলীর সংক্ষিপ্ত নাম Table A.

Tabular Book-Keeping—**দফাওয়ারী হিসাব রক্ষণ; স্তাম্ভিক হিসাব রক্ষণ; সারণীবদ্ধ হিসাব রক্ষণ:** হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি সমূহের একটি। ইহাতে জাবেদা বহি (Subsidiary book) দফাওয়ারী লিখা হয়। জাবেদা বহিতে আয়ের দিকে যে সকল খাতে আয় হয় তাহার প্রত্যেক দফাই এক একটি স্তম্ভে দেখান হয় এবং ব্যয়ের দিকেও অনুরূপ ভাবে সমস্ত ব্যয়ের হিসাব এই ভাবে রাখা হয়। এই প্রকার দফাওয়ারী হিসাব রক্ষণকে সারণীবদ্ধ হিসাব রক্ষণ কহে।

Tabular Standard of Value—**সারণীবদ্ধ মূল্যমান:** মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা পরিবর্ত্তনের জন্য যে দিনে দেনা শোধ করা হয় সেই দিনে মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে মূল দেনার পরিমাণের সামঞ্জস্য করার নামই সারণীবদ্ধ মূল্য মান। কতিপয় বিশেষ এবং নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য বাছিয়া নিয়া উহাদের গড় মূল্য বাহির করা হয়। যে দিনে চুক্তি করা হয় সেই দিনের গড় মূল্যের

সহিত যে দিন মূল্য শোধ করা হয় সেই দিনের মূল্যের গড় কম হইলে চুক্তিকৃত মূল্য হইতে সমহারে বাদ দিয়া প্রকৃত কত দিতে হইবে তাহা বাহির করা হয়।

Take in : পশ্চাৎ মিটাইবার দক্ষিণা পাওয়া গেলে তাহাকে বুঝায়।

Take up a bill—হুণ্ডি চুকান ; বিনিময়পত্র শোধ : ব্যাঙ্ক অথবা বিনিময়পত্রের স্বত্ববানকে বিনিময়পত্রের মূল্য শোধ করা হইলে তাহাকে বিনিময়পত্র শোধ কহে। Retiring a bill এর সমার্থবোধক। উহা দ্রষ্টব্য।

Tale : দ্রব্যের পরিমাণ ওজন দ্বারা সূচনা না করিয়া সংখ্যা দ্বারা সূচনা করা হইলে তাহাকে সংখ্যা সূচক পরিমাণ কহে।

Tale Quale : নমুনা দৃষ্টে ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তিতে এই শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। লাটিন Talis Qualis এর ইংরাজী প্রতিশব্দ। ইহার অর্থ এই যে "নমুনার সমভাব" আবার ইহার অর্থ "আগমন সাপেক্ষ বিক্রয়" ও ধরা হয়। এই প্রকার ক্রয় বিক্রয়ে ক্রেতা নমুনা দৃষ্টে ক্রয়ের চুক্তি করিয়া থাকিলে চুক্তির পর জাহাজে বা যাত্রাপথে থাকাকালীন দ্রব্যের কোনও রূপ ক্ষতি এবং পরিবর্ত্তন হইলে তাহার জন্য বিক্রেতাকে দায়ী করা যায় না। এইরূপ কোন সম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকি ক্রেতাকে নিজেকেই গ্রহণ করিতে হয়।

Tally Trade : কিস্তিবন্দীতে মূল্য শোধ করার চুক্তিতে ব্যবসায়ী মক্কেলের নিকট ধারে দ্রব্য বিক্রয় করিলে সেই প্রকার বিক্রয়কে ধারে বিক্রয় কহে। তবে এই শব্দটির প্রয়োগ হয় বিশেষত সুতী দ্রব্য এই নিয়মে বিক্রয় হইলে তখন।

Talon—যোজনা : শেয়ার অথবা অংশপত্রের সহিত লাভাংশ আদায়ের কুপন অথবা ঋণপত্রের সহিত সুদ আদায়ের কুপন যুক্ত থাকিলে সেই কুপন ব্যাঙ্কে জমা দিলে ব্যাঙ্কের উপর লাভাংশ বা সুদ আদায়ের অধিকার দেওয়া হয়। শেয়ার বা ঋণপত্রের সহিত সংযুক্ত কুপনের পরিমাণ অপ্রচুর মনে হইলে (অর্থাৎ যতদিন ঋণপত্র অথবা অংশপত্র চলতি থাকিবে ততদিন কুপন ব্যবহারের পক্ষে কুপনের সংখ্যা কম হইবে অনুমান করিলে) কুপনের নীচে একখানা পত্রী যোজনা করিয়া দেওয়া হয় যে পত্রী শেয়ার বিক্রয়কারী বা ঋণপত্র বিক্রেতার নিকট উপস্থাপিত করিলে পুনরায় কতিপয় কুপন পাওয়া যায়।

Tangible Property—প্রকৃত সম্পদ : স্পর্শনীয় এবং আকৃতি-

পরিবর্ত্তন মাপযোগ্য সকল দ্রব্যই বাস্তব দ্রব্য। যে ব্যক্তি ঐ প্রকার কোনও বাস্তব দ্রব্যের স্বত্ববান তাহার নিকট ঐ দ্রব্য প্রকৃত বা বাস্তব সম্পদ। অবাস্তব সম্পদের বিপরীতার্থক অর্থে ব্যবহার হয়। অবাস্তব সম্পদ যেমন সুনাম (Goodwill) (Patent Right) ইত্যাদি অধিকারে থাকিলে তাহাও অধিকারীর সম্পদ বটে কিন্তু তাহা অবাস্তব। আর জমি, বাড়ী ঘর ইত্যাদি প্রকৃত সম্পদ।

Tap Rate—ধারা হার ; অবিরাম বিলির হার : সরকার ঋণপত্র (Treasury Deposit Receipt) বিক্রয় করিয়া স্বল্প মিয়াদী ঋণ সংগ্রহ করিতে চাহিলে কি মূল্যে ঐ ঋণপত্র বিক্রয় হইবে তাহার মূল্য বা হার পূর্ববর্ত্তী টেণ্ডারের (মূল্যবেদন) গড়ের উপর স্থির করিয়া থাকে। ইহাই ধারা হার।

Tape Prices—ফিতায় দর্শিত মূল্য : অনেক সময়ে অর্থ সম্বন্ধীয় সংবাদপত্রে শেয়ার বা ষ্টকের মূল্য Tape Priceএ দেখান হয়। ইহার অর্থ এই যে কোন বিশেষ শেয়ার বা ষ্টকের মূল্য শেয়ার বাজারের টেলিগ্রাফ (তার কার্য্যালয়) অফিসের যন্ত্রের ফিতায় লিপিবদ্ধ করা আছে। অর্থাৎ শেয়ার বাজারের তার অফিসের ফিতায় যে মূল্য দেখান হইয়াছে সেই মূল্যই পত্রিকায় প্রকাশিত হইল।

Tare—করতা ; আধারের নিজস্ব ওজন ; রিক্ত তৌল : কোন দ্রব্যের আধারের নিজস্ব ওজন বাবদে মোট ওজন হইতে যাহা বাদ দেওয়া হয় তাহাই করতা। ইহাকে রিক্ত তৌল অথবা আধারের নিজস্ব ওজনও বলা হয়। করতা বা নিজস্ব ওজন নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায় :

(১) **Actual Tare—প্রকৃত করতা :** দ্রব্যাধারে দ্রব্যপূর্ত্তি করার আগে পৃথকভাবে আধারের ওজন বাহির করা হইলে তখন তাহাকে প্রকৃত করতা কহে।

(২) **Average Tare—গড় করতা :** যখন কতিপয় আধারে দ্রব্য বহন করা হয় তখন অল্পসংখ্যক (৩।৪টি) আধারের প্রকৃত করতার গড়কে প্রত্যেক আধারের করতা হিসাবে ধরা হয়।

(৩) **Customary Tare—দস্তুর করতা :** যখন দ্রব্যাধার এমন সমভাবাপন্ন যে এক আধার হইতে অন্য আধারের পার্থক্য বাহির করা

প্রায় অসম্ভব তখন একটি নির্দিষ্ট হারে করতা ধরা হয়, উহাই দস্তুর করতা।

(৪) **Estimated Tare—অনুমানিক করতা** : দ্রব্যাধারের সংখ্যা যখন অনেক এবং প্রত্যেকটি দ্রব্যাধার যখন পৃথক ভাবে ওজন করা হয় না এবং যে কোনও একটির করতাই অন্য প্রত্যেক দ্রব্যধারের করতা হিসাবে ধরা হয় তখন তাহাকে অনুমানিক করতা কহে।

(৫) **Super Tare—অধি করতা** : ভর্তি দ্রব্য সমেত দ্রব্যাধারের ওজন এক নির্দিষ্ট ওজনের অতিরিক্ত হইলে অনুমানিক করতার উপরও করতা হিসাবে যাহা বাদ দেওয়া হয় তাহাই অধি করতা।

Tariff—শুল্কসূচী : (১) কোন দ্রব্যের মাশুলের নির্দিষ্ট সূচী। যেমন একটি ষ্টেশন হইতে বিভিন্ন দূরত্বের যাত্রীর ভাড়া বা মাল বহনের ভাড়া।

(২) শুল্ক কার্য্যালয় হইতে প্রতি বৎসর কোন কোন দ্রব্যের উপর আমদানী শুল্ক; কোন কোন দ্রব্যের উপর রপ্তানী শুল্ক দিতে হইবে, শুল্কের হার কি হইবে ; কোন দ্রব্য আমদানী রপ্তানী অযোগ্য ইত্যাদি তথ্য বা সংবাদ যুক্ত যে সূচী প্রকাশ করা হয় উহার নামও শুল্কসূচী। শুল্কসূচী কথাটি দ্বিতীয় অর্থেই অধিক প্রয়োগ হয়। Customs দ্রষ্টব্য।

Tariff for Revenue only : Revenue Tariff দ্রষ্টব্য।

Tariff Office and Non-Tariff Office :

Tariff Office—শুল্ক সংঘ। বিভিন্ন প্রকার ঝুঁকি গ্রহণ করিয়া একটি নির্দিষ্ট বীমার চাঁদা স্থির ও প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে যখন ঝুঁকিগ্রহণ কারীগণ জোটবদ্ধ হয় তখন তাহাকে শুল্ক সংঘ কহে।

Non-Tariff Office—শুল্ক সংঘের বাহিরে থাকিয়া যাহারা প্রতিযোগিতা দায় গ্রাহকের কার্য্য করে তাহাদের বলা হয় শুল্কসংঘ বহির্ভূত। ইহারা অনেক সময়েই শুল্ক সংঘের নির্দ্ধারিত বীমার কম চাঁদায় বীমা করিয়া থাকে।

Tariff Standard—শুল্কমান : নিজস্ব মান মুদ্রা তৈয়ার না করিয়া কোন বৈদেশিক মান মুদ্রাকেই বৈধমুদ্রা হিসাবে প্রয়োগ করিলে তাহাকে শুল্ক মান কহে। নিজ দেশের মুদ্রার নিজস্ব মান সরকার স্থির না করিয়া বৈদেশিক মুদ্রার সহিত এক নির্দিষ্ট হারে নিজ দেশের মুদ্রার মান নির্দ্ধারণ করিলে সেই মুদ্রা ব্যবস্থাকে শুল্কমান কহে।

Tariff Union—Customs Union দ্রষ্টব্য।

Tariff War—**শুল্ক যুদ্ধ :** বিচারমূলক শুল্ক নীতি ; বাণিজ্যিক সুবিধা দান ইত্যাদির মাধ্যমে যখন বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা করা হয় তখন তাহাকে শুল্ক যুদ্ধ কহে। উদাহরণ ভারতবর্ষ গ্রেট ব্রিটেনের নিকট হইতে আমদানীকৃত দ্রব্যের উপর যে হারে শুল্ক বসাইবে তাহার চেয়ে জাপানী দ্রব্যের উপর যদি অতিরিক্ত হারে আমদানী শুল্ক বসায় তাহা হইলে জাপান যদি ভারতবর্ষের চেয়েও কম শুল্ক আরোপ করিয়া গ্রেটব্রিটেনের দ্রব্য আমাদানী করিতে চাহে, তবে তাহাকে শুল্ক যুদ্ধ বলা হয়। শুল্ক যুদ্ধের একটি বিশেষ উদাহরণ দেওয়া যায় ভারতবর্ষের জাহাজ শিল্প দ্বারা। ভারতবর্ষের জাহাজ শিল্প গঠন করিবার জন্য বিশেষত ভারতে জাহাজী ব্যবসায়ে বৈদেশিক জাহাজী কারবারীদের একাধিপত্য বন্ধ করার জন্য বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিখ্যাত ঠাকুর পরিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যাত্রী এবং মালবহনের মাশুল ও শুল্ক বৈদেশিক জাহাজী কারবার এমত ভাবে কমাইতে আরম্ভ করিল যাহাতে শেষ পর্য্যন্ত ঠাকুর পরিবারের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

Task Wage—**পরিমাণানুসার মজুরী :** শিল্পে মজুরী প্রদানের এক নিয়ম। অধিদেয় মজুরী দেওয়ার রীতি থাকিলে সেই শিল্পেই এই নিয়মে মজুরীর হার স্থির করা হয়। এই নিয়মে মজুরী যদিও এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য এক নির্দ্দিষ্ট হারে দেওয়া হয় তথাপি ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শ্রমিককে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে হয়। যদি ঐ সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট বা মান পরিমাণের অধিক উৎপাদন করিতে পারে তাহা হইলে শ্রমিক ঐ সময়ের জন্য এক নির্দ্দিষ্ট হারে অধিদেয় (বোনাস) পাইয়া থাকে। এই নিয়মে মজুরীর হার স্থির করার উদ্দেশ্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপাদনের পরিমাণ স্থির রাখা। এই ক্ষেত্রে মান উৎপাদনের পরিমাণ খুব সতর্কতার সহিত স্থির করা প্রয়োজন।

Tasting Order—**পরীক্ষার অনুজ্ঞা :** পোত প্রতিষ্ঠানের গুদাম ঘরে রক্ষিত দ্রব্য সম্ভাব্য ক্রেতাকে নমুনা পরীক্ষা করিবার অধিকার দান করিয়া পোত প্রতিষ্ঠানের অধিকারের উপর যে অনুজ্ঞা-পত্র দেওয়া হয় উহাকে পরীক্ষার অনুজ্ঞা কহে। অনুজ্ঞা-পত্রে লিখিত ব্যক্তিকে গুদামে রক্ষিত দ্রব্যের নমুনা দেখার সকল সুযোগ পোত প্রতিষ্ঠানকে দিতে হয়। ইহা মদ্যাদি

তরল পদার্থ এবং ভোগ্য দ্রব্যের বেলাতেই মাত্র দেওয়া হয়। নমুনা দৃষ্টে ক্রয় বিক্রয়ে ইহার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে।

Tax—কর: সরকার অথবা স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানের খরচ মিটাইবার জন্য যে রাজস্ব সাধারণের নিকট হইতে আদায় করা হয় উহাই কর। সরকার অথবা স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহের ব্যয় ভার বহন করার জন্য করই সবচেয়ে অধিক গুরুত্ব সম্পন্ন। সম্ভাব্য ব্যয় মিটাইবার জন্য সাধারণের উপর কর প্রয়োগ বা আরোপ করা হয়। ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের আয়ের অংশ বলিয়া ইহাকে ব্যক্তির অথবা প্রতিষ্ঠানের সম্পদের অংশ গ্রহণে সরকার অথবা স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানের অধিকারকে বুঝায়। Professor Bastable করকে "সরকার অথবা জনসেবার জন্য ব্যক্তির অথবা প্রতিষ্ঠানের বাধ্যতামূলক সম্পদ প্রদান" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "A tax is a compulsory contribution of the wealth of a person or a body of pesons for the service of the public powers সুতরাং সরকার অথবা স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানের জনসাধারণের উপর কর প্রয়োগ করার অধিকার আছে। এবং যাহার উপর কর বসান হয় তাহার পক্ষে কর প্রদান বাধ্যতামূলক। কর দুই প্রকারের হইতে পারে; প্রত্যক্ষ কর (Direct Tax) ও পরোক্ষ কর (Indirect Tax) উহা দ্রষ্টব্য।

Tax Avoidance—কর পরিহার: ইহা অবশ্য কর ফাঁকি দেওয়ার অর্থে অনেক সময়ে ব্যবহার করা হয় কিন্তু দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। কর পরিহারে বেআইনী ভাবে কর ফাঁকি দেওয়া হয়না। যদি কর দাতা কর সূচীর মধ্যে যেটিতে তাহার সব চেয়ে কম কর দিতে হয় তাহা গ্রহণ করে তবে তাহাকে কর পরিহার বলে। আবার সম্পত্তির প্রকৃত মূল্যের কম মূল্য লিখান হইলে উহাও কর পরিহার। কর প্রয়োগের ফলে দ্রব্যের উৎপাদন বা আমদানীর পরিমাণ কমান হইলে তাহাকেই কর পরিহার কহে। অন্তঃ উৎপাদন শুল্ক (Excise Duty) বসান হইলে যদি উৎপাদনের পরিমাণ কমান হয় অথবা আমদানী শুল্ক বসানর ফলে আমদানীর পরিমাণ কমান হইলে উহাকেই প্রকৃত কর পরিহার কহে। Tax dodging; Tax evasion দ্রষ্টব্য।

Tax Base—কর ভিত্তি: সম্পদ, সম্পত্তি, ব্যবসা, অথবা বৃত্তি যাহাকে

ভিত্তি করিয়া কর আরোপ করা হয় তাহাই কর ভিত্তি। একই ব্যক্তিকে যখন একাধিক কর দিতে হয় তখন প্রত্যেকটিরই ভিন্ন ভিন্ন কর ভিত্তি থাকে। যেমন আয়কর; আয়ের পরিমাণ করভিত্তি; সম্পত্তি করের বেলাতে সম্পত্তির মূল্যের উপর হার স্থির করা হয় সুতরাং সম্পত্তির মূল্য করভিত্তি ইত্যাদি।

Tax Dodging—কর ফাঁকি Tax Evasion ; Tax Avoidance দ্রষ্টব্য।

Tax Evasion—কর ফাঁকি : বে-আইনী ও অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়া সরকারকে করের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করাকে কর ফাঁকি কহে। ইহাকে Tax doddingও কহে।

Tax Limit—করের সীমা : আইন পাশ করিয়া সরকার করের প্রকার অথবা করের হার স্থির করিয়া দিলে, যাহার উর্দ্ধে করের হার বাড়ান যায় না, অথবা ঐ ফিরিস্তি বহির্ভূত কর বসান যায় না উহাই করের সীমা। করের সীমা স্থির করিয়া বাধিয়া দিলেও সরকারের জরুরী অবস্থায় সীমা অতিক্রম করার অধিকার থাকে।

Tax Payer—(১) কর দাতা : (১) যে ব্যাক্তি কর দেয় তাহাকে কর দাতা কহে।

(২) কর প্রদায়ী : কোন সম্পত্তি হইতে যে আয় হয় তাহা দ্বারা সম্পত্তি পরিচালনার খরচ, পুনর্নিমানের ব্যয় বহন করিয়াও কিছু উদ্‌বৃত্ত থাকিলে সেই সম্পত্তিকে কর প্রদায়ী সম্পত্তি কহে।

Tax Selling—কর বিক্রয় : (১) আয়কর না দেওয়ার উদ্দেশ্যে শেয়ার বা ঋণপত্র বিক্রয় করাকে কর বিক্রয় কহে। প্রায় প্রত্যেক দেশেরই কর নিয়মে মূলধনী আয় (Capital gain) হইতে মূলধনী লোকসান (Capital loss) শোধ দেওয়ার নিয়ম আছে। কোনও ব্যক্তি যদি কর বৎসরের (Tax Year) মধ্যে কোন সম্পদ বিক্রয় করিয়া লাভ করিয়া থাকে তাহা হইলে ঐ আয়ের উপর কর দিতে হয়। ঐ মূলধনী আয় হইতে ঐ বৎসরই অন্য কোনও প্রকার সম্পদ বিক্রয় করিয়া লোকসান হইলে বাদ দেওয়ার অধিকার আছে। সুতরাং যে ব্যক্তি একটি সম্পদ বিক্রয় করিয়া মূলধনী লাভ করিল তাহার পক্ষে অন্য কোন সম্পদ বিক্রয়ে লোকসানের সম্ভাবনা থাকিলে বিক্রয় করিয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। কারণ তাহা হইলে

সে মূলধনী আয় হইতে মূলধনী লোকসান বাদ দেওয়ার অধিকার পায়। যদি সে সম্ভাব্য লোকসানী শেয়ার বা ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া দেয় তাহা হইলে সে কর দেওয়া হইতে রেহাই পায় এবং কর ভার কম হয়।

(২) কোনও সম্পত্তির উপর কর আরোপ করা হইলে সেই সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দিলে তাহাকে কর বিক্রয় কহে। কারণ ঐ সম্পত্তির উপর দেয় কর পরবর্ত্তী ক্রেতাই দিয়া থাকে।

Tax Sharing—করের অংশ গ্রহণ; কর ভাগ: রাজনৈতিক দিক হইতে একের উপর কর প্রয়োগ ও কর আদায়ের ভার থাকে কিন্তু কর যদি বিভিন্ন রাজনৈতিক এলাকার মধ্যে ভাগ করিয়া নেওয়া হয় তবে তাহাকে করের অংশ গ্রহণ বা কর ভাগ কহে। যেমন ভারতীয় কর আইনে আয়কর কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আরোপ হয় এবং আদায় হয়। কিন্তু সেই কর ভারতের সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। আবার পাটের উপর যে রপ্তানী শুল্ক বসান হইত উহাও পাট উৎপাদনকারী রাজ্য সমূহের (বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম) মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইত। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের বেলাতেই এই প্রকার করের অংশ গ্রহণের বা কর ভাগের আবশ্যক হয়।

Taylorism—টেলরবাদ: বৈজ্ঞানিক পরিচালনার প্রবর্ত্তক Frederick Taylor। বৈজ্ঞানিক পরিচালনা ও শ্রমিকের দক্ষতা পরিমাপ বুঝাইতে টেলরবাদ কথাটি বৈজ্ঞানিক পরিচালনা ও শ্রমিক দক্ষতার স্থলে ব্যবহার হয়। Scientific Management; Differential Wage Payment দ্রষ্টব্য।

Technocracy—কারিগারীবাদ: চতুর্থ দশকের গোড়ার দিকে (১৯৩১-৩৩) যখন পৃথিবীব্যাপী মন্দাভাব চলিতেছিল তখন এক সম্প্রদায়ের কারিগারীবিশারদ, অর্থবিদ্যাবিশারদ, স্থপতি বিশারদ, শিল্পযন্ত্র বিশারদ, সকলে এই মত প্রচার করিয়াছিলেন যে নূতন যন্ত্রাদি আবিষ্কারের ফলে যন্ত্র অকালে বাতিল করা হয় বলিয়া (ব্যবহার হইতে তুলিয়া নেওয়াতে) কারিগরী দক্ষতা বজায় রাখিতে অধিক মূল্য দিতে হয় এবং সে মূল্য দিতে হয় ভোগকারীদের। তাহাদের মতে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জন শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ যায় কমিয়া কিন্তু যন্ত্র ব্যবহারজনিত লাভ (উৎপাদনবৃদ্ধি হেতু পড়তা ব্যয় কম বলিয়া) ভোগকারীগণ পায়না। উহা

ভোগ করে পাওনাদার ও বিনিয়োগকারীগণ। সুতরাং যন্ত্র প্রসারের জন্য যতই শ্রম নিয়োগ কমিতে থাকে সমাজের ক্রয় ক্ষমতা ততই কমিতে থাকে। ফলে উৎপাদিত দ্রব্যের মজুত বাড়িয়া যায়। যে মূল্যে উৎপাদন বাড়ে, চাহিদাও থাকে, কিন্তু বিক্রয়মূল্য অধিক বলিয়া প্রকৃত ক্রয়ের পরিমাণ অনেক কম।

Technological Unemployment—কারিগরী বেকারত্ব : জন-শ্রমিকের স্থলে যন্ত্রের প্রয়োগের ফলে যে বেকারত্বের সূচনা হয় তাহাই কারিগরী বেকারত্ব। যন্ত্র ব্যবহারের ফলে উৎপাদন ব্যয় কমিলে, প্রতিযোগিতার ফলে বিক্রয় মূল্য কমিলে দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে। দ্রব্যের চাহিদা বাড়িলে পুনরায় শ্রমিকের চাহিদাও বাড়ে এবং কারিগরী বেকারত্ব হ্রাস পায় কারণ শ্রমিকের পুনর্নিয়োগ বাড়ে। তবে যখন শ্রমিক ছাঁটাই হয় এবং যখন পুনর্নিয়োগ করা হয় এই সময়ের মধ্যে শ্রমিক যদি নূতন যন্ত্র ব্যবহার করার জন্য দক্ষতা অর্জ্জন করিতে না পারে তাহা হইলে কারিগরী বেকারত্ব স্থায়ী হইবে। যন্ত্রীকরণের ফলে দ্রব্যের মূল্য হ্রাস না পাইলেও কারিগরী বেকারত্ব স্থায়ী হইবে।

Technology—শিল্পশাস্ত্র : যে উপায়ে শ্রমিকের স্থলে আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার করা যায় তাহাকেই শিল্প শাস্ত্র কহে।

Temporary Admission—ক্ষণস্থায়ী প্রবেশ : শেষ পর্য্যন্ত যে দ্রব্য পুনর্রপ্তানী হইবে যাহা সাময়িকভাবে মাত্র দেশে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইয়াছে তাহাই ক্ষণস্থায়ী প্রবেশ। এই প্রকার দ্রব্যের উপর আমদানী রপ্তানী শুল্ক দিতে হয় না অথবা ফেরত শুল্কও মঞ্জুর করা হয় না।

Telegraphic Transfer : Cable Transfer দ্রষ্টব্য।

Teller—ঘোষক : ব্যাঙ্কে যে ব্যক্তি আমানত (Deposit) গ্রহণ করে এবং অর্থ প্রদান করে তাহাকে ঘোষক কহে।

Tel Quel Rate—আংশিক হার : বিনিময়পত্র বা হুণ্ডি ইত্যাদি সম্প্রদানযোগ্য বাণিজ্যিক পত্রের পূর্ণ মিয়াদের একাংশ অতিবাহিত হওয়ার পর বিক্রয় করা হইলে কি মূল্যে বিক্রয় হইবে তাহা নির্ভর করে মিয়াদের অবশিষ্টাংশ সময়ের জন্য কি সুদ দিতে হইতে পারে তাহার উপর। যে বিনিময় পত্র বা হুণ্ডির ৬ মাস মিয়াদ ছিল সেই বিনিময়পত্র ২ মাস সময় বাকী থাকিতে যে হারে সুদ দিতে হইবে তাহা কখনই পূর্ব্ববর্ত্তী ৬ মাস মিয়াদের বিনিময়

পত্রের উপর সুদের হারের সমান হইবে না। এই দু' মাসের জন্য যে সুদের হার দাবী করা হইবে তাহা দীর্ঘ মিয়াদী হারও নহে আবার স্বল্প মিয়াদী হারও নহে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে সুদের হারের অনুপাতে বিনিময়পত্রের মূল্য স্থির করা হইবে। এই হারকেই বলা হয় আংশিক হার।

Temporary Annuity—স্বল্প মিয়াদী বার্ষিক বৃত্তি : নির্দ্দিষ্ট তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য (ধরা যাউক ৭ বৎসর) যে বার্ষিক বৃত্তি দেওয়া হয় তাহাই স্বল্প মিয়াদী বার্ষিক বৃত্তি।

Tender—টেণ্ডার বা মূল্যবেদন পত্র : সরকার অথবা কোনও প্রতিষ্ঠান কোন দ্রব্য অধিক সংখ্যক ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইলে, অথবা কোনও কার্য্য নিজে সম্পাদন না করিয়া অন্য কাহারও দ্বারা করাইতে হইলে কি মূল্যে ঐ দ্রব্য সরবরাহ করিতে পারে অথবা কার্যটি করিয়া দিতে পারে তাহা জানিবার জন্য ঘোষণা পত্র প্রকাশ করে। দ্রব্য যোগানকারীগণ অথবা নির্দিষ্ট কার্য্য করিতে ইচ্ছুক এমত ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানসমূহ তখন নিজেদের দর বা মূল্য জানাইয়া জবাব দেয়। উহাই মূল্যবেদন পত্র। তাহা হইলে মূল্যবেদন পত্র যে পত্র দ্বারা দ্রব্য যোগান কারী নিজের দ্রব্যের মূল্য জানাইয়া দেয় তাহা। মূল্য বেদন পত্র পাওয়ার পর সমস্ত মূল্যবেদন পত্রের মধ্যে যে মূল্যবেদন পত্র ক্রেতা গ্রহণ বা সমর্থন করে, তাহার মালিকের সহিত পৃথক চুক্তি করা হয়। মূল্য বেদন পত্র চুক্তি পত্র নহে।

Tenor of a Bill—হুণ্ডি বা বিনিময় পত্রের মিয়াদ : যে সময় বা মিয়াদের জন্য বিনিময় পত্র বা হুণ্ডি লেখা হয় তাহাই বিনিময় পত্রের মিয়াদ বলিয়া স্থির হয়।

Tenure—ভোগাধিকার ; ধারণ কাল : যে সর্তে জমিজমা বা ইজারার স্বত্ববান হওয়া যায় তাহাই ভোগাধিকার।

Term Days—প্রদান দিবস : বৎসরের যে যে নির্দিষ্ট তারিখে খাজনা পরিশোধ করার দিন বলিয়া ধার্য্য করা হয় তাহা। আবার ত্রৈমাসিক বা চতুর্মাসিক চাঁদা যেমন জীবন বীমার চাঁদা যে যে তারিখে দিতে হয় উহাকেও প্রদান দিবস বলা যায়।

Term of a Bill—বিনিময় পত্র বা হুণ্ডির মিয়াদ কাল : যতদিনের জন্য বিনিময় পত্র বা হুণ্ডি লেখা হয়। (Tenor of a Bill দ্রষ্টব্য।)

Terminable Annuities—সসীম বার্ষিকবৃত্তি : সরকার অথবা বীমা প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমানে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করার পরিবর্ত্তে কতিপয় বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট হারে বার্ষিক বৃত্তি দিতে প্রস্তুত থাকিতে পারে। যে কয় বৎসর বৃত্তির চুক্তিতে লিখিত থাকে তাহার পর বার্ষিক বৃত্তি দেওয়াও বন্ধ হয়। ইহাকেই বলে সসীম বার্ষিক বৃত্তি।

Terminable and Non-Terminable Loan—পরিশোধনীয় ও চিরস্থায়ী ঋণ : সরকার অথবা বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যে ঋণ গ্রহণ করে তাহা ইচ্ছা করিলে শোধ করিয়া দিতে পারে আবার ইচ্ছা করিলে চিরস্থায়ী হিসাবেও রাখিতে পারে। যে ঋণ ইচ্ছা করিলে যে কোনও সময়ে শোধ করিয়া দিতে পারে তাহাই পরিশোধনীয় ঋণ আর যে ঋণ কোনও দিন শোধ করা হইবে না, বৎসর বৎসর কেবল সুদই দিতে থাকিবে তাহাকে চিরস্থায়ী (Non Terminable) ঋণ কহে।

Terminal Wage—ছাঁটাই মজুরী : Dismissal Wage দ্রষ্টব্য।

Term Plan of Life Insurance—Endowment দ্রষ্টব্য।

Terms of Trade—বিনিময়ের হার : বৈদেশিক বাণিজ্যে আমদানী রপ্তানী কি ভাবে চলিতে পারে তাহাই বাণিজ্যের সর্ত। বাণিজ্যের সর্ত কি প্রকার হইবে তাহা দেশের আর্থিক অবস্থা, বৈদেশিক দ্রব্যের উপর নির্ভরশীলতা, নিজ দেশে উৎপাদনের সুবিধা বা অসুবিধা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মূল্য স্তরের উপর নির্ভর করে। এই সমস্ত অবস্থার উপরই দেশের রপ্তানী দ্রব্য কি হারে আমদানী দ্রব্যের সহিত বিনিময় হইবে তাহা নির্ভর করে। রপ্তানী ও আমদানীর ব্যবধান দ্বারাই স্থির হইবে বাণিজ্যের হার অনুকূল কি প্রতিকূল। যখন রপ্তানী আমদানীর অধিক হয় তখন বাণিজ্যের হার অনুকূল বিপরীত হইলে প্রতিকূল। অনুকূল বিনিময় হারে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য রপ্তানী করিয়া সম পরিমাণ দ্রব্য আমদানী করা যায় কিন্তু প্রতিকূল বিনিময় হারে একই পরিমাণ দ্রব্য আমদানী করিতে অপেক্ষাকৃত অধিক দ্রব্য রপ্তানী করিতে হয়।

Territorial Division of Labour—Regional Division of Labour দ্রষ্টব্য।

Territorial Waters—আঞ্চলিক জলাঞ্চল : রাষ্ট্র সমুদ্র বা বড় নদী পরিবেষ্টিত হইলে, অথবা রাষ্ট্র সমুদ্র কূলবর্ত্তী হইলে উপকূল হইতে

সমুদ্রের বা নদীর ৩ মাইল পর্য্যন্ত সেই রাষ্ট্রের অধিকারে থাকে। উপকূল হইতে ঐ ৩ মাইল পর্য্যন্ত স্থানকেই আঞ্চলিক জলাঞ্চল কহে। ৩ মাইলের পর সম্পূর্ণ স্থানে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রেরই সমান অধিকার থাকে। Open Seas দ্রষ্টব্য।

Third Class Paper—তৃতীয় শ্রেণীর বাণিজ্যিক পত্র: হুণ্ডি বা বিনিময় পত্র সাকরণকারীর আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সুনামের উপর হুণ্ডির গুণ নির্ভর করে। বিনিময় পত্র সাকরণকারীর আর্থিক স্বচ্ছলতা সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিলে সেই হুণ্ডি বা বিনিময় পত্রকে প্রথম শ্রেণীর বাণিজ্যিক পত্র কহে। যে বিনিময় পত্রের সাকরণকারীর সুনাম খুবই কম সেই বাণিজ্যিক পত্রকে তৃতীয় শ্রেণীর বাণিজ্যিক পত্র কহে।

Thin Market ; Narrow Market দ্রষ্টব্য।

Thro' and Thro'Coal—সমান সংখ্যক বৃহৎ ও ক্ষুদ্র দ্রব্যের মিশালকে সমান অংশ মিশাল কহে।

Through Bill of Lading—বরাবর বহন পত্র: বিদেশে দ্রব্য চালান দিলে একাধিক বারবরদার সেই দ্রব্য বহন করিলে যে যে স্থানে দ্রব্য পৃথক পৃথক বারবরদারের হাতে দেওয়া হয়, তাহারা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন বহন পত্র না দিয়া যে স্থান হইতে প্রথম মাল চালান হয় সেই স্থানের বারবরদার একখানা বহন পত্র দিলে তাহাকে বরাবর বহন পত্র কহে।

Ticket Day—Name Day দ্রষ্টব্য।

Tied Loan—সসর্ত ঋণ: অনেক সময়ে বৈদেশিক ঋণদাতা বা সরকার এই সর্তে অপর দেশকে ঋণ দেয় যে, ঋণকৃত অর্থ দ্বারা যে দ্রব্য ক্রয় করিবে তাহা ঋণদাতার দেশ হইতে কিনিতে হইবে। ঐ প্রকার ঋণকে সসর্ত ঋণ কহে।

Tie-in-Sale—সসর্ত বিক্রয়: কোন দ্রব্য বিক্রয় কালে অন্য কোন দ্রব্য না কিনিলে সেই দ্রব্যটি বিক্রয় করা হইবে না এইরূপ সর্ত থাকিলে সেইরূপ বিক্রয়কে সসর্ত বিক্রয় কহে।

Till Money—নগদ রোকড়: আমানতকারীর দৈনন্দিন দাবী

মিটাইবার জন্য ব্যাঙ্কের তহবিলে যে অর্থ জমা রাখিতে হয় তাহাকে নগদ রোকড় কহে।

Time and Lime : ঠিকা বা চুক্তি কাজে, ঠিকার মূল্য যদি দ্রব্য উৎপাদনের মূল্যের উপর ভিত্তি করিয়া করা হয় তবে তাহাকে মূল্য ও ঠিকা কহে।

Time Bill—মিয়াদী হুণ্ডি : ভবিষ্যতে কোন নির্দ্দিষ্ট দিবস পর্যান্ত বিনিময় পত্র বা হুণ্ডির মিয়াদ থাকিলে তাহাকে মিয়াদী হুণ্ডি কহে।

Time Bargain—মিয়াদী ক্রয় বিক্রয় : কোনও দিনে ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি হইল কিন্তু চুক্তি কার্য্যকরী হইবে ভবিষ্যতে কোনও এক দিবসে, এই প্রকার ক্রয় বিক্রয়কে মিয়াদী ক্রয় বিক্রয় কহে। বিক্রেতার নিকট বিক্রয় কালে বিক্রীত দ্রব্য না থাকিলে অন্যের নিকট হইতে দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া বিলি দিতে হইলে বিক্রয়ের চুক্তি হয় যে-ভবিষ্যতে কোন দিবসে দ্রব্য বিলি দিবে। আবার ক্রেতারও চুক্তি দিবসে নগদ তহবিল না থাকিলে ভবিষ্যতে কোনও দিবসে ক্রয়মূল্য শোধ করিবে বলিয়া চুক্তি হইতে পারে। এই প্রকার ক্রয় বিক্রয়কে মিয়াদী ক্রয় বিক্রয় কহে।

Time Deposit—মিয়াদী আমানত : ব্যাঙ্কের আমানত তুলিতে হইলে যদি কিছু দিনের নোটিশ বা বিজ্ঞাপন দিতে হয় তাহা হইলে সেই প্রকার আমানতকে মিয়াদী আমানত কহে।

Time Draft—মিয়াদী হুণ্ডি : ভবিষ্যতে কোন নির্দ্দিষ্ট দিবসে পরিশোধ্য হুণ্ডিকে মিয়াদী হুণ্ডি কহে।

Time Charter—মিয়াদী অধিকার পত্র : নৌভাটকে জাহাজের মালিক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যতবার খুসী যাতায়াত করিবার চুক্তিতে জাহাজ সম্পূর্ণ বা আংশিক জাহাজ-ভাড়াকারীকে ব্যবহার করিবার অধিকার দিলে তাহাকে মিয়াদী অধিকার পত্র কহে।

Time Loan—মিয়াদী ঋণ : তলব মাত্র দেয় ঋণ নহে এইরূপ ঋণকে মিয়াদী ঋণ কহে। এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য এই প্রকার ঋণ করা হয়।

Time Penalty Clause—সময়ক্ষতি সর্ত : নৌভাটকে এমত সর্ত থাকিতে পারে যে নির্দ্দিষ্ট দিবসের মধ্যে জাহাজ গন্তব্যস্থলে পৌছিতে না পারিলে জাহাজের মালিক নৌভাটককে কোনও প্রকার খেসারত দিতে

বাধ্য নহে। গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে বিলম্ব হইবার কারণ সামুদ্রিক বিপদ অথবা অন্য যে কোনও কারণেই হউক না কেন।

Time Policy—মিয়াদী বীমাপত্র : সামুদ্রিক বীমায় বীমাপত্র এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য দেওয়া হইলে তাহাকে মিয়াদী বীমাপত্র কহে। ঐ সময়ের মধ্যে যতবার খুসী জাহাজ যাতায়াত করিতে পারে অথবা জাহাজের যাত্রার উপরও কোনও প্রকার নিষেধমূলক সর্ত থাকে না। সামুদ্রিক বীমায় বীমাপত্রের মিয়াদ সাধারণত এক স্থান হইতে আর একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছান পর্য্যন্তই থাকে। সময় নির্দ্ধারিত বীমাপত্রের সুবিধা এই যে ঐ সময়ের মধ্যে দুই স্থানের মধ্যে একাধিক বার যাতায়াত করিতে পারে। এবং তাহার জন্য ভিন্ন ভিন্ন যাত্রার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বীমাপত্র গ্রহণ করিতে হয় না।

Time Utility—সময় উপযোগ : কোন দ্রব্যের চাহিদা উদ্ভূত হইলে সেই সময়ে যদি দ্রব্য সরবরাহ হয় তাহা হইলে ঐ দ্রব্যের সময় উপযোগ আছে বুঝিতে হয়। দ্রব্য মজুত রাখার সুযোগ আছে বলিয়াই দ্রব্যের সময় উপযোগ থাকে।

Time Wages—সময়ানুসার মজুরী : নির্দ্দিষ্ট সময় কাজ করার পরিবর্ত্তে শ্রমিককে জীবনযাত্রা নির্বাহ করার জন্য যে নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় তাহাকেই সময়ানুসার মজুরী কহে। ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য শ্রমিককে যে মজুরী দেওয়া হয় তাহার সহিত শ্রমিক যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে তাহার কোনও সম্পর্ক নাই। প্রতিঘণ্টা বা প্রতি দিন অথবা প্রতি সপ্তাহ অথবা মাসে এক নির্দ্দিষ্ট হারে যত সময় শ্রমিক কার্য্য করিবে তত সময়ের জন্য ঐ হারে মজুরী পাইবে।

Time Work—সময়ানুসার কাজ : Time Wages দ্রষ্টব্য।

To hold the Baby : বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ও ওয়াকিফহালহীন বিনিয়োগকারীগণ অনেক সময়ে খুব উচ্চ মূল্যে শেয়ার বা অংশপত্র ক্রয় করিতে বাধ্য হয় যে মূল্যের সহিত শেয়ার বা ষ্টকের নিহিত মূল্যের কোনও সম্পর্ক নাই। উহা বুঝাইতেই এই কথাটির প্রয়োগ হয়।

Token Coin—প্রতীক মুদ্রা, নিদর্শন মুদ্রা : মুদ্রার নিহিত মূল্য (মুদ্রায় যে পরিমাণ ধাতু থাকে উহার মূল্য) আঙ্কিক মূল্য অপেক্ষা কম হইলে সেই মুদ্রাকে প্রতীক মুদ্রা কহে। সিকি একটি নিদর্শন মুদ্রা। সিকিতে যে পরিমাণ রূপা বা ধাতব পদার্থ থাকে উহার মূল্য ২৫ নঃ পঃ কম কিন্তু উহা

বিনিময় হয় ২৫ নঃপঃ। সুতরাং উহার আঙ্কিক মূল্য ২৫ নঃ পঃ কিন্তু নিহিত মূল্য ২৫ নঃ পঃ কম। নিদর্শন মুদ্রা বৈধ মুদ্রা বটে, তবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্য্যন্ত। ভারতবর্ষে নয়া পয়সা প্রচলন হওয়ার পূর্বে এক পয়সা ২৲ টাকা পর্য্যন্ত অবাধ বৈধ মুদ্রা ছিল। নিদর্শন মুদ্রার বৈশিষ্ট্য (১) নিদর্শন মুদ্রার অবাধ টঙ্কণ নাই। (২) আঙ্কিক মূল্য নিহিত মূল্য অপেক্ষা অধিক অথবা নিহিত মূল্য আঙ্কিক মূল্য হইতে কম, (৩) ইহা অবাধ বৈধ-মুদ্রা নহে। বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন আইন অনুসারে এক উচ্চতম মূল্য দেওয়া থাকে, যতদূর পর্য্যন্তই ইহা বৈধ মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার হয়। ইহাকে Subsidiary Coinsও কহে। উহা দ্রষ্টব্য।

Tolerance—সহন : কোন দ্রব্যের সবগুলিই সমভাবাপন্ন হয় না। একটির সহিত অপরটির গুণগত ও আকৃতিগত কিঞ্চিৎ পার্থক্য সর্বদাই মানিয়া নিতে হয়। দ্রব্যের আকৃতি ও গুণানুযায়ী এক নিকট পরিমাণ পার্থক্য মানিতে হয়। উহাকেই বলে সহন।

Tolls—উপশুল্ক ; কুৎ : রাস্তা, জল, খাল ইত্যাদির উপর দিয়া যাতায়াত করার জন্য যে মাশুল দিতে হয় তাহাই উপশুল্ক বা কুৎ। এই শুল্ক জাহাজ বা মোটর ব্যবসায়ীদের বহন করিতে হয় না। উহা বহন করিতে হয় মালপ্রেরণকারীকে।

Tonnage—জাহাজের বহন ক্ষমতা : জাহাজ যত ওজন বহন করিতে পারে তাহাকে বলে জাহাজের বহন ক্ষমতা। নিবন্ধন বহন ক্ষমতা ও প্রকৃত বহন ক্ষমতার মধ্যে অনেক সময়েই ব্যবধান দেখা যায়। তাহা জাহাজের গঠন বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে।

Tonnage Dues—টন প্রতি মাশুল : পোতাশ্রয়ে জাহাজ নোঙর করার জন্য পোত প্রাধিকার যে শিকল রাখে উহা পোতাশ্রয়ে আগত সমস্ত জাহাজেই ব্যবহার করিতে পারে। ঐ শিকল ব্যবহার করার জন্য প্রত্যেক জাহাজকেই ভাড়া দিতে হয়। জাহাজের নিবন্ধন বহন ক্ষমতার উপর প্রতি টনে এক নির্দিষ্ট হারে ঐ ভাড়া দিতে হয় বলিয়া উহাকে টনপ্রতি মাশুল কহে।

Tontine : একাধিক ব্যক্তি সম্মিলিত ভাবে চাঁদা দিয়া বৃত্তি ভোগের অধিকার পত্র ক্রয় করিলে প্রত্যেক ব্যক্তি এক নির্দিষ্ট পরিমাণে বার্ষিক বৃত্তি পাইয়া থাকে। কিন্তু যদি এক জনের মৃত্যু হয় তাহা হইলে তাহার অংশ

অধিকার পত্র ক্রেতাদের মধ্যে যাহারা জীবিত থাকেন তাহাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। এইভাবে চলিতে থাকিলে বৃত্তির অধিকার পত্রের মিয়াদের মধ্যে যে ব্যক্তি শেষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকে সেই সকল বৃত্তি ভোগীর অংশ পাইয়া থাকে। ইহা ফরাসীদেশে প্রথম প্রচলন হয়। এই পরিকল্পনার প্রবর্ত্তক ছিলেন Tonti। তাই এই পরিকল্পনার নাম টন্‌টাইন্।

Tort: আইনের চক্ষে চুক্তি আইনে চুক্তির সহিত সম্পর্কহীন কোন অন্যায় কার্য্য আইনত দণ্ডনীয় হইলে সেই অন্যায় কার্য্যকে বুঝায়।

Total loss—পূর্ণ লোকসান: সামুদ্রিক বীমায় ব্যবহার হয়। লোকসান দুই প্রকারের হইতে পারে: (১) Actual Total Loss: প্রকৃত সম্পূর্ণ লোকসান:—বীমাকৃত দ্রব্য যদি এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে উহার মূল আকারের বা প্রকারের আর পরিবর্ত্তন করা যায় না অথবা মূল দ্রব্যের সহিত কোনও রূপ সাদৃশ্য থাকে না তখন তাহাকে প্রকৃত সম্পূর্ণ লোকসান কহে। জাহাজ তরঙ্গাঘাতে টুকরা টুকরা হইলে উহার মূল আকৃতির সহিত কোন সাদৃশ্য থাকে না। উহা প্রকৃত সম্পূর্ণ লোকসান।

(২) Constructive Total Loss:

যখন বীমাকৃত দ্রব্য ন্যায্য কারণে পরিত্যাগ করিতে হয় তখন উহাকে বলে পুনর্গঠন লোকসান। আবার ক্ষতিগ্রস্ত দ্রব্য মজুত রাখিতে উহার ব্যয় মূল মূল্য হইতে অধিক হইলে তাহাকেও পুনর্গঠন লোকসান কহে। বাত্যা বিধ্বস্ত জাহাজ সমুদ্র বক্ষে পরিত্যক্ত হইলে উহা তুলিতে যে ব্যয় হইবে তাহা যদি জাহাজের মূল মূল্যের অধিক হয় তবে তাহাকেও পুনর্গঠন লোকসান কহে।

Total Utility—মোট উপযোগ: কোনও এক সময়ে কোন দ্রব্য পর পর যতই ক্রয় করিতে থাকিবে তাহার নিকট সেই দ্রব্যের উপযোগ ততই কমিতে থাকে। তাহার নিকট এক একক দ্রব্যের যত উপযোগ দুইটি দ্রব্য ক্রয় করিলে দ্বিতীয় দ্রব্যটির উপযোগ হইবে কম। তৃতীয়টির উপযোগ দ্বিতীয় দ্রব্যটি হইতেও কম হইবে। তাহা হইলে প্রথমটি হইতে যদি উপযোগ হয় ৬, দ্বিতীয়টি হইতে ৪, তৃতীয়টি হইতে ২, তাহা হইলে এই তিনটি দ্রব্য হইতে মোট উপযোগ ৬ + ৪ + ২ = ১২। অনেকে বলেন মোট উপযোগ, প্রান্তিক উপযোগ দ্বারা দ্রব্য সংখ্যাকে গুণ করিলে যে গুণফল পাওয়া যায়

তাহা। তাহা হইলে উপরি উক্ত উদাহরণে প্রান্তিক উপযোগ ২, দ্রব্য সংখ্যা ৩, সুতরাং মোট উপযোগ ২ × ৩ = ৬।

(Marginal Utility দ্রষ্টব্য)।

Tourist Expenditure—পর্য্যটকের ব্যয়: পর্য্যটক বিদেশে যে অর্থ ব্যয় করে উহাই পর্য্যটকের ব্যয়। পর্য্যটকের ব্যয় পর্যটকের নিজ দেশে অদৃশ্য আমদানীর সমান। দ্রব্য আমদানী করিতে হইলে বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য শোধ করিতে হয়। আর পর্য্যটক বিদেশ পর্য্যটনে গেলে যে দেশে পর্য্যটনে যায় সেই দেশের মুদ্রায় তাহার ব্যয় করিতে হয়। সুতরাং তাহাকে নিজ দেশের মুদ্রার পরিবর্তে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করিতে হয়। ইহার ফল নিজ দেশের অর্থ বিদেশে যাওয়া এবং আমদানী দ্রব্যের মূল্য পরিশোধের সমান।

Townsend Plan—টাউনসেণ্ড পরিকল্পনা: বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মন্দাভাব প্রশমিত করার জন্য এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ৬০ বৎসরের বয়সের উর্দ্ধের সমস্ত নাগরিকদের উত্তর বেতন দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। উত্তর বেতন হিসাবে যে অর্থ তাহাদের দেওয়া হইবে তাহাতে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়িবে এবং সমৃদ্ধিতে সাহায্য করিবে। এই প্রস্তাব আনিয়াছিলেন ১৯২৯ খৃঃ যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের সদস্য ডাঃ টাউনসেণ্ড (Dr. Townsend।) তাঁহার নাম অনুসারেই পরিকল্পনাটির নামকরণ হইয়াছে।

Trade—ব্যবসায়: দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় অথবা বিনিময়, অথবা মুদ্রা বা হুণ্ডি ইত্যাদি ক্রয়বিক্রয় বিনিময়কে ব্যবসা কহে। Adam Smith ব্যবসাকে নিম্নলিখিত ৪টি ভাগে ভাগ করিয়াছেন।

(১) অন্তর্দেশীয় ব্যবসা (Home Trade) অন্তর্দেশীয় ব্যবসা দ্বারা দেশের এক জায়গায় দ্রব্য ক্রয় করিয়া দেশের অন্য কোনও জায়গায় বিক্রয় করাকে বুঝায়। অন্তর্দেশীয় ব্যবসায়ে উপকূল ব্যবসাও ধরা হয়।

(২) বহির্বাণিজ্য (Foreign Trade) বহির্বাণিজ্য বলিতে বিদেশ হইতে দ্রব্য ক্রয় করিয়া স্বদেশে বিক্রয় করাকে বুঝায়।

(৩) বারবরদারী ব্যবসায় (Carrying Trade) এক দেশের বিক্রয় উপযোগী দ্রব্য অন্য দেশে বহন করাকে বলে বারবরদারী ব্যবসা।

(৪) খুচরা ব্যবসায় (Retail Trade) নাগরিকদের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য যোগাইবার জন্য দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়কে বলে খুচরা ব্যবসায়।

Trade Acceptance—বাণিজ্যিক স্বীকৃতি: বিক্রেতা ক্রেতার উপর যখন মুদ্দতী হুণ্ডি (Time Draft) লিখে এবং ক্রেতা যখন ঐ হুণ্ডি সাকরণ করে তখন তাহাকে বলে বাণিজ্যিক স্বীকৃতি। Acceptance, Draft দ্রষ্টব্য।

Trade Agreement—বাণিজ্যিক চুক্তি: বাণিজ্যিক চুক্তি বলিতে অবশ্য বৈদেশিক বাণিজ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য বিষয়ক চুক্তিকেই বুঝায় যাহার দ্বারা দেশের আমদানী রপ্তানীর পরিমাণ; আমদানী রপ্তানী শুল্ক; বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা নির্দ্ধারিত হয়। এতদ্ব্যতীত শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে শ্রমিকের কার্য্য সম্বন্ধীয় যে চুক্তি হয় তাহাকেও বাণিজ্যিক চুক্তি কহে।

Trade Association—বাণিজ্য সংঘ: একই ব্যবসায়ে ব্যাপৃত একই অঞ্চলের সকল ব্যবসায়ী একত্রিত হইয়া নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য, বিশেষত দ্রব্য উৎপাদন, বিতরণ, শ্রমিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে যে সংঘ গঠন করে উহাকেই বাণিজ্য সংঘ কহে। বাণিজ্য সংঘ গঠন করিয়া ব্যবসায়ীগণ নিজেদের মধ্যে অন্যায় ও ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতা বন্ধ করিতে সক্ষম হয়।

Trade Barrier—বাণিজ্যিক বাধা: বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অবাধ দ্রব্য বিনিময়ে বাধা সৃষ্টি করিয়া যে কোনও প্রকার নিয়ম চালু করা হয় তাহাকেই বাণিজ্যিক বাধা কহে। আমদানী বরাদ্দ (Import Quota); বিনিময় নিয়ন্ত্রণ (Exchange Control) আমদানী রপ্তানী শুল্ক (Customs Duties) ইহার উদাহরণ।

Trade Bill—বাণিজ্যিক বিনিময় পত্র: বাণিজ্যিক বিনিময় পত্র লেখা হয় যখন প্রকৃত পক্ষে দ্রব্যের পরিবর্ত্তে এবং একস্থান হইতে অন্য কোন স্থানে দ্রব্য চালান দেওয়া হয় তখন। ইহার বিশেষত্ব এই যে এই প্রকার বিনিময় পত্র ক্রেতার নামে লেখা হয় ব্যাঙ্কের নামে লেখা হয় না। ব্যাঙ্কের নামে লেখা হইলে উহাকে ব্যাঙ্কের বিনিময় পত্র বলা হয় (Bank Bill)।

Trade Cycle—বাণিজ্য চক্র: Business Cycle দ্রষ্টব্য।

Trade Discount—বাণিজ্যিক কমি, ছুট, বাট্টা, দস্তুরি : পুনরায় বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে কোন দ্রব্য ক্রয় করিলে বিক্রেতা ক্রেতাকে ক্রয়মূল্যের যে অংশ ছাড়িয়া দেয় তাহাকে বাণিজ্যিক বাট্টা বা দস্তুরি কহে। Cash Discount দ্রষ্টব্য।

Trade Gap : Unfavourable Balance of Trade দ্রষ্টব্য।

Trade Mark—ট্রেড মার্ক; বাণিজ্যিক নিজস্ব মার্ক : একই দ্রব্য উৎপাদনকারীর সংখ্যা একাধিক থাকিলে ক্রেতা যাহাতে কোনটির উৎপাদক কে তাহা বিনা আয়াসে বাছিয়া নিতে পারে সেই জন্য প্রত্যেক দ্রব্যের নিজস্ব চিহ্ন থাকে। সেই চিহ্নকেই বলে বাণিজ্যিক চিহ্ন। দ্রব্যটি উহার চিহ্ন দ্বারাই পরিচিত হইবে। বাণিজ্যিক চিহ্ন, একস্ব অধিকার (Patent Rights) দ্বারাও রক্ষিত হইতে পারে।

Trade Monopoly—বৈদেশিক একচেটিয়া ব্যবসা : কোনও ঘরোয়া কারবারী প্রতিষ্ঠানকে আইন পাশ করিয়া বিদেশে একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার দিলে তাহাকে বাণিজ্যিক একচেটিয়া অধিকার কহে। এই প্রকার একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার উপনিবেশের বেলাতেই দেওয়া হয়। উপনিবেশের বেলাতে এই অধিকার বলবত হইতে পারে কিন্তু অন্য কোন স্বাধীন রাষ্ট্রে একচেটিয়া ব্যবসায় করার অধিকার অপর একটি স্বাধীন রাষ্ট্র দিতে পারে না।

Trade Price—বাণিজ্যিক মূল্য : দ্রব্যের বাজার মূল্য হইতে দস্তুরি বাদ দিলে যে মূল্য দাঁড়ায় উহাই বাণিজ্যিক মূল্য।

Trade Rights—বাণিজ্যিক অধিকার : বাণিজিক চিহ্ন বা একস্ব ব্যাতিরেকেও ব্যবসায়ীর অন্য যে স্বত্বাধিকার থাকে যাহা দ্বারা ক্রেতাদের আকর্ষণ করা যায়, এবং যাহার বলে ব্যবসা সাফল্যলাভ করিয়াছে, যাহা নষ্ট হইলে ক্রেতাদের সংখ্যাও কমিয়া যাইবে তাহাকে বাণিজ্যিক অধিকার কহে। ব্যবসায়ের নামই (যেমন কমলালয় ষ্টোর্স) অনেক ক্ষেত্রে দ্রব্যের গুণ সূচনা করে। অপর কেহ ঐ নামটি ব্যবহার করিলে কমলালয় ষ্টোর্সের ব্যবসায়ের ক্ষতি হইবে বলিয়া আইন দ্বারা অপরের ঐ নাম ব্যবহারের ক্ষমতা বন্ধ করা হইয়াছে। সুতরাং উহাই ঐ ব্যবসায়ের বাণিজ্যিক অধিকার।

Trade Union—শ্রমিক সংঘ : একটি বিশেষ শিল্পের সমস্ত শ্রমিক

লইয়া গঠিত যে সংঘ উহাকে শিল্প শ্রমিক সংঘ কহে। যে কয়টি লৌহ কারখানা আছে তাহাদের সম্মিলিত নাম লৌহ শিল্প। সব কয়টি কারখানার শ্রমিকদের লইয়া একটি সংঘ গঠিত হইলে উহাকে শিল্প শ্রমিক সংঘ বলা হইবে। সুতরাং এই প্রকার সংঘ শিল্পভিত্তিক। Labour Union দ্রষ্টব্য।

Trading Account—কেনা বেচা হিসাব : হিসাব রক্ষণে ব্যবসায়ী বাৎসরান্তে যে সকল চূড়ান্ত হিসাব তৈয়ার করে তাহার একটি। ইহাতে ক্রয় ও বিক্রয় জনিত লাভ বা লোকসানই দেখান হয়। ক্রয় সম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষ ব্যয় বিক্রয় মূল্য হইতে বাদ দিয়া ক্রয় বিক্রয়ের ফলাফল বাহির করা হয় তবে পূর্ববর্ত্তী বৎসরের অবিক্রীত মাল এই বৎসরে ক্রয় মূল্যের সহিত যোগ করা হয় কারণ ঐ দ্রব্য নিয়াই ব্যবসায়ী ব্যবসা আরম্ভ করে। সুতরাং উহাকে ব্যবসা হইতে ক্রয় বলিয়া ধরা যায়। দোহরা হিসাব রক্ষণ পদ্ধতিতে খরচ (Dr.) খাতে দেখান হয় আরম্ভিক সম্ভার। বৎসরের মধ্যের মোট ক্রয় এবং ক্রয়ের ব্যয় যেমন ক্রয়ের পরে ঘরে তোলার খরচ, আমদানী শুল্ক ইত্যাদি। জমা (Cr.) খাতে দেখান হয় বিক্রয় ও অবিক্রীত সম্ভার। অবিক্রীত সম্ভার আবার ক্রয়মূল্য হইতেও বাদ দেওয়া চলে কারণ তাহা হইলেই প্রকৃত কত ক্রয়মূল্যের দ্রব্য কত মূল্যে বিক্রয় হইল তাহা বাহির করা যায়।

Traffic Returns—চলাচলের বিবরণী পত্র : যানবাহন ব্যবসায়ে রত প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে অন্তে ঐ সময়ের মধ্যে মাল ও যাত্রী বহনের জন্য কি আয় হয় তাহার একটি বিবরণ প্রকাশ করিয়া থাকে। মূলধন বা অর্থ বিনিয়োগকারীদের কাছে এই বিবরণের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। কারণ এই বিবরণ হইতে ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানের কি লাভ বা লোকসান হইতে পারে তাহার কিছু আভাষ পাওয়া যায়। ঐ আভাষ দ্বারা ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানের অংশপত্রের মূল্য বাড়িবে কি কমিবে তাহাও অনুমান করা যায়।

Tramp Shipping—অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজ : যে সমস্ত জাহাজের কোনও নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল নাই এবং জাহাজে বহনোপযোগী মাল সংগ্রহের জন্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করে তাহাকেই অনির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজ বলে। জাহাজী ব্যবসায়ীগণ যখন এই প্রকার জাহাজী ব্যবসা করে তখন তাহাকে অনির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজী ব্যবসায় কহে। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে নির্দিষ্ট পথে গমনাগমন রত

জাহাজের মত ইহারা বাক্স বা বস্তাবন্দীকৃত দ্রব্য বহন করে না। খোলেতে ও তক্তার উপর বহনোপযোগী দ্রব্যই ইহারা বহন করে এবং ইহারা বহনোপযোগী দ্রব্যের বা চালানকারীদের সন্ধানে অনির্দিষ্টভাবে ঘুরিতে থাকে। অবশ্য যখন বহনোপযোগী দ্রব্যের সংস্থান হয় তখন জাহাজ এক নির্দিষ্ট গতিপথ ধরিয়া চলিতে থাকে। কয়লা আকরিক লৌহ, তুলা, পাট ইত্যাদি যাহা খোলা ভাবেই বহন করা যায়, তাহাই এই সকল জাহাজ বহন করিয়া থাকে।

Transfer Agent—হস্তান্তরলেখক প্রতিনিধি : যৌথ কারবারের অংশ পত্র ক্রয় বিক্রয়ের ফলে অংশ পত্রের মালিকানা স্বত্বও হস্তান্তর হয়। এই হস্তান্তর নিবন্ধকারীকেই হস্তান্তর লেখক কহে। যৌথ কারবারের নিজ ব্যবসায়ে এই হস্তান্তর নিবন্ধন করার ব্যবস্থা না করিয়া কারবারের ব্যাঙ্ক অথবা অর্থ লেনদেন প্রতিষ্ঠানের হাতেও এই ভার ছাড়িয়া দেওয়া যায়। হস্তান্তর লেখক প্রতিনিধি কথাটি তখনই ব্যবহার হয় যখন কোম্পানীর কার্য্যালয়ে হস্তান্তর নিবন্ধন না করিয়া উহার প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যাঙ্ক অথবা কোন অর্থ লেনদেন প্রতিষ্ঠানকে নিযুক্ত করে।

Transfer Deed—হস্তান্তরের দলিল ; পরিবর্ত্ত দলিল : যৌথ কারবারের পরিমেল নিয়মাবলীতে পরিষ্কার লিখিত না থাকিলে অংশ পত্রের হস্তান্তর দলিলের মাধ্যমে সম্পাদন করিতে হয়। পরিমেল নিয়মাবলীতে লিখিত থাকিলে কোনও প্রকার দলিল না করিয়াও অংশপত্র হস্তান্তর করা যায় এবং তাহা বেআইনী নহে। তখন যে দলিল সম্পাদন করা হয় তাহাকেই হস্তান্তর দলিল বা পরিবর্ত্ত দলিল কহে।

Transfer Days—হস্তান্তর দিবস : বৎসরের কয়েকটি দিন স্থির বলিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অথবা অন্যান্য ব্যাঙ্ক ঘোষণা করে যে যে দিনে ব্যাঙ্কের বহিতে যৌথ কারবারী অংশপত্রের ঋণপত্রের এবং সরকারী ঋণ-পত্রের হস্তান্তর নিবন্ধন করা হয়। ঐ স্থির দিনগুলিকে বলা হয় হস্তান্তর দিবস।

Transferor by Delivery—বিলিদ্বারা হস্তান্তরকারী : বাহক বিনিময়পত্র গ্রহণকারী ঐ বিনিময়পত্র পিছন সহি না করিয়াই হস্তান্তর করিতে পারে এবং সে হস্তান্তর আইনসিদ্ধ। এই প্রকার হস্তান্তরকারীকে

বিলিদ্বারা হস্তান্তরকারী বলে। এই প্রকার বিনিময়পত্র অস্বীকৃত বা অনাদৃত হইলে হস্তান্তরকারীকে বিনিময়পত্রের মূল্যের জন্য দায়ী করা যায় না।

Transfer Payments—পরিবর্ত্ত শোধ : রাষ্ট্র যে সমস্ত ব্যয়ের পরিবর্ত্তে চলতি সময়ে কোনও প্রকার দ্রব্য সেবা, পায়না সেই প্রকার ব্যয়কে পরিবর্ত্ত শোধ কহে। রাষ্ট্র উত্তর বেতন, পারিবারিক ভাতা, জাতীয় ঋণের সুদ ইত্যাদি বাবদ যে ব্যয় করিয়া থাকে উহার পরিবর্ত্তে কোনও নূতন সম্পদ তৈয়ার হয় না। ঐ প্রকার ব্যয়কে পরিবর্ত্ত শোধ কহে। এই প্রকার ব্যয় অবশ্য রাষ্ট্রের নাগরিকগণের আয় হইতেই হয়—কর বসাইয়া অথবা নাগরিকের নিকট হইতে ঋণ করিয়া এই ব্যয় বহন করা হয় বলিয়া ইহাতে একের ব্যয় ও অপরের আয় হয়। সেই জন্যই যখন একের আয়ের একাংশ কর হিসাবে আদায় করিয়া অপরকে দেওয়া হয়, যাহা তাহার আয় তখন উহাকে বলা যাইতে পারে পরিবর্ত্ত ব্যয়, কারণ যে ব্যয় সরকারের করা উচিত সে ব্যয় প্রকৃতপক্ষে বহন করিতেছে নাগরিকগণ। অনেক ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি দাতা ও গ্রহীতা উভয়ই হইতে পারে। একব্যক্তি কর হিসাবে যে অর্থ দিল সে আবার তাহারই একাংশ পারিবারিক ভাতা হিসাবে পাইল।

Transfer Problem—পরিবর্ত্ত সমস্যা : কথাটির প্রচলন হয় প্রথম মহাযুদ্ধের পর যখন জার্ম্মাণীকে যুদ্ধ খেসারত দিতে হয় তখন। যুদ্ধ খেসারত হিসাবে যে অর্থ দেওয়া হয় সেই অর্থ দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করার যে অসুবিধা দেখা দেয় তখনই এই পরিবর্ত্ত সমস্যার উদ্ভব হয়। তদবধি বৈদেশিক মুদ্রার আদান প্রদানে যে কোনও প্রকার অসুবিধা দেখা দিলেই তাহাকে পরিবর্ত্ত সমস্যা কহে।

Transferable Account—পরিবর্ত্তনযোগ্য হিসাব : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশই কোনও না কোন প্রকারের বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। গ্রেট বৃটেনেও উহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। ১৯৪৭ খৃঃ প্রথম গ্রেটবৃটেন বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের নিয়ন্ত্রণ করিতে গিয়া উহা কিঞ্চিৎ সংশোধন করে। বৈদেশিক মুদ্রার দুইটি রকম স্থির করে। একটি—সরকারের অনুমতি ব্যতীতই ষ্টার্লিংএ বিনিময়যোগ্য, অপরটি সরকারের অনুমতি ব্যতীত বিনিময় করা যায় না। যে হিসাবে সঞ্চিত ষ্টার্লিং (বৃটেনের মান মুদ্রা)

সরকারের অনুমতি ব্যতীতই অন্য মুদ্রায় পরিবর্ত্তন করা যায় সেই হিসাবটিকে পরিবর্ত্তনযোগ্য হিসাব কহে। এই হিসাবে ষ্টার্লিং এলাকা বহির্ভূত দেশের নাগরিকের অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সঞ্চিত বা জমা ষ্টার্লিং সরকারী অনুমোদন ব্যতীতই ব্যবহার করা যায় অর্থাৎ ঐ হিসাবের ষ্টার্লিং অন্য দেশের মুদ্রায় পরিবর্ত্তন করিয়া ষ্টার্লিং এলাকা বহির্ভূত দেশ অন্য দেশ হইতে আমদানী করিতে পারে। আবার এই হিসাবে ষ্টার্লিং জমা দিতে সরকারী অনুমোদনের আবশ্যক নাই। তবে এই হিসাব হইতে ষ্টার্লিং তুলিয়া নিয়া অন্য দেশের দ্রব্য আমদানী করার ফলে বৃটেন হইতে স্বর্ণ অথবা ডলার রপ্তানীর প্রয়োজন হয় কিনা তাহা দ্বারা নিরীকৃত হইবে কি পরিমাণ ষ্টার্লিং আমানতকারীদের দেওয়া হইবে। যত অধিক সংখ্যক ষ্টার্লিং এলাকা বহির্ভূত দেশের নাগরিক এই হিসাবে অর্থ জমা রাখিবে ষ্টার্লিং ততই আন্তর্জাতিক বিনিময় মানের মর্য্যাদা পাইবে এবং বৃটেনের পক্ষে বহুমুখী বিনিময় ততই সহজ হইবে। চলতি আয়ের কত অংশ এই হিসাবে রাখিতে পারা যায় তাহা বৃটেন ও যে দেশের বাণিজ্য অনুকূল সেই দেশের মধ্যে চুক্তি দ্বারা স্থির করা হয়।

Transfer Receipt—হস্তান্তর প্রমাণক : যৌথ কারবারের অংশ পত্র হস্তান্তর হইলে অংশপত্র খতিয়ানে নূতন ক্রেতার নাম নিবন্ধন করাই নিয়ম। বার্ষিক হিসাব নিকাশ দিবসে অথবা নিরীক্ষা সময়ের মধ্যে যদি নিবন্ধন কার্য্য সম্পূর্ণ না হইয়া থাকে এবং হস্তান্তর দলিল (Transfer Deed) কারবারের কার্য্যালয়ে জমা হইয়া থাকে তাহা হইলে হস্তান্তরের সত্যতা প্রমাণ করিয়া নূতন অংশ পত্রের স্বত্ববানের অনুকূলে যে রসিদ দিয়া থাকে তাহাকে হস্তান্তর প্রমাণক কহে। পরে ঐ হস্তান্তর প্রমাণক দাখিল করিলে অংশপত্র ক্রেতা কারবারের নিকট হইতে অংশ পত্র পাইয়া থাকে। যতদিন অংশ পত্র পাওয়া না যায় ততদিন হস্তান্তর প্রমাণক অংশ পত্র ক্রেতার অংশ পত্রে স্বত্বাধিকার প্রমাণ করিবে।

Transhipment—জাহাজান্তর মাল প্রেরণ : চলিত পথে এক জাহাজ হইতে অন্য জাহাজে মাল উত্তোলন করাকে Transhipment কহে। গন্তব্য স্থানে পৌছিতে জাহাজ বদল করার আবশ্যক হইলে জাহাজান্তর মাল উত্তোলন ও প্রেরণের আবশ্যক হয়। যাহাতে আমদানী

শুল্ক বিষয়ে কোন অসুবিধা না হয় তজ্জন্য শুল্ক কার্য্যালয় হইতে যে নির্দ্দেশ জারী করে সেই নির্দ্দেশানুযায়ী জাহাজান্তর মাল প্রেরণ করিতে হয়।

Transhipment Bond Note—জাহাজান্তর মাল প্রেরণের প্রতিশ্রুতি: শুল্কাধীন দ্রব্য যখন জাহাজান্তর প্রেরণ করা হয় তখন যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মাল জাহাজান্তর প্রেরণের দায়িত্ব নিয়া প্রতিশ্রুতি দেয় সেই প্রতিশ্রুতিকে জাহাজান্তর বহন প্রতিশ্রুতি কহে। এই প্রতিশ্রুতিপত্র শুল্ক কার্য্যালয় রাখিয়া দেয় এবং উহাই আমদানী প্রবিষ্টির কার্য্য করে। ঐ প্রবিষ্টির অনুবলেই শুল্ক কার্য্যলয় হইতে মাল খালাসের অনুমতি পাওয়া যায়।

Transhipment Delivery Order—জাহাজান্তর প্রেরণ খালাস আদেশ: শুল্কাধীন দ্রব্য জাহাজান্তর প্রেরণের কালে এই আদেশ পত্র দেওয়া হয়। স্বদেশে ভিড়িবার জন্য যে জাহাজ আসে সেই জাহাজে শুল্ক অফিসের প্রতিনিধির উপর শুল্ক কার্য্যালয়ের নির্দেশ দিতে হয় যে শুল্কাধীন দ্রব্য যেন পোত কার্য্যালয়ের কোনও দায়িত্বশীল কর্ম্মচারীর মারফতে পাঠান হয় যাহাতে ততক্ষণাৎ ঐ দ্রব্য রপ্তানী গ্রহণের জন্য প্রস্তুত জাহাজে উত্তোলন করা যায়।

Transhipment Free Entry—জাহাজান্তর নিঃশুল্ক প্রবেশপত্র: নিঃশুল্ক দ্রব্য বরাবর বহনপত্র মারফত পাঠান হইলে ঐ মাল জাহাজান্তর প্রেরণ কালে শুল্ক কার্য্যালয় হইতে এই চিঠা দেওয়া হয় যাহার বলে নিঃশুল্ক দ্রব্য তৎক্ষণাৎ অন্য জাহাজে তুলিতে পারা যায়। ঐ চিঠাকে জাহাজান্তর নিঃশুল্ক প্রবেশপত্র কহে।

Transhipment Shipping Bill—রপ্তানী ছাড়পত্র: শুল্কাধীন দ্রব্য রপ্তানীকালে শুল্ক কার্য্যালয় হইতে অনুমতি লওয়া আবশ্যক। শুল্ক কার্য্যালয়ের কর্ম্মচারী ছাড়পত্র দিলেই শুল্কাধীন মাল রপ্তানীর জন্য জাহাজে তুলিতে পারা যায়। জাহাজে মাল তোলা হইলে সাধারণ রপ্তানীর মতই জাহাজী মালের রসিদ পাওয়া যায়।

Transire—উপকূল বাণিজ্য হিসাব: উপকূল বাণিজ্যে এই প্রকার হিসাবের রীতি আছে। উপকূল বাণিজ্যে কোনও বন্দর হইতে মাল নিয়া অন্য কোনও বন্দরে গমনকালে জাহাজে বহন করার জন্য যে যে মাল গ্রহণ করা হয় উহার একটি হিসাব বন্দরের শুল্ক কার্য্যালয়ে জমা দিতে হয়।

যে ভাবে উক্ত হিসাব তৈয়ার করিতে হয় তাহার নমুনা শুল্ক কার্য্যালয় হইতে দেওয়া হয়। এই হিসাবের এক প্রস্ত শুল্ক অফিসে জমা দিতে হয়। শুল্ক অফিসে এক প্রস্ত জমা দিলেই জাহাজ অন্যত্র রওনা দেওয়ার অনুমতি পায়। ইহা নিগম পত্রের কার্য্য করে। দ্বিতীয় প্রস্ত গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়া তথাকার শুল্ক কার্য্যালয়ে জমা দিতে হয়। তখন উহা আগম পত্রের কার্য্য করে। প্রত্যেকটি জাহাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপকূল বাণিজ্য হিসাব না দিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য একবারে একখানা উপকূল বাণিজ্য হিসাব তৈয়ার করার রীতিও আছে।

Travellers' Cheque – গন্তী চেক ঃ বিদেশে ভ্রমণ কালে পুনঃ পুনঃ বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের অসুবিধা ও সঙ্গে প্রচুর নগদ অর্থ বহনের দায়িত্ব দূর করার জন্য একটি উপায় বাহির করা হইয়াছে। ইহাতে ভ্রমণকারী এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যাঙ্কে জমা দিলে ব্যাঙ্ক ভিন্ন ভিন্ন মূল্যের তলবমাত্র-দেয় চেক দিয়া থাকে। যে দেশে অর্থের প্রয়োজন সেই দেশের কোনও ব্যাঙ্কে, যাহার নাম চেকে উল্লেখ থাকিবে, জমা দিলেই সেই ব্যাঙ্ক চেকের আদিষ্ট অর্থ দিবে। যে ব্যক্তি এই প্রকার চেক ক্রয় করিতে চাহে সে চেক বিক্রয়কারী ব্যাঙ্কের অফিসে সহি করিয়া চেক গ্রহণ করে। উহার প্রতিলিপি যে সকল ব্যাঙ্কের চেক ক্রয় করা হয় বিদেশে উহার প্রতিনিধিদের নিকট পাঠান হয়। ভ্রমণকারী যখন চেকের অর্থ তুলিবে তখন সহির একরূপতা প্রমাণ করার জন্য পুনরায় সহি করিবে। এই প্রকার চেককেই গন্তী চেক কহে। গন্তী চেক সর্বদাই তলবমাত্র দেয় চেক হয়।

Travellers' Letter of Credit—গন্তী প্রত্যয়পত্র ঃ Circular Notes দ্রষ্টব্য।

Treasury Bill—সরকারী হুণ্ডি ঃ সরকার চলতি ব্যয় চলতি আয় দ্বারা মিটাইতে অসমর্থ হইলে চলতি বা স্বল্পমিয়াদী ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে। ঋণ গ্রহণের স্বীকৃতি হিসাবে যে পত্র দেয় উহাই হুণ্ডি। সরকার কর্তৃক হুণ্ডি দেওয়া হয় বলিয়া হুণ্ডির নাম সরকারী হুণ্ডি। এই হুণ্ডি সরকার বাজারে মূল্যাবেদন পত্রের মারফতেও বিক্রয় করিতে পারে। ঋণ গ্রহণের জন্য যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তাহাতে ঋণের উপর সুদের হার লিখিত থাকে এবং কোন তারিখের মধ্যে ঋণের অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা দিতে হইবে তাহাও লিখিত থাকে। ঐ সর্তে ঋণ দিতে প্রস্তুত থাকিয়া ঋণদাতা বা হুণ্ডি ক্রেতা

নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে মূল্যাবেদন পত্র দাখিল করিবে। মূল্যাবেদনে যদি হুণ্ডি ক্রেতা উনমূল্যে কিনিতে চাহে, তবে কত উনহারে কিনিতে প্রস্তুত তাহার উল্লেখ করিতে হয়। যদি কোন হুণ্ডিক্রেতা মূল্যাবেদন পত্রে শতকরা ৩ টাকা উনহারে লিখিয়া থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে ১০০ টাকা মূল্যের হুণ্ডি ৯৭ টাকায় কিনিতে প্রস্তুত। সরকারী হুণ্ডি ষ্টক বা শেয়ার বাজারে কেনা বেচা হয়।

Treasury Bond—সরকারী ঋণপত্র : নির্দ্দিষ্ট সুদের হারে নাতি স্বল্প নাতিদীর্ঘ মিয়াদী ঋণপত্রের পরিবর্ত্তে সরকার ঋণ গ্রহণ করিলে সেই ঋণপত্রকে সরকারী ঋণপত্র কহে। এই প্রকার ঋণপত্রের মিয়াদ ৫, ১০. ১৫ বৎসর হইতে পারে। ভারতবর্ষে এই ঋণপত্র প্রথম চালু হয় ১৯২০ খৃঃ।

Treasury Deposit Receipts—সরকারী তহবিলে জমার রসিদ : বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সমূহ সরকারকে সরাসরি ধার দিলে সরকারী তহবিলে জমা রসিদ ক্রয় করিয়া থাকে। উহা প্রথম বাহির হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। ইদানীং ইহার গুরুত্ব অনেক কমিলেও একদম অন্তর্হিত হয় নাই। সরকারী তহবিলে জমা রসিদ খুবই স্বল্প মিয়াদী। উর্দ্ধে ৬ মাস ইহার মিয়াদ। সরকারী তহবিলে জমা রসিদ ক্রয় বিক্রয় করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বাজারে অর্থের পরিমাণের যোগান বাড়ান কমান যায়।

Treasury Notes—সরকারী নোট : ধাতব মুদ্রার পরিবর্ত্তে যে কাগজী মুদ্রা প্রচলিত আছে উহাই সরকারী নোট। ভারতবর্ষে ১৲, ২৲, ৫৲ ১০৲ ও ১০০৲ টাকা মূল্যের সরকারী নোট প্রচলন আছে। ১৯৪৫ সালে ১০০০৲ টাকা মূল্যের সরকারী নোট বিমুদ্রীকরণ ও অবৈধ মুদ্রা বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

Tret—ধরাট ; ঢলতা : শস্যাদি কাচা মাল জাহাজে বা অন্য কোনও যানবাহনের মাধ্যমে স্থানান্তর প্রেরণ করিলে প্রতি ১০৪ পাউণ্ড ওজনে ৪ পাউণ্ড করিয়া ঘাটতি দেওয়ার রেওয়াজ আছে। উহাই ধরাট বা ঢলতা।

Trial Balance—কাচা তুলন ; রেওয়া মিল : দোহরা হিসাব রক্ষণ নিয়মে প্রত্যেক লেনদেনের জন্য জমা এবং খরচ একই সময় দেখান হয়। যদি নির্ভুলভাবে লেন দেন প্রবিষ্টি হইয়া থাকে তাহা হইলে মোট জমা মোট খরচের সমান হইবে এবং প্রত্যেকটি হিসাবের নিজস্ব জমা খরচ বাদ দিয়া যে তুলন করা হয় (Balancing) তাহা বিভিন্ন হিসাবে যে জমা তুলন

বা খরচ তুলন থাকিবে তাহার যোগফলও সমান হইবে। কাচা তুলন বা রেওয়া মিল তৈয়ার করিয়া জমা তুলনের যোগ, খরচ তুলনের যোগের সমান হয় কিনা তাহাই দেখা হয়। ইহার উদ্দেশ্য এই যে দোহরা লিখন নির্ভুল হইয়াছে কিনা তাহা বাহির করা। অমিল হইলে বুঝিতে হইবে যে দোহরা লিখন নির্ভুল হয় নাই। দোহরা লিখনের গণিতিক নির্ভুলতা (Arithmetical Accuracy) অবশ্য মিল কাচা তুলন (Agreed Trial Balance) দ্বারা পাওয়া যায়, তথাপি মিল কাচা তুলন দ্বারা ব্যবসায়ের লেনদেন সম্পূর্ণ নির্ভুল লিখন হইয়াছে সে কথা কখনও বলা যায় না। কারণ কাচা তুলনের জমার মোট খরচের মোটের সমান হইলেও নিম্নলিখিত ভুলগুলি থাকিতে পারে:—

(১) ছুট ভুল (Error of Omission): কোনও লেনদেন যদি আদৌ লেখাই না হয় তাহা হইলে জমার দিকেও বাদ পড়িল, খরচের দিকেও বাদ পড়িল। রেওয়া মিলের উভয় দিকের যোগফলই সমান রহিল বটে কিন্তু ব্যবসায়ের প্রকৃত অবস্থা বুঝাইতে অক্ষম রহিল।

(২) প্রবিষ্টি ভুল (Error of Commission): কোনও একটি লেনদেনে (ধারে বিক্রয় ৫০৲ টাকা) ভুল প্রবিষ্টি হইল—৫০৲ টাকা স্থলে ৫৲ টাকা তাহাতেও রেওয়া মিলের মিলনে ব্যাঘাত ঘটিবেনা। ৫৲ টাকা বিক্রয় খাতে জমা; দেনাদার খাতে খরচ দেখান হইল। ফলে রেওয়া মিল মিলিল বটে, কিন্তু বিক্রয় ৪৫৲ টাকা কম, সুতরাং লাভ ও ৪৫৲ টাকা কম এবং সম্পদ হিসাবে দেনাদারের নিকট হইতে পাওনাও ৪৫৲ টাকা কম দেখান হইল। সুতরাং উহাও ভুল বটে।

(৩) নীতিগত ভুল (Error of Principle): হিসাবের ৩টি রকম আছে: উহার মধ্যে অবাস্তব হিসাবের প্রবিষ্টি যদি বাস্তব হিসাবে করা হয় অথবা বাস্তবের প্রবিষ্টি অবাস্তব খাতে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলেও রেওয়া মিল মিলিবে বটে কিন্তু ব্যবসায়ের মোট অবস্থা নির্ভুলভাবে দেখান হয় না। যেমন মাহিয়ানা বাবদ ম্যানেজারকে ৫০০৲ টাকা দেওয়া হইল। উহা নগদান বহিতে জমা দিকে এবং মাহিয়ানা খাতে খরচ দিকে দেখান উচিত। কিন্তু ম্যানেজার ৫০০৲ টাকা পাইয়াছে বলিয়া তাহার নিজের নামে খরচ লিখিয়া নগদান হিসাবে জমা দিকে লিখিল। উহার ফলে রেওয়া মিল মিলিয়াছে সন্দেহ নাই কারণ ৫০০৲ টাকা জমা ও খরচ উভয় দিকেই লেখা হইয়াছে

বটে, কিন্তু ম্যানেজারের হিসাবে লেখার ফল ম্যানেজার ঋণী হিসাবে সম্পদ, আর মাহিয়ানা বাবদে ৫০০ৎ টাকা কম দেখান হইয়াছে বলিয়া ৫০০ৎ টাকা লাভ বেশী তথা লোকসান কম দেখান হয়। উহাই নীতিগত ভুল।

(৪) ক্ষতি পূরণ ভুল; সংশোধন ভুল: (Compensating Error): একটি ভুলের ফলে অপর একটি ভুল সংশোধিত হইলে ঐ ভুলের দ্বারাও রেওয়া মিল অমিল থাকে না। কিন্তু উহার ফলেও ব্যবসায়ের প্রকৃত অবস্থা দর্শাইতে পারে না।

Triangular Trade—ত্রিপক্ষীয় বাণিজ্য: যে উপায়ে একই সময়ে তিনটি দেশের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যে সমতা বজায় রাখা যায় তাহাকে ত্রিপক্ষীয় (ত্রিকোণীয়) বাণিজ্য কহে। এই পদ্ধতিতে ধরা যাউক ক দেশ হইতে খ দেশে রপ্তানী হইল, উহাই আবার খ দেশ হইতে গ দেশে রপ্তানী হইল এবং গ দেশ হইতে ঐ দ্রব্য পুনরায় ক দেশে রপ্তানী হইল। ফলে কোনও দেশকেই নগদ অর্থ দিতে হইল না। কিন্তু ইহার দ্বারা এই সুবিধা পাওয়া গেল যে একটি দ্রব্যই তিনবার রপ্তানী হইল কিন্তু তিন দেশ তিন প্রকারের আমদানী দ্রব্য আমদানী করিতে পারিল।

Triptique—মোটর প্রমাণক: মোটর গাড়ী ক্লাবের সদস্যগণ মোটর নিয়া বিদেশে গেলে, ক্লাব মোটর গাড়ীর স্বত্বপত্র প্রমাণ করার জন্য শুল্ক কার্য্যালয়ের নিকট যে প্রমাণ পত্র দেয় উহাকেই মোটর প্রমাণক কহে।

Truck—দ্রব্য মজুরী: শ্রমিককে মজুরী নগদ অর্থ দ্বারা শোধ না করিয়া মজুরী পরিমাণ অর্থের কোনও দ্রব্যাদি বিশেষত নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য দ্বারা শোধ করাকে দ্রব্য মজুরী কহে। মালিক কোনও পণ্যাগারের উপর মজুরী অর্থের সমান পরিমাণ মূল্যের দ্রব্য মজুরকে সরবরাহ করার নির্দ্দেশ দেয়। এই ব্যবস্থা আইন পাশ করিয়া রহিত করা হইলেও বিশেষ ক্ষেত্রে কার্য্যের অবস্থানুযায়ী বিশেষ চুক্তি দ্বারা এখনও মজুরী দেওয়া হয় তবে উহা এতই সীমাবদ্ধ ও বিরল যে ঐ প্রথা অবলুপ্ত হইয়াছে বলা যায়। দ্রব্য মজুরী আইন (Truck Act) পাশ করিয়া মজুরী কেবলমাত্র নগদ অর্থ দ্বারাই শোধ করা আইনসিদ্ধ।

True Discount—বিশুদ্ধ বাট্টা; প্রকৃত বাট্টা: কোনও হুণ্ডি অথবা ঋণপত্রের বর্ত্তমান মূল্যের উপর সুদই হইল প্রকৃত বাট্টা। নির্দ্দিষ্ট সুদ বা বাট্টার হারে ঋণ অথবা হুণ্ডির মিয়াদের পূর্বে ঋণ করিলে যাহা পাওয়া যায়

তাহাই হুণ্ডির বর্তমান মূল্য। ৪০০৲ টাকা মূল্যের ৩ মাসের একখানা হুণ্ডি শতকরা ৫৲ টাকা হারে ভাঙ্গান হইল।

$৪০০৲ \frac{১}{৪} \times \frac{৫}{১০০} = ৫৲$ টাকা বাট্টা : সুতরাং বর্তমান মূল্য $৪০০৲ - ৫৲ =$ ৩৯৫৲ টাকা। এখন ঐ সুদ হারেই প্রকৃত বাট্টা বাহির করা হইলে ৩৯৫ $\times \frac{১}{৪} \times \frac{৫}{১০০} = \frac{৭৯}{১৬} = ৪\frac{১৫}{১৬} =$ প্রকৃত বাট্টা।

True Interest—প্রকৃত সুদ : Gross Interest, Pure Interest দ্রষ্টব্য।

Trust—ব্যবসায় সংহতি, ন্যাস, অছি : (১) কোনও ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান অপর কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের (এক বা একাধিক) মঙ্গলের জন্য অপর ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করার অধিকার পাইলে তাহাকে বিশ্বাসমূলক অধিকার বা অছি কহে।

(২) একাধিক ব্যবসায় উৎপাদন, বিতরণের একচেটিয়া বা প্রায় একচেটিয়া অধিকার লাভ করার জন্য জোটবদ্ধ হইলে তাহাকে বলে ব্যবসায় সংহতি, ন্যাস বা ব্যবসায় জোট। কেবলমাত্র একচেটিয়া অধিকার লাভের জন্যই নহে। ন্যাস বা ব্যবসায় সংহতি হইলে বহুল উৎপাদন ও বহুলবিতরণের সমস্ত সুযোগ পাওয়া যায়। ন্যাস অথবা ব্যবসায় সংহতি গঠন করিতে হইলে প্রচুর মূলধনের আবশ্যক হয়। বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প বা প্রতিষ্ঠান একত্রিত হইলে বা সম্মিলিত হইলেও যে সুযোগ পাওয়া যায় তাহার জন্যও ন্যাস বা ব্যবসায় সংহতি গঠন হয়। ন্যাস বা ব্যবসায় সংহতি খাড়া মিলনের বা সম পর্যায়ের (Vertical Combination, Combination দ্রষ্টব্য) ন্যাস গঠিত হইলে যে সকল ব্যবসায় একত্রিত হয় তাহাদের ব্যক্তিগত সত্ত্বা ধীরে ধীরে লোপ পাইতে থাকে। ব্যবসায় সংহতিতে ব্যবসায় সংক্রান্ত সমস্ত নীতি বা মূল পদ্ধতি একটি কেন্দ্রীয় পরিচালকমণ্ডলী (Board of Trustees) দ্বারা স্থির হয়। (Kartel, Pool দ্রষ্টব্য)। অনেকক্ষেত্রে যে সকল ব্যবসায় একত্রিত হয় উহার অংশপত্র স্বত্বাধিকারীগণ নিজেদের নির্বাচন অধিকার একটি মণ্ডলীর হাতে ছাড়িয়া দেয়, তখন ঐ মণ্ডলীকে বলে ভোটাধিকারী সম্মেলন (Voting Trust দ্রষ্টব্য)।

(৩) অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যাহারা সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মতই

আমানত গ্রহণ করে এবং ধার দেয়, কিন্তু তদতিরিক্তও মক্কেলদের পক্ষে প্রতিনিধি, দালাল হিসাবে কাজ করে এবং মক্কেলদের মূল্যবান সম্পদ গচ্ছিত রাখার ব্যবস্থা করে। ঐ প্রকার লেনদেন প্রতিষ্ঠানকেও অছি বা ন্যাস কারবার কহে।

Trustees—অছি : যাহাদের হাতে বিশ্বাস ন্যস্ত থাকে, অর্থাৎ যাহাদের হাতে নিজেদের ব্যবসায় পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয় তাহাদের অছি কহে। (Trust দ্রষ্টব্য)।

Trust Fund—ন্যাস তহবিল : অছি কর্তৃক পরিচালিত তহবিলকে ন্যাস তহবিল কহে। ন্যাস তহবিলের 'অর্থ' কি নীতিতে বিনিয়োগ করা হইবে তাহা তহবিলের প্রকৃত মালিক স্থির করিয়া দিতে পারে। যে ক্ষেত্রে তহবিলের মালিক নিজস্ব মতামত অছিকে জানাইয়া না দেয় সে ক্ষেত্রে অছি সাধারণ আইনের ধারা অনুসারেই কার্য্য করিবে। তবে সর্বদাই তহবিলের মালিকের স্বার্থ যাহাতে অক্ষত থাকে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

Trustee Securities—অছি প্রতিভূ পত্র : অছি আইনে অনেক প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ আছে যাহার প্রতিভূ পত্রে বিনিয়োগ করা বাধ্যতামূলক। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিভূ পত্র অন্যান্য প্রতিভূ বা ঋণ-পত্রের চেয়ে অনেক উন্নত ধরণের, কারণ উহাদের ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা অনস্বীকার্য্য। যেমন রেলপথের প্রতিভূপত্রে বিনিয়োগ; স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রতিভূপত্রে বিনিয়োগ ইত্যাদি। ঐ সমস্ত প্রতিভূপত্রকেই অছি প্রতিভূপত্র কহে।

ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য অর্থ লেনদেন প্রতিষ্ঠানের প্রতিভূপত্রের যথেষ্ট চাহিদা আছে। কারণ এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতায় সন্দেহ থাকে না; এই সকল প্রতিভূপত্র বাজারে বিক্রয় করিয়াও আবশ্যক হইলে অর্থ সংগ্রহ করা যায়। এই প্রকার প্রতিভূপত্রের মূল্য বাজারে মোটামুটি স্থির থাকে। অছি প্রতিভূ পত্রের ইহা একটি উদাহরণ।

Trust Receipt--বিশ্বস্ততা প্রমাণক : বৈদেশিক বাণিজ্যে রপ্তানীকারক আদায়-সাপেক্ষ-দলিল (D/P) চুক্তিতে মাল বিক্রয় করিলে আমদানীকারক যতদিন আমদানীর মূল্য শোধ না করে ততদিন শুল্ক অফিস হইতে মাল খালাস করার অধিকার পায় না। কিন্তু আমদানী কারক ব্যাঙ্কের সহিত চুক্তি করিয়া শুল্ক কার্য্যালয় হইতে মাল খালাস

করার ব্যবস্থা করিতে পারে। আমদানীকৃত মালে ব্যাঙ্কের অগ্রাধিকার স্বীকার করিয়া দলিল সম্পাদন করিয়া দিলে ব্যাঙ্ক শুল্ক কার্য্যালয় হইতে মাল খালাসের অনুমতি লইয়া দেয়। কেবলমাত্র ব্যাঙ্কের অগ্রাধিকার স্বীকার করিয়া দলিল সম্পাদন করিলেই চলিবে না, ব্যাঙ্কের নামে ঐ মাল গুদাম জাত করিতে হইবে এবং দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যাইবে তাহা দ্বারা ব্যাঙ্কের দেনা শোধ করা হইবে—এই সর্ত যুক্তে যে দলিল সম্পাদন করা হয় উহাকেই বিশ্বস্ততা প্রমাণক কহে।

ব্যাঙ্ক উহার মক্কেলকে এই সুযোগ রপ্তানীকারকের নির্দেশ ব্যতীতও দিতে পারে কারণ এই ক্ষেত্রে বিনিময় পত্র পরিশোধের দায়িত্ব আমদানীকারকের নহে—ব্যাঙ্কের। সুতরাং উহার মক্কেলদের মধ্যে যাহাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্বন্ধে ব্যাঙ্ক সন্দেহহীন সেই ক্ষেত্রেই মাত্র এই সুযোগ দিয়া থাকে।

T. T—Telegraphic Transfer এর সংক্ষিপ্ত ব্যবহার। Cable Transfer দ্রষ্টব্য।

Turn—দালালের প্রাপ্য: ষ্টক বাজারে ষ্টক বা অংশ পত্রের দালাল ষ্টক বা শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি কালে ক্রয় মূল্য ও বিক্রয় মূল্য উভয়ই ঘোষণা করে। দু'য়ের ব্যবধানই দালালের প্রাপ্য। দালাল যদি শেয়ারের বা অংশ পত্রের মূল্য ৯০৲—১০০৲ এই ভাবে ঘোষণা করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রতি শেয়ার ৯০৲ টাকা দরে কিনিতে প্রস্তুত ১০০৲ টাকা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত। সুতরাং দালালের প্রাপ্য প্রতি অংশ পত্র বা শেয়ারে ১০৲ টাকা।

Turn Over—(১) আবর্ত্তন (২) কুলবিক্রয়: (১) আবর্ত্তন-ব্যবসায়ী কত শীঘ্র অথবা কত গৌণে ক্রীত দ্রব্য বিক্রয় করিতে সমর্থ হয় উহাই সেই দ্রব্যের আবর্ত্তন। অথবা একথাও বলা চলে দ্রব্যের চলন বা হস্তান্তরের মন্দতা বা দ্রুততাকেই আবর্ত্তন কহে।

(২) কোন ব্যবসায়ের মোট বিক্রয়কে কুলবিক্রয় কহে। বিক্রয় মূল্য হইতে অন্তর ফেরতা (Returns Inward) বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই কুলবিক্রয়। তবে বিক্রয় মূল্য হইতে ক্রয়ের বাবদ আনুসঙ্গিক ব্যয় বাদ দেওয়া হয় না।

Two Name Paper—দ্বিনামিক বাণিজ্যিক পত্র: স্বল্প মিয়াদী

সম্প্রদানযোগ্য বাণিজ্যিক পত্রের অর্থ পরিশোধের প্রতিভূতি দিয়া দুই জন ব্যবসায়ী সহি করিলে সেই সম্প্রদানযোগ্য বাণিজ্যিক পত্রকে দ্বিনামিক বাণিজ্যিক পত্র কহে। দুইজন পৃথক ভাবে এবং যৌথ ভাবে অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী থাকে।

Tying Contract—সসর্ত চুক্তি : জমি অথবা কোন দ্রব্য বিক্রয় অথবা ইজারার চুক্তিতে যদি এইরূপ কোন বিশেষ সর্ত থাকে যে ক্রেতা প্রতিযোগী কোনও প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ঐ দ্রব্য ক্রয় করিতে বা ইজারা লইতে পারিবে না তাহা হইলে ঐ প্রকার চুক্তিকে সসর্ত চুক্তি কহে। ইহা আইন বিরুদ্ধ। Tie in Sales দ্রষ্টব্য।

U

Uberrimae Fidei—চরম বিশ্বাস : ব্যবসায় বাণিজ্যে কতকগুলি চুক্তি আছে যাহা চরম বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়াই গঠিত হয়। এই প্রকার চুক্তিতে উভয় পক্ষকেই প্রধান তথ্য সকলই প্রকাশ করিতে হয়। বিশেষত যে পক্ষ এই প্রকারের কোন চুক্তিতে ভবিষ্যতে উপকৃত হইবে তাহার পক্ষে কোনওরূপ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা সংবাদ গোপন করা ক্ষতি জনক কারণ সেইরূপ কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করিলে চুক্তি কার্য্যকরী হয় না। যে সকল চুক্তির ভিত্তি চরম বিশ্বাস তাহাদের মধ্যে বীমাচুক্তি; জমি বিক্রয়, অংশীদারী ব্যবসায়ের চুক্তির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

Ullage—ঊনতা : তরল পদার্থ বহনকারী পাত্রের বহন ক্ষমতা এবং প্রকৃত যে পরিমাণ দ্রব্য বহন করা হয় উহার ব্যবধানকে ঊনতা কহে। বহন ক্ষমতা এবং দ্রব্যের প্রকৃত পরিমাণের মধ্যে পার্থক্যের কারণ তরল পদার্থ চুয়াইয়া যাইতে পারে বা উবিয়া যাইতে পারে। শুল্ক অফিসের অধিকর্ত্তাগণ তরল পদার্থের উপর আমদানী শুল্ক বসাইলে পাত্রের মোট ওজন হইতে পাত্রের নিজস্ব ওজন বাদ দিয়া শুল্কের পরিমাণ স্থির করিতে পারে অথবা পাত্রের বহন ক্ষমতা হইতে পূর্ব নির্দ্ধারিত হারে ঊনতা (Ullage) বাদ দিয়াও শুল্কের পরিমাণ স্থির করিতে পারে।

Ultra vires—অধিকার বহির্ভূত : যে কোনও প্রকার লিখিত চুক্তি বা প্রশাসন বলবত থাকিলে কেহ লিখিত চুক্তি বা প্রসাশন বহির্ভূত কাজ করিলে তাহাকেই অধিকার বহির্ভূত বলা হয়। যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের বেলায় কারবারের কার্য্যের পরিধি স্মারকলিপির

বিধিদ্বারা সীমাবদ্ধ। সুতরাং কোন যৌথ কারবারকে স্মারকলিপিতে যে কর্ম্মক্ষমতা দেওয়া আছে তাহার বহির্ভূত কার্য্য করিলেই তাহাকে অধিকার বহির্ভূত বলা হয়।

Uncalled Capital—অতলবী মূলধন ঃ যৌথ কারবারের মূলধন অংশ পত্র বা শেয়ার বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করা হয়। অংশ পত্রের আঙ্কিক মূল্য এক কালীন আদায় করার নিয়ম নাই বলিয়া (অবশ্য বিলিকৃত শেয়ার বা পূর্ণ আদায়ীকৃত শেয়ার যাহা সরাসরি বাজারে ক্রয় বিক্রয় যোগ্য তাহা ব্যতীত) অংশ পত্রের মূল্য কয়েকটি কিস্তিতে আদায় করা হয়। সুতরাং শেয়ারের আঙ্কিক মূল্যের যে অংশ তলব দেওয়া হয় না তাহাই অতলবী মূলধন। শেয়ারের আংকিক মুল্যের এক অংশ থাকে যাহা ব্যবসায়ের শেষ দিন পর্য্যন্ত অতলবী থাকে। ঐ অংশ ব্যবসায় গুটাইবার অবস্থা হইলে তখনই তলব দেওয়া হয় নচেত নহে। শেয়ারের আঙ্কিক মূল্যের এই অংশকে সংচিতি মূলধন কহে। (Reserve Capital); Reserve Liability দ্রষ্টব্য।

Unconfirmed Letter of Credit—অসমর্থিত প্রত্যয় পত্র : প্রত্যয় পত্র দ্বারা ব্যাঙ্ক উহার মক্কেলের পক্ষে বিনিময় পত্র সাকরণ ও বিনিময় পত্রের মূল্য শোধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে। তবে প্রত্যয় পত্র যদি এমত ভাবে দেওয়া হয় যে রপ্তানীকারককে ব্যাঙ্কের মক্কেলের উপর (আমদানী কারক) বিনিময় পত্র লিখার নির্দ্দেশ থাকে, এবং ব্যাঙ্ক কেবল মাত্র মধ্যবর্ত্তী হিসাবে বিনিময় পত্র সম্প্রদান করার দায়িত্ব এবং মূল্য আদান প্রদানের কার্য্যে সাহায্য করিবে, তবে সেই প্রকার প্রত্যয় পত্রকে অসমর্থিত প্রত্যয় পত্র কহে। সুতরাং অসমর্থিত প্রত্যয় পত্রের বেলায় রপ্তানীকারক আমদানীকারকের উপরই বিনিময় পত্র লিখিয়া থাকে এবং বিনিময় পত্র সাকরণ করে আমদানীকারক নিজে। ইহাতে ব্যাঙ্ক বিনিময় পত্রের মূল্য আদায় সম্বন্ধে কোন প্রত্যাভূতি বা জমানত হিসাবে কার্য্য করে না। ইহাকে অনেক সময় Irrevocable Letter of Creditও কহে। (Letter of Credit দ্রষ্টব্য)

Undervalued Currency—উনমূল্য মুদ্রা ঃ Overvalued Currency দ্রষ্টব্য।

Underwriter—অবলেখক ; দায়গ্রাহক : সামুদ্রিক বীমা ব্যবসায়ে এই কথাটি দ্বারা বীমাকারীকে বুঝায়। বীমাকারী জাহাজে মাল বহন কালে মালের কোন ক্ষতি হইলে উহা পূরণ করিবার দায় গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দেয় বলিয়া তাহাকে দায়গ্রাহক কহে। অবলেখকও কহে—কারণ যে সকল ব্যক্তি সামুদ্রিক বীমার ক্ষতি পূরণ করিতে রাজী থাকে তাহারা বীমাপত্রের নিম্নে তাহাদের নাম সহি করিয়া থাকে। আবার নূতন কোন যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান শেয়ার বিক্রয় বা অংশপত্র বিক্রয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে সাধারণত এক সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ী আছে যাহারা নূতন যৌথ কারবারের সমস্ত শেয়ার বা অংশপত্র বিক্রয় করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দেয়, বদলে তাহাদের দস্তুরি বা কমিশন দিতে হয়। ইহাকে বলে অবলেখন দস্তুরি (Underwriting Commision) কিন্তু যদি বাজারে সমস্ত অংশপত্র অবলেখকগণ বিক্রয় করিতে না পারে তাহা হইলে অবিক্রীত অংশ অবলেখকগণ নিজেরাই কিনিয়া নিতে বাধ্য হয়। তবে অবলেখকগণ সমস্ত শেয়ার অবলেখন করিলেও তাহারা নিজেরা একটি অংশ নিশ্চিতই গ্রহণ করিবে এই প্রকার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়। সেই ক্ষেত্রে যে অংশ তাহারা নিশ্চিত গ্রহণ করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেয় উহাকে বলে "অবিচল আবেদন" Application Firm। Application Firm দ্রষ্টব্য।

Underwriting Commission—অবলেখন দস্তুরি : Underwriter দ্রষ্টব্য।

Under Bond—শুল্কাধীন গুদামে রক্ষিত : যে সমস্ত আমদানী দ্রব্য আমদানী শুল্ক পরিশোধ সাপেক্ষ শুল্কাধীন গুদাম ঘরে রক্ষিত হয় সেই সমস্ত দ্রব্যকেই Under bond "শুল্কাধীন গুদামে রক্ষিত কহে। এই সকল দ্রব্য যদি পুনর্রপ্তানীর জন্য আমদানী করা হয় তবে তাহার উপর আমদানী শুল্ক দিতে হয় না।

Undischarged Bankurpt—দায়মুক্তি আদেশ সাপেক্ষ দেউলিয়া : যে দেউলিয়া আদালত হইতে আনুষ্ঠানিক ভাবে বা নিয়মানুযায়ী দায়মুক্তির নির্দেশপত্র পায় নাই সে দায়মুক্তি আদেশ সাপেক্ষ দেউলিয়া।

Unearned Income—অনুপার্জ্জিত আয় : কায়িক পরিশ্রম না করিয়াও যে আয় পাওয়া যায় তাহা অনুপার্জ্জিত আয়। জমির মালিক জমির বাবদ যে খাজনা পায় ; অর্থলগ্নী করিয়া যে সুদ পাওয়া যায় অথবা সঞ্চিত

অর্থ বিনিয়োগ করিয়া যে লাভাংশ পাওয়া যায় উহাই অনুপার্জ্জিত আয়। আয়কর আইনে প্রত্যেক দেশেই অর্জ্জিত আয় ও অনুপার্জ্জিত আয়ের মধ্যে অনুপার্জ্জিত আয়ের উপর উচ্চ হারে আয়কর বসান হয়। কারণ যে আয় উপার্জ্জিত নহে অথবা কায়িক পরিশ্রমের বদলে পাওনা হয় না তাহাতে প্রাপকের দাবী প্রবল নহে যতটা থাকে উপার্জ্জিত আয়ের উপর।

Unearned Increment—অনুপার্জ্জিত বৃদ্ধি : কায়িক পরিশ্রম অথবা অর্থ ব্যয় ব্যতিরেকেই সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি হইলে তাহাকে অনুপার্জ্জিত বৃদ্ধি কহে। ইহা বিশেষত জমির মূল্য নির্দ্ধারণে প্রয়োগ হয় এবং যেখানে মূলধন করের ব্যবস্থা আছে, সেখানে জমির মূল্য বাহির করিতে অনুপার্জ্জিত বৃদ্ধি ধরা হয়। অনুপার্জ্জিত বৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধি; নূতন রাস্তাঘাট তৈয়ার, নগরী ও সহর প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কারণেই হয়। John Stuart Mill পার্শ্ববর্ত্তী জমির মূল্যবৃদ্ধি হওয়ার জন্য কোন জমির মূল্যবৃদ্ধি হইলে সেই জমির বর্দ্ধিত মূল্যকে অনুপার্জ্জিত বৃদ্ধি বলিয়াছেন।

Uneconomic—অনার্থিক : কোন কার্য্যের ফলে দ্রব্যের বা সেবার পরিমাণ যদি না বাড়ে অথবা কোন দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় ন্যায্য ব্যয় হইতে অধিক হইলে অথবা কোন প্রতিষ্ঠানের কার্য্য চালাইতে আয় ব্যয়ের মধ্যে সুসামঞ্জস্য না থাকিলে সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে অনার্থিক কহে। তবে যে সমস্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যয় ভার যে পরিমাণে বাড়ে সেই হারে আয় না বাড়িলে অথবা প্রতিষ্ঠান যদি ক্রমাগত লোকসান দিতে থাকে তবে সেই প্রতিষ্ঠানকে অনার্থিক বলা হয়।

Unfunded Debt—চলতি ঋণ : Floating Debt দ্রষ্টব্য।

Unemployment—বেকারত্ব : ফলপ্রসূ কর্ম্মের অভাবকেই বেকারত্ব কহে। অর্থবিদ্যাতে ইহার কয়েকটি রকম দেখা যায়।

(১) Frictional Unemployment দ্রষ্টব্য।

(২) Seasonal Unemployment : মরসুমী বেকারত্ব—ঋতু পরিবর্ত্তন জনিত কাঁচামালের যোগান কমিলে অথবা সাময়িকভাবে দ্রব্যের চাহিদা কমিলে যে বেকারত্ব দেখা যায় তাহাকে মরসুমী বেকারত্ব কহে। বৎসরের ক্ষণিক সময় অনেক শিল্প দ্রব্যের উৎপাদন কমিয়া যায় কারণ কাঁচামালের যোগান কমিয়া যায়। সেই সকল শিল্পের উৎপাদন হ্রাসের

জন্য যে বেকারত্তা দেখা যায় উহাই মরশুমী বেকারত্তা। (Seasonal Unemployment দ্রষ্টব্য)

(৩) Structural Unemployment : মৌলিক বেকারত্তা—কোন শিল্পে অথবা কোন বিশেষ এলাকায় চাহিদার পরিবর্ত্তনের জন্য চাহিদা যখন খুব প্রবল ভাবে কমিয়া যায় তখন সেই শিল্পে যে বেকারত্তা দেখা যায় উহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যদি বেকারত্তা অন্যান্য শিল্পে বা এক বিস্তৃত এলাকায় ছড়াইয়া পরে তখন তাহাকে মৌলিক বেকারত্তা কহে। মৌলিক বেকারত্তার ফলে ক্রমে ক্রমে সমাজে মন্দা অবস্থার আবির্ভাব হয় এবং দেখা দেয় বেকার সমস্যা। (Structural Unemployment দ্রষ্টব্য)।

Unemployment Insurance—বেকার বীমা : বেকার কালে যাহাতে শ্রমিকের আয় সম্পূর্ণ লোপ না পায় তজ্জন্য সামাজিক বীমা প্রথায় বেকার বীমার প্রথা প্রায় প্রত্যেক শিল্পোন্নত দেশে প্রবর্ত্তন করা হইতেছে। ইহাতে বেকার কালে শ্রমিক আয়ের এক অংশ পাইয়া থাকে, অবশ্য উহার এক নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। যাহাতে চাহিদা পূর্ণ ভাবে পরিয়া না যায় যাহার ফলে বাজারে মন্দাভাবের উগ্রতা কিয়ৎ পরিমাণে কমে সেই জন্যই বেকার বীমা করা হয়। বেকার বীমায় শিল্পের মালিক, শ্রমিক নিজে এবং সরকার এই ত্রিপক্ষীয় চাঁদায় একটি তহবিল গঠন করা হয় এবং সেই তহবিল হইতে শ্রমিককে বেকারকালে সাহায্য দেওয়া হয়। ভারতবর্ষে এখনও বেকার বীমা প্রবর্ত্তন করা হয় নাই।

Unemployment Rate—বেকার হার : বেকার হার বলিতে কর্ম্মক্ষম এবং কর্ম্মগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তির শতকরা কত জন কর্ম্ম সংস্থান করিতে পারে নাই অর্থাৎ বেকার রহিয়াছে তাহাকে বুঝায়। লর্ড বেভারিজের (পূর্ণ নিয়োগ তত্ত্বের প্রবর্ত্তক) মতে শতকরা ৩ জন পর্য্যন্ত বেকার থাকিলে তাহাকে বেকার অবস্থা বলা হয় না। শতকরা ৩ জন লোক বেকার থাকিলে সে অবস্থাকে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বলা হয়। Full Employment দ্রষ্টব্য।

Unfair Trade Practice—অন্যায় ব্যবসায় পন্থা : ব্যবসায়ী প্রতিযোগিতায় নামিয়া ক্রেতার সংখ্যা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে এমন কোন পন্থা অবলম্বন করিতে পারে যাহা সামাজিক দিক দিয়া কখনই সমর্থন যোগ্য

নহে। অন্যায় প্রচার; অন্যায় ভাবে মূল্য হ্রাস করা, অথবা ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করাকে অন্যায় ব্যবসায় পন্থা কহে।

Unfavourable Balance of Trade—প্রতিকূল বাণিজ্য উদবৃত্ত: বৈদেশিক বাণিজ্যে কোন দেশের আমদানী মূল্য সেই দেশের রপ্তানী মূল্যের অধিক হইলে প্রতিকূল বাণিজ্য উদবৃত্ত কহে। এইরূপ অবস্থায় বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারও প্রতিকূল হয়। কারণ যে দেশের সহিত বাণিজ্য উদবৃত্ত প্রতিকূল সেই দেশের মুদ্রার চাহিদা বাড়িয়া যায় কিন্তু নিজের দেশের মুদ্রার চাহিদা সেই দেশে থাকে না। কাজেই মুদ্রা বিনিময় হারে প্রতিকূল বাণিজ্য উদবৃত্ত সম্পন্ন দেশকে নিজ দেশের মুদ্রায় অধিক মূল্য দিতে হয়। অথবা অপর দেশটির নিকট নিজ দেশের মুদ্রার মূল্য হয় কম।

Unfavourable State of the Exchange—বিনিময় হারের প্রতিকূল অবস্থা: বৈদেশিক বাণিজ্যে বাণিজ্য উদবৃত্তের ফলস্বরূপ মুদ্রা বিনিময় হার যদি টাকশাল বিনিময় হারের নীচে নামিয়া যায় অথবা স্বর্ণ রপ্তানী স্তরের কাছাকাছি যায় তবে তাহাকে বিনিময় হারের প্রতিকূল অবস্থা কহে। Gold Points দ্রষ্টব্য।

Unified Stock—একীকৃত ষ্টক: কতিপয় বিভিন্ন প্রকার ঋণ পত্র একত্র করিয়া যখন এক প্রকার ঋণ পত্র দেওয়া হয় তখন তাহাকে একীকৃত ষ্টক কহে। বৃটিশ সরকারের কনসল (Consols) একীকৃত ষ্টক। Consols দ্রষ্টব্য)

Unilateral Agreement—একতরফা চুক্তি: দুই পক্ষের মধ্যে যখন এক পক্ষের কোন প্রতিশ্রুতির পরিবর্ত্তে অপর পক্ষের উপর কোন দায় বর্ত্তান হয় তখন সেই চুক্তিকে একতরফা চুক্তি কহে।

Unilinear Tariff—Single Schedule Tariff দ্রষ্টব্য। General Tariff দ্রষ্টব্য।

Union Label—সংঘের ছাপ: কোন্ সংঘের পণ্য দ্রব্য উৎপাদন হইয়াছে অথবা দ্রব্য উৎপাদনে যে শ্রম ব্যয় হইয়াছে সেই শ্রমিক কোন শ্রমিক সংঘের সদস্য ইহা প্রমাণ করার জন্য দ্রব্যের উপর যদি শ্রমিক

সংঘের ছাপ দেওয়া বা নামাঙ্কণ করা হয় তবে তাহাকে সংঘের ছাপ কহে।

Unit Banking—একক ব্যাঙ্ক প্রথা : ব্যাঙ্ক ব্যবসায় প্রত্যেকটি ব্যাঙ্কই যদি স্বাধীন ভাবে কার্য্য করার অধিকার পায় এবং কোন একটি উচ্চতর প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন লইতে না হয় তখন তাহাকে একক ব্যাঙ্কিং প্রথা কহে। অবশ্য ব্যাঙ্কের লেনদেন ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি আইন থাকে।

Unlimited Company—অসীমদায় যৌথ কারবার : যৌথ কারবারের অংশীদারদের দায় যদি সীমাবদ্ধ না থাকে তবে সেই যৌথ কারবারকে অসীমদায় যৌথ কারবার কহে। এই সমস্ত যৌথ কারবারের অংশীদার প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত ভাবে কারবারের সমস্ত ঋণের জন্য দায়ী। অংশীদারগণ ব্যক্তিগত ভাবে যখন কারবারে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না তখন অসীমদায় যৌথ কারবারে অংশীদার সংগ্রহ করা যথেষ্ট কষ্টকর এবং অংশীদারগণ অতিরিক্ত ঝুঁকি নিতে বাধ্য হয় বলিয়া বর্ত্তমানে প্রায় প্রত্যেকটি যৌথ কারবারই সসীমদায়। সসীমদায় যৌথ কারবার নাই বলিলেও চলে।

Unlisted Stock—অপঞ্জীভূত ষ্টক ; তালিকাবহির্ভূত ষ্টক : যে সমস্ত যৌথ কারবারের শেয়ার শেয়ার বাজারে কেনা বেচা হয় না অর্থাৎ শেয়ার বাজারের পরিচালক মণ্ডলী তাহাদের তালিকাভুক্ত ষ্টক বা শেয়ারের মধ্যে যে সমস্ত শেয়ার বা ষ্টককে ধরে না তাহাই তালিকা বহির্ভূত বা অপঞ্জীভূত শেয়ার।

Unmerchantable—বিক্রয়ের অযোগ্য : কোন দ্রব্যের মান স্বাভাবিক মানের নীচে নামিয়া গেলে তাহা বিক্রয় করিতে বিক্রেতাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। কোন ক্রেতাই নিম্ন মানের দ্রব্য স্বেচ্ছায় এবং আগ্রহের সহিত কিনিতে চাহে না বলিয়া উহাকে বিক্রয়ের অযোগ্য কহে।

Unproductive Consumption—অনুৎপাদক ভোগ : যে ব্যয় করিলে পরিবর্ত্তে কোন পদার্থ পাওয়া যায় না তাহাকে অনুৎপাদক ভোগ কহে। গৃহস্থালী কার্য্যে নিযুক্ত চাকরকে যে বেতন দেওয়া হয় তাহার পরিবর্ত্তে কোন পদার্থ বা বিক্রয়যোগ্য কোন দ্রব্য পাওয়া যায় না বলিয়া চাকর নিয়োগকে অনুৎপাদক ভোগ বলা যায়। প্রাচীন পন্থী অর্থবিদ্যাবিশারদদের

মতে বেকার সমস্যা দূর করার একটি উপায় অনুৎপাদক ভোগ।

Unproductive Debt—অনুৎপাদক ঋণ; অফলপ্রসূ ঋণ: সরকারের চলতি ব্যয় যদি চলতি আয় দ্বারা মিটান না যায় তাহা হইলে ঘাটতি পূরণের জন্য যে ঋণ করা হয় উহাই অফলপ্রসূ ঋণ। অফলপ্রসূ ঋণের উপরের সুদ এবং আসল পরিশোধ করিতে যে অর্থ আবশ্যক হয় তাহা করদাতারাই বহন করিয়া থাকে। সকল সরকারই চলতি ব্যয় ও চলতি আয়ের সমতা বজায় রাখিতে চেষ্টা করে। Productive Debt দ্রষ্টব্য।

Unrequited Exports—অপ্রতীকৃত রপ্তানী; অপুরস্কৃত রপ্তানী: রপ্তানী দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা আয় না হইয়া কেবল মাত্র বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ হইলে তাহাকে অপ্রতীকৃত রপ্তানী কহে। রপ্তানী হইলেই অবশ্য বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়। কিন্তু সেই মুদ্রা যদি আবার আমদানী কারক দেশকে ঋণ পরিশোধ করিতে ব্যবহার হয় তাহা হইলেই রপ্তানী অপ্রতীকৃত। অথবা বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করা হইলে সেই মুদ্রাই যদি পুনরায় দ্রব্য আমদানীতে ব্যয় করা হয় তাহা হইলে রপ্তানী কারক নীট কিছুই পাইল না। সুতরাং এই রপ্তানী অপ্রতীকৃত বা অপুরস্কৃত। ভারতবর্ষ অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে ৪০ কোটি ডলার ঋণ পরিশোধ করিল সেই ৪০ কোটি ডলারই যদি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভারতবর্ষ হইতে দ্রব্য আমদানীতে ব্যয় করে তবে ভারতবর্ষের রপ্তানী অপুরস্কৃত রহিল। অথবা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ৪০ কোটি ডলার মূল্যের দ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে আমদানী করিল কিন্তু ভারতবর্ষ যদি সেই ৪০ কোটি ডলার দ্বারা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ পরিশোধ করে তবে ভারতবর্ষ হইতে যে রপ্তানী হইল উহার বাবদ ভারতবর্ষ নীট কিছুই পাইল না।

Unvalued Policy—Open Policy দ্রষ্টব্য।

Upset Price—বিপর্য্যস মূল্য: প্রকাশিত সর্বনিম্ন মূল্য যাহার কম মূল্যে কোন দ্রব্য বিক্রয় করা হইবেনা তাহাই বিপর্য্যস মূল্য।

Usance—ব্যবহারিক মুদ্দত: ধারে ক্রয় বিক্রয় প্রথায় বিনিময় পত্র এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। সুতরাং বিনিময় পত্র লিখন ও শোধ দুইয়ের মধ্যে কত দিন ব্যবধান থাকা উচিৎ তাহা বিনিময় পত্র সাকরণের স্থান এবং বিনিময় পত্রের মূল্য শোধ করার স্থান অর্থাৎ বিক্রেতার ব্যবসায় স্থল এবং ক্রেতার ব্যবসায় স্থল উভয়ের দূরত্ব বিবেচনা করিয়া

স্থির করা হয়। বহির্দেশীয় বিনিময় পত্রের বেলাতেই এই প্রশ্ন উঠে। যেমন আমেরিকার কোন ব্যবসায়ীর উপর বিনিময় পত্র গ্রেটবৃটেনে লিখিত হয় উহার মূদ্দত দর্শনান্তর নব্বই দিন। কলিকাতা লণ্ডনের মধ্যে বিনিময় পত্রের ব্যবহারিক মূদ্দত দর্শনান্তর ৬ মাস।

Use and Occupancy Insurance—Business Interruption Insurance দ্রষ্টব্য।

Usufractuary Mortgage—ভোগ বন্ধক : বন্ধকদাতা বন্ধকী দ্রব্য ভোগ করার অধিকার দান করিয়া বন্ধক গ্রহীতার নিকট যখন বন্ধকীদ্রব্য হস্তান্তর করে তখন সেই প্রকার বন্ধককে ভোগ বন্ধক কহে। বন্ধক গ্রহীতার বন্ধকী দ্রব্য ভোগ করার সম্পূর্ণ অধিকার থাকে। বন্ধকী দ্রব্য হইতে যে আয় হইবে উহা বন্ধক মূল্যের বাবদ প্রাপ্য সুদ এবং প্রাপ্য সুদের অতিরিক্ত আয় হইলে উদবৃত্ত অংশ বন্ধকের আসল পরিশোধে ব্যবহার করা হয়।

Usury—অতি কুসীদ : ঋণের উপর উচ্চ হারে সুদ দাবী করিলে তাহাকে অতিকুসীদ কহে। আইনত সর্ব্বোচ্চ সুদের হারের অতিরিক্ত হারে সুদ দাবী করা হইলে তাহাকে অতি কুসীদ কহে। যাহাতে সর্ব্বোচ্চ সুদের হারের অতিরিক্ত হার দাবী করিতে এবং আদায় করিতে না পারে সে জন্য প্রত্যেক দেশেই মহাজনী আইন পাশ করা হইয়াছে এবং মহাজনী আইন দ্বারা অতিকুসীদ বন্ধ করিয়া ঋণ গ্রহীতার স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

Utility—উপযোগ : কোন দ্রব্য বা সেবা যখন মানুষের অভাব পূরণে সমর্থ হয় তখন সেই দ্রব্যের উপযোগ আছে বলা হয়। তবে এমন অনেক দ্রব্য আছে যাহার ব্যবহারিক গুরুত্ব খুবই বেশী কিন্তু যে দ্রব্য হইতে অভাব পূরণ হয় তাহার যোগান সীমাবদ্ধ নহে বলিয়া কখনই যোগানের অভাব উপলব্ধি করা যায় না। সুতরাং অর্থবিদ্যার সংজ্ঞানুযায়ী সেই দ্রব্যের ব্যবহারিক গুরুত্ব অধিক থাকা সত্বেও উহার উপযোগ নাই। আবার মানুষের অভাব অনুযায়ী কোন দ্রব্য কি প্রকারের অভাব পূরণে সমর্থ তাহাই দ্রব্যের উপযোগ স্থির করিবে। মানুষের অভাব মানসিক। সুতরাং উপযোগও মানসিক। উপযোগের পরিমাণ মানুষ অভাব পূরণের জন্য যে মূল্য দিতে রাজী হয় তাহা দ্বারাই পরিমাপ করা হয়। Marginal Utility ; Total Utility ; Form Utility ; Place Utility ; এবং Time Utility দ্রষ্টব্য।

Utility Theory of Value—মূল্যের উপযোগতত্ত্ব : উপযোগ-

তত্ত্বের সাহায্যে যাহারা দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে চাহেন তাহাদের মতে কোন দ্রব্যের মূল্য দ্রব্যের উপযোগের পরিমাণের সমান হইবে অথবা উপযোগের উগ্রতা অনুযায়ী দ্রব্যের মূল্যও হ্রাস বৃদ্ধি হইবে। একথা খুবই সত্য যে দ্রব্যের উপযোগ তীব্রতা (অভাবের তীব্রতা) অধিক হইলে ভোগকারী মূল্য অধিক দিতে রাজী হয় কিন্তু এমন অনেক দ্রব্য আছে যাহার অভাব অত্যন্ত প্রবল এবং যাহার অভাবে জীবন ধারণ করা সম্ভব নহে, কিন্তু সে দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত কম ও তাহার কোন উপযোগ মূল্য ধরাই হয় না। পরন্তু এমন দ্রব্য আছে যাহা না হইলে কিছুই হয় না কিন্তু যাহা অধিকার করিতে মানুষ খুব উচ্চ মূল্য দিতে রাজী থাকে। জল অতি প্রয়োজনীয় কিন্তু উহার মূল্য উপযোগ দ্বারা স্থির হয় না। হীরক না হইলে চলে অথচ উহার উপযোগ মূল্য অত্যন্ত অধিক। Value দ্রষ্টব্য।

Utopian Socialism—কাল্পনিক সমাজবাদঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এক সম্প্রদায়ের সমাজবিদ ও সমাজ সংস্কারকগণ এই মত প্রচার করেন যে এক সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংগঠনের দ্বারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসুবিধা ও দোষ ত্রুটি দূর করা সম্ভব। যাহারা কাল্পনিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব বলিয়া মনে করেন তাহাদের মধ্যে রবার্ট আওয়েন এর নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই সমাজবাদকে কাল্পনিক সমাজবাদ বলা হয় এই জন্য যে কোন পূর্বকল্পিত সংগঠনের সাহায্যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা শুধু অসম্ভবই নয় কল্পনা বিলাসও বটে।

V

Vacuity—শূন্যতা : কোন পাত্রের বহন ক্ষমতা এবং পাত্রস্থিত দ্রব্যের পরিমাণের পার্থক্যকে বলা হয় শূন্যতা।

Value—মূল্য : কোন দ্রব্য অধিকার করিতে হইলে অপর একটি দ্রব্যের কত পরিমাণ বা সংখ্যা দেওয়া আবশ্যক উহাই প্রথমোক্ত দ্রব্যটির মূল্য অথবা একটি দ্রব্যের কয়টির পরিবর্ত্তে অপর একটি দ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে উহাই দ্বিতীয় দ্রব্যটির মূল্য। যদি কোন একটি দ্রব্য অধিক সংখ্যক প্রদান করিয়া অপর একটি দ্রব্য পাইতে হয় তাহা হইলে সেই দ্রব্যটির মূল্য অধিক বলা হয়। বিপরীত বলা হইবে যদি কম সংখ্যক দ্রব্যের পরিবর্ত্তে কোন দ্রব্য অধিকার করা যায়। সুতরাং মূল্য বলিতে অর্থশাস্ত্রে বিনিময় মূল্যকেই (Value of Exchange) বুঝায়। যে দ্রব্য পাইতে হইলে অন্য কোন দ্রব্য বিনিময় করিতে হয় সেই দ্রব্যেরই বিনিময় মূল্য আছে। সমাজ বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকার বিনিময়ই যাহাতে একটি দ্রব্যের মাধ্যমে হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে দ্রব্যটি সকল বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয় তাহাই বিনিময়ের মাধ্যম এবং উহাকেই বলা হয় অর্থ (Money)। অর্থদ্বারা যখন বিনিময়ের মূল্য নিরূপণ করা হয় তখন তাহাকে বলে দর (Price)। অনেক দ্রব্যের ব্যবহারিক মূল্য আছে (Value in use)। কারণ উহার উপযোগ আছে এবং উহা অভাব মোচনে সমর্থ। যেমন সূর্য্যকিরণ; জল। ইহাদের ব্যবহারিক মূল্য যথেষ্টই আছে কিন্তু ইহার বিনিময় মূল্য আদৌ নাই। দ্রব্যের বিনিময় মূল্যই প্রকৃত মূল্য হিসাবে ধরা হয়। কারণ বিনিময় মূল্য (Value in Exchange) থাকিতে হইলে দ্রব্যের কয়েকটি গুণ থাকা আবশ্যক। তাহা—(১) দ্রব্যের যোগান চাহিদার তুলনায় হইবে কম এবং

(২) দ্রব্যটি প্রকৃতির দান নহে। অর্থাৎ উৎপাদন ব্যয় থাকা চাই। সুতরাং কোন দ্রব্যের বিনিময় মূল্য নির্ভর করিবে চাহিদা ও যোগানের উপর।

Value in Account—হিসাবে মূল্য : কথাটি বিনিময় পত্র আদান প্রদানে ব্যবহার হয়। যখন বিনিময় পত্র কোন দ্রব্যের মূল্য বাবদ না হইয়া সেবা মূল্য বাবদ লিখা হয় তখন সেই বিনিময় পত্র হিসাবে মূল্য বিনিময় পত্র। আবার দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টা লেনদেন হইলে লেন দেন কাটা কাটি করিয়া নীট পাওনার জন্য যখন বিনিময় পত্র লেখা হয় তখন তাহাকেও হিসাবে মূল্য কহে।

Value Received—মূল্য প্রাপ্ত : কোন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া বিক্রেতা ক্রেতার উপর বিনিময় পত্র বা হুণ্ডি লিখিলে বিনিময় পত্রে বা হুণ্ডিতে সর্বশেষ এই কথাগুলি যুক্ত করিয়া দিতে হয়। ইহার কারণ এই যে বিনিময় পত্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী দ্রব্যের মূল্য হিসাবেই বিনিময় পত্র লিখন ও সাকরণ হয়। সুতরাং মূল্য প্রাপ্ত যুক্ত থাকিলে বুঝিতে হইবে যে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হইতে দ্রব্য পাইয়াছে। ইহাতে দ্রব্যের প্রাপ্তি স্বীকারও হয়।

Value of Money—অর্থের মূল্য : অর্থের মূল্য বলিতে অর্থের ক্রয় ক্ষমতা বুঝায় ; নির্দিষ্ট সংখ্যক অর্থের পরিবর্তে যে পরিমাণ দ্রব্য পাওয়া যায় উহাই অর্থের ক্রয় ক্ষমতা বা মূল্য। সুতরাং অর্থের মূল্য নির্ভর করে মূল্য স্তরের উপর। মূল্যস্তর উচ্চ হইলে অধিক সংখ্যক অর্থের পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য পাওয়া যায়। তাহা হইলে অর্থের মূল্য কম বা ক্রয় ক্ষমতা কম বুঝা যায়। কিন্তু মূল্যস্তর কম হইলে অর্থের মূল্য বেশী বা ক্রয় ক্ষমতা বেশী বুঝা যায়, কারণ নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য পাইতে হইলে পূর্বাপেক্ষা কম অর্থ দিতে হইবে। সুতরাং অর্থের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে বলা যায়।

Valued Policy—মূল্যাঙ্কিত বীমাপত্র : সামুদ্রিক বীমাপত্রে কত মূল্যের জন্য বীমা করা হইল তাহা বীমাপত্রে উল্লেখ থাকিলে সেই বীমাপত্রকে মূল্যাঙ্কিত বীমাপত্র কহে। (Open Policy ; Unvalued Policy দ্রষ্টব্য)।

Valorization—মূল্য নির্দ্ধারণ : সরকারী মূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে অথবা সরকার কর্তৃক কোনও প্রকার কার্য পদ্ধতি গ্রহণকরার ফলে মূল্য নির্দ্ধারিত হইলে তাহাকে মূল্য নির্দ্ধারণ কহে। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্য ঘোষণা করা ; কৃষিজ উৎপাদকদের কৃষি দ্রব্যের উপর ঋণ দান করিয়া পরে সরকার

সেই কৃষিজের মূল্য চলতি মূল্যের ঊর্দ্ধে বা নিম্নে স্থির করিয়া দিলে তাহাকে মূল্য নির্দ্ধারণ কহে।

Variable Cost—অনিরূপিত ব্যয়, পরিবর্ত্তনীয় ব্যয়: দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে উৎপাদন ব্যয় বাড়িলে তাহাকে অনিরূপিত বা পরিবর্ত্তনীয় ব্যয় কহে। দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িলে কাঁচামাল ও প্রত্যক্ষ মজুরের ব্যয় বাড়ে। সুতরাং কাচামাল ও প্রত্যক্ষ মজুর বাবদ ব্যয়কে অনিরূপিত ব্যয় বলা হয়। ইহাকে প্রত্যক্ষ ও মুখ্য ব্যয় ও বলে। কিন্তু অনেক ব্যয় আছে যাহা উৎপাদন হ্রাস বৃদ্ধি হইলেও স্থির থাকিবে, যেমন কারখানার খাজনা, বীমার চাঁদা ইত্যাদি। 'Direct Cost, Prime Cost দ্রষ্টব্য।

Variable Proportions—Law of Proportionality দ্রষ্টব্য।

Velocity of Circulation—প্রচলন বেগ: অর্থ যে গতিতে হস্তান্তর হয় তাহাকে অর্থের প্রচলন বেগ কহে। একখানি টাকার দশ নোট যদি এক সপ্তাহে চারি বার হস্তান্তর হয় তাহা হইলে ঐ নোট খানার এক সপ্তাহে প্রচলন বেগ ৪। মুদ্রার প্রচলন বেগ ও মুদ্রার পরিমাণ দুয়ের মধ্যে এক সম্বন্ধ রহিয়াছে, ঐ সম্বন্ধকেই বলা হয় প্রচলন বেগ। প্রচলিত মুদ্রার মোট পরিমাণ ও ঐ প্রচলিত মুদ্রা দ্বারা যতবার লেনদেন হইয়াছে, দু'য়ের সম্বন্ধই প্রচলন বেগের হার। বাজারে যদি এক শত মুদ্রা প্রচলিত থাকে, আর ঐ একশত মুদ্রা যদি ৪ বার হস্তান্তর অর্থাৎ লেনদেন হইয়া থাকে তবে প্রচলনের বেগ হইল প্রতি ১০০ মুদ্রায় ৪।

Venture Capital—ঝুঁকি মূলধন: ব্যবসায়ের ভবিষ্যতে উন্নতি সম্বন্ধে যখন নিশ্চিতরূপে কিছু অনুমান করা কঠিন তখন ব্যবসায়ের ঝুকি খুব বেশী বুঝিতে হইবে। সুতরাং এই প্রকার ব্যবসায়ে যে মূলধন খাটান বা নিয়োগ করা হয় উহা ঝুঁকি মূলধন। নূতন ব্যবসায়ে ঝুকি খুব বেশী বলিয়া নূতন ব্যবসায়ে যে মূলধন নিয়োগ করা হয় উহাকে ঝুঁকি মূলধন কহে। যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানে অংশপত্র বিক্রয় করিয়াই নূতন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মূলধন সংগ্রহ করে, সুতরাং যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের আরম্ভিক মূলধন সমস্তই ঝুকি মূলধন। যে কোনও ব্যবসায়ের আরম্ভিক মূলধন ঝুঁকি মূলধন। ব্যবসায় স্থির ভাবে দাঁড়াইলে পর যে মূলধন সংগ্রহ করা হয় উহাকে ঝুঁকি মূলধন বলা সঙ্গত নহে।

Vendor's Shares—বিক্রেতার অংশপত্র : কোন এক মালিকানা অথবা আংশীদারী ব্যবসায় যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করিলে, যৌথ কারবারের নিকট হইতে ব্যবসায়ের মূল্য নগদান না নিয়া অংশ পত্রে নিতে রাজী হইলে তাহাকে বা তাহাদের যে অংশ পত্র দেওয়া হয় উহাকে বিক্রেতার অংশ পত্র কহে। এই অংশ পত্রের উপর কি হারে এবং কি উপায়ে লাভাংশ দেওয়া হইবে তাহা বিক্রতা এবং নব গঠিত যৌথ কারবারের পরিচালক মণ্ডলীর মধ্যে চুক্তি দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়।

Vertical Combination—খাড়া মিলন; ভিন্নশিল্প জোট : কোন একটি শিল্প দ্রব্য বা পাকামাল উৎপাদনে কাচামাল হইতে আরম্ভ করিয়া চূড়ান্ত অবস্থা পর্য্যন্ত যে কয়টি স্তর বা ধাপ আছে, উহার প্রত্যেকটি বা ধাপ স্বাধীন একক হিসাবে কাজ করে; এমত অবস্থায় যদি ঐ সকল প্রতিষ্ঠান একত্র হইয়া একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় তাহা হইলে সেই প্রকার একত্রী করণকে খাড়া মিলন বা ভিন্ন শিল্প জোট কহে। খাড়া মিলন বা ভিন্ন শিল্প জোটের কারণগুলির মধ্যে উৎপাদন ও বিতরণের মিতব্যয়িতা লাভ করা এবং উৎপাদন ব্যবস্থা সুষ্ঠুরূপে পরিচালন, কাচামালের অপ্রতিবন্ধ সরবরাহ বজায় ইত্যাদিই প্রধান।

Vertical Expansion—ভিন্নশিল্প প্রসার : কোন একটি শিল্প এমন একটি দ্রব্য উৎপাদন করে যাহা কাচা মাল হিসাবে আবার অন্য কোন কোন শিল্প ব্যবহার করে। উহার উৎপাদিত দ্রব্য অন্য শিল্পে কাঁচা মাল হিসাবে ব্যবহারের জন্য বিক্রয় না করিয়া যদি ঐ দ্রব্য দ্বারা যে সমস্ত দ্রব্য উৎপাদন হয় তাহা উৎপাদন করার উদ্দেশ্যে শিল্প প্রসার করে তখন তাহাকে ভিন্নশিল্প প্রসার বলে। একটি শিল্প আকরিক লৌহ ক্রয় করিয়া অন্যান্য দ্রব্য সহযোগে পিণ্ডলৌহ (Pig Iron) উৎপাদন করে। এমত একটি শিল্প যদি লৌহ আকর ক্রয় করে এবং পিণ্ডলৌহ দ্বারা যে সমস্ত লৌহ দ্রব্য উৎপাদন হয় তাহা উৎপাদনের জন্য ক্রমশঃ ব্যবসায় স্ফীত ও প্রসারিত করিতে থাকে তবে তাহাকে ভিন্ন শিল্প প্রসার কহে। এই প্রকার প্রসারের ফলে শিল্পটি কাচামাল হইতে আরম্ভ করিয়া চূড়ান্ত পর্য্যায় পর্য্যন্ত সকল পর্য্যায় এবং শেষ পর্য্যন্ত বিতরণের কার্য্যও গ্রহণ করিয়া থাকে।

Vertical Filing—খাড়া নথিকরণ : দলিল এবং কাগজ পত্রাদি

যখন উন্মুক্ত দিক উপরে রাখিয়া পর পর নথিভুক্ত করা হয় তখন তাহাকে খাড়া নথিকরণ কহে।

Vested Interests—কায়েমী স্বার্থ: স্থাবর এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে অধিকার যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাহাকে কায়েমী স্বার্থ কহে। কায়েমী স্বার্থ এখন বিদ্রুপাত্মক অর্থেই অধিক প্রয়োগ হয়। সমাজে ধনী এবং সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদের বুঝাইতে এই কথাটির ব্যঙ্গসূচক ব্যবহার দেখা যায়।

Viability—স্বয়ংশোধ্য: বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে আদান প্রদান সমতার এবং বৈদেশিক পাওনা পরিশোধের ক্ষমতা আলোচনায় এই কথাটি ব্যবহার হয়। বৈদেশিক কোনও প্রকার সাহায্য ব্যতিরেকেই একটি দেশ বৈদেশিক পাওনা পরিশোধ করিতে সমর্থ হইলে সেই দেশের আর্থিক অবস্থাকে প্রতিযোগিতার যোগ্য বলিয়া বলা হয়। কোন দেশের আর্থিক অবস্থা প্রতিযোগিতার যোগ্য বলিতে বৈদেশিক দেনা পাওনার সমতা অথবা স্বয়ংক্রিয় উপায়ে দেনা পরিশোধের ক্ষমতা বুঝায়।

Victualling Bill—রসদ বিল: জাহাজ যাত্রা কালে জাহাজের কর্মচারীদের খাদ্য সামগ্রী বাবদ কোন শুল্কাধীন গুদামে রক্ষিত মাল অথবা শুল্ক ফেরত যোগ্য কোন দ্রব্য কিনিলে উহার বাবদ শুল্ক অফিসে একখানি বিল বা দলিল দাখিল করিতে হয়। উহাকেই রসদ বিল কহে। শুল্ক অধিকার ঐ বিলে সহি করিলে উহা জাহাজের অধ্যক্ষের খালাস পত্র হিসাবে কার্য্য করে।

Victualling Yard—রসদ যোগাইবার স্থান: যে সরকারী প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের নৌবিভাগের জন্য রসদ সংগ্রহ করার কার্য্য করে তাহাকে রসদ যোগাইবার স্থান কহে।

Vise—অন্য দেশে গমনোদ্যত কোন ব্যক্তির ছাড় পত্রের উপর সেই দেশের বাণিজ্য দূত অথবা প্রতিনিধি সহি করিলে অর্থাৎ তাহার সম্মতি সূচনা করিলে সেই সহিকে বৈদেশিক প্রতিনিধির সহি কহে।

Visible Items of Trade—দৃশ্য আমদানী রপ্তানী: যে সকল দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী করা হয় তাহাই দেশের বহির্বাণিজ্যের দৃশ্য বস্তু সমূহ। বাণিজ্য উদবৃত্ত বাহির করিতে কেবল মাত্র দৃশ্য আমদানী ও দৃশ্য রপ্তানীরই হিসাব করা হয়। কিন্তু বাণিজ্য আদান প্রদান সমতার

হিসাব করিতে দৃশ্য ও অদৃশ্য উভয় প্রকারের আমদানী ও রপ্তানীই ধরা হয়। Invisible items of trade, Balance of trade, Balance of Payments দ্রষ্টব্য।

Vital Statistics—জন্ম, মৃত্যু, স্বাস্থ্য, রোগ ইত্যাদি বিষয়ের পরিসংখ্যাণকে জীবন সম্বন্ধীয় পরিসংখ্যাণ কহে।

Vostro Account—'আমাদের বহিতে তাহাদের হিসাব' বলিতে ব্যবহার হয়। ব্যাঙ্ক বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় করিলে এইরূপ হিসাবের আবশ্যক হয়, কারণ চূড়ান্ত হিসাব কালে মুদ্রা বিনিময় হার অনুসারে ক্রয় বিক্রয়ে লাভ কি লোকসান হয় তাহা বাহির করিতে হয়। এই হিসাব নিজ দেশের মুদ্রায়ই রাখা হয়। তাহাদের বহিতে আমাদের হিসাব ইহার বিপরীত। সেই হিসাব সর্বদাই বৈদেশিক মুদ্রায় রাখিতে হয় কারণ সেই হিসাবটি থাকে সেই দেশের মুদ্রায় কত পাওনা ও দেনা তাহা। Nostro Account দ্রষ্টব্য।

Voting Trust—Trust দ্রষ্টব্য।

Voting Trust Certificate—**ভোটাধিকারী ন্যাস প্রমাণ পত্র**: যৌথ কারবারী সংঘের অংশ মালিকগণ নিজেরা ভোট দান না করিয়া ভোট দানের ক্ষমতা কোন ন্যাস বা ব্যবসায় সংহতির হাতে ছাড়িয়া দিলে সেই ন্যাস বা সংহতির পরিচালকগণ ভোট দিয়া থাকে। যে প্রতিষ্ঠানের অংশ পত্রের মালিকগণ ন্যাসের হস্তে ভোটাধিকার ছাড়িয়া দেয় সেই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মণ্ডলী নির্বাচনে অথবা অন্য কোন ব্যাপারে নির্বাচন বা ভোটদানের আবশ্যক হইলে ন্যাস বা সংহতি ভোটদান করে। যাহাদের হস্তে ভোটদানের অধিকার অর্পণ করা হয় তাহারা ভোটাধিকারের ন্যাস প্রমাণপত্র দিয়া থাকে। কারবারে যে নিজস্ব অধিকার অক্ষুন্ন রহিয়াছে তাহা এই প্রমাণ পত্র দ্বারাই প্রমাণিত হয়। প্রতিপত্রী ভোটদান বা প্রতিনিধি ভোটদান Vote by Proxy এবং ন্যাস ভোট দান উভয়ই সম পর্য্যায়ের।

Voucher—**প্রমাণক**: যে কোনও প্রকার দলিল বা কাগজ হিসাবের বহিতে লেনদেনের নির্ভুল প্রবিষ্টি প্রমাণ করিয়া থাকে তাহাকে প্রমাণক কহে। অনেক সময়ে অর্থ প্রাপ্তির রসিদ অর্থেও প্রয়োগ করা হয়।

Voyage Book—**সমুদ্র যাত্রাবহি**: যে বহিতে জাহাজের মালিক

প্রত্যেকবার যাত্রা বাবদ সমস্ত ব্যয় লিখিয়া রাখে তাহাকে সমুদ্র যাত্রা বহি কহে।

Voyage Charter—সমুদ্র যাত্রার সনদঃ নৌভাটক পত্রের সর্তানুসারে কোন বিশেষ যাত্রায় জাহাজের মালিক যদি সম্পূর্ণ জাহাজখানি অথবা জাহাজের একাংশ ভাড়া দেওয়ার চুক্তি করিয়া থাকে তবে তাহাকেই সমুদ্র যাত্রার সনদ কহে। ইহাকে সমুদ্র যাত্রায় নৌভাটক পত্রও বলা যায় (Voyage Charter Party)।

Voyage Policy—সমুদ্র যাত্রার বীমা পত্রঃ কোন নির্দ্দিষ্ট সমুদ্র যাত্রার ক্ষতি পূরণের চুক্তিতে যে বীমাপত্র দেওয়া হয় তাহাকেই সমুদ্র যাত্রার বীমাপত্র কহে। ইহাতে এক নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে অন্য কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছা পর্য্যন্ত বীমাদাতার দায়িত্ব থাকে। তবে গন্তব্য স্থলে পৌছা পর্য্যন্ত সময় বলিতে গন্তব্য স্থলে পৌছিবার পর যে স্বাভাবিক সময় জাহাজের মাল খালাস করিতে আবশ্যক (Lay Day) উহাও ধরা হয়।

W

Wage Dividend—মজুরী বোনাস ; মজুরী লাভাংশ : শ্রমিককে নির্দ্দিষ্ট মজুরীর অতিরিক্ত তাহার অধিকৃত অংশপত্রের উপর এক নির্দ্দিষ্ট শতকরা হারে মজুরী দেওয়া হইলে উহা লাভাংশ বিতরণের সমান। সুতরাং ইহাকে মজুরী বোনাস কহে। লাভাংশ গ্রহণ প্রথায় শ্রমিককে যে মজুরী দেওয়া হয় তাহা প্রেরণা মজুরীরই নামান্তর। (Profit Sharing দ্রষ্টব্য)।

Wage Fund Theory—মজুরী তহবিল তত্ত্ব : ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে John Stuart Mill সর্বপ্রথম এই তত্ত্ব বা সিদ্ধান্তটির প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার মতে কোন শিল্পে মূলধনের কত অংশ শ্রমিকের মধ্যে মজুরী হিসাবে বিতরণ করা হইবে তাহা শিল্প মালিকগণ সর্বাগ্রে স্থির করিয়া রাখেন। মূলধনের যে অংশ শ্রমিকদের মধ্যে মজুরী হিসাবে বিতরণ করা হইবে উহাকেই মজুরী তহবিল কহে। মূলধন হইতে একটি অংশ পৃথক করিয়া রাখা হয় বলিয়াই এই নাম। এই তত্ত্ব অনুযায়ী মজুরী, মজুরী তহবিল ও শ্রমিক সংখ্যার উপর নির্ভর করে। সুতরাং শ্রমিকের সংখ্যা বাড়িলে শ্রমিকের মাথাপিছু অংশ কম পড়িবে। মজুরী বাড়াইতে হইলে হয় শ্রমিকের সংখ্যা কমান অথবা মজুরী তহবিলের পরিমাণ বাড়ান আবশ্যক। এই সিদ্ধান্ত নানাদিক হইতে সমালোচনা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে যেটি প্রধান তাহা এই যে—কোন শিল্প ইহার কার্য্য আরম্ভ করা কালে মজুরী তহবিল পৃথক করিয়া রাখেনা। তবে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় এক শ্রেণীর শ্রমিকের বাস্তব মজুরী বাড়িলে অন্য এক শ্রেণীর বাস্তব মজুরী নাও বাড়িতে পারে, কারণ পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় সকল উপাদানই

সম্পূর্ণ ভাবে প্রয়োগ হয় এবং কোন বেকার উপাদান থাকে না। এই দিক হইতে দেখিলে অবশ্য অনেকে বলিয়া থাকেন যে মজুরী তহবিল নামে কিছু থাকুক কি নাই থাকুক, শিল্পের মোট মূলধনের কত অংশ মজুরী হিসাবে বিলি করা হইবে তাহার একটি মোটামুটি ধারণা শিল্প মালিক পূর্বেই করিয়া নেয়।

Wager Policy—বাজী বীমা পত্র : সামুদ্রিক বীমায় অনেক সময়ে দেখা যায় যে দ্রব্যে বীমাহিত না থাকিলেও দ্রব্য বীমা করা হয়। ইহা বে-আইনী এবং জুয়া খেলার সমান। কিন্তু বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহ এই প্রকার বীমা পত্রও দিয়া থাকে—যাহাতে ক এর দ্রব্যে খ এর বীমাহিত না থাকিলেও খ সেই দ্রব্য বীমা করার চুক্তিতে বীমাপত্র গ্রহণ করে। এই রকম চুক্তি আদালতে গ্রহণযোগ্য না হইলেও বীমা প্রতিষ্ঠান সমুহ বীমাকৃত দ্রব্যের কোনও ক্ষতি হইলে উহা পূরণ করিয়া থাকে। এই প্রকার বীমা পত্রকেই বাজী বীমাপত্র কহে। লয়েড্‌স্ যে সকল বীমাপত্র এই ভাবে বিলি করিয়া থাকে তাহা বীমাপত্রই বীমাহিত প্রমাণক' (P. P. I. Policy or Honour Policey দ্রষ্টব্য) কহে।

Wages—মজুরী : শ্রমিককে শ্রমের পরিবর্তে যে মজুরী দেওয়া হয় তাহাই মজুরী—সে শ্রম কায়িক বা মানসিক যাহাই হউক না কেন। মজুরী হিসাব করার বিভিন্ন নিয়ম আছে। তন্মধ্যে দুইটিই প্রধান—(১) সময়ানুসার (Time Wages)—ইহাতে শ্রমিক যে সময়ের জন্য নিযুক্ত হয় অথবা বরাবরের জন্য নিযুক্ত হইলে এক নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে নির্দ্দিষ্ট মজুরী দেওয়া হয়। শ্রমিকের উৎপাদনের পরিমাণের সহিত সময়ানুসার মজুরীর কোন সম্পর্ক নাই। (২) কুল বা ঠিকা মজুরী (Piece wages) এই নিয়মে শ্রমিক যত একক দ্রব্য এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপাদন করিতে পারিবে তত এককের উপর একক প্রতি এক নির্দ্দিষ্ট হারে মজুরী পাইবে। ইহাতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শ্রমিকের উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে শ্রমিকের মজুরীর পরিমাণও হ্রাসবৃদ্ধি হয়।

সমালোচকগণ উভয় প্রথারই সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে সময়ানুসার মজুরী নিয়মে শ্রমিক উৎপাদনের পরিমাণের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবলমাত্র গুণের দিকেই নজর দেয় এবং তাহাদের মজুরী যখন নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে উৎপাদন নিরপেক্ষ ঠিকই থাকিবে তখন অনেকটা সময় তাহারা অপব্যয়

করিতে পারে। আবার ঠিকা মজুরী নিয়মে শ্রমিক কেবলমাত্র উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতেই ব্যস্ত থাকে উহার গুণের দিকে কোনও প্রকার লক্ষ্য দেয় না। বর্ত্তমানে উভয় প্রথার একটি সমন্বয় করা হইয়াছে বোনাস বা অধিদেয় মজুরী নিয়মে। উহা দ্রষ্টব্য।

Waiting Time—অপেক্ষা সময়ঃ শ্রমিকের কার্য্যের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনিচ্ছাকৃত এবং তাহার আয়ত্ব বহির্ভূত কোন কারণে যদি কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিতে হয় তবে তাহাকে অপেক্ষা সময় কহে। যেমন উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট হইতে আদেশ বা উপদেশ গ্রহণের সময় বা যন্ত্রপাতি নষ্ট হইলে পুনরায় মেরামত করিয়া চালু করা পর্য্যন্ত তাহার কর্ম্মবিরতি তাহার অনিচ্ছাকৃত ও আয়ত্বের বাহিরে। প্রত্যেক শিল্পেই শিল্পের প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রমিককে কার্য্যের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে খানিকটা সময় অপেক্ষা সময় হিসাবে মঞ্জুর করা হয়।

Waiver Clause—স্বত্ব ত্যাগ সর্ত্ত : সামুদ্রিক বীমায় বীমাপত্রে বীমাকারী এবং বীমা গ্রহীতার মধ্যে লোকসানের পরিমাণ হ্রাস করার মত কোন সর্ত্ত থাকিলে তাহাকে স্বত্বত্যাগ সর্ত্ত কহে। যে সর্ত্ত দ্বারা বীমাদাতা বা বীমা গ্রহীতা কোনও প্রকার দুর্ঘটনা জনিত ক্ষতির পরিমাণ, নিজের স্বার্থ বজায় রাখিয়া কমাইতে পারে তাহাকেই স্বত্ব ত্যাগ সর্ত্ত কহে।

Walk Cheque : চেক নিকাশী ঘরের সদস্য নহে এরূপ ব্যাঙ্কের উপর চেক কাটা হইলে, তাহা অন্য কোন ব্যাঙ্কে জমা হইলে সেই চেকের মূল্য ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীকে শারীরিক উপস্থিত হইয়া আদায় করিতে হয়। যে মক্কেলের পক্ষে এই প্রকার চেক আদায় করা হয়, তাহাকে আদায়কারী ব্যাঙ্ককে দস্তুরি বা কমিশন দিতে হয়। অতপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের এবং নিকাশীঘরের সদস্য নহে এরূপ ব্যাঙ্কের উপর যে সকল চেক কাটা হয় তাহা এই ভাবেই আদায় করা হয়।

Want—অভাব : অভাব বলিতে সমাজবদ্ধ মানুষের যে কোনও প্রকার দ্রব্য হইতে সম্ভাব্য সন্তুষ্টি বা উপযোগই বুঝায় অথচ সে দ্রব্যের অধিকার পাইতে হইলে তাহাকে অন্য কোন দ্রব্য বিনিময় করিতে হয়। অভাবের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে—(১) অভাবের কোন সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা যায় না; (২) অভাব কোনও দিন সম্পূর্ণ ভাবে পূরণ হয় না কিন্তু প্রত্যেকটি অভাব পৃথকভাবে পূরণ হইতে পারে; (৩) অভাব পরিপূরক :— একটি দ্রব্যের অভাবের সহিত অপর অভাব জড়িত থাকে, যেমন—মোটর

গাড়ী ও পেট্রোল; (৪) অভাব প্রতিযোগিতা সম্পন্ন। অভাব পূরণের জন্য মানুষের মনে যে প্রেরণা বা উগ্রতা দেখা দেয়—কোন অভাবটি পূর্বে এবং কোনটি পরে পূরণ করিতে হইবে—উহাই অভাবের প্রতিযোগিতা। কেবলমাত্র এই সকল অবস্থা উপস্থিত থাকিলেই হইবেনা, অভাব পূরণের সামর্থ্য না থাকিলে সে অভাব প্রকৃত বা কার্য্যকরী অভাব হয় না।

Warehouse Keeper's Orders—গুদাম মালিকের উপর আদেশ: শুল্ক প্রাধিকার শুল্কাধীন পণ্যাগারের মালিকের উপর শুল্কাধীন পণ্য বিলি বা খালাস দিবার যে আদেশ দেয় তাহাকে গুদাম মালিকের উপর আদেশ কহে। স্বদেশে ব্যবহার করার জন্য শুল্কাধীন দ্রব্যের উপর আমদানী শুল্ক দেওয়া হইলে শুল্ক প্রাধিকার এই প্রকার আদেশ দিয়া থাকে। আবার শুল্কাধীন পণ্যাগারে দ্রব্য রক্ষিত হইলে উহা হইতে যে অংশ পুণর্রপ্তানী হয় এবং যাহার উপর আমদানী শুল্ক দিতে হয়না তাহা খালাস করিতেও এই প্রকার আদেশ পত্রের আবশ্যক হয়।

War Profits Tax—যুদ্ধ মুনাফা কর: করের নাম দ্বারাই ইহার সময় ও প্রকৃতি পরিস্কার হয়। ইহা যুদ্ধকালে যুদ্ধজনিত মুনাফার উপর প্রয়োগ করা হয়। ধনতান্ত্রিক প্রথায় ঘরোয়া (Private) ব্যবসায়ীগণ যাহাতে অতিরিক্ত মুনাফা সমস্তই ভোগ করিতে না পারে তদুদ্দেশ্যে স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত মুনাফার উপর সরকার কর আরোপ করে। ইহাকে অতিরিক্ত মুনাফা করও কহে। সরকারী কার্য্যের ফলে চাহিদা উদ্ভূত হওয়ায় যে অতিরিক্ত মুনাফা হয় তাহার উপরই এই কর প্রয়োগ করা হয়।

Warrant—প্রতিভূ: শুল্কাধীন পণ্যাগারে অথবা সাধারণ গুদাম ঘরে কোন দ্রব্য জমা রাখা হইলে কি দ্রব্য, কত পরিমাণ কাহার নিকট হইতে, মালিকের নাম, কোন তারিখে জমা রাখা হইল ইত্যাদি বিবরণ যুক্তে গুদামের মালিক যে রসিদ দেয় উহাই প্রতিভূ। এই প্রতিভূ পিছনসহি করিয়া হস্তান্তর যোগ্য অথবা খালাস দিবার আদেশ দিলেও এই প্রতিভূ উপস্থিত করিলে দ্রব্য খালাস করা যায়।

Warranty—একরার বিবক্ষিত সর্ত: বীমা ব্যবসায়ে অথবা কোনও প্রকার লেনদেন যাহা চুক্তি দ্বারা পরিচালিত—তাহাতে চুক্তির কোন পক্ষ কোনও তথ্য গোপন করিলে সেই চুক্তি বেআইনী বা অকার্য্যকরী হয়।

উহাকেই একরার বিবক্ষিত সর্ত বলে। চুক্তি পত্রে পরিস্কার ভাবে লিখিত না থাকিলেও এমন অনেক দায়িত্ব এবং অধিকার আছে যাহা উভয় পক্ষকেই মানিয়া নিতে হয়। জীবন বীমায় বীমা গ্রহীতার কোন প্রকার ঘোষণা যদি উত্তর কালে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহা হইলে বীমা গ্রহীতা বীমা মূল্যের অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়।

Wash Sale—ভাওতা বিক্রয়: শেয়ার বাজারে কোনও বিশেষ যৌথ প্রতিষ্ঠানের অংশপত্র বা শেয়ারের চাহিদা বাড়াইবার জন্য শেয়ার দালালদের মধ্যে শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি হইলে উহাকে ভাওতা বিক্রয় কহে। এই প্রকার চুক্তিতে শেয়ার প্রকৃত পক্ষে বিলি দেওয়ার বা নেওয়ার উদ্দেশ্য থাকেনা। ইহার দ্বারা শেয়ারের অপ্রকৃত চাহিদা তৈয়ার করা হয়।

Waste Book--টোকাবহি: কোনও লেনদেন উদ্ভূত হওয়া মাত্রই যে বহিতে লিপিবদ্ধ হয় তাহাকে টোকা বহি কহে। টোকা বহিতে সমন্বিক ভাবেই লেনদেন লিপিবদ্ধ থাকে। ঐ বহি অন্যান্য বহিতে লেনদেন প্রবিষ্টি করিতে সাহায্য করে এবং পাকা বহিতে প্রবিষ্টি হইলে এই বহির প্রবিষ্টি কাটিয়া দেওয়া হয়। তবে এই বই নষ্ট করা হয়না কারণ ভবিষ্যতে কোনও লেনদেনের যাথার্থ্য প্রমাণ করিতে (Verify) টোকা বহির সাহায্য গ্রহণ করা হয়।

Wasting Asset—ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ: ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ বলিতে সেই সম্পদকেই বুঝায় যে সম্পদ একবার ব্যবহার করিলে আর পূরণ করা যায় না অথবা মেরামত করাও যায়না। খনিজ সম্পদকে ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ বলা হয়—কারণ খনি হইতে খনিজ উত্তোলন করিলে তাহা আর পূরণ করা যায় না।

Watered Capital - কৃত্রিম মূলধন: মূলধনের যে অংশের পরিমাণ কোন সম্পদ থাকেনা তাহাকে কৃত্রিম মূলধন কহে। (১) সম্পদ প্রকৃত মূল্য হইতে উচ্চ মূল্যে দর্শান হইলে ঐ অতিরিক্ত মূল্য বাবদ মূলধনও বৃদ্ধি পায় সুতরাং মূলধনের ঐ অংশের প্রতিনিধি স্বরূপ কোন প্রকৃত বা বাস্তব সম্পদ নাই। উহাই কৃত্রিম বা অপ্রকৃত সম্পদ। কোনও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত সম্পদের সহিত সুনাম (Good will) হিসাবে একটি নূতন সম্পদ দর্শান হইল। সুনাম বাবদে যে সম্পদ দেখান হইল উহাই আবার মূলধন খাতে

দায় হিসাবে দেখান হয়। প্রকৃত পক্ষে লাভাংশের হার কমানর উদ্দেশ্যেই অপ্রকৃত মূলধন তৈয়ার করা হয়। (২) কোন যৌথ প্রতিষ্ঠান যখন বোনাস শেয়ার, বা অধিদেয় অংশ পত্র বিলি করে তখন তাহাকেও কৃত্রিম মূলধন করণ কহে। কারন অধিদেয় অংশ পত্র সঞ্চিতি হইতে করা হয়। সঞ্চিতির উপর লাভাংশ বিতরণ করা হয় না কিন্তু উহা যখন মূলধনে পরিবর্ত্তন করা হয় তখন তাহার উপর লাভাংশ বিতরণ করিতে হয়, সুতরাং পূর্ব্বে মূলধনের উপর যে হারে লাভাংশ বিতরণ হইত বোনাস বা অধিদেয় অংশ পত্র বিলি করার জন্য লাভাংশের হার কমিয়া যায়। (৩) আর একটি উপায়েও অনেক সময়ে কৃত্রিম মূলধন তৈয়ার করা হয় তাহা হইতেছে ব্যবসায় ক্রয়কালে। একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূলধন ১০০০০৲ টাকা কিন্তু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি বিক্রয় হইল ৫০০০০৲ টাকায়। তাহা হইলে যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি ক্রয় করিল উহার মূলধন হইল ৫০০০০৲। মনে করা যাউক, ঐ পঞ্চাশ হাজার টাকার অংশ পত্রের মধ্যে ১০০০০৲ টাকা মূল্যের অংশ পত্র বাজারে বিক্রয় করা হইল। বাকী ৪০০০০৲ টাকা মূল্যের অংশপত্র পুরাতন ব্যবসায়ের অংশ অধিকারীদের মধ্যে প্রত্যেক খানি অংশ পত্রের জন্য চারি খানি করিয়া অংশ পত্র দেওয়া হইল। তাহা হইলে ব্যবসায়টির প্রকৃত সম্পদ ২০০০০৲ টাকা। কিন্তু মূলধন হইল ৫০০০০৲ টাকা বাকী ৩০০০০৲ টাকা পরিমাণ কোন প্রকৃত সম্পদ নাই, উহাকেই সুনাম (Goodwill) বলা হয়। সুতরাং ঐ ৩০০০০৲ টাকা অপ্রকৃত মূলধন। ১নং ও ৩নং উপায়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। প্রথমটি চলতি ব্যবসায়ের ও তৃতীয়টি যখন পুরাতন ব্যবসায় নবগঠিত হয় অথবা বিক্রয় হইলে যে প্রতিষ্ঠান ব্যবসায় ক্রয় করে তখন।

Way bill—বারবরদারী রসিদ : স্থলপথে মাল বহন করার জন্য বারবরদারের নিকট মাল বুঝাইয়া দিলে বারবরদার মাল প্রেরককে যে রসিদ দেয় উহার ইংরেজী প্রতিশব্দ Waybill। আর জলপথে বহনের জন্য যে রসিদ দেওয়া হয়, তাহাকে বাংলায় বহন পত্র কহে। উহার ইংরেজী প্রতিশব্দ Bill of Lading।

Ways and Means Advance—উপায় উপকরণ ঋণ : বৎসরের সব সময়ই সরকারের রাজস্ব আদায় নিয়মিত নহে। সরকারের ব্যয় বৎসরের মধ্যে প্রায় সব সময়েই একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে করিতে হয়। সুতরাং আয়ের অল্প

পাতে ব্যয়ের পরিমাণ বেশী বলিয়া ঘাটতি পূরণের জন্য সরকার অল্পমিয়াদী ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অথবা বাট্টা বাজারে (Discount Market) যেখানে সরকারী ঋণপত্র বাট্টা দিয়া ক্রয় বিক্রয় হয়, অথবা তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের মধ্যে সরকারী তহবিল সঞ্চয় রসিদ (Treasury Deposit Receipt) সরকারী ঋণ পত্র বিক্রয় করিয়া ঋণ গ্রহণ করে। উপায় উপকরণ ঋণের মিয়াদ ৩ মাস, এবং ঐ তিন মাস উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্যেই আসল ও সুদ শোধ করিতে হয়। আসল ও সুদ পরিশোধ করার মত অর্থ সরকারী তহবিলে না থাকিলে পুনরায় ৩মাসের জন্য ঋণ গ্রহণ করিয়া পূর্ববর্ত্তী ঋণ শোধ করা হয়, এই প্রকার ঋণ পত্র বিক্রয়ের নাম ধারা বিলি (Tap Issue) দ্রষ্টব্য। প্রকৃত পক্ষে উপায় উপকরণ ঋণ শোধ প্রায় বিরলই। নূতন ঋণ করিয়া পূর্ববর্ত্তী ঋণ শোধ নিয়মকেই উপায় উপকরণ ঋণ বলে।

Wealth—সম্পদ : অর্থবিত্তায় সম্পদ বলিতে সেই দ্রব্যকেই বুঝায় যাহার বিনিময় মূল্য (Value in Exchange) আছে। যে দ্রব্যের পরিবর্ত্তে অন্য কোন দ্রব্য পাওয়া যায় অথবা কোন দ্রব্য পাইতে হইলে যে দ্রব্য দিতে হয় তাহাই সম্পদ। যাহা মানুষের ব্যাক্তিগত নহে তাহাই হস্তান্তরযোগ্য। সুতরাং সম্পদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—ইহা হস্তান্তরযোগ্য। হস্তান্তরযোগ্য হইতে হইলে সে দ্রব্য হওয়া দরকার বাহ্যিক। কাহারও ব্যাক্তিগত গুণ বা বৈশিষ্ট্য যাহা হস্তান্তর যোগ্য নহে তাহা অর্থবিত্তায় সম্পদ নহে। তবে গুণ অধিকারী ব্যক্তিগত সম্পদ বলিয়া ধরিতে পারে। ইহার চতুর্থ বৈশিষ্ট্য এই যে বিনিময় মূল্য না থাকিলে যখন সম্পদ হয় না তখন সম্পদের মূল্য বিনিময়ের মাধ্যমে পরিবর্ত্তনযোগ্য। জাতির দিক হইতে দেখিলে খনি, রেলপথ, রাস্তাঘাট, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান সকলই জাতীয় সম্পদ। যে দ্রব্যের যোগান অপ্রচুর নহে সে দ্রব্যের বিনিময় মূল্য থাকেনা। সুতরাং সম্পদ অপ্রচুর। অনেকের মতে 'অর্থ', যাহা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কার্য্য করে উহা সম্পদ নহে। কিন্তু 'অর্থও' সম্পদ কারণ উল্লিখিত সকল বৈশিষ্ট্যই 'অর্থে' পরিদৃষ্ট হয়।

Weight Note—ওজন চিঠা; প্রত্যায়ণ চিঠা : পোতাঙ্গন প্রাধিকার আমদানীকৃত দ্রব্যের স্থূল ওজন, দ্রব্যের নিজস্ব ওজন, দ্রব্যের নিজস্ব পরিচয় মার্ক, নম্বর এবং কোন তারিখে দেশে প্রবেশ করে

ইত্যাদি প্রমাণ করার জন্য যে চিঠা বা প্রমাণ পত্র দেয় উহাই ওজন চিঠা বা প্রত্যায়ণ চিঠা।

Weighted Average—সপ্রভাব গড়: মূল্য স্তরের পরিবর্ত্তন স্থির করার জন্য যে সূচক সংখ্যা তৈয়ার করা হয় তাহাতে দ্রব্যের গুরুত্ব অনুযায়ী একটি সাধারণ দ্রব্যের তুলনায় প্রত্যেক দ্রব্যের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হয়। তারপর সেই দ্রব্যসমূহের গড় তৈয়ার করা হয়। ইহাকেই বলে সপ্রভাব গড়। সপ্রভাব গড় তৈয়ার করার উদ্দেশ্য এই যে কোন দ্রব্যের মূল্য কমিতে পারে আবার কোন দ্রব্যের মূল্য বাড়িতে পারে কিন্তু উহাদের গড় মূল্য একই থাকিতে পারে। গড় একই থাকিলেও মূল্য হ্রাস বৃদ্ধির জন্য মানুষের আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে। সুতরাং এমন ভাবে মূল্যস্তরের পরিবর্ত্তন আলোচনা করা আবশ্যক যাহাতে মূল্য পরিবর্ত্তনের ফলে মানুষের আর্থিক অবস্থার উপর কি প্রতিক্রিয়া হইতে পারে তাহা সহজেই ধরা যায়। উদাহরণ, বাজারে চাউলের দাম কমিল কিন্তু চিনির দাম বাড়িল। চাউলের দাম কমার ফলে জনসাধারণ যে পরিমাণে উপকৃত হইবে চিনির দাম বাড়াতে তুলনায় অনেক কম অসুবিধায় পরিবে। চাউলের গুরুত্ব চিনির অনেক গুণ। সুতরাং চাউলের ও চিনির গুরুত্ব অনুযায়ী চিনির কয় গুণের সমান চাউল তাহা দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে বাজারে মূল্য স্তর বাড়িল কি কমিল। ১৯৫০ সালে চাউলের দাম ছিল প্রতি মণ ১০৲ টাকা, চিনির দাম ছিল প্রতি মণ ৫৲ টাকা। এবং ঐ বৎসরকে স্বাভাবিক বৎসর ধরিয়া মূল্যস্তর ধরা হইল ১০০। এখন ১৯৫০ সনের মূল্য স্তরের তুলনায় ১৯৫১ সালে মূল্যস্তর বাড়িল কি কমিল তাহা বিচার করিতে হইবে। ১৯৫১ চাউলের দাম হইল প্রতিমণ ৮৲ টাকা, আর চিনির দাম হইল প্রতিমণ হইল ২৷৷৵৲ টাকা। এখন ৮৲ টাকা দরে ১৯৫০ এর তুলনায় চাউলের মূল্যস্তর ৮০। আর ২৷৷৵৲ দরে চিনির মূল্যস্তর ১২০। সূচক সংখ্যা ৮০ + ১২০ ÷ ২ = ১০০। অর্থাৎ ১৯৫০ এর তুলনায় মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই। কিন্তু ১৯৫১ সালে চাউলের মূল্য হ্রাস পাওয়ার ফলে জনসাধারণের অনেক বেশী উপকার হইয়াছে। সুতরাং সপ্রভাব গড় দ্বারা একটি সুসম মূল্য স্তর বাহির করা আবশ্যক। চাউল চিনির তুলনায় যদি ৫ গুণ গুরুত্ব সম্পন্ন হয় তাহা হইলে ১মণ চাউল সমান ৫ মণ চিনি। সুতরাং ১ মণ চিনির সহিত গড় বাহির করিতে হইলে ৫ মণ চাউলের মূল্য ধরা উচিত। ১মণ চাউলের মূল্য ১৯৫০ সালে ১০৲ টাকা হিসাবে প্রকৃত প্রভাবে ৫ একক

দ্রব্যের সূচকের সমান অর্থাৎ চাউলের সূচক ৫ × ১০০ = ৫০০ এবং ১ মণ চিনির সূচক ১০০, দুইটির গড় সূচক ৫০০ + ১০০ = ৬০০ ÷ ২ = ৩০০। ১৯৫১ সালে প্রতি মণ চাউলের মূল্য ৮ টাকা হইলে ১৯৫০ তুলনায় ৫ মণ চাউলের সূচক ৫ × ৮০ = ৪০০ আর চিনির সূচক ২২/৫ টাকা হইলে ১২০; দুইটির সূচক ৪০০ + ১২০ = ৫২০ ÷ ২ = ২৬০। সুতরাং ১৯৫০ সালের তুলনায় মূল্যস্তর কমিয়াছে। Index Number

Weighted Index Nember—প্রভাব সূচক সংখ্যা : Weighted Average দ্রষ্টব্য।

Wharfinger—জেটির তত্ত্বাবধায়ক : যে ব্যক্তি জেটির কার্য্যাবলী অর্থাৎ মাল খালাস ও উত্তোলন তত্ত্বাবধান করে তাহাকে বুঝায়।

Windfall Profits—আকস্মিক লাভ : ব্যবসায়ের প্রকৃতি অনুযায়ী ন্যায্য এবং স্বাভাবিক মুনাফার একটি পরিমাণ স্থির করা হয়। ইহা সাধারণত কার্য্যকরী মূলধনের সহিত একটি অনুপাত ধরিয়া স্থির করা হয়। ব্যবসায়ের মুনাফা স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত হইলে স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত মুনাফাকেই বলে আকস্মিক লাভ বা মুনাফা। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূলধন ১০০০০৲ টাকা। স্বাভাবিক মুনাফা বা লাভ যদি শতকরা ১০৲ টাকা হয় এবং প্রকৃত মুনাফা যদি ১৫০০৲ টাকা হয় তাহা হইলে আকস্মিক লাভ বা মুনাফা ১৫০০৲—১০০০৲ টাকা অর্থাৎ ৫০০৲ টাকা।

Winding up—ব্যবসায় গুটান : ইচ্ছাকৃত বা আদালতের নির্দ্দেশে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লেনদেন বন্ধ করিলে তাহাকে ব্যবসায় গুটান কহে। যতদিন পর্য্যন্ত ব্যবসায়টির চূড়ান্ত হিসাব নিকাশ করিয়া উহার বিলুপ্তি না হয় ততদিন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পর লিখিত থাকে—গুটান অবস্থায় (In Liquidation)

Window Dressing—প্রচার কৌশল; বিজ্ঞাপন চাতুর্য্য : যে কোনও উপায়ে ব্যবসায়ের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত না করিয়া তদপেক্ষা সমৃদ্ধতর অবস্থা দর্শান হইলে তাহাকে প্রচার কৌশল বা বিজ্ঞাপন চাতুর্য্য কহে। পরিচালকগণ অনেক সময়ে সাধারণের নিকট হইতে ব্যবসায়ের প্রকৃত অবস্থা গোপন করিতে এই পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাতে উদ্বৃত্ত পত্র এমত ভাবে গঠন করা হয় যাহাতে ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা প্রকৃতপক্ষে যত

সমৃদ্ধশালী নহে তাহার চেয়ে অনেক অধিক সমৃদ্ধশালী দেখান হয়। ব্যাঙ্ক সমূহ উদ্বৃত্ত পত্র তৈয়ার কালে, বাজার হইতে তলবমাত্র দেয় ঋণ (Call Loan) ফেরত চাহে এবং ফলে ঐ তারিখে উহার তহবিলে গচ্ছিত বা আমানতের তুলনায় যে প্রকৃত নগদান তহবিল থাকে তাহাব অধিক নগদান তহবিল দেখাইতে সমর্থ হয়। ইহা দ্বারা ব্যাঙ্কের সমৃদ্ধি সূচিত হইলেও উহা প্রকৃত সমৃদ্ধি নহে এবং অনেক সময়ে মক্কেলগণ এই প্রকার প্রচার কৌশলের ফলে ঠকিয়া থাকে।

Without Engagement—অঙ্গীকার বিহীন: সম্ভাব্য ক্রয় বিক্রয়ে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট কোন দ্রব্যের মূল্য জানিতে চাহিলে বিক্রেতা এমন মূল্য নিরখ করিতে পারে যাহাতে ভবিষ্যতে মূল্যের পরিবর্তন করা তাহার নিজের অধিকারে থাকিবে। অথবা যে মূল্য বিক্রেতা নিরখ করিবে উহাই যে চূড়ান্ত বা স্থির নহে তাহাই প্রমাণিত হয়। এই প্রকার মূল্য নিরখে বিক্রেতা দ্রব্যের মূল্য নিরখ করিলে সেই মূল্যেই সে বিক্রয় করিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ নহে তাহাই বুঝায়।

Without Prejudice—ক্ষতি সাধনে অপারগ: কোনও প্রকার চিঠি পত্র আদান প্রদানে অথবা প্রস্তাবন ও গ্রহণে কোনও পত্র সাক্ষ্য প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করিতে বাধা বা নিষেধ আরোপ করিলে সেই প্রকার আদান প্রদান বা প্রস্তাবনকে ক্ষতি সাধনে অপারগ বলা হয়। এই প্রকার বাধা বা নিষেধ আরোপ করা হয় তখনই যখন কোনও চিঠি সাক্ষ্য প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করিলে কাহারও ক্ষতি হইতে পারে।

Without Recourse—দায় রহিত: বিনিময়পত্র, হুণ্ডি, চেক, শেয়ারের কুপন ইত্যাদি বিক্রয় করিবার সময়ে বা হস্তান্তর করিবার সময়ে হস্তান্তরকারী বিনিময়পত্র, হুণ্ডি ইত্যাদির মূল্য পরিশোধের দায়িত্ব হইতে মুক্ত থাকিতে চাহিলে পিছনসহি করার সময় দায় রহিত "Without Recourse" কথাটি জুড়িয়া দেয়। এই প্রকার পিছনসহি দ্বারা হস্তান্তরে বা বিক্রয়ে ভবিষ্যতে বিনিময়পত্র চেক, হুণ্ডি ইত্যাদি অনাদৃত বা অস্বীকৃত হইলে হস্তান্তরকারীকে দায়ী করিতে পারে না বা পিছনসহিকারীর নিকট হইতে বিনিময়ের পত্রের মূল্য আদায় করিতে পারে না। Qualified Indorsment দ্রষ্টব্য।

Without Reserve—সংরক্ষণ বিহীন: নিলাম বিক্রয়ে নিলামকারী

দ্রব্যের নিম্নতম মূল্য বাধিয়া না দিলে অথবা তাহার নিজস্ব কোন মূল্য ঘোষণা না করিয়া ডাককারীদের মধ্যে যে উচ্চতম মূল্য দিতে রাজী তাহার নিকট বিক্রয় করিবার রীতি থাকিলে সেই প্রকার নিলাম বিক্রয়কে সংরক্ষণ বিহীন কহে।

Working Capital—কার্য্যকরী মূলধন: যে পরিমাণ অর্থ ব্যবসায়ের চলতি লেনদেনে প্রয়োগ হয় উহাই কার্য্যকরী মূলধন। যে মূলধন নিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করা হয় উহার সহিত চিরস্থায়ী ঋণ সঞ্চিতি, অবিলিকৃত মুনাফা, এবং চলতি দেনা যোগ করিয়া উহা হইতে স্থায়ী সম্পদ (জমি, বাড়ী, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) এবং চিরস্থায়ী ঋণ বাদ দিলে যাহা থাকে উহাই প্রকৃত পক্ষে ব্যবসায় চালাইবার জন্য ব্যবহার করা হয় এবং উহাই কার্য্যকরী মূলধন। কাজেই চলতি সম্পদ হইতে চলতি দায় বাদ দিলে যাহা বাকী থাকে তাহাই কার্য্যকরী মূলধন।

Working Partner—সক্রিয় অংশীদার: অংশীদারী ব্যবসায়ে যে ব্যক্তি ব্যবসায়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে তাহাকে সক্রিয় অংশীদার কহে। সক্রিয় অংশীদার অংশীদারী ব্যবসায়ে মূলধন না দিয়াও শুধু নিজের শ্রম ও বুদ্ধির পরিবর্ত্তে ব্যবসায়ের লাভে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। এই প্রকার অংশীদার মূলধন নিয়োগ না করিলেও অন্যান্য অংশীদারদের মত অংশীদারদের সহিত যৌথভাবে এবং একক ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ দায়ের জন্য দায়ী।

Works on Cost: Overhead দ্রষ্টব্য।

Workmen's Compensation—শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ: শিল্পে এমন অনেক কার্য্য আছে যাহা শ্রমিকের পক্ষে অনেক সময়ে বিপজ্জনক হইয়া থাকে। এরূপ কোন কার্য্য করা কালে শ্রমিক কোন দুর্ঘটনায় পড়িলে অথবা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া কর্ম্মক্ষমতা হারাইলে মালিক শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য থাকে। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই শিল্পশ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করার নিমিত্ত শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ আইনের (Workmen's Compensation Laws) প্রণয়ণ করা হইয়াছে। ভারতবর্ষে এই আইন ১৯২৩ সালে প্রণয়ণ করা হয়।

Work Relief—কর্ম্ম সাহায্য: মন্দা অবস্থা; বেকার সমস্যা অথবা আর্থিক দুর্গতি দেখা দিলে সরকার সাধারণের দুরাবস্থা দূর করার উদ্দেশ্যে সেবাকার্য্য নীতি গ্রহণ করিতে পারে। রাস্তাঘাট তৈয়ার, খাল কূপ

খনন ইত্যাদির সাহায্যে সাধারণের কর্মসংস্থান করিয়া থাকে—যাহাতে এই সমস্ত কার্য্যে নিয়োগ করিয়া সাধারণের আয়ের ব্যবস্থা করা যায়। এই প্রকার কার্য্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহও গ্রহণ করিতে পারে। কর্মের সংস্থান করিয়া আয়ের ব্যবস্থা করাকেই কর্ম সাহায্য কহে। ইহার অপর নাম Test Relief (দ্রষ্টব্য)।

Work Sharing—কর্মবিভাজন : কোন শিল্পে শ্রমিক ছাটাইএর আবশ্যক হইলে শ্রমিক ছাটাই না করিয়া সমস্ত শ্রমিককে আংশিক নিয়োগ করিলে তাহাকে কর্মবিভাজন কহে। ইহার ফলে সমাজে যদিও মোট আয়ের পরিমাণ বাড়ে না, তথাপি কতিপয় শ্রমিকের পূর্ণ নিয়োগ ও কতিপয় শ্রমিকের আংশিক নিয়োগ এই পার্থক্য দূরীভূত হয়।

World Bank : International Bank for Reconstruction and Development দ্রষ্টব্য।

Wreck—ধ্বংস : (১) জাহাজ কূলসংলগ্ন হইয়া ভাসমান হইবার অযোগ্য হইলে অথবা সমুদ্রবক্ষে ডুবিয়া গেলে তাহাকে বুঝাইতে কথাটির প্রয়োগ হয়।

(২) আবার ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের মালপত্র, যাহা জলে ভাসিয়া থাকে বা সমুদ্রতটে পাওয়া যায় তাহাকেও বুঝায়।

Writ—পরোয়ানা; আদালতের নির্দ্দেশ : আইনসম্মত উপায়ে তৈয়ারী যে কোনও প্রকার দলিল যাহা দ্বারা কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে কোনও নির্দ্দিষ্ট যায়গায় উপস্থিত হইতে অথবা কোনও কার্য্য সম্পাদন করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয় তাহাকে বুঝায়। নির্দ্দেশমত কার্য্য না করিলে আদিষ্ট ব্যক্তিকে জরিমানা দিতে হয়।

Writing off—অবলোপন; অবলুপ্তিকরণ : আদায়ের অযোগ্য সম্পদের মূল্য অবলোপন করাকে অবলোপন কহে। হিসাব রক্ষণে লাভ ক্ষতি হিসাবে খরচ লিখিয়া এবং সম্পদ খাতে অনাদায়ী বলিয়া জমা করিয়া অবলোপন করা হয়। দেনাদারের নিকট হইতে পাওনা অর্থের যে অংশ অশোধ্য বা অনাদায়ী বলিয়া ধরা হয়, উহা সম্পদ খাত হইতে বাদ দেওয়া হয়। তখন ইহা লোকসান হিসাবে ধরা হয় এবং লাভক্ষতি-হিসাবে ব্যয় লিখা হয় এবং দেনাদারের হিসাবে জমা করা হয়।

Wrought Gold—পেটা সোনা : দুই উপায়ে পেটা সোনা তৈয়ার

করা হয়। সোনা তৈয়ারে ২২/২৪ ভাগ খাঁটি সোনা, অথবা ১৮/২৪ ভাগ খাঁটি সোনা। নির্দ্দিষ্ট ওজনের মধ্যে চব্বিশ ভাগের ২২ ভাগ থাকে খাঁটি সোনা তৈয়ার করিতে, আর ২৪ ভাগের ১৮ ভাগ থাকে স্বর্ণ-নির্ম্মিত অলঙ্কারাদি তৈয়ার করিতে। কাজেই ব্যবহার অনুযায়ী পেটা সোনায় খাঁটি সোনার পরিমাণের পরিবর্ত্তন হয়।

World Federation of Trade Union—আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ: পৃথিবীর সমস্ত দেশের সমস্ত শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষার জন্য এই আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ গঠন করা হয়। ইহার প্রথম অধিবেশন হয় ১৯৪৫খৃঃ প্যারিস নগরীতে। এই শ্রমিক সংঘে প্রথমে ৬০টি দেশের শ্রমিক সংঘ সকল সদস্যভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটি কম্যুনিষ্ট অধ্যুষিত বলিয়া ধনতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী রাষ্ট্রের শ্রমিক সংঘের সদস্যদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দেওয়ায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটবৃটেন, ফরাসীর নেতৃত্বে একটি পাল্টা শ্রমিকসংঘ স্থাপিত হয় ১৯৪৯ খৃঃ। ইহাও আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের মর্য্যাদা দাবী করে। এই সংঘটির নাম International Confederation of Trade Union আমেরিকার বিখ্যাত Federation of Labour, বৃটেনের শ্রমিক সংঘ সমূহ এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ হইতে যে সকল শ্রমিক সংঘ বাহির হইয়া আসিল তাহাদের নিয়া গঠিত হইল International Confedertion of Free Trade Union.

Wage Leadership—মজুরী নেতৃত্ব: একটি বিশেষ কারখানায় মজুরীর হার স্থিরীকরণের ফলে, ঐ শিল্পের সমস্ত কারখানায় অথবা শ্রমিক বাজারে যদি মজুরী পুনর্স্থিরীকরণের আবশ্যক হয় তাহা হইলে যে কারখানা দৃষ্টে মজুরী স্থিরীকরণ হয় সেই কারখানার মজুরীর হারকে মজুরী অধ্যক্ষ বা নেতৃত্ব কহে। ঐ একটি কারখানা যখন শ্রমিক বাজারে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় তখনই এই রূপ অবস্থা দৃষ্ট হয়।

Wage Price Spiral—মজুরী মূল্য বক্ররেখা: মজুরী বৃদ্ধির সাথে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটিলে এবং দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির জন্য মজুরী বৃদ্ধি এই নিয়ম চলিতে থাকিলে তাহাকে মজুরী মূল্য বক্ররেখা কহে। মজুরী বাড়িলে ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে, যোগান অপরিবর্ত্তিত থাকে বলিয়া মজুরী বৃদ্ধি হইলে মূল্য বৃদ্ধি হয়। পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে মূল্য বৃদ্ধির জন্য মজুরী বৃদ্ধির দাবী আসে এবং মূল্য বৃদ্ধির জন্য হয় মজুরী বৃদ্ধি। সুতরাং এই নিয়মকেই বলে মজুরী মূল্য বক্ররেখা।

War Economy—যুদ্ধাবস্থা অর্থনীতি : যুদ্ধাবস্থা অর্থনীতি যে কেবল যুদ্ধকালেই দেখা যায় তাহা নহে। স্বাভাবিক সময়েও সরকারী নির্দেশে নাগরিকদের জীবন যাত্রা ও ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন সংকোচ, বিতরণ, বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে অপ্রচুর দ্রব্যের বণ্টন, সংভাগ (Ration) প্রথা প্রবর্তন, ইত্যাদি ব্যবস্থা চালু করিয়া নাগরিকদের ব্যবহার্য্য দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস করিয়া যুদ্ধ সম্ভারের উৎপাদন বৃদ্ধি করিলে সেই অবস্থাকে যুদ্ধাবস্থা অর্থনীতি কহে।

Welfare State—কল্যাণমূলক রাষ্ট্র : রাষ্ট্রের কার্য্যাবলীর মধ্যে জনসাধারণের কল্যাণ সাধন প্রথম ও প্রধান। শিক্ষা দীক্ষার প্রচারের দ্বারা নাগরিকদের মধ্যে নাগরিক দায়িত্বের চেতনা যত বেশী উদ্বুদ্ধ করা যায় রাষ্ট্র ততই সমাজ কল্যাণ কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে। আইন শৃঙ্খলা বজায়ের দায়িত্ব কিছু পরিমাণে কমিয়া যায়। রাষ্ট্র যদি কেবলমাত্র শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে ব্যস্ত থাকে তাহা হইলে নাগরিকদের বা সমাজের কল্যাণের ভার থাকে ব্যক্তির নিজের উপরই। সেবা মূলক প্রতিষ্ঠানগুলির কথা বাদ দিলেও জনসাধারণের কল্যাণ জনক সমস্ত কার্য্যই থাকে সাধারণের নিজেদের হাতে। কল্যাণ মূলক কার্য্যে যেমন রাস্তাঘাট তৈয়ার, স্বাস্থ্য বীমা প্রবর্তন, কৃষিকার্য্যে সাহায্য দান, শিক্ষা বিস্তার, দাতব্য চিকিৎসালয়, স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের ব্যবস্থাকরণ ইত্যাদিতে যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন উহা কখনই কতিপয় ব্যক্তির প্রচেষ্টায় বা একক প্রচেষ্টায় সম্ভব নয় বলিয়াই যে সকল রাষ্ট্র এই সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং ধীরে ধীরে রাজস্ব হইতেই এই সমস্ত ব্যবস্থা বজায় রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাহাদের বলে কল্যাণ মূলক রাষ্ট্র।

World Health Organisation—আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থা : রাষ্ট্র সংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থার অন্তর্গত একটি বিশেষ সংস্থা। আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংঘের কার্য্য রাজনৈতিক মতবাদ নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল দেশের নাগরিকগণের স্বাস্থ্য উন্নতি ও স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য যে সকল পন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক তাহার আলাপ আলোচনা করা। এই সংস্থার সুপারিশ গ্রহণ করা কোন রাষ্ট্রের পক্ষে বাধ্যতা মূলক নহে। তবে সকল রাষ্ট্রই এই সংস্থার সহিত সহযোগিতা করিয়া থাকে।

Y

Years' Purchase—বৎসরের ক্রয়ঃ সুনাম (Goodwill) অথবা কোন স্থাবর সম্পত্তির মূল্য নির্দ্ধারণে এই নিয়ম প্রয়োগ করিতে দেখা যায়। ইহার অর্থ এই যে সম্পত্তি হইতে বাৎসরিক যে আয় হয় উহার কয়েক গুণ হইবে দ্রব্যের মূল্য। সুনামের বেলাতে, কতিপয় বৎসরের মুনাফার গড়ের কয় গুণ হইবে সুনামের মূল্য—তাহাই বৎসরের ক্রয় দ্বারা বুঝায়।

Yellow Dog Contract—পীত কুকুর চুক্তিঃ শ্লেষাত্মক বা গালি সূচক অর্থে ব্যবহার হয়। শিল্পে শ্রমিক নিয়োগ কালে শ্রমিক যদি এইরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে সে কোনও শ্রমিক সংঘের সদস্য হইবে না তবে সেই চুক্তিকে বলে পীত কুকুর চুক্তি। এই প্রকার চুক্তি অনেক দেশেই বেআইনী। কারণ ইহা যৌথ সওদা এবং শ্রমিকের স্বাধীনতার পরিপন্থী।

York Antwerp Rules ঃ Antwerpএ অবলেখক বা দায় গ্রাহক সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলিই এই নামে পরিচিত। সামুদ্রিক বীমায় ক্ষতির পরিমাণ কি উপায়ে স্থির করা উচিত তাহাই এই নিয়মাবলীতে ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা পৃথিবীর সমস্ত দায় গ্রাহক বা অবলেখক মানিয়া নিয়াছে। সাধারণ ও বিশেষ গড় কি ভাবে হিসাব করা হইবে তাহা বিশদভাবে এই সম্মেলনে আলোচনা হয় এবং যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহাই সাধারণ ও বিশেষ গড়ের হিসাবের সঙ্কেত।

Young Plan—ইয়ং পরিকল্পনাঃ প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভার্সাই (Versailles) চুক্তিতে জার্ম্মানীর উপর যুদ্ধ খেসারত চাপান হয়। ১৯২৩ খৃঃ Dawes পরিকল্পনা অনুযায়ী জার্ম্মানী কি ভাবে যুদ্ধ খেসারত পরিশোধ করিবে

তাহা স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু ঐ সকল সর্তের কঠোরতা হেতু এবং জার্ম্মানীর আর্থিক দুরবস্থার অবস্থা বিবেচনা করিয়া ১৯২৯ খৃঃ ইয়ং (Young) পরিকল্পনা দ্বারা ডয়েস (Dawes) পরিকল্পনা বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী জার্ম্মানীকে যুদ্ধ খেসারত হিসাবে যে অর্থ দেওয়ার কথা ছিল তাহা কমাইয়া দেওয়া হয়; কতদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ খেসারত দিতে হইবে তাহাও স্থির করিয়া দেওয়া হয় এবং জার্ম্মানীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও অবস্থার উপর মিত্র শক্তির তদারক করার যে ক্ষমতা ছিল তাহা উঠাইয়া নেওয়া হয়।

Z

Zoning—এলাকা করণ: কোন পৌর প্রতিষ্ঠান নগর পরিকল্পনা অনুযায়ী এক বিস্তৃত এলাকায় বাড়ী, ঘর, দালান, খেলাধুলার ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, ইত্যাদি যদি এমন পরিকল্পিত উপায়ে তৈয়ার করে যে জনসংখ্যা বাড়িতে থাকিলেও এলাকার অধিবাসীগণ সর্ব্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা পাইতে থাকিবে বা তাহাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কোনরূপ অভাব ঘটিবে না তবে সেইরূপ পরিকল্পনাকে এলাকাকরণ কহে। সেই উদ্দেশ্যেই এক বিরাট অঞ্চলকে শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য ইত্যাদি পৃথক পৃথক এলাকায় ভাগ করা হয় বলিয়াই ইহাকে এলাকাকরণ কহে।

Zollverein: শুল্ক সংঘের জার্ম্মান প্রতিশব্দ। ১৮৩৩ খৃঃ কতিপয় জার্ম্মান রাষ্ট্র মিলিত হইয়া একটি শুল্কসংঘ গঠন করে। এই সংঘের সদস্য রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য বা দ্রব্য আদান প্রদান নিঃশুল্ক ছিল এবং ইহারা অপর রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য বিষয়ে একই পন্থা অনুসরণ করিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল। প্রুশিয়া, ব্যাভিরিয়া, উটেমবুর্গ ইত্যাদি এই সংঘের সদস্য ছিল। Customs Union দ্রষ্টব্য।

শুদ্ধিপত্র

৩ পৃষ্ঠায় ১২ লাইনে 'ভোগবিরত' স্থলে 'ভোগবিরতি' হইবে।

৭৩ পৃষ্ঠায় ২১ লাইনে ১৯৩১ সালের পূর্ব্বে "Chadbourne" পরিকল্পনা অনুযায়ী" বসিবে এবং "Chadbourne পরিকল্পনা অনুযায়ী রবার" স্থলে "Stephenson পরিকল্পনা অনুযায়ী রবার" হইবে।

২৫৪ পৃষ্ঠায় ২২ লাইনে 'সব ব্যয়' স্থলে 'সর্বব্যয়' হইবে।

৪৮১ পৃষ্ঠায় ২৫ লাইনে 'পুঁজিপতির যুট' স্থলে 'পুঁজিপতির জোট' হইবে।

৪৮২ পৃষ্ঠায় ২৭ লাইনে ঐ

৪৯২ পৃষ্ঠায় ২৯ লাইনে 'লভ্যাংশ' স্থলে 'লাভাংশ' হইবে।

" ৩০ লাইনে ঐ

৪৯৩ পৃষ্ঠায় ২ লাইনে ঐ

৪৯৩ পৃষ্ঠায় ২৩ লাইনে 'ভাল' স্থলে 'লাভ' হইবে।

৪৯৪ পৃষ্ঠায় ৮ লাইনে 'vai' স্থলে 'via' হইবে।